বাঙ্গলার ইতিহাস

অষ্টাদশ শতাব্দী

নবাবী-আমল

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ.-
প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক—শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত।
ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী,
৬৭নং কালেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
১৩১৬

৩৲ তিন টাকা।   রাজসংস্করণ ৩॥০ টাকা

স্বর্গীয়া

মাতৃদেবীর

পুণ্যনাম স্মরণে

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

উনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

চিত্র সূচী।

কান্তনগর মন্দির এবং মীরকাসেমের ছবি, এই সংস্করণে দেওয়া গেল। দিনাজপুরের কান্তজীর প্রাচীন মন্দিরের ছবি ফার্গুসন্ সাহেবের গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইল। বিগত ভূমিকম্পের পর মেরামতে মন্দিরের আর পূর্ব্বশ্রী নাই তজ্জন্য মহারাজ বাহাদুর উক্ত ছবিই গ্রন্থে দিতে বলিয়াছেন। মন্দির এতই সুন্দর ছিল যে, ফার্গুসন্ও তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় উহা সংযোগ করিয়াছেন মীরকাসেমের ছবি শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মজুমদারের গ্রন্থ দৃষ্টে অঙ্কিত।

[সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (১৩১৩) প্রকাশিত, সম্প্রতি আবিষ্কৃত, বাঙ্গলা 'মহারাষ্ট্র পুরাণের' প্রথম সর্গে বর্গীর হাঙ্গামার সুন্দর বিবরণী আছে বলিয়া উহা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। পুঁথিখানি ঐতিহাসিক সত্যে পরিপূর্ণ। আমরা কয়েকটি ঐতিহাসিক টিপ্পনী সংযোগ করিয়া দিলাম।]

কান্তনগর মন্দির।
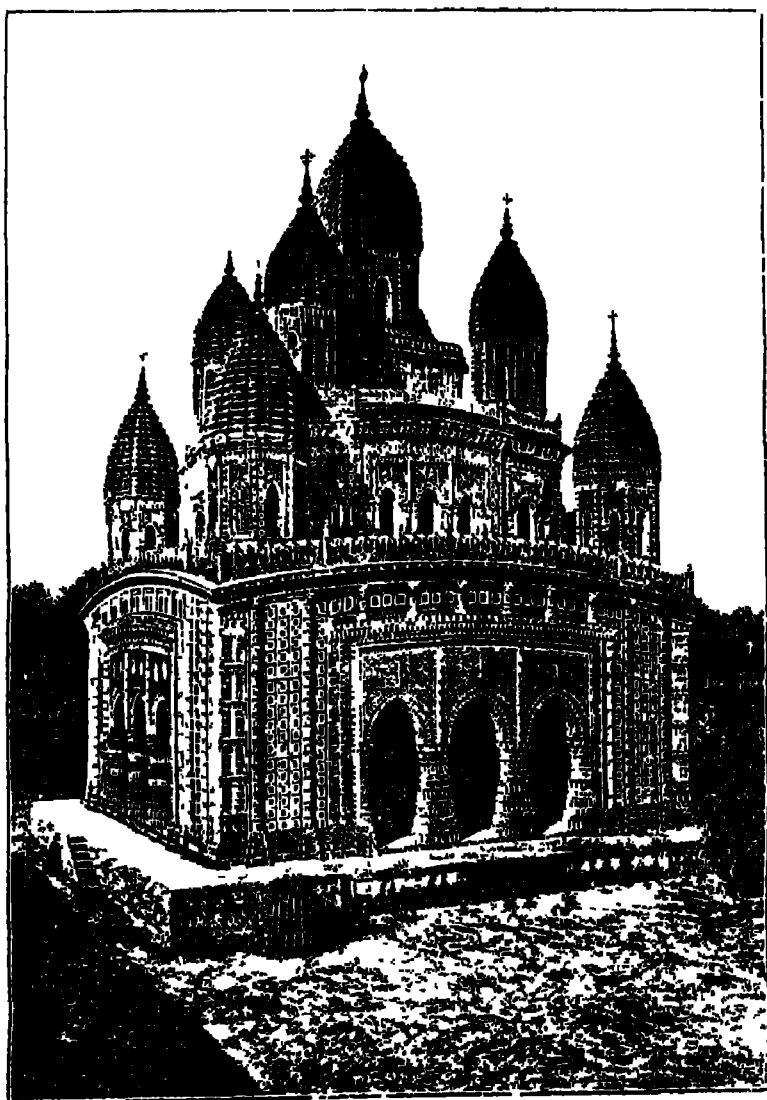
বাঙ্গলার ইতিহাস

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা (সংশোধিত)।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মুর্শিদাবাদের কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উদ্যোগে, ডিঃ জজ্ বেটন সাহেবের বিশেষ উৎসাহে, বহরমপুর কলেজ-ভবনে অধুনা মৃত দীনবন্ধু সান্যাল মহাশয়ের কল্পিত মুর্শিদাবাদের ইতিহাস প্রণয়নে সাহায্য জন্য এক সভা আহূত হয়। সেই দিন অবধি আমার মনে মাতৃভাষায় ঐরূপ একখানি ইতিহাস-রচনার দুরাশা জাগরিত হয়। আমার দুর্ব্বল হস্তে, মুর্শিদাবাদ ইতিহাসে, অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গীয় বিপ্লব ও বাঙ্গালী সমাজের যতই অসম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হউক না কেন, ভবিষ্যতে উপকরণসংগ্রহ বিষয়ে তাহা দক্ষতর অন্যের কথঞ্চিৎ উপকারে আসিতে পারে বলিয়াই আমার এই উদ্যম। এই সময় অবধি উপকরণসংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিলেও শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ দুই বৎসর এ কার্য্যে সবিশেষ অগ্রসর হইতে পারি নাই। অতঃপর মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের দেওয়ান্ ফজ্‌লে রব্বী খাঁ বাহাদুরের সহিত আমার আলাপ হয়, তিনিও কয়েক বৎসর পূর্ব্বাবধি এই বিষয়ে পারসী ভাষায় একখানি ইতিহাসের রচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় মুর্শিদাবাদের ইতিহাস-সঙ্কলনের নিমিত্ত অনেকগুলি উপকরণ সংগ্রহ করেন, সেই সময়ে অন্য দুই এক জনও বাঙ্গলা ভাষায় এইরূপ ইতিহাস লিখিবার উদ্যম করিতেছিলেন। দেওয়ান সাহেব ক্রমশঃ তাঁহার সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত অনেকগুলি পারসী ও ইংরেজী গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুস্তিকা আমার হস্তে প্রদান করেন। বঙ্গের নানা স্থানের পুস্তকালয় প্রভৃতি হইতে প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি সংগৃহীত হইলেও, আমি দেওয়ান সাহেবের সাহায্য ভিন্ন এ কার্য্যে সফলকাম হইতে পারিতাম না। নন্দকুমার-রচয়িতা ভূতপূর্ব্ব জজ্ বেভারিজ্ মহোদয়ও আমার আরব্ধ ইতিহাস-সঙ্কলনে সম্পূর্ণ উৎসাহ প্রদান করিয়া তাঁহার সংগৃহীত, এ দেশে দুর্ল্ভ একখানি গ্রন্থ বিলাত হইতে পাঠাইয়া দিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার এই সামান্য পুস্তকের প্রুফ্ সংশোধনের ভার লই-

বারও প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সুদূর ইংলণ্ডে প্রুফ্ পাঠান বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্রের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া নিরস্ত হইতে হইয়াছে।

পাঁচ ছয় বৎসরে অধিকাংশ উপকরণ সংগৃহীত হইলেও, সময় ও শক্তির অভাবে সঙ্কলনকার্য্যে বিলম্ব হইতেছিল। সুখের বিষয়, ইদানীং দুই এক জন দেশীয় লেখক এই কালের ইতিহাস আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, যথাসাধ্য তাঁহাদের কাহারও কাহারও কার্য্যে সহায়তা করিয়া আসিয়াছি। আট বৎসর পূর্ব্বে বহরমপুরে প্রকাশিত 'সৎসঙ্গ' পত্রে যৎকালে আমার এই ইতিহাসের কল্পনা প্রচারিত হয় তখনও এরূপ সুবাতাস দেখা দেয় নাই, কেবল শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকারের 'পলাশী' প্রবন্ধ চলিতেছিল। অতঃপর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র তাঁহার 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি এবং শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী' প্রকাশিত করিয়া এই সময়ের ইতিহাসপাঠে বাঙ্গালীর উৎসাহ আকর্ষণে সফলমনোরথ হইয়াছেন। আমার লিপিকৌশল নাই, সামান্য শক্তিতে যাহা কিছু করিয়াছি, তাহাই জনসমাজে প্রকাশ করিলাম। উদ্দেশ্য দেখিয়া কার্য্যের সঙ্কীর্ণতা সম্ভবতঃ মার্জ্জনীয় হইবে। নবাবী আমলের অবনতি লইয়া সমগ্র বঙ্গের রাজনৈতিক ও সাধারণ অবস্থা-বর্ণন আমার অভিপ্রেত। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাস রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস, এরূপ ইতিহাস-সমালোচনা যে বিলক্ষণ কঠিন ব্যাপার, কার্য্যে যতই অগ্রসর হইয়াছি, তাহা ততই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। বিপ্লব ও পরিবর্ত্তনের যুগের ইতিবৃত্তরচনায় যে পরিমাণ ধীরতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার আবশ্যক, আমার ন্যায় অল্পধী লোকের নিকট তত দূর কেহই আশা করিবেন না। সাধারণের অবগতি ও আত্মদোষক্ষালনের নিমিত্ত এইমাত্র বলিতে পারি, সত্যনির্দ্ধারণের জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছি, কোন বিষয়ের সন্ধানকল্পে সাধ্যমত উদ্যোগ ও পরিশ্রমে কুণ্ঠিত হই নাই।

* * * * * * *

অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গীয় ইতিহাস ঘটনা-বৈচিত্র্যে পৃথিবীর ইতিহাসে সমধিক উজ্জ্বল। কিন্তু কেবল ঘটনা-বৈচিত্র্যই ইহার একমাত্র আকর্ষণ নহে। কিরূপ কারণ-পরম্পরার সমাবেশে হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে প্রজাবৃন্দের সহানুভূতি ও প্রীতি আকর্ষণে সক্ষম হইলেও বাঙ্গালী মুসলমান নবাবের দুর্ব্বল হস্তের রাজদণ্ড দক্ষতর পাশ্চাত্য বণিকের তুলাদণ্ডে পরিণত হইয়াছিল, তাহা এই ইতিহাসে স্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। দেখিতে পাইব, কর্ম্মনিষ্ঠা ও স্বজাতিপ্রাণতাই জাতিপ্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি, স্বজাতিদ্রোহিতা কি অবস্থার সমাজে

সম্ভবপর এবং ইহার পরিণামফলে সমাজ-বক্ষে কিরূপ উৎপীড়নের ক্ষতচিহ্ন রহিয়া যায়, তাহাও ইহাতে পরিস্ফুট হইবে। এই ইতিহাসে দেশীয় ও বিদেশীয় অনেকের কার্য্যকলাপ ও চরিত্রের তীব্রভাবে সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি, কিন্তু যেখানেই ব্যক্তিগত চরিত্র বা কার্য্যে দোষারোপ করিতে হইয়াছে, সেই সেই স্থলে স্মরণ রাখিয়াছি, ব্যক্তিবিশেষ কেবল সামাজিক ক্রম-বিকাশের অণুপরিমিত কারণমাত্র, যে শক্তি তাহাদিগকে গন্তব্য পথে চালিত করিয়াছে, তাহার অভিব্যক্তি ও পরিণতিই লক্ষ্যস্থানীয়। স্মরণ রাখা উচিত, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবে সমাজ-নায়কগণের চরিত্রহীনতার সহায়তা করে। মুসলমানের অধঃপতন ও ইংরেজের বাঙ্গালা অধিকারের এই ইতিহাস মুসলমান বা ইংরেজের গৌরবের সামগ্রী নহে, পরন্তু দেশীয় হিন্দু রাজপুরুষগণও এই কলঙ্কের সমধিক অংশভাগী, সেকালের ইংরেজের শতদোষ সত্ত্বেও জাতীয় আদর্শে কর্ম্মনিষ্ঠা ও একপ্রাণতার অভাব ছিল না, তাহাতেই ইংরেজের জয়। প্রাথমিক যুগে ইংরেজ কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা এ দেশে অর্থলোভে যে অপকীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছে, তাহা দ্বারা ইংরেজের জাতীয় চরিত্রের পরিমাণ সমীচীন নহে। পার্লামেণ্ট সভায় মহামনস্বী বার্ক প্রভৃতি যে মনুষ্যত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা ত সমগ্র জগতের আদর্শ। ইংরেজ কোম্পানীর ডিরেক্টরগণও কর্ম্মচারি-দলের দুষ্কৃতির সমর্থন করেন নাই। মহান্ ইংরেজ জাতি ক্রমশঃ কিরূপে স্বজাতির প্রতিনিধিগণের দুষ্কৃতি দমন করিয়া বর্ত্তমান সুব্যবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাহার কিয়দংশ দ্বিতীয় পুস্তকে—ইংরেজাধিকার খণ্ডে—বিবৃত হইবে, অবশ্য বর্ত্তমান গ্রন্থ যে ভাবে গৃহীত হয়, পরবর্ত্তী খণ্ডের অবতারণা তাহার উপর নির্ভর করিবে।

এই বহুব্যয়সাধ্য বৃহৎ ব্যাপার আমার সাধ্যায়ত্ত নহে, প্রকাশে বিলম্ব হইবার ইহাও অন্যতম কারণ। কয়েক জন সদাশয় মহানুভবের সাহায্যে আমার এই অভাবমোচন হইয়াছে, লোকহিতকর কার্য্যে উৎসাহদাতা মহাত্মার সম্প্রতি অভাব নাই, ইহাও অল্প সুখের বিষয় নহে। দুই এক জন ইংরেজ গ্রন্থকারের সৌজন্যে মোহিত হইয়াছি, মিঃ বেভারিজ্ ভিন্ন পাটনা কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ উইল্‌সন্ তাঁহার যন্ত্রস্থ (সম্প্রতি প্রকাশিত—দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থের সমগ্র প্রুফ্ পাঠাইয়া দিয়া আমায় চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। আমার আত্মীয় সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং নবীন বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ এ কার্য্যে আমার সবিশেষ সহায়তা করিয়া-

ছেন। হেমেন্দ্র বাবু এবং শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত বি. এ. বর্ণানুক্রমিক সূচী প্রস্তুত করিয়াছেন। আমার বন্ধু বহরমপুর কলেজের মৌলবী মফিজুদ্দীন্ সাহেব এবং নিজামৎ সেরেস্তাদার মৌলবী আব্‌দুল আলিম্ পারসী গ্রন্থাদির অনুবাদ করিয়া ও বুঝাইয়া দিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

নবাবী আমলের ইতিহাস-রচনায় যে সমস্ত গ্রন্থ আমার প্রধান অবলম্বন, তাহার সমস্তই প্রায় পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছি। কয়েকখানি প্রাচীন প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পারসী গ্রন্থের উল্লেখ এখানে আবশ্যক মনে হয় :—

(১) তারিখ ইউসুফী,—ইউসুফ্ আলি খাঁর রচিত নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ের ইতিহাস। গ্রন্থকার আলিবর্দ্দী খাঁর সমসাময়িক। আলিবর্দ্দীর 'পঞ্চ-সহস্রের কটক হইতে প্রত্যাবর্ত্তনে'র সঙ্গী। পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাসের সংগ্রহ দুঃসাধ্য বলিয়া ইনি সমসাময়িক বৃত্তান্তমাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাও ১১৭৭ হিঃ (১৭৬৪) সালে, যৎকালে নবাব আলিজা (মীর কাসেম) এলাহাবাদে পলাইয়া আইসেন, তখন শেষ হয়। লেখকের পিতা এ সময়ে এলাহাবাদে শেষ শয্যা শয্যায় শায়িত বলিয়া উল্লেখ আছে, সম্ভবতঃ ইঁহারা আলিবর্দ্দীর রাজ্যকালের পরেই বাঙ্গলা ত্যাগ করেন। পরবর্ত্তী ঘটনার ইনি কোনও উল্লেখ করেন নাই, অথবা হস্তলিখিত গ্রন্থের শেষাংশ নষ্ট হইয়াছে। আমরা এ পর্য্যন্ত একখানিমাত্র 'ইউসুফী' সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাও অসম্পূর্ণ ও কীটদষ্ট। স্কট্ ইহার কিয়দংশ অনূদিত করিয়া স্বীয় ইতিহাসে প্রকাশ করিয়াছেন, ষ্টুয়ার্টের তাহাই অবলম্বন। মুতাক্ষরীণ্‌কার গোলাম হোসেন্‌ও ইউসুফী হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

(২) 'তারিখ্ বাঙ্গালা'—একজন অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের রচিত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের বাঙ্গলার ইতিহাস। আমি ইঁহাকে উক্ত নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। গবর্ণর ভান্সিটার্টের আদেশে উহা রচিত হয়, সুতরাং ১৭৬০—৬৪ খৃষ্টাব্দ ইহার সময়। গ্লাড্‌উইন ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ইহার অনুবাদ প্রকাশ করেন; পরবর্ত্তী লেখকগণের তাহাই অবলম্বন। মালদহপ্রবাসী 'রিয়াজ উস্ সালাতিন্' গ্রন্থকার—এই ভাগের সমগ্র ইতিহাস এই গ্রন্থ হইতেই সরল ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। এই ইতিহাসের দুইখানি হস্তলিপি সংগ্রহ করিয়া দেওয়ান ফজ্‌লে রব্বী খাঁ বাহাদুর আমার হস্তে দিয়াছিলেন, তাহার একখানি জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মঙ্গলকোটের শেখ নজিবুল্লা ১১৯৪ সালের ২১শে ফাল্গুন তারিখে বাবু সুখলালের জন্য নকল শেষ করেন। অন্যখানির সহিত নবাবী আমলের শাসন ও বিচারবিভাগের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় স্বতন্ত্র

লিপিবদ্ধ আছে, এই অংশ ইংরেজ গবর্মেণ্টের অনুজ্ঞাক্রমে লিখিত রিপোর্ট বলিয়া প্রকাশ। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার সেকালের পারসী নবীসের সুন্দর লিপিকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে ভান্সিটার্ট-বন্দনা বাণভট্টের লেখনীর সহিত স্পর্দ্ধা করিতে পারে। দুঃখের বিষয়, প্রবাদ ও বিবরণসংগ্রহে কৃতকার্য্য হইলেও, সমালোচনায় তিনি সফলকাম হন নাই।

(৩) ইন্সা ইয়ার মহম্মদ,—ইয়ার মহম্মদের লিপিমালা। এই ইয়ার মহম্মদ্ ইংরেজের কলিকাতা পুনরধিকারের সময় নবাবের কার্য্যে কলিকাতায় নিয়োজিত ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধ প্রভৃতি সমসাময়িক ঘটনাও ইনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সিরাজের পতনের পরে কিয়ংকাল তিনি মীরকাসেমের ও মীরণের কার্য্য করিয়াছেন, বলিয়াছেন। 'রিয়াজ্' গ্রন্থকার সিরাজুদ্দৌলার রাজ্যকালের বিবরণ ইহা হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন।

(৪) আখবর্-উস সেদ্‌ক (সত্য সংবাদ),—নামে একজন অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের পারসী গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতেও আলিবর্দ্দী খাঁ হইতে নজমুদ্দৌলার সময় পর্য্যন্ত বিবরণী আছে,—ইনি মীর জাফরের সমসাময়িক এবং মীর জাফর ও মীর কাসেমের রাজ্যকালের বৃত্তান্তই ইহাতে বিশেষরূপে আছে। কানুনগো-গণের এবং গঙ্গাগোবিন্দের পরিচয় এ গ্রন্থের অনেকাংশ পূর্ণ। ইহা প্রামাণিক গ্রন্থ না হইলেও ইহাতে জ্ঞাতব্য কথা অনেক আছে, গ্রন্থখানিও বৃহৎ।

(৫) মজফরনামা—(মহম্মদ রেজা খাঁর উপাধি অনুসারে), গ্রন্থ ও আলিবর্দ্দী খাঁ হইতে হেষ্টিংসের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত ইতিহাস আছে। পূর্ব্বভাগে মুতাক্ষরীণ ইহার প্রধান অবলম্বন হইলেও অপরাংশে ইহাতে অনেক নূতন তথ্য আছে।

(৬) তারিখ্ মন্সুরী (শেষ নবাব নাজিম মনসুর আলিখাঁর আদেশে রচিত)—নামক এক গ্রন্থ মুর্শিদাবাদে আছে,—ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী দুই একখানি পারসীগ্রন্থ হইতে ও ইংরেজী ইতিহাসের ভাবার্থে সঙ্কলিত,—ইহার মূল্য বড় অধিক নহে।

একালের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া জ্ঞাত ও অজ্ঞাতনামা অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ লেখকের রচিত সাধারণতঃ পরিচিত গ্রন্থ ভিন্ন, প্রায় বিশখানি পুস্তিকা আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। সমকালীন বলিয়া প্রায়শঃই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা বিদ্বেষজাত হইলেও এক হিসাবে ইহাদের মূল্য আছে। গ্রন্থে প্রদত্ত চিত্রগুলি সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। বিগত ভীষণ ভূকম্পের পরে

মুর্শিদাবাদ-বাসী মহম্মদ রেজা খাঁর বংশীয় জনৈক মুসলমানের গৃহে অন্যান্য চিত্র-পটের সহিত মুর্শিদাবাদের স্বাধীন নবাবগণের ছয়খানি চিত্রপট আবিষ্কৃত হয়,—এই চিত্রগুলি মহম্মদ রেজা খাঁর সংগৃহীত। দেখিলেই প্রাচীন ও প্রামাণিক বোধ হয়। আধুনিক চিত্রবিদ্যাবিৎ কয়েকজন প্রধান শিল্পীও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদ প্রাসাদে মীরজাফর খাঁর যে প্রাচীন চিত্র আছে, এই সংগ্রহের মীরজাফরের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মিল হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে নবাব বাহাদুর বহু ব্যয়ে ইউরোপীয় শিল্পীর সাহায্যে এই ক্ষুদ্র চিত্র কয়খানি হইতে বৃহৎ তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়াছেন। চিত্র প্রস্তুত হইবার পরেই তাহা হইতে ফটো লইয়া দেওয়ান্ ফজলে রব্বী খাঁ বাহাদুর আমার ইতিহাসের জন্য দিয়াছিলেন। তৎপরে নবাব বাহাদুর অনুগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের জন্য প্রস্তুত নাজিমগণের ব্রোমাইড্ ছবি ১৪ খানিও আমায় দিয়াছেন। এই দুই প্রকার চিত্র মিলাইয়া ভূতপূর্ব্ব নবাবগণের ছবি প্রস্তুত হইয়াছে। মানচিত্রে রেনেলের চিত্রাবলীই প্রধান অবলম্বন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ মুদ্রণবিপত্তিতে প্রায় দেড় বৎসর ধরিয়া গ্রন্থ প্রেসে রহিয়া গিয়াছে। বহু বিলম্ব দেখিয়া সঙ্কল্পিত সমস্ত বিষয় গ্রন্থে নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না, গ্রন্থের আকারও বর্দ্ধিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সমাজের সাহিত্য, শিক্ষা, নৈতিক অবস্থা প্রভৃতি পরবর্ত্তী গ্রন্থে বর্ণিত হইবে। জমিদারী ব্যবস্থায় বাঙ্গলার প্রাচীন জমিদারগণ সম্বন্ধে অনেক কথা প্রথমাদ্ধ মুদ্রিত হইবার পরে অবগত হইয়াছি, সুবিধা হইলে দশশালা বন্দোবস্তের বিবরণে তাহা সন্নিবিষ্ট হইবে।

দুর্গাগ্রাম।
১৬ই বৈশাখ, ১৩০৮।

শ্রীকালীপ্রসন্ন শর্ম্মা।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

ছয় বৎসরে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে, ইহাও আশার কথা। এত বেশী মূল্যের বৃহৎ নীরস বাঙ্গলা ঐতিহাসিক গ্রন্থ যে অধিক বিক্রীত হইবে, প্রথমে সে ভরসাই ছিল না। 'প্রবাসী' পত্রের প্রবীণ ঐতিহাসিক সমালোচক মহাশয় আমার এই সামান্য গ্রন্থের সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন,—'কর্ম্মেই তোমার অধিকার ফলে কদাচ নহে'—গীতার এই উক্তি এখন বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকারগণের একমাত্র সান্ত্বনা। বিদ্বৎ সমাজে আমার এই গ্রন্থ আদরণীয় হইয়াছে, ইহাই আমি যথেষ্ট পুরস্কার মনে করি। গ্রন্থশেষ পরিশিষ্টে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির মত উদ্ধৃত হইল। ভূতপূর্ব্ব স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টর সম্প্রতি পরলোকগত পণ্ডিতবর রাধানাথ রায় বাহাদুর এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মত-প্রদানের সময় এই সামান্য গ্রন্থের মৌলিক আলোচনার নিমিত্ত ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। পণ্ডিত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী রায় বাহাদুর বাঙ্গলার লাইব্রেরীর বার্ষিক রিপোর্টে (১৯০২) গ্রন্থের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছেন। ঐতিহাসিক পণ্ডিত মিঃ বেভারিজ্, অধ্যক্ষ মিঃ এন্ ঘোষ এবং অন্য কয়েক জন অভিজ্ঞ ব্যক্তি আশাতিরিক্ত প্রশংসা করিয়া আমার উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত Imperial Gazetteer এও এই গ্রন্থের সুখ্যাতি আছে। সুতরাং গ্রন্থকারের কোন ক্ষোভ থাকা দূরে থাকুক, বাঙ্গলার ইতিহাসে মৌলিক সন্ধানের প্রথম চেষ্টা বলিয়াই যে অনেকে উৎসাহ দান করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। কারণ, এই গ্রন্থের মধ্যে যে যথেষ্ট ত্রুটি আছে, তাহা আমি অন্যের অপেক্ষা অধিক পরিমাণেই অবগত আছি। আমার উৎসাহদাতা, স্বয়ং সাহিত্যসেবী এক মহাত্মা বলেন, গ্রন্থের শেষার্দ্ধ আরও বিস্তৃতভাবে লেখা আবশ্যক। এ সংস্করণে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না, কেবল স্থানে স্থানে সংশোধন, কোথাও বা সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া পুস্তক প্রকাশিত করিলাম। এবারে গ্রন্থের আকার কিছু বর্দ্ধিত হইলেও দেশের আর্থিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সাধারণ সংস্করণের মূল্য কমাইয়া দেওয়া হইল।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার অনেক পরে ভারত গবর্ণমেণ্টের দলিল পত্র রক্ষক অধুনা নাগপুর প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এস সি হিলের 'Three Frenchmen in India' নামক পুস্তক এবং তৎপরে তাঁহার বহুদিনের পরিশ্রমে সংগৃহীত সিরাজুদ্দৌলার সময়ের কাগজ পত্র সম্বন্ধে তিন খণ্ডে সমাপ্ত

বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমায় উপহার পাঠাইয়াছেন। জনসমাজে একরূপ অজ্ঞাত অনেক তথ্য এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইংরেজী Record ব্যতীত, ফরাসী ও ওলন্দাজ দপ্তরের কাগজ এবং এই তিন ইউরোপীয় কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের লিখিত পত্রাদি প্রকাশিত হওয়ায় সিরাজুদ্দৌলার সময়ের ইতিহাস আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে। সুখের বিষয়, এই বিরাট্ গ্রন্থ প্রকাশের পরেও আমার গ্রন্থে অধিক সংশোধন করিতে হয় নাই। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিঃ ম্যাকফার্লেন্ আমার অনুরোধে এদেশে অজ্ঞাত কাঁবা চিওলীর 'ক্লাইব্ জীবনী' এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত অজ্ঞাত পূর্ব্ব প্রায় ৫০খানি পুস্তিকা ইংলণ্ড হইতে সংগ্রহ করিয়া লাইব্রেরীতে আনাইয়াছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছি।

সেকালের সামাজিক ইতিহাস বর্ত্তমানের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি মতে রচনা করা আমার ক্ষমতাতীত। তথাপি আমার বন্ধুবর্গের অনুরোধে তাহাতেই আমাকে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। বহু দিনের পরিশ্রমে আমি অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের ইতিহাসের যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি, তাহা প্রকাশিত হইলেও কিঞ্চিৎ উপকারে আসিতে পারে। সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার বিস্তৃত বিবরণী সম্বলিত দ্বিতীয় খণ্ড বাঙ্গলার ইতিহাস শীঘ্রই প্রেসে দিব। ভবিষ্যতে শেষ খণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের রাজকীয় ইতিহাস প্রকাশিত হইবে। এবারেও দেড় বৎসর পরে পুস্তক খানি মুদ্রাযন্ত্রের কবলমুক্ত হইল। আমার আত্মীয় পণ্ডিত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রুফ সংশোধনে সহায়তা করিয়াছেন। যে সমস্ত ত্রুটি লক্ষিত হইবে, পাঠকবর্গ দয়া করিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন। আমার স্নেহভাজন ভাগিনেয় শ্রীমান্ অনাদিকুমার এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ করালীপ্রসন্ন এই সংস্করণের বর্ণানুক্রমিক সূচী করিয়াছেন। ইতি।

কলিকাতা
২৯শে ফাল্গুন, ১৩১৫।

শ্রীকালীপ্রসন্ন শর্ম্মা।

পুঃ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় প্রণীত 'সিরাজুদ্দৌলা' সম্বন্ধে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (ক) পরিশিষ্টের শেষে সংযুক্ত হইল।

সম্প্রতি আবিষ্কৃত, পরিশিষ্টে প্রদত্ত 'মহারাষ্ট্রপুরাণে' বর্গীর হাঙ্গামার অনেক কথা জানা যায়।

বাঙ্গলার ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অবস্থা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ভারতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। এই বিরাট রাজনৈতিক মহাবিপ্লব বাঙ্গলায় সমুত্থিত হইয়া যে কেবল এই প্রদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল এমন নহে, তরঙ্গের পর তরঙ্গের অভিঘাতে ইহা আসমুদ্র-হিমাচল আন্দোলিত ও বিকম্পিত করিয়া সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইহার পরোভাগে গভীরতম আশঙ্কা এবং সংহারিণী অবস্থা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, এক সময়ে ভারত ভূমিকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই মহামোগলের গৌরবরবি অস্তাচল গমনোন্মুখ হইতেছিল। মহামতি আকবর বাদশা যে উদার শাসন-নীতির প্রবর্ত্তন করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়াসনে দেশীয় ভূপালের সিংহাসন রচনার প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, কৃতী হইয়াও তাঁহার অদূরদর্শী উত্তরাধিকারী রাজনীতির অনুসরণ করিয়া মোগল রাজশক্তিকে সমধিক স্থাস্পদ করিয়াই চলিতেছিলেন। শেষে প্রতাপ আরঙ্গজেব্ সমগ্র ভারত বাহুবলে একচ্ছত্র করিবার বৃথা প্রয়াসে যখন রাজপুত বীরগণকে উত্ত্যক্ত করিয়া বিপুল বাহিনী সঙ্গে দক্ষিণাপথের দিকে ধাবিত হইলেন তখন তাঁহারই পশ্চাতে রাজলক্ষ্মী যে দিল্লী ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যাভিমুখী হইতেছেন, তাহা যদি তিনি বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বংশধরগণকে অকালে দুর্দ্দশার গভীর আবর্ত্তে নিপতিত হইতে হইত না। দাক্ষিণাত্য বিজয়ে বিফল-মনোরথ হইয়া আরঙ্গজেব্ যখন সেই স্থানেই দেহ রক্ষা করিলেন, তখনই দিল্লী সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ পরিষ্কৃত হইতেছিল। অতঃপর তাঁহার দুর্ব্বল বংশধরগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ কলহে ঐ পথ প্রশস্ততর হইল, বৈদেশিক পারসীক ও আফগানদিগের আক্রমণে তাহা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইল। অবসর বুঝিয়া বিশাল

সূচনা

মোগল সাম্রাজ্যের সামন্ত রাজগণ ক্রমে ক্রমে বাদশাহের অধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাষ্ট্রের বিজয়-ভেরী সমগ্র ভারতে ঘোষিত হওয়ায় এক সময়ে ভারতবর্ষে পুনরায় হিন্দু সাম্রাজ্যের সংস্থাপনা সম্ভবপর বোধ হইল। অবশেষে অচিন্তিতপূর্ব্ব কারণ পরম্পরার সমাবেশে দেশীয়শক্তি সমূহের গৃহকলহের মধ্যে বৈদেশিক ব্রিটিশ্ শক্তি অসাধারণ কার্য্যকুশলতা দেখাইয়া সমগ্র ভারতে প্রভুত্ব বিস্তার করিল।

মহারাষ্ট্র শক্তির অভ্যুদয়

মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা মহাবীর শিবাজী কিরূপে প্রবল মোগল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, স্বকীয় অসাধারণ তেজস্বিতা ও ধীশক্তি বলে, পরাক্রান্ত মারাঠা জাতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণ ইতিহাস-পাঠকের পরিচিত। তাহার লোকাতীত প্রতিভা, অদম্য অধ্যবসায়, অপূর্ব্ব রণকৌশল ও প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞতা সর্ব্ববাদি-সম্মত। বিপক্ষ মুসলমানের সহিত ব্যবহারে তিনি কয়েকবার 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' নীতির অনুসরণ করিলেও তাঁহার চরিত্রে হিন্দু রাজোচিত সদ্গুণের ভাগ প্রচুর পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। রাজধর্ম্ম প্রতিপালনে তিনি ন্যায়ের পথ হইতে বিচ্যুত হন নাই। তাঁহার সময়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্পূর্ণ বিদ্বেষভাব জাগরিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কখনও পর ধর্ম্মের উপর অত্যাচার করেন নাই। তাহার সৈন্যদল সে সময়ের আবশ্যক-বশতঃ লুণ্ঠন কার্য্যে নিরত হইলেও স্ত্রীলোক বা বালকের প্রতি অত্যাচার করিত না। উত্তরকালে মারাঠা দলপতিরা স্বপ্রধান হইয়া পড়িলে, চৌথ আদায় ব্যপদেশে মারাঠা বর্গী অসংযতভাবে অনাচার করিয়া চিরস্থায়ী কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়াছে।

শিবাজীর পুত্র শম্ভুজী কয়েকটি যুদ্ধের পরে মোগলের হস্তে ধৃত এবং আরঙ্গজেবের আদেশে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। তাহার পত্নী ও পুত্র সাহু বন্দীভূত হইলে, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজারাম মহারাষ্ট্রীয়গণের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। রাজারামের নেতৃত্বে মারাঠা সৈন্যদল অদম্য উৎসাহে কিরূপে বিপুল মোগল-বাহিনীকে বিপন্ন করিয়া তোলে তাহা অনেকেই জানেন। আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে সাহুকে কারামুক্ত করিয়া দেওয়ায় সাহু সদল-বলে ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে সাতারা অধিকার করিয়া বসেন। অনেক বিবাদ বিসংবাদের পর ১৭১০ খৃষ্টাব্দে তারাবাই কোলাপুরে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন। এইরূপে শিবাজীর বংশ দুইভাগে বিভক্ত হওয়ায় কিয়ৎকাল দুই পক্ষের গৃহকলহে মারাঠা শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অতঃপর সাহুর অন্যতম ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বালাজী বিশ্বনাথ স্বীয় প্রতিভা-

বলে সাতারা রাজ্যে সর্ব্বপ্রধান ক্ষমতা লাভ করিয়া, পুনরায় মারাঠা জাতির বল সংগ্রহের উপায় স্বরূপ হইয়া উঠেন। তাহার নেতৃত্বে মারাঠা সৈন্যগণ, সৈয়দ্ হোসেন আলীর মোগল সেনাদলকে বিপন্ন করিয়া, তাঁহাকে মারাঠার প্রাপ্য চৌথ স্বীকার পূর্ব্বক অনুকূল সন্ধি করিতে বাধ্য করে। বালাজীর সুযোগ্য পুত্র সুপ্রসিদ্ধ বাজীরাও মারাঠা শক্তিকে ভারতবর্ষে সর্ব্ব প্রধান করিয়া তোলেন। শিবাজীর পরে তাঁহার তুল্য সুদক্ষ ব্যক্তি মহারাষ্ট্রে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাহার রাজনীতিজ্ঞতা ও রণপাণ্ডিত্য অনন্যসাধারণ ছিল। পেশোয়াপদে অধিষ্ঠিত হইয়াই তিনি রাজা সাহুকে পরামর্শ দিলেন, মোগল শাসনের মূলোৎপাটন করিতে হইবে:—'আসুন আমরা অগ্রে সেই জীর্ণ তরু ছেদন করি, শাখা প্রশাখা আপনিই ভূপতিত হইবে'। বাজীর প্রতিদ্বন্দ্বী সংশকরা তাহার এই সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনার কণ্টক স্বরূপ হইয়া, অনেক সময় তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিলেও, তিনি অদম্য উৎসাহ ও লোকাতীত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের তাৎকালিক প্রধান ভরসাস্থল নিজাম উল মুল্ককে নির্জ্জিত করিয়া সন্ধি-স্থাপন করিতে বাধ্য করিলেন (১৭৩৮)। এই সন্ধিতে স্থিরীকৃত হইল যে, বাজীরাও মালবের সুবাদারী (রাজস্ব), নর্ম্মদা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের স্বাধীন রাজত্ব এবং বাদশাহের নিকট ৫০ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইবেন। বাজীর প্রতাপে সমগ্র ভারত কম্পিত হইল। সিন্ধিয়া, হুলকার, গাইকোবাড়—এই তিন বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতারা বাজীর হস্তে শিক্ষিত সেনাপতি, তাঁহাদের বীরদর্পে আর্য্যাবর্ত্তে মোগল প্রভাব স্তিমিত হইল। কিন্তু সমগ্র দক্ষিণাপথ অধিকারের কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই বাজীরাও পরলোকগত হইলেন। পেশোয়াপদ এখন বংশগত হইয়া পড়িল, রাজা সাহু সাক্ষিগোপাল মাত্র, পেশোয়াই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। বাজী রাওর পুত্র তৃতীয় পেশোয়া বালাজী রাও নিজ বংশোচিত প্রতিভা যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নানা বাধা, বিপত্তি ও গৃহকলহের মধ্যেও তিনি মহারাষ্ট্রীয় বল বর্দ্ধিত করেন। এই সময়ে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যতম মারাঠা মন্ত্রী রঘুজী ভোঁসলার সৈন্যদল কিরূপে নাগপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চৌথ আদায়ের ছলে বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামার অবতারণা করে, গ্রন্থভাগে তাহা দৃষ্ট হইবে। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে রাজা সাহুর মৃত্যুর পরে বালাজী সাতারা পরিত্যাগ করিয়া পুনায় আসিয়া স্বাধীনভাবে মারাঠা সাম্রাজ্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। শিবাজীর বংশধর সাতারা ও কোলাপুরে নামে মাত্র রাজা থাকিয়া বৃত্তিভোগী হইয়া পড়িলেন। নিজাম উল্ মুল্কের মৃত্যুর পরে

দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয় প্রতাপ আরও বর্দ্ধিত হইল, কয়েকবার যুদ্ধের পর নিজামের পুত্র সলাবৎজঙ্গ বালাজীকে বিজাপুর ও দৌলতাবাদ প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন (১৭৬০)। এদিকে উত্তর ভারতে পেশোয়ার ভ্রাতা রঘুনাথ দিল্লী পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়া আফগানদিগের অধিকৃত পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। পরবর্ষে রঘুনাথের উপর উত্তরাঞ্চলের ভার ন্যস্ত না হইয়া সদাশিবের হস্তে সমর্পিত হইল। তিনি প্রবীণদিগের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া চিরাগত মারাঠা যুদ্ধ প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অদম্য সাহসের উপর ভর করিয়া আহমদ্ শা আবদালীর সহিত যুদ্ধদানে অগ্রসর হইলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে সদাশিবের নির্বুদ্ধিতা বশতঃ সমবেত মুসলমান শক্তির নিকট মারাঠা-শক্তি নির্জ্জিত হইল। সমগ্র মারাঠা-বাহিনী বিধ্বস্ত হইয়া গেল। বালাজী রাও এই নিদারুণ সংবাদে ভগ্নহৃদয়ে কালকবলে নিপতিত হইলেন। তদীয় বংশধরগণ এবং অন্যান্য মারাঠা প্রধানবর্গ গর্ব্ববিবাদবশতঃ পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির অভাবে কিরূপে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া উদীয়মান ব্রিটিশ্ শক্তির অধীন হইয়া পড়িলেন, ইতিহাস পাঠকের তাহা অজ্ঞাত নাই।

হায়দরাবাদ ও কর্ণাট।

সুপ্রসিদ্ধ চিন্ ক্লিচ্ খাঁ নিজাম্ উল্ মুল্ক দক্ষিণাপথের সুবাদার নিয়োজিত হইয়া, অবসর বুঝিয়া, দিল্লীর দুর্ব্বল সম্রাটের অধীনতা পাশ ছেদন পূর্ব্বক হায়দরাবাদে স্বাধীন রাজ্যস্থাপন করেন। তিনি বহু ক্লেশে মারাঠার হস্ত হইতে নিজ রাজ্য রক্ষা করিয়া যান। কর্ণাট প্রদেশে আর্কট নগরে নিজামের অধীন একজন নবাব শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সে সময়ে ইংরেজ ও ফরাসী বণিক্ কোম্পানীদ্বয়ের বাণিজ্য-বিস্তার জনিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কর্ণাট অঞ্চলে যুদ্ধ কলহ সমুত্থিত হয়। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে নিজাম উল্ মুল্কের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র নাজির জঙ্গ ও দৌহিত্র মজঃফর জঙ্গের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইল। মজঃফর, মাতুল নিজামের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া, কর্ণাটের ভূতপূর্ব্ব নবাবের জামাতা চাঁদ সাহেব ও ফরাসী অধ্যক্ষ ডুপ্লের সাহায্য প্রাপ্ত হন। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে এই সম্মিলিত দল কর্ণাট আক্রমণ করিয়া নবাব আনোয়ারুদ্দীনকে নিহত করিলে, তাঁহার পুত্র মহম্মদ আলী ত্রিচিনপল্লীতে পলায়ন করেন। নাজির জঙ্গ সসৈন্যে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলে, ফরাসীরা মজঃফরের পক্ষত্যাগ করেন, মজঃফর বন্দীভূত হন এবং চাঁদ সাহেব পণ্ডিচরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অল্পদিন মধ্যেই বিশ্বাসঘাতকের চক্রে নাজির জঙ্গ নিহত হওয়ায় মজঃফর নিজাম হইলেন। তখন ফরাসী অধ্যক্ষ ডুপ্লে সমগ্র

কর্ণাট প্রদেশের কর্ত্তা হইয়া চাঁদ সাহেবকে আর্কটের নবাবী পদ দেওয়াইলেন। তৎপরে মজঃফর নিহত হইলে, নিজাম উল্ মুল্কের অন্যতম পুত্র সলাবৎ জঙ্গ নিজাম হইলেন। এদিকে চাঁদ সাহেব ও ফরাসীরা মহম্মদ আলীর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়া ত্রিচীনপল্লী অবরোধ করিলেন। ইংরেজ কোম্পানির অধ্যক্ষ এই সময়ে এক পক্ষে যোগদান করিয়া ফরাসীর মত সুবিধা করিয়া লইবার বাসনা করিলেন। তৎকালে কর্ণেল ক্লাইব কেরাণিগিরি করিয়া মান্দ্রাজে জীবন-যাপন করিতেছিলেন। তিনি মান্দ্রাজের ইংরেজ গবর্ণরের অনুমতি লইয়া অল্প-সংখ্যক ইংরেজ ও সিপাহী সৈন্য লইয়া আর্কট দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। চাঁদ সাহেবের সেনাদল আর্কটের পুনরুদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও বিফল-মনোরথ হইল, শেষে একদল মারাঠা সৈন্যের সাহায্যে ক্লাইব তাঁহাদিগকে আর্কট হইতে বিতাড়িত করিলেন। অতঃপর ইংরেজগণ যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং চাঁদ সাহেব পরাভূত হইলেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হয় এবং মহম্মদ আলী আর্কটের নবাব বলিয়া স্বীকৃত হন। কিন্তু বুসীর বুদ্ধি-কৌশলে নিজাম সলাবৎ জঙ্গ ফরাসীর পক্ষপাতী হইয়া ফরাসী সেনানী বুসীর হস্তে সমগ্র উত্তর সরকার প্রদেশ প্রদান করেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হয়। প্রথম প্রথম ফরাসীরা জয়ী হইলেও ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে বন্দীবাসের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি আয়ার কূটের নিকট ফরাসীরা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হন। এই অবধি মান্দ্রাজ অঞ্চলে ইংরেজের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইল এবং উত্তর সরকার প্রদেশ ইংরেজের হস্তগত হইয়া পড়িল।

আরঙ্গজেবের অপরিণামদর্শিতায় উত্ত্যক্ত হইয়া রাজপুত রাজারা বীরজননী মেবারভূমির তাৎকালিক অধিনেতা মহারাণা রাজসিংহের নেতৃত্বে মোগল রাজ-শক্তিকে কিরূপে বিপন্ন করিয়া তোলেন, কিরূপে দাম্ভিক বাদশাহকেও বাধ্য হইয়া পরিশেষে রাজসিংহের অভিপ্রায় মত সন্ধি বন্ধন করিয়া দিল্লী প্রত্যাগত হইতে হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা বর্ত্তমান ইতিহাসের বিষয় নহে। রাজপুতানায় জিজিয়া অব্যাহত থাকুক,

আর্য্যাবর্ত্তের অবস্থা।

সম্রাট জয়পুর ভিন্ন অন্য সমস্ত রাজপুত রাজ্যকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর রাজসিংহের পৌত্র দ্বিতীয় অমরসিংহও কিয়ৎকাল রাজপুত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। দিল্লীর বাদশাহ ফরোখ্-শেরের রাজত্বকালে যোধপুররাজ অজিতসিংহ সৈয়দ হোসেন আলীর হস্তে

নির্জিত হইয়া, সম্রাটকে করপ্রদান এবং নিজের এক কন্যা সম্প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাণা মোগলের নিকট পরাভূত হন নাই। ফর্‌রোখ্‌শেরের মৃত্যুর পরে অজিতসিংহ পুনরায় স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। অতঃপর রাজপুত সামন্তবর্গের গৃহবিচ্ছেদে এবং অবশেষে মারাঠাদলের প্রতাপে রাজপুত রাজ্যগুলি দুর্বল হইয়া পড়ে। উত্তরকালে সমগ্র রাজপুতানা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের করদ ও মিত্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। রাজপুতানার পূর্ব্বোত্তর অংশের জাঠ জাতিও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রবল ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ভরতপুর তাহাদের রাজধানী হয়। জাঠরাজেরা কখনও মারাঠার সহিত যোগ দিয়া এবং কখনও বা স্বয়ং উত্থিত হইয়া, চতুর্দ্দিকের জনপদ সকলে উপদ্রব করিতেন। ভরতপুরের দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করিতে গিয়া একবার ইংরেজ সৈন্যও পরাস্ত হয়, অবশেষে ভরতপুরও ইংরেজের করদ হইয়া পড়িয়াছে। পঞ্জাবপ্রদেশে গুরুগোবিন্দের মন্ত্রোপদেশে যে শিখ জাতি নানা বিপ্লব ও বিপদের মধ্যে ক্রমশঃ বল সঞ্চয় করিতেছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে তাহারা ভারতের অন্যতম শক্তিতে পরিণত হয় নাই।

নিশাপুরের জনৈক পারসীক বণিকের সন্তান সাদৎ আলি খাঁ দিল্লী দরবারে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শেষে মহম্মদ শার সময়ে ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার সুবাদার হইয়াছিলেন। নাদির শার আক্রমণের সময়ে নিজাম উল্‌ মুল্‌ক বিপন্ন বাদশাহকে প্রায় ত্যাগ করিলেও সাদৎ খাঁ প্রাণপণে প্রভুর কার্য্য করিয়া বন্দীভূত হন। শেষে অর্থসংগ্রহ করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলে, নাদিরের হস্তে মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর তিনি অযোধ্যায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কাশীর হিন্দু রাজা তাঁহার করদভাবে ছিলেন। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে সাদৎ আলীর মৃত্যুর পরে, তাঁহার জামাতা সফ্‌দর জঙ্গ নবাব হন, তিনি সম্রাট্‌ আহম্মদ শার উজীর হইয়া নবাব-উজীর উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র সুজাউদ্দৌলা ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে নবাব হইয়াছিলেন। বাঙ্গলার নবাব মীরকাসেমকে সাহায্য করিতে গিয়া ইংরেজের সহিত তাঁহার যে সংঘর্ষ হয়, তাহার ফল পরে বিবৃত হইবে। রোহিলখণ্ডের পাঠান সর্দ্দারেরাও এই সময়ে স্বাধীন রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন।

বঙ্গে ইংরেজ কোম্পানী

যে উদ্যমশীল প্রবলজাতির ভাগ্যসূত্রে সম্প্রতি সমগ্র ভারত গ্রথিত, তাঁহাদের ভারত আগমনের প্রথম কথা সকলেই অবগত আছেন। কি কৌশলে, কি মহাশক্তিপ্রভাবে এই মুষ্টিমেয় ক্ষুদ্র জাতি, ভারতে, ভারতে কেন, সমগ্র পৃথিবীর অর্দ্ধাংশে এক অপ্রতি-

পূর্ব্ব শাসন-নীতির সাহায্যে একাধিপত্যবিস্তারে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা জগতের ইতিহাসে এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া সকলেরই লক্ষ্যস্থানীয় হইয়াছে। ইংরেজ কিরূপে বঙ্গে আসিয়া 'শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘন' করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস বড়ই বৈচিত্র্যময়। ভারতের অন্যান্য ভাগের ন্যায় বঙ্গেও দেশীয় শাসনকর্ত্তৃগণের আনুকূল্যেই ইংরেজের বাণিজ্যের প্রথম প্রসার। মান্দ্রাজের ইংরেজ কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ প্রথমে মছলীপত্তন হইতে ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার উপকূলভাগে হরিহরপুরে ও পরবর্ষে বালেশ্বরে কুঠীস্থাপন করেন। শুভক্ষণে আট জন ইংরেজ-বণিক একখানি দেশীয় ক্ষুদ্র তরণী ভাড়া করিয়া সামান্য পণ্যদ্রব্য লইয়া যাত্রা করিলেন। উড়িষ্যার মোগল শাসনকর্ত্তাকে পূজোপচারে ও পাদচুম্বনে (১) বশীভূত করিয়া বাণিজ্যবিস্তারের সূত্রপাত করা হইল। অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও কিয়ৎপরিমাণে স্বীয় কর্ম্মচারিগণের স্থানীয় অনভিজ্ঞতায়, প্রথম প্রথম এ দেশে ইংরেজ বাণিজ্যের বড় একটা শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। ইংরেজী ইতিহাসে কথিত আছে, শাহসুজার শাসনকালে সুবিখ্যাত ডাক্তার বৌটনের কল্যাণে ইংরেজ কোম্পানী বার্ষিক তিন হাজার টাকা মাত্র পেস্কস্‌ দিয়া বিনা মাশুলে বাঙ্গলায় বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। (২) কিন্তু এই সামান্য টাকা মাশুলের দিয়াও বাঙ্গলায় কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ কোম্পানীর বিশেষ কোন উপকারসাধন করিতে পারেন নাই। এই কারণে এক সময়ে বাঙ্গলার বাণিজ্য একেবারে বন্ধ করিয়া দিবারই প্রস্তাব হয়। (৩)

ইংরেজজাতির সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কল্যাণে, বণিক্-কোম্পানীর বাঙ্গলা-ত্যাগের কল্পনা, কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই বিলাতে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ বাণিজ্য-সম্বন্ধে কতকগুলি সুব্যবস্থা প্রণয়ন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে হুগলীতে ইংরেজ

(১) The Nobob offered "his foot to our Merchant to kiss, which he twice refused to do, but at last he was fain to do it." Bruton's Narrative In Wilson

(২) ডাক্তার বৌটনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সম্প্রতি বিলক্ষণ সন্দেহজনক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। শা সুজার প্রদত্ত নিশান (অনুমতিপত্র) সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ গোলযোগ আছে। কথিত আছে, কোম্পানীর জনৈক কর্ম্মচারী মান্দ্রাজ যাত্রাকালে উহা হারাইয়া ফেলেন। যে প্রতিলিপি পাওয়া যায় তাহার তারিখের সহিত প্রকৃত ঘটনার কালের মিল নাই। বৌটন সুজার চিকিৎসক হইলেও বর্ণিত সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন কি না, সন্দেহ। Hedge's Diary—Yule and Wilson's Annals

(৩) Bruce's Annals. Vol I

এ কালের চক্ষে দেখিলে বাঙ্গলায় পাঠানশাসন এক ধারাবাহিক বিপ্লবের সমষ্টিমাত্র। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সমগ্র বঙ্গভূমি কোন কালেই প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানের শাসনাধীন হয় নাই। প্রথমে পশ্চিমোত্তর বঙ্গের রাজচ্ছত্রমাত্র গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ অধিকারের চেষ্টায় পাঠান সামন্তবর্গ বারংবার বিফলমনোরথ হইয়াছেন। বঙ্গবিজেতা বখ্‌তিয়ার খিলিজীর সময়ের শতাধিক বর্ষমধ্যেই বাঙ্গলার মুসলমান নরপতিগণ দিল্লীর অধীনতাশৃঙ্খলমুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব আরম্ভ করেন, ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেও পূর্ব্ববঙ্গে সেনবংশীয় হিন্দুরাজবংশধর বিরাজ করিতেছিলেন। (১)। পরবর্ত্তী সময়েও দীর্ঘকাল মুসলমানরাজের অধিকার ও প্রভাব স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্বাধীন পাঠানরাজবর্গ সমগ্র বঙ্গে একাধিপত্য স্থাপনের অবসর পান নাই। প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি চিরদিনই স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিয়াছিল, সেখানে ইসলামের প্রভাব প্রবেশলাভ করিতেই সক্ষম হয় নাই। আভ্যন্তরীণ হিন্দু সামন্তগণও অনেক সময়ে মুসলমানকে উপেক্ষা করিয়া শাসনক্ষমতা অব্যাহত রাখিয়াছেন, দেশের অংশবিশেষ কোন সময়ে বিজেতার পদানত হইলেও আবার অন্য অংশ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে। পরন্তু দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া একবংশীয় মুসলমানরাজগণ সিংহাসনে স্থির থাকিবার অবকাশ পান নাই। এই চিরন্তন রাষ্ট্রবিপ্লবে নিরীহ প্রজাবৃন্দের ক্লেশের একশেষ হইলেও, দেশীয় রাজকুলের সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা ঘটে নাই। উপদ্রব ও বিপ্লব অনেক সময়ে জাতীয় জীবনের পুষ্টিসাধনও করিয়া থাকে। এইরূপ বিপ্লবের অবকাশেই উত্তরাঞ্চলের রাজা গণেশ একবার মুসলমানের হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লন। কিন্তু নানা কারণে হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতির সমবেত চেষ্টা বহুকাল অন্তর্হিত হইয়াছে, এ জন্য কথিত ব্যক্তিগত হিন্দু অভ্যুত্থান অচিরেই ধূলিসাৎ হইল। মুসলমানীর প্রণয়ে মজিয়া হিন্দু রাজপুত্র মুসলমান গুরুর নিকট ইসলামমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। পরবর্ত্তী বিপ্লবে আবার মুসলমান রাজের প্রতিষ্ঠা হইল, কিন্তু গৃহবিবাদে রাজশক্তি ক্রমশঃ দুর্ব্বলতর হইয়া পড়িল। হাব্‌শী দাস বংশ সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিল।

(১) তারিখ বারণী। [illegible]৮ খ্রীষ্টাব্দে সেনবংশীয় স্বাধীন রাজা লক্ষ্মণ রায় বলবন্ বাদশাহের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন। ১[illegible]৩ খ্রীষ্টাব্দে তোগলক শাহের শাসনকালে সুবর্ণগ্রাম ও সপ্তগ্রামে প্রথম মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত [illegible] মুসলমান ইতিহাসে সপ্তগ্রামের এই প্রথম উল্লেখ।

প্রসিদ্ধ নরপতি হোসেন্ শার সুশাসনে দেশে কিছুকাল সুখশান্তি সংস্থাপিত হইলেও, উত্তরকালে দুর্ব্বল হস্তে রাজদণ্ড পতিত হওয়ায়, সুবিখ্যাত শের শা সহজেই তাহা কাড়িয়া লইতে সক্ষম হইলেন। অতঃপর সমগ্র ষোড়শ শতাব্দী ব্যাপিয়া বঙ্গদেশ মোগল-পাঠানের ক্রীড়াভূমি হইয়া পড়িল, এখনও মোগল-পাঠান পল্লীবাসীর ক্রীড়াপটে বিরাজিত থাকিয়া সেই প্রাচীন বিপ্লবের স্মৃতি জাগরূক রাখিতেছে। এ কালে প্রত্যন্ত হিন্দুরাজন্যবর্গের বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপেই অধীনতা-শৃঙ্খলের চিরবিমুক্ত হইল। দেশের মধ্যে স্বনামধন্য প্রতাপাদিত্যের মত কেহ কেহ স্বাধীন হিন্দুরাজ্যস্থাপনের প্রয়াস পাইলেও (১) মোগলের বিপুল বল ও অসামান্য নীতিকৌশলে তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল। মোগলকুলতিলক আকবর বাদশা হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর সেনাপতিগণের সাহায্যে সামাদি চতুর্বিধ মন্ত্রপ্রয়োগে বঙ্গভূমি আয়ত্ত করিলেন।

মোগলরাজের সেনাপতি বা শাসনকর্ত্তাগণ পাঠানের হস্ত হইতে সহজে রাজশক্তি গ্রহণ করিতে পারেন নাই, যুদ্ধব্যাপারে জয়লাভ করিয়াও দেশ রক্ষণে ও রাজস্বসংগ্রহে বিলক্ষণ ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। আবার যে রক্ষক সেই ভক্ষক হইয়া বসিল। পাঠান দমনের জন্য যে মোগল জায়গীরদারগণকে অব্যাহত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাঁহারাই এক্ষণে শান্তিনাশক হইয়া উঠিলেন। বিহার অঞ্চলে মোগল সৈন্যমধ্যে ভয়াবহ বিদ্রোহের সূচনা দেখা দিল। এই মোগল বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত মহাপ্রাজ্ঞ আকবর শা সুবিখ্যাত রাজস্বসচিব রাজা টোডরমল্লকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। রাজা দেশীয় হিন্দু জমিদারবর্গের সহিত যোগ করিয়া বিদ্রোহী মোগল সামন্তগণের রসদ বন্ধের ব্যবস্থা করিলেন। বিহারে এইরূপে বিদ্রোহের উপশম হইবার উপক্রম হইল; কিন্তু বিদ্রোহী দল বঙ্গে প্রবেশ করিল। এক্ষণে বাদশাহী সৈন্যদলের মুসলমান সামন্তগণের সহিত হিন্দু রাজার মতের অনৈক্যে কার্য্য নষ্ট হয় দেখিয়া আকবর আজিম্ খাঁ নামক মুসলমান ওমরাকে বঙ্গের শাসনভার দিয়া প্রেরণ করিলেন। আজিম্ গৃহশত্রুর মধ্যে ভেদ সাধন

(১) হাজিপুরের ঈশাখাঁর পুত্র মুসা খাঁ শেষবারও এইরূপ উদ্যোগ করিয়া মানসিংহের হস্তে পরাজিত হন। শাজাহানের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত ফতেয়াবাদ ও ভূষণার হিন্দু জমিদার মুকুন্দরাম ও তৎপুত্র সত্রাজিৎ অর্দ্ধস্বাধীনভাবে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইঁহাদের নামে চর ভুকুল ও যশোহরের নবগঙ্গাতীরে সত্রাজিৎপুর। সত্রাজিৎ শাজাহানের সময়ে মৃত হন। ভবিষ্যতে এই ভূভাগেই সীতারাম রায়ের আবির্ভাব হয়।

করিয়া বিদ্রোহী সামন্তবর্গকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টায় সম্যক্ কৃতকার্য্য হইতে না হইতেই কতলু খাঁর অধীনে পাঠানদল উড়িষ্যা হইতে অগ্রসর হইয়া পঙ্গপালের মত দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ ছাইয়া ফেলিল। পুনরায় সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। দীর্ঘকাল যুদ্ধ ও বহু বিপ্লবের পরে মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহ পাঠান সামন্তগণকে জায়গীর প্রদান করিয়া শান্তিস্থাপন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য মনে করিলেন। পাঠান কিছুকাল মনোভাব গোপন করিয়া রহিল, রাজা যুদ্ধকার্য্যে দক্ষিণাপথে গমন করিলেই পুনরায় মস্তকোত্তলন করিল। ভদ্রকে বাদশাহী সেনাদল পাঠানের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল, কিন্তু রাজা মানসিংহ প্রত্যাগত হইলে সেরপুর আটাইএর সুবিখ্যাত সমরাঙ্গনে পাঠানগণ চিরদিনের মত নীরব হইল (১৫৯২ খৃঃ)। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা আর একবার গাত্রোত্থানের বৃথা প্রয়াস পাইয়াছিল মাত্র। রাজা মানসিংহের কৃতিত্বে শান্তি স্থাপিত হইবার পরে কিয়ৎকাল মাত্র বঙ্গদেশ বিপ্লবমুক্ত ছিল। বাঙ্গলার পরবর্ত্তী মোগল শাসনকর্ত্তা, বাদশা জাহাঙ্গীরের 'দুধ ভাই' কুতব (১) নূরজাহান-লাভের সহায়তা করিতে গিয়া বীরপ্রবর শের আফগানের হস্তে নিহত হইলেন, শেষে শের আফগানও হত হইলে রূপসী মেহেরুন্নেসা দিল্লীতে প্রেরিত হইয়া অনতিদীর্ঘ কালমধ্যেই ভারতের ভাগ্যচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আরাকান ও চট্টগ্রাম প্রদেশের উপকূলে কতকগুলি পর্ত্তুগীজ্ বণিক উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহাদের [illegible] রমণীগণের কৃপায় সত্বর ফিরিঙ্গী বংশধরের উৎপত্তি সাধিত হইল (২)। এই পর্ত্তুগীজ্ ও ফিরিঙ্গীগণের দুঃসাহসিকতা ও লোকবলের জন্য দেশীয় রাজগণ অনেক সময়ে ইহাদের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। ক্রমশঃ ইহারা উপকূলভাগে ও নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহে প্রচুর ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইল। বস্তুতঃ ফিরিঙ্গীদল সত্বর ক্ষমতাশালী ও দুর্দ্দান্ত জলদস্যু হইয়া দাঁড়াইল। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজ একবার ইহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দেন। কিন্তু পরবর্ষে পুনরায় ইহারা সন্দীপের মোগল ফৌজদার ফতে খাঁকে নৌ-যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত করিয়া নদীমুখের দ্বীপসমূহ অধিকার করিয়া লইল। তগাদি

(১) কুতবের মাতৃস্তন্যে জাহাঙ্গীর পালিত।

(২) Bernier's Travels.

নিৰ্ম্মাণ করিয়া ইহারা এখন এক প্রকার অজেয় হইয়া উঠিল। সিবা-ষ্টিয়ান্ গঞ্জালে এই সময়ে ইহাদের অধিনায়ক হন। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহারা সন্দীপও অধিকার করিয়া বসিল, ইহাদের প্রতাপ ও উপদ্রবে উপকূলভাগ ত্রস্ত হইয়া পড়িল। ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজ ইহাদের সাহায্যে বাঙ্গলা আক্রমণে অগ্রসর হইয়া নোয়াখালিতে পরাভূত হইলেন। ইহাতেও ফিরিঙ্গী দস্যু ও মগগণের উৎপাত নিবৃত্ত হইল না। উপদ্রবে নদীমুখের কয়েকটি দ্বীপ জনশূন্য অরণ্যমাত্রে পরিণত হইল। সুবাদার ইস্লাম্ খাঁ সুদূর রাজ-মহল হইতে এই বিষম উপদ্রবের দমন অসম্ভব দেখিয়া ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। আরও কিছু কাল মগ ও ফিরিঙ্গীর উৎপাত চলিয়াছিল। অতঃপর সুবাদার ইব্রাহিম্ খাঁর সুশাসনে কিয়ৎকালের জন্য দেশে শান্তি স্থাপিত হয়। মগগণের উপদ্রব নিবারণের জন্য উপকূলভাগে নৌ-সৈন্য স্থাপিত হইল, আসামীগণও বাঙ্গলা আক্রমণ করিয়া পরাভূত হইল। এখন দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গের প্রজাবর্গও নিরুপদ্রবে নিজ নিজ ব্যবসায়ে মনোযোগ করিবার অবকাশ পাইল। কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতিসাধন হইল। বঙ্গের শিল্পজাত দ্রব্যের সুনাম সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল। ঢাকার সুচারু মস্লিন এবং মুর্শিদাবাদ ও মালদহের উৎকৃষ্ট রেশমী বস্ত্র বাদশাহী দরবারে সমাদৃত হইতে লাগিল।

কিন্তু শান্তি বহু দিন অব্যাহত রহিল না। যুবরাজ শা জাহান্ বাদশাহের সহিত মনোবাদ করিয়া বাঙ্গলায় আসিয়া ইব্রাহিম খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া স্বয়ং বঙ্গরাজ্য অধিকার করিলেন। দুই বৎসর পরে পিতা পুত্রে বিবাদ মিটিল, কিন্তু বঙ্গে অশান্তির স্রোত প্রবাহমান রহিয়া গেল। শা জাহানের রাজ্যকালে বঙ্গের অনেক স্থানে মোগলের নবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। চট্টগ্রাম আরাকানরাজের কবলমুক্ত করিয়া ইস্লামাবাদ নামে বাদশাহী অধিকারভুক্ত করা হইল। রাজপুত্র শা সুজার শাসনসময়ে বঙ্গের অবস্থা সমধিক উন্নত হইল। কিন্তু শা জাহানের শেষ দশায় যখন তাঁহার কৃতী পুত্রেরা বাদশাহী সিংহাসন লইয়া তুমুল কলহ আরম্ভ করিলেন, সেই সময়ে এ দেশেও পুনরায় বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়া থাকিল। সুজা বাঙ্গলা হইতে সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইয়া পথে কাশীর যুদ্ধে দারার পুত্র সোলেমানের হস্তে পরাভূত হইয়া পুনর্মুখিক হইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু যখন দারার পরাজয় ও আরঙ্গজেবের হস্তে মুরাদের বন্দী হইবার সংবাদ

আসিল, তখন পুনরায় সুজার রাজ্যলাভলালসা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু প্রতিভাশালী আরঙ্গজেবের সহিত প্রতিযোগিতায় তিনি পরাস্ত হইলেন। মীরজুম্লা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সুজা আরাকান প্রদেশে আশ্রয় লইলেন। প্রবাদ এই যে, নানা চক্রান্তের পর আরাকানরাজের আদেশে তাঁহাকে জলমগ্ন করিয়া নিহত করা হয়, সেখানে সুজার পরিবারবর্গেরও দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। সেনাপতি মীরজুম্লা শাসনকৌশল অপেক্ষা যুদ্ধকৌশলেই অধিকতর অভিজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সময়ে দেশে শান্তি বা সুশাসনপ্রতিষ্ঠার বিশেষ কোন উদ্যোগই হয় নাই।

চতুরচূড়ামণি আরঙ্গজেবের মন্ত্রশিষ্য সুদক্ষ শায়েস্তা খাঁর আমলে বঙ্গে মোগল অধিকারের দৃঢ়প্রতিষ্ঠার সহিত সার্ব্বাঙ্গীন শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সেকালে রাজশক্তি ও প্রতাপ ব্যক্তিগত ছিল বলিয়া অদ্বিতীয় শায়েস্তা খাঁর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই শনৈঃ শনৈঃ অশান্তির সঞ্চার হইতে লাগিল। বিজয়লালসায় অন্ধ হইয়া বাদশা আরঙ্গজেব্ যখন দক্ষিণাপথে যুগব্যাপী যুদ্ধ লইয়া বিব্রত, কূটনীতির পরিচালনায় কখনও দক্ষিণাপথের মুসলমান রাজগণের কখনও বা নব উদ্দীপনায় উদ্দীপিত 'মহারাষ্ট্রমূষিকের' বিনাশচেষ্টায় বদ্ধপরিকর হইয়া শেষে স্বকীয় উর্ণনাভজালে নিজেই জড়িত হইতেছিলেন, সেই সময়েই অবসর বুঝিয়া প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি একে একে স্বাধীনতালাভের আয়োজন করিতেছিল। সুদূর পশ্চিমে কান্দাহার, বদাকশান প্রভৃতি শীঘ্রই হস্তচ্যুত হইল, অন্যত্রও ভিতরে ভিতরে বিপ্লববহ্নি প্রধূমিত হইতে দেখা গেল। বাদশাহ পিতৃপিতামহের সঞ্চিত প্রচুর অর্থ সহ সমীচীন রাজনীতি রসাতলে দিয়া রাজ্যের প্রত্যেক শিরা পর্য্যন্ত শোষণ করিতেছিলেন, সুতরাং বিশাল মোগল সাম্রাজ্য অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছিল। চতুর্দ্দিকেই ক্রমে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের সূচনা দৃষ্ট হইতেছিল।

বাঙ্গলায় এ কালের বিদ্রোহের অধিনায়ক বর্দ্ধমান প্রদেশের একজন সামান্য ভূম্যধিকারী শোভাসিংহ, ইনি মেদিনীপুরের চেতো বরদার তালুকদার (১)। বর্দ্ধমানের জমিদার রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের সহিত বিবাদ উপলক্ষে অস্ত্রধারণ

(১) স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ইহাকে সাধু ভাষায় 'চিতার বরদা' করিয়াছেন। তারিখ্ বাঙ্গালায় "চিতুয়াবরদা' আছে।

করিয়া তিনি বিদ্রোহের সূত্রপাত করিলেন। শোভাসিংহ উড়িষ্যা হইতে তদানীন্তন পাঠান দলপতি রহিম্ খাঁকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন (২)। রহিম সানন্দে অনুচরবর্গ সহ বিদ্রোহে যোগ দিলেন। তখন ইঁহারা মোগল অধিকার উচ্ছেদের মানস করিলেন। সম্মিলিত বিদ্রোহী-সৈন্য বর্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হইলে, দুঃসাহসিক কৃষ্ণরাম তাঁহার সামান্য সৈন্যদল সহ বিদ্রোহী-সেনার সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধে কৃষ্ণরামকে নিহত করিয়া বিদ্রোহীরা রাজ-প্রাসাদ অধিকার করিল। রাজপরিবারবর্গ বন্দী হইলেন; কৃষ্ণরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎরাম পলায়ন করিলেন (৩)। বিদ্রোহিগণের এই প্রথম বিজয়-ঘোষণা প্রচারিত হইলে চতুর্দ্দিক হইতে বিপ্লবপ্রিয় যুদ্ধব্যবসায়ী লোকে তাহাদের দলপুষ্টি করিতে লাগিল। ইহাদের আস্ফালন ও উপদ্রবে চারি দিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

শোভাসিংহের বিদ্রোহ। হিঃ ১১০৮ [১৬৯৫—৯৬]

জগৎরাম ঢাকায় সুবাদার ইব্রাহিম্ খাঁকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ইব্রাহিম্ স্বয়ং যুদ্ধবিষয়ে অনভিজ্ঞ শান্তিপ্রিয় লোক, এই তালুকদার-বিদ্রোহ

(২) তারিখ্-বাঙ্গালার অজ্ঞাতনাম গ্রন্থকার বলেন, বিগত মোগলপাঠান যুদ্ধে এক রহিম খাঁর নাসিকার কিয়দংশ কর্ত্তিত হয় বলিয়া ইনি 'নাককাটা' রহিম খাঁ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রকৃত হইলে, কথিত যুদ্ধ কোন অজ্ঞাত সামান্য যুদ্ধব্যাপার হইবে, কারণ শেষ মোগল-পাঠান সংগ্রাম ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ঘটে। পাঠানদিগের সহিত সন্ধির পরেও উড়িষ্যার পাঠানগণ সময়ে সময়ে দলবদ্ধ হইয়া উৎপাত করিত।

(৩) ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে লিখিত আছে, কৃষ্ণরাম উহার পুত্র জগৎরামকে স্ত্রীবেশে শিবিকাযোগে কৃষ্ণনগররাজের নিকট প্রেরণ করেন। "তদানীং বর্দ্ধমানাধিপঃ কৃষ্ণরামরায়ঃ পরবলমাগতমিতি বিজ্ঞাতং স্বপরিবারস্য পলায়নাবসরকালো নাস্তি, যুদ্ধসামগ্রী চ প্রস্তুতা ন ভবতি, ক উপায়ঃ? স্বপরিবারস্য নাশ উপস্থিত ইতি চিন্তয়ন্ স্বপুত্রং জগৎরামনামানং স্ত্রীবেশধারিণং কৃত্বা স্ত্রীণামারোহণযোগ্যযানেন পরবলৈরনুপলক্ষিতঃ রামকৃষ্ণরায়স্য সন্নিধৌ কৃষ্ণনগরে প্রেষয়ামাস।" সুবিখ্যাত বিদ্যাসুন্দরের অমর কবির সমসাময়িক কোন সভাসদ 'ধরণী ঈশ্বর' কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশেই সংস্কৃতের আবরণে এই ক্ষিতীশবংশাবলী রচনা করেন। প্রতিদ্বন্দ্বীর বৈঠকের গালগল্প সম্পূর্ণ প্রকৃত ঘটনা বলিয়া মানিয়া লইতে সহজে প্রবৃত্তি হয় না। মুসলমান লেখকও বর্দ্ধমানাধিপের বীরত্বের এরূপ সার্টিফিকেট দেন নাই। কৃষ্ণনগরাধিপ কৃষ্ণরামের হস্তে বিদ্রোহীর পরাজয়ের কথাও ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে লিখিত আছে।

সামান্য ঘটনামাত্র মনে করিয়া, যশোহরের ফৌজদার নুরউল্লা খাঁর (১) উপর বিদ্রোহদমনের জন্য এক পরোয়ানা জারি করিয়া সুস্থিরচিত্তে চিরাভ্যস্ত সুষুপ্তিসুখানুভবে মনোনিবেশ করিলেন। এ দিকে নুরউল্লা বহুদিন অবধি কৃষিবাণিজ্যাদি অর্থকর ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকিয়া নামে মাত্র ফৌজদার হইয়া বসিয়া ছিলেন। ফৌজের নামে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। তিন হাজারী মনসবদার হইলেও কস্মিন্ কালেও সৈন্যচালনার কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হয় নাই। সুবাদারের হুকুম, নাচার, অগত্যা যথাসম্ভব ফৌজদারী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে তিনি হুগলীর দিকে অগ্রসর হইলেন। বিদ্রোহী দল হুগলীর পথে আসিতেছে শুনিয়াই নুরউল্লার রুদ্ধশ্বাস, তাড়াতাড়ি হুগলী দুর্গে আশ্রয় লইয়া চুঁচুড়ার ওলন্দাজগণের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। বিদ্রোহী সামন্তগণ সমস্তই প্রত্যক্ষ করিলেন, বণিক্ সেনাপতি হইতে কোনও আশঙ্কার কারণ নাই দেখিয়া তাঁহারা সতেজে আসিয়া হুগলী অবরোধ করিলেন। এই ক্ষিপ্রকারিতায় ও প্রচণ্ড আক্রমণে নুরউল্লার অবশিষ্ট শুদ্ধিবুদ্ধি লোপ পাইল। উচ্চ কেল্লার মধ্যে থাকিয়াও প্রমাদ গণিলেন, স্বীয় মূল্যবান্ প্রাণ রক্ষার জন্য বিব্রত হইয়া পড়িলেন। একবার ফৌজদারী সম্পত্তি ও রাজকোষের জন্য প্রাণটা ব্যাকুল হইল। কিন্তু নিরুপায়, অগত্যা রাত্রিযোগে এক কৌপীন ধারণ করিয়া কেল্লার পশ্চিমের ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া অবতীর্ণ হইলেন। উপস্থিত ক্ষুদ্রতরণীযোগে কায়ক্লেশে গঙ্গাপার হইয়া দুই জন অনুচর সহ যশোহরে পৌঁছিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। অধি-

(১) নুরউল্লা খাঁ সাধারণতঃ যশোহরে বাস করিতেন, কিন্তু তিনি যশোহর, হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও হিজলীর যুক্ত ফৌজদার। একাধারে এতগুলি পদের বিরল সমাবেশ। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের যশোহর বিবরণীতে প্রকাশ যে, ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে নুরউল্লার প্রপৌত্র হিদায়েতুল্লা ও রহমতুল্লা নামক দুই জন অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট পেন্সনের দাবি করিয়াছিলেন। কথিত আবেদনপত্রে নুরউল্লা আরঙ্গজেবের দুধভাই বলিয়া উল্লিখিত। এই সম্বন্ধই ফৌজদারের এতাদৃশ প্রতিপত্তির কারণ। ঐ সম্বন্ধবশতঃ আবেদনকারিদ্বয় নুরউল্লা বাঙ্গালার নবাব নাজিম ছিলেন বলিয়াছেন। যশোহরের কপোতাক্ষ নদের তীরে মির্জানগরে ফৌজদারের প্রাসাদ ছিল, এখনও তাহার ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। লোকে ইহাকে নবাববাড়ী বলিয়া থাকে। নিকটস্থ অন্য একটি স্থান কিল্লাবাড়ী বলিয়া কথিত। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দেও মির্জানগর যশোহরের তিনটি বৃহৎ নগরের অন্যতম বলিয়া সরকারী রিপোর্টে বর্ণিত। এখন ইহা একটি সামান্য গ্রামমাত্র। যশোহরের (বর্ত্তমান খুলনা জেলার) নুরনগর গ্রাম ও পরগণা, তাঁহার নামে কথিত মনে হয়।

নেতা পলায়নপর হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া, দুর্গস্থ নবাবী সৈন্যদল তোরণ উন্মুক্ত করিয়া বিদ্রোহী-দলকে নগরে প্রবেশ করিতে দিল। অবিলম্বে সমৃদ্ধিশালী হুগলী বন্দর বিদ্রোহী সৈন্যের করকবলিত হইল।

জয়দৃপ্ত বিদ্রোহী সামন্তগণ হুগলী অধিকার করিয়া চতুর্দ্দিকে সৈন্য প্রেরণ করিলে পশ্চিম বঙ্গের নানাস্থানে লোকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ধনাঢ্য ও শান্তিপ্রিয় লোকের মধ্যে ভীষণ ভীতির সঞ্চার হইল। হুগলী বন্দরের অনেকে চঁচুড়ার ওলন্দাজ কোম্পানীর কেল্লার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ওলন্দাজ গবর্ণর বিদ্রোহিগণের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিয়া, বাদশাহ-দরবারে নিজ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা বদ্ধমূল করিবার অভিলাষে, দুইখানি যুদ্ধজাহাজ পাঠাইয়া ভাগীরথীবক্ষঃ হইতে হুগলী দুর্গের উপর গোলাবর্ষণের আদেশ দিলেন। জাহাজ হুগলী দুর্গের সম্মুখীন হইলে, বিপক্ষের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া যেমন কতকগুলি-বিদ্রোহী সৈন্য কৌতূহলের সহিত জাহাজ দেখিতে দুর্গপ্রাচীরে দণ্ডায়মান হইয়াছে, অমনি হঠাৎ বজ্রনিনাদে জাহাজ হইতে গোলাবৃষ্টি আরব্ধ হইল। সৈন্যগণের অনেকে হতাহত হইল। বিদ্রোহীরা ইহাতেই ত্রস্ত হইয়া হুগলী ত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামে গিয়া আড্ডা করিল (১)। শোভাসিংহ সপ্তগ্রাম হইতে রহিম খাঁকে অধিকাংশ সৈন্য সহ নদীয়া ও মুখসুসাবাদ (বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ) অঞ্চল অধিকারের জন্য প্রেরণ করিয়া স্বয়ং বর্দ্ধমানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ইন্দ্রিয়বিকার শোভাসিংহের কাল হইল। এখানে পুরুষের পশ্বাচার ও রমণীর অপূর্ব্ব দেবভাবের প্রাচীন কাহিনীর পুনরবতারণা। বর্দ্ধমানের রাজপরিবারের সহিত কৃষ্ণরামের এক পরমসুন্দরী কন্যাও বন্দিনী হইয়াছিলেন। পিশাচ সেই দেবীমূর্ত্তি কন্যাললামকে স্বীয় কুপ্রবৃত্তির নিকট আহুতি দিবার মানস করিয়াছিল। মুসলমান লেখক বলেন, (২) "চীনের ছবির ন্যায় সুন্দরী, পবিত্রহৃদয়া রাজকন্যা কোন মতেই ব্যভিচারপাপে লিপ্ত

(১) মুসলমানী ইতিহাসে বঙ্গের প্রসিদ্ধ প্রাচীন বন্দর সপ্তগ্রামের এই শেষ উল্লেখ। বহুকাল ধরিয়া সপ্তগ্রাম বাঙ্গলার, বাঙ্গলার কেন সমগ্র ভারতের এক প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। ভাগীরথী ও সরস্বতীর স্রোত পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত বর্ণিত সময়ে সপ্তগ্রামের স্থানে হুগলী বন্দর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

(২) তারিখ বাঙ্গালা।

হইবেন না, দুর্বৃত্ত শোভসিংহও কিছুতেই ক্ষান্ত হইবার নহে। সে অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিল। হস্তগত রত্ন দেহে প্রাণ থাকিতে কিছুতেই ত্যাগ করিবে না,—সর্ব্বদাই তাহার মুখে এই কথা। সয়তান্ ইয়াক্সুজ যেমন আসমতের পবিত্র ভিত্তিতে ছিদ্র করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সেইরূপ সেই কামোন্মত্ত মানব পশু রাজদুহিতাকে অঙ্কশায়িনী করিবার ইচ্ছায় একদা রাত্রিযোগে অতি সন্তর্পণে কন্যার কারাগৃহে প্রবেশ করিল। অনুনয় বা প্রলোভনে যে দুষ্কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই, পাশব বলে তাহাই পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়। কন্যা সর্ব্বদাই গোপনে এক খানি শাণিত ছুরিকা নিজ বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইয়া রাখিতেন। কামাতুর নরপিশাচ যেমন উন্মত্তবৎ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইবে, অমনি সেই বীরবালা তাহার উদরমধ্যে শাণিত ছুরিকা সবলে আমূল প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। বিকট চীৎকার করিয়া শোভসিংহ ভূপতিত হইল। ছুরিকা তাহার উদরদেশে নাভি পর্য্যন্ত ভেদ করিয়াছিল। 'পাপীর স্পর্শে কলঙ্কিত দেহ ভার বহন করিব না' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া কুমারী সেই ছুরিকা নিজ বক্ষে বিদ্ধ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। দুর্ম্মতি শোভসিংহ ছুরিকাঘাতের পর কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র জীবিত ছিল।

শোভসিংহের মৃত্যুর পর, তাহার ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ বর্দ্ধমানে বিদ্রোহী-সৈন্যের দলপতি হইয়া, পূর্ব্ববৎ লোকের উপর অত্যাচার লুণ্ঠন প্রভৃতি আরম্ভ করিল। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের সংবাদ বিদ্রোহি-শিবিরে পৌঁছিলে সকলেই একবাক্যে রহিম খাকে অধিনায়ক মনোনীত করিল। রহিম এখন স্বীয় পদের অনুরূপ রহিম্ শা নাম গ্রহণ করিলেন। প্রতিদিন চারি দিক্ হইতে বিখ্যাত দস্যুগণ, অবসরপ্রাপ্ত সৈন্য, ও দেশের জঞ্জাল বদ্‌মায়েস লোকে তাহার দলপুষ্টি করিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে রাজমহল হইতে মেদিনীপুরের দক্ষিণ সীমায় সুবর্ণরেখা পর্য্যন্ত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ বিদ্রোহিগণের অধিকৃত হইল। এযাবৎ কোনও বাধা না পাইয়া রহিম শা সর্ব্বত্র লুণ্ঠন ও দলপুষ্টি করিতে করিতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মুখসুসাবাদের নিকটে জনৈক জায়গীরদার নিয়ামৎ খাঁ ক্ষুদ্র অনুচরদলের সাহায্যে কিয়ৎক্ষণ বিদ্রোহিদলের গতিরোধ করিয়াছিলেন মাত্র (১)। মুসলমান লেখক নিয়মাতের বীরত্বকাহিনীর এক জ্বলন্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রাজা কৃষ্ণরাম ও নিয়ামতের

(১) মুর্শিদাবাদের পশ্চিমাঞ্চলের দুই এক জন তালুকদার বিদ্রোহীর দলে যোগ দান করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ফতেসিংহের জমিদারেরাও ইহাতে লিপ্ত ছিলেন।

দৃষ্টান্তে অনুমিত হইবে,—সে কালের বাঙ্গালী জমিদার বা প্রজাবর্গ নিতান্ত ভীরু ছিলেন না। যুদ্ধকার্য্যে অভ্যস্ত ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা প্রচণ্ড বিদ্রোহিদলের সম্মুখে সাহস করিয়া দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হন। নিয়ামতের সহিত দ্বন্দযুদ্ধে রহিমের প্রাণনাশের সম্ভাবনা হইয়াছিল, শেষে অভিমন্যুবধের অভিনয় করিয়া বিদ্রোহিদল নিয়ামৎকে নিহত করে। মুর্শিদাবাদের পশ্চিমাঞ্চল লুণ্ঠন ও উৎসন্ন করিয়া বিদ্রোহিগণ নগরের নিকটবর্ত্তী হইল। কাশিমবাজার তৎকালে বাঙ্গলার অন্যতম প্রধান বাণিজ্যস্থান ও চুনাখালী শুল্ক-গ্রহণের স্থান ছিল। ভাগীরথী কাশিমবাজারের তিন দিক বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইত। রহিম সমবেত বাদশাহী সৈন্যদলকে পরাস্ত করিয়া মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন করিলে, কাশিমবাজারের বণিকদল প্রতিভূ প্রেরণ করিয়া অনুনয় ও পূজোপচারে যাহাতে সেখানে রহিম খাঁর পদার্পণ না ঘটে, তাহার ব্যবস্থা করিলেন, এ জন্য প্রধান সওদাগর গোলাপচাঁদ অবশেষে নবাব-সরকারে নানারূপে লাঞ্ছিত হইয়া ও অর্থদণ্ড দিয়া পরিত্রাণ পান (১)।

বিদ্রোহিদলের গতিবিধি, দলপুষ্টি ও পশ্চিমবঙ্গ বিপর্য্যস্ত করার সংবাদ প্রত্যহ ঢাকায় সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর কর্ণগোচর হইতে লাগিল। পুত্র জবরদস্ত খাঁ প্রভৃতি পাত্র-মিত্র শীঘ্র কর্ত্তব্য অবধারণ জন্য বাদানুবাদ আরম্ভ করিলেন। নবাব ইব্রাহিম খাঁ ভীরুস্বভাব ও যুদ্ধকার্য্যে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন; তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। বিদ্রোহের এই প্রবল অবস্থায় বাধা প্রদান দুষ্কর ভাবিয়া তিনি বাদশাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনাই পরামর্শসিদ্ধ মনে করিলেন (২)। শুদ্ধ বঙ্গীয় সৈন্যের প্রতি নির্ভর করিতে সাহসে কুলাইল না।

(১) Stewart's Bengal

(২) ইতিহাসে ইব্রাহিম্ খাঁর দয়ালুতার যথেষ্ট প্রশংসা পত্র প্রস্তুত হইয়াছে। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,— নরম মজ্‌সের বুদ (তরবারি ধার নরম) 'সেল্‌সেলে ফেৎনা দরাজ্ (বিবাদের শৃঙ্খল বড়ই লম্বা) 'ও দস্ত খোদ্ কোতা দিদ' (স্বীয় হস্তও বড়ই সঙ্কীর্ণ),—অতএব 'বা হজরৎ শাহিন্‌শাহী ভারজদাস্ত নমুদ' (বাদশাহের নিকট আরজী করিলেন)। রিয়াজ্ উস্ সালাতিন্ গ্রন্থকার গোলাম হোসেন্ ঘটনার নবতিবর্ষ পরে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি তারিখ বাঙ্গালার উক্ত উক্তির উপর বিশেষ রঙ্গ চড়াইয়াছেন। তিনি বলেন, 'ইব্রাহিম খাঁ 'গো বেচারা' ভালমানুষ ছিলেন (সুতরাং নিরীহ=উষ্ট্রের মত নম্রস্বভাব)—যুদ্ধের কথা উপস্থিত হইলেই তিনি বলিতেন, যুদ্ধ বড়ই অনিষ্টকর ব্যাপার, যুদ্ধে জগৎপাতার সৃষ্ট জীবগ্রহ মনুষ্যবৃন্দের অযথা অপচয় হয়। অনর্থক রক্তপাতের প্রয়োজন কি? বাধা না দিলে বিদ্রোহিদল আপনারাই পরিশ্রান্ত হইয়া সরিয়া পড়িবে। কিছু দিন বাদশাহ-সরকারের সামান্য রাজস্বের ক্ষতিমাত্র। তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিদর্শনে রাজসভার অনেকেই যথা-

ইতিমধ্যে এক দল বিদ্রোহী-সৈন্য সুতানুটীর দিকে অগ্রসর হইয়া নিকটস্থ গ্রামসমূহে অগ্নিসংযোগ করিল। পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারবর্গের সমবেত চেষ্টায় তাহারা পর্য্যুদস্ত হইল। নবতিসংখ্যক বিদ্রোহী এই যুদ্ধে নিহত হয়। আর এক দল টানা (থানা) বন্দর আক্রমণ করিয়া ইংরেজগণ সহ তাহাদের ভয়ে শীঘ্রই হঠিয়া পড়িল। বিদ্রোহের সুযোগে ইউরোপীয় বণিক্ কোম্পানী সমূহের অধ্যক্ষগণ বাদশাহ সরকারের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া নবাবের নিকটে আত্ম-রক্ষার জন্য দুর্গনির্ম্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। নবাব উহাদিগকে কেবল আত্মরক্ষার উপায় করিবার এক সাধারণ আদেশ দিলেও এ অবসর ছাড়িবার নহে। সকলেই শীঘ্রগতি দুর্গ-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। চিনসুরা পূর্ব্বেই বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। ইংরেজ-কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ সুতানুটী হইতে যে মাসের মধ্যেই দুর্গপ্রাকার ও বুরুজ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত করিয়া, মান্দ্রাজ হইতে ভাল কামান চাহিয়া পাঠাইলেন (১)। কলি-কাতা নিরাপদ ভাবিয়া হুগলী অঞ্চলের অনেক ধনাঢ্য লোক এই সময় এখানে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

দাক্ষিণাত্য হইতে বাদশা আরঙ্গজেব্ বাঙ্গলার সওয়ানে নেগার (২) (বাদশাহী সংবাদ প্রেরক) গণের প্রেরিত সংবাদে প্রথম অবগত হইলেন যে, বঙ্গে এই দুর্দ্দিন উপস্থিত, এবং তাহার উপযুক্ত প্রতিনিধি নিশ্চেষ্ট। সংবাদ শুনিয়া তেজস্বী বৃদ্ধ বাদশাহের ক্রোধ ও ক্ষোভের সীমা রহিল না। তৎক্ষণাৎ পৌত্র আজিমুশ্বানকে বঙ্গ বিহারের শাসনকর্ত্তৃত্বের ভার দিয়া সত্বর বাঙ্গলায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইতিমধ্যে ইব্রাহিমের সুযোগ্য পুত্র জবর-দস্তের অধীনে বাঙ্গলার বাদশাহী সৈন্য বিদ্রোহিদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিবার আদেশ দেওয়া হইল। অযোধ্যা, এলাহাবাদ ও বিহারের শাসনকর্ত্তাদের প্রতি আদেশ প্রদত্ত হইল, —তাহারা যেন বিদ্রোহদমনে সাহায্য করেন। সুলতান আজি-মুশ্বান্ দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সহ ত্বরায় বাঙ্গলা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এ দিকে জবরদস্ত খাঁ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি অল্পদিনে বীর

কথঞ্চিৎ চিত্তবিক্ষোভ নিবারণ করিয়া তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিয়া থাকিতেন। [illegible] মিঃ উইলসন্ আরও একটু মাত্রা চড়াইয়াছেন। 'নবাব [illegible] সংস্রব পরিহার করিতেন— মুমুক্ষুর ন্যায় যুদ্ধবিগ্রহের কথায় কর্ণপাত করিতেন না। সাহেব মহাশয়ের গোলন্দাজী সম্বন্ধে ধারণা অতি উচ্চ ছিল।

(১) Wilson's Early Annals of the British in Bengal

(২) সওয়ানে নেগার ও নাওয়ারার বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য। (নবাবী আমলের কার্য্যবিভাগ)

পুরুষ। পিতার তুষ্ণীম্ভাবধারণদর্শনে তাঁহার বীরহৃদয় ব্যথিত হইতেছিল। বাদশাহের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র অণুমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি ঢাকার বাদশাহী নাওয়ারা (রণতরী) যোগে কয়েকটি উৎকৃষ্ট বাদশাহী তোপ ও সৈন্যদল সহ পশ্চিম-বঙ্গের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অশ্বারোহী ও অন্যান্য সৈন্য পদ্মার পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। অনুকূল পূর্ববায়ু-সাহায্যে জলযান-গুলি সত্বর অগ্রসর হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে রহিম্ শা বিপুল বলসঞ্চয় করিয়াছিলেন। সৈন্যসংখ্যায় এখন তিনি একজন প্রধান রাজার সমকক্ষ, রাজোপাধি এবং রাজচিহ্ন ছত্রদণ্ডও ধারণ করিয়াছেন। বিদ্রোহিগণের সৈন্যবল এক্ষণে দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ও ত্রিশ হাজার পদাতি। তাহাদের অধিকৃত ভূভাগের বার্ষিক আয় ষাটি লক্ষ টাকা (১)। জবরদস্ত খাঁর অধীনে বাদশাহী সৈন্যের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া রহিম শা ভগবানগোলার নিকটে ভাগীরথী-তীরে সেনা সন্নিবেশ করিলেন। এবার সম্মুখ যুদ্ধই তাঁহার অভিপ্রেত। জবরদস্ত কামান ও পদাতি সৈন্য সহ মন্দমন্দ-গতিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। মালদহ ও রাজমহল হইতে বিদ্রোহীদলকে তাড়াইয়া দিবার জন্য একদল অশ্বারোহী অগ্রগামী হইয়াছিল, ইহারা সুচারুরূপে স্বকার্য্য সাধন করিল। রাজমহলে এক দল পাঠান বিদ্রোহী বিধ্বস্ত হইল, এবং বিদ্রোহীর হস্ত হইতে বিপুল লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রত্যাহৃত হইল। মালদহের ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকগণ নিজ নিজ সম্পত্তির দাবী করিলে, 'সুবাদারের আদেশ ভিন্ন কিছুই প্রত্যর্পিত হইতে পারে না' উত্তর করা হইল। বিদ্রোহী দলের অনেকেই অতঃপর ঐ অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

জবরদস্ত খাঁ শত্রু-শিবিরের সামান্য ব্যবধানে জলযান হইতে কামান ও সৈন্যদল সহ অবতীর্ণ হইলেন। শত্রুপক্ষের অবস্থান সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া স্বীয় শিবির-সম্মুখে গড়খাতও প্রস্তুত করাইলেন। দ্বিতীয় দিন শিবির হইতে অগ্রসর হইয়া বাদশাহী সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে, রহিম খাঁর দলও সম্মুখীন হইল। কিয়ৎক্ষণ উভয় পক্ষ হইতে গোলা বর্ষণের পর যুদ্ধ ঘনীভূত হইয়া আসিল (২) এবং কয়েক ঘণ্টার প্রবল যুদ্ধের

(১) Goveornr Eyre's letter *Jan 6, 1698. Stewart*

(২) ষ্টুয়ার্ট বলেন,—"নদীর দিক্ হইতে বাদশাহী তোপ কার্য্য করিতেছিল। প্রথম দিন কেবল গোলা গুলি নিক্ষেপেই অতিবাহিত হয়। সুদক্ষ পর্ত্তুগীজ গোলন্দাজচালিত বাদশাহী-তোপে শত্রুপক্ষের অনেক কামান স্থানচ্যুত হইল। দ্বিতীয় দিনে উভয় সৈন্যের মধ্যে রীতিমত যুদ্ধ হইয়াছিল।"

পরেই বিদ্রোহিদল পর্য্যুদস্ত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। সুবাদারী-সৈন্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উহাদের অনুসরণ করিল। পর দিন প্রাতে পুনর্বার উভয় পক্ষ যুদ্ধার্থ সম্মুখীন হইল, এ যুদ্ধে ও জবরদস্ত খাঁ সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। সুবাদারী সৈন্য জয়োল্লাসে শত্রুশিবির লুণ্ঠন করিল। বিদ্রোহীদিগের সংগৃহীত বিপুল লুণ্ঠিত ধনরত্ন হস্তগত করিল। জবরদস্ত স্বীয় পরিশ্রান্ত সৈন্যগণের বিশ্রামের জন্য তিন দিন যুদ্ধক্ষেত্রেই অবস্থান করিলেন। ইতিমধ্যে চতুঃপার্শ্বের জমিদার ও জায়গীরদারগণের মধ্যে ঘোষণা প্রচার হইল, বিদ্রোহীরা পরাভূত হইয়াছে, এক্ষণে সমপ্রযত্নে তাহাদের পলায়নের পথ রুদ্ধ করা হউক, কেহ যেন তাহাদের খাদ্যাদি সংগ্রহে সাহায্য না করে। এরূপ ঘোষণার শুভ ফল সত্বরেই প্রতীয়মান হইল। পার্শ্ববর্ত্তী জমিদার ও থানাদারগণ সদলে জবরদস্তের সহিত যোগ দিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জের মনে ভবিষ্যৎ-শান্তির আশা সঞ্চারিত হইল। জবরদস্ত এক্ষণে আহত ও পীড়িত সৈন্যগণকে জলপথে ঢাকায় প্রেরণ করিলেন, এই সঙ্গে মূল্যবান্ লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিও প্রেরিত হইল।

রহিম্ খাঁ ইতিমধ্যে মুখ্‌সুসাবাদে উপনীত হইয়া স্বীয় পলায়মান সেনাগণকে একত্রিত করিবার জন্য সবিশেষ উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাহাকেও অর্থসাহায্য, কাহাকেও বা প্রয়োজনমত অস্ত্রাদি যুদ্ধোপকরণ প্রদান করিয়া তিন দিনের মধ্যে ছত্রভঙ্গ সেনাদল পুনরায় পুনঃ সংগঠিত করিলেন। এদিকে চতুর্থ দিবসে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা স্থির করিয়া জবরদস্ত খাঁ মুখ্‌সুসাবাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। নগরের পূর্ব্বপ্রান্তে বিস্তীর্ণ ময়দানে শিবির সন্নিবিষ্ট হইল। পর দিন প্রত্যূষেই শত্রুশিবির আক্রমণের পরামর্শ রহিল। কিন্তু রহিম্ রাত্রিযোগেই ভাগীরথী পার হইয়া বর্দ্ধমানের দিকে পলায়নপর হইলেন। সুবাদারী-সৈন্যও পর দিন তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। বর্দ্ধমান অঞ্চল হইতে বিদ্রোহিদলকে তাড়িত করিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে শাজাদা সুলতান্ আজিমুশ্বান্ সসৈন্যে এলাহাবাদ ও অযোধ্যার পথে বিহারে উপনীত হইলেন। তাঁহার দুই পুত্র করিমুদ্দীন্ ও ফর্‌রোখশের তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। বিহার প্রদেশের জমিদার ও আমিলগণ তাঁহার আদেশে সমবেত হইলেন। তাঁহাদের সহিত বিদ্রোহদমনের ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির হইতেছিল, এমন সময়ে জবরদস্ত খাঁর বিজয়লাভের সংবাদ পৌঁছিল। সাহসিক সেনাপতি অতি শীঘ্রই এরূপ দেশব্যাপী বিদ্রোহ-দমনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন

দেখিয়া শাজাদার মনে ঈর্ষার সঞ্চার হইল। নিজের নিশ্চেষ্টতার জন্ম বাদশাহের তিরস্কারভাগী হইবারও ভয় জন্মিল, এবং পাছে সুবাদারী জবরদস্তের হস্তেই অর্পিত হয়, এ চিন্তাও সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়াধিকার করিল। যাহা হউক, ত্বরায় স্বপক্ষ হইতে যুদ্ধকার্য্য আরম্ভ করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, শীঘ্রগতি রাজমহলের দিকে অগ্রসর হইলেন. বর্দ্ধমান অঞ্চলে এক দল সৈন্যও প্রেরিত হইল। জবরদস্তের কৃত কার্য্য একেবারে স্বীকৃতই হইল না, কার্য্যতঃ সেনাপতি প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়াই পরিগণিত হইলেন (১)। যুবরাজের এইরূপ অন্যায়াচরণে জবরদস্তের বীরহৃদয়ে যুগপৎ ঘৃণা ও ক্ষোভের উদয় হইল। অনতিবিলম্বে দরবারে গমন করিয়া বাদশাহসকাশে সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় পার্শ্বচর বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট সৈন্যদল সঙ্গে তিনি পিতার সহিত যাত্রা করিলেন। জবরদস্তের গমনে বিদ্রোহিদল উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তাঁহারই বিক্রমে ও কার্য্যতৎপরতায় ভীত হইয়া উহারা দক্ষিণ-পশ্চিমের জঙ্গলভূমি আশ্রয় করিয়াছিল, তাহার অবর্ত্তমানে এবং শাজাদার স্থানীয় অনভিজ্ঞতায় তাহাদের অপচীয়মান সাহস পুনর্ব্বর্দ্ধিত হইল। আবার বিদ্রোহিদল দ্বিগুণ উৎসাহে দলে দলে পূর্ব্ববৎ লুণ্ঠনাদি আরম্ভ করিল, অনতিবিলম্বে বর্দ্ধমান ও হুগলী অঞ্চল বিদ্রোহীদের উপদ্রবে ছারখার হইবার উপক্রম হইল।

এ দিকে শাজাদা আজিমুশ্বান্ রাজমহল হইতে বঙ্গের জমিদার ও প্রজাবর্গের উপর এক সুদীর্ঘ পরোয়ানা জারি করিলেন। সকলে সদলে তাঁহার বাদশাহী ধ্বজার নিম্নে সমবেত হউন, সকলকেই তিনি আশ্রয় দিবেন। অনন্তর বাদশাহী পৌত্রের উপযুক্ত সুমন্দগমনে তিনি মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে অনেকে নজর পেস্‌কস্ লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শাহজাদাও শিষ্টাচারে এবং যথাযোগ্য সম্মান ও উপাধি বর্ষণে সকলকেই আপ্যায়িত করিলেন। আজিমুশ্বান্ এইরূপ অভিনন্দনে সুশাসনের সুখস্বপ্ন দর্শন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে বিদ্রোহিগণ দলপতির অধীনে তাঁহাকে অন্যভাবে আমন্ত্রণ করিবার জন্য সমবেত হইতেছিল। দীর্ঘকালে বাদশাহী সৈন্য বর্দ্ধমানের নিকট উপস্থিত হইলে তথায় শিবির সন্নিবেশ করা হইল।

(১) ষ্টুয়ার্ট এখানে রিয়াজের অনুবর্ত্তী হইয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত বিবরণী দিয়াছেন। আজিমুশ্বান্ যুদ্ধ জয়ের সংবাদ পাইয়াও আদেশ দেন, যত দিন আমি আমার শিবিরস্থ সৈন্য সহ কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত না হই, তত দিন আর দ্বিতীয় যুদ্ধ যেন আরম্ভ না হয়। জবরদস্তের গমনবৃত্তান্তও এখানে একটু ভিন্ন প্রকারের।

এতদিনে বিদ্রোহি-দলপতির কার্য্যকলাপ অবগত হইয়া শাজাদা বহ্বাড়ম্বরসহকারে রহিম খাঁর নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন,—'যদি তুমি শীঘ্র রাজদ্রোহিতা পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাবে বশ্যতা স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার পূর্ব্বকৃত অপরাধ সমস্তই ক্ষমা করা যাইবে, এবং তুমি পুরস্কার ও রাজপ্রসাদ লাভ করিবে।' (১) চতুর রহিম বাহ্যসম্মান প্রদর্শন করিয়া প্রেরিত অনুজ্ঞাপত্র শিরোধার্য্য করিলেন, কিন্তু অনুতাপ প্রকাশেরও ত্রুটী হইল না। ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের আয়োজনে অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন। রহিম লিখিয়া পাঠাইলেন, যুবরাজ তাঁহার অন্যতম সুদক্ষ মন্ত্রী খাজা আনোয়ারকে আমার শিবিরে পাঠাইয়া অভয় দিলে আমি নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার সহিত বাদশাহী শিবিরে গমন করি। আজিমুশ্বান্ সরল বিশ্বাসে খাজা আনোয়ারকে সন্ধি করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া বিদ্রোহি-শিবিরে প্রেরণ করিলেন। রহিম প্রথমে মনোভাব কিয়ৎক্ষণ গোপন রাখিয়া আনোয়ারকে শিবির মধ্যে আনয়নের উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু তিনি আর নিকটে আসিবেন না বুঝিয়া, ছলনার মুখোস ত্যাগ করিয়া সবেগে এক দল সশস্ত্র অনুচর সহ আনোয়ারের ক্ষুদ্র দলের উপর নিপতিত হইলেন। অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়াও খাজা অসীম সাহসে আত্মরক্ষার উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু শত্রুপক্ষের সংখ্যাধিক্যে শেষে নিহত হইলেন।

এইরূপে আজিমুশ্বানের সর্ব্বপ্রধান সেনানায়কের প্রাণবধ করিয়া রহিম অতঃপর শত্রুশিবির আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। শাজাদা স্বয়ং হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ সজ্জিত না হইতে হইতেই, রহিম সবেগে এক দল অনুচরসঙ্গে বাদশাহী সৈন্য ভেদ করিয়া তাঁহার অতি নিকটে উপস্থিত হইলেন। আজিমুশ্বান্ কোথায় বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে আফগানদল অগ্রসর হইল।

(১) ইংরাজ গবর্ণর আবের সাহেবের ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট তারিখের লিপিতে এক উল্লেখ আছে, যুবরাজ আজিমুশ্বান্ রহিমের নিকট এক থান বস্ত্র ও একখানি তরবারি প্রেরণ করিয়া বলিয়াছিলেন ইহার মধ্যে যাহা ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারেন। রহিম তরবারি গ্রহণ করায় বিনয়নম্রভাব ত্যাগ করেন, এবং বাদশাহী সৈন্যের সঙ্গে পর যুদ্ধবিবাদ অবশ্যম্ভাবী, অতএব বঙ্গভূমি নিজ আয়ত্ত করিতে হইলে যুবরাজের পক্ষে এই সময় হইতে আফগানগণকে পদানত করিবার আয়োজন করা কর্ত্তব্য। আফগানগণের বন্ধুভাব ও সহায়তা তাহার পক্ষে যেমন কার্য্যকর হইবে, পক্ষান্তরে তাহাদের শত্রুভাবও তদ্রূপ ক্ষতির সম্ভাবনা।—*Stewart*

তাহারা শাজাদার হস্তীর নিকটবর্ত্তী হইলে যুবরাজের শরীররক্ষী সৈন্যগণ পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিল। এই বিষম অবস্থায় হামিদ্ খাঁ কোরেসী নামক জনৈক সাহসী সেনানী দূর হইতে সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া সবেগে রহিমের দিকে অশ্ব-সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, 'আমি আজিমুশ্বান্, সাহস হয় ত আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।' রহিম তখন হস্তীর শৃঙ্খলকর্ত্তনে নিযুক্ত ছিলেন, হামিদ্ এক বাণে বর্ম্মধারী রহিমেরও শরীর ভেদ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় বাণ রহিমের অশ্বের মস্তকে দারুণ আঘাত করিল। অশ্ব চকিত হইয়া উল্লম্ফন দ্বারা রহিমকে ভূতলশায়ী করিল। হামিদ্ খাঁ বিদ্যুদ্বেগে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া স্বীয় শাণিত কৃপাণে রহিমের শিরশ্ছেদন করিয়া বর্শার উপরে তুলিয়া ধরিলেন। নেতার মৃত্যুই সেকালে যুদ্ধকার্য্যের শেষ করিত। বিদ্রোহিগণ দলপতির ছিন্নমুণ্ড দর্শনে ত্রস্ত হইয়া পলায়নপর হইল, অবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্র শত্রুশূন্য হইয়া গেল। বিদ্রোহী-শিবিরের অনেক ধনরত্ন বাদশাহী সৈন্যের হস্তগত হইল। দলপতির অভাবে বিদ্রোহিগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যে যেখানে পারিল, সরিয়া পড়িল। বর্দ্ধমান অঞ্চলে এতদিনে শান্তি স্থাপিত হইল। নিরীহ প্রজাবৃন্দ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল (১৬৯৮)। বিদ্রোহিগণ অতঃপর অভয়দানের ও বাদশাহী-সৈন্য মধ্যে নিয়োগের প্রার্থনা করিলে আজিমুশ্বান্ সাধারণ ক্ষমা প্রচার করিলেন।

বাদশাহ-সমীপে বিজয়বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া আজিমুশ্বান্ কিছু দিন বর্দ্ধমানে থাকিয়া শান্তি-স্থাপনের প্রয়াস পাইলেন। বিদ্রোহিগণের অধিকৃত জমিদারী, জায়গীর, আয়মা প্রভৃতি পূর্ব্বাধিকারিগণকে প্রদান করিয়া কুত্রাপি বা নূতন বন্দোবস্ত করিয়া যুবরাজ প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিলেন। বর্দ্ধমান অঞ্চল এইরূপে নিরুপদ্রব হইলে ঢাকা হইতে রণতরী আনাইয়া আজিমুশ্বান্ মহাসমারোহে সদলে ঢাকা যাত্রা করিলেন। বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত দেশের সুব্যবস্থার জন্য এই সময়ে মনস্বী আরঙ্গজেব্ সুবিখ্যাত রাজস্ববিৎ মুর্শিদকুলী খাঁকে দেওয়ান্ নিযুক্ত করিয়া বঙ্গে প্রেরণ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ।

সুপ্রসিদ্ধ নবাব জাফর মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ দাক্ষিণাত্য-নিবাসী এক সুদরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান। বাল্যে নিরাশ্রয় অবস্থায় হাজি সফী নামক ইস্পাহান্ নগরের জনৈক বণিক ইহাঁকে ক্রয় করিয়া মহম্মদ হাদী নাম রাখেন, এবং সঙ্গে করিয়া স্বদেশে লইয়া যান (১)। বালকের তীক্ষ্ণবুদ্ধি দর্শনে হাজি সাহেব তাহাকে দাস-কর্ম্মে নিয়োজিত না করিয়া নিজের সন্তানের মত লালন পালন ও শিক্ষাদান করেন। করুণ-হৃদয় বৃদ্ধ বণিকের লোকান্তরের পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সুবে বেরারের দেওয়ান হাজি আবদুল্লা খোরাসানীর অধীনে রাজস্ব বিভাগে একটি সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হন। অনতিদীর্ঘকাল-মধ্যেই হায়দরাবাদের দেওয়ানের পদ শূন্য হইলে, কার্য্যক্ষেত্রে প্রখর বুদ্ধি ও কর্ম্মকুশলতাপ্রভাবে তিনি ঐ কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া দাক্ষিণাত্য-প্রবাসী বাদশাহ আরঙ্গজেবের দরবারে পরিচিত হইলেন। বাদশাহ তাঁহাকে কারতলব্ খাঁ উপাধি ও মনসবী (সেনানায়কত্ব) প্রদান করিয়া দেওয়ানী পদে উন্নীত করিলেন (হিঃ ১১১৩, ১৭০৯ খ্রীঃ)। অচিরে মুর্শিদকুলী খাঁ স্বীয় সুদক্ষতায় সরকারের সবিশেষ লাভ দেখাইয়া গুণগ্রাহী আরঙ্গজেবের সুনয়নে পড়িলেন। অতঃপর জিয়াউল্লা খাঁর পদচ্যুতির পর তিনি বাঙ্গলার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন (২)।

বাদশাহ আক্‌বরের সময় হইতে প্রত্যেক সুবায় সুবাদার বা নাজিম্ ও দেওয়ান্ নামে দুই জন স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া শাসন ও

ইতিহাসে ইনি মুর্শিদকুলী খাঁ নামে সমধিক খ্যাত বলিয়া, আমরা প্রথম অবধি ঐ পদবী ব্যবহার করিলাম।

(১) মা আসির্ উল্ উমারা (সোসাইটি সংস্করণ ৭৫২ পৃঃ)। ষ্টুয়ার্ট-উদ্ধৃত হাজির পুত্রগণের দ্বারা বালকের দাসত্বমোচন' মূল গ্রন্থের বহির্ভূত।

(২) এখানে বিনামা গ্রন্থে ও উমারায় কিছু পার্থক্য আছে। উভয় বিবরণীই কিম্বদন্তী অবলম্বনে লিখিত, স্পষ্ট বোধ হয়।

ও রাজস্ব বিভাগ পৃথক্ করা হয়। কূটনীতিজ্ঞ আরঙ্গজেব পরস্পরের উভয়কে বিশেষরূপে সংযত করিবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে নাজিম ও দেওয়ানের কার্য্য নির্দিষ্ট করিয়া দেন (১)। সৈন্যপরিচালন, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা, শাসন ও ফৌজদারী বিচার প্রভৃতি নাজিমের হাতে ছিল। সরকারী রাজস্ব আদায় এবং বন্দোবস্ত ও আয়-ব্যয়পরিদর্শনই দেওয়ানের প্রধান কার্য্য। অবশ্য দেওয়ান কিয়ৎপরিমাণে নাজিমের আদেশ মান্য করিতে বাধ্য ছিলেন, কিন্তু উভয়েই বাদশাহের প্রেরিত দস্তর উল্ আমল্ বা অনুশাসন অনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। (২)

দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া মুর্শিদকুলী খাঁ কয়েক জন বিশ্বস্ত অনুচর সহ দাক্ষিণাত্য হইতে ঢাকায় আসিয়া পৌঁছেন। সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির উৎপাদিকা-শক্তি জগতে অতুলনীয়, শস্য-সম্পদে প্রতিপূর্ণ এবং সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর প্রসাদলাভও এখানে স্বাভাবিক। রাজকার্য্য সুশৃঙ্খলায় রাজস্বরূপে সহজেই অর্থ আহৃত হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলার ফলে এখানে সমস্তই বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। সুবিধামতও রাজকোষে উপযুক্ত অর্থাগম হইত না, এবং অত্যাচারের ফলেই অপচয়ও হইত। এই সমস্ত কারণে মোগল-শাসনের প্রথম হইতেই বাঙ্গলার সৈন্যদিগের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য অন্য সুবা হইতে অর্থ আনয়নের প্রয়োজন হইত। ঢাকায় উপনীত হইয়াই মুর্শিদকুলী খাঁ উৎসুকহৃদয়ে বঙ্গের রাজস্বের সুব্যবস্থাবিধানে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি আরঙ্গজেবের নির্দেশমত বাঙ্গলার রাজস্ব সেরেস্তার আমূলসংশোধনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। অল্প কাল মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন, প্রকৃত হস্তবুদের পরিমাণ ন্যূনাধিক এক কোটি টাকা। কিন্তু শৃঙ্খলার অভাবে এ হিসাব অনেক সময়ে কাগজেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। সুবাদারকে আর এ সম্বন্ধে কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতে দিবেন না, এই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। আজিমশ্বান্ দেওয়ানের এইরূপ স্বাধীনতাপূর্ণ ব্যবহারে অন্তরে অন্তরে বিলক্ষণ অসন্তুষ্ট হইলেও বাদশাহের ভয়ে দেওয়ানের কার্য্যের উপর হস্তার্পণ করিতে সাহসী হইলেন না। দেওয়ান স্বীয় কার্য্যগুণে বাদশাহের বিশেষ প্রিয়পাত্র, এ কথা কাহারও অবিদিত ছিল না। দেওয়ানও বাদশাহের পৌত্র

(১) 'দেওয়ান' সম্বন্ধে অংশের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

(২) দেওয়ানের কার্য্যবিবরণ 'নবাবী আমলের বিধি ব্যবস্থা' অধ্যায়ে প্রদত্ত হইল

নাজিমের প্রতি সমধিক সম্মান প্রদর্শনের ত্রুটি করিতেন না। তবে বাদশাহের নির্দেশে নূতন বন্দোবস্তে তিনি ঐরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য, স্বীয় প্রভুত্ব কামনায় নহে, অনেক সময়ে এই কথা বলিয়াও তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে হইত। সুবিজ্ঞ দেওয়ানের নব-বন্দোবস্তে অচিরকালমধ্যেই বঙ্গের রাজস্বের অনেক উন্নতি সাধিত হইল। অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের কার্য্যদক্ষতা সম্বন্ধে সবিশেষ দৃষ্টি রাখায় অনতিবিলম্বে কর্ম্মকুশল একদল লোক তাঁহার প্রিয় ও অনুগত হইল। অল্পকাল মধ্যেই এই সমস্ত কর্ম্মচারিবর্গের সাহায্যে দেওয়ান দেশের সর্ব্বপ্রকার জমির উৎপাদিকাশক্তি, রাজকরের নিরিখ, বাণিজ্য সম্বন্ধে শুল্ক প্রভৃতির এক সম্পূর্ণ বিবরণ প্রস্তুত করিয়া বাদশাহের সমীপে প্রেরণ করিলেন। উড়িষ্যা অঞ্চলে জমির আয় অল্প এবং রাজস্ব আদায়ও বহুসাধ্য ও কষ্টকর, এই নিমিত্ত বঙ্গের জায়গীরদারগণের সমস্ত জায়গীর উড়িষ্যায় পরিবর্ত্তন করিলে রাজ্যের সুবিধা হয়, বাদশাহের নিকটে এই প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। অনুমতি আসিলে সেইরূপই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কেবল নিজামতের ও দেওয়ানের এবং বাদশাহী প্রধান সেনাপতি প্রভৃতির জায়গীর বাঙ্গলায় রহিল (১)। এই বন্দোবস্তে জায়গীরদারগণ অবশ্য উড়িষ্যায় কিছু বেশী পরিমাণ ভূমি প্রাপ্ত হইলেন এবং তত্তৎ নিজ অধিকারে শান্তিস্থাপন ও আয়বৃদ্ধির চেষ্টা তাঁহাদের স্বভাবতই আবশ্যক হইয়া পড়িল। এ বন্দোবস্তে বাঙ্গলার রাজস্বের যে পরিমাণে উন্নতি হইল, উক্ত জায়গীরদারগণের কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাওয়ায় প্রজা সাধারণেরও সেই পরিমাণে উপকারসাধন হইল।

রাজস্বসংগ্রহ কার্য্যের সমস্ত কর্তৃত্ব এখন দেওয়ান স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। জমিদার ও জায়গীরদারগণের সুবিশাল উদর হইতে বাঙ্গলার লাভের অংশ অনেক পরিমাণ বাহির করিয়া অল্পদিনমধ্যেই রাজস্বের উন্নতি সাধন করা হইল। দেওয়ানের কার্য্যকুশলতায় বাদশাহ উত্তরোত্তর সবিশেষ প্রীত হইলেন, কিন্তু যুবরাজ আজিমশ্বানের হৃদয় ঈর্ষার কণ্টকে বিদ্ধ হইতে লাগিল। তিনি বাদশাহের ভয়ে প্রকাশ্যে সদ্ভাব দেখাইয়া দেওয়ানের উপরে কোনরূপে সফল না হওয়ায়, এইবার গোপন উপায়ে দেওয়ানের বিনাশসাধনের কল্পনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আবদুল ওয়াহেদ নামক এক জন সেনানায়ক

(১) [illegible] পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

সেনানীর অধীনে কতকগুলি দুর্বৃত্ত নগদী সৈন্য (১) ছিল, তাহারা কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না। আজিমুখান্ এই আবদুল ওয়াহেদকে অনুগত করিয়া সঙ্কেতে তাহাকে উপদেশ দিলেন, বেতনপ্রার্থনার ছল করিয়া যেন তাহার দলস্থ লোকে হাঙ্গামা বাধাইয়া দেওয়ানের রাজসভায় আসিবার পথে, গোলযোগের সুযোগে তাঁহাকে নিহত করে। গুপ্ত রেসেলাদার উৎসুকহৃদয়ে অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিল। মুর্শিদকুলী খাঁও যুবরাজের প্রতি সন্দিহান ছিলেন না, এমন নহে। যখনই বাহির হইতেন, আত্মরক্ষার জন্য এক দল সশস্ত্র অনুচর তাঁহার সঙ্গে থাকিত; এবং স্বীয় পরিচ্ছদের ভিতরে গুপ্তভাবে বর্ম্ম ধারণ করিতেন। এক দিন দরবারে আসিবার জন্য অশ্বারোহণে অনুচরগণ সহ বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে আবদুল ওয়াহেদ্ সদলে পথিমধ্যে প্রাপ্য বেতনের দাবী করিয়া তুমুল কোলাহল উত্থাপিত করিল। দেওয়ান তাহাদের এই ব্যবহারে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই যুবরাজের নিকট যাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন, ব্যাঘ্র যেমন অজদলের মধ্য দিয়া নির্ভীকহৃদয়ে গমন করে, তিনি সেইভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আজিমুখান্ যে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার আর অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। দরবার-গৃহে উপনীত হইয়াই আজি-মুখান্‌কে অভিবাদন বা নিয়মিত সম্ভাষণ না করিয়া সগর্ব্বে তাঁহার পার্শ্বে উপ-বেশন করিলেন। দৃঢমুষ্টিতে স্বীয় শাণিত কৃপাণ ধারণ করিয়া কহিলেন 'আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, এই ব্যাপারে আপনার সংস্রব আছে। যদি আপনি আমার প্রাণবধে কৃতনিশ্চয় হইয়া থাকেন, তবে আমারও প্রতিজ্ঞা, আপনার জীবন তাহার মূল্যস্বরূপ গৃহীত হইবে, এবং বাদশাহও আমার প্রাণবধের প্রতীকার না করিয়া নিরস্ত হইবেন না' (২)। দেওয়ানের এবংবিধ বীরোচিত ব্যবহার ও সাহসিকতায় আজিমুখান্ হতবুদ্ধি হইলেন। বাদশাহের ক্রোধ উদ্দীপিত হইলে ফল বিষম হইবে ভাবিয়া, নানা ছলে দেওয়ানের ক্রোধশান্তির প্রয়াস পাইলেন। আবদুল ওয়াহেদ্‌কে সসৈন্যে বিদ্রোহিতার জন্য শাস্তি দিবার ভয় দেখাইয়া

(১) ইহারা রাজকোষ হইতে বেতন নগদ টাকায় পাইত—জায়গীর ছিল না। এইরূপ এক দল নগদী সৈন্যের হস্তে ১৭১০ খৃষ্টাব্দে কুলী খাঁর অনুপস্থিতিতে যিনি দেওয়ান ছিলেন, তাঁহার নিহত হওয়ার কথা ইংরেজ দপ্তরের কাগজে উল্লিখিত আছে। এ ঘটনার সহিত মুর্শিদকুলী সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান জনশ্রুতির কত দূর সম্বন্ধ আছে,—এত কাল পরে তাহা নির্ণীত হওয়া সুকঠিন।

(২) তারিখ্ বাঙ্গালা।

বিদায় দিলেন। এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং অতঃপর দেওয়ানের সহিত অচ্ছেদ্য প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবেন, ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া ও প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে শান্ত করিবার নিমিত্ত বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ পরক্ষণেই দেওয়ানখানায় উপস্থিত হইয়া সরকারী কর্ম্মচারিগণকে আহ্বান করিলেন; আদেশ দিলেন যে বিদ্রোহিগণের আচরণ সরকারী সওয়ানে-নেগারী কাগজে যথাযথ লিপিবদ্ধ হইয়া বাদশাহ-সকাশে প্রেরিত হইবে। তৎপরে তাহাদের বাকী বেতন কয়েক জন জমিদারের উপর বরাত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বাদশাহী-সৈন্যশ্রেণী হইতে তাহাদের নাম কাটিয়া দেওয়াইলেন। দেওয়ানের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আরঙ্গজেব্ সম্পূর্ণভাবে তাহার কৃত কার্য্যের সমর্থন করিবেন। কিন্তু যুবরাজ পাছে পুনরায় তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন এই আশঙ্কায়, ঢাকায় থাকা নিরাপদ নহে স্থির করিলেন। অতঃপর জমিদারবর্গ ও কানুন্‌গো প্রভৃতি দেওয়ানখানা-সংসৃষ্ট রাজ-কর্ম্মচারিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, যেখান হইতে রাজকার্য্য সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহিত হইতে পারে, এমন কোনও সুবিধামত স্থানের নির্ব্বাচনে প্রয়াস পাইলেন। কয়েক দিন তর্কবিতর্কের পর, চুণাখালী-পরগণাস্থিত মুখ্‌সুসাবাদ বঙ্গের কেন্দ্র-স্থলে স্থাপিত বলিয়া, উহাই দেওয়ানী-আফিসের উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচিত হইল। সকল দিক্ বিবেচনা করিতে হইলে বঙ্গবিহারের রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সে কালের পক্ষে মুর্শিদাবাদই উৎকৃষ্ট স্থান, তখনকার ব্যবস্থায় এখান হইতে সর্ব্বত্র গতিবিধি ও সকল দিকে দৃষ্টি রাখারও সুবিধা ছিল। বিশেষতঃ, পূর্ব্ববঙ্গ জায়গীরপ্রধান স্থান বলিয়া রাজস্ববিভাগের কর্ত্তা দেওয়ানের সহিত ঐ বিভাগ অপেক্ষা পশ্চিম বঙ্গেরই বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এই সমস্ত কারণে মুর্শিদাবাদে দেওয়ানখানার প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ সুবিবেচনার কার্য্য হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে (১)।

আজিমুশ্বানের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ জমিদারী আম্‌লা, কানুন্-গো ও অন্যান্য দেওয়ানী কর্ম্মচারিগণের সহিত খাল্‌সা দপ্তর (রাজস্ববিভাগ) মুখ্‌সুসাবাদে উঠাইয়া আনিলেন। এখানে কুলুড়িয়া নামে পতিত মৌজায় আপন মহলসরা (প্রাসাদ) দেওয়ানখানা ও অন্যান্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া নগরের প্রতিষ্ঠা করিলেন। (২)

(১) কলিকাতা রিভিউ পত্রে বেভারিজ্ সাহেবের আপত্তি এই সঙ্গে দ্রষ্টব্য।

(২) মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান কিল্লাই মুর্শিদকুলী খাঁর প্রাসাদ ও চেহেল্ সুতন্ নামক

ব্যক্তিকে নায়েব দেওয়ান করিয়া বিহারে নিযুক্ত রাখিলেন। এইরূপে তিন প্রদেশেই দেওয়ানের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও কার্য্যতৎপরতা সবিশেষ অনুভূত হইল। বর্ষে বর্ষে রাজস্বের সম্যক্ উন্নতিসাধন হইতে লাগিল। তখন দক্ষিণাপথের যুদ্ধের নিমিত্ত আরঙ্গজেবের অত্যন্ত অর্থাভাব; এ জন্য বাঙ্গলার সুব্যবস্থা ও অর্থাগম দেওয়ানের পক্ষে ক্রমশঃ অধিকতর শুভশংসী হইল। তিনি বাদশাহ-দরবার হইতে 'মোতোমন্ উল্ মুল্ক আলাউদ্দৌলা জাফর খাঁ নসিরী নাসির-জঙ্গ মুর্শিদকুলী খাঁ' (১) এই বহ্বাড়ম্বরযুক্ত উপাধি ও সাতহাজারী মন্সবী প্রাপ্ত হইলেন (২)। এখন কার্য্যতঃ তিন সুবার সমগ্র কর্তৃত্ব তাঁহার হস্তেই ন্যস্ত হইল। সুলতান্ আজিমুশ্বান্ পাটনায় নামমাত্র সুবাদার, এবং ফররোখ্শের বঙ্গে পুত্তলিকাবৎ নায়েব (প্রতিনিধি) নাজিম হইয়া নিজ নিজ ক্ষুদ্র দরবারে বাদশাহী চাল্ দেখাইতে লাগিলেন।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী (২৮শে জেকদ, ১১১৮ হিঃ) বাদশাহ আরঙ্গজেব্ আলমগীর ৯২ বৎসর বয়সে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন (৩)। সমগ্র ভারতের একচ্ছত্রীকরণমানসে তিনি ত্রয়োবিংশ বর্ষ পূর্ব্বে যে দাক্ষিণাত্যবিজয়কামনায় অগণিত মোগলবাহিনী সঙ্গে সোৎসাহে গমন করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই অবশিষ্ট জীবন নানা ক্লেশে অতিবাহিত করিয়া, আপন নশ্বর মর্ত্ত্যদেহ রাখিয়া গেলেন। দক্ষিণাপথের মুসলমানরাজশক্তি সম্পূর্ণভাবে মোগলের পদানত হইলেও, যে 'মহারাষ্ট্র-মূষিকের' উচ্ছেদসাধনের জন্য বর্ষীয়ান্ বাদশাহ এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সমরক্লেশ সহ্য করিলেন, তাহাদের দমন অসাধ্য হইল; এখন হতাশহৃদয়ে ক্ষীণশরীরে রাজধানীর দিকেই প্রত্যাগমন করিতেছিলেন; পথিমধ্যে বহুদিনের সঙ্গী জীবনীশক্তি একবারে জবাব দিয়া বসিল। শরীর নিতান্ত অসুস্থ ও মৃত্যু আসন্ন বুঝিতে পারিয়া পুত্র আজিম্ শা ও কামবক্সকে আপন আপন কর্ম্মস্থানে প্রেরণ করিলেন। বৃদ্ধ পাপীর অনুতপ্ত হৃদয়ে পিতার প্রতি স্বীয় পূর্ব্বকৃত ব্যবহারের স্মৃতি জাগরূক হইল। প্রতিদ্বন্দ্বী পুত্রদ্বয় নিকটে থাকিলে শাজাহানের শেষদশার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় আশঙ্কা মনে উদিত হইল। পক্ষান্তরে শত্রুসঙ্কুল বিদেশে তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্রগণের

(১) সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, রাষ্ট্রের গৌরব, যুদ্ধ বিজেতা, জাফর খাঁ নসিরী।

(২) মন্সবী=সেনানায়কত্ব। এ স্থলে এই উপাধি সম্মানসূচকমাত্র।

(৩) মুতাক্ষরীণের মতে মৃত্যুর তারিখ্ ২০শে জেকদ্। কিন্তু এ সম্বন্ধে কাফি খাঁ ও ইরাদৎ খাঁ একমত, এবং প্রামাণিক বলিয়া এই মতই গ্রহণীয়। মৃত্যুকালে আরঙ্গজেবের বয়স কেহ বা ৮৯ এবং কেহ ৯৪ বলেন।

মধ্যে বিবাদ সংঘটিত হইলে ফল বিষময় হইবে, বাদশাহী শিবিরের ধনরত্ন ও বেগমগণকে লইয়া বিঘটন ঘটিবে, এরূপ ধারণাও জন্মিয়াছিল। তেজীয়ান্ বৃদ্ধের ভয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পুত্রদ্বয় তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। ভ্রান্তধর্ম্মবুদ্ধিপ্রণোদিত আনুষ্ঠানিক মুসলমান সম্রাট্ কাফের হিন্দুগণের প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়াছেন, রাজ্যলাভার্থ কূটকৌশলে ভ্রাতার পক্ষ বলিয়া পিতার প্রতিও অমানুষ কঠোর ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছেন; এ সমস্ত উপেক্ষার বিষয় না হইলেও, অপক্ষপাত ইতিহাসের চক্ষে আরঙ্গজেবের সুদীর্ঘকালের শাসনশৃঙ্খলা ও ঐকান্তিক প্রজা-হিতৈষণা অবশ্যই প্রশংসনীয়। মনস্বিতায় জগতের ইতিহাসে তাঁহার মত নরপতি বড় সুলভ নহে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে পুত্রদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া আরঙ্গজেব যে পত্র লিখেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণের কথা বাহির হইয়াছে। শাস্ত্রমতে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও তাঁহার বিবেক পরিতৃপ্ত হয় নাই। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে আরঙ্গজেব্ বলিয়াছিলেন,—"সংসারে সঙ্গে কিছুই আনি নাই, কিন্তু পাপের বোঝা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছি। ভগবানের কৃপার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলেও, স্বকীয় কৃতকার্য্যের জন্য প্রাণ বড়ই কাতর। যাহা হয় হউক, আমি অতল পাথারে জীবন-তরী ভাসাইলাম।" (১) মুসলমান গ্রন্থকারের মতে সম্রাট্ শুক্রবারে মৃত্যুকামনা করেন, ভগবান প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, আরঙ্গজেব্ সমগ্র রাজ্য পুত্রগণের মধ্যে বিভক্ত করিয়া, বিভাগপত্র হামিদুদ্দীন্ নামক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর হস্তে রাখিয়া যান (২)। কিন্তু সে কথায় কে কর্ণপাত করে? মোগলকুলে কয় জন শান্তভাবে সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছেন? আজিম শা তখন মালবের দিকে বিংশতি ক্রোশ-মাত্র অগ্রসর হইয়াছিলেন। ত্বরিতপদে আহম্মদনগরের দিকে যাত্রা করিয়া বাদশাহী তাম্বুর ধনসম্পত্তি হস্তগত করিলেন। বাদশাহের প্রিয় পুত্র বলিয়া অনেক সময়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতেন, সুতরাং দরবারের ওমরাগণের অনেকেই তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। সম্রাটের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আজিম্ শা প্রকাশ্যভাবে বাদশাহী মসনদে আরোহণ করিলেন, এবং অনতিবিলম্বে দিল্লী অধিকার করিবার জন্য সমগ্র বাদশাহী-বাহিনী সঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এ দিকে ইতিপূর্ব্বেই সম্রাটের আদেশে

(১) আজিম শা ও কামবক্সের পত্র। ইরাদৎ খাঁ (Scott.)
(২) Khafi Khan in Elliot, Vol, VII. p 386.

সুল্‌তান আজিমুখান্‌ দিল্লীর দিকে আগমন করিতেছিলেন; আগরার নিকটে পৌঁছিয়া তিনি বাদশাহের মৃত্যুসংবাদ অবগত হইলেন। তৎক্ষণাৎ পিতা বাহাদুর শার পক্ষে আগরা অধিকার করিয়া সৈন্যসংগ্রহের উদ্যোগ করিলেন। তিনি বাঙ্গলা হইতে কিয়দংশ সৈন্য ও স্বীয় পূর্ব্ব সঞ্চিত প্রভূত অর্থ লইয়া যাইতেছিলেন, বাঙ্গলা হইতে প্রেরিত কোটী পরিমাণ রাজস্বের টাকাও এই সময়ে তাঁহার হস্তে পড়িল। এ দিকে শাহ আলম্‌ বাহাদুর শা সুদক্ষ সেনাপতি মুনেম্‌ খাঁর সহিত পেশোয়ার হইতে অগ্রসর হইতেছিলেন। ইহারা সম্মিলিত হইয়া ত্বরায় দিল্লী নগরী অধিকার করিয়া লইলেন। বাদশাহী রাজকোষও তাঁহাদের হস্তগত হইল। অতঃপর জাজুর প্রচণ্ড যুদ্ধে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারই সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এই সমস্ত ব্যাপারের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (১)। আজিম শা সাহসী হইলেও যেমন উদ্ধত ও গর্ব্বিত ছিলেন, বাহাদুর শা তেমনই বিনীত, ন্যায়পরায়ণ, অথচ কর্ম্মকুশল। কথিত আছে, তিনি ভ্রাতার সহিত সাম্রাজ্য-বিভাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, আজিম্‌ শা উত্তর দেন,—"এক কম্বলে দশ দরবেশের স্থান হয়, কিন্তু এক রাজ্যে দুই রাজার স্থান নাই।" যুদ্ধক্ষেত্রে শেষ উত্তর দেওয়া হইবে বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট প্রেরিত পত্র শেষ করা হয়। (২)

শা আলম্‌ বাহাদুর শা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পুত্র আজিমুশ্বানের নামে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সুবাদারী পদ স্থায়ী রাখিলেন। যুবরাজ আজিমুশ্বান্‌ এখন বাদশার দক্ষিণ হস্ত, তিনি এই সময়ে নিজের অনুগত ভবিষ্যতে বিখ্যাত সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়, হোসেন আলি ও আবদুল্লা খাঁকে যথাক্রমে অযোধ্যা ও এলাহাবাদের (৩) শাসনকর্তৃত্বে নিযোজিত করিলেন। স্বয় দরবারে থাকিতে হইবে বলিয়া আপাততঃ মুর্শিদকুলী খাঁকে বঙ্গ বিহারের দেওয়ানের পদে স্থায়ী রাখিয়া পুত্র ফরোখ্‌শেরকে সর্ব্ববিষয়ে পরামর্শ দিবার আদেশ হইল। ইংরেজ দপ্তরের কাগজপত্রে এই সময়ে কুলী খাঁর বাঙ্গলায় প্রতিনিধি সুবাদার হইবারও উল্লেখ আছে। আজিমুশ্বান্‌ দিল্লীযাত্রার সময়ে শের বলন্দ খাঁকে পাটনায়

(১) Iradut Khan and Khafi Khan's Muntakhab Ul Lubab.

(২) Scott—Iradut Khan p 29-30.

(৩) তারিখ বাঙ্গালা। অন্যান্য ইতিহাসে হোসেন্‌ আলি পাটনায় আজিমুশ্বানের প্রতিনিধি নিযোজিত ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু ইংরাজ দপ্তরের কাগজে এ সময়ে বঙ্গ বিহার একযোগে শাসিত দেখা যায়। অন্ততঃ কুলী খাঁ উভয় প্রদেশেরই দেওয়ান ছিলেন। See, Wilson's Annals.

আপন প্রতিনিধি রাখিয়া যান। স্থলতান ফররোখ্‌শের এই সময়ে ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে আগমন করিলে, কুলী খাঁ তাঁহাকে সসম্মানে লালবাগের প্রাসাদে অভ্যর্থনা করেন। কিছু কাল পরে ফররোখ্‌শের রাজমহলে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, ইংরেজ কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ এই সময়ে রাজমহলেই তাঁহার ও দেওয়ানের নিকট প্রার্থনাদি করিতেছেন, দেখা যায়। (১) ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দক্ষিণাপথে কামবক্সও পরাভূত হন, তিনিও আজিম শার মত সন্ধির প্রস্তাবে অসম্মত হইয়াছিলেন। কামবক্সের পরাভবের পর কুলী খাঁ ও ফররোখ্‌শের দিল্লী যাত্রা করেন, এবং শের্ বলন্দ খাঁ বাঙ্গলার স্থবাদার নিযুক্ত হইয়া আসেন। সম্ভবতঃ আজিমুশ্বান্ এত দিনে অবসর বুঝিয়া কুলী খাঁকে পদচ্যুত করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সমগ্র মোগলরাজ্যে তখন দেওয়ানের সুপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে, নবীন সম্রাট্‌ও বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। এই কারণেই পুনর্ব্বার ১৭১০ খৃষ্টাব্দের প্রথমে কুলী খাঁ বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ান ও কার্য্যতঃ স্থবাদার হইয়া নামমাত্র স্থবাদার ফররোখ্‌শেরের সহিত পুনরাগমন করিলেন। নবাব এক্ষণে দেওয়ানের পরামর্শেই সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

কিঞ্চিদন পঞ্চবর্ষমাত্র রাজত্ব করিয়া বাদশাহ বাহাদুর শা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পুনরায় মোগলকুলের চিরপ্রচলিত প্রথামত ভ্রাতৃবিরোধ উদ্দীপিত হইল। এবার এক দিকে জ্যেষ্ঠ পুত্র স্থলতান ময়জুদ্দীন্, অন্য পক্ষে আমাদের পূর্ব্ব বন্ধু শাজাদা আজিমশ্বান্। মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতেই আজিমশ্বানের প্রতি সমধিক অনুরাগ প্রকাশ করায়, অন্য পুত্রত্রয়ের সহিত বাদশাহের কিঞ্চিৎ মনোমালিন্যের সূচনা হয়। পিতার স্নেহভাজন বলিয়া আজিমুশ্বান্ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, এবং রাজকার্য্যের অনেক ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত ছিল। ১১২৪ হিঃ সালে (১৭১২ খৃঃ) লাহোর-শিবিরে বাদশাহের মৃত্যু হইলে, রাজকোষ ও রাজকীয় কামান প্রভৃতি আজিমশ্বানের হস্তেই পড়িয়াছিল। ময়জুদ্দীন্ পিতার উপর অভিমান করিয়া শিবিরে আসেন নাই। প্রধান প্রধান আমীর ওমরাগণ এ জন্য আজিমুশ্বানেরই পক্ষে ছিলেন। ইহা ব্যতীত আজিমুশ্বানের নিজের সৈন্যবল ছিল। ক্ষিপ্রকারিতার সহিত কার্য্য করিলে অনতিবিলম্বে তিনি ভ্রাতৃগণকে পর্য্যুদস্ত করিয়া রাজদণ্ডগ্রহণে সক্ষম হইতেন। কিন্তু চিরাভ্যস্ত বাদশাহী চালই আজিমুশ্বানের কাল

(১) Wilson's Annals.

হইল। প্রধান মন্ত্রী (উজীর) আসফ্ উদ্দৌলার সুযোগ্য পুত্র সেনাপতি অমীর্-উল্-উমরা জুল্‌ফিকার্ খাঁ আজিমুশ্বানের নিকট যথেষ্ট সমাদর না পাইয়া অন্য পক্ষে যোগদান করিলেন।

এই সময়ে যুবরাজগণের শিবিরও লাহোরের নিকটেই সন্নিবিষ্ট ছিল। বাদশাহ্ ও আজিমুশ্বান্ রাবীর উভয় তীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন; অন্যান্য রাজকুমারগণ কিছু দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। জুল্‌ফিকার্ খাঁর পরামর্শে ময়জুদ্দীন্ প্রভৃতির পক্ষ হইতে লাহোর দুর্গের তোপগুলি সংগৃহীত হইয়া লাহোরের প্রবেশপথে তাঁহাদের শিবিরমুখে সংস্থাপিত হইল। কাল-বিলম্ব করায় ক্রমশঃ সামন্তবর্গের অনেকেই জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের পক্ষাবলম্বন করিতে আরম্ভ করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বেবন্দোবস্তে আজিমুশ্বানের সৈন্যগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শন আরম্ভ করিল, রাজকুমার সম্মুখসমরে নিহত হইলেন। (১) জুল্‌ফিকারের কুচক্রে ক্রমে জেহান্ শা ও রাফি উশ্বান্ ভ্রাতৃদ্বয় পরাজিত ও নিহত হইলে ময়জুদ্দীন্ জেহান্দার শা নাম ধারণ করিয়া বাদশাহী সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

অতঃপর চিরন্তন প্রথানুসারে দিল্লী-দরবার হইতে মুর্শিদ্‌কুলী খাঁর নামে বাঙ্গলার সুবাদারী সনন্দ ও খেলাৎ প্রেরিত হইল। কুলী খাঁও দস্তুরমত পেস্কস্ উপহার প্রেরণ করিয়া সম্মান ও বশ্যতা জানাইলেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই মুর্শিদকুলী খাঁ নামে ও কার্য্যে বঙ্গের সর্ব্বেসর্ব্বা শাসনকর্ত্তা হইলেন। সুল্‌তান্ ফর্‌রোখ্‌শের এক্ষণে জেহান্দারের নিকট হইতে সিংহাসন কাড়িয়া লইবার উদ্দেশ্যে রণসজ্জার পরামর্শ করিলেন। রাজমহল হইতে মুর্শিদ্‌কুলী খাঁকে সৈন্য ও অর্থসাহায্যের জন্য অনুরোধ করিয়া বিফলমনোরথ হইলেন। স্বীয় সামান্য সৈন্যদল ও ঢাকা হইতে আনীত বাদশাহী তোপ (২) সহ ফর্‌রোখ্‌শের পাটনা অভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। পাটনা পঁহুছিবার পূর্ব্বেই চতুর্দ্দিক হইতে অনেক লোকে তাঁহার দলপুষ্টি করিতে লাগিল। তিনি অনুনয় বিনয়ে পিতৃবন্ধু সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় হোসেন্ আলি

(১) আজিমুশ্বানের মৃত্যুর প্রকারভেদ বিষয়ে ইরাদৎ খাঁ, মুতাক্ষরীণ ও মুন্তাখাবের বিভিন্ন মত।

(২) তারিখ্ বাঙ্গলার গ্রন্থকার বলেন, ইহার মধ্যে একটী সুবৃহৎ তোপ ছিল, তাহার নাম "মুল্‌ক ময়দান।" ইহাতে এক মণ গোলা লাগিত। ব্লেখম্যান্ সাহেবের উল্লিখিত ঢাকার প্রকাণ্ড তোপ, মুর্শিদাবাদের 'জাহান্ কোষা' তোপ ও বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি এই জাতীয় বৃহৎ তোপগুলি সেকালের দেশীয় কর্ম্মকারগণের নির্ম্মিত

ও আবদুল্লা খাঁকে স্বপক্ষে আনয়ন করিলেন। পাটনা ও কাশীর মহাজনগণের নিকট হইতে ভয় মিত্রতায় অনেক টাকা সংগৃহীত হইল। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে নবাব মুর্শিদ্‌কুলী খাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন্ খাঁর সঙ্গে প্রেরিত বাঙ্গলার রাজস্ব এলাহাবাদে আবদুল্লার হস্তগত হইল। এইরূপে নানা উপায়ে ফর্‌রোখ্‌-শেরের সৈন্যাদি সংস্থান অগ্রসর হইতে লাগিল। এলাহাবাদ হইতে আবদুল্লাকে উৎখাত করিবার জন্য প্রেরিত বাদশাহী সৈন্যদল পরাজিত হইল। চতুর্দ্দিক হইতে বিদ্রোহী সামন্ত ও ওমরাগণ সসৈন্যে ফর্‌রোখ্‌শেরের পক্ষে যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। কাজোয়ার যুদ্ধে বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াজুদ্দীন্‌কে পরাভূত করিয়া সম্মিলিত সৈন্য দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইল, (১১২৪ হিঃ, ১৭১২ খ্রীঃ)। বাদশাহপুঙ্গবের এত দিনে চৈতন্যসঞ্চার হইল। তিনি সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া পরাজিত হইলেন। তখন অপদার্থ জেহান্দার প্রণয়িনী বারবনিতা লাল কুমরকে সঙ্গে করিয়া, শ্মশ্রু মুড়াইয়া হিন্দু সাজিয়া, নিশাযোগে দিল্লী পলায়ন করিলেন। সেখানে উজীর আসদ্‌উল্লার গৃহে ধৃত হইলেন। ফর্‌রোখ্‌শের শূন্যসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। জেহান্দার ও তাঁহার সহকারী উজীরপুত্র সেনাপতি আমির্‌-উল্‌-উমরা জুল্‌ফিকার খাঁ নিষ্ঠুররূপে নিহত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে ফর্‌রোখ্‌শের যখন পাটনায় বাদশাহী-তক্তে বসিয়াছেন, এবং মুর্শিদকুলী খাঁর ব্যবহারে পূর্ণমাত্রায় অসন্তুষ্ট, সেই সময়ে রসীদ্ খাঁ নামক তাঁহার অনুগত জনৈক সম্ভ্রান্ত সামন্তকে বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করেন। এই রসীদ্ খাঁর বীরত্ব গৌরব যথেষ্ট ছিল (১)। মুর্শিদ্‌-কুলীর সৈন্যসংখ্যা অতি অল্প; রসীদ্ খাঁ সদলে সত্বর অগ্রসর হইলে তাঁহাকে পরাভূত করা সহজসাধ্য হইবে বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ছিল। ফর্‌রোখ্‌শেরের পাটনা হইতে যাত্রা করিবার পরেই, রসীদ্ উদ্দেশ্য গোপনে রাখিয়া তেলিয়াগড়ী ও শাক্‌রীগলির পথে বাঙ্গলায় উপনীত হইলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা পাইয়াও মুর্শিদ্‌কুলী কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইলেন না। নূতন সৈন্য-সংগ্রহও আবশ্যক মনে করিলেন না (২)। যখন রসীদ্ মুর্শিদাবাদ্ হইতে

(১) তারিখ্ বাঙ্গলার গ্রন্থকার বলেন, উক্ত 'মুল্‌ক ময়দান' তোপ লইয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে বসিয়া যায়। কোন মতেই আর উত্তোলন করা যায় না। রসীদ্ উহা টানিয়া কোমর পর্য্যন্ত তোলেন।

(২) মুসলমান লেখক বলিয়াছেন, মুর্শিদকুলী "সইফী" মন্ত্র জানিতেন! এ মন্ত্রে শত্রুনিপাত হয়, সুতরাং নবাব অন্য চেষ্টা করিবেন কেন?

তিন ক্রোশমাত্র ব্যবধানে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন, সেই সময়ে মীর্ বাঙ্গালী ও জৌনপুরবাসী সৈয়দ আনোয়ারের অধীনে দুই সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল, আনোয়ার্ নিহত হইলে মীর্ বাঙ্গালী কিয়দ্দূর পশ্চাৎপদ হইলেন। এই সংবাদে মুর্শিদকুলী স্বীয় প্রিয় অনুচর মহম্মদ্ জানের অধীনে আর এক দল অশ্বারোহী সৈন্ত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ হস্তিপৃষ্ঠে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন। মর্শিদাবাদ সহরের প্রান্তে যুদ্ধারম্ভ হইল। নবাবের উপস্থিতি দর্শনে বাঙ্গালী সৈন্ত প্রচণ্ড উৎসাহে যুদ্ধ করিল। মীর বাঙ্গালীর শরাঘাতে রসীদ্ নিহত হইলেন। তাঁহার সৈন্তদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কথিত আছে, নবাবের আদেশে দিল্লীযাত্রার সদর রাস্তার পার্শ্বে রসীদ্ ও তাঁহার হত সৈন্তগণের মস্তকের একটি বৃহৎ স্তম্ভ সজ্জিত হইয়াছিল। (১)

মুর্শিদকুলী খাঁর সুবাদারী। সুলতান্ ফরোখশেরের বাদশাহী মস্নদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেখিলেন, কুলী খাঁর মত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে বাঙ্গলা হইতে উৎখাত করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। বিখ্যাত বীর রসীদ খাঁর পরাভবে স্বীয় দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাওয়ায় নবীন বাদশাহ সবিশেষ লজ্জিত ছিলেন (২)। কুলী খাঁর সদ্গুণসমূহও এখন স্মৃতিপথে উদিত হইবার কথা। ছই বৎসর একত্রবাসে ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানের সাধুতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রয়োজনের সময়ে সৈন্ত বা অর্থসাহায্য না করায় সহসা যে ক্রোধাগ্নি উদ্দীপিত হইয়াছিল, তাহাও বাদশাহী চন্দ্রাতপের শীতল-ছায়ায় শান্তির সময়ে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হওয়াই সম্ভব। পরন্তু এক্ষণে

(১) তারিখ বাঙ্গালা

(২) তারিখ বাঙ্গালা। গ্রন্থকার অন্যত্র বলিয়াছেন:—"সৈয়দ হোসেন্ আলি খাঁর এক সময় 'নাসির জঙ্গ' পদবী গ্রহণের অভিলাষ জন্মিলে বাদশাহী প্রথানুসারে দুই ব্যক্তির এক উপাধি হইতে পারে না বলিয়া, মুর্শিদকুলী খাঁকে অনুরোধ করা হইল,—তিনি উক্ত উপাধির বিনিময়ে অন্য কোন উপাধি গ্রহণ করুন। কুলী খাঁ উত্তর পাঠাইলেন,—বাদশা আরঙ্গজেবের দত্ত উপাধি আমি দেহে প্রাণ থাকিতে ত্যাগ করিতে পারি না। ইহাতে কুলী খাঁর স্বাতন্ত্র্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। সৈয়দভ্রাতৃদ্বয়কে অসন্তুষ্ট করা বাদশাহের অসন্তোষ উৎপাদন অপেক্ষা শত গুণ অধিক বিপজ্জনক ছিল। ইংরেজ কোম্পানীকে প্রদত্ত বাদশাহী ফর্ম্মান্ প্রায়শঃ অগ্রাহ্য করার প্রসঙ্গেও নবাব মুর্শিদকুলীর স্বাতন্ত্র্য ব্যক্ত হইয়াছে।

বাদশা নিজেই নিজের উপর কর্তৃত্ব হারাইতে বসিয়াছিলেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় দরবারে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন; বিরোধী দলের উচ্ছেদসাধনই তাঁহাদের মূলমন্ত্র হইল। এই সমস্ত কারণে বাঙ্গলার দিকে লক্ষ্য রাখিবার কাহারও অবসর ঘটিল না। যাহা হউক, অতঃপর চিরাগত প্রথামত মুর্শিদকুলী পেস্কস উপহার প্রভৃতি প্রেরণ করিলেন, দরবার হইতে তাঁহার নামে সুবাদারী পরোয়ানা ও শিরোপা প্রেরিত হইল। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের কৌশলে ফররোখ্‌-শেরের প্রিয়পাত্র মীর জুম্লা পাটনার সুবাদারীপদে নিযুক্ত হইয়া প্রেরিত হইলেন। এই সময় হইতে পুনরায় বিহার কিয়ৎকালের জন্য বাঙ্গলা হইতে পৃথক্ হয়। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে এই মীর জুম্লার স্থানে শের বলন্দ খাঁ বিহারের সুবাদার হইয়া আসেন। (১)

কুলী খাঁ ও হুগলীর ফৌজদার। বাদশা শা আলম্ বাহাদুর শাহ দেওয়ান্ বেউতাৎ (ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ) জেয়াদীন্ খাঁ ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে হুগলীর ফৌজদার হইয়া আইসেন। তিনি কেবল ফৌজদার নহেন, পূর্ব্ব উপকূলের ও বঙ্গসাগরের বণতরীসমূহের অধ্যক্ষতার ভারও তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল। এইরূপে বৈদেশিক বাণিজ্য-পরিদর্শনের ক্ষমতা ও স্বাতন্ত্র্য পাইয়া তিনি মুর্শিদকুলীর আদেশ গ্রাহ্যই করিতেন না। এইরূপ ক্ষমতা-বিভাগে রাজ্যশাসন ও সুব্যবস্থার যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে জানাইয়া মুর্শিদকুলী খাঁ বাদশাহের আদেশে, ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জেয়াদীন্ খাঁকে ফৌজদারী কার্য্য হইতে অপসৃত করিয়া ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানখানার দারোগা ওয়ালী বেগ্‌কে ফৌজদার নিযুক্ত করেন। পদচ্যুত ফৌজদার ইউরোপীয় কোম্পানীবর্গের, বিশেষতঃ ইংরেজপক্ষের প্রিয়পাত্র। তাঁহার সাহায্যে ইংরেজগণ সম্রাট্-সকাশে দূত প্রেরণ করিয়া বাণিজ্যব্যাপারে সুবিধা পাইবার পরামর্শ করিতেছিলেন; এই জন্য পদচ্যুত হইলেও কিছু কাল তিনি হুগলীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। বাদশাহের মৃত্যুর পর বিপ্লবের অবস্থায় তিনি কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ওয়ালী বেগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা হইল। ইংরেজ কোম্পানীর অধ্যক্ষ রসেল্ দুই বার ইঁহাদের বিবাদ-মীমাংসার চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইলেন। শেষে ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল

(১) Scott Vol II—3, p 138 and Khafi Khan in Elliot. Vol, VII pp. 449 50, 460

মাসে জেয়াদীন্ উত্তর সরকারের দেওয়ান্ নিয়োজিত হইয়া গেলে বিবাদের শান্তি হইল (১)। অজ্ঞাতনামা লেখক নিম্নলিখিত ভাবে এই ব্যাপারের বর্ণনা করিয়াছেন ;— (২) "ওয়ালী বেগ্ সদলে হুগলীতে উপনীত হইলে পদচ্যুত ফৌজদার সানুচর নগর হইতে বহির্গত হইলেন, নির্ব্বিবাদে দিল্লী প্রস্থান করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু ওয়ালী বেগ্ ফৌজদারী পেস্কার কিঙ্কর সেনকে হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিবার জন্য আহ্বান করিলে, জেয়াদীন্ কোন মতেই তাঁহাকে আসিতে দিলেন না। এই ব্যাপার লইয়া তুমুল কলহ উপস্থিত হইল। ওয়ালী বেগ্ স্বগণ সহ জেয়াদীনের গন্তব্যপথরোধের উদ্যম করিলেন। জেয়াদীন্ সঙ্গোপনে ফরাসী ও ওলন্দাজগণের সাহায্য পাইয়া, চন্দননগরের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে শিবিরসন্নিবেশ ও গড়খাত করিয়া রহিলেন। (৩) ওয়ালী বেগ্ সম্মুখে এক ক্রোশ ব্যবধানে সামান্য গড়খাত করিয়া আপন ক্ষুদ্র দল সহ অপেক্ষা করিয়া সাহায্যার্থ নবাবের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ইতি-মধ্যে উভয়পক্ষে সেনামুখ যুদ্ধ চলিতে লাগিল, জেয়াদীনের নায়েব মোল্লা রস্তম্ ও পেস্কার কিঙ্কর সেন ইউরোপীয়গণের নিকট হইতে গোলা বারুদ সংগ্রহ করিয়া প্রতিপক্ষকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। বিচক্ষণ ওয়ালী বেগ্ স্বীয় সামান্য বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সুরক্ষিত ব্যূহ হইতে বহির্গত হওয়া নিরাপদ মনে করিলেন না। অনন্তর দলীপ সিংহ হাজারীর (৪) অধীনে নবাব-সৈন্য আসিয়া পঁহুছিল। এই সঙ্গে বিদ্রোহীকে সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া ফরাসী ও ওলন্দাজগণের প্রতি মুর্শিদকুলীর এক কড়া পরোয়ানা আসিল। ইউরোপীয় বন্ধুগণের পরামর্শে জেয়াদীন্ কৌশলে দলীপ সিংহকে নিহত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সন্ধির প্রস্তাবের ছলে উকীলের দ্বারা নবাব-সেনাপতির শিবিরে এক পত্র প্রেরিত হইল। পত্রবাহকের প্রতি আদেশ থাকিল,

(১) উইলসনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড।

(২) মুসলমান লেখক বলিয়াছেন, জেয়াদীন্ আরঙ্গজেবের নিযুক্ত এবং তাঁহারই অনুমতিক্রমে পদচ্যুত। ইঁহার সমস্ত বিষয়ের কালজ্ঞান থাকা অসম্ভব, সর্ব্বত্র প্রবাদই তাঁহার অবলম্বন। ইতিহাসের চক্ষে প্রবাদের মূল্য নিতান্ত অল্প নহে বলিয়া অনেক স্থলে ইঁহার উক্তি যথাযথ প্রদর্শিত হইতেছে।

(৩) অদ্যাপি চন্দননগরের নিকট কিঙ্কর সেনের গড় বলিয়া একটি স্থান আছে। কিন্তু এই পেস্কার কিঙ্কর সেনের স্থলে প্রবাদে অন্য এক ভাগ্যবান কিঙ্কর সেনের উল্লেখ আছে।

(৪) হস্তলিখিত গ্রন্থে দিলপৎ সিংহ। রিয়াজ গ্রন্থে 'দলীপ সিংহ' আছে।

যেন দলীপ সিংহের হস্তেই ঐ পত্র প্রদত্ত হয়। দূর হইতে যাহাতে তিনি লক্ষ্যস্থানীয় হন, এজন্ত তাঁহার মস্তকে একখানি লাল বর্ণের শাল জড়াইয়া দেওয়া হইল। পত্রবাহক উপদেশ মত সেনানিবেশের সম্মুখে সেলাম কুর্ণিশাদি করিয়া কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে জনৈক সুদক্ষ ইউরোপীয় গোলন্দাজ লক্ষ্য স্থির করিয়া কামান ছাড়িল, দলীপ গোলার আঘাতে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। (১)

দলীপ সিংহের মৃত্যুর পর নবাবী-সৈন্ত নায়কহীন হইয়া হুগলীর দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। অপসৃত ফৌজদার এই সুযোগে দিল্লী প্রস্থান করিলেন; কিন্তু তথায় গিয়া অনতিবিলম্বে তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। সমস্ত গোলযোগের মূল কিঙ্কর সেন, পূর্ব্ব প্রভুর মৃত্যুর পরে বঙ্গে প্রত্যাগত হইয়া নবাব কুলী খাঁর নিকটে উপনীত হইলেন। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "কিঙ্কর সেন নির্ভয়ে চেহেল্ সুতুন্ দরবারে উপস্থিত হইয়া নবাবকে বাম হস্তে সেলাম্ করিলেন। কারণ জিজ্ঞাসায় উত্তর দিলেন, যে হস্তে বাদশাহকে অভিবাদন করা হইয়াছে, তাহাতে কি করিয়া অন্তকে নমস্কার করিব? মুর্শিদকুলী খাঁ উত্তর দিলেন,—কঙ্কর ত চিরদিন বিনামার তলেই পড়িয়া থাকে। যাহা হউক, পূর্ব্বাবধি কিঙ্করের প্রতি সঞ্জাতক্রোধ হইলেও, নবাব প্রকাশ্যে অনুগ্রহ দেখাইয়া তাঁহাকে হুগলী-চাকলার আমলদারী বা রাজস্ব আদায়ের ভার প্রদান করিলেন। পরবর্ষে কিঙ্কর সেন মুর্শিদাবাদে আসিলে, তহবিল্-তসরুপ প্রভৃতি অপরাধের ছলে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইল। তাঁহাকে ঢিলা পায়জামা পরাইয়া তাহার ভিতরে বিড়াল ছাড়িয়া দেওয়া হইল। লবণমিশ্রিত মাহিষ-দুগ্ধ ভিন্ন অন্ত খাদ্য দেওয়া হইত না, এবং যাহাতে উহা রীতিমত পান করান হয়, তজ্জন্ত মহশীল্ অর্থাৎ পরিদর্শক লোক নিযুক্ত হইল। এইরূপে কিঙ্কর সেনের ভয়ানক উদরাময় জন্মিল, এবং হুগলীতে

(১) তারিখ্ বাঙ্গালার গ্রন্থকার এই স্থানে লিখিয়াছেন যে, ইউরোপীয়গণের দত্ত 'লম্‌চর' নামক এক কামানের গোলায় এই কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। উহার গোলা দেড় ক্রোশ পর্য্যন্ত যাইত। সে কালে এত দূরে লক্ষ্য করা সম্ভব ছিল কি না, বিচার্য্য। ষ্টুয়ার্ট বলেন, সম্মুখভাগে কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তী একটি কামান হইতে এক জন ফরাসী লক্ষ্য করেন। এ কথা অবশ্য মূল গ্রন্থে নাই।

ফিরিবার অত্যল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যুসংঘটন হইল” (১)। অন্যত্র মুসলমান গ্রন্থকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বাদশাহদরবারে মুর্শিদকুলী খাঁর প্রতিষ্ঠা ও প্রতি-পত্তি দর্শনে খ্যাতনামা সেনানীরা তাঁহার প্রশংসাপত্র সংগ্রহ ও বাঙ্গলায় কার্য্যপ্রাপ্তির জন্য লালায়িত হইলেন। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে কেহই আসিতে সম্মত হইতেন না, এক্ষণে অনেকেই তজ্জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাদশাহ পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ প্রসিদ্ধ ওমরাহ আমীর খাঁর পৌত্র সইফ্ খাঁ এইরূপে উদ্যোগ করিয়া বাঙ্গলায় আগমন করিলে, কুলীখাঁ তাঁহাকে পূর্ণিয়ার ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করেন। বীরনগর প্রভৃতি স্থান তাঁহাকে জায়গীরস্বরূপ প্রদত্ত হয়। সইফ খাঁ বীরনগরের জমিদার বীরসিংহের (২) পুত্র দুর্জন সিংহকে বিদ্রোহ অপরাধে কয়েকবার যুদ্ধের পর উৎখাত করেন। জমিদার পীড়ন প্রভৃতি উপায়ে ইনি পূর্ণিয়ার রাজকর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহার সময়ে পূর্ণিয়ার আয়তনও বর্দ্ধিত হয়। মোরঙ্গের রাজা তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া সন্ধিবন্ধন করেন। এইরূপে মোরঙ্গ পাহাড়ের পাদদেশের উর্ব্বর ভূমিতে বন কাটিয়া সইফ খাঁ সুন্দর আবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার শাসনে পূর্ণিয়ার প্রজাবর্গ সম্পূর্ণ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছিল (৩)। তৎকালে মোরঙ্গ অঞ্চলের বাহাদুরী শালকাষ্ঠ দেশ প্রসিদ্ধ ছিল।

মুর্শিদকুলীর দেওয়ানী অবস্থায়, তাঁহার ভূতপূর্ব্ব নায়েব দেওয়ান সৈয়দ একরাম খাঁর মৃত্যু হইলে, তৎপদে মুর্শিদকুলী নিজ দৌহিত্রী নফিসা বেগমের স্বামী সৈয়দ রজী খাঁকে নিয়োজিত করেন। রজী খাঁর দেওয়ানী আমলে

(১) অনেকে মুসলমান লেখকের এইরূপ অসম্ভব গল্পও বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের কোমল হৃদয় অত্যাচারের কাহিনী শুনিলেই দ্রবীভূত হয়। ষ্টুয়ার্ট কেবল ‘লবণমিশ্রিত মাহিষ’, গ্রহণ করিয়াছেন, গ্লাডউইনের অনুবাদে বামহস্তে সেলাম ও বিড়ালযুক্ত পায়জামার উল্লেখ পান নাই, দেখা যাইতেছে। মুসলমান লেখকের কল্পনা তাঁহাকে অনেক সময় অদ্ভুত পদার্থের সৃষ্টি করিতে বাধ্য করিয়াছে। যেখানে নখে ছিঁড়িয়া কার্য্যসাধন হয়, সেখানেও খন্তা কুড়ালের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। কিন্তু সেনের প্রতি জাতক্রোধ হইলে বাঙ্গালার নবাবের তাঁহাকে পীড়ন করিবার উপায়ান্তর ছিল কি না, বিচার্য্য। এই ব্যাপারের দ্বিতীয় একটি দৃষ্টান্ত আছে বলিয়াই আমাদিগকে ইহার উল্লেখ করিতে হইল।

(২) গ্লাডউইন্ “বীর শা” করিয়াছেন।

(৩) রিয়াজ-গ্রন্থকার বলেন, সইফ্ খাঁ আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে জীবিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র বাহাদুর কিয়ৎকাল ফৌজদার ছিলেন।

বঙ্গের রাজস্ব-বন্দোবস্ত আরব্ধ হয়। প্রথিত আছে, রজী খাঁ বড়ই উদ্ধত ও কোপনস্বভাব ছিলেন। জমিদার-পীড়নের জন্য তাঁহার ও তৎসহ মুর্শিদ-কুলীর বিশেষ দুর্নামের প্রবাদ রহিয়াছে; যথাস্থানে তাহার অলোচনা ক যাইবে। রজী খাঁ অত্যল্পবয়সেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁ লোকান্তরের পর, মুর্শিদকুলী ফয়রোখশেরের দরবার হইতে নিজ দৌ বালক মির্জা আসহুল্লার নামে বাদশাহী দেওয়ানীর সনন্দ আনয়ন কর এই অবধি তাঁহার উপাধি সরফরাজ খাঁ হয় (১)। মুর্শিদকুলী দৌহিত্রকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। দাক্ষিণাত্যে কার্য্য করিবার সময়ে তি অসাধারণ ন্যায়পরতা দেখাইয়া বিচারাসনে বসিয়া স্বীয় একমাত্র পুত্রে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছিলেন। জামাতা সুজাউদ্দীন্ অসঙ্গত কামাসক্তি জন্য ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার সম্পূর্ণ বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কুলী খাঁর জীবন-মরুভূমে তখন একমাত্র সাধ্বী স্ত্রী, কন্যা ও দৌহিত্রই শস্যশ্যামলক্ষেত্রস্বরূপ বিরাজ করিতেছিলেন। পিতার অনাদরের পুত্র আসহুল্লার ভবিষ্যতের জন্য এই কারণে বৃদ্ধ মাতামহ প্রথম অবধি কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা করেন। মুর্শিদাবাদ নগর পত্তনের পরেই কুলী খাঁ পরগণা চুণাখালীর জমিদারের নিকট নিজ মুর্শিদাবাদ ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ক্রয় করিয়া দৌহিত্রের নামে উহার আসদনগর নাম রাখেন। সরফরাজ যখন বাদশাহী দেওয়ানের ফর্ম্মান্ পাইলেন, তখনও তিনি বালকমাত্র। সুতরাং রাজস্ববিভাগের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য এক্ষণে 'দেওয়ান্ খালসা শরিফা' নামে নূতন পদের সৃষ্টি হইল। পরে প্রদর্শিত হইবে, রাজস্ব-সচিবের কার্য্যে এই সময় হইতে সুদক্ষ হিন্দু-কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হইতেন।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের অধীনতাশৃঙ্খল হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া, বাদশাহ ফররোখশের স্বয়ং নিহত হইলেন। সৈয়দগণ ক্রমশঃ রাফি উদ্দারাজাৎ ও রাফি উদ্দৌলা নামক বালকদ্বয়কে বাদশাহী-তক্তে প্রতি-ষ্ঠিত করিলেন। এই বিপ্লবের সময়ে (১৭১৯ খ্রীঃ) কুলী খাঁ চিরাকাঙ্ক্ষিত বিহারের সুবাদারী পদ প্রাপ্ত হন (২)। সাত মাসের মধ্যেই বাদশাহ-কুমার-দ্বয়ের মৃত্যু সংঘটিত হইলে, মহম্মদ শা নাম দিয়া, রাজবংশীয় অন্য এক যুবককে

(১) বালকের এ উপাধি অর্থযুক্ত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

(২) এই সময়ে একবার সুবিখ্যাত নিজাম্-উল্-মুলক বাদশাহ-দরবার হইতে বিহারের সুবাদার মনোনীত হন। কিন্তু আবার দুই দিন পরেই তাঁহাকে মালবের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করা হয়। (খাফী খাঁর মুন্তাখাব্, ইলিয়ট্ ৭—৪৮০ পৃঃ)

বাদশাহী-তক্তে অধিষ্ঠিত করা হয়। নানা চক্রান্তের পর, ১১৩৫ হিঃ অব্দে (১৭২৩ খ্রীঃ) সৈয়দ্-ভ্রাতৃদ্বয় নিহত হইলে, মুর্শিদকুলী পেস্কস্ উপহার প্রেরণ করিয়া নবীন বাদশাহের সম্বর্দ্ধনা করেন। (১)

সুবা বিহারের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিয়া, মুর্শিদকুলী খাঁ পূর্ব্বতন বাদশাহী পদধারিগণের অপেক্ষা সমধিক ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। এই নিরঙ্কুশ খাঁ অনুপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত হয় নাই। বাঙ্গলায় মুসলমান রাজ্যশাসনের পদ্ধতি তিনি যেরূপ ভাবে উন্নীত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইতিপুর্ব্বে কোনকালেই তাহা সম্ভবপর হয় নাই। (৩) তাঁহারই সময়ে মুসলমান-শাসনের প্রবল প্রভাব প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত অনুভূত হয়। মুসলমান রাজ-শক্তি স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করিতে গিয়া, তিনি হিন্দু-সাধারণকে উপেক্ষা করেন নাই। তাঁহার জমিদারী বন্দোবস্তেই জায়গীরদার-গণের স্থানে হিন্দু জমিদার ও প্রজাবর্গের সামাজিক বল বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাঁহারা স্বাতন্ত্র্য দেখাইলে মুর্শিদকুলী কঠোরহস্তে তাঁহাদের দমন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মুসলমান প্রভুশক্তির অধীনে হিন্দুবল সংযত করিবার চেষ্টায় তিনি বিফল হইয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় হিন্দু অভ্যুত্থানের স্রোতে তাঁহাকেও গা ঢালিয়া দিতে হইয়াছে। উন্নত গিরিশৃঙ্গও নিম্নগা সরিৎকে বাধা দিয়া উর্দ্ধপথে চালাইতে পারে না, পার্শ্বদিকে কিঞ্চিৎ বাধা দেয় মাত্র। কুলী খাঁর কার্য্যপরম্পরা বঙ্গীয়সমাজের চরিত্রগঠনে ভাল বা মন্দের দিকে কি ভাবে চালিত হইয়াছে, অন্যত্র তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

মুর্শিদকুলী খাঁ সেনাবিভাগে যথেষ্ট ব্যয়লাঘব করেন। তিনি দুই সহস্র অশ্বারোহী ও চারি সহস্র পদাতিক দেশশাসনের পক্ষে যথেষ্ট মনে করিতেন। অথচ পরে দৃষ্ট হইবে, তাঁহার সময়েও জমিদার-বিদ্রোহের শেষ হয় নাই। ব্যবস্থা ও নিয়মের উপরেই তাঁহার প্রধান দৃষ্টি ছিল, এই কারণে সৈন্যবৃদ্ধির কখনও প্রয়োজনও ঘটে নাই। লোকে তাঁহার ন্যায়ানুমোদিত কঠোর নিয়মাবলীর রেখামাত্র ব্যতিক্রম করিতেও সাহসী হইত না। মুসলমান গ্রন্থকার বলিয়াছেন,

---

(১) Scott.—II.—3 p. 183 বলা বাহুল্য, এ সময়ে কুলী খাঁর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, তবে চিরাগত সংস্কারবশতঃ দিল্লীশ্বরের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধার কোনও কালেই লাঘব হয় নাই।

(২) Hunter's Stat Ac. Vol. IX,

এক জন পদাতিক প্রেরণ করিলেই একটি জমিদারী ক্রোক্ করা বা দূরদেশের অপরাধী ধরিয়া আনা যাইত। দেশমধ্যে চৌর্য্যাদি উপদ্রবের নিবারণে তিনি সম্পূর্ণ যত্নশীল ছিলেন। শোভাসিংহের অভ্যুত্থান ও আফগান্‌বিদ্রোহের পর হইতে বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ চৌর্য্যাদির বৃদ্ধি হইয়াছিল। চৌর্য্যাদির নিবারণকল্পে তিনি দেশের মধ্যে অনেক গুলি থানা স্থাপিত করেন। তন্মধ্যে কাটোয়ার থানাই প্রধান। কাটোয়ায় একটি ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া এক জন থানাদার (নায়েব ফৌজদার) নিযুক্ত করা হয়, এই অবধি কাটোয়া মৌজার নাম মুর্শিদ্‌গঞ্জ হইয়াছে (১)। কুলী খাঁর বিশেষ অনুগত মহম্মদ জান এখানকার প্রথম নায়েব-ফৌজদার; ইনি বড়ই কঠোরভাবে অপরাধীর শাস্তিবিধান করিতেন। কথিত আছে, ধৃত দস্যুকে চিরিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া সদর রাস্তার পার্শ্বে বৃক্ষে লট্‌কাইয়া দেওয়া হইত; তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কুঠারধারী ঘাতকও যাইত; এই জন্য ইনি "কুড়ালিয়া" নামে খ্যাত হন। তাঁহার নামে দস্যুদলে ভীষণ ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। (২) রাজপথে এইরূপে দস্যুভয় দূর হইয়াছিল, এবং লোকে নিঃশঙ্কমনে রাত্রিকালে নিদ্রা যাইত।

এক্ষণে অজ্ঞাতনামা লেখকের গ্রন্থ হইতে মুর্শিদকুলীর চরিত্র ও রাজনীতি বর্ণিত হইতেছে,—(৩) "শায়েস্তা খাঁর সময় হইতে বঙ্গদেশে—বাঙ্গলায় কেন—সমগ্র ভারতে এমন কোন সম্ভ্রান্ত লোক দৃষ্ট হয় নাই, যাঁহার গুণগ্রাম—কি ধর্ম্মপালন ও প্রচারে, কি রাজকীয় নিয়মাবলী ও ব্যবহার-শাস্ত্রের যথাবিধি প্রণয়নে ও বিধানে, বিশিষ্টবংশীয় ও সদ্‌গুণশালী লোকের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনে ও উৎসাহ-সাহায্যাদির প্রদানে, ন্যায়নিষ্ঠ সুবিচারে, বিপন্নের ত্রাণে ও দুষ্কৃতের দমনে, মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর কার্য্যাবলীর সহিত তুলিত হইতে পারে। সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতে হইলে বলা যায়, তাঁহার রাজ্যশাসনের সমস্ত কার্য্যই

(১) গ্লাডউইনের অনুবাদে কাটোয়া ও মুর্শিদগঞ্জ পাইয়া ষ্টুয়ার্টও ঐরূপ করিয়াছেন। কাটোয়ার গড়খাতে বেষ্টিত ফৌজদারী দুর্গ ও ফৌজদারী আমলের একটি মস্‌জীদ্ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

(২) তারিখ্ বাঙ্গালা।

(৩) মুসলমান লেখকের কুলী খাঁর গুণবর্ণনায় গ্লাডউইন্ বা ষ্টুয়াট সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। অজ্ঞাতনামা লেখকের উল্লিখিত কুলী খাঁর চরিত্রের কলঙ্কগুলি অন্যান্য দিক্ দেখিয়া সমালোচনা করিতে পারিলে তাঁহারা হয় ত কথিত বিবরণীও অন্য চক্ষে দেখিতে সমর্থ হইতেন। (পাঠক, এ স্থলে অনুবাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন)।

মানব সমাজের কল্যাণসাধনে ও বিশ্বস্রষ্টার গৌরবপ্রচারসৌকর্য্যে প্রযুক্ত হইত। পৃথিবীতে ন্যায়বিচারের জন্য যে সমস্ত পুণ্যশ্লোক নরপতিগণের নাম চিরস্মরণীয় আছে, কুলী খাঁর বিচার তাঁহাদের মত সুযুক্তিপূর্ণ ও ন্যায়পর বলিয়া লোকে সসম্ভ্রমে গ্রহণ করিত। তিনি সপ্তাহে দুই দিন বিচারাসনে বসিয়া স্বয়ং বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। বিচারে তাঁহার নিরপেক্ষতা প্রবাদবাক্যের মত হইয়াছে। ন্যায়বিচারবিতরণের প্রবৃত্তি তাঁহার এতই বলবতী ছিল যে, দক্ষিণাপথে কার্য্য করিবার সময়ে বিষম অপরাধের নিমিত্ত (১) সরার নির্দ্দেশমতে শাস্তিবিধান করিয়া স্বীয় একমাত্র পুত্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। কেবল বিচার ও আদেশ দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন না; উহা যথাযথ পালিত হইল কি না, সে বিষয়েও তাঁহার রীতিমত দৃষ্টি ছিল। এই কারণে তাঁহার রাজ্যকালে অপরাধীর সংখ্যার হ্রাস হইয়াছিল। অত্যাচারী ব্যক্তিগণ ত্রাসে কম্পিতকলেবর হইত। সে সময়ে দুর্ব্বলের প্রতি বলবানের হস্ত এতই সংযত ছিল যে, 'বাঘ্ বক্রী এক ঘাটে জলপান করিত—শ্যেন ও চটক এক কুলায়ে প্রণয়ে বাস করিত।' প্রজাবর্গের উপর জমিদারগণের কোনও অত্যাচার হইবার উপায় ছিল না। জমিদারের উকীলগণ মুর্শিদাবাদে চেহেল স্তুন্ দরবারের সম্মুখের পথে সর্ব্বদা অনুসন্ধান রাখিতেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন অভি-যোগকারী উপস্থিত আছে কি না। অভিযোগকারীর দর্শন পাইলে যে কোন উপায়ে হউক, সন্তুষ্ট করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেন; কারণ, অবস্থা কুলী খাঁর নিকট অনুগ্রহ লাভ করিবে না, অপরাধের প্রমাণ হইলে শাস্তি গুরুতর হইবে, ইহা সকলেই অবগত ছিলেন।"

"রাজ্যমধ্যে প্রজাবৃন্দের যাহাতে অন্নকষ্ট উপস্থিত না হইতে পারে, সে বিষয়ে মুর্শিদকুলী খাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার সময়ে দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে, লোক সমাজে তাহা পরিজ্ঞাত ছিল না। খাদ্যসামগ্রীর বাণিজ্যবিষয়ক কৈবল্য তাঁহার অনুমোদিত ছিল না। তিনি স্বয়ং সর্ব্বদা বাজার দরের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন; শস্যাদির মূল্যের সাময়িক বিবরণী সংগ্রহ করিবার নিয়ম ছিল। কোনও ব্যবসায়ী নিরূপিত বাজার দরের উপরে মূল্য চড়াইলে বা অধিক লাভের আকাঙ্ক্ষায় বিক্রয় স্থগিত রাখিলে যথেষ্ট শাস্তি পাইত। আর এরূপ

(১) প্রবাদ আছে, তাঁহার পুত্র অন্যের বিবাহিতা পত্নীর ধর্ম্মনাশ করিয়াছিল।

অপরাধীকে গর্দ্দভপৃষ্ঠে নগর পরিক্রমণ করান হইত। সহর ও বাজারে শস্যাদির আমদানী স্বাভাবিক আমদানী অপেক্ষা অল্প বিবেচিত হইলে বাণিজ্য-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ মফঃস্বলের মহাজনদিগকে মজুদ শস্য বাজারে আনিতে বাধ্য করিতেন। মুর্শিদাবাদে এ সময়ে সাধারণতঃ টাকায় ৪।৫ মণ করিয়া চাউল বিক্রীত হইত। অন্যান্য শস্যাদি ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এই অনুপাতে সুলভ ছিল। এই কারণে রিয়াজ্-গ্রন্থকার গোলাম্ হোসেন্ এই স্থলে বলিয়াছেন, এ সময়ে মাসে এক টাকা আয় হইলে এক জন লোক দু' বেলা উদর পূরিয়া 'কালিয়া পোলাও' খাইতে পারিত। তাঁহার নির্দ্দেশমতে চাউল টাকায় ৫।৬ মণ ছিল। এই কারণে দরিদ্র ভিক্ষুক পর্য্যন্ত আনন্দে কালাতিপাত করিত। নবাবের আদেশে ইউরোপীয়গণের দ্বারা বিদেশে শস্য রপ্তানী বন্ধ ছিল, জাহাজের লোকের উপযুক্ত খাদ্য ভিন্ন অধিক পরিমাণ শস্য কদাচ যেন বাহিরে যাইতে না পারে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। মহাজনগণ অযথা লাভের আশায় শস্যসঞ্চয় করিতে পারিতেন না। (১)

"মুর্শিদ্কুলী সর্ব্বদা কর্ম্মনিষ্ঠ ও আলস্যবিরহিত ছিলেন। রজনীতে অল্পকাল মাত্র নিদ্রায় অতিবাহিত করিতেন। তিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ আনুষ্ঠানিক মুসলমান ছিলেন, নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপাসনা ও ব্রতনিয়মাদির পালন করিতেন। সুন্নী মুসলমানগণের সমাজে ও ধর্ম্মবৈঠকে সর্ব্বদা তাঁহার গতিবিধি ছিল। প্রাতরাশের পর মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বিচারবিতরণ ও কোরাণের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া অতিবাহিত করিতেন। প্রতি বর্ষে বহুমূল্য উপহার সহ স্বহস্তে লিখিত কোরাণ, মেদিনা বোগদাদ্ প্রভৃতি তীর্থস্থানে প্রেরণ করিতেন। (২) ধর্ম্মশিক্ষার জন্য নানা স্থানে অর্থসাহায্য দান করিতেন। যুদ্ধকার্য্যের জন্য সিপাহী শান্ত্রীর পরিবর্ত্তে, ধর্ম্মানুশাসনে দুই সহস্রের অধিক কারী-সৈন্য (কোরাণ-পাঠক) রাজধানীতে রাখিয়া পালন করিতেন। কারীগণকে

(১) বর্ত্তমানে অবাধ-বাণিজ্যনীতির উপাসকগণ অবশ্য এই ব্যবস্থার অনুমোদন করিবেন না, কিন্তু ইদানীন্তন স্থায়ী দুর্ভিক্ষ লক্ষ্য করিয়া, সেকালের ব্যবস্থামত স্বরাজ্য প্রজাবর্গের অনাহার নিবারণের চেষ্টা নিন্দিত বলিয়া বোধ না হইতেও পারে। এ স্থলে বলা উচিত, নানা অনুসন্ধানে জ্ঞাত হওয়া যায়, এ সময়ে নগরে সাধারণ শ্রমজীবিগণের পারিশ্রমিক দৈনিক চারি পয়সার অনধিক ছিল না। বিশেষ বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

(২) রিয়াজ-উস্-সালাতিন্ গ্রন্থকার বলেন, মালদহ সাদুল্লাপুরে সিরাজুদ্দীন্ ফকীরের সমাধি-মন্দিরে তিনি মুর্শিদকুলীর হস্তলিখিত কোরাণপত্র দেখিয়াছিলেন।

সর্ব্বদা কোরাণপাঠ, মালা-জপ প্রভৃতি ধর্ম্মবিহিত অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত রাখিয়া তিনি বিপদ দূরে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রবিঅল্ আওয়েল্ মাসের প্রথম দ্বাদশ দিবস (১) তিনি আপামরসাধারণকে পানভোজনে আপ্যায়িত করিতেন, ভোজনাদিকালে স্বয়ং করযোড়ে লোকপরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। দরিদ্রভোজনে তাঁহার সমধিক প্রীতি ছিল। উক্ত দ্বাদশ দিবস সন্ধ্যার পরে মাহীনগর হইতে লালবাগ (২) পর্য্যন্ত ভাগীরথীর উভয় তীর অত্যুজ্জ্বল আলোকমালায় বিভূষিত করা হইত। আলোকাধারের গাত্রে কোরাণের শ্লোক, মস্‌জিদ্ ও বৃক্ষলতাদির সুন্দর চিত্র প্রদীপ্ত আলোকে নানা রঙ্গে রমণীয় শোভা ধারণ করিত। সেনানী নাজির আহম্মদের অধীনে লক্ষ লোক এই আলোকদানকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। নির্দ্দিষ্ট সময়ে তোপ-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র রাজপথ ও ভাগীরথী-বক্ষ আলোকমালায় যুগপৎ উদ্ভাসিত হইয়া একখানি রৌপ্যমণ্ডিত সুশোভন আস্তরণের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। মুর্শিদকুলীর সময়ে বেরা নামক রোস্‌নী পর্ব্বও এইরূপ মহোৎসবে নির্ব্বাহিত হইত। এই সময়ে নানাবর্ণে রঞ্জিত কাগজের ক্ষুদ্র তরণী দীপমালায় সুশোভিত করিয়া নদীবক্ষে ভাসাইয়া দেওয়া হইত। (৩)

(১) এই দ্বাদশ দিনের মধ্যেই মহম্মদের জন্ম ও মৃত্যুর দিবস। (ফতেদোয়াজ্‌দা।)

(২) বর্ত্তমান নশীপুরের উত্তরে জগৎশেঠের বাটী হইতে এক মাইল ধরিয়া পূর্ব্বতন মহাজনটুলী ছিল। ইহার সম্মুখে ভাগীরথীর অপর পারে মাহীনগর। মহাজনটুলীর প্রায় সমস্তই ভাগীরথীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। এখনও পশ্চিমপারে জনপ্রাণীবিহীন এক অরণ্য-বিশেষকে মাহীনগর বলে। মাহীনগরের সম্মুখভাগ হইতে লালবাগ প্রায় দুই ক্রোশ। এই সমস্ত স্থানে ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বে তৎকালে প্রশস্ত সরণি বর্ত্তমান ছিল।

(৩) খাজা খিজিরের উদ্দেশে এই আলোকদানপর্ব্বের অনুষ্ঠান হয়। খাজা খিজির্ (হরিৎ প্রভু) খৃষ্টানগণের ইলিয়াস্। তিনি "জীবন-নির্ঝর" আবিষ্কার করিয়া অমরত্ব লাভ করেন। খাজা খিজির সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। এ স্থলে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। ঢাকায় নবাব মকরম্ খাঁর সময়ে বাঙ্গলার মুসলমানগণের এই পর্ব্বানুষ্ঠানের প্রথম ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদে এই পর্ব্ব পূর্ব্বে বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইত। অদ্যাপি ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে এই উপলক্ষে মুর্শিদা-বাদে সমারোহ হইয়া থাকে। চতুর্দ্দিক হইতে কদলীবৃক্ষ ও বংশ সংগৃহীত হইয়া প্রকাণ্ড এক আলোকযান প্রস্তুত হয়। তাহার উপর নানা বর্ণে রঞ্জিত এবং কাগজে ও অভ্রে মণ্ডিত তরণী, গৃহ, ও মস্‌জিদ প্রভৃতির প্রতিকৃতি নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে আলোকমালা সুশোভিত করিয়া স্রোতোমুখে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। মুসলমান লেখকগণ ইহার সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন।

"অতিথিসৎকারে মুর্শিদকুলী খাঁ মুক্তহস্ত ছিলেন। প্রতিদিন বহুসংখ্যক অনাথ ফকীরকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতেন না। পরন্তু প্রান্তরের পশু ও গগনচারী পক্ষিগণও তাঁহার আহারদান হইতে বঞ্চিত ছিল না। তাহাদের জন্ত স্থানে স্থানে প্রচুর খাদ্য রক্ষা করা হইত। তাঁহার নিয়োজিত লোকগণ ক্ষেত্রের মধ্যে গিয়া হলবাহী বলীবর্দ্দগণকে পানভোজনাদি দিয়া আসিত। মৃগয়ায় প্রাণিবধে তাঁহার কোনও আমোদ ছিলন না। বলাই বাহুল্য, বিলাসিতা তাঁহার আদৌ ছিল না। পানাহার পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে তিনি পূর্ণমাত্রায় মিতাচারী ছিলেন। অতিরিক্ত মশলা দেওয়া খাদ্য ব্যবহার করিতেন না; বরফযুক্ত সরবৎ বা মালাই কুল্পীও গ্রহণ করিতেন না। সাদা বরফমাত্র তাঁহার ব্যবহার্য্য ছিল। শীতকালে রাজমহলের পাহাড় হইতে বর্ষভোগ্য বরফ সংগৃহীত হইত। সুরা বা অন্ত কোন প্রকার মাদকদ্রব্য তিনি কোন কালেই ব্যবহার করেন নাই। নর্ত্তকীর নৃত্যগীত শ্রবণ করিতেন না। স্বীয় একমাত্র পত্নীতে চিরদিন অনুরক্ত ছিলেন। স্ত্রীজাতির সহিত ব্যবহারে তাঁহার এতই শীলতা ছিল যে, কোন অপরিচিতা রমণী বা খোজা হাবসীদিগকে তিনি অন্দরমহলে প্রবেশ করিতে দিতেন না।

"মুর্শিদ্‌কুলী স্বয়ং যেমন সুধী ও সুপণ্ডিত ছিলেন, যাঁহাদের পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মজ্ঞানের সুখ্যাতি ছিল, তাঁহাদের প্রতিও তাঁহার সেইরূপ যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ও লিখনক্ষমতাও যথেষ্ট ছিল। অঙ্কশাস্ত্রে সম্পূর্ণ দক্ষতা থাকায় সর্ব্বপ্রকার হিসাব নিকাশ শীঘ্র প্রণিধান করিতেন। হিসাবে তাঁহাকে প্রতারিত করে, কাহারও এরূপ সাধ্য ছিল না। সমস্ত নিকাশী কাগজ ও হুকুম স্বয়ং লাল কালীতে স্বাক্ষর করিতেন। মাসের শেষ দিবসে সকল সেরেস্তার মাসকাবারের কাগজপত্র স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এইরূপ অবিচলিত অধ্যবসায় ও নিয়মপালন করিয়া রাজকার্য্যের সমস্ত বিভাগে তিনি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব শৃঙ্খলার প্রবর্ত্তন করেন।

"মুর্শিদকুলী যুদ্ধে বীর, পরোপকারে মুক্তহস্ত, দানে হাতেম্ ও বিচারে

সেকালে তিন শত হস্ত বিস্তৃত আলোকযান প্রস্তুত হইত। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরও বেরা থাকিত। সমগ্র ভাগীরথীবক্ষঃ এইরূপে আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া এক নয়নমনোমোহিনী অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত। বর্ত্তমান সময়ে বেরার আয়তন, সৌন্দর্য্য ও বাজী প্রভৃতির অনেক লাঘব ঘটিয়াছে। এই অঞ্চলের মুসলমানগণ ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারের প্রদোষে নৈবেদ্য সহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেরা ভাগীরথীবক্ষে ভাসাইয়া দেয়।

নসেরুর্যাঁর সদৃশ ছিলেন। পূর্ব্বতন সম্রাট্ বা সুবাদারগণের প্রদত্ত ধর্ম্মার্থে দান তাঁহার সময়েই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি বিপন্নের রক্ষক, দুর্ব্বলের বন্ধু ছিলেন বলিয়া তাঁহার রাজ্যকালে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রজা পর্য্যন্ত অত্যাচারীর হস্ত হইতে সুরক্ষিত ছিল। জমিদার বা সরকারী কর্ম্মচারিগণের কাহাকেও উৎপীড়ন করিবার অবকাশ ছিল না। রাজকর্ম্মচারিবর্গ বড়লোকের মুখ চাহিয়া বা পক্ষপাত করিয়া ন্যায়বিচারবিতরণে কুণ্ঠা প্রদর্শন করিলে কুলী খাঁ বিচারপ্রার্থীর আবেদন পাইলেই তাহা স্বহস্তে গ্রহণ করিতেন। সর্ব্বত্র সমদর্শী নবাব বিচারবিষয়ে কুত্রাপি কাহারও প্রতি স্নেহ বা অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন না। তাঁহার শাসনকালের শেষ অবস্থায় (১) হুগলীতে এমামুদ্দীন্ নামে এক সুদক্ষ কোতোয়াল্ ছিলেন। তিনি জনৈক মোগলের কন্যাকে বলপূর্ব্বক পিতৃভবন হইতে লইয়া যাওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত হইলে, হুগলীর ফৌজদার তাহার সুবিচার করেন নাই। কন্যার পিতা নবাব-দরবারে বিচারপ্রার্থী হইলেন। অভিযোগের সত্যতা সপ্রমাণ হইলে কুলী খাঁ আদেশ প্রচার করিলেন,—কোরাণের নির্দ্দেশ অনুসারে অপরাধীকে প্রস্তর-নিক্ষেপে হত্যা করিতে হইবে। ফৌজদার আসদুল্লা নবাবের প্রিয়পাত্র ছিলেন; কিন্তু তাঁহার অনুনয় বিনয় এ ক্ষেত্রে কার্য্যকর হইল না। (২)

"আলমগীর্ বাদশাহের রাজ্যকালে মুর্শিদকুলী জাফর খাঁ জেন্দাপীরের (৩) শাসনসময়ে উৎকোচাদি অর্থপ্রয়োগে কাজীর পদ লাভ সম্ভব ছিল না। ভদ্রবংশীয় সুচরিত্র পণ্ডিত ব্যক্তিই কাজীর কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিচারকার্য্যে কুলী খাঁ কাজী মহম্মদ শরফের উপদেশ গ্রহণ করিতেন। এই প্রধান কাজী শরফ্ আরঙ্গজেবের নিয়োজিত। পাণ্ডিত্য, ধর্ম্মজ্ঞান ও সাধুতার জন্ত তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। কোন সময়ে জনৈক মুসলমান ফকীর চুণাখালীর জমিদার বৃন্দাবনের নিকট কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করে। ফকীরের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া, বৃন্দাবন তাহাকে

(১) অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার এখানে "প্রথম অবস্থায়" লিখিয়াছেন—কিন্তু আসদুল্লা তাঁহার শেষ অবস্থায় হুগলীর ফৌজদার ছিলেন, তাহার অন্ত প্রমাণ আছে।

(২) এইরূপ কঠোর দণ্ডাজ্ঞায় এ কালে আমরা অবশ্য শিহরিয়া উঠিব, কিন্তু অতি সামান্য অপরাধে মৃত্যুদণ্ড, তথাকথিত ইউরোপীয় সভ্যসমাজেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়।

(৩) তৎকালে কুলী খাঁ 'পীর' বলিয়াই পরিচিত হইয়াছিলেন। এখনও তাঁহার কবরস্থানে, মুসলমানগণ পীর (সাধুপুরুষ) বলিয়াই তাঁহার সম্মান করেন।

বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। সে তৎপরে কতকগুলি ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া বৃন্দাবনের বাটীর সম্মুখের পথে একটি প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া তাহাই উহার মস্জীদ্ বলিয়া লোককে তথায় উপাসনা করিবার জন্ত আহ্বান করিত। বৃন্দাবন পথে বাহির হইলেই সে বিষম চীৎকার করিয়া আজান্ দিত। বৃন্দাবন বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া তাহাকে তথা হইতে তাড়াইয়া দেন। ভাক্ত ফকীর মুর্শিদকুলীর নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল। মুসলমান পণ্ডিতসভাধিষ্ঠিত প্রধান কাজী শরফ্ বিচার করিয়া বৃন্দাবনের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। কুলী খাঁ, এ স্থলে প্রাণদণ্ড বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া, হিন্দু বেচারার প্রাণরক্ষার জন্ত কাজী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন উপায়ে সরার নির্দ্দিষ্ট কঠোর শাস্তির পরিবর্ত্তন করা যায় কি না? ধর্ম্মাবতার কাজী উত্তর দিলেন, উহার জন্ত অনুরোধ-কারীর প্রাণবধ করিতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততটুকু অপেক্ষা করা যাইতে পারে। কুলী খাঁর সমস্ত যত্নই বিফল হইল (১)। সুলতান্ আজিমুখান্ বাদশাহের নিকট বৃন্দাবনের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনার অনুরোধ করিলেও কোন ফল হইল না। কারণ, কাজী স্বহস্তে বাণ নিক্ষেপ করিয়া অভাগার প্রাণবধ করিলেন; ধর্ম্মসঙ্গত আইনের প্রতি কাজীর ভক্তি এতই অচলা। এই হত্যাকাণ্ডের পর আজিমুখান্ বাদশা আরঙ্গজেবের নিকট জ্ঞাপন করিলেন, শরফ্ ক্ষিপ্ত হইয়া স্বয়ং বৃন্দাবনকে নিহত করিয়াছেন। বাদশা ঐ পত্রের উপর স্বহস্তে লিখিয়া পাঠাইলেন, 'কাজী শরফ্ খোদাকা তরফ্'। আরঙ্গজেবের মৃত্যু হইলে কাজী শরফ্ কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন। কুলী খাঁর শত অনুনয়েও তাঁহার মন টলিল না।"

"মুর্শিদকুলী খাঁর রাজ্যকালে প্রজার পীড়াদায়ক করসমূহ উঠাইয়া দেওয়া হয়। কাজীগণের মীরান্ ও ইহ্‌তিসাব্ এ সময়ে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। পুরুষানুক্রমে যাঁহারা কাজীর কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, তন্মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মপথে থাকিয়া সদ্ব্যবহার করিতেন, এবং প্রধান কাজীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেন, তাঁহাদের কুত্রাপি কর্ম্মচ্যুতি ঘটে নাই। সৎলোক ভিন্ন অন্ত কেহ কাজীর পদে নূতন প্রতিষ্ঠিত হইতেন না।

মুর্শিদকুলী খাঁ বৃদ্ধদশায় স্বীয় কবরস্থান, মস্জীদ ও তৎসংলগ্ন কাঠরা

---

(১) কুলী খাঁ এ সময়ে দেওয়ান মাত্র ছিলেন, দেখা যাইতেছে।

(বাজার-সমন্বিত চতুষ্কোণ ক্ষেত্র) প্রভৃতি নিজের জীবনকালেই প্রস্তুত করাইয়া যান। তাঁহার ইচ্ছানুসারে মস্‌জীদের প্রবেশদ্বারের প্রশস্ত সিঁড়ির নীচে একটি গৃহ নির্ম্মিত হয়। তাঁহার আদেশ ছিল, সেই নিম্নের গৃহে তাঁহাকে সমাহিত করা হইবে। মস্‌জীদ-দর্শনার্থী যাত্রী ও উপাসকগণের পদরেণু তাঁহার কবরস্থানের উপর পতিত হয়, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। মস্‌জীদের দ্বারের উপরে যে পারসী কবিতা লিখিত রহিয়াছে, তাহাও এই অভিপ্রায়ে গৃহীত। সেটি এই,—"স্বর্গ ও মর্ত্ত্য উভয় লোকের গৌরব, আরবের মহম্মদের জয়। যে ব্যক্তি তাঁহার দ্বারের ধূলি নহে, তাহার মস্তকে ধূলিরাশি বর্ষিত হউক।" (১) মক্কার সুপ্রসিদ্ধ প্রধান মস্‌জীদের অনুকরণে এই প্রকাণ্ড মসজীদ নির্ম্মিত হয়, এইরূপ কিম্বদন্তী রহিয়াছে। কুলী খাঁর কীর্ত্তিস্তম্ভ এই প্রধান মসজীদের একটি চিত্র ও ইহার বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র দেওয়া হইবে (২)। ১১৩৭ হিঃ অব্দে (১৭২৩ খ্রীঃ) এই মসজীদ-নির্ম্মাণ শেষ হয়। মুর্শিদকুলী ইহার দুই বৎসর পরে, ১১৩৯ হিঃ অব্দে, পরলোকগত হন।

এই সুবিখ্যাত মস্‌জীদের নির্ম্মাণ-বিষয়ে তারিখ্‌-বাঙ্গালার অজ্ঞাতনামা লেখক নিম্নলিখিত অদ্ভুত প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ;—"মুর্শিদকুলী স্বীয় মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী জানিয়া একটী সমাধি-মন্দির, মস্‌জীদ্‌ ও তৎসংলগ্ন কাঠ্‌রা নির্ম্মাণের আদেশ দিলেন। ইস্মাইল্‌ করাসের পুত্র মুরাদের প্রতি ইহার তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হইল। মুরাদ নগরের পূর্ব্বভাগে খাস্‌ তালুকের মধ্যে ইহার স্থান মনোনীত করিল। চতুর্দ্দিকের হিন্দু-দেবালয় ভাঙ্গিয়া মস্‌জীদের উপকরণ সংগৃহীত হইল। জমিদার ও অন্যান্য হিন্দুগণ মন্দিররক্ষার্থ প্রভূত অর্থ ও নিজ ব্যয়ে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার গ্রহণে প্রস্তুত হইলেও, সে তাহাতে কর্ণপাত করিল না। তাঁহাদের অনুনয়ে বা উৎকোচে কোন ফল হইল না। মুর্শিদাবাদ সহরের ও তাহার চতুঃ-পার্শ্বের চারি পাঁচ দিনের পথ পর্য্যন্ত যত দেবালয় ছিল, সমস্তই চূর্ণ করা হইল। সুদূর পল্লীগ্রামে হিন্দু-গৃহস্থের বাসগৃহ দেবোদ্দেশে দত্ত বলিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ভয় প্রদর্শন করিলে, তাহারা প্রচুর অর্থদানে পরিত্রাণ পাইল।

(১) ঢাকার শায়েস্তা খাঁর কন্যা পরী বিবির সমাধিমন্দিরের উপরেও এই কবিতা লিখিত আছে।

(২) নবাবী আমলের "স্থাপত্য ও চিত্র-বিদ্যা।"

সকল অবস্থার হিন্দুগণকেই (১) বলপূর্ব্বক মস্‌জীদ-নির্ম্মাণ কার্য্যে খাটাইয়া লওয়া হইল। অর্থদান না করিলে, কাহারও অব্যাহতি ছিল না। মুরাদের ভয়ে হিন্দুগণ থরহরি কম্পিত হইল। কেহই অভিযোগ করিতেও সাহসী হইল না। দেশের সর্ব্বত্র মুরাদের লিখিত অনুজ্ঞাপত্র প্রচারিত হইল ও সকলেই আজ্ঞামাত্র ঘুণাক্ষরে তাহা প্রতিপালন করিল। এইরূপে এক বর্ষের মধ্যে (২) মস্‌জীদ নির্ম্মাণব্যাপার সম্পূর্ণ হইল ও ইহার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য কাঠরার নিকটে একটি গঞ্জ স্থাপিত হইল।"

এই দেশব্যাপী হিন্দুমন্দিরধ্বংসের বর্ত্তমান গল্পের প্রতিবাদ করা পণ্ডশ্রমমাত্র (৩)। কিন্তু যখন ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ ইহা বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন এ বিষয়ে নিরুত্তর হওয়াও নিরাপদ নহে (৪)। রিয়াজ উস্‌-সালাতিন্‌ গ্রন্থকার গোলাম হোসেন তাঁহার ইতিহাসের এই ভাগ সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাতনামা লেখকের গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মন্দিরভঙ্গের কথা উল্লেখ করেন নাই। বিংশতি বর্ষের পরের লেখক ইহা কল্পিত মনে করিয়াছেন, দেখা যাইতেছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক বেভারিজ্‌ ইহা অযৌক্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৫)। চারি দিনের পথের সমস্ত হিন্দুমন্দির বিনষ্ট হইলে, দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত তাৎকালিক প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থ ও মহাপীঠ কিরীটেশ্বরীর মন্দির কিরূপে রক্ষা পাইল? যদি কেহ আপত্তি করেন, বঙ্গাধিকারী প্রধান কানুনগো-গণের সহিত সংসৃষ্ট বলিয়া, কিরীটেশ্বরী রক্ষা পাইতে পারেন; তাহা হইলে, অজ্ঞাতনামা লেখকের উল্লিখিত কানুনগো

(১) গ্লাড্‌উইনের অনুবাদে এখানে সকল অবস্থার হিন্দুগণের 'ভৃত্যবর্গকে' এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। ষ্টুয়াট এই ভাগ তাহা হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন।

(২) হস্তলিখিত গ্রন্থান্তরে রেভারেণ্ড লং দেখিয়াছেন,—"মুরাদকে ছয় মাসের মধ্যে মস্‌জীদ্‌ প্রস্তুত করিবার আদেশ দেওয়া হইল। মুরাদ নবাবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া নিবেদন করিল যে, যথাসময়ে কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য সে যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিবে, তজ্জন্য যেন তাহাকে অনুযোগ না করা হয়। নবাব তথাস্তু বলিয়া বিদায় দিলেন। মুরাদ তৎক্ষণাৎ জমিদারগণকে লোক জন দিবার জন্য পরোয়ানা দিল— * * রাজপথ দিয়া হিন্দুগণ পাল্কী চড়িয়া গেলে, তাহাদিগকে মস্‌জীদ নির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত করা হইত। এই-রূপে ছয় মাসে মসজীদ্‌ প্রস্তুত হয়।" Banks of the Bhagirathi, Cal. Review.

(৩) বাঙ্গলা ১৩০১ সালের 'সৎসঙ্গ' পত্রিকায় আমরা প্রথমে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি।

(৪) ষ্টুয়ার্ট ও হণ্টার সাহেব ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(৫) Cal. Rev. 1892. Old places in Murshedabad. The tale *in* its original form is even more preposterous. &c. &c.

দর্পনারায়ণের প্রতি নবাবের অমানুষিক অত্যাচার গল্পমাত্র বলিতে হয় (১)। কাঠরা মসজীদের অতি নিকটে প্রাচীন লালাপাড়ার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান; সেখানেও কয়েকটি প্রাচীন শিবমন্দির দৃষ্ট হয়। নবাবী কেল্লার পার্শ্বে যেখানে চেহেল্ সুতুন্ দরবার গৃহ স্থাপিত ছিল, তাহার অনতিদূরে বর্ত্তমান মণিবেগমের প্রসিদ্ধ মস্‌জীদের প্রায় ভিত্তি পার্শ্বে একটি হিন্দুদেবালয় আছে। তাহার অধিকারীর নির্দ্দেশমতে, উহা বহু পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত। মুর্শিদাবাদের এক মাইল দক্ষিণে প্রসিদ্ধ মতিঝিলের অপর পার্শ্বে কুমারপুর (কোঁয়ার-পাড়া) নামে ক্ষুদ্র গ্রামে ৺রাধামাধবের বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এ স্থানের স্নানযাত্রার মেলা এই জেলায় সুপরিচিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জীব-গোস্বামীর শিষ্য বংশীবদন গোস্বামী বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত হইয়া এখানে রাধামাধবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন (২)। ১১৩৩ হিঃ (১৭২০ খ্রীঃ) সনের মহম্মদ শার মোহরযুক্ত এক বাদশাহী ফরমান্ রাধামাধবের সেবকগণের নিকট দৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে শাহাবাদ পরগণার অন্তর্ভূত সুজা শিকার ও সফদরপুর নামে মৌজা ইঁহাদিগকে অতি সামান্ত পণে এনাম্ (পুরস্কার) স্বরূপ প্রদত্ত হয় বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। কথিত সময়ে বাদশাহী দরবারের অবস্থা স্মরণ রাখিয়া, এই ফরমানের বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই দেখা যায়, বঙ্গের একমাত্র প্রভু নবাব মুর্শিদকুলীর সম্মতি না থাকিলে এইরূপ বাদশাহী ফরমান্-প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা ছিল না। নবাব স্বয়ং জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া কিরূপে বাদশাহী সনন্দ আনাইয়া দিতেন, পরে উল্লিখিত হইবে। ফর্ম্মানের সময়, মসজীদ্-নির্ম্মাণের কিঞ্চিদূন চারি বৎসর পূর্ব্বে; ইহাতে হিন্দুমন্দির-ভঙ্গের অপেক্ষা প্রতিপালনের পক্ষেই অন্ততঃ পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল।

একটি নবপ্রকাশিত তথ্যের নির্দ্দেশ করিয়া, এই কল্পিত প্রবাদ-সমালোচনার উপসংহার করা যাইতেছে। অনেকেই অবগত আছেন, বাদশাহ আরঙ্গজেবের শাসনকালে যবনের অত্যাচারে বৃন্দাবন হইতে কৃষ্ণজীউর বিগ্রহমূর্ত্তি লইয়া গিয়া, জয়পুরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। জয়পুর রাজ মহাভাগবত

---

(১) কানুনগো দর্পনারায়ণ সম্বন্ধে অজ্ঞাতনামা লেখকের উক্তি অন্যত্র আলোচ্য।

(২) কাঠরা মসজীদ্ ও তৎসংসৃষ্ট মন্দিরভঙ্গের কল্পিত প্রবাদের সমালোচনায় এই প্রাচীন মন্দির ও তৎসম্বন্ধে ফর্ম্মান্ সহ জ্ঞাতব্য সংবাদ, দেওয়ান ফজলে রব্বী খাঁ বাহাদুরের সাহায্যে বর্ত্তমান লেখক প্রথমে জনসমাজে প্রচারিত করেন। কুমারপুরের এই বিগ্রহের সেবা প্রথমে শিষ্যপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল। বর্ত্তমান সেবকগণ ঘোষবংশীয় কায়স্থ, গোস্বামী উপাধিধারী।

দ্বিতীয় জয়সিংহের সময়ে, বৃন্দাবন ও জয়পুরবাসী বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের সহিত তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের স্বকীয়া ও পরকীয়া মত লইয়া বিচার হয়। পরকীয়াবাদী বঙ্গদেশীয়গণ বিচারে অসমর্থ হইয়া (সিদ্ধান্ত বিচার না করিয়া), পরকীয়া মতে "দস্তখৎ" করিয়া দেন। পরে তাঁহাদের প্রার্থনামতে পরকীয়া-ধর্ম্মের অধিকারী বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবপ্রবরগণের সহিত বিচারের জন্ত জয়সিংহ স্বীয় সভাপণ্ডিত দিগ্বিজয়ী কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্যকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ জনৈক মন্‌সবদার (সেনানী) সাহায্যে তাঁহাকে বাঙ্গলায় লইয়া আইসেন। পথিমধ্যে প্রয়াগ ও কাশীর বৈষ্ণবগণও 'স্বকীয়ার' দস্তখৎ করিতে বাধ্য হইলেন। বঙ্গেও সর্ব্বত্র দিগ্বিজয়ীর জয়লাভ হইতে লাগিল। অতঃপর প্রধান বৈষ্ণব পাট শ্রীখণ্ড ও জাজিগ্রামে (১) আসিয়া উক্তরূপে স্বীকারপত্রের দাবী করিলে, গোস্বামিগণ বলিলেন, বিনা বিচারে পূর্ব্ব মত ত্যাগ করিতে পারিব না। আমরা "শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর মতাবলম্বী, অতএব বিচারে যে ধর্ম্ম স্থাই হয় তাহাই লইব। এই মত করার হইল বিচার মানিলাম তাহাতে পাতসাই শুভা শ্রীযুক্ত নবাব জাফর খাঁ সাহেব নিকট দরখাস্ত হইল তিঁহো কহিলেন ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনা তজ্‌বিজ্‌ হয় না অতএব বিচার কবুল করিলেন সেই মত সভাসদ হইল শ্রীপাঠ নবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণরার্ম ভট্টাচার্য্য ও তৈলঙ্গদেশের শ্রীরামজয় বিদ্যালঙ্কার সোণার গ্রামের শ্রীরামরাম বিদ্যাভূষণ ও শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য গয়রহ শ্রীশ্রীকাশীর শ্রীহরা-নন্দ ব্রহ্মচারী ও নয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য সাং মহুলা"। এই সভায় শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের বংশধর পণ্ডিতপ্রবর রাধামোহন ঠাকুরের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে দিগ্বিজয়ী পরাজিত হইয়া পরকীয়া ধর্ম্মমত ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। পুনরায় বৃন্দাবনাদি স্থানে পরকীয়া ধর্ম্মের জয়পতাকা উড়িল, ('ঢাণ্ডা গারা গেল')। পশ্চিমাঞ্চলের যে সমস্ত বাঙ্গালী বৈষ্ণব স্বকীয়া মত স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে পরকীয়াবাদী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পঞ্চ-পরিবার হইতে খারিজ হইয়া এক ইস্তফাপত্র লিখিয়া দিলেন, (১১২৫ সাল, ১৭ই ফাল্গুন। (২)

(১) এই দুইটি স্থানই কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী। শ্রীখণ্ড নরহরি সরকার ঠাকুরের পাঠ। জাজিগ্রাম ও মালিহাটীতে শ্রীনিবাস ঠাকুর বংশীয়গণের বাস ছিল।

(২) কথিত দলীল মীর জাফর্ খাঁর সময়ের বলিয়া অনেকের ধারণা ছিল। সৌভাগ্য-ক্রমে প্রথম সংস্করণের এই অংশ মুদ্রাঙ্কণের সময়েই শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের

বর্ণিত ইস্তফাপত্র প্রকাশিত হইবার পরেও যাঁহারা মুর্শিদকুলী খাঁর বিষয়ে পূর্ব্বসংস্কারে 'ইস্তফা' না দিবেন, তাঁহাদের প্রতি আর কোন বক্তব্য নাই। দলীলের উপরে স্বয়ং নবাব, প্রধান কাজী, কানুনগো, সওয়ানে নেগার্ ও ফৌজদারের মোহর রহিয়াছে। প্রধান কর্ম্মচারিবর্গের ও সভাসদ্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের স্বাক্ষর আছে। নবাবের নিয়োগে মুর্শিদাবাদেই এই ধর্ম্মের বিচার হইয়াছে, দরবারের সদস্তবর্গের স্বাক্ষরই তাহার প্রমাণ। যিনি ধর্ম্মা-ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত বিনাবিচারে হয় না, এই মত প্রকাশ করিয়া, সুদূর তৈলঙ্গ ও সুবর্ণগ্রাম হইতে ব্রাহ্মণপণ্ডিত আনাইয়া, বৈষ্ণবের ধর্ম্মবিচারে সাহায্য করেন, তাঁহারই আদেশে, অন্ততঃ চক্ষের সমক্ষে, হিন্দু-মন্দিরের বিনাশ কিরূপ সম্ভব-পর, তাহা সাধারণের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

অজ্ঞাতনামা তারিখ বাঙ্গালার লেখক মুর্শিদকুলীর গুণগ্রামের উল্লেখে কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। এক দিকে যেমন প্রবাদসম্ভূত কয়েকটি কল্পিত গল্পের চিত্র বর্ণনাতিশয্যে রঞ্জিত করিয়াছেন, পক্ষান্তরে, সদ্‌গুণরাশির বর্ণনায় লেখনীকে সেইরূপই স্বাধীনতা দিয়াছেন। এই কারণে অনেকেই তাঁহার অপক্ষপাতবর্ণনার সুখ্যাতি করেন। দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত কেহই ইঁহার উল্লিখিত বিরুদ্ধভাবের প্রবাদগুলি একত্র সমালোচনা করেন নাই। কাজী শরফ্ ও মন্দিরভঙ্গের প্রবাদ, উভয়ই এক স্থানে সমাবিষ্ট হইয়াছে। আনুষ্ঠানিক মুসলমান লেখক তৎকালোচিত ব্যবস্থা অনুসারে হিন্দুমন্দির-ভঙ্গ-ব্যাপার এ কালের চক্ষে দর্শন করিতেন না। কুলী খাঁ জেন্দাপীরের মুসল-মানত্বের সম্পূর্ণ আদর্শ প্রদান করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল মনে হয়। এই কারণেই কাজী শরফের উপাখ্যানে আরঙ্গজেবের মস্তকেই জয়পতাকা বাঁধা হইয়াছে!

প্রকাশিত এই দলীলের প্রতিলিপি দৃষ্টিগোচর হয়। (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ফাল্গুন, ১৩০৬) দলীলের বিকৃত প্রতিলিপিতে কানুনগো দর্পনারায়ণ, কাজি সদরুদ্দিন, ওয়াকে নেগার্ প্রভৃতির নাম যথাযথ লিখিত হয় নাই। স্বাক্ষরকারী গোস্বামিগণের মধ্যে বর্দ্ধমান—কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী শ্রীখণ্ডপুর, কানাইডাঙ্গা ও নূতা প্রভৃতির গোস্বামী ভিন্ন শান্তিপুর ও খড়দহের গোস্বামীও আছেন। পরিষৎ পত্রিকায় ১৩০৮ সালে এই দলীলের যে দ্বিতীয় প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে, সেখানি মূলের অনুরূপ বলিয়া বোধ হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়।

মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ ও বঙ্গের জমিদার।

রাজশাহী—উদয়নারায়ণ—রঘুনন্দন সীতারাম জমা কামেল্ তুমারী।

স্রোতঃস্বতী পদ্মাবতীর বিপুল জলরাশি যাহার পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত, সেই সুজল সুফল বিস্তীর্ণ জনপদই রাজশাহী বলিয়া পরিচিত। এই রাজশাহী নামের ব্যুৎপত্তি কি, উৎপত্তি কোথায়,—এ কথা, এ কালে লোকে বড় একটা মনে করেন না (১)। অপিচ, মনে উঠিলেও দেশীয় রাজকুলের (জমিদারবর্গের) অধ্যুষিত ভূমি তাঁহাদের বাসস্থল বলিয়াই এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে ভাবিয়া, অনেকেরই সেই কৌতূহল "উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে" ভাবে পরিতৃপ্ত হইয়া যায়।

(১) ঐতিহাসিকগণ এই ব্যুৎপত্তির বিচার না করিয়াছেন, এমন নহে। পরন্তু তর্ক বিতর্কে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। পণ্ডিতপ্রবর ব্লক্‌ম্যান্ ইঙ্গিত করিয়াছেন, * 'উত্তরবঙ্গের স্বাধীন নরপতি কংসের (গণেশ) সহিত রাজশাহী নাম সংযুক্ত করা যাইতে পারে। "শাহী রাজা" অর্থাৎ হিন্দুরাজার মুসলমান সিংহাসনে অধিরোহণ, তাঁহার দৃষ্টান্তেই দেখা যায়'। রাজা কংস সম্বন্ধে ব্লক্‌ম্যানের অন্যান্য ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত এ স্থলে উল্লেখ অনাবশ্যক। মিঃ বেভারিজ এই যুক্তিতে আপত্তি করিয়া বলেন, † রাজশাহী নাম অপেক্ষাকৃত আধুনিক। আইন-আকবরীতে রাজশাহী পরগণার নাম নাই। প্রাচীন রাজশাহী পরগণা ভাগীরথীর পশ্চিমপার্শ্বে রাজা কংসের রাজ্য হইতে বহু দূরে। অতঃপর বেভারিজ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে বীরভূমির "রাজা" উপাধিধারী মুসলমান রাজগণের নামে রাজশাহীর উৎপত্তি সম্ভবপর। কিন্তু বীরভূমির জমিদারগণের স্কন্ধে 'শাহী রাজা' আখ্যা কিরূপে সংযোজিত হইতে পারে, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধির দশায়ও প্রত্যন্ত ক্ষুদ্র রাজ্য ভিন্ন অন্য নামে বীরভূমি অভিহিত হইতে পারে না। ব্লক্‌ম্যান্ ও বেভারিজ সাহেবের নির্দিষ্ট পন্থায় অন্যরূপে আমরা রাজশাহীর ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিতে পারি। মহারাজ মানসিংহ আগ্‌মহলের সৌষ্ঠবসাধন করিয়া, রাজমহল নাম দিয়া এখানে রাজধানী ও দুর্গাদি স্থাপন করেন। প্রাচীন রাজশাহী পরগণা রাজমহলের অনতিদূরে;

* Journal, Asiatic Society, 1875, No 3.

† Proceedings As. Soc. JANY 1893.

বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার উত্তর-পশ্চিম ও উত্তরপ্রান্তে সাঁওতাল পরগণার পাকুড় উপরিভাগে প্রাচীন রাজশাহী পরগণা অবস্থিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারিগণ এই রাজশাহী জমিদারী ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। লুপ লাইনে মুরারই রেল-ষ্টেশনের পশ্চিমাংশে দেবীনগর নামক স্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান; এই দেবীনগর প্রাচীন রাজশাহীর রাজধানী ছিল। অদ্যাপি এই অঞ্চলে বীরকিটী,দমদমা ও নারায়ণগড প্রভৃতি স্থানে দুর্গভিত্তির ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে (১)। মুর্শিদকুলী খাঁর শাসনকালে পূর্ব্বতন ভূস্বামিবংশীয় রাজা উদয়নারায়ণ রাজশাহী প্রভৃতি পরগণার অধিপতি ছিলেন (২)। সেকালের জমিদারগণ কর প্রদান ভিন্ন অন্ত কোন কার্য্যেই স্বাতন্ত্র্য হারান নাই। আভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারে মুসলমানরাজ বিশেষ হস্তক্ষেপ করিতেন না, যথাস্থানে তাহা প্রদর্শিত হইবে। প্রত্যন্তভাগে সাঁওতাল পরগণার এই অংশ যে তৎকালে

এই কারণে "শাহী রাজা' মানসিংহের নামেই রাজশাহীর উৎপত্তি, এই নির্দ্দেশ সঙ্গত। বাদশাহ আকবরের সময়ে রাজশাহীর অস্তিত্ব ছিল না, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অতঃপর সুলতান্ সুজার দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী সুলতানাবাদ পরগণার নামকরণ সম্ভবপর। বেভারিজ্ সাহেবও পরে বলিয়াছেন, মানসিংহের নামে 'রাজশাহী' এবং নিকটস্থ পরগণা কুমারপ্রতাপও এইরূপে মানসিংহের ভ্রাতা কুমার প্রতাপ সিংহের নামে হওয়া সম্ভব।

(১) মুরারই হইতে ঠিক পশ্চিমে, মহেশপুরের পূর্ব্ব দক্ষিণে বীরকিটী গ্রাম। কেহ কেহ ইহাকে সাধুভাষায় 'বীরক্ষিতি' বলিতে চান। ক্ষিতীশবংশাবলীতে বীরকাটী আছে। বীরকিটী হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে দেবীনগর। ইহার নিকট হইতে সমসূত্রে দম্‌দমা, বীরকিটী ও নারায়ণগড়ে গড়খাতের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। বীরকিটীর গড়টি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, ভিত্তি উচ্চস্থানে স্থাপিত ও খাতগুলি গভীর। এখনও এখানে 'রাজার সম্পত্তি নিহিত আছে' বলিয়া, গ্রামবাসিগণ অনেক স্থলে গর্ত্ত কাটিয়া অর্থের সন্ধান করে। বৃহৎ গড়টি মুর্শিদাবাদ যাইবার সদর রাস্তার সম্মুখে এক উন্নত ভূমির উপর স্থাপিত। ইহার নিকটে যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া লোকের বিশ্বাস। জনপ্রবাদ, এখানেই রাজার সেনানিবেশ ছিল। নাম 'মুড়মুড়ে ডাঙ্গা' বা মুণ্ডমালা। বীরকিটীর নিকটে এখনও লোকে দগ্ধ মৃৎকন্দুক, প্রস্তর বর্ত্তুল প্রভৃতি পাইয়া থাকে।

(২) উদয়নারায়ণের রাজদত্ত 'রায়' ও 'লালা' উপাধি ছিল। তাঁহার শ্বশুর বংশীয় মুর্শিদাবাদ গণকর নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় সম্প্রতি উদয়নারায়ণ সম্বন্ধে নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

অধিকতর বেবন্দোবস্তী ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। উদয়নারায়ণের দক্ষতা ও কর্ম্মকুশলতায় সবিশেষ প্রীত হইয়া, নবাব মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ তাঁহার হস্তে পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের সুব্যবস্থার ও রাজস্ব-আদায়ের ভার অর্পণ করেন। বন্দোবস্ত ও আদায়কার্য্যের সহায়তার জন্য গোলাম মহম্মদ ও কালু জমাদার নামে দুই জন সৈনিকের অধীনে দুই শত অশ্বারোহী সৈন্যও স্থাপিত হয়। রাজা উদয়-নারায়ণ অচিরকালমধ্যেই স্বীয় অধিকারে সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়া যশস্বী হইলেন। তখন তাঁহার হৃদয়ে নবাব-সরকারের অধীনতা-শৃঙ্খল ছেদনের তীব্র বাসনা জাগিয়া উঠিল। উক্ত দুই জন সামন্তকে বশীভূত করিতে তাঁহাকে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় নাই। বলসঞ্চয় ও দুর্গাদিনির্ম্মাণ কার্য্যেও রাজা অমনো-যোগী ছিলেন না। যথাকালে উদয়নারায়ণের কল্পনা মুর্শিদকুলীর কর্ণগোচর হইল। তিনি বিদ্রোহদমনের জন্য স্বীয় প্রিয় সেনানী মহম্মদ জান ও লাহরী-মল্লের (১) অধীনে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মুণ্ডমালার প্রান্তরে উভয় পক্ষের যুদ্ধে গোলাম মহম্মদ নিহত হইলে, উদয়নারায়ণ সপরিবারে বন্দীভূত হন (২)। বিদ্রোহী জমিদারের উচ্ছেদসাধনের পর, নবাব বিস্তীর্ণ রাজশাহী জমিদারী প্রিয়পাত্র রঘুনন্দনকে প্রদান করেন।

(১) মুসলমান গ্রন্থকার কেবল মহম্মদ জানের নামোল্লেখ করেন। তাঁহার সমসাময়িক ক্ষিতীশবংশাবলীর উক্তি তাঁহার কথা অপেক্ষা অল্প প্রামাণিক নহে বলিয়া, আমরা তাহাও গ্রহণ করিলাম। বিনামা গ্রন্থকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "প্রেরিত জমাদারদ্বয় (গোলাম মহম্মদ ও কালু) উদ্ধতভাবে প্রাপ্য বেতনের দাবী করিয়া হাঙ্গামা উপস্থিত করিলে, তাহাদের শাসনের জন্য উক্ত সৈন্যদল প্রেরিত হয়।" পরবর্ত্তী লেখকগণ ইহাই অবলম্বন করায় সত্যনির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। কেহ বা লিখিয়াছেন, 'হাঙ্গামার কারণ নির্ণয় না করিয়াই কুলী খাঁ সৈন্য প্রেরণ করেন।" দেশীয় প্রবাদ, বিদ্রোহের সমর্থন করিতেছে। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতের মতে লাহরীমল্লের সহিত কৃষ্ণনগরের যুবরাজ বীরপ্রবর রঘুরাম যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। তাঁহারই অমোঘ শরসন্ধানে 'আলিমহম্মদ' নিহত হন। স্বর্গীয় কিশোরী চাঁদ মিত্র নাটোর-রাজবাটীর প্রবাদ অবলম্বনে লিখিয়াছেন, 'উদিতনারায়ণ নবাবের কর্ম্মচারিগণের উৎপীড়নে বিদ্রোহী হইয়া সদলে সুলতানাবাদের পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রস্থান করেন। রঘুনন্দন তাঁহাকে ধৃত করিয়া রাজশাহী জমিদারী পুরস্কার প্রাপ্ত হন।" সম্ভবতঃ নাটোরবংশের জমিদারী প্রাপ্তির পরে এই শেষোক্ত প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

(২) অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের মতে উদয়নারায়ণ দেবীনগরের নিকটবর্ত্তী হ্রদে (হংস সরোবরে) নৌকারোহণে সপরিবারে প্রাণবিসর্জ্জন করেন। 'বলপ্রয়োগে মুসলমান করা হইবে ভাবিয়া, রাজার দেশে দেশে ভ্রমণের' কাহিনীর কোনও মূল্য নাই। পূর্ব্ব কথিত নবপ্রকাশিত বিবরণে উদয় নারায়ণের মুর্শিদাবাদে বন্দী অবস্থায় থাকার উল্লেখ আছে। রাজশাহী হইতে উচ্ছেদ করা হইলেও সুলতানাবাদ পরগণার জমিদারী কিছুদিন উদয় নারায়ণের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেওয়া হইয়াছিল।

স্বনামধন্য নাটোর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন বাল্যে পুঁটিয়ার ভূস্বামী ঠাকুর দর্পনারায়ণের অনুগ্রহে পালিত ও শিক্ষিত হন। তাঁহার পিতা কামদেব পুঁটিয়া-সরকারে বারইহাটী গ্রামের তহশীলদার ছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এই অসামান্য প্রতিভাশালী ব্রাহ্মণ-কুমার কালে বাঙ্গলার নবাব দরবারে অত্যুচ্চ পদে আরূঢ় হন। সৌভাগ্য ও স্বাভাবিকী প্রতিভা তাঁহাকে সামান্য অবস্থা হইতে এত উচ্চে উন্নীত করিয়াছিল বলিয়া, তাঁহার নামের সহিত এক অপরূপ প্রবাদ সংযুক্ত রহিয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের অভাবনীয় উন্নতি দেখিলে, সাধারণে তাহার একটা সুসঙ্গত ব্যাখ্যা না দিয়া নিশ্চিন্ত হয় না। জনশ্রুতি, রঘুনন্দনকে বাল্যকালে পুঁটিয়ার বাটীতে দেবপূজার পুষ্পচয়নে নিয়োজিত করিতেছে। এক দিন দৃষ্ট হইল, আতপতাপক্লিষ্ট বালক পুষ্পোদ্যানের বৃক্ষতলে নিদ্রিত, এমন সময়ে (উপকথার প্রসিদ্ধ ভাবী রাজগণের নিয়ম মত) এক কালসর্প তাঁহার মস্তকের উপর ফণা বিস্তার করিয়া, সূর্য্যরশ্মি প্রতিহত করিতেছে। রাজা দর্পনারায়ণ সংবাদ শুনিয়া, রঘুনন্দনকে নিকটে আনাইয়া বলিলেন,"তুমি রাজা হইবে,কিন্তু দেখ বাপু, আমার বংশের কাহারও নিকট হইতে লস্করপুর (পুঁটিয়া জমিদারী) যেন কাড়িয়া লইও না।" দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালক কখনই এরূপ উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করেন নাই। আশ্রয়দাতা প্রতিপালক ভূস্বামীর নিকট সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং ঐ প্রতিশ্রুতি-পালনের জন্যই বর্ত্তমান রাজশাহী জেলার অধিকাংশ নিজের হস্তে আসিলেও, পুঁটিয়া গ্রহণ করেন নাই, ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর পুত্র পুষ্পচয়নে নিযুক্ত হইবেন কেন, জিজ্ঞাসা করিলে গল্প জমাট বাঁধে না।

জনশ্রুতি যাহাই হউক, দর্পনারায়ণ ভবিষ্যতে রঘুনন্দনের প্রতিভা ও দক্ষতায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে নবাব-দরবারে স্বীয় উকীলস্বরূপে স্থাপন করেন। রঘুনন্দনও নিজগুণে অনতিবিলম্বে দরবারে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠেন। ক্রমশঃ তিনি স্বীয় প্রভুর স্বনামা মিত্র, প্রধান কানুনগো দর্পনারায়ণের দেওয়ান বা নায়েব-কানুনগো হন। এই সময়েই মুর্শিদকুলী খাঁ ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে আগমন করেন। পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, মুর্শিদকুলী প্রধান কানুনগো প্রভৃতির পরামর্শেই মুর্শিদাবাদে রাজধানীর স্থান মনোনীত করেন। সুবিখ্যাত রাজস্ববিৎ মহাপ্রাজ্ঞ টোডরমল্ল মোগলকুলতিলক আকবর বাদশাহের আদেশে যৎকালে মোগলাধিকৃত সমগ্র ভারতবর্ষের রাজস্ব-বন্দোবস্তকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন,সেই সময়ে কথিত ব্যবস্থার সাহায্যের নিমিত্ত

তিনি দশ জন প্রধান কান্নুন্‌গো নিযুক্ত করেন (১)। এই প্রধান কান্নুন্‌গো-গণ পূর্ব্বকাল হইতে নিয়োজিত পরগণা-কান্নুন্‌গোদিগের নিকট হইতে জমির আয়, উৎপাদিকাশক্তি প্রভৃতি বিষয়ের বিবরণী সংগ্রহ করিয়া যে কাগজ প্রস্তুত করিয়া দেন, তদ্দৃষ্টে টোডরমল্লের রাজস্ব-বন্দোবস্ত স্থিরীকৃত হইয়াছিল। বঙ্গদেশ সম্বন্ধে কান্নুন্‌গো-প্রেরিত বিবরণই তখন বন্দোবস্তের একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিল। তখন পাঠানবিপ্লবে সমস্ত বঙ্গ বিপর্য্যস্ত, জমির মাপ ও তৎসংসৃষ্ট কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা অসাধ্য ছিল। রাজস্ব-বন্দোবস্তের পরে এই প্রধান কান্নুন্‌গো সমগ্র প্রদেশের ভূসম্পত্তির সাধারণ রেজিষ্ট্রার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইনি রাজধানীতে বাস করিতেন। দেওয়ানী অফিসের সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, কারণ, সমগ্র দেশের সবিস্তার জমাবন্দী তাঁহারই নিকট থাকিল। প্রাদেশিক রাজকর্ম্মচারিবর্গের অব্যাহত ক্ষমতা এইরূপে কিয়ৎপরিমাণে ইঁহাদের দ্বারা সংযত হইবার উপায় বিধান হইল। সদর রাজস্বের উপরে শতকরা আট আনা কান্নুন্‌গোর রসুম নির্দ্দিষ্ট ছিল (২)। বাদশা আরঙ্গজেবের কূটনীতিকৌশলে এই প্রধান কান্নুন্‌গোর কার্য্য পরিণামে দ্বিধা বিভক্ত হয় (১০৯০ হিঃ, ১৬৭৯ খ্রীঃ)। কিন্তু দ্বিতীয় কান্নুন্‌গো বাদশাহী ফর্ম্মান্ লাভ করিয়াও কিয়ৎকাল কার্য্যে অধিকার পান নাই। শেষে সুবাদারের মধ্যস্থতায় তাঁহাকে কান্নুন্‌গো-রসুমের ছয় আনা অংশ প্রদত্ত হইয়াছিল।

প্রস্তাবিত সময়ে প্রথম কান্নুন্‌গো-বংশীয় দর্পনারায়ণ ও দ্বিতীয় কান্নুন্‌গো জয়নারায়ণ বর্ত্তমান ছিলেন (৩)। দেশীয় প্রবাদ এই যে,—মুর্শিদাবাদে

(১) আইন্-আক্‌বরী (প্রথমখণ্ড)।

(২) কান্নুন্‌গোর কার্য্যবিবরণ "নবাবী আমলের বিধিব্যবস্থা" অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। ইঁহাদের সম্বন্ধে সাধারণের নানারূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে। আমরা ১৩০২ সালে 'সৎসঙ্গ' মাসিকপত্রে বঙ্গাধিকারী কান্নুন্‌গো সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করি।

(৩) উভয় কান্নুন্‌গো-বংশই কায়স্থ এবং দুই পক্ষের নামেই 'নারায়ণ' সংযুক্ত রহিয়াছে বলিয়া, অনেকে ইঁহারা একবংশীয় বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। দর্পনারায়ণ প্রথম প্রধান কান্নুন্‌গো ভগবান রায় হইতে তৃতীয় পুরুষ। ইনি মুর্শিদাবাদের নবাবী কেল্লার সম্মুখে ভাগীরথীর অপর পারে ডাহাপাড়ায় বাস করিতেন। দ্বিতীয় কান্নুন্‌গো জয়নারায়ণ কিয়দ্দূরে ভট্টবাটীতে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উভয়েই উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ হইলেও, ডাহাপাড়ার রায়বংশ খাজুরডিহির মিত্র ও ভট্টবাটীর বংশ কান্দীর সিংহ। ভাগ্যচক্রের ভয়াবহ পরিবর্ত্তনে সমগ্র বঙ্গের ভূসম্পত্তির রেজিষ্ট্রার প্রথম প্রধান কান্নুন্‌গোর বংশধর প্রতাপনারায়ণ বর্ত্তমানে রুরাল সব্ রেজিষ্ট্রার।

আগমনের পরে বর্ষশেষে বাদশাহের নিকট দাখিল করিবার জন্য নিকাশী কাগজ প্রস্তুত করিয়া দেওয়ান্ মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ (তৎকালে কার্‌তলব খাঁ) কানুন্‌গোদ্বয়কে উহাতে সহী করিবার অনুরোধ করেন। কানুন্‌গোর মোহর দস্তখৎ না থাকিলে এইরূপ হিসাব নিকাশের কাগজ বাদশাহের দরবারে গ্রাহ্য হইত না। প্রথম কানুন্‌গো দর্পনারায়ণ বলিয়া বসিলেন, কানুন্‌গো রসুম বাবদ তিন লক্ষ টাকা না পাইলে দস্তখৎ করিব না। দেওয়ান, সম্রাট্-সকাশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহার প্রাপ্য পরিশোধ করিবার অঙ্গীকার করিলেও, তিনি সম্মত হইলেন না। দেওয়ানের তখন ঐ টাকা দিবার সাধ্য ছিল না। আরঙ্গজেবের দরবারে দস্তর্ উল্-আমলের ব্যাঙ্কবে ক্রটী হইবার উপায় নাই; সুতরাং দেওয়ান বড়ই বিপন্ন হইলেন। এই অবস্থায় রঘুনন্দনের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া, নানা প্রলোভনে তাঁহার দ্বারা নিকাশী কাগজে কানুন্‌গোর মোহর দিয়া লইলেন। এই উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছিল বলিয়া, প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ রঘুনন্দনের উন্নতির পথ ক্রমশঃ প্রশস্ত করিয়া দেন। এই অবধি তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। বলা বাহুল্য, এটী প্রবাদ মাত্র।

অজ্ঞাতনামা মুসলমান গ্রন্থকার, দর্পনারায়ণ ও কুলী খাঁ সম্বন্ধে যে জনশ্রুতির উল্লেখ করেন, তাহা এই,—(১) ভবিষ্যতে এক লক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকার করিলেও দর্পনারায়ণ নিকাশী কাগজে সহী করিলেন না। দ্বিতীয় কানুন্‌গো জয়নারায়ণ কোনরূপ প্রতিশ্রুতি করাইয়া না লইয়াই দস্তখৎ করিলেন। প্রথম কানুন্‌গোর দস্তখতের অপেক্ষা না করিয়া এবং সুলতান্ আজিমুশ্বানের অসন্তুষ্টিতে অণুমাত্রও বিচলিত না হইয়া, মুর্শিদ্‌কুলী উপঢৌকন পেষ্কস সহ দক্ষিণাপথে বাদশাহ-সমীপে যাত্রা করিলেন। বর্দ্ধিত রাজকর, জায়গীরের উপস্বত্ব হইতে উদ্বৃত্ত টাকা হুণ্ডাযোগে তথায় উপস্থিত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বের হিসাবও হুজুরে পেশ্ করা হইল। বাদশাহ তাঁহার কার্য্যকুশলতায় অধিকতর প্রীত হইয়া তাঁহাকে উৎকৃষ্ট খেলাৎ, মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ পদবী ও দেওয়ানী সহ বঙ্গ-বিহারের সুবাদারী পদ অর্পণ করিলেন (২)।

(১) তিনি প্রবাদ বলিয়াই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। অনুবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ গল্পভাগ গ্রহণ করিয়া প্রবাদ কথার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন।

(২) এই সময়ে মুর্শিদকুলী খাঁর সুবাদারী প্রাপ্তি ঘটে নাই, পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই প্রবাদের উপসংহারে নির্দেশ রহিয়াছে,— 'দর্পনারায়ণ নিকাশী কাগজে দস্তখৎ করিতে অসম্মত হওয়ায়, মুর্শিদ্‌কুলী তাঁহার উপর জাতক্রোধ হন। কোনও উপায়ে প্রতিশোধ লইবার কল্পনা তিনি চিরকাল হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু সদর কানুনগো বাদশাহ-নিয়োজিত উচ্চ-শ্রেণীর কর্ম্মচারী, সম্পূর্ণরূপে সুবাদারের ক্ষমতার বহির্ভূত। কোন বিশেষ দোষ প্রদর্শন না করিয়া এরূপ ব্যক্তিকে নিহত করিলে বিভ্রাট্ ঘটিবে, এই ভয়ও ছিল; সুতরাং পাকেপ্রকারে তাঁহাকে জড়ীভূত করাই কুলী খাঁর উদ্দেশ্য হইয়াছিল। রাজস্ববিভাগের কার্য্যে দর্পনারায়ণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অতঃপর মুর্শিদকুলী রাজস্ব সম্বন্ধে গুরুতর কার্য্যে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ ব্যবহারে দর্পনারায়ণের আর কোনরূপ সন্দেহ বা উদ্বেগের কারণ রহিল না। ক্রমে মুর্শিদ্‌কুলীর অভীপ্সিত অবসর আসিয়া উপস্থিত হইল। খাল্‌সা দেওয়ান ভূপতি রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গোলাপ রায় রাজস্বকার্য্যে অনভিজ্ঞ বলিয়া (১) দর্পনারায়ণকে উক্ত পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইল। অপরিণামদর্শী কানুনগো নিঃসঙ্কোচে চাকরী স্বীকার করিলেন ও রাজস্ববিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া রাজকরের উন্নতিসাধনের জন্য সমধিক যত্ন করিতে লাগিলেন। মুর্শিদকুলী শ্যেনদৃষ্টিতে তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, সুবিধা পাইলেই ধরিয়া বসিবেন, এই তাঁহার অভিপ্রায়। বঙ্গের সমস্ত মহালের আয়-ব্যয় দর্পনারায়ণের নখদর্পণে ছিল। সর্ব্বপ্রযত্নে বন্দোবস্ত করিয়া, আদায়ের বায়নাথব প্রভৃতি উপায়ে তিনি অল্পকালমধ্যেই বাঙ্গলার রাজস্ব এক কোটি ত্রিশ লক্ষ হইতে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু জমিদারবর্গের নান্‌কর (২) প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দিয়া ও রাজকোষে অভূতপূর্ব্বরূপে রাজকরের আমদানী দেখাইয়া, তিনি অনেকের বিদ্বেষভাজন হইলেন। কুলী খাঁ এই প্রকৃত অবসর বুঝিয়া, তহবিল্-তস্‌রূপ প্রভৃতি প্রসঙ্গে হিসাব নিকাশ পরিদর্শনচ্ছলে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। কথিত আছে, কারাগারে আহার্য্য

(১) একালে রাজস্ব-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী পেশ্কার নামে অভিহিত হইতেন। মুর্শিদ্‌কুলী দেওয়ান খাল্‌সা পরিকা আখ্যা দেন।

(২) জমিদারীর আয় ব্যতীত পরিবারপোষণের জন্য অনেক জমিদারের নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি থাকিত। এইরূপ বৃত্তির আয় নান্‌কর বলিয়া কথিত হইত।

না দিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করা হয় (১)। দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শিবনারায়ণকে কানুনগো রসুমের দশ আনা অংশ প্রদত্ত হয়; সুতরাং যিনি কাগজে সহী করিয়াছিলেন, সেই জয়নারায়ণের ছয় আনা মাত্র রহিয়া গেল' (২)।

উল্লিখিত উভয় প্রবাদের যথাযথ বিচার করিয়া সত্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। নাটোর-বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষের 'জাল' অপবাদের মোচন হইলে সকলেই সুখী হইবেন। এখানে মুর্শিদ্‌কুলী খাঁও অল্প অপরাধী নহেন। বহুপূর্ব্বে রাজশাহীর প্রবাদ অবলম্বনে স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন (৩)। কেহ কেহ বলেন, তিনি বিপক্ষের কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিয়া এই ভ্রম করিয়াছেন। মহামানী দর্পনারায়ণের কারাবাসে মৃত্যুর কাহিনী বঙ্গাধিকারী কানুন্‌গো-বংশের কেহ কখনও শ্রবণ করেন নাই। মুর্শিদকুলীর সবিশেষ শ্রদ্ধাভাজন বলিয়া, প্রিয় সহচর সুদক্ষ রঘুনন্দনের বিশেষ সাহায্যে, প্রসিদ্ধ রাজস্ববিৎ দর্পনারায়ণ কিছু কাল অবৈতনিকভাবে রাজস্বসচিবের কার্য্য সম্পাদন করিয়া, মুর্শিদকুলীর সুবিখ্যাত রাজস্ব-বন্দোবস্তের ভিত্তি স্থাপন করিয়া-ছিলেন। রাজস্বের উন্নতিসাধনে গুণগ্রাহী নবাব মুর্শিদ্‌কুলীর সমধিক প্রীত হইবারই কথা। অজ্ঞাতনামা লেখকের প্রবাদে আস্থা স্থাপন করিতে হইলে সম্রান্ত হিন্দু পুত্র, বাদশাহের অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী হইয়াও পিতৃহন্তার নিকট দুই আনা রসুমের উৎকোচ লাভ করিয়া তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করেন, ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে। দর্পনারায়ণের পিতার সময়েই যে কারণে কানুনগো রসুমের ন্যূনাধিক্য হয়, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (৪)। ১১৩৭ হিঃ অব্দে (১৭২৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে) বাদশাহ মহম্মদ শার রাজ-

(১) রিয়াজ্-গ্রন্থকার এখানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন, "সর্ব্বপ্রকার শারীরিক সুখভোগ হইতে বঞ্চিত করায় ক্রমশঃ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া তাঁহার মৃত্যুসংঘটন হয়।" ইহা অজ্ঞাতনামা লেখকের উক্তির ভাষান্তর মাত্র।

(২) তারিখ্ বাঙ্গালা।

(৩) Calcutta Review, The Rajas of Rajshahi

(৪) কোম্পানীর সেরেস্তাদার গ্রাণ্ট-সাহেব তাঁহার রাজস্ববিবরণীতে ভ্রমপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"শিবনারায়ণের অংশে রসুম্ অল্প হওয়ায় তাঁহাকে রুকুন্‌পুর জমিদারী প্রদত্ত

ব্দের সপ্তম বর্ষে শিবনারায়ণ কানুন্‌গো-সনন্দ প্রাপ্ত হন (১)। ইহার পূর্ব্ব-বর্ষে দর্পনারায়ণের মৃত্যুকাল কল্পনা করিলে, ন্যূনাধিক বর্ষদ্বয় পরেই কুলী খাঁরও পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, এ কালে মুর্শিদ্‌কুলী খাঁর অক্ষুণ্ণ প্রতাপ। কানুন্‌গো দর্পনারায়ণকে নিহত করিবার ইচ্ছা থাকিলে, অন্য-রূপে তাহা সুসাধ্য ছিল কি না, তাহাও বিচার্য্য। পক্ষান্তরে, রঘুনন্দনের অভাবনীয় উন্নতির ও মুর্শিদ্‌কুলীর অত্যধিক প্রীতি আকর্ষণের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া লোকে এই জনশ্রুতির সৃষ্টি করিয়াছে কি না, তাহাও চিন্তনীয়। এই সমস্ত কারণে, উভয় প্রবাদের কোনটিই গ্রহণ করা নিরাপদ মনে হয় না।

১৭১৬ খৃষ্টাব্দে রঘুনন্দনকে প্রধান মুতঃসুদ্দী ও সায়রাৎবিভাগের ইজারাদার-স্বরূপে দেখিতে পাই (২)। পরে দেওয়ানী বিভাগে সুদক্ষতা দেখাইয়া এবং কুলী খাঁর জমিদারী বন্দোবস্তে সহায়তা করিয়া তিনি নবাবের অনুগ্রহ লাভ করেন। মুর্শিদ্‌কুলীর শাসনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে সকল জমিদারী বিদ্রোহী ও অযোগ্য জমিদারগণের হস্তচ্যুত হইয়াছিল, তন্মধ্যে অনেকগুলি প্রধান জমিদারী রঘুনন্দন ক্রমশঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রামজীবন ও তৎপুত্র কুমার কালিকাপ্রসাদের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লন। নিম্নে সংক্ষেপে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।—

(১ম) মুর্শিদকুলী খাঁর দেওয়ানী আমলে পরগণা বাণগাছীর চৌধুরী গণেশরাম ও ভগবতীচরণ বারংবার রাজস্ব-আদায়দানে শৈথিল্য করায়, রঘুনন্দন এই জমিদারী রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লন (১১১৩ সাল, ১৭০৬ খ্রীঃ)।

(২য়) অতঃপর বাং ১১১৭ সালে (১৭১0 খ্রীঃ) আধুনিক রাজশাহী

হয়।" (Fifth Report)। তিনি অবশ্য দর্পনারায়ণের কারাবাসে মৃত্যুর কোন উল্লেখ করেন নাই। রুকুনপুর জমিদারী প্রথম কানুন্‌গোর ছিল।

(১) দর্পনারায়ণের পিতা হরিনারায়ণের নামে পূর্ব্বকথিত ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দের কানুন্‌গোর কার্য্যবিভাগের সনন্দ ও শিবনারায়ণের সনন্দ অদ্যাপি বঙ্গাধিকারী কানুন্‌গো বাটীতে রহিয়াছে। পরিশিষ্টে প্রথম ফর্ম্মানের অনুবাদ প্রদত্ত হইবে।

(২) উইলসন্ সাহেবের গ্রন্থে প্রকাশিত রেকর্ড হইতে এই নূতন তথ্য পাওয়া গিয়াছে। ইনি যে নাটোরের রঘুনন্দন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই।

জেলার অন্তর্গত প্রধান ও প্রাচীন পরগণা ভাতুড়িয়ার ব্রাহ্মণ-জমিদার রামকৃষ্ণের (১) বিধবা পত্নী শর্ব্বাণী দেবীর মৃত্যু হইলে একমাত্র উত্তরাধিকারী রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র বলরাম কার্য্যে অসমর্থ বলিয়া, এই বিস্তীর্ণ জমিদারীর কার্য্যভার সেকালের একমাত্র সমর্থ রঘুনন্দনের হস্তে পড়িল। ভ্রাতা রামজীবন ও তৎপুত্র কুমার কালিকাপ্রসাদের নামে বন্দোবস্ত হইল। ১৭১১ খ্রীঃ (১১২৩ হিঃ) অব্দে প্রদত্ত বাদশা শাহআলম্ বাহাদুর শার দস্তখৎ ও মোহরযুক্ত এক সনন্দ অদ্যাপি নাটোরের বাটীতে দৃষ্ট হয় (২)। প্রবাদ এই যে সাঁজোয়াল্ মহম্মদের (নাজির আহম্মদের ?) অত্যাচারে শর্ব্বানী দেবী আত্মহত্যা করেন।

(১) রামকৃষ্ণ প্রাচীন সান্তোলের রাজা। আত্রেয়ী ও করাতোয়া নদীর সম্মিলনস্থানে সাঁতোল অবস্থিত ছিল। বিদ্যোৎসাহিতা ও পুণ্যকীর্ত্তির জন্য রামকৃষ্ণ সুবিখ্যাত ছিলেন। নাটোর রাজবাটীতে রক্ষিত এক প্রাচীন সনন্দে দৃষ্ট হয়, ১১১৬ হিঃ (১৭০৪ খ্রীঃ) অব্দে বাদশাহ আরঙ্গজেব্ এই বলরামের নামে ২৫৩২৪৬৲ টাকা রাজস্বপ্রদানের অঙ্গীকারে ভাতুড়িয়া দিগরের জমিদারী প্রদান করিতেছেন। বক্ষ্যমাণ সনন্দের ইরাদ্‌দস্তে লিখিত আছে, "১১১৫ হিঃ সালে সুবা বাঙ্গলার দেওয়ান মুর্শিদ্‌কুলীর আবেদনে প্রকাশ যে, চাক্‌লা ঘোড়াঘাটের ভাতুড়িয়া ও গয়রহের জমিদার শর্ব্বাণী দেবীর দর্শন ও শ্রবণশক্তির হ্রাস হওয়ায় কার্য্যপরিচালনে সম্পূর্ণ অক্ষম, তাঁহার স্বামী পূর্ব্বে এই মহালের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, মহালের গোমস্তাগণ এক্ষণে তাঁহার আদেশ মান্য করে না, অনেক রাজস্ব বাকী ও লুটপাট হইতেছে। দরখাস্তকারী (বলরাম) বাকী খাজনা পেস্কস্ সহ আদায় দিয়া সনন্দপ্রাপ্তির আশা করে। আদেশ হইল যে, সমস্ত বিষয় দেখিয়া শুনিয়া উহার নামে সনদ্ দেওয়া হয়।"

(২) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত নাটোর রাজবাটীর সনন্দগুলির কয়েকখানি বিকৃত প্রতিলিপি হইতে সুবিজ্ঞ পারসীভাষাবিৎগণের সাহায্যে মর্ম্মোদ্ধার করা হইয়াছে। নিম্নে ভাতুড়িয়া সনন্দের অনুবাদ প্রদত্ত হইল, ইহাতে রঘুনন্দনের জমিদারী-প্রাপ্তির বিবরণ পরিস্ফুট হইবে। "মহামান্য দস্তখতী সনন্দের বিবরণ এই যে সন ৫ জুলুস্ (রাজত্বের পঞ্চম বর্ষ) ১১ই শাবান, বাদশাহ সরকারের হিতকারী সম্মানভাজন সুচরিত্র অনুগ্রহপাত্র মীর মুর্শিদকুলী খাঁ হুজুরে প্রার্থনা করেন যে, 'ভাতুড়িয়া পরগণার (যাহা বঙ্গদেশের কর্ম্মচারিগণের তন্‌খার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে) জমিদারী কার্য্যের নিতান্ত অব্যবস্থা ঘটিয়াছে, তথাকার জমিদার শ্রীমতী শর্ব্বাণী দর্শন ও শ্রবণশক্তিবিহীনা ও কার্য্যপরিচালনে অক্ষম ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার নিঃসন্তান পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহার স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র বলরাম বৃদ্ধ হওয়ায়, তাঁহার দর্শন ও শ্রবণশক্তির হ্রাস হইয়াছে। তিনি নিঃসন্তান, তাঁহার দ্বারা জমিদারী কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। এ জন্য অধীন (কুলী খাঁ) শর্ব্বাণীর মৃত্যুর পরে জমিদারী কার্য্যে সম্পূর্ণ কুশল রামজীবন ও কালু কোঁয়রকে মহালের সুশাসন ও উন্নতিবিধান জন্য ঐ জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে। ভরসা যে, হুজুরের

(৩য়) প্রাচীন রাজশাহী জমিদারী প্রাপ্তির কারণ পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা গিয়াছে। নাটোর রাজবাটীতে রক্ষিত সুল্‌তানাবাদ পরগণার এক প্রাচীন সনন্দের অস্পষ্ট প্রতিলিপি হইতে অবগত হওয়া যায়, উদয়নারায়ণের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র সাহেবরাম ও * চাঁদসিংহ এই পরগণার জমিদারী পাইয়াছিলেন। বিদ্রোহ অপরাধে রাজশাহী পরগণা হস্তচ্যুত হইলেও, পার্শ্ববর্ত্তী সুল্‌তানাবাদ উদয়নারায়ণের বংশধরগণকেই প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছিল। পরে ইহাও অবশ্য কোন অজ্ঞাত কারণে রঘুনন্দনী মেলে মিশিয়া যায়। অতঃপর, নাটোর রাজবাটীর বৃত্তিভোগ করিয়া উদয়নারায়ণের বংশধরগণের জীবনধারণের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজশাহী জমিদারী নাটোরবংশের হস্তচ্যুত হইলেও, তাঁহারা কিছুকাল ইংরেজ-কলেক্টরগণের নিকট হইতে বৃত্তিলাভ করিয়াছেন, রাজশাহী কলেক্টরীর কাগজ-পত্রে ইহা দৃষ্ট হয়।

(৪) অতঃপর, ভূষণা মহম্মদপুরের স্বনামখ্যাত সীতারাম রায়ের উচ্ছেদ-সাধনের পর, রঘুনন্দন ভূষণা-রাজ্যেরও সিংহযোগ্য অংশ গ্রহণ করিলেন।

সীতারামের ইতিহাসও বাঙ্গালীর ভাগ্যদোষে অন্ধতমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের মত এখানেও বিভিন্নভাবে কথিত জনশ্রুতি ভিন্ন নিশ্চিতরূপে কোন কথা জানিবার উপায় নাই (১)। তারিখ্‌ বাঙ্গালার অজ্ঞাত-নামা লেখক মুসলমানী প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। একমাত্র তাঁহাকে

সম্মতিক্রমে দস্তখতী সনন্দ দেওয়া হইবে।' এই আবেদন গ্রাহ্য করা হইল। এক্ষণে কর্ত্তব্য যে, বর্ত্তমান ও ভাবী করোরিয়ান্‌ ও মুতঃস্থদ্দীগণ এই আদেশ-অনুসারে উক্ত প্রশংসিত ব্যক্তিদ্বয়কে এই জমিদারীর ভারপ্রাপ্ত জানিবেন। যথাসময়ে রাজকর আদায়-দান ও প্রজাবর্গের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহারা সাধারণকে সন্তুষ্ট রাখিবেন। রীতি ও আইন্‌বিরুদ্ধ কোন নূতন কর বা নিয়ম সংস্থাপন করিবেন না, এবং মহালের উন্নতিপক্ষে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।" পৃষ্ঠে ইয়াদ্‌দস্তেও এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ আছে। কিশোরী চাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন, "১১১৭ সালে রামকৃষ্ণের পরলোকান্তে রাণী শর্ব্বাণীর নামে জমিদারী বন্দোবস্ত ছিল, রঘুনন্দনই কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেন। পরে শর্ব্বাণীর মৃত্যু হইলে রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত হয়।" এখানে শর্ব্বানীর মৃত্যুকাল রামকৃষ্ণে অর্পিত। বলরামকে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণও দখল দেন নাই। মিত্র মহাশয় সনন্দগুলির ব্যবহার করিয়াছিলেন, এমনও মনে হয় না।

(১) সীতারাম সম্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতিসম্বলিত ইতিহাস মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ডের যশোহরের-বিবরণীতে প্রদত্ত হইয়াছে। ভবিষ্যৎ লেখকগণের ইহাই অবলম্বন। সম্প্রতি এই বিষয়ে আরও অনেক প্রবাদ সংগৃহীত হইয়াছে।

অবলম্বন করা কুত্রাপি নিরাপদ নহে, পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে। নানা মতের সামঞ্জস্য করিয়া যাহা কিছু ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধার করা যায়, নিম্নে তাহাই বিবৃত হইতেছে।

নবাব ইব্রাহিম্ খাঁ যখন দুর্ব্বল হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে শোভাসিংহকে বলসঞ্চয়ের অবসর প্রদান করিতেছিলেন, ঠিক্ সেই সময়েই পূর্ব্ব-দক্ষিণ বঙ্গে এক প্রতিভাশালী তেজস্বী কায়স্থসন্তান বিশৃঙ্খলতার সুযোগে ধীরে ধীরে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের আয়োজন করিতেছিলেন। চাক্লে ভূষণার মধুমতী-নদীতীরে হরিহরনগর নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে উত্তর-রাঢীয় কায়স্থ-কুলে বিশ্বাসবংশে সীতারামের জন্ম। স্বগ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি সামান্য মৌজা সীতারামের পৈতৃক ভূ-সম্পত্তি। সেকালে ভূষণা-অঞ্চলে রীতিমত রাজ-কর আদায় হইত না। কর্ম্মঠ বলিয়া সীতারাম নবাব সরকার হইতে পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত হন। প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা ও অনন্যসাধা-রণ সাহসের বলে ক্রমশঃ তিনি সমগ্র মহম্মদাবাদ পরগণার ভূস্বামী হইয়া উঠিলেন। ইব্রাহিম্ খাঁর উপেক্ষায় ও তাঁহার উপযুক্ত সহকারী যশোহরের পূর্ব্বকথিত কৃতী ফৌজদার নুরুউল্লার নির্ব্বুদ্ধিতায় সীতারামের অদম্য সাহস ও অতুল অধ্যবসায়ের সাময়িক বাধাপ্রদানের কোনই উপায়বিধান হয় নাই। চাক্লে ভূষণা নদীবহুল স্থান, পদ্মার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখা প্রাকৃতিক গড়-খাতের মত ইহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া আছে। দক্ষিণে সুন্দরবনের তাৎ-কালিক দুর্ভেদ্য জঙ্গল ইহাকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ রাখিয়াছিল। এই সমস্ত কারণে সীতারামের স্বাধীনতালাভের কল্পনা দীর্ঘকাল ধরিয়া লতা-পল্লব বিস্তারের সুবিধা পাইয়াছিল। সেকালের বঙ্গবাসী আত্মরক্ষার জন্য লাঠি, তরবারির ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল, সুতরাং এক দল উপযুক্ত যুদ্ধ-ব্যবসায়ী লোক সংগ্রহে সীতারাম রায়কে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় নাই। গড়খাত-বেষ্টিত সুরক্ষিত স্থানে সীতারাম যে রাজভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মাগুরা উপবিভাগের সাত ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে মহম্মদপুরে তাহার প্রকাণ্ড ধ্বংসাবশেষ পতিত রহিয়াছে।

মুসলমান অধিকারে হিন্দু ভূস্বামিগণমধ্যে গড়খাত নির্ম্মাণ করিয়া রাজপুরী-রক্ষার ব্যবস্থা অসাধারণ নহে; এ কারণে সীতারামের গড়বেষ্টিত রাজপ্রাসাদ কাহারও ঈর্ষ্যাকষায়িত দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। রীতিমত রাজকর প্রদান করিলে ভূস্বামীর সহস্র দোষ উপেক্ষিত রহিয়া যাইত। সীতারাম দুর্গনির্ম্মাণ ও

নগরপত্তন করিলেন। এই মৃণ্ময় দুর্গ চতুষ্কোণ ; বহির্বেষ্টনের পরিমাণ ক্রোশাধিক হইবে। দুর্গপ্রাচীরের বাহিরে গড়খাত। বর্ত্তমানে ইহার উত্তর ও পূর্ব্ব-পরিখা শুষ্ক ভূমিতে পরিণত ; কিন্তু পশ্চিম ও দক্ষিণ পরিখা এখনও জলপূর্ণ থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে তোরণদ্বারের সম্মুখে রামসাগর নামক এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা প্রকারান্তরে এ পার্শ্বে অন্যতম গড়খাতের কার্য্যসাধন করিয়াছে। দুর্গমধ্যে ও পার্শ্বে সুখসাগর প্রভৃতি আরও কয়েকটি জলাশয় খাদিত হইয়াছিল। দুর্গনির্ম্মাণের পরে, নানা স্থান হইতে শিল্পী ও শ্রমজীবী ব্যবসায়ী আনাইয়া প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করাইবারও ব্যবস্থা হইল। পৃথক্ পৃথক্ জাতির বাসজন্য সীতারাম স্বতন্ত্র স্থান শৃঙ্খলাক্রমে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। এইরূপে সীতারামের নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী ক্রমশঃ একটি নগরে পরিণত হইল।

সীতারামের প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরগুলির ফলকলিপি হইতে তাঁহার সময় নির্দ্দিষ্ট হইতেছে (১)। মন্দিরগুলির নির্ম্মাণকাল হইতে অনুমিত হইবে, শোভাসিংহের বিদ্রোহের পর হইতে মুর্শিদাবাদে রাজধানীর স্থাপন পর্য্যন্ত, সীতারাম নগরপত্তন ও দেবমন্দির প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা লইয়া ব্যাপৃত। মুর্শিদ্-

(১) Westland's Jessore & Bengal Monuments দশভুজা মন্দিরের,—

মহীভুজরসক্ষৌণীশাকে দশভুজালয়ং
অকারি শ্রীসীতারামরায়েণ * * মন্দিরং।

এই নির্দ্দেশ হইতে ১৬২১ শক বা ১৬৯৯—১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ হয়। লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে,—

লক্ষ্মীনারায়ণস্থিত্যৈ তর্কাক্ষিরসভূশকে
নির্ম্মিতং পিতৃপুণ্যার্থং সীতারামেন মন্দিরম্।

১৬২৫ শক হইতে ১৬২৬ শক, এবং দুর্গবহিঃস্থ কানাইনগরের কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের শিলালিপি হইতে দৃষ্ট হয়।

বাণদ্বন্দ্বাঙ্গচন্দ্রে পরিগণিতশকে কৃষ্ণতোষাভিলাষী
শ্রীমদ্বিশ্বাসভাবোদ্ভবকুলকমলে ভাসকো ভানুতুল্যঃ।
অজস্রং সৌধযুক্তে রুচিররুচিহরে কৃষ্ণগেহং বিচিত্রং
শ্রীসীতারাম রায়ো যদুপতিনগরে ভক্তিমানুৎসসর্জ্জ॥

মহী=১, ভুজ=২, রস=৬, ক্ষৌণী=পৃথিবী=১ 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' বলিয়া ইহাতে ১৬২১ শক, এইরূপে তর্ক=দর্শন=৬, অক্ষি=২, রস ৬, ভূ=১ হইতে ১৬২৬ শক, এবং বাণ=৫, দ্বন্দ্ব=২, অঙ্গ=৬, চন্দ্র=১ হইতে ১৬২৫ শক দৃষ্ট হয়।

কুলী খাঁ নূতন নগর স্থাপন করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহের প্রতিনিধি বঙ্গদেশ ছাড়িয়া দূরে বিহারের মধ্যে চলিয়া গেলেন। এই সময়েই সীতারামের আশালতা পুষ্পফলে সমৃদ্ধ হইবার অবসর পাইল। সীতারাম বাদশাহ-সরকারে রাজস্ব প্রদান বন্ধ করিলেন। নুরউল্লার পরে দিল্লী হইতে সৈয়দ্ আবুতোরাপ্ যশোহর প্রদেশের ফৌজদার হইয়া আসিলেন। আবুতোরাপ্ আজিমুখানের প্রিয়পাত্র, বাদশাহ বংশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। মুসলমান লেখকের মতে বিদ্যাবুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতায় তৎকালে তাঁহার মত লোক অল্পই ছিল। তিনি মুর্শিদ্‌কুলীর অনুগ্রহ প্রার্থনা দূরে থাকুক, বরং তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়াই চলিতেন। কিন্তু ফৌজদার মহোদয় আভিজাত্য-গৌরবে বলবান্ হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না, তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অল্প ছিল, তাহাতে রীতিমত বেতন দিবার শক্তির অভাবে তদ্দ্বারা কার্য্যপ্রাপ্তির বড় বেশী সম্ভাবনা ছিল না। সীতারাম এই সমস্ত লক্ষ্য করিয়া, নিরুদ্বেগে স্বীয় বলবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সময়ে মোগলাধিকার আক্রমণ করিয়া, পার্শ্বস্থ জনপদসমূহে ভীতির সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন।

তারিখ্ বাঙ্গলার লেখকের ভাষায় "জঙ্গল, খাল, বিল প্রভৃতির আশ্রয়ে থাকিয়া সীতারাম বাদশাহের কর্ম্মকর্ত্তৃগণকে গ্রাহ্য করিতেন না, এবং নিজ জমীদারীর সীমার মধ্যে তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিতেন না। তাঁহার অনেক তীরন্দাজ ও বর্শাধারী রায়বংশী সিপাহী থাকায় ফৌজদার ও থানাদারের লোকজনের সহিত সর্ব্বদাই হাঙ্গামা বাধিত। তিনি উহাদিগকে দখল দিতেন না, অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী তালুকদারের সম্পত্তিও লুণ্ঠন করিতেন। সৈন্যসংখ্যা অত্যল্প হওয়ায়, মীর্ আবুতোরাপ্ এই দুর্দ্দান্ত জমিদারকে দমন করিতে অক্ষম হইলেন। পরিশেষে সাহায্যের জন্য অগত্যা নবাব মুর্শিদ্‌কুলীর নিকট প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু নবাব এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মীর্‌সাহেব সীতারামকে ধৃত করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইলে, তিনি শৃগালবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জঙ্গলভূমির আশ্রয় লইতেন, তীর তরবার-যোগে যুদ্ধ করিয়া ফৌজদারী সৈন্যগণকে হয়রান্ করিতেন। প্রকাশ্যস্থানে সম্মুখযুদ্ধ দিতেন না; ফৌজদারী সৈন্যবল বেশী দেখিলে, গভীর বনভূমি ও নদী মধ্যে আশ্রয় লইতেন। সৈন্যগণ উহা অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিত। তিনিও পরক্ষণেই বাহির হইয়া লুণ্ঠনে ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শন

করিতেন। কেহই তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় নাই, তিনি কখন কাহারও হস্তে পড়িতেন না। পরিশেষে আবুতোরাপ্ তাঁহার দমনের জন্ত পীর খাঁ নামক সেনানীর অধীনে দুই শত অশ্বারোহী সৈন্ত নিযুক্ত করিলেন। সীতারাম সংবাদ পাইয়া, গুপ্তস্থানে এই ভাবে কতকগুলি অনুচর রাখিয়া দেন, যাহাতে তাহারা সহসা আক্রমণ করিয়া সসৈন্তে পীর খাঁকে নিপাত করিতে পারে। এই সময়ে আবুতোরাপ্ সানুচর মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি সীতারামের অধিকারের নিকটে উপস্থিত হইলে, পীর খাঁ আসিয়াছে মনে করিয়া, সীতারাম তাঁহার সশস্ত্র সৈন্তগণকে অতর্কিতভাবে সবেগে আক্রমণের আদেশ দিলেন। আবুতোরাপ্ অসতর্ক ছিলেন, সহসা বনভূমি হইতে সীতারামের দল তাঁহার উপর নিপতিত হইল। 'আমি আবুতোরাপ্' বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেও, তাহারা ভ্রুক্ষেপ করিল না; কারণ, তাঁহাকে কেহই চিনিত না। রায়বংশের বর্ষার আঘাত দ্বারায় তাঁহাকে অশ্ব হইতে ভূমিতে পাতিত করিল, ফৌজদার নিহত হইলেন। সীতারাম সম্মুখে আসিয়া রক্তাক্তকলেবর ফৌজদারকে ধরাশায়ী দেখিয়া, শিরে করাঘাত ও নানারূপ আক্ষেপ করিলেন। অনুচরবর্গকে বলিলেন, 'পীর খাঁর পরিবর্ত্তে এই মহাত্মাকে কেন নিহত করিলে? মুর্শিদ্‌কুলী এখনই ভীষণ প্রতিশোধ লইবেন, তোমাদের ও আমার জীবন্তে খাল্ খিঁচিয়া দিবেন ও সমস্ত মহম্মদাবাদ ছারখার করিবেন। ভবিতব্য যাহা ছিল, ঘটিয়াছে, আর উপায় নাই।' লোকে ফৌজদারের মৃতদেহ উঠাইয়া লইয়া গিয়া ভূষণায় সমাহিত করিল।

"আবুতোরাপের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ বাদশাহের আক্রোশের ভয়ে থরহরি কম্পমান হইলেন (১)। স্বীয় শ্যালীপতি বখ্‌স আলি খাঁকে ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া, সসৈন্তে সীতারামকে ধৃত করিবার জন্ত প্রেরণ করিলেন। জমিদারগণের উপর ভয় দেখাইয়া, কড়া হুকুম জারি হইল,—যেন তাঁহারা কোন দিক্ দিয়া সীতারামকে বাহির হইতে না দেন। যাঁহার জমিদারীর সীমা দিয়া সীতারাম পলাতক হইবেন, তাঁহার জমিদারী উচ্ছেদ ও তাঁহাকে যথেষ্ট শাস্তি দেওয়া হইবে, এই আদেশ প্রচারিত হইল। জমিদারবর্গ বাদশাহের আদেশ অপেক্ষা কুলী খাঁর আদেশ অধিক মান্ত করিতেন; তাঁহারা

(১) বিনামা গ্রন্থকার এই ব্যাপার আরঙ্গজেবের সময়ে ঘটে মনে করিয়া কুলী খাঁর ভয়ের কারণ অনুমান করিয়াছেন।

তটস্থ হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে সদলবলে সীতারামের পলায়নের পথ রুদ্ধ করিলেন। বখ্‌স আলি সীতারামকে সপরিবারে কারারুদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, মুর্শিদাবাদ প্রেরণ করিলেন। নবাবের আদেশে তাঁহার মুখ চর্ম্মাবৃত করিয়া মুর্শিদাবাদের পূর্ব্বপার্শ্বে ঢাকা ও মহম্মদাবাদ যাইবার রাস্তায় তাঁহাকে শূলে আরোপিত করা হইল। অন্যান্য জমিদারকে ভয়প্রদর্শনের জন্য ঐ মৃতদেহ নিকটস্থ বৃক্ষে লট্‌কান হইল, এবং অপরাধীর রক্ত ভূমিতে না পড়ে, এ জন্য নিম্নে একটি পাত্র স্থাপিত হইল। সীতারামের পরিবারবর্গকে যাবজ্জীবন মহম্মদাবাদে কারারুদ্ধ করা হইল (১)। ভূষণা জমিদারী রামজীবনকে প্রদত্ত হইল, এবং সীতারামের সমগ্র অস্থাবর সম্পত্তি সরকারে (খাস্ নবিশীতে) বাজেয়াপ্ত হইল। তাঁহার সমূলোৎপাটনের পর, সরকারী সংবাদপত্রযোগে এই ব্যাপার বাদশাহের গোচর করা হইল।"

দেশীয় প্রবাদ এই যে সীতারামের শাসনের নিমিত্ত নবাব মুর্শিদ্‌কুলী যখন আয়োজন করেন, সেই সময়ে রঘুনন্দনের পরামর্শেই জমিদারবর্গের উপর সীতারামকে আবদ্ধ করিবার ভারার্পণ করা হয়। নাটোর রাজবাটীর প্রতিভাশালী নবীন কর্ম্মচারী দয়ারাম নাটোরের জমিদারী ফৌজ লইয়া পশ্চিম দ্বারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। মেনা হাতী নামক সীতারামের এক বরবপু অমানুষিকবলশালী সেনাপতি ছিলেন। দয়ারামের নির্দ্দয় কৌশলে প্রত্যূষে কুজ্‌ঝটিকার সুযোগে মেনা হাতী নিহত হইলেন (২)। সেনাপতির

(১) ষ্টুয়ার্ট সীতারামের পরিবারবর্গকে দাসরূপে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং এই সঙ্গে, বাদশাহসকাশে 'জবাবদিহী' করিবার সময়ে কুলী খাঁ স্বকীয় ব্যবহার অনুকূলভাবে প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এই উক্তি অনুগ্রহপূর্ব্বক যোগ দিয়াছেন।

(২) এই দয়ারাম রায়ই বিখ্যাত দিঘাপতিয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে, দয়ারাম গুপ্ত ভাবে মেনা হাতীকে নিহত করেন। জনশ্রুতি আরও বেশী দূর গিয়াছে। শূলবিদ্ধ হইলেও মেনা হাতীর মৃত্যু হইল না, তখন তিনি স্বয়ং স্বীয় মৃত্যুসন্ধান বলিয়া দিলেন। তাঁহার কুম্ভকর্ণের মত প্রকাণ্ড মুণ্ড ছেদন করিয়া নবাব সদনে মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইল। নবাব ত তাহা দেখিয়া নির্ব্বাক্, পরে আক্ষেপ করিয়া (সম্ভবতঃ আবু'তারাপের মৃত্যুতে সীতারামের যে দাক্তির জবাবে) বলিলেন, 'হায় হায়, এমন মহাবীরকে জীবিত ধৃত না করিয়া নিহত করিলে?' তখন পুনরায় সেই ভীমমুণ্ড ভূষণায় প্রেরিত হইল। সীতারাম (?) সেই মুণ্ড দুর্গমধ্যে সমাহিত করিলেন, ইত্যাদি'। এখনও লোকে ঐ সমাধিস্থান দেখাইয়া দেয়। সীতারামের উচ্ছেদের পর দয়ারাম কৃষ্ণজীর বিগ্রহ আনিয়া দিঘাপতিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেন। নবাব-দত্ত সীতারামের অস্থাবর সম্পত্তির কিয়দংশ দিঘাপতিয়ায় আছে বলিয়া প্রকাশ।

মৃত্যুতে সীতারাম নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। এ দিকে সংগ্রাম সিংহের অধীনে সুবাদারী সৈন্যদল সীতারামের রাজ্যে প্রবেশ করিল। এইরূপে চতুর্দ্দিকে জমিদারী ও সুবাদারী সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া সীতারাম সপরিবারে বন্দীভূত হইলেন। কথিত আছে, বীরবর সীতারাম শূল দণ্ডে প্রাণনাশের আদেশ শুনিয়া মুর্শিদাবাদ কারাগারে বিষাক্ত দ্রব্য চুষিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গলায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পরে সীতারামের মত বীরধর্ম্মা লোক প্রায় দৃষ্ট হয় না। তিনি স্বীয় ভুজবলে স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছেন, এই জন্য অনেক স্বজাতিপ্রাণ দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি তাঁহাকে কিঞ্চিৎ উচ্চাসন দিবার অনুকূল। সীতারামের প্রতিভা ও সুদক্ষতা সর্ব্ববাদী-সম্মত। সেকালে মোগলের রাজশক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া সফলকাম হওয়া বড়ই দুরূহ ব্যাপার ছিল। এই কারণেই সীতারামের কল্পনা ফলবতী হয় নাই। কিন্তু তিনি দেশের লোককে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে পারেন নাই। দেশীয় জমিদারবর্গও তাঁহার বিরুদ্ধে একযোগে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন, দেখা যায়। ফল কথা, সীতারামের অভ্যুত্থান ব্যক্তিগত, ইহা জাতীয় অভ্যুত্থান নহে।

সীতারামের অধিকৃত জমিদারীর অধিকাংশ নাটোর বংশের ও কিয়দংশ নলডাঙ্গার অন্তর্ভূত করা হয় (১)। প্রেমনারায়ণ নামে সীতারামের এক পুত্রের দৈন্যদশায় জীবনযাপন ও সীতারামের পরিবারবর্গের পরে নলডাঙ্গার জমিদারের বৃত্তিভোগ করিবার কথা প্রচলিত আছে।

রামজীবনের পঞ্চম ও শেষ জমিদারী প্রাপ্তির ইতিহাস এইরূপ,—সরকার মহম্মদাবাদের (বর্ত্তমান নদীয়া ও যশোহরের অধিকাংশ) অন্তর্গত টুঙ্গী স্বরূপপুরের জমিদার সুজাৎ খাঁ ও নিজাবৎ খাঁ বড়ই দুরন্ত ছিলেন।

(১) নাটোর বাটীর কয়েোথশের দত্ত ভূষণার বাদশাহী সনন্দে হিঃ ১১১৯ (১৭১৬) তারিখ আছে। ভাতুড়িয়া ও রাজশাহীর সনন্দও এই সময়ের। বাঙ্গলার সুবাদার জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া প্রচলিত প্রথানুসারে বাদশাহী সনন্দ অবসর মত আনাইয়া দিতেন। সীতারামের মৃত্যুর দুই এক বর্ষ পরে সনন্দ দান ধরিলে ভ্রম না হওয়াই সম্ভব। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে সীতারামের অন্তর্দ্ধানের প্রচলিত প্রবাদও ঠিক্ হইতে পারে। ভূষণার সনন্দে "বিমর্জ্জিম্ তপশীল্ ,বেশী,জমা ও পেস্কস্ প্রদান স্বীকারে ভূষণার 'খারিজা' জমিদারী রামজীবনকে প্রদত্ত হইল", এইমাত্র নির্দ্দেশ আছে। সীতারামের কোনও উল্লেখই নাই।

ইঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে উপদ্রব করিতেন ; একবার নবাব সরকারে চালানী ৬০ হাজার টাকা রাজস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ হুগলীর ফৌজদার আসানউল্লার উপর উহাদের দমনের ভার দিলেন। ফৌজদার মৃগয়া উপলক্ষে ঐ অঞ্চলে গিয়া অতর্কিতভাবে উহাদিগকে বন্দীভূত করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিলেন। নবাব তাঁহাদিগকে চিরকারাবাস দণ্ড দিয়া জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া রামজীবনকে অর্পণ করেন।

এইরূপে অত্যল্প কাল মধ্যেই সমগ্র বাঙ্গলার প্রায় পঞ্চমাংশ রঘুনন্দনের উদ্যোগে রাজশাহী (নাটোর) জমিদারীর অন্তর্ভূ‌ক্ত হইল। এই অতিবৃদ্ধির কথায় বঙ্গে 'রঘুনন্দনী বাড়' প্রবচনের সৃষ্টি হইয়াছে। একালে রাজশাহী জমিদারী আয়তনে বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান জমীদারী ছিল, ইহার তদানীন্তন পরিমাণফল ১২ হাজার বর্গমাইলেরও অধিক। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের উত্তর-পশ্চিমাংশ, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা ও ফরিদপুরের প্রায় সমগ্র ভাগ, রঙ্গপুর ও যশোহরের প্রায় অর্দ্ধাংশ লইয়া এই সুবিস্তীর্ণ জমিদারী গঠিত হইল। রঘুনন্দনের কল্যাণে কুলী খাঁর বন্দোবস্তে ইহার দেয় রাজস্বও অন্য জমিদারীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল।

এই সমস্ত কারণে নাটোর রাজবংশ খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে এক পুরুষেই বাঙ্গলায় বিখ্যাত হইয়া উঠেন। রঘুনন্দন নবাব সরকারের এক জন প্রধান কর্ম্মচারী, শেষে কিয়ৎকাল খালসা দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়াই এই প্রতিপত্তির বৃদ্ধি (১)। রঘুনন্দন ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। রামজীবনের পুত্র কুমার কালিকাপ্রসাদ ইতিহাসের 'কালুকুঙর', ইনিও ১১৩১ সালে (১৭২৪খ্রীঃ) নিঃসন্তান পরলোকগত হন। পুণ্যশ্লোকা রাণী ভবানী রামজীবনের পোষ্যপুত্র রামকান্তের পত্নী।

রঘুনন্দনের জমিদারী প্রাপ্তির উপলক্ষে জমিদার বিপ্লবের যে বিবরণ উল্লিখিত হইল তাহাতে সেকালের জমিদারের ব্যবহার কিয়ৎপরিমাণে অনু-

(১) রঘুনন্দনের রায়রায়ান্ উপাধি-প্রাপ্তির প্রবাদ আছে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে খাল্‌সা দেওয়ান রায়রায়ান্ উপাধি পাইতেন বলিয়াই তাঁহার উপর এই আখ্যা প্রযুক্ত হইয়াছে কি না, বলা যায় না। কোম্পানীর সেরেস্তাদার মিঃ গ্রাণ্ট সুবিস্তীর্ণ রাজশাহী জমিদারী একজন পৌরোহিত্যব্যবসায়ী বিষয়ানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণসন্তানকে প্রদত্ত হইয়াছে' বলিয় অনুযোগ করিয়াছেন। সাহেব মহোদয় সম্ভবতঃ জানিতেন না, কথিত চাল্‌কলা-ভোজী

মিত হইতে পারে। নবাবী আমলে জমিদার ও প্রজার স্বত্ব এবং অধিকার অন্যত্র আলোচিত হইবে। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ সুবাদারী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অবধি নব বন্দোবস্তে সমধিক মনোযোগী হইয়াছিলেন। নিম্নে পূর্ব্বতন ব্যবস্থার সামান্যমাত্র নির্দ্দেশ করিয়া আমরা কুলী খাঁর বন্দোবস্তের বিবরণী দিলাম।

আসল তুমার জমা। রাজা টোডরমল্লের সুবিখ্যাত বন্দোবস্তে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা ২৪ সরকার (১) ও ৭৮৭ পরগণায় বিভক্ত দেখা যায়। এই সময়ে যে আসল্ জমা-তুমার প্রস্তুত হয়, তাহাতে রাজস্বের পরিমাণ ১৪৯৬১৪৮২৮৶৭ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠান আমলের কাগজ-পত্রই এই বন্দোবস্তের ভিত্তিস্বরূপ। জায়গীর সমেত সমগ্র বঙ্গে ১৯ সরকার ও ৬৮২ পরগণায় রাজস্ব ১০৬৯৩১৫২৲ টাকা স্থিরীকৃত হইয়াছিল। বাদশা শাজাহানের রাজ্যকালে উত্তরপূর্ব্বভাগের কয়েকটি প্রত্যন্তপ্রদেশও আংশিক-ভাবে মোগলের আয়ত্ত হয়, এ জন্য শাসুজার শাসন সময়ে উড়িষ্যা সহ ৩৪ সরকারে বিভক্ত বর্দ্ধিতায়তন বাঙ্গলার রাজকর ১৩১১৫৯০৭৲ টাকা স্থির হয়। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় বন্দোবস্তে আদায়যোগ্য রাজস্বের পরিমাণ নিশ্চিত-রূপে ধার্য্য হওয়ায়, আয়তনবৃদ্ধি সত্বেও আয়ের হ্রাস দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু এই সংশোধিত রাজস্ববন্দোবস্তে নির্দ্ধারিত জমাও কিয়ৎপরিমাণে কাগজের ব্যবস্থামাত্রই ছিল, কোন কালেই আংশিকভাবে ভিন্ন সম্পূর্ণ রাজকর আদায় হয় নাই।

মুর্শিদকুলী খাঁ যে সময়ে দেওয়ান্ হইয়া আসেন, তখন বাঙ্গলা সম্পূর্ণ-রূপে বেবন্দোবস্ত; বিদ্রোহাদিতে দেশ এক প্রকার বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গলার আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ একালে এতই অল্প হইয়া পড়িয়াছিল যে, সৈন্যাদির ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য অন্য সুবা হইতে

ব্রাহ্মণসন্তান রঘুনন্দনের পদতলে আসন পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইলেও অনেক রাজস্ব-সচিব আপনাকে ধন্য মনে করিতেন।

(১) সরকার, বর্ত্তমান জেলার পূর্ব্বতন ব্যবস্থা। বাঙ্গলার জিন্নেতাবাদ (গৌড়,) টাঁড়া, ফতবাদ, মহম্মদাবাদ, বাক্‌লা, খলিফাতাবাদ, পূর্ণিয়া, তাজপুর, ঘোড়াঘাট, পিঞ্জরা, বাজুহা, সোণার গাঁ, সিলট, চট্টগ্রাম, শরীফাবাদ, সুলেমানাবাদ, সাত গাঁ ও মাদারণ, এই উনিশটি, এবং উড়িষ্যায় জলেশ্বর, ভদ্রক, কটক, কলঙ্গদণ্ডপৎ ও রাজমহেন্দ্রী, এই পাঁচটি সরকার। (আইন-আকবরী, দ্বিতীয় খণ্ড)।

টাকা আমাইতে হইত (১)। মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ পূর্ব্বব্যবস্থার আমূল-সংশোধনে বদ্ধপরিকর হইলেন ; যথাবিধি ব্যবস্থার জন্যই মনস্বী আরঙ্গজেব্‌ তাঁহাকে বঙ্গে প্রেরণ করেন। দেওয়ানীর প্রথমবর্ষেই কুলী খাঁ বাঙ্গলার রাজস্ববিষয়ে বিশেষজ্ঞ, অথচ সরকারের হিতাকাঙ্ক্ষী আমিল্‌ (কর্ম্মচারি)-গণকে পরগণায় পরগণায় রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু এরূপে অভিলষিত ফললাভ অসম্ভব হইল। রীতিমত জরিপ-জমাবন্দী করা আবশ্যক, অথচ দেশের অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। মুর্শিদকুলী খাঁও তখন দেওয়ানমাত্র, তাঁহার হস্তে যথেষ্ট ক্ষমতা ন্যস্ত হয় নাই ; সুতরাং দেশের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব যথা-সম্ভব আদায় করাই তখন তাঁহার সাধ্য ছিল। সুবাদারীপদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি পূর্ব্ব সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় বিধান করিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এই সময়ে প্রধান কানুনগো দর্পনারায়ণ ও রঘুনন্দন তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁহাদের হস্তে খাল্‌সা-সেরেস্তার (রাজস্ব-বিভাগের) ভার অর্পিত হওয়াতেই, কুলী খাঁর রাজস্ব-বন্দোবস্ত সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল।

ইতঃপূর্ব্বেই বাদশাহের সম্মতি অনুসারে মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ সুবাদার ও অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্য সকলের জায়গীর বাঙ্গলা হইতে খারিজ্‌ করিয়া, উড়িষ্যায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। প্রান্তদেশস্থ অর্দ্ধস্বাধীন রাজা ও জমিদারগণকে তাঁহাদের নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে অশাসিত ভূভাগের বন্দোবস্তের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করা হইল ; উদ্দেশ্য যে, রাজস্বের ভাগ্যে যাহাই হউক, ঐ সমস্ত স্থানের যথাসম্ভব হিসাব পাইয়া প্রকৃত অবস্থা অবগত হইবেন। আভ্যন্তরীণ জমিদারবর্গের মধ্যে যাঁহারা বন্দোবস্তকার্য্যে সম্পূর্ণ উৎসাহ-প্রকাশ ও সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন, তাঁহাদিগকে বন্দোবস্তের সম্পূর্ণ ভার দিয়া, সরকার হইতে সহকারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া, এই বিষয়ে সাহায্য করা হইল। অনায়ত্ত জমিদারগণকে কৌশলে, কুত্রাপি বা বলপ্রয়োগে, কিয়ৎকাল মুর্শিদাবাদে নজরবন্দী (২) রাখিয়া, বিশ্বাসী ও

(১) তারিখ্‌ বাঙ্গালা।

(২) মুসলমান লেখকের 'কারারুদ্ধ' কথায় ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ এই ব্যাপার কঠোরতর করিয়া লইয়াছেন। মুতাক্ষরীণের উক্তি ক্ষিতীশবংশাবলী ও দেশীয় জনশ্রুতির নির্দ্দেশ সহ মিলাইয়া দেখিলে জমিদারগণকে মুর্শিদাবাদ সহরের নিজ নিজ আবাসবাটীতে নজরবন্দী রাখিবার কথাই বিশ্বাস হয়।

কর্ম্মঠ আমিল্‌গণের দ্বারা সমগ্র ভূভাগে এককালে জরিপ-জমাবন্দি করিবার ব্যবস্থা হইল। অনেক অবাধ্য কৌশলী জমিদার স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে বন্দোবস্ত কার্য্যে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে বলিয়াই, এই কঠোর ব্যবস্থা। এরূপ জমিদারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ম নান্‌কর আয় নির্দ্ধারিত হইল। মহালে মহালে ভূমি মাপ ও তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য চলিতে লাগিল। প্রজার অবস্থা ও সুবিধা অনুসারে জমিপত্তনেরও ব্যবস্থা করা হইল। দুঃস্থ প্রজাবর্গকে তাগাবী অর্থ সাহায্য দিয়া, সর্ব্বপ্রযত্নে ভূমির উৎকর্ষসাধন হইতে লাগিল (১)। এইরূপে অল্পকালমধ্যেই বন্দোবস্ত কার্য্য শেষ হইলে, জমিদারগণকে ব্যবহারের ইতরবিশেষ অনুসারে ক্রমশঃ স্বপদে প্রতিরোপিত করা হইল। মৃত বা নিতান্ত অসাধ্যসাধন ধূর্ত্ত জমিদারগণকে উৎখাত করিয়া, নূতন লোকের সহিত জমিদারী বন্দোবস্ত হইল (২)। সমগ্র বঙ্গদেশের রাজস্বের অবস্থা প্রধান কানুন্‌গো দর্পনারায়ণের নখদর্পণে প্রতিফলিত ছিল, সুতরাং তাঁহার ব্যবস্থায় রাজকরের সমূহ উন্নতিই হইল। এইরূপে বন্দোবস্ত কার্য্য শেষ করিয়া, মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ ১৭২২ খৃষ্টাব্দে (বাং ১১২৮, হিঃ ১১৩৬) যে কাগজ প্রস্তুত করাইলেন, তাহার নাম 'জমা কামেল্ তুমারী।' এই 'পাকা' বন্দোবস্তই পরবর্ত্তী বন্দোবস্ত সমূহের ভিত্তিস্বরূপ। বঙ্গের পূর্ব্বতন সরকার গুলিকে এক্ষণে ত্রয়োদশ চাক্‌লা বা বিভাগে পুনর্বিভক্ত করা হইল। প্রত্যেক চাক্‌লায় এক একজন ফৌজদার ও তাঁহার অধীনে আমিল প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া, শাসন ও রাজস্ব বিভাগের কার্য্যের নব ব্যবস্থা হইল। পরগণার সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়া ১৬৬০ হইল; অবশ্য পূর্ব্বের অনেক বৃহৎ পরগণাও এক্ষণে বিভক্ত হইয়াছিল। জায়গীর জমা সহ সমগ্র রাজস্ব ১৪২৮৮১৮৬৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইল।

কথিত ১৩টি চাক্‌লার মধ্যে বন্দর বালেশ্বর ও হিজ্‌লী উড়িষ্যার সীমা

(১) তারিখ্ বাঙ্গালা।

(২) এই অভিনব জমিদারশ্রেণীর অনেকেই হয় সরকারী কর্ম্মচারী নয় অর্থশালী লোক। অনেকে কুলী খাঁর সময়েই এই শ্রেণীর উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। চিরদিনই এই ভাবে এই শ্রেণীর লোকের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। 'মুর্শিদকুলী খাঁর প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্তই ইচ্ছামত জমিদারবর্গকে উৎপাত করেন' এই উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে।

হইতে বাঙ্গলায় খারিজ্ করিয়া লওয়া হয়। তদ্ভিন্ন পদ্মা ও ভাগীরথীর পশ্চিম পার্শ্বে মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, সপ্তগ্রাম (বা হুগলী) যশোহর, ভূষণা এই পাঁচটি, অবশিষ্ট ছয়টি,—আকবরনগর, (রাজমহল), ঘোড়াঘাট, করইবাড়ী, জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা), শ্রীহট্ট ও ইস্লামাবাদ (চট্টগ্রাম) প্রধানতঃ পদ্মার পূর্ব্বপার্শ্বে স্থাপিত। রাজমহলের কিয়দংশ মাত্র গঙ্গার পশ্চিম-পারে। এই ত্রয়োদশ চাক্লায় বিভক্ত বঙ্গের রাজকর তৎকাল-প্রতিষ্ঠিত ২৫টি জমিদারী-বিভাগে (এহ্তিমাম্বন্দী) বন্দোবস্ত হয়। পরবর্ত্তী নবাব সুজাউদ্দীনের সময়ে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে (বাং ১১৩৫ সাল) এই বন্দোবস্ত পাকা হইয়া সুমার বা গোসোয়ারা প্রস্তুত হইয়াছিল (১)।

ভূমির রাজস্ব ব্যতীত অন্যরূপ করের পারসী নাম আব্ওয়াব্। মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে একমাত্র আবওয়াব্ খাসনবিসী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজস্বের উপরে এই সামান্য নজরানা লওয়া হইত। খাল্সা (রাজস্ব) সেরেস্তার খাস্নবীস্ ও মুতঃসুদ্দীগণের পার্ব্বণী লইয়াই ইহার উৎপত্তি। এইটি এবং বাদশাহ সরকারে প্রেরিত বার্ষিক নজরানা বাবদ্ মোট ২৫৮৪৫৭ টাকা সমগ্র বঙ্গের ভূসম্পত্তির উপরে পড়তা করিয়া আদায় হইত। আবওয়াব্ কিরূপে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, অন্যত্র তাহা প্রদর্শিত হইবে।

বর্ণিত জমিদারী বন্দোবস্তই মুর্শিদ্কুলী খাঁর কীর্ত্তিস্তম্ভ, আবার ইহাতেই তাঁহার কলঙ্কপ্রবাদ। তারিখ বাঙ্গালার লেখকের প্রচারিত জনশ্রুতিই কলঙ্কের মূল ভিত্তি। তিনি মুর্শিদকুলী খাঁর ন্যায়পরতা, কার্য্যকুশলতা, ধর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, পূর্ব্বেই দৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার মতে শায়েস্তা খাঁর পরে সমগ্র হিন্দুস্থানে কুলী খাঁর মত সুবিজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। এইরূপ নির্দ্দেশের পরেও, জমীদার-পীড়নের ভয়ানক অপবাদ হইতে তিনি মুর্শিদ্কুলীকে মুক্তি দেন নাই। পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ তাঁহার সত্যনিষ্ঠার গুণানুকীর্ত্তন করিয়াছেন (২)। সত্যনিষ্ঠাসম্বন্ধে সন্দেহ না করিলেও, দুঃখের বিষয় এবং স্বীকার্য্য যে, লেখক-মহোদয়ের লেখনী

(১) Grant's Analysis. মিঃ গ্রাণ্ট প্রধান কানুন্গোর সেরেস্তা হইতে জমিদারী বন্দোবস্তের কাগজ পান, ইতিপূর্ব্বে ফ্রান্সিস্ সাহেবও ঐ উপায়ে ১১৮২ সালের ৬ই মাঘ (১৭৭৬ জানুয়ারী) এই কাগজের একখণ্ড নকল পাইয়া স্বীয় বিখ্যাত মিনিট্ লিপিবদ্ধ করেন। পরিশিষ্টে জমা কামেল্ তুমারীর বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(২) গ্লাড্উইন্-ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি।

যেরূপ ওজস্বিনী, সত্যনির্দ্ধারণের প্রয়াস তত দূর বলবৎ দেখা যায় না। তিনি তাঁহার সমকালে (১) যেখানে যে প্রবাদ শ্রবণ করিয়াছেন, অকাতরে তৎসমুদয় গ্রহণ করিয়া, প্রকৃত ঘটনার সহিত মিশাইয়া, সুন্দর লিপিকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্যজ্ঞান অবশ্য এরূপ গ্রন্থে আশা করা যায় না (২)। অবাস্তব ঘটনা, অতিপ্রাকৃত বা অমানুষ ব্যাপারও ইহাতে পরিত্যক্ত হয় নাই (৩)। গ্রন্থকার নানাপ্রকার অসম্বদ্ধ জনশ্রুতি ও বিরুদ্ধভাবের উক্তির একত্র সমাবেশ করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে কেহই ইহার যথাযথ সমালোচনার প্রয়াস পান নাই।

সৌভাগ্যের বিষয়, জমিদারী বন্দোবস্তের কাগজপত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান। দেখা গিয়াছে, জমিদারী-বন্দোবস্তে বীরভূমি ভিন্ন প্রধান জমিদারীমাত্রেই হিন্দু-জমিদার। অন্যত্র মুসলমান তালুকদারের সংখ্যা নিতান্ত অল্প, সমগ্র বঙ্গের এক আনা অংশমাত্র মুসলমান ভূস্বামীর হস্তে স্থাপিত ছিল। বিদ্রোহী হিন্দু-জমিদারের উচ্ছেদের পরে, পুনরায় হিন্দুর প্রতিই ভার অর্পিত হইয়াছে। অজ্ঞাতনামা লেখক ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, স্বকপোলকল্পিত একটি মতের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ রাজস্ব আদায়ে বাঙ্গালী হিন্দু ভিন্ন অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করিতেন না; কেন না, হিন্দুগণ ভীরুস্বভাব, শাস্তির ভয়ে শীঘ্রই নিজ নিজ দুষ্কৃতি প্রকাশ করিয়া ফেলিবে। তাহাদের দ্বারা রাজ্যের কোনরূপ ক্ষতিরও আশঙ্কা ছিল না। হিন্দু জমিদার ও আদায়কারী আমিল্‌গণকে এই প্রশংসাপত্র দিবার সময়ে, গ্রন্থকার সম্ভবতঃ নিজের বর্ণিত শোভাসিংহ উদয়নারায়ণ বা সীতারামের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। একালের সাধারণ বাঙ্গালী হিন্দুর স্বভাব যাহাই হউক, সেকালের জমিদারবর্গ যে নিতান্ত 'ভালমানুষ' ছিলেন, ইহা সপ্রমাণ করা কষ্টকর (৪)।

---

(১) ভান্সিটার্ট সাহেবের আদেশে এই গ্রন্থ রচিত হয়। গ্রন্থমুখে ভান্সিটার্ট-বন্দনায় বাণভট্টের লেখনীও ধিক্কৃত হইতে পারে। সেই সময়ে Asiatic Miscellany তে প্রকাশিত মন্তব্য ভূমিকায় প্রদত্ত হইল।

(২) ইঁহার মতে যব্‌চার্ণকের হাঙ্গামা হইতে আষ্টও কোম্পানীর সহিত কলহব্যাপার পর্য্যন্ত কুলী খাঁর শাসনসময়ে সংঘটিত হয়।

(৩) মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ সইফী মন্ত্রে লড়াই ফতে করিতেন। রসিদ্ খাঁর সহিত যুদ্ধে মন্ত্রসাধন করিয়া নবাব যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, লোকে দেখিল, স্বর্গ হইতে যোদ্ধৃগণ নীলবর্ণ পোষাক পরিধানে অবতীর্ণ হইয়া সাহায্য করিতেছে।

(৪) কৃষ্ণনগররাজ কৃষ্ণরামের সসৈন্যে যশোহর প্রদেশ আক্রমণ ও রাজস্বদান রহিত

দেশবাসিগণের অধিকাংশই যে হিন্দু, এবং তাঁহারা রাজস্বআদায় প্রভৃতি কার্য্যে পূর্ব্বাপর নিয়োজিত থাকিয়া অধিকতর বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম্মকুশলতা দেখাইয়াছেন, ইহা স্বীকার করা লেখকের উচিত ছিল।

মুর্শিদকুলী খাঁর বিরুদ্ধে জমিদারপীড়নের প্রথম ও প্রধান অভিযোগ এই যে, বন্দোবস্ত সময়ে ও তৎপরে তিনি জমিদারগণকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গের জমিদারগণের অনেকেই বিপ্লবের সুবিধায় রাজকর আদায় দানের পদ্ধতি একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াছিলেন। উদয়-নারায়ণ ও সীতারাম, অথবা কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণরামের অবস্থা কয়েকটি বৃহৎ দৃষ্টান্তমাত্র। অনেক ক্ষুদ্র জমিদারও অবসর পাইলে মোগলশাসনকর্ত্তাকে অঙ্গুষ্ঠপ্রদর্শনে বিরত হইতেন না। বঙ্গের রাজকর এই কারণে এতই হ্রাস হয় যে, অর্থের জন্য অন্যত্র সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইত। বাদশাহ আরঙ্গজেব্ এই ব্যবস্থার পঙ্কোদ্ধারের জন্যই রাজস্ববিৎ মুর্শিদকুলী খাঁকে বঙ্গে প্রেরণ করেন, পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কুলী খাঁও এই আবর্জ্জনারাশি পরিষ্কার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। সুবাদারী ও দেওয়ানী উভয় ক্ষমতা স্বহস্তে পাই-য়াই তিনি রীতিমত ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় অত্যধিক অত্যাচার অবশ্যম্ভাবী। সেকালের চক্ষে দেখিলে, অবাধ্য জমি-দারগণকে কিয়ৎকাল কারারুদ্ধ বা নজরবন্দী রাখা বড় বেশী দোষের বিবেচিত হইবে না। প্রকৃতিপুঞ্জের ও ক্ষেত্রের অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া, রাজকোষে প্রাপ্য কর রীতিমত আদায় করার জন্যই এই ভাবে ব্যবহার হইয়াছিল। মুসলমান লেখক স্বয়ং তাহা প্রকারতঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কেডাষ্ট্রাল্ সার্ভে প্রজাবর্গের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিতেছে ভাবিয়া, এক শ্রেণীর লোকে যেমন ইহার বিরুদ্ধে এ কালের একমাত্র সম্বল চীৎ-কারধ্বনি উত্থিত করিয়াছেন, তদানীন্তন দুরন্ত জমিদারবর্গ সেকালের মত করিয়া এই বন্দোবস্তের বাধা-প্রদানে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

বাকী খাজানা আদায়ের জন্য জমিদারগণকে কারারুদ্ধ করা অথবা রাজধানীতে নজরবন্দী রাখা নবাবী আমলের আইনের ব্যবস্থা। নম্র স্বভাব সুজাউদ্দীন্ বা সুবিখ্যাত প্রজারঞ্জক আলিবর্দ্দী খাঁর সময়েও এই জন্য

করিবার কথা ক্ষিতীশবংশাবলীতে দ্রষ্টব্য। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সেকালের জমি-দারের অধিকার ও কার্য্য বর্ণনায় ইহা পরিস্ফুট হইবে।

জমিদারগণের কারাবাস ঘটিয়াছে (১)। পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের সময়েও এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং চিরাগত মুসলমানী প্রথামত অবাধ্য বা রাজস্ব আদায়দানে অশক্ত জমিদারবর্গকে বন্দিভাবে রাখিয়া, মুর্শিদকুলী খাঁ যে ভীষণ অত্যাচার করিয়াছেন, এরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। অজ্ঞাতনামা ইতিহাসলেখক অন্যত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, 'রাজস্বদানে অশক্ত জমিদারগণকে সপরিবারে মুসলমান করা হইত।' অথচ এরূপ এক জন জমিদারেরও উল্লেখ দেখা যায় না। প্রকৃত হইলে, অন্ততঃ সীতারাম ও উদয়নারায়ণের পরিবারবর্গের দৃষ্টান্তটাও মিলিত। ভ্রান্তধর্ম্মবুদ্ধিপ্রণোদিত মুসলমান গ্রন্থকার মুর্শিদকুলী খাঁকে যেখানে স্বীয় মানদণ্ডে আদর্শ মুসলমান করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই স্থানেই তাহার উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে। তিনি বলেন, 'হিন্দু জমিদারবর্গের পাল্‌কীতে চড়া নিষিদ্ধ ছিল, তাঁহারা কেবল সোজা বাঁশ দেওয়া চৌপালা ব্যবহার করিতে পাইতেন। হিন্দু জমিদার বা কর্ম্মচারিবর্গ নবাবের সমক্ষে আসনে উপবেশন করিতে পাইতেন না। ক্ষুদ্র জমিদারগণের দরবারে প্রবেশ নিষেধ ছিল। নবাবের সমক্ষে পরস্পরকে কেহ অভিবাদন করিতে পাইত না, এবং এই সমস্ত নিয়মাবলীর রেখামাত্র ভঙ্গ হইলে, তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেওয়া হইত।' পরক্ষণেই এক নিশ্বাসে, 'তাঁহার জগৎপ্রসিদ্ধ অপক্ষপাতবিচারে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রজা পর্য্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া তাঁহার নিকটে অভিযোগ জ্ঞাপন করিত' ইত্যাদিও আছে। তবেই দেখা গেল, যেখানে হিন্দু, সেইখানেই কুলী খাঁর না হউক, গ্রন্থকারের বিচার বিভ্রাট। মুর্শিদকুলী খাঁর প্রধান রাজস্ব-সচিব হইতে আরম্ভ করিয়া, অনেক উচ্চপদে হিন্দু কর্ম্মচারী ছিলেন, দেখা যায়। লাহরীমল্ল প্রভৃতি হিন্দু-সেনাপতি ছিলেন, রাজা রঘুরামের বীরত্বগুণে মুগ্ধ হইয়া পুরস্কারস্বরূপ তাঁহার পিতার কারামোচন ও জমিদারী প্রদানও কুলী খাঁর কার্য্য (২)। হিন্দু কর্ম্মচারী, হিন্দু জমিদার, সর্ব্বত্র হিন্দুগণে বেষ্টিত হইয়া, শুদ্ধ হিন্দুর প্রতিই এই কঠোর ব্যবস্থা কিরূপে সঙ্গত হয়? দুঃখের বিষয়, একটী দৃষ্টান্ত দ্বারাও লেখক

(১) সুজাউদ্দীনের সময়ে বন্দীভূত সাবর্ণ চৌধুরীর সম্পূর্ণ একটি খাসী-ভক্ষণে কারামুক্তির কথা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে স্বয়ং কৃষ্ণনগররাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাকী রাজস্ব ও নজরানার জন্য কারারুদ্ধ হন। (বাং ক্ষিতীশবংশাবলী—৯৮ পৃঃ।)

(২) ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত।

স্বীয় উক্তির সমর্থন করেন নাই। এ ক্ষেত্রে বঙ্গের তদানীন্তন হিন্দুমাত্রেরই নিতান্ত কাপুরুষতা স্বীকার না করিলে, লেখক মহোদয়ের কথায় "ডিটো" দেওয়া যায় না।

দেখা গেল, রাজস্বের নিমিত্তই মুর্শিদ্‌কুলী খাঁর সুনাম বা দুর্ণাম। বাঙ্গলার রাজস্ব বন্দোবস্তের সহিত চিরদিন তাঁহার নাম সংযুক্ত থাকিবে। এ দেশের ইংরেজ-বণিক্‌গণও রাজকরের জন্যই তাঁহার প্রতিকূল। নবাবের বিশেষ অপরাধ, রাজস্বের ক্ষতি স্বীকার করিয়া, কোম্পানীর অবশ্যপোষ্য কর্ম্মচারিগণের স্বাধীন ব্যবসায় অব্যাহত রাখেন নাই, টাকশালে বিনাব্যয়ে কোম্পানীর মুদ্রা প্রস্তুত করিতে দিলেন না, কলিকাতার পার্শ্বে ইংরেজ বণিকের সুবিধা ও বলসঞ্চয়ের সাহায্যার্থে জমিদারিগুলিও গ্রহণ করিতে দেন নাই। অসহ্য অত্যাচার! বাদশা ফররোখ্‌শেরের সনন্দের (১) নির্দ্দেশমতে সমস্ত কার্য্য করিতে কুলী খাঁ অস্বীকৃত হইলে, কাশিমবাজারের ইংরেজগণ পুনরায় নবাব দরবারে সাক্ষাৎ করিয়া তর্কবিতর্ক করিলেন। তাঁহাদের লিখিত পত্রে তাঁহাদেরই উদ্ধতভাব প্রকাশের পর, নবাব যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহাতে তাহারা যে অভিমতই প্রকাশ করুন, অন্যে তাঁহাকে এক মিষ্টভাষী গম্ভীর শান্তপ্রকৃতির লোক বলিয়াই বিশ্বাস করিবেন। (২)

জমিদারী বন্দোবস্তের সময় কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা যে অল্পাধিক অত্যাচার ঘটিয়াছিল, জনশ্রুতি তাহাকে অতিবঞ্জিত করিয়াছে। যাঁহারা মুর্শিদ্‌কুলী খাঁর সময়ে জমিদারবর্গের সার্ব্বিক উচ্ছেদের জন্য অনুযোগ করিতে চান,

(১) ফররোখ্‌শেরের প্রচারিত সমস্ত ফরমান্‌গুলি ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের পার্লিয়ামেন্টের প্রথম কমিটীর বিবরণী ও প্রদত্ত হইয়াছে। ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্যের বিবরণ পরে বর্ণিত হইল।

(২) ১৭১৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে নবেম্বর তারিখের লিখিত কাশিমবাজার হইতে প্রেরিত পত্র। "জাফর খাঁর সহিত তর্কবিতর্কের সময়, মিঃ ফিকের উত্তেজনাপূর্ণ প্রকৃত উত্তরে সভাস্থ সমস্ত লোকে চকিত হইল, কেহ কেহ ভয়সূচক ভাব কাণাঘুসা করিতে লাগিল। নবাব কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে পান আনাইয়া কাগকটা মিষ্ট কথায় আমাদিগকে বিদায় দিলেন। তিনি বলিলেন 'নিশ্চয় জানিও তোমাদের শত্রু হইব না, যাহা করা যাইতে পারে দেখিব।' নবাব যাহাদের সহিত আর কথা কহিতে চান না, তাহাদিগকে এইরূপ মিষ্ট কথায় ছলে বিদায় দেওয়াই তাঁহার নিয়ম।"

Auber's Rise & Progress of the British in India. p. 22.

তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত, যে বিদ্রোহী হইলে বা নিয়মিত রাজস্ব-আদায়-দানে বারম্বার ত্রুটী হইলেই, কুলী খাঁ অন্য বন্দোবস্ত করিয়াছেন। যথেচ্ছ নূতন জমিদার প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। নবাবী আমলে জমিদারবর্গ যে এই ভাবেই ব্যবহৃত হইতেন, মুসলমানরাজের ইচ্ছার উপর জমিদারিপ্রাপ্তি নির্ভর করিত, তাহা রেভেনিউ বোর্ডে রক্ষিত রাজা নবকৃষ্ণের এক আবেদনপত্রে স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে (১)। ইহাতে পরবর্ত্তী নবাবগণের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। মুর্শিদকুলী খাঁ জমিদারবর্গের স্বায়ত্ত-শাসনের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই, ইহাও মনে রাখিতে হইবে।

এই সমস্ত কথিত অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা 'বৈকুণ্ঠে'। অজ্ঞাতনামা লেখক বলেন, "নবাবের দৌহিত্রীপতি সৈয়দ্ রজী খাঁ বাঙ্গলার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া, বাকী কর আদায়ের জন্য জমিদার ও আমিল্‌গণের উৎপীড়নের নানাবিধ নূতন উপায় উদ্ভাবন করেন। অহঙ্কার ও নিষ্ঠুরতার জন্য ইনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। জমিদারগণকে ঢিলা পায়জামা পরাইয়া, তন্মধ্যে বিড়াল ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কাহাকেও লবণ মিশ্রিত মহিষ-দুগ্ধ পান করাইয়া উদরাময়ে মৃতপ্রায় করিবার ব্যবস্থা করিতেন (২)। তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি 'বৈকুণ্ঠ'। প্রবাদ এই (৩) যে, মনুষ্য সমান একটি খাদ প্রস্তুত করাইয়া, নানাবিধ অকথ্য পূতিগন্ধময়-পদার্থে তাহা পূর্ণ করা হইয়াছিল। হিন্দুগণের প্রতি উপহাসচ্ছলে এই নরক-কুণ্ডের নাম 'বৈকুণ্ঠ' রাখিয়া, রাজস্বপ্রদানে অশক্ত জমিদারগণ ও আমিল্‌-গণের প্রতি এই বৈকুণ্ঠবাসের আদেশ হইত। নানাপ্রকার অত্যাচারের পরে

(১) Raja Nava Kissen's petition to the Council of Revenue D. Fort-William 1777. (Revenue Board)। ইহাতে আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রকে সেলিমাবাদ, মাণিকচাঁদকে আরজা, রাজবল্লভকে বুজুরুগ উমেদপুর, এইরূপে প্রদানের কথা ও তৎপরে কোম্পানীকে চব্বিশ পরগণা বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া, পরবর্ত্তীকালের অনেক দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। রাজা বিনয়কৃষ্ণ ইহার একখণ্ড প্রতিলিপি আমাকে দিয়াছিলেন।

(২) অন্যত্রও এই প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা গিয়াছে। ইহার অস্বাভাবিকত্ব বিষয়ে কিছু বলা বাহুল্য। বিড়াল পুরিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা সেকালের গুরুমহাশয়দিগের গল্পে শুনা যায়, লেখক বা রজী খাঁ সেরূপ পাঠশালে শিক্ষিত হইতেও পারেন।

(৩) অজ্ঞাতনামা লেখক প্রবাদ ('গোয়েন্দ') বলিয়াই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ এই ভাগ টুকু গ্রহণ করেন নাই।

তাঁহাদিগকে এই হ্রদে প্রক্ষেপ করিয়া টানিয়া আনার ব্যবস্থা ছিল। এইরূপে রাজকরের এক পয়সাও বাকী পড়িত না।' এখানে সূচনায় জনশ্রুতি বলিয়া আরম্ভ। পরবর্ত্তী লেখকগণ ইহাই অবলম্বন করিলেও 'প্রবাদ' বলিয়া উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। কোম্পানীর রাজস্বসচিব গ্রাণ্ট সাহেব গ্লাড্‌উইনের অনুবাদ পাঠের সুবিধা সত্বেও, মুর্শিদাবাদের জনপ্রবাদ অনুসারে মুর্শিদকুলী খাঁর স্কন্ধে ইহার পিতৃত্ব আরোপ করিয়াছেন (৪)। কিন্তু তিনি নির্দ্দেশ করেন, বাস্তবিক 'বৈকুণ্ঠ'-প্রেরণ ঘটিত না, ভয়প্রদর্শন করিয়া রাজস্ব আদায় ও ভবিষ্যতে ত্রুটি না হয়, ইহাই লক্ষ্য ছিল। ইহাতে দেখা যায়, বৈকুণ্ঠের প্রবাদ অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের সমসাময়িক লোকমুখেই বিভিন্নভাবে কথিত হইয়াছে (১)।

এক্ষণে জমিদারপীড়নে রজী খাঁর কি পরিমাণে অবসর ছিল, দেখা যাউক। মুর্শিদকুলীর শাসনের প্রথম হইতেই সৈয়দ একরাম্ খাঁ তাঁহার দেওয়ান্। এ সময়ে ভূপতি রায় রাজস্ববিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকেও একরাম্ খাঁকে নিযুক্ত দেখিতে পাই (২)। অতঃপর রজী খাঁর মৃত্যুর পরে, নবাব নিজ দৌহিত্র বালক সরফরাজ খাঁর নামে দিল্লীশ্বর ফরুখ্‌শেরের নিকট হইতে বাদশাহী-দেওয়ানের সনন্দ আনাইয়া লন। সরকারী জায়গীর ভোগই দৌহিত্রের কার্য্য। এই সময় হইতে খাল্‌সা-সেরেস্তার (রাজস্ব-বিভাগের) পূর্ণ ভার হিন্দু দেওয়ানের হস্তে অর্পিত হয়। ভূপতি রায়ের পর, কানুনগো দর্পনারায়ণ ও রঘুনন্দন যথাক্রমে এই বিভাগের কর্ম্মচারী। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে ফরুখ্‌শেরের মৃত্যু হয়। তর্কস্থলে রজী খাঁর অপরাধ স্বীকার

(৪) নিজামৎ রেকর্ড প্রভৃতিতে প্রকাশ, মিঃ গ্রাণ্ট ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মুর্শিদাবাদে প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিলে কার্য্য করিতেন। সুতরাং তথাকার অনেক কথা তাঁহার জানা সম্ভব।

(১) মুর্শিদাবাদ সহরের পলাণ্ডুভোজী নিম্নশ্রেণীর লোকের বাটীর পার্শ্বে বর্ত্তমানেও 'বৈকুণ্ঠের' অভাব নাই। উপহাসচ্ছলেও এরূপ স্থান লক্ষ্য হইতে পারে। বৈকুণ্ঠের স্থান নির্দ্ধারণের কথায় মুর্শিদাবাদ প্রবাসী লেখকের পরিহাসরসিক কোন বন্ধু নবাবী কেল্লার 'দক্ষিণদ্বারে' ইহার কাল্পনিক স্থান নির্দ্দেশ করেন। ১৩০২ সালে 'সৎসঙ্গ' পত্রিকায় ইহার উল্লেখ করিয়া আমরাই অনেককে সশরীরে 'বৈকুণ্ঠ' লইয়া যাইবার পথদর্শক হইয়া পড়িয়াছি। ইতিহাসতত্ত্বজ্ঞ অনেকে সন্ধান করিয়া ইহার কোন তথ্য জানিতে পারেন নাই।

(২) উল্লিখিত ১৭১৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে কাশিমবাজারের ইংরেজ-প্রতিভূ দেওয়ান একরাম্ খাঁর সমক্ষে নবাবের সহিত দেখা করেন (Auber, p. 21.)

করিলেও দেখা যায়, ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘকাল অত্যাচার করিবার সুযোগ দেন নাই। নাজির আহম্মদ্ নামক কোক্ সাঁজোয়াল বন্দোবস্তের সময়ে অত্যাচার করিয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

উপরে যাহা নির্দ্দেশ করা হইল তাহা হইতে দৃষ্ট হইবে, জমিদারী বন্দোবস্তের সমকালে ও পরে রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত মুর্শিদকুলী খাঁ যে দৃঢ়ব্রত শাসননীতি অবলম্বন করেন, তাহা উত্তরকালে জনশ্রুতিমুখে ভীষণ অত্যাচারের ভাবে দেখা দিয়াছে। কঠোর ন্যায়পর কয় জন লোক সংসারে যশঃ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন? যিনি অন্যায়াচরণের জন্য স্বীয় একমাত্র পুত্রের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা স্বয়ং প্রদান করিয়া, জগতে রোমীয় ব্রুটসের দ্বিতীয় চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার হস্তে রাজস্বের ক্ষতির নিমিত্ত জমিদারগণের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনের যে অসদ্ব্যবহার হয় নাই, ইহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। দুঃখের বিষয়, পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ বিচার না করিয়াই সমগ্র জনশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছেন। (১)

(১) মুর্শিদাবাদের প্রথম ইতিহাস-লেখক ইউসুফ্ আলি খাঁ, সুজা খাঁ ও আলিবর্দ্দীর সমসাময়িক। পূর্ব্ববর্ত্তীকালের প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহ করা কঠিন বলিয়া, তিনি কেবল সরফরাজ ও আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মুতাক্ষরীণ-লেখকেরও এই অংশের ইতিহাসে উক্ত বিবরণীই প্রধান অবলম্বন। মুতাক্ষরীণকার ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন্ অজ্ঞাতনামা লেখকের উক্তি ও পরবর্ত্তী প্রবাদ অবলম্বনে কুলী খাঁর সময়ের জমিদারগণের অত্যাচার সম্বন্ধে 'কালি-কলম খরচ করাই অন্যায়' এই অভিমত ব্যক্ত করিয়া সাদীর বয়েদ তুলিয়াছেন, কিন্তু আলিবর্দ্দীর কৃত বিহারের অত্যাচারবিষয়ে বাঙ্নিষ্পত্তি করেন নাই। অন্যত্র মুর্শিদকুলীর প্রতিভা, কর্ম্মনিষ্ঠা ও তজ্জন্য বাদশাহদরবারে প্রতিপত্তির কথা নির্দ্দেশ করিতেও তিনি বিস্মৃত হন নাই। এ সম্বন্ধে সমগ্র প্রবাদ বিশ্বাস করিলে, তিনি বিস্তৃত ইতিহাস দিতেও পারিতেন। মা-আসির্-উল্-উমারার দ্বিতীয় গ্রন্থকার তারিখ্-বাঙ্গালা দেখিয়াছেন, স্পষ্টই বোধ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

সুজাউদ্দীন্ ও সরফরাজ্ খাঁ।

১৭২৫—১৭৪০।

সুজাউদ্দীন্ পারস্যদেশীয় খোরাসানের প্রসিদ্ধ আফ্‌সর্ নামক তুর্কবংশ-সম্ভূত। দক্ষিণাপথে বুর্হান্‌পুরে তাঁহার জন্ম হয়, এবং মুর্শিদকুলী খাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, তাঁহারই আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। কুলী খাঁ বঙ্গের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়া সুজাকে প্রথমতঃ উড়িষ্যার নায়েব-দেওয়ান্ ও পরে নায়েব নাজিমের কার্য্যে উন্নীত করেন। ফলতঃ, শ্বশুরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিপালিত জামাতারও পদবৃদ্ধি হয়। সম্প্রতি উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। সুজা নম্রপ্রকৃতি ও ন্যায়পরায়ণ হইলেও, অসঙ্গত কামাসক্তি তাঁহার চরিত্র কলুষিত করিয়াছিল (১)। কুলী খাঁর একমাত্র কন্যা সরফরাজ্-জননী জিন্নেতুন্নেসা বেগম্ ধর্ম্মপরায়ণা ও পতিব্রতা ছিলেন। স্বামীর ব্যভিচার দোষের জন্য তাঁহার মনে বিরাগ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি ইদানীং মুর্শিদাবাদেই থাকিতেন। সুজা উড়িষ্যার শাসন ভার পাইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

সুবিখ্যাত আলিবর্দ্দী খাঁ (মির্জ্জা মহম্মদ আলী) এই সময়ে বঙ্গে আগমন করেন। আলিবর্দ্দী খাঁও তুর্কবংশীয়; তাঁহার পিতামহ বাদশা আরঙ্গজেবের 'দুধভাই' বলিয়া, বাদশাহ-সরকারে তাঁহারা সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহম্মদ্ যুবরাজ আজিম্‌শার কর্ম্মচারী ছিলেন (২)। আজিমশা পরাজিত ও নিহত হওয়ার পরে, কিয়ৎকাল ইঁহারা অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন। এই জন্য

(১) সবিশেষ জানিবার প্রয়োজন হইলে, তারিখ্ বাঙ্গালা ও মুতাক্ষরীণ অনুবাদকের টীকা দ্রষ্টব্য (Mut, Trans I, p. 297)

(২) "তাঁহার পিতা রন্ধনশালার দারোগা, আজিমশার নিহত হইবার পর ইঁহারা অনেক ধনরত্ন হস্তগত করিয়া সরিয়া পড়েন"—তারিখ্ বাঙ্গালা। ইউসুফ্ আলি বা মুতাক্ষরীণ কার এরূপ কোন নির্দ্দেশ করেন নাই। ধনরত্ন থাকিলে কষ্ট করিয়া বাঙ্গালায় আসিবেন কেন? আমরা প্রথম হইতে সুপরিচিত 'আলিবর্দ্দী খাঁ' নামেই ইঁহার উল্লেখ করিলাম।

ক্রমশঃ সপরিবারে মাতার আত্মীয় সুজা খাঁর নিকটে বঙ্গে আগমন করেন। আলিবর্দ্দী খাঁ স্বয়ং প্রথমতঃ মুর্শিদাবাদে উপনীত হন। মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, বরং উপেক্ষাই করিয়াছিলেন (১)। চরিত্রহীনতার জন্য জামাতার প্রতি বিরাগবশতঃ এই ব্যবহার করিয়াছিলেন, কেবল তাহাই নহে। নবাগত অজ্ঞাতকুলশীল ভাগ্যমৃগয়ান্বেষণে ধাবমান্ মুসলমান সামন্তবর্গের প্রতি মুর্শিদকুলী খাঁর কোনও কালেই আস্থা ছিল না। ইহাঁরা রাজ্যের বলস্বরূপ হওয়া দূরের কথা, কণ্টক বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। এই জাতীয় লোকের সাধারণ ব্যবহারই তাহার প্রমাণ। কুলী খাঁর স্বজাতিবাৎসল্য অত্যধিক প্রবল ছিল না, জমিদারী বন্দোবস্তেও ইহা দেখা গিয়াছে। আলিবর্দ্দী খাঁ ক্ষুণ্ণমনে পিতা-মাতার নিকটে উড়িষ্যায় সুজা খাঁর দরবারে গমন করিলেন। সুজা ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার পিতা-মাতার জন্য বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, এক্ষণে আলিবর্দ্দী খাঁর বুদ্ধিকৌশল ও কার্য্যদক্ষতা লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে এক শত টাকা বেতনে একটি রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। রাজকার্য্যে প্রখর বুদ্ধি ও যুদ্ধে অসীম সাহসিকতা দেখাইয়া, তিনি অবিলম্বে এক বিভাগের ফৌজদারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অতঃপর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মক্কা প্রত্যাগত হাজি আহম্মদ্ তিন পুত্র সহ উড়িষ্যায় আগমন করিয়া, নানারূপ রাজকার্য্যসম্পাদন ও তৎসহ অর্থলাভে নিযুক্ত হইলেন (২)। তাঁহাদের দুই ভ্রাতার কার্য্যকুশলতা ও আন্তরিক যত্নে সুজা খাঁর শাসনকার্য্যের উন্নতি সাধিত হইতেছিল, সুতরাং দিন দিন তাঁহাদের উপর সুজার যথেষ্ট শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইতে লাগিল (৩)।

(১) তারিখ্ ইউসুফী।

(২) অন্ধকূপহত্যার বিখ্যাত নায়ক হলওয়েল্ সাহেব দুই ভ্রাতাকে প্রথম খিদ্‌মৎগারী ও খিলম্-বরদারীতে নিযুক্ত করিয়াছেন। Interesting Historical Events, pp 60—61 তারিখ্ বাঙ্গালায় মোসাহেব প্রদত্ত হইয়াছে।

(৩) আলিবর্দ্দী খাঁর অনুকূল গোলাম্ হোসেন্ উভয় ভ্রাতার গুণপণা বর্ণনায় মুক্তহস্ত, পক্ষান্তরে সর্ব্বত্র দোষদর্শী তারিখ্ বাঙ্গালা লেখক বলেন, "উভয় ভ্রাতা নিজ নিজ বেগমগণকে সুজা খাঁর সেবায় নিয়োগ করিয়া, গল্পের 'কেলেলা দুম্না' শৃগালদ্বয়কেও ধূর্ত্ততায় পরাভূত করিয়া, সুজা খাঁর অন্তরঙ্গতায় প্রবেশ করিয়াছিলেন।" আমরা নিরপেক্ষ ইউসুফীর কথায় সমধিক আস্থা স্থাপন করি। হলওয়েল্ প্রায়শঃ বিনামা গ্রন্থকারকেই আদর্শ করিয়াছেন, তাঁর মন্তব্যে ইহা কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়াছে মাত্র।

মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বেই আলিবর্দ্দী খাঁ প্রভৃতির মন্ত্রণায়, তাঁহাদের পরিচিত লোক দ্বারা দিল্লী-দরবারে মন্ত্রী আমির্ উল্ উম্‌রা খান্‌দৌরানের সাহায্যে সুজা খাঁর নবাবীপদে নিয়োগের সনন্দপ্রাপ্তির উদ্যোগ হইতেছিল। তৎপরে কুলী খাঁর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছিল। একবার পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযান অকর্ত্তব্য মনে হইল, কিন্তু রাজ্যভোগলালসা হৃদয়ে কণ্টক বিদ্ধ করিতে লাগিল। শেষে মন্ত্রিবর্গের উত্তেজনায় অন্যতম পুত্র তকী খাঁকে উড়িষ্যায় প্রতিনিধি রাখিয়া সুজা সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে মেদিনীপুরে বাদশাহী সনন্দ পাইলেন (১)। এদিকে সরফরাজ্ খাঁ পিতার আগমনবার্ত্তা পাইয়া, এক দল সৈন্য পাঠাইয়া বাধা-প্রদানের পরামর্শ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মশীলা বুদ্ধিমতী মাতা ও মাতামহী তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। পিতার সহিত বিরোধ ধর্ম্মবিগর্হিত ও অযশস্কর; পিতাও বৃদ্ধ হইয়াছেন, কতকালই বা রাজ্য অধিকার করিয়া থাকিবেন, সরফরাজের নিজ সম্পত্তিও প্রচুর রহিয়াছে, ইত্যাদি কথায় সরফরাজ্ নিরস্ত হইলেন। স্নেহময়ী জননী ও মাতামহীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, অনুচর সঙ্গে প্রত্যুদ্‌গমন ও পিতাকে অভিবাদন করিলেন (২)। সুজার মনের গোল মিটিল।

সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সুজা খাঁ পত্নী ও পুত্রের সন্তোষসাধনে যত্নবান্ হইলেন। সরফরাজ্ বাদশাহী দেওয়ানের পদে স্থায়ী রহিলেন। রাজস্ববিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সুজা স্বীয় পূর্ব্বতন দেওয়ান্ আলমচাঁদকে খাল্‌সা দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। বাদশাহী দরবার হইতে তাঁহাকে রায়-রায়ান্ উপাধি ও এক হাজারী মন্‌সবীর সনন্দ আনাইয়া দেওয়া হইল। আলমচাঁদ সুজা খাঁর অধীনে সামান্য মোহরের হইতে আরম্ভ করিয়া, রাজকার্য্যে কৃতিত্ব দেখাইয়া, এই অত্যুচ্চপদে অধিরূঢ় হন। দেওয়ান হইয়া

(১) তারিখ্ বাঙ্গালার গ্রন্থকার বলেন, 'কুলী খাঁর মৃত্যুসংবাদ দিল্লী পৌঁছিলে খান্‌দৌরান্ নিজ নামে বঙ্গের সুবাদারী গ্রহণ করিয়া, সুজাকে নামে মাত্র নবাবী সনন্দ প্রেরণ করেন।' বলা বাহুল্য, এই উক্তির কোন মূল্য নাই।

(২) মুতাক্ষরীণে এ স্থলে যে গল্পের অবতারণা হইয়াছে, তাহা নিতান্তই বালকবৎ। 'সুজা দরবারে উপস্থিত হইয়া, মসনদে উপবেশন করিলে যে বাদ্যোদ্যম হইল, ক্রোশৈক দূরে প্রমোদভবনে অবস্থিত সরফরাজ খাঁর তাহাতে চেতনা হইল।' ইউসুফআলী খাঁ বলেন, পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হইলে সুজা খাঁ বলিয়াছিলেন, 'আমি রাজ্য লোভে আসি নাই, তোমার রাজকার্য্যাদি যাহাতে সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহ হয়, তাহারই ব্যবস্থার জন্য আসিয়াছি।'

তিনি অধিকতর কার্য্যকুশলতা প্রদর্শন করিবার মানস করিলেন। কিন্তু নূতন নবাবের বিলাসিতা ও আড়ম্বর প্রভৃতিতে বহু ব্যয়ের প্রয়োজন বলিয়া, ব্যয়সংক্ষেপে সফলমনোরথ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাকে জমিদারী বন্দোবস্তের উপর কয়েকটি আব্ওয়াবের সৃষ্টি করিয়া, আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইল (১)। আলিবর্দ্দী খাঁকে রাজমহলের ফৌজদার করা হইল, পশ্চিমাঞ্চলের মুখে, বঙ্গের প্রবেশদ্বার রক্ষার নিমিত্ত সুদক্ষ লোকেরই প্রয়োজন। এই সময়ে তাঁহার আলিবর্দ্দী খাঁ উপাধি ও মন্সবী (সেনানায়কত্ব) প্রাপ্তি ঘটে। হাজি আহম্মদ্ রায় রায়ান্ আলমচাঁদ ও ফতেচাঁদ জগৎশেঠকে লইয়া, সুজা খাঁর মন্ত্রীসভা সংগঠিত হইল। হাজির জ্যেষ্ঠ পুত্র নোয়াজিস মহম্মদ্ চুণাখালীস্থিত পাঁচউৎরা (শুল্ক) বিভাগের দারোগা (কলেক্টর), দ্বিতীয় পুত্র সইদ আহম্মদ্ রঙ্গপুরের এবং কনিষ্ঠ জইনুদ্দীন্ রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত হইলেন।

সুজা উদ্দীন্ ধীরভাবে সুবিজ্ঞতার সহিত রাজকার্য্য আরম্ভ করিলেন। মুর্শিদকুলীর সময়ে যে সকল জমিদার রাজস্ব অনাদায় প্রভৃতি কারণে বন্দী বা নজরবন্দী ছিলেন, সুজা রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াই তাঁহাদের কারামুক্তির প্রস্তাব করিলেন। তাঁহারা একবাক্যে অতঃপর যথাকালে রাজস্ব প্রদান করিবার এবং বন্দোবস্তের উপর বেশী নজরানা দিবার অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিয়া মুক্ত হইলেন। কুলী খাঁর ত্যক্ত সম্পত্তির মূল্যের পরিমাণ একষট্টি লক্ষ টাকা (২) কয়েকটি হস্তী ও অন্যান্য উপঢৌকন দিল্লীতে প্রেরিত হইল। বর্ষশেষে রাজকরের সহিত অন্যান্য উপহারও প্রদত্ত হইল। বাদশা দরবার সুজা খাঁকে মোতোমন্ উল্মুল্‌কসুজাউদ্দীন বাহাদুর আসদ্‌জঙ্গ্ (৩) উপাধি দিলেন। সাত হাজারী মন্সবী ও ঝালরদার পাল্‌কী অবশ্য বাদ পড়িল না।

বিচারকার্য্যে সুজা খাঁ নিরপেক্ষতার সহিত এতই দয়ার্দ্রভাব প্রদর্শন

(১) আব্ওয়াব্ ও তৎসংসৃষ্ট কথা পরে বর্ণিত হইবে।

(২) Fifth Report কুলী খাঁর ত্যক্তসম্পত্তি—৬০,৯৩,২২৭ ।/৩
ইব্রাহিম আলী খাঁর " এক লক্ষ টাকা
নাজির আহম্মদের " ১০২৬৪৮ ।০

তারিখ্ বাঙ্গালার লেখক বলেন, "কুলী" খাঁর পুরাতন আস্বাব ও অশ্বগবাদি উচ্চমূল্যে জমিদারগণ'ক বাধ্য করিয়া ক্রয় করান হইয়াছিল।"

(৩) রাজ্যের সুবিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, রণসিংহ।

করিতেন যে, অতি দীনহীন অর্থিগণও পিতার ন্যায় তাঁহার নিকটে ন্যায়-বিচার প্রাপ্তির আশা করিত। মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, শ্যেন-তাড়িত চটকবৎ দুর্ব্বল দরিদ্র ব্যক্তিগণ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া তাঁহার আশ্রয় লইত। আদর্শ রাজোচিত ব্যবহারে তিনি অল্পকালমধ্যেই প্রকৃতিপুঞ্জের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। বিলাসিতা ও চরিত্রহীনতা দোষ না থাকিলে সুজাউদ্দীন্ আদর্শ নরপতি বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন।

সুজা খাঁর রাজ্যপ্রাপ্তির অত্যল্পকাল পরেই পাটনার শাসনকর্ত্তা ফক্রুদ্দৌলা পদচ্যুত হইলে, বিহারের সুবাদারী পদও খান্‌দৌরানের আনুকূল্যে তাঁহার হস্তে আসিল (১১৪৩ হিঃ) ১৭৩০ খৃঃ। মুর্শিদ্‌কুলীর মৃত্যুর পর, এখানে স্বতন্ত্র লোক স্থাপিত হইয়াছিল। সুজা, পুত্র সর্‌ফরাজ্‌কে বিহারের নায়েব সুবাদারী প্রদানের অভিলাষ করেন, কিন্তু তাঁহার জননী একমাত্র সন্তানকে দূরদেশে পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। শেষে আলিবর্দ্দী খাঁই এই কার্য্যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া, তাঁহাকে পঞ্চসহস্র সৈন্যসহ বিহারে প্রেরণ করা হইল (১)। আলিবর্দ্দীর পাটনার নবাবীপ্রাপ্তির কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার গর্ভে সিরাজুদ্দৌলার জন্ম হয়। নবদৌহিত্র সৌভাগ্য লইয়াই ভূমিষ্ঠ হইল বলিয়া, অপুত্রক আলিবর্দ্দী তাহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইলেন। স্বনামে মির্জ্জামহম্মদ্ নাম দিয়া, বালককে তাহার পিতামাতার সহিত সঙ্গে লইয়া গেলেন। পাটনায় বৎসরেক সুদক্ষতার সহিত কার্য্য করিলে, সুজা খাঁ তাঁহাকে দিল্লী-দরবার হইতে মহব্বৎ-জঙ্গ উপাধি ও পাঁচ-হাজারী মনসবী সনন্দ আনাইয়া দিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ শ্রমশীল, কষ্ট-সহিষ্ণু ও সুবিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। উচ্চপদবী পাইয়াই তিনি একেবারে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হন নাই (২)। রাজকার্য্যে সমধিক মনোযোগ করিয়া বিহারপ্রদেশের সুব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। আবদুল্ করিম্ নামক জনৈক রোহিলা-সরদার ও দারভাঙ্গাবাসী কয়েকজন আফ্‌গান সামন্ত সদলে তাঁহার অধীনে

(১) মুতাক্ষরীণকার বলেন, সর্‌ফরাজ্‌জননী জিন্নতুন্নিসা বেগম এই সময়ে আলিবর্দ্দী খাঁকে স্বীয় প্রাসাদে আনাইয়া খেলাৎ দেন, এবং সুজা এই স্থানেই তাঁহার হস্তে সনন্দ দিয়াছিলেন। কুলী খাঁর কন্যাই রাজ্যেশ্বরী, এই ভাব এ স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

(২) তারিখ্ বাঙ্গালার ভ্রান্ত মতে আলীবর্দ্দী সুজার অনুমতি না লইয়াই নিজের আয়োজনে দিল্লী হইতে উপাধি আনয়ন করেন। তাঁহার মতে আলীবর্দ্দী খাঁর প্রথম অবধি বাঙ্গালার সিংহাসনের দিকে দৃষ্টি ছিল।

যুদ্ধকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে বন্‌জারা নামক দস্যুদল বিহার প্রদেশে ব্যবসায়ের ছলে দলে দলে বহির্গত হইয়া, বলপূর্ব্বক লোকের নিকট অর্থগ্রহণ, এমন কি, সরকারী রাজস্ব পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিত। আবদুল্ করিমের কার্য্যতৎপরতায় অচিরে তাহাদের মূলোৎপাটন ও সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত অর্থসংগ্রহ করা হইল। লোকেও উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইল।

অতঃপর অবাধ্য জমিদারবর্গকে শাসননীতির বিবিধ উপায়ে বশীভূত করিয়া, বিহার প্রদেশের রীতিমত বন্দোবস্ত ও সঙ্গে সঙ্গে রাজকর আদায়ের সুব্যবস্থা প্রণয়ন করা হইল। বিদ্রোহী বা অবাধ্য জমিদারবর্গকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বা তাহাদের মধ্যে ভেদসাধন দ্বারা আয়ত্ত করিলেন (১)। কাহাকেও উৎখাত করিলেন, বিনীত ব্যক্তিকে ক্ষমা ও সদয়ব্যবহারে আত্মপক্ষে সংযত করা হইল। বাকী কর ভিন্ন নজরানা ও পেস্কস্ স্বরূপে প্রভূত অর্থসংগ্রহ এবং রাজস্বের স্থায়ী উন্নতিবিধান করা হইল। এইরূপে আলিবর্দ্দী খাঁ স্বীয় প্রতিপত্তিবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সুজা খাঁর প্রীতিবর্দ্ধন করিতে সক্ষম হইলেন।

সেনাপতি আবদুল্ করিমের খ্যাতি ও বীরত্বকাহিনী আলীবর্দ্দী খাঁর বিদ্বেষ আকর্ষণ করিল। আবদুল করিম্ও স্বীয় ক্ষমতার প্রতি অতিরিক্ত বিশ্বাস বশতঃ অযথা সগর্ব্ব ব্যবহার করিতেন। আলীবর্দ্দী খাঁ এক দিন ছল পূর্ব্বক আবদুল্ করিমকে দরবারে আনাইয়া, নিষ্ঠুরভাবে ঘাতক দ্বারা তাঁহার প্রাণবধ করাইলেন। আলিবর্দ্দী-উপাসক গোলাম হোসেন্ বিদ্রোহভাবাপন্ন আফ্‌গান্‌গণের গর্ব্ব ও ধৃষ্টতাদমন জন্য এইরূপ হত্যাকাণ্ডের নৈতিক

(১) মিঃ হলওয়েল্ আলীবর্দ্দীর বিহারশাসনের এক ভীষণ চিত্র দেখাইয়াছেন। তিনি সমকালে পাটনার কুঠীতে ছিলেন, এই কারণে অতিরঞ্জিত হইলেও, তাঁহার উক্তি কিয়ৎপরিমাণে গ্রহণীয়। তিনি লিখিয়াছেন, ১৭২৯ হইতে ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছয় বৎসর আলীবর্দ্দী ছলে বলে বিশ্বাসঘাতকতায় বিহারের জমিদারগণকে বশীভূত করেন। সুন্দর শা (সিংহ) প্রভৃতি কয়েকজনকে বন্ধুত্বের প্রতারণায় পাটনায় আনিয়া বধ করিয়া, তাহাদের রাজ্যগ্রহণ করা হয়। মুঙ্গেরের অপর পারে চকুয়ার্ নামে এক সাহসী হিন্দুজাতি ছিল, ইহারা কোন কালে মোগলকে কর দেয় নাই। ইহাদের রাজা বলপূর্ব্বক মুঙ্গেরে নদীমুখে মাশুল আদায় করিতেন। ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাজার মৃত্যুর পর, তাঁহার পঞ্চদশবর্ষবয়স্ক পুত্র আলীবর্দ্দী খাঁকে করপ্রদান স্বীকার করেন। তৎপরে ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ব্বক রাজপুত্রকে সদলে নিহত করা হয়। নদীবক্ষে ক্ষুদ্র তরণীযোগে নরমুণ্ড আনিবার কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ হলওয়েলের গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। (Hol. Int. Historical Events,—*pp* 68—71.

আবশ্যকতাবিষয়ে যতই কেন বক্তৃতা করুন না, (১) নিরপেক্ষ লোকে এই কার্য্যে চিরদিন আলিবর্দ্দী খাঁর কলঙ্কই দেখিবেন।

রাজকার্য্যের সুব্যবস্থা করিয়া, সুজাউদ্দীন্ সমারোহ সহকারে নবাবী করিতে আরম্ভ করিলেন। মুর্শিদ্‌কুলী খাঁর নির্ম্মিত প্রাসাদ ক্ষুদ্রায়তন ও গঠনসৌষ্ঠবহীন বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে স্বীয় অভিরুচি অনুসারে সেই স্থানে এক প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মাণ করাইলেন। সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া পঞ্চবিংশতি সহস্র করা হইল। নবাবী কেল্লার অপর পারে ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরে নাজির আহম্মদ্ একটি বৃহদায়তন বৃক্ষবাটিকা ও মস্‌জীদ্ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইনিই কুলী খাঁর সময়ে ক্রোক্ সঁাজোয়ালের কার্য্য করিয়া, জমিদারগণের উপর অযথা অত্যাচার করেন; কুলী খাঁর সময়ে কেহ সাহস করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিতে পারে নাই। সুজা খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে সমস্ত অত্যাচারের যথাযথ প্রমাণ লইয়া, তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন ও তাঁহার অধর্ম্মে উপার্জ্জিত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করেন। অতঃপর নাজির আহম্মদের আরব্ধ বৃক্ষবাটিকা সুজার প্রমোদভবনে পরিণত হইল। সুন্দর মস্‌জীদ্, বৃহৎ দীর্ঘিকা ও রমণীয় কেলিকুঞ্জ প্রস্তুত হইলে এই স্থান সুজার বসন্তবিহারের জন্য নিরূপিত হইল। প্রতিবর্ষে বসন্তকালে নবাব বেগমমণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া এই স্থানে বাস করিতেন। এই উদ্যানের নাম ফর্‌রাবাগ বা আনন্দকুঞ্জ (২)। সুজা খাঁর কামুকতা ও বিলাসিতা শেষজীবন পর্য্যন্তও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই; অপিচ রাজত্বের শেষদিকে মন্ত্রীবর্গের হস্তে কার্য্যভার দিয়া, তিনি এই প্রমোদভবনেই কালযাপন করিতেন।

প্রতিবর্ষে সুজা খাঁর জন্মদিনে তুলট হইয়া দরিদ্রগণকে স্বর্ণ, রৌপ্য

(১) মুতাক্ষরীণে নির্দ্দেশ আছে, 'আব্‌দুল করিম্ স্পর্দ্ধা করিয়া প্রভুর প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন, তাঁহার ধৃষ্টতায় শেষে বিপদের আশঙ্কা হইয়াছিল। আলিবর্দ্দী খাঁ এই ব্যবহারের প্রশ্রয় দেওয়া উপযুক্ত বোধ না করিয়া ব্যবস্থা করেন যে, দরবারগৃহে আসিয়া আব্‌দুল করিম্ কোনও রূপ তিরস্কারের পর অবৈধ উত্তর দিলে, নিযুক্ত তিন জন সশস্ত্র লোক তাঁহাকে নিহত করিবে,' ইত্যাদি। সেনাপতির অবাধ্যতার জন্য গুপ্তপ্রয়োগ বোধ হয় কেহই সমর্থন করিবেন না।

(২) তারিখ্‌-বাঙ্গালার অজ্ঞাতনামা লেখক সুললিত ভাষায় এই প্রমোদভবন ও সুজা খাঁর বিহারের এক সুবিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। হোলীর সময়ে নবাব রমণীদলের সহিত আবির কুঙ্কুম খেলা করিতেন। বর্ত্তমানে এক প্রকাণ্ড প্রান্তর ফর্‌রাবাগের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

বিতরণ করা হইত। কর্ম্মচারী ও অনুচরবর্গের প্রতি দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন (১)। এজন্য ইহারা তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত ছিল। পানভোজনের পারিপাট্যে, বন্ধুবর্গের প্রীতিভোজনে এবং গীতবাদ্যের ব্যবস্থায় যথেষ্ট ব্যয় করা হইত। উৎসবাদি মহা সমারোহে নির্ব্বাহ হইত। পণ্ডিত ও ফকীরগণের প্রতি তাঁহার সমধিক শ্রদ্ধা ছিল। গজদন্তনির্ম্মিত স্মারকলিপিতে শয়নের পূর্ব্বে তিনি পর দিন পুরস্কার প্রদানের উপযুক্ত পাত্রগণের নাম লিখিয়া রাখিতেন।

সুজার জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদ্‌কুলী ঢাকার নায়েব-নাজিম্ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুগত মীর হবীব্ নামক জনৈক পারসিক মুসলমান যুবক তাঁহার সহিত ঢাকা গমন করেন। এই মীর হবীব্ উত্তরকালে মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণসময়ে (বর্গীর হাঙ্গামায়) প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি প্রথমতঃ হুগ্‌লীতে সামান্যরূপ ব্যবসা করিতেন। বর্ণজ্ঞান না থাকিলেও ইনি পারসী ভাষায় সুন্দর কথা কহিতে পারিতেন এবং বুদ্ধিমত্তা যথেষ্ট ছিল। হবীব্ নায়েব্ দেওয়ান হইয়া বসিলেন। নানা বিভাগের ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া ও কয়েক প্রকার দ্রব্যের ব্যবসায় একচেটিয়া রাখিয়া তিনি প্রভুর যথেষ্ট অর্থসঞ্চয় করিয়া দিলেন। কার্য্যকুশলতায় ক্রমশঃ সুবাদারের অধিকতর প্রীতিভাজন হইলেন। মীরহবীব্ জালাল্‌পুরের জমিদার নুর্‌উল্লাকে বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ব্বক নিহত করিয়া, তাঁহার সম্পত্তি হরণ করিলেন, লাভের জন্য তাঁহার অকরণীয় কার্য্য কিছুই ছিল না। এই সময়ে ত্রিপুরার রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র জগৎরাম নির্ব্বাসিত হইয়া ঢাকায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। মীর হবীবের সহিত ইহাঁর পরিচয় হইল। নিজের লাভের আশায়, এবং তৎসহ প্রভুর প্রতি-পত্তি বৃদ্ধির জন্য মীরহবীব্ রাজপুত্রের সহিত ত্রিপুরা-আক্রমণে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। পার্ব্বত্যপথে রাজপুত্রই পথপ্রদর্শক হইলেন। নবাবী-সৈন্য ত্রিপুর-রাজ্যের সীমায় প্রবেশ করিলে, রাজা ভীত হইয়া পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় লই-লেন। সমগ্র সমতল ভূভাগ নির্ব্বিবাদে মীর্ হবীবের পদানত হইল। চণ্ডীগড় ও জয়ন্তীদুর্গ অধিকার করিয়া, তিনি প্রচুর অর্থলাভ করিলেন। ত্রিপুরার এই ভাগ এখন হইতে বাঙ্গলার সুবাদারের আয়ত্ত হইল। মীর্ হবীব্ রাজপুত্রের সহিত ত্রিপুরার বন্দোবস্ত করিয়া, সৈন্যের কিয়দংশ সহ তথায় এক জন ফৌজদার রাখিয়া দিলেন। রাজপুত্র রাজস্বপ্রদানের অঙ্গীকারে জমিদার হইলেন। হবীব্

(১) মুতাক্ষরীণ,—প্রথম খণ্ড।

বহুমূল্য সম্পত্তি ও বিস্তর হস্তী লইয়া, ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সুজা খাঁর নিকট উপহার সহ বিজয়সংবাদ প্রেরিত হইল। নবাব ত্রিপুরার নাম রোসেনাবাদ্ রাখিয়া, কুলী খাঁকে বাহাদুর্ ও মীরহবীব্‌কে খাঁ উপাধি ও খেলাৎ পাঠাইলেন। অতঃপর ত্রিপুরার রাজা পাঁচ হাজার টাকা রাজস্ব দান স্বীকার করিয়া রোসেনাবাদের জমিদারী পাইয়াছিলেন।

এই সময়ে সুজা খাঁর অন্যতম পুত্র উড়িষ্যার নবাব মহম্মদ্ তকী খাঁর মৃত্যু হইলে, জামাতা মুর্শিদ্‌কুলী উড়িষ্যায় নায়েব্ নাজিম হইয়া গেলেন (১৭৩৪ খ্রীঃ)। ঢাকার নায়েবীকার্য্য নামে মাত্র সরফরাজ্ খাঁকে প্রদান করিয়া, কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সৈয়দ্ গালেব্ আলি খাঁকে তথায় প্রেরণ করা হইল। নবাব মুর্শিদ্‌কুলীর সময়ের মুন্সী যশোবন্ত রায় তাঁহার দেওয়ান হইলেন, ভবিষ্যতে খ্যাত বৈদ্য রাজবল্লভ এই সময়ে ইঁহার মোহরের ছিলেন। রাজকার্য্য সমস্ত যশোবন্ত রায় নির্ব্বাহ করিতেন। যশোবন্ত নবাব মুর্শিদ্‌কুলীর হস্তে শিক্ষিত মুন্সী। সাধুতা ও কর্ম্মনিষ্ঠায় তিনি স্বর্গীয় নবাবের পদবী অনুসরণ করিতেন (১)। যাহাতে প্রজাবর্গের সর্ব্বাঙ্গীন সুখবৃদ্ধি হয়, অথচ সরকারের ক্ষতি না হয়, এই ভাবে কার্য্য চালাইয়া, যশোবন্ত অন্বর্থনামা হইয়া উঠিলেন। বাণিজ্যবিষয়ে কৈবল্য ও শস্যের কর রহিত করিয়া, তিনি ব্যবসায়ী ও ক্রেতা,সর্ব্বসাধারণের আশীর্ব্বাদ লাভ করিলেন। যশোবন্তের শাসনগুণে ঢাকার বিস্তীর্ণ জনপদ শস্যসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের নিমিত্ত নানা সুব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া, তিনি সমীচীন রাজনীতি ও মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। নবাব শায়েস্তা খাঁর শাসনকালে এক সময়ে ঢাকা-প্রদেশে এক দামড়ী (২) করিয়া চাউলের সের, অর্থাৎ টাকায় আট মণ হইয়াছিল। এই শুভব্যাপারের স্মরণার্থ শায়েস্তা খাঁ ঢাকার পশ্চিমপার্শ্বে একটি তোরণদ্বার নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহার উপর দিব্য দিয়া লিখিয়া রাখেন যে, 'যে রাজার সময়ে শস্য এমন সুলভ না হইবে, তিনি যেন এ দ্বার উন্মুক্ত না করেন।' এক্ষণে যশোবন্তের সময়ে পুনর্বার টাকায় আট মণ চাউল বিক্রীত হওয়ায় তাঁহার আদেশে মহাসমারোহে এই তোরণ-দ্বার মুক্ত হইল। অপক্ষপাত বিচারে এবং সর্ব্বত্র সমদর্শিতা ও সুব্যবস্থায় ঢাকায় এখন রামরাজ্য হইয়া উঠিল। যশোবন্ত রায়ের গুণে সরফরাজ্ ও সুজা খাঁরও যশোবৃদ্ধি হইল।

---

(১) তারিখ্ বাঙ্গালা স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় এই যশোবন্তকে মেদিনীপুর কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহ মনে করিয়াছিলেন। মুন্সী যশোবন্ত ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়।

(২) ৮০ দাম=এক টাকা। ৮দামড়ী=একদাম।

এদিকে জামাতা মুর্শিদ্‌কুলীর সঙ্গে সঙ্গে সহচর মীরহবীব্‌ও উড়িষ্যা যাত্রা করিলেন। তকী খাঁর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, পুরুষোত্তমের রাজা জগন্নাথদেবের বিগ্রহমূর্ত্তি লইয়া গিয়া উড়িষ্যার বাহিরে, চিল্কাহ্রদের অপর পারে, এক পর্ব্বতের উপরে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতে সরকারী রাজস্বের সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল (১)। নূতন শাসনকর্ত্তা ভয়-মিত্রতায় রাজাকে বশীভূত করিয়া, পুনরায় জগন্নাথ বিগ্রহ পুরীর মন্দিরে আনয়ন করিলেন। উড়িষ্যায়ও তাঁহার শাসনে লোকে সর্ব্ববিধ সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে লাগিল। সমস্ত হিন্দুপ্রজা ও জমিদারবর্গ তাঁহার প্রতি সমধিক অনুরক্ত হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে ঘালেব্ আলি খাঁর স্থলে পূর্ব্বকথিত বৈকুণ্ঠস্রষ্টা সৈয়দ্ রজ্জী খাঁর পুত্র মুরাদ্ ঢাকার নায়েব সুবাদার হইলেন। ইনি পূর্ব্বে তথায় নৌ-বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। সর্ফরাজের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, এই পদবৃদ্ধি হইল। মুসলমান লেখক বলেন, পিতার গুণ কিয়ৎপরিমাণে পুত্রে সঞ্জাত হইয়াছিল, ঢাকায় পুনরায় অত্যাচার অবিচার চলিতে আরম্ভ করিল। নবীন নায়েবের ব্যবহার দর্শনে যশোবন্ত রায় কর্ম্মত্যাগ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশের সুখশান্তি অন্তর্হিত হইল। রাজবল্লভ এই সময়ে নাওয়ারা-বিভাগের পেস্কার হন। হাজির মধ্যম পুত্র সইদ্ আহম্মদ্ রঙ্গপুর অঞ্চলের ফৌজদার হইয়া, অত্যাচারে ঐ প্রদেশ ত্রস্ত করিয়া তুলিলেন। মুর্শিদাবাদ হইতে সৈনাসামন্ত আনাইয়া, তিনি দিনাজপুর ও কুচবিহার আক্রমণ করেন। কুচবিহারের রাজা পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় লইলেন। সইদ্ আহম্মদ্ যথাসম্ভব অর্থসংগ্রহ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন (২)।

(১) তারিখ্ বাঙ্গালার নির্দ্দেশ অনুসারে যাত্রীদিগের নিকট আদায় প্রভৃতিতে নয় লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হইত, বিশ্বাস করিতে হয়। রাজা দণ্ডদেব এই সময়ে পুরুষোত্তমের জমিদার ছিলেন বলিয়া প্রকাশ।

(২) তারিখ্ বাঙ্গালার গ্রন্থকার বলেন, দিনাজপুর ও কুচবিহারের রাজারা নিজ অর্থ ও সৈন্যবলে দর্পিত হইয়া, স্বাধীনতা লাভের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। সইদ্ আহম্মদ (তাঁহার মতে, মহম্মদ্) কোথাও বলপ্রয়োগ কুত্রাপি বা স্বীয় বংশ সুলভ ছলকৌশলে এই দুই স্থান পুনরধিকার ও প্রচুর অর্থ-লাভ করেন। কুচবিহারের ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, জবরদস্ত খাঁর সহিত সন্ধিসূত্রে কুচবিহার-রাজ কয়েকটি পরগণার জন্য মোগলকে রাজস্ব দিতে বাধ্য হন। তৎপরে রাজা উপেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যকালে (১১২১—৭০ সাল) রাজার জনৈক আত্মীয়ের প্রবর্ত্তনায় এই সময়ের মোগল শাসনকর্ত্তা কুচবিহার আক্রমণ করিলে, রাজা ভুটিয়াগণের

সুজার শান্তিময় শাসনকালের মধ্যে একমাত্র বীরভূমির জমিদার বাদী উল্-জামান্ বিদ্রোহী হন। রাজকরের জন্ত পীড়াপীড়িই এই বিদ্রোহের কারণ। দ্বিতীয় সেনাপতি মীর শরীফুদ্দিন্ ও খোজা বসন্তের অধীনে সৈন্তদল বীরভূমি প্রবেশ করিলে, রাজা বশ্যতা স্বীকার করিলেন। মুর্শিদাবাদে আসিয়া তিনি লক্ষ টাকা পেস্কস্ বা জরিমানা দিয়া (১) রীতিমত রাজকর আদায় দিবার অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া তবে পরিত্রাণ পাইলেন। বর্দ্ধমান-রাজ ইহার জামিন্ রহিলেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, মুর্শিদ্কুলী খাঁর জমিদারী বন্দোবস্ত সুজার সময়ে পাকা হইয়া স্থিরতর হয়। নির্দ্ধারিত রাজস্বের উপরে সুজার শাসনকালে কয়েকটি আব্ওয়াব বা অতিরিক্ত কর স্থাপিত হইয়াছিল। নজরানা মোকররী, জার্-মাথট্ (২) মাথট্-ফিল্খানা ও আব্ওয়াব-ফৌজদারী এই চারি জাতীয় অতিরিক্ত করে উনিশ লক্ষ টাকারও কিছু অধিক অ.দায় হইত (৩)। কিন্তু এ টাকার কিছুই দিল্লীতে প্রেরিত হইত না। নবাবী আড়ম্বরের সাহায্যের নিমিত্ত সমস্তই ব্যয়িত হইত। প্রজাবর্গের উপরে এই গুরুভার চাপাইয়া দিবার জন্ত ঐতিহাসিক মহোদয়েরা সুজার প্রতি কিছুই অভিযোগ করেন নাই, অপিচ তাঁহার বদান্যতা প্রভৃতির গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে। (৪)

সাহায্যে তাঁহাকে পরাজিত করেন (রাজোপাখ্যান, যদুনাথ মুন্সী)। এই দুই উক্তির সামঞ্জস্য হইতে পারে।

(১) রাজস্ব-বিবরণীতে এই জরিমানা বাবদ এক লক্ষ ছয় হাজার টাকা দিল্লী প্রেরণের নির্দ্দেশ আছে। (Fifth Report)

(২) জার=টাকা। মাথট্ শব্দ আরবী "মাৎ-হেট্" হইতে উৎপন্ন। শস্যক্ষেত্র মাড়াইয়া অশ্বারোহী সৈন্য যাইবে না, এই অনুগ্রহের জন্য কর স্থাপিত হইল, এই অভিপ্রায়। পশ্চিমাঞ্চলে ইহার অন্য নাম 'নজর্ শওয়ারী' বা 'লালবন্দী' প্রচলিত ছিল। এই মাথটের মধ্যে পুণ্যাহের নজর, খেলাতের মূল্য, নবাবী কেল্লার সম্মুখে গঙ্গার পোস্তাবন্দী প্রভৃতি ছিল।

(৩) Fifth Report.

(৪) মুসলমান ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের এই রাজকর সম্বন্ধে জ্ঞান থাকার সুবিধা না হইতে পারে। ইংরেজ ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট বা মার্শম্যানের ইহা লক্ষ্য করা উচিত ছিল।

সরফরাজ্ খাঁ

সুজাউদ্দীনের শাসনকালে আয়বৃদ্ধির নিমিত্ত বাণিজ্যবিষয়ে কতকগুলি নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি কয়েকটি নূতন চৌকী (শুল্কগ্রহণের স্থান) স্থাপন করেন (১)। ইতিপূর্ব্বে কেবল হুগ্‌লী ও আজিমগঞ্জে এইরূপ চৌকী ছিল। সুজা রাজকার্য্যে ক্রমশঃ বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলে,হাজি আহম্মদ্, আলম্‌চাঁদ ও জগৎশেঠের হস্তেই রাজকার্য্যের সমস্ত ভার ন্যস্ত হইল। কথিত আছে, হাজি এই সময় হইতে রাজ্যের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। কুচক্রী হাজি নবাবের বিশেষ প্রিয়পাত্র বলিয়া, কৌশলজাল বিস্তার দ্বারা আলম্‌চাঁদ এবং জগৎশেঠকে ক্রমে স্বমতে আনয়ন করিয়া, সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িলেন। ইতি-পূর্ব্বে সুজার অন্য পুত্র মহম্মদ্ তকী খাঁ যে সময়ে উড়িষ্যা হইতে মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিলেন, তখন হাজির চক্রে তাঁহার সহিত সর্ফরাজের এরূপ মনোবাদ উপস্থিত হয় যে, উভয়ে নিজ নিজ সৈন্যসামন্ত সমবেত করিয়া সহরের মধ্যেই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। শেষে নবাব ও অন্তঃপুরের মহিলাগণের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষ নিরস্ত হন, অতঃপর তকী উড়িষ্যাযাত্রা করেন ও অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয় (২)।

সুজাউদ্দীন্, মৃত্যুর পূর্ব্বেই মুর্শিদ্‌কুলীর দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া, ভাগীরথীর অপর পারে নবাবী কেল্লার সম্মুখে স্বীয় সমাধিমন্দির ও মসজীদ্ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন (৩)। মৃত্যুকাল নিকট জানিয়া, সুজা সমগ্র কর্ম্মচারী ও অনুচরবর্গকে দুই মাসের বেতন পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করিতে আদেশ দিলেন। সকলকে নিকটে আনাইয়া, যদি কোন কার্য্যে কাহারও নিকট অপরাধী থাকেন, বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে, (১৩ই জেলহজ্জ, ১১৫১ হিঃ) সদাশয় নবাব সুজাউদ্দীন্ লোকান্তর গমন করিলেন (৪)।

নবাব সর্‌ফরাজ্ খাঁ এখন নির্ব্বিবাদে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, কিন্তু রাজোচিত গুণগ্রামের তাঁহার নিতান্ত অভাব ছিল। তিনি ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যব-

(১) হল্‌ওয়েল্ ২০টি স্থানে নূতন চৌকী স্থাপিত হইবার কথা নির্দ্দেশ করেন।

(২) তারিখ্ বাঙ্গালার মতে হাজি অভিচার ক্রিয়া (যাদু মন্ত্র) দ্বারা তাঁহার প্রাণনাশ করান। তকী জীবিত থাকিলে হাজির স্বার্থে ব্যাঘাত হইত।

(৩) মুর্শিদাবাদের পরপারে ডাহাপাড়া রোশ্‌নীবাগে সুজার সমাধিমন্দির রহিয়াছে। মস্‌জীদের ফলকলিপিতে 'রওনাক্ আজ্ বাঙ্গালা রপ্ত' কথা হইতে ১১৫৩ হিঃ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ মস্‌জীদ্ নির্ম্মাণ আলীবর্দ্দী খাঁর সময়ে শেষ হয়।

(৪) হল্‌ওয়েল্ বলেন, '১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের শেষে খান্‌দৌরানের কৃপায় ও যথেষ্ট উৎকোচ যথাস্থানে প্রযুক্ত হওয়ায়, আলিবর্দ্দীর নামে স্বতন্ত্র ভাবে বিহারের সনন্দ আইসে। সুজা এই সংবাদ শুনিয়া, উভয় ভ্রাতাকে দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হারিক আচার লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। রাজ্যশাসন বিষয়ে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও ছিল না; রাজকার্য্য রীতিমত পরিদর্শনের অবকাশও ঘটিত না (১)। এই কারণেই কূটবুদ্ধি শক্রপক্ষের চক্রান্তে তিনি অচিরে রাজ্যচ্যুত হইলেন।

সরফরাজ্ খাঁ প্রথমে পিতার অন্তিমকালের উপদেশ অনুসারে প্রবীণ রাজকর্ম্মচারিগণকে স্বপদে স্থায়ী রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজের বন্ধুবর্গ ও অনুগত ভৃত্যগণের প্ররোচনায় শেষে হাজি আহম্মদ্‌কে প্রধান দেওয়ানী কার্য্য হইতে অবসর দেন (২)। হাজি এই সময় হইতে গোপনে সরফরাজ্‌কে রাজ্যচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। কুটিল হাজি মনোভাব গোপন করিয়া কহিলেন, তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে রাজকার্য্যের গুরুভার তাঁহার স্কন্ধ হইতে অপসারিত করিয়া নবাব তাঁহার সমূহ উপকার সাধনই করিয়াছেন, তিনি এখন হইতে একান্তমনে ধর্ম্ম চিন্তার সময় পাইবেন, কিন্তু প্রয়োজন হইলে প্রভুপুত্রকে রাজকার্য্যের পরামর্শ দিতে প্রস্তুত থাকিবেন। অসন্দিগ্ধ নির্ব্বোধ

বিশেষ সম্ভব, হাজি অন্দরমহল হইতে সুজার উদ্দেশ্য অবগত হন, সুজার মৃত্যু হঠাৎ ঘটে বলিয়া, বিষপ্রয়োগে ইহা সম্ভব মনে হয়।' বলা বাহুল্য, এটি অপবাদমাত্র।

(১) সরফরাজ্ খাঁর চরিত্র সম্বন্ধে দেশীয় লেখকগণের বিপরীত মত দৃষ্ট হয়। সমসাময়িক ইউসুফ্ আলি খাঁ বলেন, "সরফরাজ্ এক জন আদর্শ ধার্ম্মিক। যৌবন, ধনসম্পদ প্রভৃতি চরিত্র কলুষিত হইবার প্ররোচক উপকরণ সমস্ত বর্ত্তমান থাকিলেও, তাঁহার কোন দোষ লক্ষিত হয় নাই। তাঁহার সামান্য রাজ্যকাল মধ্যে আমি সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতাম, কখনও তাঁহাকে দুষ্ক্রিয়াসক্ত দেখি নাই, কিন্তু হায়, রাজকার্য্যের নীতিকৌশল তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল"—ইত্যাদি। দোষদর্শী তারিখ্ বাঙ্গালার লেখক এই ধর্ম্মপ্রবণতায়ও দোষ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,—'ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বর থাকিলেও, সরফরাজ্ পিতার ন্যায় লম্পট ছিলেন। তাঁহার নানা প্রকারের ১৫ শত রমণী ছিল, ইহাদের সহিত ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষবাটিকায় আমোদপ্রমোদে কালকর্ত্তন করিতেন। উপপত্নীর পীড়া হইলে বোজা রাখিয়া, মাথায় কোরাণ লইয়া, রৌদ্রে দণ্ডায়মান থাকিতেন। তাঁহার সপক্ষে এইমাত্র বলা যায় যে, তিনি মাতাল ছিলেন না। অধার্ম্মিক শিয়াগণের সহিত তাঁহার সহানুভূতি ছিল। ধর্ম্মবিগর্হিত ও রাজ্যের ক্ষতিকর অনেক কার্য্য তাঁহার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল' ইত্যাদি। হলওয়েল্, লাম্পট্য হঠকারিতা, পাত্রমিত্রগণের অবমাননা প্রভৃতি দোষের উল্লেখ করিয়াছেন। ইউসুফ্ আলি সমসাময়িক সমদর্শী লোক, আলিবর্দ্দী খাঁর রাজ্যগ্রহণও তিনি ধীরভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। গোলামহোসেন্ও এখানে তাঁহার মতই অবলম্বন করিয়াছেন। সরফরাজ্ নিতান্ত চরিত্রহীন হইলে, তিনি তাহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইতেন না।

(২) তারিখ ইউসুফী। গোলামহোসেন্ এবং হলওয়েল্ সরফরাজের হাজিকে বিদ্রূপোক্তি প্রভৃতি দ্বারা উত্যক্ত করিবার কথা নির্দ্দেশ করেন।

সরফরাজ্ ইহাতে হাজির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইলেন। এই সময়েই হাজির পরামর্শে সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিয়া ব্যয়সংক্ষেপের ব্যবস্থা হইল। অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যগণ হাজির কৌশলে আলিবর্দী খাঁর দলপুষ্টি করিতেছিল। এদিকে সর্-ফরাজ্ হাজির প্রতি সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতেছিলেন। এমন কি, তাঁহার হিতকাম সুহৃদ্গণ হাজির উপরে যে সমস্ত দোষারোপ করিতেন, এক সময়ে কেহ কেহ আত্মীয়বর্গসহ হাজিকে বন্দীভূত করিবার যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাও অকপটচিত্তে হাজিকে জ্ঞাত করাইয়াছিলেন। এই সরল ব্যবহারে প্রভুপুত্রের প্রতি দুরাত্মা হাজি আহম্মদের শ্রদ্ধাভক্তির বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার চক্রান্তের পথ আরও পরিষ্কার করিয়া দিল। নবাব পাছে বন্ধুবর্গের অনুরোধ শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত করেন এই ভয়ে তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার অস্ত্র আরও শীঘ্র শীঘ্র শাণিত হইতেছিল। সর্ফরাজের বুদ্ধির দোষে অন্যান্য লোকেও তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিল।

কথিত আছে, হাজি আহম্মদ, জগৎশেঠ ও রায়রায়ান্ আলমচাঁদকে স্বপক্ষে আনয়নের চেষ্টায় সফলমনোরথ হইয়াছিলেন (১)। ফতেচাঁদ ১৭২৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমে নবাব মুর্শিদ্কুলীর বিশেষ সাহায্যে সম্রাট্ মহম্মদ শার নিকটে 'জগৎশেঠ' উপাধি প্রাপ্ত হন, ইনিই প্রথম জগৎশেঠ (২)। ইঁহার খুল্লতাত মাণিকচাঁদ শেঠ-মাত্র ছিলেন। ফতেচাঁদ মুর্শিদ্কুলীর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, নবাবের ধনরক্ষক হইয়া জগৎশেঠ ধনেমানে ভারতের মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠেন। অনেক সময়ে জগৎশেঠের হুণ্ডী দ্বারা দিল্লীতে রাজকর প্রেরিত হইত। সুজা খাঁও সমস্ত রাজকার্য্যে ফতেচাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া, তাঁহার সহিত আত্মীয়তা সুদৃঢ় করেন। জগৎশেঠের সহিত সর্ফরাজের মনোবাদের কারণ দুই ভাবে কথিত হইয়াছে.—মিঃ হল্ওয়েল্ প্রথম প্রবাদের প্রচারক। তিনি লিখিয়াছেন,—'জগৎশেঠ ফতেচাঁদের পৌত্র মহাতাপ রায়ের সহিত একা-দশ বর্ষীয়া এক অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকার বিবাহ হয়। শেঠবধূর অনন্যসাধারণ রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া সর্ফরাজ্ কৌতূহলপরবশ হইয়া জগৎশেঠের নিকট একবার তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এরূপ করিলে শেঠবংশে

(১) তারিখ্ বাঙ্গালা। আলমচাঁদ সরফরাজের পাত্রমিত্রের হস্তে অনেক সময়ে লাঞ্ছিত হইতেন।

(২) তারিখ্ বাঙ্গালার মতে এই উপাধি ফরুখশেরের দত্ত। তিনি রাজ্য প্রাপ্তির জন্য মাণিকচাঁদের নিকটে কৃতজ্ঞ ছিলেন। পরিশিষ্টে জগৎশেঠের ফর্মান্ দ্রষ্টব্য।

চিরদিনের মত কলঙ্ককালিমা লেপন করা হইবে, ইত্যাদি বলিয়া জগৎশেঠ অনুনয় ও কাতর প্রার্থনা জানাইলেও সরফরাজ্ অণুমাত্র বিচলিত হইলেন না। বরং তাঁহার অসম্মতির ভাব দেখিয়া, তাঁহারই সমক্ষে একদল অশ্বারোহী সৈন্যকে শেঠবাটী বেষ্টন করিবার আদেশ দিলেন। তৎপরে কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া বলিলেন, বধূকে একবার নবাবভবনে প্রেরণ করিলে দর্শনমাত্র করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পুনঃপ্রেরণ করা হইবে। জগৎশেঠ বলপ্রকাশের ভয়ে অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অতঃপর, নিশাযোগে সঙ্গোপনে শেঠবধূ নবাবভবনে প্রেরিত ও পুনরানীত হইলেন' (১)। শেঠগৃহের জনশ্রুতি নির্দ্দেশ করে যে,—নবাব মুর্শিদ্‌কুলী খাঁর সময়ে সাত কোটী টাকা শেঠগৃহে গচ্ছিত ছিল বলিয়া, সরফরাজ্ ফতেচাঁদের নিকট ঐ টাকার দাবী করিলে, তিনি উহা অস্বীকার করিয়াছিলেন। এই জন্য সরফরাজ্ ফতেচাঁদের যথেষ্ট তিরস্কার ও অবমাননা করেন। দেশীয় লেখকগণ কোন রূপ কারণ নির্দ্দেশ না করিয়াই, ফতেচাঁদকে আলিবর্দ্দীর সপক্ষে চক্রান্তে লিপ্ত দেখাইয়াছেন। আলমচাঁদ নানারূপে অবমানিত হইয়া, অন্য পক্ষ অবলম্বন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

যাহা হউক, হাজি মুর্শিদাবাদ দরবারে আত্মপক্ষ প্রবল করিয়া আলিবর্দ্দী খাঁর নিকটে তাঁহার নিজের অবমাননা প্রভৃতির অতিরঞ্জিত বর্ণনা পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ অগ্রজের কথায় বিশ্বাস করিয়া, উৎকোচ প্রভৃতি প্রদানে দিল্লী-দরবার হইতে নিজ নামে তিন সুবার সনন্দপ্রাপ্তির উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নিতান্ত পক্ষে বিহারের শাসনকর্তৃত্ব যাহাতে স্বাধীনভাবে তাঁহাকে অর্পিত হয়, সেই প্রার্থনা থাকিল (২)। বাদশাহ-সরকারের এখন নিতান্ত ভগ্নদশা; সম্প্রতি নাদির শাহের পদার্পণের ফলে অর্থের

(১) মিঃ হল্‌ওয়েল্ বালিকার কথায়ও ইঙ্গিত করিবার অবসর ছাড়িবার পাত্র নহেন। ঐতিহাসিক অর্ম্ম হল্‌ওয়েলের উক্তির ভাবমাত্র সঙ্কলন করিয়াছেন। দেশীয় প্রবাদ শেঠবংশের এই কলঙ্কের কথা সমর্থন করেনা।

(২) তারিখ ইউসুফী। গোলাম হোসেন্ আলিবর্দ্দী খাঁর বিহারলাভের পরে ও বঙ্গে আসিবার পূর্ব্বে সুবাদারীপ্রাপ্তির চেষ্টা স্বীকার করেন। তারিখ বাঙ্গালার লেখক বলেন, 'নাদির শার আগমনের পর, সরফরাজ্ তাঁহার নামে মুদ্রা ও খোৎবা প্রচার এবং উজীর কমরুদ্দীনের আদেশমত নাদিরের জন্য রাজস্ব প্রেরণ করেন। আলিবর্দ্দী খাঁর লোকে এই বিষয় জানাইয়া, মহম্মদ শার দরবার হইতে সরফরাজের "মুণ্ডপাতের" আদেশ আনাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।' তখন বাদশাহ নিজের মুণ্ড লইয়াই বিপন্ন দেখা যায়। হলওয়েল্-কথিত আলিবর্দ্দীর বিহার-সনন্দ আনাইবার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

নিতান্ত অভাব। সম্রাট্ মহম্মদ্ শাও এক্ষণে মন্ত্রিবর্গের ক্রীড়াপুত্তলিমাত্র, সুতরাং উৎকোচের মহিমাই বিশেষ প্রবল। সরফরাজ্ দিল্লী দরবারের নিজ উকীলের নিকট হইতে সমস্ত সংবাদ পাইলেন; কিন্তু কর্ত্তব্য স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। আলিবর্দ্দী খাঁর বলক্ষয় করিবার অভিলাষে সুজার সময়ে বাঙ্গলা হইতে বিহারে যে সকল সৈন্য প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে বঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দেওয়া হইল, কিন্তু আলিবর্দ্দীর আকর্ষণে কেহই সে আদেশ মান্য করিল না। বিহারের পূর্ব্ব হিসাবও সেই সময়ে চাহিয়া পাঠান হইয়াছিল। এত দূর অগ্রসর হইয়া আবার চিন্তা হইল। হাজির মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহার দৌহিত্রী রাজমহলের ফৌজদার আতাউল্লা খাঁর দুহিতার সহিত নিজ পুত্রের পরিণয়-সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন। হিতে বিপরীত হইল। ইতিপূর্ব্বেই মির্জ্জা-মহম্মদের (সিরাজের) সহিত ঐ কন্যার সম্বন্ধ-বন্ধন হইয়া গিয়াছে, এই প্রস্তাব বড়ই অপমানজনক ইত্যাদি বলিয়া, হাজি ও তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণ তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁর নিকট সংবাদ গেল, তিনি ত্বরায় সসৈন্যে আসিয়া উদ্ধার না করিলে, পরিবারে কলঙ্ক স্পর্শিবে; দুর্বৃত্ত সরফরাজ্ বলপূর্ব্বক বিবাহ দিবেন। হাজি তাঁহার চিরাভ্যস্ত কৌশলে স্বকপোল-কল্পিত বর্ণনাসংযোগে এককে সহস্র করিয়া লিখিলেন। পাছে আলিবর্দ্দী সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করেন, উদ্দেশ্য বিফল হয়, ভাবিয়া পুত্র সইদ্ আহম্মদের স্বাক্ষরও চলিল। সরফরাজ্ খাঁর পক্ষে বিপক্ষের মনোনয়ন চেষ্টা বিফল হইল (১)।

আলিবর্দ্দী খাঁ এই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া, ভোজপুরের বিদ্রোহী জমিদারের দমনচ্ছলে সসৈন্যে পাটনা হইতে বহির্গত হইলেন (১১৫২ হিঃ,—১৭৪০ খৃঃ)। গোপনে জগৎশেঠকে এক পত্র প্রেরিত হইল; এই সঙ্গে সরফরাজ্‌কে লিখিত আর এক পত্র ছিল। বিশ্বস্ত দূত হস্তে পত্র এই ভাবে প্রেরিত হইল, যেন আলিবর্দ্দী রাজমহলে পৌঁছিলে পত্র মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের হস্তে প্রদত্ত হয়। হাজির জামাতা রাজমহলের ফৌজদার আতাউল্লা খাঁর বন্দোবস্তে বিহার হইতে শাক্‌রীগলি পর্য্যন্ত স্থান দিয়া কোন লোক বাঙ্গালা যাইতে পাইল না; পাছে, এই সংবাদ পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়া পড়ে। পাটনা হইতে কিয়দ্দূরে উপনীত হইয়া আলিবর্দ্দী খাঁ প্রধান সামন্তবর্গকে সমবেত করিয়া, তাঁহার শত্রুর বিরুদ্ধে সকলেই প্রাণপণে সাহায্য করিবেন, এইরূপ শপথ করাইয়া লইলেন।

(১) তারিখ ইউসুফী।

পরে সরফরাজের বিরুদ্ধে অভিযানের কথা প্রচারিত হইল; ইহাতে অনেকেই ভয়চকিত হইল, কিন্তু আলিবর্দ্দী খাঁ নানা ভাবে সরফরাজের অত্যাচার-কাহিনী বর্ণন করিলেন, এবং তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বে শপথ করিয়াছেন বলিয়া, আর কোন আপত্তি উঠিল না (১)।

আলিবর্দ্দী খাঁর অভিযানের সংবাদে মুর্শিদাবাদে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। আলিবর্দ্দী সরফরাজকে পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"পরিবারবর্গের অবমাননার সংবাদ পাইয়া, অনুমতি না লইয়াই এতদূর অগ্রসর হইয়াছি। মনে কোনই বিরুদ্ধভাব নাই, পরিবারগণকে নিকটে পাঠাইলেই প্রত্যাগমন করিব। ভরসা করি, আমায় এ ভাবে আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে হইবে না, ইত্যাদি" (২)। এখনও দুর্ব্বলচেতা সরফরাজ্ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বন্ধুবর্গের মধ্যে অনেকেই হাজি প্রভৃতিকে কারারুদ্ধ করিবার পরামর্শ দিলেন। হাজি শপথ করিয়া বলিলেন, 'প্রভুপুত্রের প্রতি আলিবর্দ্দী খাঁর অন্যরূপ ভাব হইতেই পারে না। আমাকে আলিবর্দ্দীর নিকটে পাঠাইলে আমি তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইব বা আজ্ঞা করিলে নিকটে আনিয়া উপস্থিত করিয়া দিব'। পরিশেষে সেনাপতি ঘৌস্ খাঁর কথামত বৃদ্ধ হাজিকে যাইতে দেওয়াই স্থির হইল; তৎসঙ্গে প্রকৃত মনোভাব অবগত হইবার নিমিত্ত দুই জন বিশ্বস্ত লোকও প্রেরিত হইল। কথিত আছে, শপথ রক্ষার নিমিত্ত হাজি আলিবর্দ্দীকে কয়েক পদ ফিরাইয়া লইয়াছিলেন।

হাজি মহম্মদকে বিদায় দিয়া নানা তর্কবিতর্কের পর, যুদ্ধসজ্জায় অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য স্থির হইল। চারি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সহ স্বয়ং সরফরাজ্ বহির্গত হইলেন; অন্যান্য সেনাপতির অধীনে অবশিষ্ট সৈন্যদলও চলিল। তৃতীয় দিবসে সৈন্যদল খামরায় গিয়া উপস্থিত হইল (৩)। চতুর্থ দিনে প্রেরিত লোকদ্বয় আলিবর্দ্দীর নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ লিখিয়া পাঠাইলেন, "আপনার পিতার অনুগ্রহে আমি উচ্চপদ ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছি, এই আমার গৌরব। কখনও আপনার প্রতি অন্যায়াচরণ করি নাই এবং করিব না। বিহারে সুজা খাঁর নিয়োজিত যে সৈন্যদল ছিল, তাহারা

(১) মুতাক্ষরীণ, প্রথমখণ্ড। হলওয়েল্ বলেন, শাকড়ীগলি উত্তীর্ণ হইয়া আলিবর্দ্দীর সৈন্যগণ প্রাপ্য বেতনের জন্য বড়ই গোলযোগ করে, শেষ সহযাত্রী বণিক্ ও মহাজন অমিচাঁদের কৌশলে নবাব আলিবর্দ্দী এ যাত্রা রক্ষা পান।

(২) তারিখ ইউসুফী।

(৩) তারিখ বাঙ্গালা।

সাত লক্ষ টাকা বাকী বেতনের প্রার্থনায় আসিয়াছে; আমি তাহাদের পশ্চাতে আসিয়াছি মাত্র। আর এক কথা, ঘৌস্ খাঁ প্রভৃতি আমার শক্রদলকে দরবার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিন, চক্ষুলজ্জায় স্বয়ং এতদুর না করিতে পারেন, অনুমতি দান করুন, আমি তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করি। ইহাতে এক-পক্ষ জয়ী হইলে অন্য পক্ষ নিরাপদে থাকিবে। আমি কোরাণ লইয়া শপথ করিলাম, এই কোরাণ ভবৎসকাশে প্রেরিত হইতেছে (১)।"

সর্ফরাজ্ আর প্রতারিত হইলেন না। শক্রপক্ষের সমগ্র কল্পনা এক্ষণে মনশ্চক্ষে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। কিন্তু স্বীয় সুবিজ্ঞতার অভাবে এবং বন্ধুবর্গের নানারূপ অযাচিত পরামর্শে তখনও নিশ্চিতরূপে কর্ত্তব্য অবধারণ হইয়া উঠিল না। সতেজে শক্রশিবির আক্রমণ করার পরিবর্ত্তে চতুরের সহিত চাতুরী খেলিবার উদ্যোগ হইল। আলিবর্দ্দী খাঁর প্রার্থনায় সম্মতির ভাব দেখাইয়া, উৎকোচপ্রয়োগে আলিবর্দ্দীর পক্ষের সামন্তগণকে বশীভূত করিবার বৃথা প্রয়াস পাইলেন (২)। ইতঃপূর্ব্বেই বিপক্ষদল জগৎশেঠের সাহায্যে টিপ্ (৩) পাঠাইয়া নবাবের পক্ষের অনেকের মুখ বন্ধ করিয়া-ছিলেন (৪)। সর্ফরাজের তোপ্খানায় গোলা বারুদের পরিবর্ত্তে ধূলা, মাটি ও ইষ্টক প্রস্তর দেখা গেল। তোপ্খানার দারোগা সাহরিয়ার্ পদচ্যুত হইলেন, তাঁহার স্থানে ফিরিঙ্গী আণ্টনীর দেশজ পুত্র পাঁচুকে নিযুক্ত করা হইল। আলিবর্দ্দীর সৈন্যদল এক্ষণে সুতী হইতে চড়্কা বালিঘাটা পর্য্যন্ত স্থান লইয়া শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছিল (৫)। সর্ফরাজ্ খাঁ সদলে

(১) গোলাম হোসেন বলেন, কোরাণের পরিবর্ত্তে বস্ত্রমণ্ডিত এক ইষ্টকখণ্ড প্রেরিত হয়।

(২) তারিখ ইউসুফী। আলিবর্দ্দী খাঁর বিশ্বস্ত সেনানীরা এই কথা ইউসুফ্ আলির নিকট প্রকাশ করেন।

(৩) টাকা দিবার আদেশযুক্ত হুণ্ডী বা চেকের মত কাগজ।

(৪) গোলাম হোসেন বলেন, নবাব সরফরাজ্ খাঁ জগৎশেঠের সাহায্যই এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কয়েকজন বিশ্বস্ত সেনানীর হস্ত এইরূপ টিপ্ পড়ে। সেনাপতি মু ফা খাঁ পরদিনই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে পরামর্শ দেন। অনুবাদক মুস্তাফা টীকায় লিখিয়াছেন,— আলিবর্দ্দী খাঁই জগৎশেঠের সাহায্য এইরূপ টিপ প্রেরণ করেন। মুস্তাফার সময়ে এক জন তাৎকালিক সেনাপতি জীবিত ছিলেন; তিনি চারি হাজার টাকার এক হুণ্ডী পান। উভয় উক্তিই প্রামাণিক হইতে পারে। সম্ভবতঃ এই কারণেই আলিবর্দ্দী সহজে প্রতিপক্ষের উদ্যোগ জানিতে পারেন।

(৫) চড়্কা-বালিঘাটা, বর্ত্তমান জঙ্গীপুর—রঘুনাথগঞ্জের সংলগ্ন।

ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে গিরিয়ার অপেক্ষা করিতেছিলেন, (১) কিন্তু প্রধান সেনাপতি ঘৌস্ খাঁ সসৈন্যে পরপারে বিপক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। দুই এক দিন পূর্ব্বকথিতরূপ মিলনের চাতুরী খেলার পরে, আলিবর্দ্দী খাঁ নিজ বিশ্বস্ত হিন্দু সেনাপতি নন্দলালের অধীনে অর্দ্ধাংশ সৈন্য স্বীয় পতাকাসহ পশ্চিমপারে রাখিয়া, মনোনীত দুই দল উৎকৃষ্ট আফ্গান্ সৈন্য লইয়া, নিশাযোগে ভাগীরথী পার হইলেন (২)। দুই দিক্ হইতে নবাবশিবির আক্রমণের কল্পনা ছিল। প্রত্যূষে আক্রমণ আরম্ভ হইল। প্রথম কামান-গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই একটি গোলা সর্‌ফরাজের তাম্বুর ভিতর দিয়া গেল। সর্‌ফরাজের বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নের নিমিত্ত অনুরোধ করিল। নবাব উপাসনা শেষ করিয়া, কোরাণ হস্তে (৩) হস্তী-পৃষ্ঠে উঠিলেন, এবং অসীমসাহসে শত্রুপক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। নবাব-শিবিরের অনেকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই হতাহত হইয়াছিল; কেহ কেহ শত্রুপক্ষের দিকেও সরিয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর, নবাবপক্ষের অধিকাংশ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সর্‌ফরাজ তখনও সতেজে অগ্রসর হইতেছিলেন। তূণীরের সমস্ত বাণই তখন নিঃশেষ করিয়াছেন। তাঁহার হস্তীপক প্রভুর প্রাণরক্ষার জন্য পলায়নে উদ্যত হইলে, তাহাকে তিরস্কার করিয়া নিষেধ করিলেন। কিন্তু আর অধিকক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইল না। বিপক্ষপক্ষের এক গোলা মস্তকে লাগিয়া তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হইল (৪)। যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবী-সৈন্যের কিয়দংশ কেবল দর্শকের কার্য্য মাত্র করিয়াছিল, ইহার মধ্যে মীর্ হবীব্, রাজা গন্ধর্বসিংহ ও সম্‌সের খাঁর দলই উল্লেখযোগ্য (৫)। মন্ত্রী আলমচাঁদ যুদ্ধে আহত হইয়া প্রত্যাগত হন;

(১) তারিখ বাঙ্গালায় এখানে গিরিয়ানালা নামে এক ক্ষুদ্র নদীর উল্লেখ আছে। বর্ত্তমানে ভাগীরথীর খাত পরিবর্ত্তনে তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।

(২) তারিখ বাঙ্গালার মতে রাজ্‌শাহীর জমিদার রামকান্তের হরকরাগণ আলিবর্দ্দী খাঁর পথদর্শক। এই বিপ্লবে কোন জমিদার লিপ্ত ছিলেন বলিয়া অন্য ইতিহাসে উল্লেখ নাই।

(৩) [illegible]।

(৪) অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের মতে এ স্থলেও বিশ্বাসঘাতকতায় কার্য্য শেষ হয়। অন্য কেহই এরূপ নির্দ্দেশ করেন নাই।

(৫) মীরহবীব্ উড়িষ্যা হইতে আসিয়াছিলেন, পুনরায় সদলে উড়িষ্যায় প্রত্যাগত হন।

গৃহে ফিরিয়া তাঁহার মৃত্যু হয় (১)। নদীর অপর পারে অমিততেজা প্রধান সেনা-পতি ঘৌস্ খাঁ নন্দলালকে পরাভূত ও নিহত করিয়া আলিবর্দ্দীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। সংবাদ পাইলেন, সরফরাজ্ নিহত হইয়াছেন। শত্রু-পক্ষের হস্তে ক্ষমার আশা নাই বুঝিয়া, পুত্রদ্বয় সহ যুদ্ধ করিতে করিতে বীরের মত প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন (২)। দ্বিতীয় সেনাপতি শরীফুদ্দীন্ও শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন। আর জয়ের কোন আশা নাই দেখিয়া, ক্ষুণ্ণমনে বীরভূমির দিকে প্রস্থান করিলেন।

অজ্ঞাতনামা লেখক যুদ্ধক্ষেত্রে এক রাজপুতবালকের অপূর্ব্ব বীরত্বকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। জমাদার বিজয়সিংহ খামবার নিকটে নবাব-বাহিনীর পার্শ্বদেশ রক্ষা করিতেছিলেন। সরফরাজের মৃত্যুর পর, আলিবর্দ্দী খাঁর দিকে অগ্রসর হইয়া ক্ষত্রিয় বীর বর্শাহস্তে অনেককে হতাহত করিয়া স্বয়ং ধরাশায়ী হন। তাঁহার নবমবর্ষবয়স্ক পুত্র জালিম্ সিংহ মৃত পিতার শরীর রক্ষার্থ নিষ্কোষিত অসিহস্তে দণ্ডায়মান হইল। কয়েকজন সৈনিক বালকের উপর অসিচালনায় উদ্যত হইতেছিল। বীরপ্রবর আলিবর্দ্দী খাঁ এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া, অগ্রসর হইয়া সৈন্যদলকে রাজপুতবালকের হত্যা হইতে নিবৃত্ত করিলেন, এবং তৎ-ক্ষণাৎ হিন্দুমতে ঐ মৃতদেহ সৎকারের আদেশ দিলেন। অদ্যাপি এই স্থান জালিম্ সিংহের মাঠ বলিয়া পরিচিত।

যুদ্ধকাণ্ডের দুই দিন পরে আলিবর্দ্দী খাঁ নগরপ্রবেশ করিলেন। ইতঃ-পূর্ব্বেই হাজিকে মুর্শিদাবাদ প্রেরণ করিয়া, নাগরিকগণকে নিশ্চিন্ত থাকিবার ভরসা দেওয়া হইয়াছিল। সরফরাজের মৃতদেহ যুদ্ধের দিন রাত্রেই আনীত

(১) যুদ্ধক্ষেত্রে আলমচাঁদ আহত হইয়াছেন, এজন্য তাঁহার ষড়যন্ত্রে যোগদানের কথায় সন্দেহ জন্মে। তারিখ বাঙ্গালার লেখক বলেন, দক্ষিণহস্তে গোলা লাগিয়া আলমচাঁদ নদীর জলে পতিত হন, অনুচরগণ অর্দ্ধমৃত অবস্থায় তাঁহাকে বাটীতে আনয়ন করে। বাটী আসিয়া নিজকৃত দুষ্কৃতির জন্য লজ্জা ও অনুতাপে তিনি 'হীরকচূর্ণ খাইয়া' প্রাণত্যাগ করেন। হলওয়েল বলেন, বিশ্বাসঘাতকতার জন্য 'গৃহিণীর গঞ্জনায়' তিনি বিষপানে প্রাণত্যাগ করেন।

(২) গিরিয়ার নিকটে ফমীনটোলায় ঘৌস খাঁর সমাধিমন্দির ছিল। ভাগীরথীর পরিবর্ত্তনে একণে তাহা নদীগর্ভস্থ হইয়াছে। ঘৌস খাঁর বীরত্বকাহিনী অদ্যাপি এই অঞ্চলে লোকের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। 'একেলা ঘৌস্ খাঁ লড়ে আলিবর্দ্দীর সঙ্গে' গ্রাম্যগীতি এখনও রাখাল বালকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়।

হইয়াছিল; সরফরাজ্-পুত্র মির্জা আমানী ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ রাত্রিযোগে নাকৃটা-খালির বাটীতে (১) উহা সমাহিত করিয়া, নগররক্ষার বৃথা প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ নগর প্রবেশ করিয়া, প্রথমে সর্‌ফরাজ্-জননী জিন্নেতুন্নেসা বেগমের প্রাসাদের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া, বিনয়নম্রবচনে তাঁহার নিকট কৃতাপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন; ভবিষ্যতে তাঁহাদের রক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন, ইত্যাদিও জ্ঞাপন করা হইল। সেখানে কোনও উত্তর না পাইয়া, দরবারগৃহে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে সিংহাসন গ্রহণ করিলেন।

সর্‌ফরাজ্‌চরিত্র-বর্ণনে ইতিপূর্ব্বে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তারিখ্ বাঙ্গালা বা হল্‌ওয়েলের বর্ণিত চরিত্রহীনতা সমর্থন করা যায় না। গোলাম-হোসেন, ইউসুফ্ আলি খাঁর কথাই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই উক্ত উক্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ। রাজকার্য্যে অনভিজ্ঞতা ও অপরিণামদর্শিতা ভিন্ন সর্‌-ফরাজের অন্য দোষ প্রামাণিক নহে। তাঁহার ধর্ম্মপ্রবণতা একবাক্যে স্বীকৃত, যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া, তিনি মনের বল দেখাইয়াছেন। আলিবর্দ্দী খাঁর কার্য্যসমালোচনায় ইউসুফ আলি বলেন, "আলিবর্দ্দী খাঁর মত সৎস্বভাব, ধর্ম্মপরায়ণ, ধীরগম্ভীরপ্রকৃতির লোকের হস্তে এইরূপে প্রভুহত্যা আশ্চর্য্যের বিষয়! এটি বিধিনির্ব্বন্ধমাত্র বলা যাইতে পারে। কারণ, তিনি পরে স্বীয় শত্রুবর্গের প্রতিও অসদ্ব্যবহার করেন নাই। চাটুকারগণের অন্যায় কার্য্যের সমর্থন করা দূরে থাকুক, অবজ্ঞাই করিতেন।" নিরপেক্ষ লোকে এই ব্যাপারে হাজি আহম্মদেরই বিশেষ দোষ দেখিয়াছেন। আলিবর্দ্দী আত্মরক্ষা প্রয়োজন বুঝিয়াই, প্রথমে পাটনা হইতে বহির্গত হন; পরে ঘটনাচক্রে ও রাজপদের উচ্চাশায় তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথভ্রষ্ট করিয়াছিল। হিতকারী প্রভুপুত্রের প্রাণহত্যার উপরে জনসাধারণের প্রথমতঃ স্বাভাবিক ঘৃণার সঞ্চারই হইয়াছিল। কালক্রমে আলিবর্দ্দী খাঁর সৌজন্য, সহৃদয়তা, দয়াদাক্ষিণ্য এবং ঐকান্তিক প্রজাহিতৈষণায় আকৃষ্ট হইয়া সকলেই তাঁহার প্রতি সমধিক অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

(১) বর্ত্তমান শাহানগর থানার নিকটে নাকৃটাখালি। সর্‌ফরাজের সমাধির উপর সম্প্রতি এক ক্ষুদ্র স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

বঙ্গে ইংরেজ কোম্পানী।

অট্টালিকার মহারণ্য কলিকাতার বর্ত্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কে বলিবে দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে ইহা প্রকৃত অরণ্যেই পরিবেষ্টিত ছিল? যেখানে চৌরঙ্গীর সুধাধবলিত গগনস্পর্শিনী সৌধরাজি আজ সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন করিতেছে, সেইস্থান যে এক কালে আরণ্য জন্তুর আবাস ভূমি ছিল, ইহা কে ভাবিতে পারে? ব্রিটিশের বিশ্বব্যাপিনী যে মহাশক্তি আজ সমগ্র ভারত গ্রাস করিয়াছে, দুই শতাব্দী পূর্ব্বে তাহার বীজ স্বরূপে সামান্য এক বণিক্ কোম্পানী নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পরে এই কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শোভাসিংহের বিদ্রোহের সুযোগে ইংরেজ কোম্পানীর কলিকাতার কুঠী সুদৃঢ় হইয়া দুর্গে পরিণত হইবার সূত্রপাত হয়, ইহারও উল্লেখ করা গিয়াছে। বিপ্লবের অবস্থায় প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়ম্ ধীরে ধীরে অঙ্গাবরণ গ্রহণ করিল। বীজ অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইল।

সুলতান্ আজিমুশ্বান্ বিদ্রোহ শান্তির পরে বর্দ্ধমানে শিবির সন্নিবেশ করিলে, ইংরেজ পক্ষ সংবাদ পাইলেন যে, ওলন্দাজ কোম্পানীর অধ্যক্ষ তাহার নিকট প্রতিনিধি পাঠাইয়া আপনাদের আবেদন জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রার্থনা ছিল যে, ওলন্দাজ কোম্পানীর নিকটে শতকরা ৩॥০ টাকা মাশুল (১) না লইয়া ইংরেজের মত বার্ষিক তিন হাজার টাকা দিয়া বাণিজ্য করিবার আদেশ দেওয়া হউক। ইংরেজ অধ্যক্ষ আয়র্ সাহেব সংবাদ পাইয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রতিভূ প্রেরণ করিলেন, অর্থশালী দেশীয় বণিক্ খোজা সর্হদ্ উত্তর-

(১) ষ্টুয়ার্ট ওলন্দাজ-কোম্পানীর শতকরা ৩॥ টাকা মাশুল দেওয়ার কথা নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু এই কালের দেশীয় কাগজ-পত্রে টুপীওয়ালাগণের (কোলাপোষান্) শতকরা ২॥ টাকা মাশুল ছিল, এইরূপ দৃষ্ট হয়। (চেহেলে দো—চল্লিশে দুই টাকা, দেশীয় বণিক্-গণের নির্দ্দিষ্ট মাশুল। বৈদেশিক বাণিজ্যে ইহার অর্দ্ধেক নির্দ্দিষ্ট ছিল।)

সাধক হইলেন (১)। প্রয়োজন মত অর্থদান করিয়া যাহাতে ইংরেজ কোম্পানীর অবাধবাণিজ্য প্রচারকার্য্যে সুলতানের নিশান পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিবার উপদেশ থাকিল। নানারূপ দস্তুর দস্তুর করা মাজার পরে, ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ষোড়শ সহস্র মুদ্রাযোগে (২) শাহজাদা আজিমুশানের অনুগ্রহে কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর, এই তিন গ্রামের জমিদারী ক্রয় করিবার অনুমতি পাইয়া ইংরেজপক্ষ একটু স্থিরভাবে বাঙ্গালায় বসিয়া পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের কলিকাতার গড়বন্দী কুঠী ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় উইলিয়মের নামে ফোর্ট উইলিয়ম্ বলিয়া কথিত হইল। বিপ্লবের সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অনেক অর্থশালী দেশীয় লোক কলিকাতায় আশ্রয় লইয়া স্থায়ী ভাবে বাস আরম্ভ করেন। হুগলীর ফৌজদার মহোদয় ইংরেজের নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ আদায়ের আশায় এই সময়ে দেশীয় লোকের বিচারকার্য্য নির্ব্বাহের জন্ত কলিকাতায় এক জন কাজী-স্থাপনের ভয় প্রদর্শন করিলেন। ইংরেজ পক্ষও সুলতানের নিকট দ্বিতীয় বার পূজোপহার পাঠাইয়া নিষেধাজ্ঞা আনাইলেন।

এ দিকে ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে অপর এক দল ইংরেজ-বণিক্ ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্টের নিকটে দুই কোটি টাকা ঋণ সাহায্যদানের অঙ্গীকার করিয়া, ভারতে বাণিজ্যব্যাপার চালাইবার জন্ত আইন পাশ্ করাইয়া লইলেন। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন কোম্পানীর অবসান হইবার সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিল। প্রাচীন কোম্পানীর প্রতিযোগিতায় বাণিজ্যকার্য্যের অত্যন্ত অন্তরায় আশঙ্কা করিয়া, নবীন কোম্পানী ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট হইতে সার উইলিয়ম নরিস্‌কে মোগল-দরবারে দৌত্যকার্য্যে প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। নানা প্রকার বাধা বিপত্তির পরে ইংরাজ দূত নজর উপঢৌকন প্রদান করিয়া মহামান্য মোগল-সম্রাটের সহিত দক্ষিণাঞ্চলে সাক্ষাৎ করিলেন। আরঙ্গজেব্ নূতন কোম্পানীর আনুকূল্যে ফর্ম্মাণ প্রদান করিবার অঙ্গীকার করিবেন,—এমন সময়ে সুরাট হইতে সংবাদ আসিল, মোখা হইতে প্রত্যাগত তিনখানি দেশীয় জাহাজ ইংরেজ জলদস্যুগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে। বাদশাহ ইংরেজ-দূতকে এই ঘটনার নিমিত্ত এবং ভবিষ্যতে ইংরেজ দস্যুর দ্বারা কোন ক্ষতি হইলে তাহার পূরণ করিবার

(১) Sutanuti Diary 1696—97 (*Wilson*)

(২) Stewart. 2nd Ed *P*—215.

অঙ্গীকারে একখানি একরার লিখিয়া দিবার আদেশ দিলেন (১)। নরিস্ অঙ্গীকারে অস্বীকৃত হইয়া, স্বদেশে প্রতিগমনের জন্য যাত্রা করেন; পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হয়।

ইউরোপীয় জলদস্যুগণের ক্রমাগত উপদ্রবে উত্ত্যক্ত হইয়া বাদশা এই সময়ে দেশমধ্যে ইংরেজের বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ প্রচার করেন। ইংরেজের উপরেই তাঁহার যথেষ্ট সন্দেহ হইয়াছিল। সম্রাটের এই আদেশে ১৭০২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পাটনা, রাজমহল ও কাশিমবাজারের কুঠীর কর্ম্মচারিবর্গকে সমগ্র দ্রব্যজাতসহ বন্দীভূত করা হইল। মার্চ্চ মাসে অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানীর প্রতিকূলে ঐরূপ আদেশ প্রচারিত হয়। এই ব্যাপারে নূতন ইংরেজ কোম্পানীর ৬২ হাজার টাকা ক্ষতি ও বাণিজ্যব্যাপার একেবারে নষ্ট হইবার উপক্রম হইল। হুগলীর ফৌজদার ইংরেজের কলিকাতাস্থ বাণিজ্য দ্রব্য বলপূর্ব্বক গ্রহণের আদেশ প্রচার করিলে, ইংরেজ অধ্যক্ষ বিয়ার্ড কুঠী রক্ষার আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু বলপ্রয়োগ অপেক্ষা কোম্পানীর অন্তবিধ রক্ষাস্ত্রই বিশেষ বলবান্ ছিল। সেই কৌশলে আজিমুশ্বান্ও বারংবার পরাস্ত হইয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে প্রকাশ্যে বাদশার আদেশ অবমাননা করিয়া কার্য্য করিবার সাহস না কুলাইলেও, তিনি গোপনে ফৌজদারকে নিবৃত্ত হইবার পরামর্শ দিলেন। ফৌজদার মহোদয় পঞ্চ সহস্র মুদ্রা কুক্ষিগত করিয়াও সন্তুষ্ট হইলেন না। আবার ভয় দেখাইলেন। শেষে ফৌজদার কোম্পানীর মালের নৌকা আটক করিয়া রাখিলে, ইংরেজপক্ষও নদীমুখের দেশীয় জাহাজ আবদ্ধ করিবার ভয় দেখাইয়া কার্য্যসিদ্ধ করিলেন। বৎসরের শেষে ইউরোপীয়গণের বাণিজ্যমুক্ত সম্বন্ধে বাদশাহের আদেশ আসিল। ইতিপূর্ব্বেই আজিমুশ্বান্ রাজমহলের ইংরেজগণের কারামুক্তির অনুজ্ঞা দিয়াছিলেন।

মুর্শিদাবাদে প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পরেই দেওয়ান্ মুর্শিদকুলী ইউরোপীয় বণিক্‌গণের বাদশাহী সনন্দ প্রভৃতি তলপ করেন। শা সুজার

(১) স্বজাতিপ্রাণ উইলসন্ সাহেব ইংরেজ জলদস্যুর কথা স্বীকার করিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত নহেন। তিনি বলেন, দিল্লী-দরবারে ইংরেজপক্ষকে কামধেনু অনুভবে যথেচ্ছ দোহনের ব্যবস্থা দেখিয়া, নরিস্ অর্থাভাবে ও বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। পরে ইউরোপীয় জলদস্যুর উৎপাতে বাণিজ্য বন্ধের কথায় সাহেব মহোদয় বলেন,—প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানী পরস্পরকে দস্যুতার জন্য দোষ দেওয়ায়, বাদশাহের উহাদের উপর সন্দেহ বদ্ধমূল হয়।

প্রদত্ত ফর্ম্মাণ হারাইয়া যাওয়ায় দেখাইবার উপায় নাই জানিয়া, ইংরেজপক্ষ প্রমাদ গণিলেন। মুর্শিদাবাদে দেওয়ানের কর্ম্মচারিবর্গের জন্ম উপহারের ব্যবস্থা হইল (১)। ইতিমধ্যে উভয় ইংরেজ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি লক্ষ্য করিয়া, মীমাংসা করিয়া একযোগে কার্য্য করাই স্থিরতর করেন। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে এই "যুক্ত ইংরেজ কোম্পানী" বাণিজ্যব্যাপারে পূর্ব্বমত সুবিধা পাইবার আশায়, দেওয়ানের নিকট প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইলেন। বাদশাহ সরকার হইতেও উভয় কোম্পানীর মিশ্রণ স্বীকৃত হয় নাই; অগত্যা উভয় কোম্পানী তিন সহস্র করিয়া মুদ্রা প্রদান করিতে বাধ্য হন। বাঙ্গলায় অতঃপর তাঁহাদের অবাধবাণিজ্যে নানারূপ বিঘ্নবিপত্তি ঘটিতে লাগিল। স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারিগণের উৎপাতই ইহার প্রধান কারণ। কোম্পানীর নামে নিজের গুপ্ত ব্যবসায়ে লাভ করা, কোম্পানীর ভৃত্যগণের চিরাভ্যস্ত রোগ ছিল। দেশীয় কর্তৃপক্ষগণও এই সুযোগে বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। উভয় কোম্পানীর মিশ্রণে ইংরেজ ব্যবসাদারগণের আরও দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। দেওয়ান্ কুলী খাঁ যুক্ত-কোম্পানীর দাবী ও অধিকার অস্বীকার করিলে, হুগলীর কথিত ফৌজদার মহাশয় পুনরায় আপত্তি উত্থাপন করিলেন। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে যুক্ত-কোম্পানী প্রকাশ্যভাবে কার্য্য চালাইবার চেষ্টায়, এক মোহরে দস্তক জারি আরম্ভ করিলেন। হুগলীর ফৌজদারের ও রাজমহলে যুবরাজের উপাসনার জন্ম উকীল পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল। জুন মাসে উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগত দেওয়ানের সহিত সাক্ষাৎ জন্ম ইংরেজপক্ষের উকীল রাজারাম প্রেরিত হইলেন। 'দুই কোম্পানী মিলিত হইয়াছে,—এখন আর পৃথক্ পৃথক্ টাকার দাবী হইতে পারে না। অবাধবাণিজ্যের অনুমতি প্রদান করিবার জন্ম দেওয়ান্ যে একবারে পনের হাজার টাকা চাহেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত' ইত্যাদি—উপদেশ সহ উকীল বিদায় হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ানের পারিষদবর্গের জন্ম উপহার চলিল। এ দিকে হুগলীর ফৌজদার বাস্তু-দেবতার পূজার ত্রুটি হইল না। দেওয়ান্ এই সময়ে ওলন্দাজ কোম্পানীর নিকট

(১) বর্ত্তমান অধ্যায়ের ১৭০৩ হইতে ১৭১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্যের বিবরণ উইলসন্ সাহেবের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইংরেজ দপ্তরের কাগজপত্র হইতে নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়া সাহেব মহোদয় ঐতিহাসিক-সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত।

ত্রিশ হাজার টাকা চাহিয়াছেন। ইংরেজের তুচ্ছ উপহার কোথায় পড়িয়া থাকিল! এখন বিশ হাজারেও মন উঠে না। অনেক পরামর্শ ও যুক্তিতর্কের পরে উকীলকে লেখা হইল, 'যদি পনের হাজারে কার্য্যোদ্ধার হয়, করিবেন। ইহাতে পাটনা অঞ্চলের ব্যবসায়ের কথাটাও উল্লেখ থাকিলে ভাল হয়।' রাজারাম কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, বিশ হাজারের কমে দেওয়ান সম্মত নহেন। দেওয়ানের সনন্দ না পাইলে মুর্শিদাবাদ টাঁকশালে মুদ্রা প্রস্তুত করান চলে না; কাশিমবাজারের কুঠীও বন্ধ রাখিতে হয়; অগত্যা ঐ টাকা দেওয়াই পরামর্শ স্থির হইল।

১৭০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে উকীল হুগলীতে পঁহুছিয়া জানিতে পারিলেন, ৩০ হাজার টাকার কমে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। সোরার নৌকা-গুলি আবদ্ধ থাকিলে সম্পূর্ণ ক্ষতি, অতএব টাকা দিয়া সনন্দলাভের চেষ্টাই ভাল,—এই ভাবে পরামর্শ চলিতে লাগিল। ১৭০৬—এপ্রেল মাসে মুর্শিদাবাদে দেওয়ান্ কুলী খাঁকে বিনীতভাবে পত্র দেওয়া হইল,—"আপনার অনুগ্রহে উৎসাহিত হইয়া, বিলাত হইতে মাল-পত্র আসিয়া পঁহুছিলেই আমরা কাশিমবাজারের কুঠী চালাইতে ইচ্ছা করি; আপাততঃ লোক জন পাঠাইয়া কুঠী মেরামত চলুক।" মে মাসে কুঠী মেরামত জন্য লোকও গেল। বাঙ্গলার সায়ের মহলের (শুল্কবিভাগের) দারোগা কলিকাতায় উপনীত হইলে, প্রসাদার্থ দুই শত টাকা মূল্যের ইউরোপীয় দ্রব্যজাত উপহার প্রদত্ত হইল। ১৭০৭ জানুয়ারী মাসে মুর্শিদাবাদ হইতে দেওয়ানের কয়েক জন রক্ষী আনাইয়া তাহাদের সঙ্গে কুঠিয়াল বাজেন্ সাহেবকে কাশিমবাজারে কুঠী খুলিবার জন্য প্রেরণ করা হইল। পঁচিশ হাজার টাকা দিয়া সনন্দ লইবার উপদেশ দেওয়া থাকিল। সমস্ত কার্য্য প্রায় স্থিরতর হইয়াছে, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, আরঙ্গজেব্ দেহত্যাগ করিয়াছেন। বাদশাহের মৃত্যু সংবাদে চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কলিকাতার ইংরেজ অধ্যক্ষ কাশিমবাজারে সংবাদ পাঠাইলেন,"জিনিসপত্র গুছাইয়া সত্বর কলিকাতায় আসিয়া পড়ুন, দেওয়ানের সনন্দলাভের জন্য মজুদ টাকা কদাচঃহস্তান্তর না হয়।"

বৃদ্ধ বাদশাহের লোকান্তরের পর সিংহাসন লইয়া টানাটানি পড়িবে; বিপ্লবে বাণিজ্যব্যাপারের সমূহ ক্ষতি; স্থানীয় নবাব, কর্ম্মচারী বা জমিদার সুবিধা পাইলেই অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, কোম্পানীর লোকেরা এ সমস্ত কথা বেশ বুঝিতেন। এই জন্য অবিলম্বে চতুর্দ্দিকে সংবাদ প্রেরিত

হইল,—যে যেখানে আছ, সত্বর মালপত্র সহ কলিকাতায় আইস। বিপ্লব উপস্থিত হইলে খাদ্যাভাবে বিপন্ন হইতে হইবে বলিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া গুদামজাত করা হইল। কৌশলী ইংরেজ মহোদয়গণ এই সুযোগে কলিকাতার দুর্গ সুদৃঢ় করিয়া লইবার অবসর ছাড়িবার পাত্র নহেন। এখন আর কেহই তাঁহাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিবে না—এই সুসময় উপস্থিত, এইরূপ মন্তব্য লিখিয়া শীঘ্রগতি দুর্গসংস্কার আরম্ভ করা হইল। ভাগীরথী-তীরে দুর্গের দুই পার্শ্বে দুইটি সুদৃঢ় বুরুজ, কোম্পানীর বাণিজ্যরক্ষার জন্য গাত্রোত্থান করিল। এ দিকে পাটনা হইতে সংবাদ আসিল, "সুলতান্ আজিমুশ্বান্ বণিক্‌বর্গের নিকট জবরদস্তী করিয়া যুদ্ধকার্য্যের সাহায্য জন্য অনেক টাকা সংগ্রহ করিতেছেন। ইংরেজ কোম্পানীর নিকটেও এক লক্ষ চাহিয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা এত টাকা কোথায় পাইবেন ? সুতরাং অস্বীকার করিয়াছেন, এবং এই কারণে কোম্পানীর কয়েক জন দেশীয় কর্ম্মচারীও আবদ্ধ হইয়াছে।" সাহসে ভর করিয়া দেশীয় গবর্মেণ্টের নিকট পত্র দেওয়া হইল,—"পাটনায় কোম্পানীর কোন ক্ষতি হইলে আমরাও হুগলীতে বা অন্যত্র তাহার প্রতিশোধ লইব।"

নবেম্বর মাসে কোম্পানীর উকীল সংবাদ পাঠাইলেন, নূতন বাদশাহ মুর্শিদ্‌কুলীকে নায়েব-সুবাদারের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইংরেজগণ কাশিমবাজারে আসিয়া পূর্ব্বমত বাণিজ্যব্যাপার করেন, ইহাই নবাবের অভিপ্রায়। কিন্তু এখনও সমস্ত গোল মিটে নাই। দাক্ষিণাত্যে যুবরাজ কাম্‌বক্স স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছেন, কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ এখনও কোন পক্ষের জয়পরাজয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। অন্য সময়েই পাটনা হইতে সোরার নৌকা নির্ব্বিবাদে কলিকাতায় আনিয়া গৃহজাত করা দুঃসাধ্য হয়, এ সময়ের ত কথাই নাই। এই জন্য একবার পাটনার কুঠী উঠাইয়া দিবারও কল্পনা হইতেছিল, কিন্তু সোরার ব্যবসায়ে বিলক্ষণ লাভের বিষয় চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। অতঃপর কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ সুল্‌তান্ ফর্‌রোখশের ও দেওয়ানের সনন্দ লাভের জন্য উঠিয়া পড়িয়া উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ বিলক্ষণ বুঝিতেন, বিপ্লবের অবকাশে যাহাই সম্ভব হউক, রাজকুলের প্রতিকূলাচরণ করিতে গেলে, যখন শান্তি পুনঃস্থাপিত হইবে, সে সময়ে একবারে ব্যবসায়ের পথ রুদ্ধ হইবে। বাদশাহের নিকট ফর্মান্-প্রাপ্তির জন্য মান্দ্রাজ হইতে

ইতিপূর্ব্বেই উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছিল। যদিও এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা এখনও অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই, তথাপি ইংরেজগণ সাহসে ভর করিয়া রাজমহলে যুবরাজের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন,—"আমরা প্রত্যহ বাদশাহী ফর্ম্মানের প্রতীক্ষা করিতেছি, আসিলেই আপনার দৃষ্টির জন্য প্রেরিত হইবে, যদি না আসে, তখন শুল্ক প্রদান করিব।" উকীল শিবচরণ পূর্ব্বতন ফর্ম্মানের প্রতিলিপি ও মুদ্রাসহ রাজমহলে যুবরাজ ও দেওয়ানের প্রসাদলাভার্থ প্রেরিত হইলেন; তৎপরে দর দস্তর আরম্ভ হইল। প্রথমে পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রায় দেওয়ান বাক্যালাপই করেন না দেখিয়া, আরও পনের হাজার টাকা স্বীকৃত হইল এবং দেওয়ানের সুদৃষ্টিপাত জন্য তাঁহাকে দুই খানি ও যুবরাজকে এক-খানি উৎকৃষ্ট আরসী উপহার প্রদত্ত হইল। কিন্তু ওলন্দাজগণ ৩৫ হাজার দিয়া-ছেন, তাহার কমে কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, সংবাদ আসিল। "এত টাকা পাই কোথায়? বিশ হাজারে না হইলে উকীল ফিরিয়া আসুন, পরে বিবেচনা করা যাইবে"—এই ভাবে উত্তর গেল। মাসেক পরে শিবচরণ সংবাদ লিখি-লেন, ৩৬ হাজার টাকা দিয়া কোম্পানীর নামে হুণ্ডী কাটিয়াছি। সংবাদ পাইয়া ইংরাজ দরবারের চক্ষুঃস্থির! একবার মনে হইল, হুণ্ডী অমান্য করিবেন, উকীলের উপর যথেষ্ট সন্দেহ জন্মিল। পুনর্ব্বিবেচনায় স্থির হইল, বখ্‌শ ফজল্ মহম্মদ রাজমহল গিয়া শিবচরণকে বাঁধিয়া প্রেরণ করুন। ২২শে অক্টোবর ফজল মহম্মদ যে সংবাদ লইয়া রাজমহল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তাহাতে ইংরেজপক্ষ শিহরিয়া উঠিলেন। "৩৬ হাজার টাকা লইয়া অবাধ-বাণিজ্যের সনন্দ দিবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু এখন বাঙ্গলায় ৫০ হাজার ও সুরাটে বাদশাহের রাজকোষে এক লক্ষ টাকা না দিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না।" কোম্পানীর কার্য্যাধ্যক্ষগণ বিপন্ন হইয়া এখন নিকট বন্ধু হুগলীর ফৌজদারের শরণ লইলেন।

ইতিমধ্যে হুগলীর নূতন ফৌজদার বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথমে অর্থ-প্রার্থনা, শেষ ব্যবসায়-বন্ধের উদ্যোগ, কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে বন্দীভূত করা, এমন কি, কলিকাতা আক্রমণের ভয় পর্য্যন্ত দেখান হইয়াছিল। আশঙ্কায় ইংরেজপক্ষের প্রাণ শুকাইয়া গেল। বিপ্লবের সময়ে কতকগুলি ফিরিঙ্গী সৈন্য নিয়োগ করা হইয়াছিল, এক্ষণে আরও কতকগুলি নিযুক্ত করিয়া দু' বেলা কাওয়াজ শিক্ষা চলিতে লাগিল। অবশেষে সুলতান্ ফর্‌রোখ্‌শেরের খোয়াসীদার (প্রধান চাপরাসী) মীর মহম্মদ জাফরের আনুকূল্যে ফৌজদার্

কথঞ্চিৎ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করেন। ফৌজদার বলিলেন, দেওয়ানের অনুজ্ঞায় তিনি ইংরেজের বাণিজ্য বন্ধের উদ্যম করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইংরেজপক্ষের ইতস্ততঃ দেখিয়া কিঞ্চিৎ শিক্ষাপ্রদান দেওয়ানের অভিপ্রেত ছিল। যাহা হউক, এক্ষণে ফৌজদার মহাশয় ভরসা দিলেন, ৩৫ হাজার টাকায় কার্য্যোদ্ধার করিয়া দিবেন। কিন্তু কার্য্যকালে তিনি কত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা সন্দেহের বিষয়। কারণ, ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে যুবরাজ ফর্‌রোখ্‌শেরের আদেশে রাজমহলে ইংরেজ প্রতিভূ কুঠিয়াল কথর্প সাহেব বন্দীভূত হইলেন। যুবরাজ আদেশ প্রচার করিলেন, চৌদ্দ হাজার টাকা না দিলে সাহেবকে বা সোরার নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। জানুয়ারী মাসে অগত্যা ঐ টাকা দিয়াই তাঁহার মুক্তিলাভ হইল। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে দক্ষিণাপথে শাহ আলম্ কাম্‌বক্সকে পরাভূত করিয়াছেন, এই সংবাদ আইসে। এই সময়েই যুবরাজ ও দেওয়ান মুর্শিদকুলী দিল্লী-যাত্রা করেন। এই অবকাশে খিদিরপুরের কয়েক জন চৌকিদারকে কোম্পানীর মালের নৌকা আটক করার অপরাধে ধৃত করিয়া বেত্রাঘাত করা হয়।

অতঃপর শের্‌বলন্দ খাঁ বঙ্গের সুবাদার হইয়া আইসেন। আগমনের পূর্ব্ব হইতেই ইংরেজপক্ষ তাঁহার মনস্তুষ্টির আয়োজন করিতেছিলেন। শের্‌বলন্দ খাঁও প্রথমে সদ্ভাবের পরিচয় দেন। পরোয়ানা পাঠাইয়া জানাইয়া দেওয়া হইল, 'বাণিজ্য পূর্ব্বমত চলিতে থাকুক, কোম্পানী পরে সনন্দ গ্রহণ করিবেন।' কিছু দিন পরেই রাজমহলে পুনরায় নৌকা আটক হইল। দুই সহস্র মুদ্রা পূজোপকরণে কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেও, শেরবলন্দ খাঁ সমগ্র অর্থপ্রাপ্তি না ঘটিলে আর কিছুই করিতে প্রস্তুত নহেন। আদেশ দেওয়া হইল যে, '৪৫ হাজার টাকা হইলে সনন্দ দিবেন। বর্ত্তমান দেওয়ান স্থায়িভাবে নিযুক্ত হইলে বা নূতন কেহ আসিলেই সনন্দ বাহির হইবে, কিন্তু অর্থপ্রদানে বিলম্ব করিলে কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।' এইবার কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ বিষম প্রমাদ গণিলেন। বাদশা শাহ আলমের রাজ্যাভিষেকের পর হইতে এত দিন পূর্ব্ব রীতি অনুসারে কোম্পানীর সাধারণ সনন্দপ্রাপ্তি ঘটে নাই। এ অবস্থায় দেশীয় শাসনকর্ত্তৃগণের মনস্তুষ্টির ব্যবস্থা করিয়া ব্যবসা চালাইতে না পারিলে, চারি দিক্ নষ্ট হয়। পাটনায় নৌকা আবদ্ধ থাকিলে বা মুর্শিদাবাদে মালের মাশুল দিতে হইলে সমূহ ক্ষতি; অগত্যা ৪৫ হাজার টাকা দেওয়াই স্থির হইল। শেরবলন্দ খাঁ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায়

কোম্পানীর অবাধবাণিজ্যের পরোয়ানা জারি করিলেন। খাজনাখানার দারোগা ওয়ালী বেগ, এ কার্য্যে সহায়তা করেন বলিয়া তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করিলে সাদর অভ্যর্থনা ও হাজার টাকা মূল্যের উপহার প্রদত্ত হইল।

নবেম্বর মাসের শেষে শেরবলন্দ খাঁ সুবাদারী কার্য্য হইতে অপসৃত হইলেন। ফররোখ্‌শের নামে নায়েব-নাজিম হইলেও, কার্য্যতঃ দেওয়ান কুলী খাঁই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া আসিলেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতিকালে যিনি দেওয়ানের কার্য্য করিতেছিলেন, তিনি এই সময়ে অবসর বুঝিয়া '২০ হাজার টাকা না পাইলে কোম্পানীর মাল ছাড়িব না,' বলিয়া বসিলেন। ইংরেজ কোম্পানীর লোকেরা প্রথমে ভয় দেখাইলেন, দেশীয় জাহাজ ধরিয়া বাখিবেন, শেষে চিরাগত প্রথামত উপাসনায় গোলযোগের নিবৃত্তি হইল। ১৭১০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এই দেওয়ান নগদী পদাতিকগণের হস্তে নিহত হন (১)। কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ অতঃপর পাটনা ও কাশিমবাজারে রীতিমত কুঠী চালাইবার উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে সম্ভবতঃ আজিমুশ্বানের পরামর্শে বাঙ্গলায় মুর্শিদকুলীর অব্যাহত ক্ষমতা কিয়ৎপরিমাণে সংযত করিবার উদ্দেশ্যে বাহাদুর শা দিল্লী হইতে ভাণ্ডা বর দারোগা জেয়াদীন্ খাঁকে (২) হুগলীর ফৌজদার ও বঙ্গোপসাগরের উপকূলভাগের নৌ-সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া বঙ্গে প্রেরণ করেন। এই জেয়াদীন্ খাঁ ইতিপূর্ব্বে মান্দ্রাজের ইংরেজ অধ্যক্ষ পিট্ সাহেবের নিকট ইংরেজ বাণিজ্যের আনুকূল্য করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। ইংরেজের পূর্ব্বসুহৃৎ বলিয়া তাঁহার আগমনে (মে—১৭১০ খৃঃ) ইংরেজদল বিশেষ উৎসাহসহকারে উপঢৌকনের আয়োজন করিলেন। জেয়া-

---

(১) Wilson's Annals

(২) পূর্ণ নাম "জেয়াউদ্দীন্ খাঁ।" উচ্চারণে 'জেয়াদীন্' হইয়া পড়ে বলিয়া আমরা তাহাই রাখিলাম। ইংরেজ-দপ্তরের কাগজে ইহাকে "Zoody Khan" লিখিয়াছে। ষ্টুয়ার্ট ভ্রমক্রমে জইনুদ্দীন বলায়, মিঃ-উইলসন্ ইংরেজী কাগজে 'সর্ব্বত্র অশুদ্ধ বর্ণবিন্যাস আছে' এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন (Annals Vol. I) এ বিষয় তাঁহাকে অবগত করিয়া জেয়াদীন্ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী ইংরেজী রেকর্ডের অন্যান্য কথা জানিবার ইচ্ছা করিলে, মিঃ-উইলসন্ তাঁহার যন্ত্রস্থ গ্রন্থের উপক্রমণিকাভাগের সহিত মিঃ আরভিনের সাহায্যে প্রাপ্ত জেয়াদীনের বিস্তৃত বিবরণী প্রেরণ করিয়া যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছিলেন। জেয়াদীন্ সম্ভ্রান্ত-বংশীয়; বাদশাহ-দরবারে তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। হুগলী-ত্যাগের পরে তিনি নানা স্থানে বিশিষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দীন্ সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া, ইংরেজপক্ষকে আপ্যায়িত করিলেন।

১৭১০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজপক্ষ বিনীত নিবেদন জানাইলেন যে, কাশিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ হেজেন্ সাহেব নবাবকে অভিবাদন করিতে যাইবেন। ডিরেক্টর-গণের পরামর্শে ও স্বজাতিসুলভ সদ্‌বুদ্ধির প্রণোদনে ইংরেজ কর্ম্মচারিবর্গ বিনা ব্যয়ে সবিনয় মিষ্টসম্ভাষণে যত দূর কার্য্যসিদ্ধি সম্ভব, সে পক্ষে কোনও কালেই অমনোযোগ করেন নাই। কিন্তু কেবল বাক্যপ্রয়োগে কুলী খাঁর নিকট কার্য্যোদ্ধারের আশা ছিল না। তিনি টাকা কড়ি চাহিয়া বসিলেন। রাজমহলে প্রতিষ্ঠিত উড়িষ্যা ও বিহারের নায়েব-সুবাদার খাঁ জাহান্ বাহাদুর সোরাব নৌকা ছাড়িয়া দিয়া অবাধ-বাণিজ্যের পরোয়ানা প্রদান করিলেও, বাঙ্গলায় ব্যাঘাতের শান্তি হইল না। নবাবের আদেশে পুনরায় স্থানে স্থানে মালপত্র আবদ্ধ হইতে লাগিল। এই সময়ে জেয়াদীনের সাহায্যে বাদশাহী ফর্ম্মান ও আজিমুশ্বানের নিশান (১) প্রাপ্তির পরামর্শ চলিতেছিল। এই কারণে ১৭১১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে একবার সাহস করিয়া নবাব মুর্শিদকুলীকে জ্ঞাপন করা হইল, কোম্পানীর বাণিজ্যে এইরূপ বিঘ্ন ঘটিতে থাকিলে, ইংরেজপক্ষ নবাবের বিরুদ্ধে বাদশাহের নিকট আবেদন করিবেন; কাশিমবাজার হইতে কুঠী উঠাইয়া আনিবেন; কলিকাতায় পথে দেশীয় জাহাজও আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। কিন্তু কুলী খাঁও ভীত হইবার লোক নহেন (২)। অগত্যা কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ পূর্ব্বমত সাধনা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিলেন না। শেষে মীমাংসা হইল, ত্রিংশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলে তিনি স্বয়ং 'ছাড়' লিখিয়া দিবেন, এবং বাদ্‌শাহী সনন্দ দেওয়াইলে আরও ২২,৫০০ টাকা দিতে হইবে। ইংরেজপক্ষ ইহাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

নবাবের সহিত বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গেলেও, দিল্লী-দরবারে আবেদন করিয়া অবাধ-বাণিজ্যের পুনরাদেশ গ্রহণের উদ্যম পরিত্যক্ত হইল না। স্পষ্টই অনুমিত হয়, ফৌজদার জেয়াদীনের ভরসাতেই এইরূপ দূতপ্রেরণের সাহস

---

(১) আজিমুশ্বান্ এখনও নামে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন, পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(২) এখানে মিঃ উইলসনের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। এ কালেও ইংরেজপক্ষ ভয় প্রদর্শনে কার্য্যোদ্ধার করিয়াছেন, এই মত সমীচীন বোধ হয় না। এখানে জেয়াদীনের বলেই ইংরেজ অধ্যক্ষ একটু সাহসমাত্র দেখাইয়াছেন।

হইতেছিল; এই কারণেই পদচ্যুত হইবার পরেও (১) ১৭১১ খৃষ্টাব্দে জেয়াদীন্ খাঁকে হুগলীতেই অবস্থান করিতে দেখা যায়। মান্দ্রাজের অধ্যক্ষ পিট্ সাহেব দিল্লীতে দূতপ্রেরণের জন্য যে সমস্ত উপহারসামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে বাঙ্গলায় প্রেরিত হইল। দ্রব্যাদি যথারীতি সাজাইয়া গুছাইয়া নৌকায় উঠান হইল, কে দূত সাজিয়া যাইবেন, তর্কবিতর্ক চলিতেছে, এমন সময়ে (মার্চ্চ, ১৭১২) সংবাদ আসিল, বাহাদুর শা কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

সম্রাটের মৃত্যুসংবাদে পুনরায় রাজ্যের সর্ব্বত্র হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কে সিংহাসন অধিকার করে, তাহার স্থিরতা নাই। মুর্শিদকুলী ও খাঁ জাহান্ নিজ নিজ সৈন্য সমবেত করিয়া, কামান সাজাইয়া, অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বিপ্লব কি আকার ধারণ করিবে, কে জানে? ইউরোপীয় বণিক্‌দল আপন আপন কুঠী ও বাণিজ্য রক্ষার আয়োজনে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইংরেজ কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ চিরন্তন পদ্ধতি-অনুসারে এই বিপ্লবের অবকাশে কলিকাতার দুর্গ দৃঢ়ীভূত করিতে বিস্মৃত হন নাই। ডিরেক্টর-গণের আদেশ ছিল, চতুর্দ্দিকে গড়খাত নির্ম্মাণ ও ডক্ প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইবে, কিন্তু অধ্যক্ষ রসেল্ তত দূর অগ্রসর হন নাই। ফররোখশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার পরে, উদ্বেগ তিরোহিত হইল। আবার ইংরেজদল বাণিজ্য-ব্যাপারে মনোযোগ দিলেন।

১৭০৩ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে সুদক্ষ হেজেস্ সাহেব বাঙ্গলায় ইংরেজ কোম্পানীর অধ্যক্ষ হইলেন। জেয়াদীন্ খাঁ ইতিপূর্ব্বেই বাঙ্গলা ত্যাগ করিয়াছিলেন। পরবর্ষ ইংরেজ কোম্পানীর পক্ষে সর্ব্বত্র সৌভাগ্যপ্রদ হইয়া দর্শন দিল। ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে দিল্লী দরবার হইতে মুর্শিদকুলীর নামে এক "হজবল্ হুকুম্" আসিল, ইংরেজ কোম্পানীর পূর্ব্বমত অবাধবাণিজ্যে যেন কোন বাধা প্রদান করা না হয়। এই সংবাদে কলিকাতাবাসী ইংরেজের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। মুহুর্মুহুঃ তোপধ্বনি হইতে লাগিল, বারুণীর স্রোত বহিল! এই সংবাদে সবিশেষ উৎসাহিত হইয়া ইংরেজপক্ষ নবোদ্যমে পূর্ব্বপ্রস্তাবিত দূতপ্রেরণের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তিন মাস তর্ক-বিতর্ক, উদ্যোগ আয়োজন, মন্ত্রণা প্রভৃতির পরে, ১৭১৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল

---

(১) জেয়াদীন্‌কে লইয়া যে বিভ্রাট ঘটে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

মাসে উপহার-দ্রব্য বক্ষে ধারণ করিয়া কোম্পানীর নৌকা পাটনা যাত্রা করিল; তথা হইতে পরবর্ষে স্থলপথে দিল্লী-যাত্রা আরব্ধ হইল।

বৈদেশিক বাণিজ্যে যথেষ্ট ধনাগম ও তৎসহ নানা প্রকারে যে বঙ্গদেশের কল্যাণসাধন হইত, কুলী খাঁর মত সুবিজ্ঞ শাসনকর্ত্তার তাহা অজ্ঞাত ছিল না। এই উদ্দেশ্যেই তিনি মোগল ও আরব্য বণিক্‌বর্গকে বাণিজ্যব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দান করিতেন, তাহাদের নিকট শতকরা আড়াই টাকা মাত্র শুল্কগ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। সায়ের্ (শুল্ক)-বিভাগের কর্ম্মচারিবর্গ যাহাতে ইহাদের প্রতি উৎপীড়ন করিয়া বেশী আদায় না করে, তৎপক্ষে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ইংরেজ কোম্পানী বাদশাহী ফর্ম্মান ও নিশানের দোহাই দিয়া তিন সহস্র টাকা মাত্র দিয়া অবাধবাণিজ্য চালাইতেন, সুতরাং প্রতিযোগিতায় অন্যান্য বণিক্‌গণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিতেন না। সমদর্শী নবাবের চক্ষে ইহা বড়ই অন্যায় বোধ হইত। রাজনীতির দিক্ হইতেও ইউরোপীয়গণের গড়বন্দী কুঠী তিনি সুনয়নে দৃষ্টি করিতেন না। ক্রমশঃ বলসঞ্চয় করিতে দিলে ইহারা সময়ে অনিষ্টের উৎপাদন করিতে পারে, নীতিজ্ঞ দূরদর্শী নবাবের হৃদয়ে সময়ে সময়ে এ চিন্তা উদিত হওয়াও সম্ভবপর। যাহা হউক, সর্ব্বপ্রকারের বহির্বাণিজ্য সমান সুবিধায় নির্ব্বাহ হওয়া উচিত স্থির করিয়া, তিনি এক্ষণে বাদশাহী ফর্ম্মান্ রদ করিয়া ইংরেজ কোম্পানীর নিকটেও শুল্কের দাবী করিলেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ দেখিলেন, হয় শুল্ক, নতুবা নবাব হইতে নিম্নতন কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেরই বার্ষিক পূজোপচারের ব্যবস্থা না করিলে, বাণিজ্য চলিবে না। কলিকাতার ইংরেজ দরবার কর্ত্তৃপক্ষ ডিরেক্টরগণকে সমস্ত বিষয় অবগত করিলেন। তাঁহাদের পরামর্শে দিল্লীদরবারে আবেদন করাই স্থির হইল। অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধে কোম্পানীর বক্তব্য সমস্ত কথা একই আবেদনপত্রে লিখিত হইবার আদেশ আসিল।

বাঙ্গলার ইংরেজ কুঠীসমূহের অধ্যক্ষ হেজেস্ সাহেবের উপর দূত-নিয়োগের ভার অর্পিত হইল। সুর্ম্মান ও ষ্টিফেনসন্ নামক দুই জন সুদক্ষ কুঠীয়াল দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের সহিত কলিকাতার প্রধান আর্ম্মানী বণিক্ খোজা সর্হদ্ ও ডাক্তার উইলিয়ম্ হ্যামিল্‌টন চলিলেন। কলিকাতার ইংরেজপক্ষ বাদশাহী-দরবারের আদব-কায়দা, চক্রকৌটিল্য, বা রাজনীতিবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। খোজা সর্হদ্‌ও তথৈবচ

হইলেও অন্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া সাহস দিতে লাগিলেন। সর্হদ্ এই সঙ্গে বিনা ব্যয়ে অনেকগুলি পণ্যদ্রব্য দিল্লী অঞ্চলে লইয়া গিয়া লাভের চেষ্টায় ছিলেন। বাদশাহের উপঢৌকনের জন্য তিন লক্ষ টাকা মূল্যের নানারূপ মনোরম কাচের বাসন, ঘড়ী, কিংখাব্, জরীদার ও অন্যান্য রূপ উৎকৃষ্ট মস্‌লিন্ ও রেসমী বস্ত্রাদি চলিল। খোজা সর্হদ্ দিল্লীতে পত্র লিখিয়া প্রচার করিয়াছিলেন,—দশ লক্ষ টাকার উপহার যাইতেছে। সংবাদ শুনিয়া ফর্‌রোখশের নিকটবর্ত্তী প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণের উপর আদেশ পাঠাইলেন, ইংরেজ কোম্পানীর দূতগণকে যেন সযত্নে রক্ষক সঙ্গে দিয়া আনয়ন করা হয়। কলিকাতা হইতে নৌকা যোগে পাটনা পর্য্যন্ত গিয়া, পরবর্ষে স্থলপথে যাত্রা আরম্ভ হইল, এবং তিন মাস পরে ৮ই জুলাই তারিখে দ্রব্যসম্ভারসহ প্রতিনিধিগণ দিল্লী পৌঁছিলেন (১৭১৫)।

ইতিমধ্যে বাণিজ্যব্যাপার লইয়া হুগলীর ফৌজদার ও দেশীয় অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের সহিত সাময়িক সংঘর্ষণও চলিতেছিল। কখনও উৎকোচ-দান, কখনও বা বলপ্রয়োগের ভয়প্রদর্শন, কুত্রাপি পলায়িত দেশীয় অপরাধীকে নবাবের হস্তে সমর্পণ, ইত্যাদি উপায়ে ইংরেজপক্ষের কার্য্যোদ্ধার হইতে লাগিল। ইংরেজ বণিক্ ও দেশীয় কর্ত্তৃপক্ষের এই চিরন্তন বিবাদের মূল কারণ নির্ণয় করিতে হইলে, নিম্নলিখিত বিষয়টি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, ইংরেজ কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ স্বাধীন ব্যবসায়ে যথেষ্ট ধনসঞ্চয় করিতেন (১)। কোম্পানী রীতিমত বেতন প্রদানে অসমর্থ হইয়া দেশীয় বাণিজ্যে এইরূপে অর্থোপার্জ্জনের অনুমতিও দিয়াছিলেন। ইহারা হীরা জহরৎ ভিন্ন অন্য দ্রব্য লইয়া গিয়া ইউরোপে ব্যবসা করিতে পাইতেন না সত্য বটে, কিন্তু ভারতের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে দ্রব্যাদি লইয়া গিয়া বাণিজ্য করিয়া যথেষ্ট লাভ করিতেন। প্রত্যেক

(১) ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে অনধিক দুই বৎসর এ দেশে কার্য্য করিয়া কলিকাতার অধ্যক্ষ ওয়েলডেন্ শার বোবন্ নামক জাহাজে স্বদেশ-যাত্রা করিতেছিলেন। ইহাতে কোম্পানীর মালপত্র ভিন্ন অধ্যক্ষের স্বাধীন বাণিজ্য ও অন্যান্য উপায়ে সংগৃহীত পনের হাজার পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্যাদি ও নগদ টাকা ছিল। কিন্তু 'চোরাধন নিল বাটপাড়।' তৎকালে ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল। উত্তমাশা-অন্তরীপের নিকট ফরাসী যুদ্ধজাহাজ ইংরেজের জাহাজ অধিকার করিল। এই শার বোবন্ জাহাজে খ্যাতনামা ডাক্তার হ্যামিল্-টন প্রথমে এ দেশে আইসেন।

বর্ষের প্রথমে কোম্পানীর বড বড় জাহাজ মাল-পত্র লইয়া ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া জুলাই বা আগষ্ট মাসে কলিকাতায় পৌঁছিত। পুনরায় পরবর্ষের প্রথমে, রেশম, নানাবিধ বস্ত্রাদি ও সোরা প্রভৃতি লইয়া বাঙ্গলা হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিত। কখনও বা বাণিজ্য-দ্রব্যের জন্ত এই সকল জাহাজকে বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হইত। ইতিমধ্যে কোম্পানীর লোকেরা এই সকল জাহাজে পণ্যদ্রব্য উঠাইয়া উপকূলভাগে প্রেরণ করিতেন। বাঙ্গলা হইতে এই ভাবে সুরাট, এমন কি, পারস্ত পর্য্যন্ত কোম্পানীর লোকের দ্রব্যাদি চালান হইত।* তাঁহাদের অনেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজও ছিল। এইরূপ গুপ্ত বাণিজ্যও ইঁহারা কোম্পানীর ফর্মানের দোহাই দিয়া চালাইতেন; এবং দেশীয় শাসনকর্তৃগণও এই কারণে অনেক সময়ে ইহাদের মস্তকে কর্মা-মর্দ্দন করিবার সুবিধা পাইতেন। অবশ্য উপহারের অর্থাদি কোম্পানীর খাতায় খরচ পড়িত। কিন্তু কোম্পানীর ব্যয় বেশী হইলে সকলেরই লাভের পথে কণ্টক জন্মে, সুতরাং সর্ব্বথা অবাধ-বাণিজ্যই প্রার্থনীয় ছিল।

দ্বিতীয় কথা, মুদ্রা বিভ্রাট। ভারতের নানা স্থানে মুদ্রিত রৌপ্যমুদ্রার মূল্য একরূপ ছিল না; প্রত্যেক প্রকার মুদ্রার এক নিরূপিত বাটা ছিল। মান্দ্রাজে কোম্পানীর টাকশালে মুদ্রা প্রস্তুত হইত। যত দিন বাদশাহ আরঙ্গজেব দক্ষিণাপথে ছিলেন, সে পর্য্যন্ত মান্দ্রাজী-মুদ্রা ভারতের সর্ব্বত্রই সমান মূল্যে গৃহীত হইত; কারণ, দক্ষিণাপথের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্ত ঐ মুদ্রা প্রেরিত হইতে পারিত। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে বাদশাহী দরবার স্থায়ী ভাবে দিল্লীতে আসিয়া পড়িলে আর মান্দ্রাজী মুদ্রা রাজকোষে পুর্ব্বভাবে গৃহীত হইত না। শিক্কা টাকার মূল্য এ সময়ে কোম্পানীর টাকা অপেক্ষা শতকরা ১২ টাকা বেশী; ইহাতে কোম্পানী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। এই কারণে বাদশাহ-দরবারের প্রার্থনার মধ্যে মুর্শিদাবাদে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া লইবার প্রার্থনা একটি প্রধান বিষয় ছিল। দূতগণ দিল্লী প্রস্থান করিলে, অধ্যক্ষ হেজেস্ কাশিমবাজার কুঠীর পুনঃস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে নবাবের সন্তোষসাধন ও মুর্শিদাবাদে মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অনুমতি-প্রাপ্তির বিধিমতে উদ্যোগ করিলেন। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে কাশিমবাজারের অধ্যক্ষ জানাইলেন, নবাবকে পনের হাজার এবং দেওয়ান একরামখাঁ ও রঘুনন্দন প্রভৃতি কর্ম্মচারিবর্গকে পাঁচ হাজার করিয়া দশ হাজার দিলে সকল কার্য্য সিদ্ধ হইবে। ইংরেজপক্ষ দেখিলেন, এই টাকা দিয়া এক্ষণে বাণিজ্য চলিবে,

ও মুদ্রা প্রস্তুত হইবে, পরন্তু নবাবকে অসন্তুষ্ট করিলে বাদশাহী সনন্দলাভের পক্ষে বিষম ব্যাঘাত জন্মিবে। তাঁহারা সংবাদ পাইয়াছিলেন, দিল্লী দরবার হইতে তাঁহাদের প্রার্থনার কয়েকটি বিষয়ের মীমাংসার ভার মুর্শিদকুলী খাঁর হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে; অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার পরামর্শ লওয়া হইবে। 'নবাবের সহিত পূর্ব্বাবধি আমাদের অসদ্ভাব রহিয়াছে, বাদশাহ-দরবারে তাঁহার যেরূপ প্রতিপত্তি, তাহাতে এ অবস্থায় তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, আশানুরূপ ফলপ্রাপ্তির বিশেষ সাহায্য হয়।' অতএব ঐ টাকা দেওয়াই স্থির হইল। মৌখিক স্বীকার করিয়াও তাঁহারা অর্থ-প্রদানে কালবিলম্ব করিয়াছিলেন বলিয়া, সায়ের্-বিভাগের ইজারাদার রঘুনন্দন, মালদহ ও ঢাকা হইতে আগত কোম্পানীর মালের নৌকা আবদ্ধ রাখিয়া ও কাশিমবাজারে পদাতিক পাঠাইয়া উৎপীড়ন করিয়াছেন, দেখা যায় (১)। তখন পুনরায়—"নবাব আমাদের বিরুদ্ধে লিখিলে বাদশাহ-দরবারে আমাদের দৌত্যকার্য্য বিফল হইবার সম্ভাবনা, অতএব একবাক্যে স্থির হইল যে, একবার তাঁহাকে স্বীকৃত টাকাটা দেওয়া হউক, কিন্তু কর্ম্মচারিবর্গকে প্রতিশ্রুত টাকাটা যত দূর সম্ভব বাঁচাইতে চেষ্টা করা যাউক, কারণ চুক্তিমত কার্য্য হয় নাই"—এই সঙ্কল্প স্থিরতর হইল।

আবদুল্লা ও হোসেন আলী সৈয়দ্ ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে ফর্‌রোখশের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেও এই সময়ে তাঁহাদের প্রতি নবীন বাদশাহের শ্রদ্ধার লাঘব হইয়াছিল। উজীর আবদুল্লা খাঁর আর সেরূপ প্রতিপত্তি নাই জানিয়া সুচতুর ইংরেজপক্ষ অন্যতম প্রধান ওমরা খান্ দৌরানের সাহায্যে কার্য্যোদ্ধার করিবার উদ্যোগ করিলেন। কথিত আছে, মুর্শিদকুলী খাঁ এই দূতপ্রেরণ-ব্যাপারে তাঁহার অবমাননা হইতেছে ভাবিয়া, উজীর আবদুল্লা খাঁর সাহায্যে ইংরেজপক্ষের প্রার্থনা ব্যর্থ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। ঘটনাচক্রে ইংরেজের ভাগ্যোদয়ের বক্ষ্যমাণ কারণ উপস্থিত না হইলে হয় ত দূতগণকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিতে হইত।

এই সময়ে রাজা অজিত সিংহের দুহিতার সহিত ফর্‌রোখশেরের বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরতর হইয়াছিল। পাত্রী মোগল-রাজধানীতে আনীতা হইয়াছেন—এমন সময় বাদশা এক দুরারোগ্য পীড়ায় শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। রাজবৈদ্য হাকিমগণের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। নিরূপিত দিবসে উদ্বাহব্যাপার

(১) ইনি নাটোর রাজবংশের স্থাপয়িতা রঘুনন্দন বলিয়া অনুমিত হয়

আর সম্পন্ন হয় না, এমন সময়ে খান্ দৌরানের অনুরোধে ইংরেজ ডাক্তার হ্যামিল্টন্ চিকিৎসার ভার প্রাপ্ত হইলেন। ইংরেজ জাতির সৌভাগ্যগুণে হ্যামিল্টন সাহেব অত্যল্পকালমধ্যেই সম্রাট্কে আরোগ্য করিলেন। কর্-রোথশের পারিশ্রমিক ব্যতীত অন্য পুরস্কারপ্রদানের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, স্বজাতিপ্রাণ ডাক্তার সাহেব ইংরেজ কোম্পানীর প্রার্থনাপূরণের নিবেদন জানাইলেন। চিকিৎসকের নিঃস্বার্থভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া বাদশা অঙ্গীকার করিলেন, বিবাহের পরেই তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন। বিবাহের ধূমধামে কিয়ংকাল অতিবাহিত হইল। অবশেষে ১৭১৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইংরেজ পক্ষের আবেদনপত্র দাখিল হইল। ইহাতে বাঙ্গলা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই, তিন প্রদেশে কোম্পানীর বাণিজ্যের নানারূপ বাধা-বিপত্তির উল্লেখ ছিল। প্রার্থনা থাকিল যে,—(১ম) কলিকাতার ইংরেজ কুঠীর অধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত দস্তক্ বা ছাড় দেখাইলে, বাঙ্গলার কোন সরকারী কর্ম্মচারী কোনও ছল করিয়া কোম্পানীর দ্রব্যাদি আটক বা পরীক্ষা করিতে পারিবেন না। (২য়) মুর্শিদাবাদ টাঁকশালের কর্ম্মচারিগণ প্রয়োজন হইলে সপ্তাহে তিন দিন কোম্পানীর মুদ্রা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিবেন। (৩য়) দেশীয় বা বিদেশীয় কোন লোকে ইংরেজ কোম্পানীর নিকট ঋণী থাকিলে কলিকাতার অধ্যক্ষের প্রার্থনামত তাহাকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। (৪র্থ) সুল্তান আজিমুশ্বান্ যেরূপে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের জমিদারী ক্রয় করিতে অনুমতি দান করিয়াছিলেন, সেই ভাবে কলিকাতার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ৩৮ খানি গ্রামের জমিদারী ইংরেজ কোম্পানীকে ক্রয় করিতে দেওয়া হইবে।

এক্ষণে দরবারে উজীর আবদুল্লা খাঁ, ইংরেজ কোম্পানীর এই সমস্ত প্রার্থনার বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক আরম্ভ করিলেন। শেষে বাদশাহের নিকট আবার দুইখানি প্রার্থনা পত্র ক্রমশঃ দাখিল করা হইলে, উজীর এক আদেশ পত্র বাহির করিলেন। কিন্তু ইহাতে বাদশাহের মোহর থাকিল না; কেবল উজীরের মোহর দেওয়া হইল। ইংরেজপক্ষ বিলক্ষণ বুঝিতেন, এরূপ ফর্ম্মান্ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ গ্রাহ্যই করিবেন না; তাঁহারা মহা গোলযোগে পড়িলেন। এ সময়ে সাধারণতঃ যেরূপ ঘটনা হয়, এখানেও তদ্রূপ গৃহ-বিচ্ছেদ দেখা দিল; খোজা সর্হদ্কে ঘোরতর অবিশ্বাস হইল। তিনি মন্ত্রভেদ ও অন্যান্য নানা প্রকার অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, দেখা গেল। ইংরেজ দূতদ্বয় সাহসে ভর করিয়া উজীরের অনুজ্ঞাপত্র প্রত্যর্পণ করিলেন, এবং যত

দিন বাদশাহী ফর্মান্ না পান, তত দিন অপেক্ষা করিবেন, স্থির করিলেন। এ দিকে বাঙ্গলার নবাবের উকীলগণও বাধা দিবার জন্য বিধিমতে উদ্যোগ করিতেছিলেন। যে কারণেই হউক, আরও চৌদ্দ মাস ইংরেজপক্ষের কার্য্যের কোন সারোদ্ধার হইল না। অবশেষে ইংরেজ দূতগণ অন্দরমহলের জনৈক প্রিয়তম খোজাকে উৎকোচপ্রদানের পরামর্শ পাইলেন। এ উপায়ে আশানুরূপ ফললাভের তাঁহাদের কোনও ভরসা ছিল না, তথাপি ঐরূপ ব্যবস্থা করিলেন। তৎপরেই কার্য্যসিদ্ধি হইল, বাদশাহের মোহরযুক্ত ফর্মান (১) বাহির হইল। এইরূপ গুপ্তপূজার পরক্ষণেই ফললাভ দেখিয়া ইংরেজপক্ষ বিস্মিত হইলেন। কিন্তু দিল্লী হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা প্রকৃত কথা অবগত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে যব চার্ণকের হাঙ্গামার সময়ে যখন ইংরেজ রণপোত আসিয়া মোগল জাহাজ আক্রমণ করে, সেই সময়ে সুরাটের ইংরেজ বণিকদল সুরাট ছাড়িয়া বোম্বাই প্রস্থান করেন। কথিত সময়ে সুরাটের কুঠীতে বাণিজ্যব্যাপারে বড় লাভ হইতেছে না দেখিয়া, ইংরেজগণ মালপত্র লইয়া বোম্বাই চলিয়া আইসেন। সুরাটের মোগল শাসনকর্ত্তা পুনরায় ইংরেজের রণপোত আসিতেছে ভাবিয়া, কথিত প্রধান খোজার নিকট গোপনে সংবাদ দেন,—"ইংরেজপক্ষের প্রার্থনা না-মঞ্জুর করিলে ফল বড়ই বিষময় হইবে।" বাদশাহ ও উজীর উভয়েরই নিকট খোজার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল; তাঁহার কথিত সংবাদে উজীরের আপত্তির মীমাংসা হইয়া যায়। খান্ দৌরানের জনৈক কর্ম্মচারীর নিকট ইংরেজগণ পরে এই সংবাদ প্রাপ্ত হন (২)।

(১) Stewart Appendix। কথিত ফর্মানে ইংরাজ কোম্পানীর প্রার্থনার ১, ৩ ও ৪র্থ সংখ্যার আবেদন সম্বন্ধে আদেশ আছে।

(২) সম্ভবতঃ প্রধান খোজা সাহেব উৎকোচ পাইয়া দরবারে এইরূপ প্রবাদ রটাইয়া থাকিবেন। ফরুখশেরের মন্ত্রিবর্গের মধ্যে এ সময়ে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও ঈর্ষ্যায় দরবারের ভদ্রস্থতা ছিল না। সংবাদ সত্য হইলে, সুরাটের শাসনকর্ত্তা কেন বাদশাহের নিকট জানাইলেন না, তাহা বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু ইংরেজ প্রতিনিধিগণ এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, দেখা যাইতেছে। বাদশাহী দরবারে তখন বিরুদ্ধপক্ষীয় লোকে নিজ নিজ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া আসিতেছিল। খান্ দৌরানের পক্ষভুক্ত খোজা যে এইরূপে ইংরেজ জাহাজের আক্রমণের ভীতি প্রচার করিয়া প্রতিপত্তিলাভের

১৭১৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে কলিকাতার ইংরেজগণ দিল্লী হইতে সংবাদ পাইলেন, তাঁহাদের প্রার্থনা সিদ্ধ হইয়াছে। বাণিজ্য পূর্ব্বমত অবাধে চলিবে, বিনা মাশুলে মুদ্রা প্রস্তুত করাইতে পাইবেন; কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিও ক্রয় করিতে দেওয়া হইবে। যে মাসে যখন সংবাদ আসিল,—বাদশাহী ফর্ম্মান্ দূতগণের হস্তে আসিয়াছে, তখন আবার আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল। আবার ঘন ঘন তোপধ্বনি ও প্রভূতপরিমাণে পানাহারের ব্যবস্থা হইল। 'ওয়াকে' ও অন্যান্য সরকারী সংবাদপত্রে অবশ্যই সংবাদ উঠিবে বলিয়া আতসবাজী প্রভৃতি আনন্দচিহ্নও প্রদর্শিত হইল। কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁ সহজে ভুলিবার পাত্র নহেন। জুলাই মাসে তিনি পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত কোম্পানীর অবাধ বাণিজ্যের আদেশ মাত্র দিলেন। কিন্তু বাদশাহী পরোয়ানা দেখাইলেও মুদ্রা প্রস্তুত করিতে বা জমিদারী ক্রয় করিবার অনুমতি দিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার প্রতিজ্ঞা অটল রহিল।

দুই বৎসর দিল্লীতে অবস্থানের পর স্বকার্য্য সাধন করিয়া ইংরেজ দূতগণ ১৭১৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে দিল্লী হইতে যাত্রা করিলেন। বাঙ্গলায় আসিয়াই ফর্ম্মানের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধন তাঁহাদের পক্ষে সহজসাধ্য হয় নাই। গুজরাট বা দক্ষিণাপথে তখনও বাদশাহের প্রভুশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল, তথায় বাদশাহী আদেশে কোনও বাধাই হইল না। মুর্শিদকুলী খাঁ দিল্লীর বাদশার প্রভুশক্তি স্বীকার করিলেও, দিল্লী দরবারের তাৎকালিক দুর্ব্বলতা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন, ইংরেজগণকে কলিকাতার চতুঃপার্শ্বে নূতন জমিদারী ক্রয় করিতে দিলে ভাগীরথীর মুখে উভয় পার্শ্বে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা যথেষ্ট বলসঞ্চয় করিয়া বসিবেন। তখন দেশীয় বাণিজ্যের গতিরোধ করাও তাঁহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। এই কারণে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারগণকে আদেশ দিলেন, 'ইংরেজ কোম্পানীকে কদাচ জমিদারী বিক্রয় করা না হয়।' বাণিজ্য বিষয়ে বাদশাহী ফর্ম্মানের ব্যাখ্যায় নবাব আদেশ দিলেন, সমুদ্রপথে আমদানী বা রপ্তানী মালপত্র উক্তরূপ বিনা মাশুলে যাইতে পারিবে, অন্তর্বাণিজ্যে সেরূপ হইবে না। ইংরেজ কোম্পানী দেশের মধ্যে এক প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে দেশজ দ্রব্যাদি বিনা

চেষ্টা করে নাই, তাহা স্পষ্ট বোধ হয় না। যাহা হউক, এই ভীতিই দুর্ব্বল বাদশাহ দরবারের পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল, দেখা যাইতেছে। সম্ভবতঃ এই কারণেই ইংরেজপক্ষের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে বলিয়া বাঙ্গলার নবাবকেও অবগত করান হইয়াছিল।

মাশুলে চালান করিবার ক্ষমতা পাইলে, অন্যান্য দেশীয় ব্যবসায়িগণের সম্পূর্ণ ক্ষতি। কোম্পানীর লোকেরা, তর্কে যত হউক না হউক নবাবের ক্ষমতার ভয়ে অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। লবণ, তামাক, সুপারী প্রভৃতির ব্যবসায়ে এইরূপ অন্তর্বাণিজ্যে কোম্পানীর লোকেরা ইতিপূর্ব্বে বেশ দশ টাকা লাভ করিতেন; এক্ষণে সে উপায় বন্ধ হইল। যাহা হউক, কোম্পানীর বাণিজ্যের এই পরিমাণ সুবিধা পাইয়া ইংরেজ পক্ষ নিজকার্য্যে যত্নশীল হইলেন। দিন দিন ইংরেজের ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা নগরীর শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কোম্পানীর কার্য্যে অনেক দেশীয় মহাজনও নিযুক্ত থাকিতেন। অনেকে এক্ষণে কলিকাতায় বাস আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতা হইতে মাল রপ্তানির বার্ষিক পরিমাণ দশ হাজার টন হইয়াছিল। বণিক্ কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ এক্ষণে নানা উপায়ে ধনশালী হইতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা স্বচ্ছন্দে বাণিজ্য চালাইবার অভিপ্রায়ে সাময়িক উপহার উপঢৌকন দিয়া নবাবকে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টাবও ত্রুটি করেন নাই।

ইতিমধ্যে কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা ব্যয় সংক্ষেপ ও সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য বারংবার উপদেশ দিলেও, কলিকাতাব উত্তরপার্শ্বে নদীমুখের স্থানগুলি হস্তে লইয়া, গোপনে নিজ অবস্থান সুদৃঢ় করিবার উদ্যোগ হইয়াছিল (১)। কুলী খাঁর কৌশলে মনোরথ সফল হয় নাই। মহম্মদ শার সিংহাসন গ্রহণের পর একবার ফর্‌মান্-নির্দ্দিষ্ট স্বত্ব পাইবার উদ্যোগ করিতে আদেশ দেওয়া হয় (২)। ইংলণ্ড হইতে ডিরেক্টরগণ মোগলরাজ্যের তাৎকালিক অবস্থা না জানিয়া মনে করিতেছিলেন, কণ্টক কুলী খাঁ দূরীভূত হইতেও পারেন; বৃথা আশা। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে দক্ষিণাপথে রাষ্ট্রবিপ্লবের কথা শুনিয়া, কলিকাতায় পরামর্শ দেওয়া হয়, হুগলীর শাসনকর্ত্তার সহিত এরূপ সময়ে মিত্রতা রক্ষা করা উচিত। কোম্পানীর দেশীয় কর্ম্মকর্ত্তৃগণ কুলী খাঁর মৃত্যুর পরে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া, ব্যবসায় চালাইতে আরম্ভ করিলেন। ১৭ ৬ খৃষ্টাব্দে ডিরেক্টরগণের প্রার্থনায় ইংলণ্ডেশ্বর দেওয়ানী বিচার নির্ব্বাহের জন্য কলিকাতায় এক মেয়রের আদালত স্থাপন কবিবাব অনু-

(১) Auber's Rise and Progress of the British Power in India.
(p 24,) Letter to Bengal, 3 Feb, 1819.
(২) General Letter to Bengal, 16 Feb. 1721.

মতি দেন (১)। মেয়র ও কয়েকজন ইংরেজ মেম্বর এই আদালতে কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নিয়োজিত হইলেন (১৭২৭ খৃঃ)। বিচারকার্য্য শীঘ্র শীঘ্র নিষ্পত্তি করিবার আদেশ ছিল। নবাব সুজাউদ্দীন্ উড়িষ্যায় কোম্পানীর লোকের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট অনেক আশা আছে, ইত্যাদি মর্ম্মে বিলাতে পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। সুজাউদ্দীনের শাসনকালে কোনরূপ বাধা না পাইয়া ইংরেজ কর্ম্মচারিবর্গ স্বাধীন গোপনীয় ব্যবসায়ের দিকেই সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। 'কোম্পানীর জন্য আর উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত প্রেরিত হয় না, কেবল ক্রেতা চটিতেছে এমন নহে, অংশীদারগণের মনে ভীতি-সঞ্চার হইতেছে। তোমরা নিজ নিজ ব্যবসায়ে মনোযোগ করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছ' ইত্যাদি মর্ম্মে বিলাত হইতে পত্র আসিল। তৎসহ ছয় জন মেম্বরকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া, নূতন লোকের ব্যবস্থা হইল (২)। এই শাসনের পর অবশ্য কিছু ফল ফলিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে দুই তিন বৎসর ধরিয়া কর্ম্মচারিবর্গের স্বাধীন ব্যবসায়ের কল্যাণে কোম্পানীর শতকরা আট টাকার স্থলে লাভের অংশ সাত টাকা করিতে হয়, এই সময়েই ওলন্দাজ কোম্পানীর লোকে শতকরা পঁচিশ টাকা লাভ দেখাইয়া দেন। প্রভু বণিক্-কোম্পানীর কার্য্যে অবহেলা করিয়া কর্ম্মচারিগণ অর্থসংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। অধ্যক্ষ প্রভৃতি কর্ম্মকর্ত্তা এ সময়ে মাসিক তিন শত টাকার অধিক বেতন পাইতেন না, অথচ বায়ুসেবনে বহির্গত হইলে ছয় ঘোড়ার গাড়ীর প্রয়োজন হইত, ভোজনসময়ে ব্যাণ্ড বাজিত (৩)।

ইতঃপূর্ব্বে ইষ্ট্ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতবাণিজ্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধেই বিশেষ গোল উঠিয়াছিল। স্বাধীনবাণিজ্যের পক্ষপাতী মনিষীবর্গের সাহায্যে বিলাতের অন্যান্য বণিকগণ কোম্পানীর বিরুদ্ধে হাউস্ অব্ কমন্সে আবেদন করেন (১৭৩০ খৃঃ)। কোম্পানীর বাণিজ্য যায় যায় হইয়া উঠে। পরিশেষে নানা তর্কবিতর্কের পর গবর্ণমেণ্টকে বিংশতি লক্ষ টাকা উৎকোচ দিয়া ও পূর্ব্ব প্রদত্ত দেনার সুদ কমাইয়া, ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্বভাবে ব্যবসায় চালাইবার সনন্দ বাহির হয় (৪)। কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তৃগণ অবশ্য ভারতবাসী কর্ম্মচারি-

(১) Auber, p 29 Letter 17 Feb 1732
(২) Do ,, 31-32. Dec 3, 1731.
(৩) Mill and Marshman
(৪) Mill's India—Vol. III,

গণের স্বাধীন বৈদেশিক বাণিজ্যে উদরপূর্ত্তির জন্য এত কষ্ট স্বীকার করেন নাই। এই কারণেই পূর্ব্বোক্তরূপে শাসন করিয়া সুব্যবস্থার উদ্যোগ হইয়াছিল।

মালবার উপকূলে বিখ্যাত জলদস্যু কানুজী আঙ্গ্রিয়া ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগত হইলে, তাঁহার পুত্র শম্ভুজী পিতার মত লুণ্ঠনাদি আরম্ভ করিলেন(১)। তাঁহার অত্যাচারে এই প্রদেশের ব্যবসায়িবর্গ উত্যক্ত হইলেন। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানীর দাক্ষিণদেশের কর্ম্মকর্ত্তৃগণ নৌসৈন্যসাহায্যে আঙ্গ্রিয়ার যুদ্ধজাহাজগুলিকে তাঁহার নিজের বন্দরেই আবদ্ধ করিয়া রাখেন। মুসলমান ও ইউরোপীয় উভয়বিধ ব্যবসায়ীর ইহাতে বিশেষ উপকারসাধন হইয়াছে বলিয়া, কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ, এই সময়ে দিল্লী হইতে ইংরেজগণের সপক্ষে নবাবের নিকট এক প্রশংসাপত্র আনাইবার উপদেশ দেন (২)। তাঁহাদের আশা ছিল, এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে বাঙ্গলার নবাব বা কর্ম্মচারিগণের সহিত আর বিশেষ কোন গোল বাধিবে না।

এই সময়ে অন্য একটি বিদেশীয় কোম্পানীর সহিত দেশীয় শাসনকর্ত্তৃগণের একটু সংঘর্ষণ ঘটে। অন্যান্য ইউরোপীয়গণের ভারতবাণিজ্যে বিলক্ষণ লাভ দেখিয়া, জর্ম্মান্ সম্রাটের (তৎকালে অষ্ট্রীয়ার রাজা) অধীন বেলজিয়মের কতকগুলি বণিক ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের সনন্দ লইয়া বঙ্গে আসিয়া হুগলীর নিকটে ভাগীরথীর অপরপারে বাঁকীবাজারে একটী কুঠী স্থাপন করেন। পরশ্রীকাতর অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণ তাঁহাদের উপর ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া, প্রথমে যাহাতে ইঁহারা দেশীয় সম্রাটের নিকট সনন্দ না পান, বিধিমতে তাহার আয়োজন করিয়াছিলেন। বাঙ্গলায় আসিলে মুর্শিদ্‌কুলী খাঁর নিকটও তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। কোথাও কোন ফল হইল না। নবাব মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয়-বাণিজ্যে দেশের মঙ্গল জানিয়াই, উহাঁরা প্রার্থনা করিবামাত্র কুঠী প্রস্তুত করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। অষ্টেণ্ড-কোম্পানীর লোকে অন্যান্য ইউরোপীয়গণ অপেক্ষা অল্প মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেন বলিয়া অবিলম্বে তাঁহাদের ব্যবসায় লব্ধপ্রসর হইল। কিন্তু অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির নির্ব্বন্ধাতিশয়ে জর্ম্মান্-সম্রাট্ ইহাদের সনন্দ রহিত করিতে বাধ্য হন। আদেশ দেন যে, সাত বৎসর ধরিয়া উহাঁরা ভারতে বাণিজ্য করিতে পাইবেন না। এই সময়ে বাঁকীবাজার কুঠীতে চতুর্দ্দিকে প্রাচীর ও

(১) Danver's Protuguese in India II. 400.

(২) Letter to Bengal, 31 January, 1734.

বুরুজ নির্ম্মাণ চলিতেছিল। জর্ম্মান্-সম্রাটের আদেশ প্রচারের পরেও এই দেশীয় দুই এক জন অন্ত মহাজন গোপনে জাহাজ পাঠাইয়া ভারত হইতে দ্রব্যাদি রপ্তানি করিত। বাঁকীবাজারের কুঠীর সুদক্ষ অধ্যক্ষ এইরূপ বণিকগণের মালপত্র সরবরাহ করিতেন। ইংরেজ ও ওলন্দাজগণ একযোগে ইঁহাদের উচ্ছেদকল্পনায় কয়েকখানি যুদ্ধজাহাজ নিযুক্ত করিলেন। ভাগীরথীমুখে এক খানি ক্ষুদ্র জর্ম্মান্ জাহাজ অধিকার করা হইল; অপর একখানি বাঁকীবাজারের কুঠীর পার্শ্বে আশ্রয় লইলে, নবাবের ভয়ে বণিক্-কোম্পানীর লোকেরা আর অগ্রসর হইলেন না।

আসান্উল্লা খাঁর পরে পীর খাঁ কালোয়াৎ হুগলীর ফৌজদার্ নিয়োজিত হইলেন। ইনি সুজার প্রিয়পাত্র বলিয়া, (১) এই পদ ও সুজা কুলী খাঁ উপাধি পান। ইংরেজ ও ওলন্দাজগণ এক্ষণে জর্ম্মান্-কোম্পানীর বিরুদ্ধে নবাবকে উত্তেজিত করিবার জন্য উৎকোচপ্রয়োগে উপযুক্ত ফৌজদার মহাশয়কে বশীভূত করিলেন। ফৌজদার বিলাতী মুদ্রার মোহনমায়ায় আবদ্ধ হইয়া, নবাবের নিকটে অষ্টেণ্ড-কোম্পানীর দুর্গনির্ম্মাণ প্রভৃতির এক অতিরঞ্জিত বর্ণনাপত্র দাখিল করিলেন। রাজকীয় প্রধান বন্দরের এত নিকটে এক সুদৃঢ় ইউরোপীয়দুর্গ, বড়ই সর্ব্বনাশের কথা। নবাব দুর্গাদি ভাঙ্গিয়া দিবার আদেশ পাঠাইলেন (১৭৩৩ খৃঃ)। ফৌজদার ও অষ্টেণ্ড-কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তার মধ্যে এক্ষণে তুমুল বিবাদ বাধিল। নায়েব-ফৌজদার মীরজাফরের অধীনে স্থলপথের দিক্ হইতে আক্রমণেরজন্য এক দল সৈন্য প্রেরিত হইল। সহজে দুর্গ অধিকার অসম্ভব ভাবিয়া, মীরজাফর কুঠীর সম্মুখে গড়বন্দী করিয়া সৈন্যনিবেশ করিলেন; এদিকে জর্ম্মান্গণও নদীবক্ষে নৌকা যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিলেন। ফরাসীরা উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি করিয়া দিবার উদ্যোগের ভাণ করিয়া, গোলা বারুদ্ প্রভৃতির সাহায্যদানে অষ্টেণ্ড-কোম্পানীর অধ্যক্ষকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। দুই চারি দিন সন্ধির বৃথা চেষ্টার পরে, দুই দিক্ হইতে কুঠী আক্রমণ করা হইল; খাদ্যাভাবে দেশীয় লোক কুঠী ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অধ্যক্ষ ও তাঁহার স্বদেশবাসী ত্রয়োদশ জন সহকারী কয়েক দিন সুকৌশলে কামান চালাইয়া যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে অধ্যক্ষের দক্ষিণ হস্তে এক গোলা লাগিল। নিশাযোগে নৌকায়

(১) তারিখ্ বাঙ্গালার গ্রন্থকার বলেন, 'পীর খাঁ নিজ বেগম ও কন্যাগণকে সুজার সেবায় নিয়োজিত করিতেন।'

উঠিয়া অদূরবর্ত্তী দেশীয় জাহাজে পৌঁছিয়া জর্ম্মান্ কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তৃগণ বাঙ্গালা ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন। মীরজাফর তখন দুর্গ অধিকার করিলেন; কামান বন্দুক ভিন্ন দুর্গমধ্যে আর কিছুই ছিল না। দুর্গ ভূমিসাৎ করা হইল।

ইংরেজদলও প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণার ফল হাতে হাতে পাইলেন। ফৌজদারের অর্থাকাঙ্ক্ষায় হুগলীর বাণিজ্যের দিন দিন অবনতি হইতেছিল; সামান্য কারণে বিদেশী বণিকের সহিত বিবাদ বাধিতে লাগিল; ফৌজদারের নজরানার দাবীতে উৎপাত আরম্ভ হইল। এই কারণে একবার হুগলীর সম্মুখে রেসম, বস্ত্র প্রভৃতিতে পূর্ণ ইংরেজ-কোম্পানীর এক খানি নৌকা আবদ্ধ করা হয়। ইংরেজগণ মাল লইয়া যাইবার জন্য কয়েকজন গোরা ও সিপাহী পাঠাইলেন। অসীমসাহসিক ফৌজদার ইহাদের আগমনবার্ত্তা পাইয়াই দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন। কয়েকজন ইংরেজ-সৈন্য দুর্গপ্রাচীরের উপরে উঠিয়া যথোচিত অবমাননার পরে মাল লইয়া প্রস্থান করিল (১)। তখন এক সুদীর্ঘ বর্ণনাপত্রে সুজা খাঁর নিকটে দুঃখের ক্রন্দন পৌঁছিল। নবাব কলিকাতা কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানের ইংরেজ কুঠীতে খাদ্যদ্রব্য যাওয়া বন্ধ করিলেন। ইংরেজগণ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া অনুনয় বিনয় ও তিন লক্ষ টাকা দিয়া তবে নিষ্কৃতি পাইলেন। এই টাকা তাঁহারা পরে দেশীয় মহাজনগণের নিকট চাদা করিয়া আদায় করিয়াছিলেন। অতঃপর কিছুকাল কোম্পানীর বাণিজ্যে আর কোন ব্যাঘাত হয় নাই। ডিরেক্টরগণ তাঁহাদের এদেশীয় কর্ম্মচারিবর্গকে কোম্পানীর কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী করিবার জন্য সময়ে সময়ে নানা ব্যবস্থা করিতেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে, কর্ম্মচারিগণ দেশীয়গণের সহিত কোন প্রকার আর্থিক সম্বন্ধে জড়ীভূত না হন, এরূপ উদ্দেশ্যে একটি শপথ করাইয়া লওয়ার বিধান হয় (২)। কিন্তু কোম্পানীর লোকেরা নানা ব্যাঘাত অতিক্রম করিয়াও অর্থলাভে বঞ্চিত হন নাই।

১৭৩৭ খৃঃ ১১ই অক্টোবর রাত্রে গঙ্গাসাগরে এক প্রবল ঝটিকা উঠিয়া উত্তর দিকে প্রায় একশত ক্রোশ পর্য্যন্ত স্থান ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ানক ভূমিকম্প ঘটিয়াছিল। কলিকাতায় যে পরিমাণ ক্ষতি

(১) তারিখ্‌ বাঙ্গালা।
(২) Auber's Rise and Progress.

হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। দুই শত ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ একবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; কোম্পানীর গির্জ্জার প্রকাণ্ড চূড়া পতিত হইয়া মৃত্তিকামধ্যে বসিয়া যায়, কিন্তু ভাঙ্গে নাই। (২) ভাগীরথীর উপরে বিংশতিসহস্র জাহাজ স্লুপ ও নৌকা ধ্বংস হয় বলিয়া কথিত আছে (৩)। ইংরেজদিগের নয় খানি জাহাজের মধ্যে আট খানি লোকজনসহ বিনষ্ট হয়। ৬০ টন বোঝাই নৌকাগুলিকে গাছের মাথা দিয়া উড়াইয়া এক ক্রোশ দূরে ফেলাইয়া দেয়। গঙ্গার জল ৪০ ফিট উচ্চ হইয়া উঠে। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় তিন লক্ষ লোকের প্রাণবিনষ্ট হইয়াছিল। এই বিপদের উপর পরবর্ষে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। কলিকাতার ইংরেজ অধ্যক্ষ এ সময়ে দরিদ্র দেশীয়গণকে যথোচিত সাহায্য করিয়াছিলেন। খাজনা রেহাই দিয়া, চাউলের মাশুল উঠাইয়া দিয়া, যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করিয়া ও টাকা কর্জ্জ দিয়া, তিনি এসময়ে কলিকাতাবাসিগণের আশীর্ব্বাদভাজন হন। কোম্পানীর বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণও এই কার্য্যে অধ্যক্ষের প্রতি সন্তুষ্টিপ্রকাশ করেন (৪)। এই ভাবে সুখে দুঃখে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময় পর্য্যন্ত ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্য চলিতে লাগিল।

(২) Marshman ইতিহাসে এই ঘটনা কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে।

(৩) সমস্ত বঙ্গদেশে তৎকালে এই পরিমাণে নৌকাদি থাকা সন্দেহের বিষয়। ষোল শত মণের নৌকা এরূপে উড়াইলে দেশ সমভূমি হয় কি না, ভাবিবার কথা।

(৪) Letters to Bengal—1738—1739.

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ। ১৭৪১—১৭৫৬

বর্গীর হাঙ্গামা।

সিংহাসন অধিকার করিয়া নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ মুর্শিদকুলীর সময় হইতে সঞ্চিত অগাধ ধনরত্নের অধীশ্বর হইলেন। বাদশা মহম্মদ শার নিকট পেস্কস্ উপঢৌকন স্বরূপে প্রচুর অর্থ ও বহুমূল্য দ্রব্যজাত প্রেরিত হইল (১)। এখনও বাদশাহের নামের দোহাই দিয়া সমগ্র ভারতে প্রজার চক্ষে রাজসম্মান উজ্জ্বলতর করা হইত, বলপূর্ব্বক রাজ্যগ্রহণের পর এইরূপেই ন্যায়সঙ্গত অধিকারস্থাপনের ব্যবস্থা হইত। আলিবর্দ্দী খাঁ অতঃপর দ্বিতীয় বার দিল্লীতে রাজকর প্রেরণ করেন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে বাদশাহ-দরবার হইতে সুজা উল্ মুল্ক হেসাম্ উদ্দৌলা (২) উপাধি ও সপ্তহাজারী মনসবী প্রভৃতি আসিল। তৎসহ তাঁহার আত্মীয় অন্তরঙ্গেরও উপাধিভূষণের ক্রুটী হইল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নোয়াজিস্ মহম্মদ্ ঢাকার এবং কনিষ্ঠ জইন্ উদ্দীন্ পাটনার নায়েব-নাজিম হইলেন, মধ্যম সইদ্ আহম্মদকে উড়িষ্যার ভার দিবার পরামর্শ রহিল (৩)। আলিবর্দ্দী খাঁ এক্ষণে স্বীয় ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান্ জানকী-রামকে প্রথমতঃ দেওয়ান্-ই-তন্ ও কিয়ৎকাল পরে রাজোপাধি সহ সামরিক

(১) গোলাম হোসেনের নির্দ্দেশমতে কোটীপরিমাণ টাকা দিল্লীতে প্রেরিত হয়। তারিখ বাঙ্গালার মতে ৫৪ লক্ষ ও উজীর প্রভৃতির চারি লক্ষ। উপাধি প্রাপ্তির কথা দেশীয় গ্রন্থকার সকলেই বলেন। কিন্তু হলওয়েল্ স্বকপোলকল্পিত মতে লিখিয়াছেন, 'আলিবর্দ্দীর দিল্লী হইতে উপাধিপ্রাপ্তির কথা মিথ্যা, কারণ, ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দেই মহারাষ্ট্রীয়গণ মহম্মদ শার নিকট চৌথের দাবী করিলে, বাদশাহ বলেন,—আলিবর্দ্দী খাঁর বিদ্রোহে বাঙ্গলার রাজস্ব আসে নাই, তাঁহারা আলিবর্দ্দীকে উৎখাত করিয়া, বঙ্গদেশ হইতে চৌথের টাকা আদায় করুন। জগৎশেঠের প্রচারিত আলিবর্দ্দীর ফর্মান্ জাল-মাত্র, শেঠগণ অনেক সময়ে ঐরূপ করিতেন।'

(২) রাজ্যমধ্যে বীরকেশরী, রাষ্ট্রের তরবারি-স্বরূপ।

(৩) আলিবর্দ্দী খাঁর তিন কন্যার সহিত তাঁহার তিন ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ হয়। প্রথমা কন্যা ঘেসিটী বেগম, কনিষ্ঠা সিরাজ-জননী আমেনা বেগম, দ্বিতীয়া শওকৎজঙ্গের মাতার নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

বিভাগের প্রধান দেওয়ানী পদে উন্নীত করিলেন (১)। রাজস্ববিভাগের কার্য্যে সম্পূর্ণরূপ অভিজ্ঞ নায়েব-দেওয়ান্ চিন্ময় রায়কে (২) রায়-রায়ান্ উপাধি সহ খাল্‌সার দেওয়ানী (রাজস্বসচিব) পদ প্রদত্ত হইল। চিন্ময় রায় মুর্শিদকুলীর জায়গীরের সামান্য মোহরেরের কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া, স্বীয় বুদ্ধিমত্তায় ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান আলম্‌চাঁদের সহকারী হইয়াছিলেন। নবাব স্বীয় ভগিনীপতি মীর্ মহম্মদ্ জাফর খাঁকে (৩) ক্রমশঃ সৈন্যপরিসংখ্যার দেওয়ান্ ও মীরবক্সী, প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন। মীরজাফর্ খাঁ তৎকালে যুদ্ধকার্য্যে অসীম সাহস এবং বদান্যতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন (৪)। অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকেও যথোপযুক্ত পদে প্রতিষ্ঠা বা অর্থপ্রদানে সন্তুষ্ট করা হইল। আলিবর্দ্দী খাঁ পূর্ব্বতন কর্ম্মচারিগণকে উৎখাত করেন নাই, এজন্য সকল অবস্থার লোকে অচিরে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। সর্‌ফরাজের পুত্রদ্বয় ও বেগমদিগকে ঢাকায় প্রেরণ করিয়া (৫) তাঁহাদের ভরণপোষণের সুব্যবস্থা করা হইল। সর্‌ফরাজ্-ভগিনী নফিসা খানুম্ নোয়াজিসের বিশেষ অনুরোধে তাঁহার গৃহকার্য্যের ব্যবস্থার ভার লইয়া মুর্শিদাবাদেই অবস্থান করিলেন। (৬)

এক বৎসরের মধ্যে উল্লিখিত ও অন্যান্য ব্যবস্থা স্থির হইলে, আলিবর্দ্দী খাঁ সুজাউদ্দীনের জামাতা মুর্শিদ্‌কুলীকে উড়িষ্যা হইতে উচ্ছেদ করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। মুর্শিদ্‌কুলীও স্বীয় দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া, সন্ধিবন্ধনপ্রয়াসে নবাবসন্নিধানে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। নানারূপ

(১) জানকীরাম দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ। উত্তরকালে ইঁহার পুত্র 'মহারাজ-মহেন্দ্র' দুর্লভরাম, সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অন্যতম প্রধান নায়ক। তৎপুত্র মহারাজা রায়-রায়ান্ রাজবল্লভ কোম্পানীর প্রথম খালসা-দেওয়ান হন।

(২) গোলাম হোসেন ও অজ্ঞাতনামা লেখক 'চয়েন্ রায়' বলেন। ইনি মুর্শিদাবাদ নিবাসী লালা কায়স্থ।

(৩) মীর্‌জাফর সৈয়দ্, হজরৎ আলির বংশসম্ভূত বলিয়া, এ দেশে আসিলে আলিবর্দ্দী খাঁর বৈমাত্র ভগিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া হয়।

(৪) তারিখ্ বাঙ্গালা।

(৫) তারিখ্ বাঙ্গালার লেখক নিজের উল্লিখিত সর্‌ফরাজ্-বেগমমণ্ডলীর জমা খরচ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, হাজি ও তাঁহার অনুচরগণ এই সমস্ত রমণীবৃন্দকে বিভাগ করিয়া লন।

(৬) অজ্ঞাতনামা লেখক বলেন, নফিসা বেগম এইরূপ কার্য্য স্বীকার করিয়া, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণের জীবনরক্ষার উপায়স্বরূপ হইয়াছিলেন।

চক্রকৌটিল্য কৌশল ও মন্ত্রণার পরে আলিবর্দ্দী খাঁ সংবাদ প্রেরণ করিলেন, 'কুলী খাঁর কোন প্রকার ক্ষতি করিবার ইচ্ছা আমার নাই, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকা উভয় পক্ষেরই অশান্তির কারণ হইবে। অতএব তিনি নিজ সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ সহ অন্যত্র গমন করুন। মুর্শিদ্‌কুলীর নিজের ইচ্ছা এই প্রস্তাবের অনুকূল হইলেও, পত্নী দুর্দ্দানা বেগম ও জামাতা বাখর্ খাঁর সাহস ও প্ররোচনায় যুদ্ধ করাই স্থির হইল। আলিবর্দ্দী' খাঁ সসৈন্যে উড়িষ্যা যাত্রা করিলেন। মুর্শিদ্‌কুলী স্বীয় পরিবারবর্গকে বড়বাটীর সুদৃঢ় দুর্গে রাখিয়া, সদলে বালেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইলেন। এখানে নদীতীরে ক্ষুদ্র পাহাড় ও জঙ্গলে পরিবৃত একটি সুরক্ষিত স্থানে গড়খাত নির্ম্মাণ করিয়া সেনানিবেশ করিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ পথে মেদিনীপুরের জমিদারবর্গকে স্বপক্ষে আনয়নে সমর্থ হইলেন, কিন্তু ময়ূরভঞ্জের রাজা সুবর্ণরেখা নদীতীরে রাজঘাটে তাঁহাকে বাধাপ্রদান করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। দূর হইতে গোলাবর্ষণে রাজসৈন্যগণকে স্থানচ্যুত করিয়া, নবাবী সৈন্যদল বালেশ্বরের সম্মুখে বিপক্ষের দুর্ভেদ্য ব্যূহ-সন্নিধানে উপনীত হইল। এক মাস কাল উভয়পক্ষ নিশ্চল অবস্থায় রহিল। মুর্শিদ্‌কুলীর দল আর কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলেই, বাঙ্গালার নবাবকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিতে হইত, খাদ্যাভাবে বাঙ্গলা-সৈন্য সঙ্কটে পড়িয়াছিল। প্রান্তভাগের জমিদারবর্গ রসদ যোগান বন্ধ করিয়াছিলেন, কচিৎ কোন দিক্ হইতে খাদ্য আসিলে, প্রতিকূল জমিদারবর্গ তাহা আত্মসাৎ করিতেছিলেন। নবাবী-সৈন্যমধ্যে এই সময়ে অসন্তোষের চিহ্নও লক্ষিত হইতেছিল।

মুর্শিদ্‌কুলীর জামাতা বাখর্ খাঁ যৌবনসুলভ চাপল্য ও ঔদ্ধত্যের বশবর্ত্তী হইয়া, শত্রুপক্ষের এই অসুবিধার অবকাশে আক্রমণ করিবার জন্য স্বীয় দুর্ভেদ্য ব্যূহ হইতে বহির্গত হইলেন। মুর্শিদ্‌কুলীও অবশিষ্ট সৈন্যসহ অগ্রসর হইতে বাধ্য হইলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। স্বপক্ষের কিয়দংশ সৈন্যের বিশ্বাসঘাতকতাসত্ত্বেও মুর্শিদ্‌কুলীর সৈন্যগণ প্রথম প্রথম নবাবী-সৈন্যদলকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। আলিবর্দ্দী খাঁ ও তাঁহার বেগমের হস্তীদ্বয় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ক্রোশাধিক দূরে তাড়িত হইয়াছিল (১)। নবাবী সৈন্যের এক অংশ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নপর হইতেছিল। যুদ্ধে আলিবর্দ্দী খাঁর যশোগৌরবে চিরদিনের মত কলঙ্ককালিমা পতিত হয় হয়, এমন সময়ে

(১) তারিখ বাঙ্গলা।

বামভাগের সেনাপতি মীরজাফর খাঁ সদলে ত্বরিতগতি অশ্বারোহণে পরাজিত-প্রায় সৈন্যগণের সাহায্যার্থ ধাবমান্ হইলেন (১)। তাঁহার প্রচণ্ড আক্রমণে মির্জা বাখরের সৈন্যদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। মীরজাফর খাঁ এই দিন বিপৎকালে যেরূপ সাহস ও শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে যুদ্ধে জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যশোগৌরব সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। বাখর্ খাঁ আহত হইলেন, মুর্শিদ্‌কুলী অবশিষ্ট সৈন্যসহ পশ্চাৎপদ হইলেন। পরে বালেশ্বর বন্দরে এক বাণিজ্য-পোতারোহণে জামাতা সহ মছলীবন্দরে পৌঁছিলেন; তাঁহার পূর্ব্ববন্ধু পুরীর রাজার সাহায্যে তাঁহার পরিবারবর্গও অনতিবিলম্বে তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইল।

আলিবর্দ্দী খাঁ সদলে কটকে উপনীত হইলেন। পূর্ব্বে কটকে অবস্থান কালে দেশীয় জমিদারবর্গের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল, এক্ষণে স্বীয় সদয় ব্যবহারে ত্বরায় সমগ্র উড়িষ্যার সুব্যবস্থা করিলেন। তৎপরে দ্বিতীয় জামাতা সইদ্ আহম্মদ্ খাঁকে কটকের শাসনভার দিয়া বাঙ্গলায় আগমন করিলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। সইদ্ আহম্মদ্ মুর্শিদ্‌কুলীর ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারীদিগকে রাজকোষের টাকা গোপন প্রভৃতি অপরাধের ছলে অর্থদণ্ড দ্বারা বিলক্ষণ উদ্বেজিত করিতেছিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ ইহাদিগকে অভয় দিয়া, নিজ নিজ সম্পত্তি অবাধে ভোগ করিয়া বাস করিবার আদেশ দিয়া যান। সইদ্ আহম্মদ স্বীয় ঘৃণিত কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত উৎকলললনার দিকেও হস্তপ্রসারণ করিলেন। (২) এই সমস্ত কারণে লোকে তাঁহার উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হইল। ইহার উপরে রাজনীতির মূলসূত্র বিস্মৃত হইয়া, নবাধিকৃত প্রদেশে ব্যয়সংক্ষেপের জন্য বাঙ্গলা হইতে আগত সেনানীগণের বেতন হ্রাস করিলেন, কেহ কেহ কার্য্যত্যাগ করিয়া গেলে, দেশীয় লোকের দ্বারা স্থানপূর্ণ করা হইল। মুর্শিদ্‌কুলীর অনুকূলপক্ষ বাখর্ খাঁকে আহ্বান করিল। তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলে, অপদার্থ সইদ্ আহম্মদ সহজেই বন্দীভূত হইলেন।

(১) মুতাক্ষরীণ, প্রথম খণ্ড (Trans I 280)। মীরজাফর খাঁর বৃদ্ধবয়সের কথায় অনেকের ভ্রান্তবিশ্বাস আছে, তিনি যুদ্ধকার্য্যে অভিজ্ঞ ছিলেন না। মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার বীরত্বের পরিচয় আছে।

(২) তারিখ্ ইউসুফী। গোলাম হোসেন্ এই অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি সইদ্ আহম্মদের অন্নে পূর্ণিয়ায় দীর্ঘকাল পালিত। তিনি বলেন, সইদ্ আহম্মদের প্রিয়পাত্র জনৈক ফকীর লোকের উপর ও সুন্দরী স্ত্রীগণের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল।

আলিবর্দ্দী খাঁ পুনরায় সসৈন্যে কটক যাত্রা করিলেন, পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে মীরজাফর খাঁর বাহুবলে ও রণকৌশলে সইদ্ আহম্মদের উদ্ধারসাধন হইল। (১) মহানদীতীরে অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরেই শত্রুপক্ষ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিল। জনৈক দক্ষতর সেনানী মাসুম্ খাঁকে উড়িষ্যার প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করা হইল। ময়ূরভঞ্জের রাজা বাখর্ খাঁর সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার রাজ্য দিয়া বাঙ্গলায় প্রত্যাগমনের সঙ্কল্প হইল।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমন করিয়া মন্দগমনে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে অধিকাংশ সেনাদলকে অবসর-প্রদান বা মুর্শিদাবাদ যাত্রার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। নবাবের সহিত পাঁচ সহস্র মাত্র সৈন্য আছে। তাহারা সকলেই শ্রান্ত, অনেকে যুদ্ধ করিতে অক্ষম। ময়ূরভঞ্জের নৃপতির উপর যথেষ্ট প্রতিহিংসা লইয়া,—তাহার রাজ্য উচ্ছিন্ন করিয়া, নবাব এখন মেদিনীপুরের দক্ষিণে উপনীত হইয়াছেন। নবাব-সেনাগণ বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়া হৃষ্টমনে গমনপথে মৃগয়া করিয়া সমরশ্রমের বিনোদন করিতেছিল। সহসা সংবাদ আসিল, পঞ্চকোটের পার্ব্বত্য-পথ দিয়া চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সেনাসহ সুবিখ্যাত রঘুজী ভোঁসলার রণনিপুণ সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত "চৌথ" আদায়ের ব্যপদেশে বঙ্গভূমি লুণ্ঠনের জন্য বর্দ্ধমানাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন (২)। সংবাদদাতা নিবেদন করিল যে, প্রবল প্লাবনের ন্যায় মহারাষ্ট্রবাহিনী বিংশতি ক্রোশ মাত্র দূরে রহিয়াছে, পরদিবস সন্ধ্যাসমাগমের মধ্যে নবাবশিবিরের নিকটস্থ হইতে পারে। শুনিবামাত্র কূটবুদ্ধি নবাব বুঝিলেন যে, এই আসন্ন বিপদে তিনি ভীতির চিহ্নমাত্র দেখাইলে সেনাদলে অত্যন্ত ভীতির সঞ্চার হইবে। সপ্রতিভ নবাব চাঞ্চল্যের বা ভীতির বাহ্য ভাব প্রদর্শন না করিয়া উত্তর করিলেন,—"সেই কাফেরগণ কোথায়?

---

(১) মুতাক্ষরীণ ও তারিখ্ বাঙ্গালা। বাখর্ খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে রক্ষী সহ এক খানি শকটে সইদ্ আহম্মদকে স্থাপিত করিয়া আদেশ দিয়া যাপন, পরাজয়ের সম্ভব দেখিলে নন তাঁহাকে নিহত করা হয়। মীরজাফর ও তাঁহার বন্ধুবর্গের ক্ষিপ্রগতিতে এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

(২) নাগপুর মহারাষ্ট্রীয়গণের বাঙ্গলা আক্রমণের কারণ বিভিন্নরূপে কথিত হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসের মতে উড়িষ্যার দেওয়ান মীর্ হবীব্ তাহাদিগকে আহ্বান করেন। মুতাক্ষরীণকার বলেন, তাঁহার পিতা রামগড় প্রদেশ হইতে পূর্ব্বেই মারাঠার আগমন সংবাদ নবাবের গোচর করেন। ইহা সত্য হইলে আলিবর্দ্দী খাঁ নিশ্চিন্ত রহিবেন কেন, বোধগম্য হয় না।

পৃথিবীতে এমন কোন্ স্থান আছে, যেখানে আমি তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিতে অসমর্থ?" সংবাদদাতা ও উপস্থিত সদস্যবর্গ এই বিপদের সংবাদেও নবাবের এবম্প্রকার স্থিরনিশ্চল নির্ভীক ভাব লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

আলিবর্দ্দী মুখে যাহাই বলুন, প্রকৃতপক্ষে প্রথমতঃ ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল চিন্তার পর তিনি সৈন্যগণকে পট্টবাস উত্তোলন করিয়া বর্দ্ধমানের অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। তিনি ইতি-পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন যে, মহারাষ্ট্রীয়গণ 'চৌথ' আদায় করিতে বঙ্গদেশে আসিবার উদ্যোগ করিতেছে। কিন্তু সহসা এরূপ অতর্কিতভাবে তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা কখনও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই।

নবাবী সেনাদল সবেগে বর্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হইল। নবাব বুঝিয়া ছিলেন যে, বর্দ্ধমানে যাইতে পারিলে খাদ্যাদির অভাব হইবে না, অধিকন্তু নগরের দিকে পশ্চাৎ করিয়া মারাঠাগণের গতিরোধ করিবারও সম্পূর্ণ সুবিধা হইবে। কিন্তু ক্ষিপ্রগামী অশ্বারোহী বর্গীগণ (১) তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই নগরের একদেশ আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। বঙ্গীয়-সৈন্যের আগমনে তাহারা কিছুদূর সরিয়া দাঁড়াইল। কয়দিন ধরিয়া উভয়পক্ষে সেনামুখ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। প্রতিদিন সন্ধ্যাসমাগমে উভয় পক্ষই স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করে, আবার পরদিন প্রভাতে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়। শত্রুপক্ষের আকার ইঙ্গিত ও নবাবের তেজস্বিতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভাস্কর পণ্ডিত স্থির করিলেন যে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া কিছু অর্থ গ্রহণ করিয়া সসম্মানে প্রত্যাবর্ত্তন করাই শ্রেয়স্কর। তিনি নবাব-শিবিরে বলিয়া পাঠাইলেন যে,—মারাঠাগণ বহুদূর হইতে আসিয়াছে; নবাব অতিথিসৎকারস্বরূপ দশ লক্ষ টাকা দিলেই তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে দেশে ফিরিয়া যায়।

নবাব এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অপমানজনক বিবেচনা করিয়া সেনাপতি মুস্তাফা খাঁর পরামর্শে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। আবার দুই এক দিন পূর্ব্বের মত লঘুযুদ্ধ চলিল। বাঙ্গলাব সৈন্যগণ মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধব্যাপারে সম্পূর্ণ

---

(১) বর্গী শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া মতভেদ আছে। কেহ সংস্কৃত 'বর্গ', কেহ বা পারসী 'বাগী' (বিদ্রোহী) শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি নির্দ্দেশ করেন, আবার কেহ কেহ "বারগীর-স্ববহঃ" কোষ উদ্ধৃত করিয়া অশ্বারোহী মারাঠাগণের স্কন্ধে অর্পণ করিতে চাহেন। এখনও "বর্গী এলো দেশে" লোকের সুপরিচিত। 'বৈরাগী'-চিহ্নধারী বলিয়া 'বর্গী' নাম হইয়াছে, কি অন্য কোন কথা হইতে ইহার উৎপত্তি, ভাষাবিদ্গণ তাহার বিচার করিবেন।

অনভিজ্ঞ; শত্রুদিগের অতর্কিত আক্রমণে ও প্রত্যাবর্ত্তনে তাহারা চকিত হইতে লাগিল। নবাব স্থির করিলেন, একদিন সমগ্র বল একত্র করিয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিবেন। তদনুসারে সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে ভারবাহী ও ভৃত্যবর্গের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। প্রত্যূষে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ স্বয়ং অশ্বারোহণে সৈন্য চালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু শিবিরের অনুচরবর্গ বিপক্ষভয়ে ভীত হইয়া নবাবের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া চতুর্দ্দিকে সেনাদলের মধ্যে আশ্রয় লইতে লাগিল। সেনাদল এই অকর্ম্মণ্য জনতায় জড়ীভূত হইয়া পড়িল। মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদল এই অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা পঙ্গপালের ন্যায় চারিদিক হইতে নবাবের সেনাদলকে আক্রমণ করিল। নবাবী সেনাগণ অতুলবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল; অনেকে হত হইল; আরও অনেকে আহত হইল। কিন্তু শৃঙ্খলার সহিত সৈন্যসমাবেশের অসুবিধায় চারিদিকে বিষম বিভ্রাট্ উপস্থিত হইল। এই সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রের একাংশে মহারাষ্ট্রীয়গণ নবাব-বেগমের হস্তীর চারিদিক্ বেষ্টন করিল। বেগমের শত্রুগণ কর্ত্তৃক বন্দীভূত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িতেছিল, এমন সময়ে মুসাহেব্ খাঁ নামক নবাবের সুদক্ষ সেনানী সদলে অগ্রসর হইয়া প্রাণপাত করিয়া বেগমকে রক্ষা করিলেন। (১)

আলিবর্দ্দী খাঁ লক্ষ্য করিলেন, মুস্তাফা প্রভৃতি আফগান্ সেনাপতিগণ রীতিমত যুদ্ধ করিতেছেন না। শিবিরের দ্রব্যসম্ভার সকলই বিপক্ষহস্তগত। এ দিকে দিবা অবসানপ্রায়; আর অগ্রসর হওয়া বা বর্দ্ধমানে রাণীর দিঘীর নিকটে পূর্ব্বশিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করা উভয়ই অসম্ভব। সুতরাং নবাব যে স্থানে ছিলেন, সেই স্থানেই শিবির সন্নিবেশ করিতে বাধ্য হইলেন। একটি ক্ষুদ্রায়তন তাম্বু ও তিন চারি খানি শিবিকা ব্যতীত বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাবের নিশাযাপনের অন্য কোন আশ্রয় মিলিল না! নবাব মারাঠাগণকে দশ লক্ষ টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিত সুবিধা পাইয়া এক কোটি টাকা হাঁকিয়া বসিলেন। সন্ধ্যা সমাগত হইলে নবাবের সেনাদলের অনেক লোক বিপক্ষদলে যোগ দিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে সংবাদ রাষ্ট্র হইল যে, মারাঠাগণ আশ্রয়প্রার্থিমাত্রকেই আশ্রয়দান করিবে।

এই সময়ে নবাব আর এক উপায় স্থির করিলেন। সেই তিমিরাবগুণ্ঠিতা রজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকারে প্রাণপ্রিয় বালক সিরাজুদ্দৌলার হস্তধারণ করিয়া

(১) তারিখ্-বাঙ্গালা।

তিনি মুস্তাফা খাঁর শিবিরে উপনীত হইলেন। সহসা সুপ্তোত্থিত সেনাপতি ত্রস্তভাবে স্বাগতসম্ভাষণ করিলে নবাব বলিলেন, "বন্ধো! আমার পূর্ব্বকৃত দুই একটি কার্য্যের জন্য অসন্তুষ্ট হইয়া আমার বিনাশের জন্য তোমার পরোক্ষ উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন কি? আমি প্রিয়তম সিরাজকে লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। যদি ইচ্ছা হয়, এক আঘাতে আমাদের উভয়কেই সংহার কর। আর যদি পূর্ব্বকৃত উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা ও দীর্ঘকালের বন্ধুত্বজনিত স্নেহ তোমার হৃদয়ে তিল মাত্র স্থান পাইয়া থাকে, তবে সামান্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া রণক্ষেত্রে আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হও। তোমার সাহায্য পাইলে আমি দুরন্ত বর্গীদলকে দমন করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা-চিন্তার অবসর পাই। বিপক্ষহস্তে আত্মসমর্পণ অপেক্ষা অন্য সকল-কার্য্যই আমার করণীয়।"(১)

মুস্তাফা অন্যান্য আফগান্ সেনাপতিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রভুর কার্য্যে প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিবেন, অঙ্গীকার করিলেন। তিনি বলিলেন, "প্রবাদ আছে, চল্লিশ তরবারি (তরবারি-ধারী) একমত হইলে রাজ্য প্রদান করিতে পারে। আমরা এখনও তিন সহস্রের অধিক অশ্বারোহী বর্ত্তমান। আল্লার ইচ্ছায় আমরা এখনও কাফেরগণকে সমুচিত শিক্ষা দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।" নবাব তখন সদলে বিপক্ষসৈন্য ভেদ করিয়া মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায়, কিয়ৎকাল 'আর্দ্র পক্ষ শুষ্ক করিয়া' সৈন্যাদিসংগ্রহের পর, বর্গীগণকে আক্রমণ করিবেন।

এই দিন রাত্রিকালে মহারাষ্ট্রীয়গণ সুযোগ পাইয়া নবাব-সৈন্যদিগকে সবিশেষ উত্যক্ত করিতে লাগিল। একটি লুণ্ঠিত বৃহৎ কামান নিকটস্থ বৃক্ষে সংলগ্ন করিয়া তাহারা নবাব-শিবিরে অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি শিবিরে আহতদিগের করুণ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতে লাগিল। বর্দ্ধমানরাজের দেওয়ান মাণিক চাঁদ্ ভয়ে বিহ্বল হইয়া প্রত্যূষেই সদলে প্রভুসকাশে পলায়নপর হইলেন। নিশাকালে গভীর অন্ধকারে নবাবসৈন্য চারি দিক্ হইতে আক্রান্ত হইল। বর্গীগণ কোন কোন স্থানে সৈন্যশ্রেণী ভেদ করিয়া সবেগে আক্রমণ করিতে লাগিল। বাঙ্গালার সৈন্যগণও অমিতবিক্রমে

(১) মুতাক্ষরীণ। উড়িষ্যার যুদ্ধে নবাব কয়েক ক্ষেত্রে মুস্তাফার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। অনেক আফগান্ সৈন্যকে অবসরদান করাও হইয়াছিল। ইউসুফ্ আলী এই রাজভক্তনের কথা বলেন নাই।

যুদ্ধ করিতে লাগিল। অবশেষে মারাঠারা নিরুৎসাহ হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। চৌদ্দ দিন পরে এখন নবাব নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইলেন।

উষাকালে নবাবের আদেশে সেনাগণ বিপক্ষশিবির ভেদ করিয়া কাটোয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইল। মারাঠাদল পশ্চাতে থাকিয়া তাহাদিগকে উত্যক্ত করিতে লাগিল। বঙ্গীয় সৈন্যদলের অবশিষ্ট দ্রব্যাদিও এখন বিপক্ষহস্তগত। আহার্য্যশূন্য, বস্ত্রাদিবিরহিত ক্ষুধার্ত্ত দুই তিন সহস্র সৈন্য, আহারাভাবে দুর্ব্বলতর ক্লান্ত অশ্বে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের সঙ্গে ভৃত্য, ভারবাহী প্রভৃতিতে সর্ব্বসমেত প্রায় পাঁচ সহস্র লোক পদব্রজে যাইতে লাগিল। এ দিকে মহারাষ্ট্রদল পঙ্গপালের মত চারি দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহাদের অশ্বগুলি কষ্টসহ ও ক্ষিপ্রগামী; কাজেই তাহাদের পক্ষে অতর্কিত আক্রমণ ও সহসা প্রত্যাবর্ত্তন উভয়ই সহজসাধ্য। বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়া সপ্তদশ ক্রোশ। সমস্ত পথ যুদ্ধ করিতে করিতে, অবরোধকারিগণের অন্তহীন আক্রমণ প্রতিহত করিতে করিতে, ক্ষুধায় দুর্ব্বল নবাবী সৈন্যদল দৃঢ়পদে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। এত বিপদেও সৈন্যগণ কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; নেতার অতুল উৎসাহে ও সেনাপতিগণের দুর্দ্দম বিক্রমে প্রোৎসাহিত হইয়া তাহারা সমস্ত পথ অমিততেজে বিপক্ষসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের বিক্রম দর্শনে মারাঠাগণের মনে ক্রমশঃ ভীতির সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইল।

পূর্ব্বদিন প্রাতঃকাল হইতে সৈন্যগণের একেবারেই আহার হয় নাই। আহার্য্য দ্রব্যসামগ্রী সকলই শত্রুহস্তগত; পথের উভয়পার্শ্বে ও চতুর্দ্দিকে পঞ্চক্রোশব্যাপী স্থানের (১) নিরীহ প্রজাবৃন্দ বর্গীর ভয়ে গৃহত্যাগ করিয়াছে, কোনও দিক হইতে খাদ্যপ্রাপ্তির আশা নাই। এ দিকে সমাগত বর্ষার বারিধারা ও দুর্ব্বার জঠরানল দুর্দ্দম বর্গীসৈন্যদলের সহিত যোগ দিয়া বঙ্গীয় সৈন্যদিগকে বিষম পীড়িত করিয়া তুলিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে বর্দ্ধমানের প্রশস্তপথের পার্শ্বদেশে প্রাচীন হিন্দুপ্রথার ও ধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে বহু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা বর্ত্তমান। ঐ সকল পুষ্করিণীর উচ্চ পাহাড়ের উপর উন্নত

(১) মুতাক্ষরীণ-কার বলেন, বর্গীগণ দশ বার ক্রোশ পর্য্যন্ত দূরবর্ত্তী স্থানের গ্রামনগরাদি ভস্মীভূত করিয়া দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি প্রকাশিত মহারাষ্ট্র পুরাণও ইহাই সমর্থন করিতেছে। (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩১৩)।

বিটপিশ্রেণী চিক্কণশ্যামপত্রবহুল সহস্রশাখা বিস্তার করিয়া শ্রান্ত পথিকবর্গকে ছায়াদানে সুশীতল করে। সমস্ত দিনের শ্রান্তির পর ক্লান্ত বঙ্গীয় সৈন্য ঐরূপ কোনও সরোবরতীরে তরুমূলে নিশাযাপন করিত। রাত্রি সমাগত দেখিলে, কি কর্ম্মচারী, কি সেনাগণ, সকলেই মৃত্তিকাসনে উপবিষ্ট হইয়া, বৃক্ষপত্র বা শস্যাদি দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিয়া ধরাশয্যায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিত। নিম্নে বসুন্ধরা শয্যার ও উপরে সংক্ষুব্ধ বর্ষার আকাশ আচ্ছাদনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। সেনাপতিগণের ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের অবস্থাও সাধারণ সৈন্যগণের অবস্থার অপেক্ষা ভাল ছিল না। তাম্বু প্রভৃতি সমস্তই শত্রুহস্তগত। প্রচুর অর্থ সত্ত্বেও আহার্য্যসংগ্রহের কোন উপায় নাই। ধনগর্ব্বগর্ব্বিত বিলাসী ওমরাহগণ এক্ষণে স্বর্ণরৌপ্যাদির স্বকীয় মূল্যের অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝিতে পারিলেন। কায়ক্লেশে প্রাণধারণ করা ব্যতীত কাহারও আর উপায়ান্তর ছিল না। বৃক্ষপত্র, বল্কল, এমন কি, পিপীলিকাদি কীটপতঙ্গ আত্মসাৎ করিয়াও অনেককে উদরপূর্ত্তি করিতে হইত। মৃতজীবের সামান্য কিছু মাংস সংগৃহীত হইলে, তাহার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। কলার এঁটে রাজভোগের স্থান অধিকার করিয়াছিল!

তারিখ্-ইউসুফীর রচয়িতা ইউসুফ্ আলি খাঁ স্বয়ং এ ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, এবং সৈন্যগণের অপূর্ব্ব সাহসের ও কষ্টসহিষ্ণুতার বিশেষ বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়ায় পঁহুছিবার তিন দিনের মধ্যে এক সময়ে আমরা তিন পোয়া মাত্র খিচুড়ী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। নানাবিধ উপাদেয় প্রচুর খাদ্যে অভ্যস্ত আমরা সাত জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেইটুকু ভাগ করিয়া খাইয়াছিলাম। আর একদিন সাতটিমাত্র শাকরপারা, (১) এবং তৃতীয় দিন কেবল অর্দ্ধসের মৃতপ্রাণীর মাংস সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। শেষদিন রন্ধনের সময় আরও কয় জন লোক এক এক গ্রাসের প্রার্থনা করেন,—না দিয়া থাকিতে পারি নাই।" এইরূপ বিষম ক্লেশে ও অনাহারে ক্ষিপ্তপ্রায় নিস্তেজ নবাবী-সৈন্য যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। কামানগুলি শত্রুহস্তগত। বিপক্ষসৈন্যগণ চারি দিকে বেষ্টন করিয়াছে, কিন্তু আপনাদের মধ্যে ও নবাবী সেনাদলের মধ্যে এরূপ ব্যবধান রাখিয়াছে যে, নবাবী সেনার বন্দুকের গুলি তাহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারিতেছে না।

(১) এক প্রকার মিঠাই।

সময়ে সময়ে তাহারা আক্রমণও করিতেছে। বঙ্গীয় সৈন্তের তদানীন্তন অবস্থা কল্পনায় আনা যাইতে পারে, তাহা বর্ণনীয় নহে।

একদিন সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে একদল মহারাষ্ট্রীয় অস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া আহ্নিকের ও আহারের আয়োজনে ব্যাপৃত। তাহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, অনাহারক্লিষ্ট নবাবী-সৈন্তগণ সাহস করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে। সেনাপতির উৎসাহবাক্যে সৈন্তগণ নিষ্কোষিত অসিহস্তে সবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। সেই ক্ষুধিত শার্দ্দূলোপমের সেনাদলকে দেখিয়া অর্দ্ধপক্ক ভোজ্য ও সংগৃহীত শস্তাদি ত্যাগকরিয়া, মহারাষ্ট্রীয়গণ পলায়নপর হইল। নবাবী সৈন্তদিগের সে দল সে দিন সেই ত্যক্ত ভোজ্য ভোজন করিয়া কথঞ্চিৎ সবল হইল।

অতঃপর বর্গীগণ সাবধান হইল। নবাবসৈন্ত কায়ক্লেশে অগ্রসর হইতে লাগিল। তৃতীয়দিন প্রত্যূষে মারাঠাগণ সহসা চতুর্দ্দিক্ হইতে সবেগে আক্রমণ করিল। বঙ্গীয় সেনাগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই—নবাব হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে না করিতে তাহারা বিষম তেজে যুদ্ধারম্ভ করিল। সৈন্ত-গণের পক্ষে পরস্পরের সহিত যোগ দিয়া একত্র নিয়মমত যুদ্ধ করা অসম্ভব হইল,—যে যেখানে ছিল, সে সেখানেই আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। এই সময়ে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনায় নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ রক্ষা পাইলেন। নবাবের হস্তীর সম্মুখে পতাকা ও সাজসজ্জা বহনের জন্ত দুইটি সুসজ্জিত হস্তী থাকিত। তাহাদের প্রত্যেকের দন্তে এক একটি বৃহৎ শৃঙ্খল আবদ্ধ থাকিত। গমন-কালে ঐ শৃঙ্খলের শব্দে তাহারা সানন্দে নবাবের হস্তীর অগ্রে অগ্রে যাইত। বর্গীগণ আক্রমণ করিলে, দুইটি হস্তী চতুর্দ্দিকে অপরিচিত জনতা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া সবেগে সেই শৃঙ্খল ঘুরাইতে লাগিল। সেই শৃঙ্খলচালনার ফলে বিষম আঘাত পাইয়া বহু বর্গীসেনা ভূপতিত হইল। নবাবের সেনাগণ চতুর্দ্দিকে অগ্রসর হইবার অবকাশ পাইল; তাহারা সমবেত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলে মারাঠাগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শনকার্য্যে কালবিলম্ব করিল না।

এইরূপে, দারুণ দুর্দ্দশায় বহুবিধ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নবাবের সৈন্তগণ তিন দিনে কাটোয়ায় পঁহুছিল। পর্ব্বতের শিরোদেশ হইতে দূরে বারিবিস্তার দেখিয়া "দশসহস্র" গ্রীকবীরের গৃহাভিমুখগামী জীর্ণ শীর্ণ অবশিষ্ট কয় সহস্র সৈন্ত যে আনন্দে উৎফুল্লচিত্তে "ঐ সমুদ্র। ঐ সমুদ্র।" বলিয়া আনন্দাশ্রুবিপ্লুত-নেত্রে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছিল, সেই আনন্দে নবাবের সৈন্তগণ

কাটোয়ায় প্রবেশ করিল। বর্গীদল ইতিপূর্ব্বেই কাটোয়ায় পঁহুছিয়া নগরলুণ্ঠন এবং অগ্নিসংযোগে কাটোয়ার বিখ্যাত শস্যভাণ্ডার ভস্মীভূত করিয়াছিল। অনশননিপীড়িত মৃতকল্প বঙ্গীয় সৈন্য,—সেই ভৃষ্ট তণ্ডুল অমৃতোপমেয় বোধে আহার করিয়া তৃপ্তি পাইল। বিপদের অবসান হইল। (১)

কাটোয়ায় পঁহুছিবার পরে উভয়পক্ষের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল (২) নবাবী সৈন্য ও মুর্শিদাবাদ হইতে প্রেরিত সৈন্যদল ও আহার্য্য প্রভৃতির সাহায্যে এক্ষণে প্রবল হইয়া বসিল। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি বর্ষাসমাগমে বাঙ্গলায় অবস্থান কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িবে ভাবিয়া স্বদেশগমনের পরামর্শ আরম্ভ করিলেন। বর্দ্ধমানের যুদ্ধে অন্যান্য লোকসহ মীর্ হবীব্ বন্দীভূত হইয়াছিলেন। তিনি আলিবর্দ্দী খাঁকে প্রবল পক্ষ দেখিয়া, পূর্ব্বেই মুর্শিদ্কুলীকে ত্যাগ (৩) করিয়াছিলেন; এক্ষণে নিজ বুদ্ধিকৌশলে ও মন্ত্রণায় মহারাষ্ট্র-সেনাপতির বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বঙ্গদেশের অভিজ্ঞতায় মহারাষ্ট্রীয়পক্ষের কর্ত্তব্যনিরূপণের বিশেষ সাহায্য হইতেছিল। তিনি এক্ষণে যুক্তি করিলেন, নবাব বাধ্য হইয়া কাটোয়ায় রহিয়াছেন; এই অবসরে তাঁহার সহিত কয়েক শত অশ্বারোহী পাঠাইলে তিনি ভাগীরথীর পশ্চিম-পার দিয়া হঠাৎ মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিয়া প্রচুর অর্থসংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন।

---

(১) দুর্দ্দমনীয় মহারাষ্ট্র-বাহিনী-বেষ্টিত আলিবর্দ্দী খাঁর এই প্রত্যাবর্ত্তন ইতিহাসে এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা। ইতিহাসবিমুখ বঙ্গদেশে না ঘটিয়া অন্যত্র ঘটিলে পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা অন্যতম দুষ্কর কার্য্যাবলীর মধ্যে স্থায়িভাবে উচ্চাসনলাভের অধিকার পাইত। সেকালের ইংরেজ লেখক হলওয়েল্ বলিয়াছেন,—

"If we consider the retreat of these veterans . in all its circumstances it will appear as amazing an effort of human bravery as the history of any age or people have chronicled, and we think it merits as much being recorded and transmitted to posterity as that of the celebrated Athenian general and historian." – Holwell—Interesting Historical Events.

(২) হলওয়েল বলেন, "কাটোয়ায় উপনীত হওয়ার পরেও একবার নবাবীসৈন্য অসীম সাহস প্রদর্শন করে। আলীবর্দ্দী গঙ্গাপার হইয়া মুর্শিদাবাদ যাওয়াই স্থির করিয়া অগ্রসর হন। গঙ্গাতীরে যাইবার পথে ৮০ গজ দীর্ঘ ও ১০ গজ প্রস্থ একটি গহ্বর মত ছিল। এই স্থানে মহারাষ্ট্রীয়গণ নবাবীসৈন্যকে সতেজে আক্রমণ করিল। মুস্তাফা, জইনুদ্দীন্ ও মীরজাফর খাঁর সাহস ও বীরত্বে এখানে কার্য্যোদ্ধার হয়।" জইনুদ্দীন্ তৎকালে বিহারে ছিলেন।

(৩) হলওয়েল বলেন, ঢাকায় তহবিল-তসরূপের জন্য মীর্ হবীবের নিকাশ হইতেছিল। তিনি চক্রান্ত হাজির সমকক্ষ, বর্গীগণ বর্ষাসমাগমে স্বদেশযাত্রার কল্পনা করিলে তিনি তাহাদের শিবিরে গিয়া, অন্য পরামর্শ দ্বারা নিবৃত্ত করেন। মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসের মতে উড়িষ্যার দেওয়ান মীর্ হবীবের আহ্বানেই রঘুজী সৈন্য প্রেরণ করেন।

সহর তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইল। আলিবর্দ্দী খাঁ ইহার প্রতিরোধ জন্ম শীঘ্রগতি রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইয়াও কিছুই করিতে পারিলেন না। মীর হবীব্ ক্ষিপ্রগামী মহারাষ্ট্রীয়দলসহ রাত্রিযোগে যাত্রা করিয়া প্রত্যুষে নগরের পশ্চিমভাগে (১) ডাহাপাড়ায় উত্তীর্ণ হইলেন। তথাকার গঞ্জে অগ্নিসংযোগ করিয়া লুণ্ঠনে ও ভাগীরথী পার হইয়া স্বীয় পরিবারবর্গের উদ্ধারে তাঁহার অধিক সময় লাগিল না। একমাত্র জগৎশেঠের কুঠী লুণ্ঠন করিয়াই সম্পূর্ণ দুই কোটী টাকা ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি হস্তগত হইল (২)। হাজি আহম্মদ্ ও মোয়াজিস্ কেবল কেল্লারক্ষার ব্যবস্থামাত্র করিতে সমর্থ হইলেন। পরদিন দুই ক্রোশ ব্যবধানে কিরীটকোণায় বর্গীশিবির স্থাপিত হইল, কিন্তু ঐ রাত্রে আলিবর্দ্দী খাঁ নগরে প্রত্যাগত হইয়াছেন শুনিয়া, তাহারা পুনরায় কাটোয়ায় প্রত্যাগত হইল, (১১৪৯ সাল,—১৭৪২ খৃঃ)। (৩)

বর্গীগণ এক্ষণে কাটোয়ায় বর্ষাকাল অতিবাহিত করিবার ব্যবস্থা করিল। কাটোয়ার উত্তরে অজয়পারে সাঁকাই নামক পল্লীতে নবাবী-আমলের এক মৃন্ময় দুর্গ ছিল, এবং নগরের ভিতরে পূর্ব্বকথিত গড়খাতবেষ্টিত ফৌজদারের সুরক্ষিত আবাসবাটী। উহারা উভয় স্থানই অধিকার করিয়া বহিল। অধিবাসিগণ তৎপূর্ব্বেই স্থানত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং বাসস্থানের অভাব হইল না। কাটোয়া হইতে দাঁইহাট পর্য্যন্ত তিন ক্রোশ লইয়া মারাঠা শিবির স্থাপিত হইল। সময়ে সুবিধামত দলে দলে বহির্গত হইয়া, মহারাষ্ট্রীয়গণ পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি লুণ্ঠন ও উৎসন্ন করিতে লাগিল (৪)। তখন 'আষাঢ় মাসের দেওয়া

(১) মুর্শিদাবাদ নগর ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বে দীর্ঘে প্রায় তিন ক্রোশ স্থান লইয়া বিস্তৃত ছিল।

(২) ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি তিন লক্ষ টাকা বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। মুতাক্ষরীণের অনুবাদক বলেন, 'আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই দুই কোটী মুদ্রার সমস্তগুলিই আর্কটের মুদ্রিত। এইরূপ ভয়ানক ক্ষতি (যাহাতে ইউরোপের প্রত্যেক নরপতিই বিষম বিপন্ন হন) জগৎশেঠের কিছুই করিতে পারে নাই। কারণ, তৎপরে তাঁহারা দেশীয় রাজগণকে সময়ে এক এক কোটী টাকার হুণ্ডী দিয়াছেন।' সম্প্রতি আবিষ্কৃত মহারাষ্ট্র পুরাণেও জগৎ শেঠের বাটী লুণ্ঠন করিয়া আর্কট মুদ্রা লওয়ার কথা আছে। দক্ষিণ দেশে উহাই চলিত।

(৩) মুতাক্ষরীণের নির্দ্দেশমতে মহারাষ্ট্রীয়গণ এক্ষণে বর্ষাসমাগত দেখিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিল। মীর্ হবীব বীরভূমির নিকট হইতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া পুনরায় কাটোয়ায় লইয়া আসেন।

(৪) মহারাষ্ট্র পুরাণে বীরভূমি হইতে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত স্থান সকল দগ্ধ ও লুণ্ঠন করার কথা ও স্ত্রীলোকের উপর ভীষণ অত্যাচারের বিবরণ আছে। কাটোয়া অঞ্চলে বর্গীর অত্যাচারের নানারূপ প্রবাদ অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে। সেই অবধি লোকে টাকাকড়ি মাটিতে পুঁতিয়া রাখিতে আরম্ভ করে।

ষন বরিষণ' আরম্ভ হইয়াছিল। ১৯শে বৈশাখ বৰ্দ্ধমানে নবাব সৈন্যের সহিত বর্গীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এক্ষণে অজয় ভাসিয়া গঙ্গা ভরিয়া উঠায় পরপার লুণ্ঠনের সুবিধা রহিল না।

আলিবৰ্দ্দী খাঁ বর্ষাকালে বলসঞ্চয় ও মুর্শিদাবাদ রক্ষার উপায়বিধান করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ এই সময়ে মীর্ হবীবের পরামর্শে দক্ষিণে হুগলী প্রভৃতি অধিকার করিয়া অত্যাচার আরম্ভ করিল। দাঁইহাটের ঘাটে বড় বড় নৌকার পুল বাঁধিয়া বর্গী পরপারে উত্তীর্ণ হইল। মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী স্থানই নবাবের অধিকারে রহিল। মুর্শিদাবাদ নগরের চিন্তাকুল ও ভীত অধিবাসীবর্গও এক্ষণে পদ্মার অপর পার্শ্বস্থ মালদহ ও রামপুর বোয়ালিয়ার দিকে গিয়া বাস আরম্ভ করিল; রাজ্যমধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। নবাবের পরিবারবর্গ ও ধনসম্পত্তিও পদ্মাপারে গোদাগাড়ীতে প্রেরিত হইল। পশ্চিম-বঙ্গের সর্ব্বত্র গ্রাম ও নগর উৎসন্ন হইল; প্রজাবর্গ ঘরদ্বার ফেলিয়া দেশত্যাগ করিল। স্ত্রী-পুত্রসহ অনেকে গঙ্গাপারে গিয়া বাস আরম্ভ করিল। কৃষি-বাণিজ্য সমস্তই বন্ধ হইল। অধিকাংশ লোকে দেশ ত্যাগ করায় কাটোয়া ও দক্ষিণ বৰ্দ্ধমানঅঞ্চল এ সময়ে জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। (১)

হুগলী-বন্দরে বর্গীদলের এক প্রধান আড্ডা হইয়াছিল। মীর্ হবীবের মন্ত্রণা অনুসারে মহারাষ্ট্রীয় পক্ষে শিব রাও এখানে রাজস্ব আদায় আরম্ভ করিলেন। ভাগীরথীর পশ্চিম-পার্শ্বের লোকে দলে দলে কলিকাতার পারে প্রস্থান করিল; অনেকে কলিকাতায় কোম্পানীর আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিল। ইংরেজগণ এক্ষণে নবাব আলিবৰ্দ্দী খাঁর সম্মতিক্রমে কলিকাতার অন্ত তিন দিকে গড়খাত নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। (২) বর্ত্তমান সার্কুলার রোড মহারাষ্ট্রীয় খাতের স্থান অধিকার করিতেছে। এই সময়েই নবাবের অনুমতি লইয়া কাশিমবাজার কুঠীর চারি দিকে এক ইষ্টক প্রাচীর ও চারি কোণে চারিটি সুদৃঢ় বুরুজ নির্ম্মাণ করা হইল। কলিকাতার অধিবাসী ইউরোপীয় ফিরিঙ্গি ও আর্ম্মানীগণকে লইয়া অবৈতনিক সৈন্যদল গঠিত হইল এবং

(১) মহারাষ্ট্র পুরাণে বর্গীর হাঙ্গামার বর্ণনা দ্রষ্টব্য। (পরিশিষ্ট)।

(২) স্থানীয় লোকের দ্বারা বিনাব্যয়ে এই খাত কৰ্ত্তিত হয়। ছয় মাসে তিন মাইল গড়খাত প্রস্তুত হইয়াছিল। তৎপরে মহারাষ্ট্রীয়গণ পরপারে আইসে না দেখিয়া, কলিকাতাবাসিগণ আর গড়খাত কর্ত্তনে পরিশ্রম করে নাই।

নিয়মিত সৈন্তদলে আরও কতকগুলি লস্কর যোগ দেওয়া হইল। এতদ্ব্যতীত দুর্গসংস্কার ও কামান, বন্দুক প্রভৃতি উপকরণ সংগ্রহেও অর্থব্যয় করা হইয়াছিল। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ ব্যয়ের প্রতি কিছু লক্ষ্য রাখিতে উপদেশ দিয়া অগত্যা এই কার্য্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কোম্পানীর পশ্চিম-বঙ্গের দুই একটি কুঠি লুণ্ঠিত হইয়াছিল; ভাগীরথীবক্ষে দুই চারিখানি মালের নৌকাও আবদ্ধ ছিল; কিন্তু কোম্পানীর ক্ষতি বড় অধিক হয় নাই। পক্ষান্তরে, নানা প্রকারের ব্যবসায়ী ও অন্ত অধিবাসিগণের আগমনে কলিকাতার ইংরেজ-কোম্পানী বিশেষ লাভবানই হইয়াছিলেন।

বর্ষাকালের মধ্যেই আলিবর্দ্দী খাঁ যথেষ্ট সৈন্তসংগ্রহ করিলেন। সৈন্তদলের মধ্যে বর্দ্ধমানে প্রতিশ্রুত দশলক্ষ টাকা পুরস্কারবিতরণ ও যথাযোগ্য পদোন্নতি বিধান করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করাও হইল। বিহার হইতে কনিষ্ঠ জামাতা জইনুদ্দীন্ সসৈন্তে যোগ দিলেন; অধিকন্ত বাদশাহের নিকট সাহায্যার্থে আবেদন করা হইল। কথিত আছে, এই সময়েই দিল্লীদরবার হইতে মুরীদ্ খাঁ রাজকর গ্রহণের জন্য বিহার পর্য্যন্ত আগমন করেন; কিন্তু ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া সেখান হইতেই প্রতিনিবৃত্ত হন।

বর্ষাপগমের সঙ্গে সঙ্গেই নবাব সসৈন্তে রাজধানী হইতে কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন পথের কর্দ্দম একবারে শুষ্ক হয় নাই; নদনদী জল-পূর্ণ। বর্গীগণ দেশের সর্ব্বত্র রাজস্ব (?) আদায় করিয়া বেড়াইতেছে; ভাস্কর-রাম দাঁইহাটে দুর্গোৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। নিশাযোগে নৌ-সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া নবাবীসৈন্ত কাটোয়ার উত্তরাংশে গঙ্গাপার হইল। কিয়দংশ সৈন্ত পার হইয়া গিয়াছে, এমন সময়ে জনতার চাপে মধ্যভাগের দুই এক খানি নৌকা ভাঙ্গিয়া জলমগ্ন হইল; অনেকে কালগ্রাসে পতিত হইল (১)। ক্ষিপ্রহস্তে সেতু-সংস্কার করাইয়া অগ্রগামী সৈন্তদল পরপারে উত্তীর্ণ হইল। প্রভাত হয় হয়, তখনও দুই তিন সহস্রের অধিক লোক পার হয় নাই। অগ্রগামী সেনানায়ক মুস্তাফা, মীরজাফর প্রভৃতি বীরগণ বিপক্ষদলকে আপনাদের সংখ্যা বুঝিতে না দিয়া, সত্বর আক্রমণ করাই পরামর্শ স্থির করিলেন। তাঁহারা সবেগে

(১) মিঃ হল্‌ওয়েল্ বলেন মহারাষ্ট্রীয় পক্ষ হইতেই পরপার আক্রমণ জন্ত কাটোয়ার এই নৌসেতু নির্ম্মিত হয়। মহারাষ্ট্র পুরাণে দৃষ্ট হয় বর্গীর সেতু দাঁইহাটে ছিল। উত্তরসাধক

বর্গীশিবিরের দিকে ধাবমান্ হইলে নবাব সদলে আসিয়াছেন রব উঠিল। অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ চতুর্দ্দিকে পলায়নপর হইল। কিয়দ্দূর গিয়া একবার ফিরিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে নবাব কামান ও হস্ত্যাদিসহ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া, সাহসে কুলাইল না। ভাস্বররাম অষ্টমী পূজা করিয়াই প্রতিমা ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইলেন। (আশ্বিন-১১৪৯)।

ভাস্বর পণ্ডিত পঞ্চকোটের পার্ব্বত্যপথ দিয়া স্বদেশগমনের উদ্যোগ করিলেন; নবাবী সৈন্যও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। বনভূমির মধ্য দিয়া যাতায়াত অসম্ভব দেখিয়া, মীর হবীরের পরামর্শে বিষ্ণুপুরের জঙ্গল উত্তীর্ণ হইয়া, চন্দ্রকোণার সমতলপ্রদেশ দিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ মেদিনীপুর প্রবেশ করিল। উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা মাসুম্ স্বীয় সৈন্যদল সহ হরিহরপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, অগ্রগামী বর্গীগণ তাঁহাকে পরাভূত ও নিহত করিল। আলিবর্দ্দী খাঁ বর্দ্ধমানের দিক্ হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হুগলী হইতে শিবরাওর অধীন মারাঠাদল, এবং দেশমধ্যে বিক্ষিপ্ত অন্যান্য দলও এক্ষণে মেদিনীপুরের দিকে ধাবমান হইতেছিল (১)। বর্গীগণ উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে তাড়িত হইয়া অতঃপর স্বদেশে প্রস্থান করিল। নবাব মুস্তাফা খাঁর আত্মীয় আব্দুল্ নবী খাঁকে উড়িষ্যার শাসনভার দিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এ দিকে আলিবর্দ্দী খাঁর আবেদনপত্র পাইয়া বাদশা মহম্মদ শা অযোধ্যার নবাব সফ্দরজঙ্গকে বাঙ্গলায় গিয়া সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। তখন মহারাষ্ট্রীয়গণ স্বদেশে গমন করিয়াছে, আর সাহায্যের আবশ্যক নাই বলিয়া, তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুরোধ হইল। আলিবর্দ্দী জানিতেন, বিহারের প্রতি অযোধ্যার নবাবের বহুদিন হইতে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত

মীর হবীব্ হুগলী হইতে প্রকাণ্ড স্লুপ্ (জাহাজ) আনাইয়া এবং বড় বড় কামান পাতিয়া কাটোয়া রক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু 'গোলা দাগিতে কামান গেল ফুইটা'—তৎপরে নবাবী সৈন্যের প্রচণ্ড আক্রমণে মীর হবীবের দল পৃষ্ঠ দিতে বাধ্য হয়। মহারাষ্ট্র পুরাণ ও মুতাক্ষরীণের নির্দ্দেশমত প্রথমে ভাগীরথী পার হইয়া পরে ঐ সেতুর নৌকা খুলিয়া রাত্রি মধ্যেই আবার অজয়ের সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। গোলামহোসেন রজনীতে মহারাষ্ট্রীয়গণের কালনিদ্রারও উল্লেখ করেন।

(১) হল্ওয়েল্ বলেন, শিবরাও ধৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারই সাহায্যে বালাজীর সহিত সন্ধিবন্ধন হয়।

ছিল। যাহা হউক, এক্ষণে পেশওয়ে বালাজী রাও বঙ্গে আগমন করিতেছিলেন, তাঁহার সহিত পূর্ব্ববিবাদ স্মরণ করিয়া, অযোধ্যার নবাব নিজেই প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন।

সেনাপতি ভাস্কররামের প্রথমবার পরাভবেই নাগপুর মহারাষ্ট্রীয়গণ উৎসাহহীন হয় নাই। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই রঘুজী ভোঁস্‌লে স্বয়ং অধিকতর আয়োজন করিয়া মহারাষ্ট্রবাহিনী সঙ্গে বঙ্গে উপনীত হইলেন। এ দিকে বালাজী রাও বাদশাহের নিকট হইতে চৌথ আদায়ের বরাত চিঠি লইয়া বিহারের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। বাঙ্গালার নবাবকে সাহায্য করাই তাঁহার প্রকাশ্য অভিপ্রায় থাকিলেও, (১) পথিমধ্যে তাঁহার সৈন্যদল স্বাভাবিক লুণ্ঠনাদির ত্রুটি করেন নাই। রঘুজী ভোঁসলে যে সময়ে বর্দ্ধমানে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন, সেই সময়েই বালাজী রাও ভাগলপুরের দক্ষিণ হইয়া, বীরভূমি দিয়া মুর্শিদাবাদের অনতিদূরে উপনীত হইলেন। উভয় দিক্ হইতে দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্র-কটকের পদার্পণে স্রোতঃসমবায়ে প্লাবিত ভূমির মত বাঙ্গলার দুরবস্থার একশেষ হইল। আলিবর্দ্দী খাঁ সত্বর বালাজীর সহিত সাক্ষাৎ জন্য বহির্গত হইলেন। বিহারের বাকী চৌথ সমস্ত পরিশোধ করিয়া, তৎসহ মূল্যবান উপঢৌকন দিয়া নবাব তাঁহাকে শান্ত করিলেন। অতঃপর উভয় সৈন্য একযোগে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া রঘুজীকে দূরীভূত করিবার প্রস্তাব হইল। বঙ্গীয়-সৈন্য শীঘ্র পশ্চাদ্ধাবনে অসমর্থ হইবে বুঝিয়া, বালাজী রাও তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আগমনে রঘুজীর দল পশ্চিমাঞ্চল দিয়া পলায়নপর হইল; বালাজীও নবাবের সাহায্যছলে বিপুল অর্থসংগ্রহ করিয়া, স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। (১৭৪৩ খৃঃ)

(১) তারিখ্ ইউসুফীর মতে এগার লক্ষ টাকা চৌথ আদায়ের পত্র লইয়া বালাজী বঙ্গে আগমন করেন। গোলামহোসেন্ বলেন, বাদশাহের আদেশে রঘুজীকে দূরীভূত করিবার জন্যই তাঁহার আগমন; অবশ্য বিহারের বাকী চৌথের অনেক টাকা তাঁহাকে দিতে হইয়াছিল। এ সময়ে বাদশাহের আদেশে কেবল মুসলমান লেখকগণই বিশ্বাস করিতেন, অন্যে নহে। হলওয়েল্ উভয় মহারাষ্ট্রীয়পক্ষের একযোগে কার্য্য করিবার কথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যদিও সাধারণের মধ্যে প্রকাশ, দুই বর্ষের চৌথস্বরূপ ২২ লক্ষ টাকা মাত্র বালাজীকে প্রদত্ত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে পাঁচ কোটি টাকা দিতে হইয়াছিল, (!) কারণ জইন্-উদ্দীনকে বালাজী যে খেলাৎ দিয়া যান, তাহারই মূল্য দুই লক্ষ টাকা। অর্থ পাইয়া বালাজী সন্তুষ্ট হইয়া যাইতে পারেন; রঘুজী কেন যাইবেন? উভয় মহারাষ্ট্রদলে বিবাদ ছিল, অন্য ইতিহাসে দৃষ্ট হয়।

পরবর্ষে রঘুজী ভোঁসলে পুনরায় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে সদলে বঙ্গে প্রেরণ করিলেন। পুনরায় বর্গীভয়ে পশ্চিম-বঙ্গ ত্রস্ত হইল। আলিবর্দ্দী খাঁ বারম্বার এইরূপ আক্রমণে বিপন্ন ও হতাশ হইয়া পড়িলেন; সম্প্রতি তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গও হইয়াছিল। এক্ষণে বলপ্রয়োগে মহারাষ্ট্রীয়দলকে প্রতিহত করিবার আশা নাই দেখিয়া, বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বনের উদ্যোগ করিলেন। মন্ত্রী জানকীরাম ও মুস্তাফা খাঁর সহিত মন্ত্রণা করিয়া দূতমুখে ভাস্করের সহিত সন্ধির প্রস্তাব চলিল। ছলনা করিয়া মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিকে অনুচর সহ নবাবের মনকরার শিবিরে আনয়ন করা হইল (১)। ইঙ্গিতমাত্রে পট্টাবাসের অন্তরালে লুক্কায়িত সশস্ত্র যোদ্ধৃগণ পূর্ব্বনির্দ্দেশ মত মহারাষ্ট্রীয়গণের উপর নিপতিত হইল। ভাস্কর পণ্ডিত ও তাঁহার সেনানী কয়েক জন নিহত হইলেন, (২) অদূরে তাঁহার সৈন্যদল অপেক্ষা করিতেছিল; নবাবী সৈন্যের সহসা আক্রমণে বিত্রস্ত হইয়া তাহারা পলায়নপর হইল। বিপক্ষগণ কাটোয়া পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল; রঘু গাইকোবারের নেতৃত্বে অবশিষ্ট মহারাষ্ট্রীয় সৈনা কায়ক্লেশে স্বদেশে গিয়া পৌঁছিল। (১৭৪৪ খৃঃ)।

মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্ত হইতে এইরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, নবাব আলি-বর্দ্দী খাঁ কিয়ৎকাল রাজকার্য্যের শৃঙ্খলা ও দেশের হৃতসর্ব্বস্ব প্রজাবর্গের উপকারবিধান করিবার মানস করিলেন। কিন্তু এক্ষণে এক অচিন্তিতপূর্ব্ব বিপ্লব উপস্থিত হইয়া, বর্গীর আক্রমণ অপেক্ষাও প্রবলতররূপে তাঁহার রাজ-শক্তি খর্ব্ব করিবার উপক্রম করিল। সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ এই সময়ে প্রভুত্বে ও গৌরবে নবাবের দরবারের প্রধান সদস্য ছিলেন। একপ্রাণ স্বজাতীয় একদল আফগান্-সৈন্য এক্ষণে তাঁহার অঙ্গুলিহেলনে সকল কার্য্যই করিতে প্রস্তুত। সাহস ও বিক্রমে এই সৈন্যদলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল; এ জন্য তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কথা কহিতে কেহই সাহসী হইত না। তাঁহারই বাহুবলের উপর বিশেষ ভরসা করিয়া নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের গতিরোধ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিয়াছেন। ভাস্কর পণ্ডিতের নিধনের পূর্ব্বে এক

---

(১) মনকরা বহরমপুরের তিনক্রোশ দক্ষিণে, পলাশীর পথে। আলি ভাই নামক মুসলমান মারাঠা দলপতি বর্গীদলের দূত ছিলেন।

(২) ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যাকাণ্ডও মুসলমান লেখক সমর্থন করিতে ইচ্ছা করেন। মহারাষ্ট্র পুরাণে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব গোহত্যা স্ত্রীহত্যার নিমিত্তই পার্ব্বতী ভাস্করের প্রতি বিরূপ ও নবাবকে সদয় হইলেন, বলিয়া কথা আরম্ভ করা হইয়াছে।

সময়ে মুস্তাফাকে বিহারের নায়েব সুবাদারী পদ প্রদান করিবার অঙ্গীকারও করা হইয়াছিল। মুস্তাফা এক্ষণে ঐ প্রতিশ্রুতিপালনের নিমিত্ত জেদ্ করিলেন। নবাব মিষ্টবচনে আপ্যায়িত করিলেও কোন ফল হইল না। মুস্তাফা এখন পূর্ব্বের মত নিয়মিত সময়ে দরবারে আগমন বন্ধ করিলেন। উভয়পক্ষের সন্দেহ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইলে, মুস্তাফা কর্ম্মত্যাগের আবেদন করিয়া সৈন্যগণের বাকী বেতনের দাবী করিলেন (১)। তাঁহার দশ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য তদীয় বাসস্থান ও সেনানিবাসে একত্রিত হইয়া রহিল। নগরে বিষম ভীতির সঞ্চার হইল; মীর জাফর খাঁ প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ ও হিন্দু সেনাপতিগণের অধীনে অপর সৈন্যদল প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে ও অন্যত্র সজ্জিত হইল। প্রাপ্য বেতন প্রদত্ত হইলেই মুস্তাফা খাঁ নগরত্যাগ করিয়া যাইবেন শুনিয়া, নবাব নোয়াজিস্ মহম্মদ খাঁর বিশেষ সাহায্যে তাঁহাকে ১৭ লক্ষ টাকা প্রদান করিলেন। মুস্তাফা খাঁ এক্ষণে নগর ত্যাগ করিয়া কিয়দ্দূরে গিয়া শিবির-সন্নিবেশ করিলেন; নগরবাসী নিরীহ লোকে আসন্ন বিপদ দূরীভূত হইল দেখিয়া পুনর্জ্জীবন পাইল। মুস্তাফা এক্ষণে অন্যান্য পাঠান সর্দ্দারগণকে স্বপক্ষে আনয়ন করিবার উদ্যোগ করিলেন। নবাব ভীত হইয়াই অর্থপ্রদানে বাধ্য হইয়াছেন বলিয়া, সমসের খাঁ প্রভৃতি সেনানীগণকে বিদ্রোহে যোগ দিয়া আলিবর্দ্দীকে রাজ্যচ্যুত ও সমগ্ররাজ্য বিভাগ করিয়া লইবার জন্য আহ্বান করা হইল। নবাব ইতিপূর্ব্বেই অন্যান্য আফগান্ সেনাপতিগণকে যথোচিত সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহারা যোগদানে সম্মত হইলেন না। মুস্তাফা খাঁ অতঃপর রাজমহলের দিকে যাত্রা করিলেন এবং তথাকার ভাণ্ডার হইতে

---

(১) ইউসুফ আলি খাঁ এই সন্দেহের ও বিবাদের এক বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি একদিন দরবারে উপস্থিত আছি, এমন সময়ে মুস্তাফার দুই জন কর্ম্মচারী তাঁহার আগমনসংবাদ লইয়া আসিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর, এমন সময়ে অন্দরমহল হইতে জনৈক খোজা সংবাদ দিল, নবাব-বেগম ভেদ বমনের পীড়ায় কাতর। নবাব অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন, এবং তথা হইতে কর্ম্মচারিদ্বয়কে বলিয়া পাঠাইলেন, নিজের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত যেন তাঁহারা অপেক্ষা করেন। ইতিপূর্ব্বেই মুস্তাফা দরবারে আসিবার জন্য বহির্গত হইয়াছেন, সংবাদ আসিয়াছিল। কর্ম্মচারিদ্বয় এই ভাবে নবাবের অন্দরমহলে প্রবেশ, ষড়যন্ত্র ও মুস্তাফা খাঁকে হত্যা করিবার উদ্যোগ বলিয়া সন্দেহ করিলেন। অন্দরমহলের দিকে লোকের পদশব্দে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল, তাঁহারা দরবার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মুস্তাফা অশ্ব হইতে অবতরণ করিবেন, এমন সময়ে উহাদের মুখে ব্যাপার শুনিয়া পুনরায় অশ্বারোহণ করিয়া, বাটীর দিকে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর নবাব নোয়াজিস্ মহম্মদকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেও, সন্দেহ দূর হইল না।

উপযোগী যুদ্ধোপকরণ বলপূর্ব্বক আহরণ করিয়া পাটনা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মুঙ্গেরের দুর্গ অনায়াসেই তাঁহার হস্তগত হইল। পাটনায় মুস্তাফা খাঁর পদার্পণ হইতেছে শুনিয়া, নাগরিকগণের ভয়ের পরিসীমা রহিল না। আলিবর্দ্দী খাঁর নিষেধ সত্ত্বেও জইন্‌উদ্দীন্‌ বীরোচিত সৎসাহস প্রদর্শন করিয়া আগন্তুক বিপক্ষকে বাধা দিবার আয়োজন করিলেন। নির্ভীক জইন্‌-উদ্দীনের সংগৃহীত পাঁচ ছয় সহস্র সৈন্য মুস্তাফা খাঁর নামেই ভয়চকিত হইয়াছিল; সুতরাং প্রথম যুদ্ধেই অনেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। মুস্তাফা প্রচণ্ডবেগে অবশিষ্ট সৈন্যের উপর পতিত হইবার উপক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে ঘটনা-চক্রে বিপক্ষের এক গোলাঘাতে তাঁহার হস্তিপক নিহত হইল। অশান্ত হস্তী কিছুতেই যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতেছে না দেখিয়া মুস্তাফা অবতরণ করিলেন। হস্তীর অনুগ্রহে যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক সময়ে যে ফল ফলিয়াছে, এখানে তাহাই হইল। মুস্তাফার সৈন্যগণ সেনাপতির অদর্শনে হতোৎসাহ ও পলায়নপর হইল; সহস্র চেষ্টায়ও সে দিন আর তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। অতঃপর সাত দিন ধরিয়া উভয় পক্ষে দূর হইতে গোলাবৃষ্টি চলিল। অষ্টম দিবসে মুস্তাফা পুনরায় আক্রমণ করিলেন; কিন্তু এবারেও সহচর দুর্ভাগ্য বাদী হইল, চক্ষে একটি তীরের আঘাত লাগিল, তিনি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সৈন্যদল হটিয়া পড়িলেন। অতঃপর আলিবর্দ্দী খাঁও সসৈন্যে নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন শুনিয়া, মুস্তাফা পাটনা অধিকারের উদ্যম ত্যাগ করিয়া বিহারের সীমান্তদেশে গমন করিলেন। নবাবী সৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল, মুস্তাফা স্বীয় হতোদ্যম সেনা লইয়া আর যুদ্ধ করায় ফল নাই এবং শীঘ্রই একদল মহারাষ্ট্রীয় তাঁহার সহিত যোগ দিবে এই আশায়, চুণারের নিকটে গিয়া শিবিরসন্নিবেশ করিয়া রহিলেন।

পাটনায় প্রত্যাবর্ত্তনের পরে আলিবর্দ্দী খাঁ সংবাদ পাইলেন, রঘুজী ভোঁসলে ভাস্করপণ্ডিতের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার কল্পনায় অধিকতর আয়োজন করিয়া বাঙ্গলায় উপনীত হইয়াছেন। অবিলম্বে জইন্‌উদ্দীনের প্রতি বিহার-রক্ষার ভার দিয়া নবাব সসৈন্যে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন। মহারাষ্ট্রীয় দল এইবার নবাবের দুষ্কৃতির জন্য বাঙ্গলার হতভাগ্য অধিবাসিগণের প্রতি অমানুষ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে বর্ব্বরোচিত নির্দ্দয়তা ও ভয়াবহ অত্যাচারের যাহা কিছু দৃষ্টান্ত আছে, বর্গীর অত্যাচার তুলনায় তাহার কোনটি অপেক্ষা অল্প ভীষণ নহে। অর্থের

জন্ম অযথা উৎপীড়ন ও গৃহদাহ ত তাহাদের নিত্যকর্ম্মমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ধন সম্পত্তি লুক্কায়িত রাখিয়াছে সন্দেহ হইলে লোকের নাসা কর্ণ হস্তপদাদি ছেদন অবাধে সম্পন্ন হইত, এবং এই অপরাধে অবলাগণের কুচকর্ত্তনও তাহাদের অকরণীয় ছিল না (১)। পশ্চিম বঙ্গ এই বারে উৎসন্ন হইল; গ্রাম নগর একেবারে জনশূন্ত অরণ্যপ্রায় হইয়া গেল, দেশে হাহাকার উঠিল (২)। এই ভীষণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া এবং অদূরে দুর্দ্দান্ত সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ অবসর প্রতীক্ষা করিতেছেন চিন্তা করিয়া, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ কিঞ্চিৎ সময় লাভের জন্ম বর্দ্ধমানে বর্গী-শিবিরে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। রঘুজী সময় পাইয়া তিন কোটী টাকা চাহিয়া বসিলেন। নবাব আগামী বর্ষাকাল ও ইতিমধ্যে মুস্তাফার পরাভবের আশায় দূতগণকে উপদেশ দিলেন, যে কোন উপায়ে কালক্ষেপ করিতে হইবে। সন্ধির বৃথা প্রস্তাবে দুই মাস অতিবাহিত হইল। ইতিমধ্যে মুস্তাফা খাঁ পুনরায় পাটনা আক্রমণ করিয়া বিফলমনোরথ হইলেন, জইন্ উদ্দীনের সৌভাগ্য ও বীর্য্যবত্তা এ ক্ষেত্রেও কার্য্যকর হইল। জগদীশপুরের প্রচণ্ড যুদ্ধে এক গোলা লাগিয়া মুস্তাফা পঞ্চত্ব পাইলেন; তাঁহার মৃতদেহ চতুঃখণ্ড করিয়া পাটনার তোরণদ্বারগুলিতে লটকান হইল। (৩)

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত সন্ধির প্রস্তাব যে ভাণমাত্র নহে দেখাইবার জন্ম এতদিন রাজধানীতে অপেক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে মুস্তাফার পরাভব ও মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া বহু আস্ফালন করিয়া পত্র লিখিয়া মহারাষ্ট্র দূতকে বিদায় দিলেন। এখন বর্ষাকাল সমাগত হইয়াছিল, উভয় পক্ষই এ জন্ম কিছু কাল নিজ নিজ গণ্ডীর ভিতর থাকিতে বাধ্য হইলেন। রঘুজীর দল পূর্ব্বেই বর্দ্ধমান ও দক্ষিণ বীরভূমি অধিকার করিয়া বসিয়া ছিল। বর্ষাপগমে নবাব-সৈন্ত বহির্গত হইল (১১৫৮ হিঃ ১৭৪৫)। রঘুজী তখন উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, অভিপ্রায় ছিল, দক্ষিণ-পশ্চিম বিহারে অবস্থিত মুস্তাফা খাঁর অবশিষ্ট আফগানদলের সহিত যোগ দিয়া পাটনা আক্রমণ করিবেন। নবাবও পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন, রঘুজী প্রত্যাগত হইলে উভয় পক্ষে কয়েকটি

(১) হলওয়েল—১৩৫ পৃঃ। মুসলমান ইতিহাসে হস্তপদাদি ছেদনের কথা আছে।

(২) Calcutta Council's Despatch to the Court

(৩) মুতাক্ষরীণ। তারিখ্ বাঙ্গালার মতে, মৃতদেহ দ্বিখণ্ড করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে নগর পরিক্রমণ হইয়াছিল।

স্থানে যুদ্ধ বাধিল, ইহাতে কোন পক্ষেরই নিশ্চিতরূপে জয় পরাজয় হইল না। (১) এই সময়ে নবাবের পক্ষের সমসের্ প্রভৃতি আফগান্ সামন্তবর্গ শত্রুপক্ষের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছেন দেখিয়া নবাব পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু এরূপ প্রস্তাব আর গ্রাহ্য হইল না। আলিবর্দ্দী খাঁর সহিত সম্মুখযুদ্ধে বিশেষ কোন লাভ নাই দেখিয়া, মীর হবীবের পরামর্শে রঘুজী একণে তীরবেগে মুর্শিদাবাদের উপর নিপতিত হওয়াই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। নবাবও সতর্ক ছিলেন; প্রাণপণে রাজধানীর দিকে আসিয়া দেখিলেন,বর্গীদল পূর্ব্বদিনমাত্র নগরোপকণ্ঠে উপনীত হইয়াছে, অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে যথাসম্ভব লুণ্ঠনও চলিয়াছে। নবাবের আগমনে পুনরায় ভাগীরথীর পশ্চিম তীর হইয়া বর্গীদল দক্ষিণাভিমুখ হইল; নবাব সৈন্যও পশ্চাতে চলিল। কাটোয়ার নিকটে সম্মুখযুদ্ধে রঘুজী পরাভূত হইলেন। অতঃপর মেদিনীপুরের নিকটে গিয়া স্বরাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে সংবাদ পাইয়া তিনি বেরার যাত্রা করিলেন; আলিবর্দ্দী খাঁও নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাঁচিলেন।

রাজধানীতে উপনীত হইয়া নবাব বিদ্রোহভাবাপন্ন সমসের্ সরদার্ প্রভৃতি আফগান্ সামন্তবর্গকে কর্ম্ম হইতে অপসৃত করিলেন; তাঁহারা নিজদল (প্রায় ছয় হাজার সেনা) সঙ্গে বাসস্থান দ্বারভাঙ্গার দিকে যাত্রা করিলেন। কিয়ৎকাল যুদ্ধকাণ্ডের এইরূপে নিবৃত্তি হওয়ায় নবাব শান্তির অবকাশে নিজের দুই দৌহিত্র জইন্ উদ্দীনের পুত্র সিরাজ ও একরাম্ উদ্দৌলার পরিণয় ব্যাপার মহাসমারোহে নির্ব্বাহ করিলেন। (২)

ইতিপূর্ব্বে মুস্তাফার কর্ম্মত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র উড়িষ্যার প্রতিনিধি সদলে উড়িষ্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন। নবাব এই সময়ে রাজা জানকীরামের পুত্র উড়িষ্যার দেওয়ান দুর্লভরামকে রাজোপাধি দিয়া উড়িষ্যার শাসনভার অর্পণ করিলেন। দুর্লভরাম এ সময়ে রাজকার্য্য অপেক্ষা ধর্ম্মকর্ম্মের বাহ্য আচার লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন; অনেক 'সাধু সন্ন্যাসী' তাঁহার নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। রঘুজীর নিয়োজিত ভাক্ত সন্ন্যাসীর কৌশলে

(১) তারিখ ইউসুফী ও মুতাক্ষরীণের মতে নবাব রঘুজীকে সর্ব্বত্রই পরাস্ত করিতেছিলেন, আফগান্‌গণের বিশ্বাসঘাতকতা জন্যই এক সময়ে রঘুজী ধৃত হইতে হইতে বাঁচিয়া যান। এত দূর বিশ্বাস করিবার কারণ দেখা যায় না।

(২) ১১৫৯ হিঃ, ১৭৪৬ খ্রীঃ। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এই উপলক্ষে এক "ন ভূতো, ন ভবিষ্যতি" উৎসবের বর্ণনা করিয়াছেন।

রঘুজীর উড়িষ্যায় পদার্পণমাত্রই তিনি বন্দীভূত হইলেন (১)। নবাব তখন মুস্তাফার বিদ্রোহ লইয়া বিব্রত; এ দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই। উড়িষ্যা অঞ্চল এত দিন মীর্ হবীব্ ও মহারাষ্ট্রীয় দলেরই হস্তে পড়িয়াছিল। এক্ষণে মীরজাফর খাঁকে তাঁহার পূর্ব্বপদ সামরিকবিভাগের দেওয়ানী ব্যতীত উড়িষ্যার নায়েবী ও মেদেনীপুর এবং হিজলী অঞ্চলের ফৌজদারী অর্পণ করিয়া সসৈন্যে মহারাষ্ট্রীয়গণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল। মীরজাফর খাঁ এক্ষণে বহুদিন উচ্চপদের বেতন ভোগ করিয়া ক্রমশঃ প্রকৃত রাজ-জামাতার মত বিলাসী ও আলস্য-পরতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। মেদিনীপুরের নিকটে সামান্য একদল মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যকে পরাভূত করিয়া তিনি কর্ম্মনাশা তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াই শিবিরসন্নিবেশ করিলেন। পরে রঘুজীর পুত্র জানজীর অধীনে মহারাষ্ট্রীয়গণ আগমন করিতেছে সংবাদ পাইয়া মেদেনীপুর রক্ষার আশা ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানের দিকে আসিতে লাগিলেন। সেনাপতির এইরূপ সাহস দেখিয়া ক্ষিপ্রগামী মহারাষ্ট্রীয় দলের অগ্রভাগ বর্দ্ধমানের নিকটে তাঁহার কিয়দংশ দ্রব্যজাত ও কয়েকটি হস্তী অপহরণ করিল, এবং চতুর্দ্দিকে অভ্যস্ত লুণ্ঠনকার্য্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আলিবর্দ্দী খাঁ এই সংবাদ পাইয়া আতাউল্লা খাঁকে এক দল সৈন্য সহ তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। মিলিত সৈন্য বর্দ্ধমানের নিকটে মারঠাগণকে পরাভূত করিল। আতাউল্লা এতদূর কৃতিত্ব দেখাইয়া এক জন চাটুকার সামান্য পরিচরের ভবিষ্যৎবাণীতে মুগ্ধ হইয়া রাজ্যভোগের সুখস্বপ্ন দেখিলেন; মীরজাফর খাঁকে স্বপক্ষে আনয়ন করিয়া লব্ধভাগের পরামর্শ আঁটিতে বেশী সময় লাগিল না। মীরজাফর বন্ধুবর্গের অনুযোগে এই কল্পনা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, এমন সময়ে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ সসৈন্যে নিকটে আসিয়া পঁহুছিলেন। মীরজাফর বর্গীদলের প্রতিরোধকরণে অক্ষম হইয়াছেন বলিয়া তিরস্কৃত হইলে অভিমানে কয়েক দিন নবাবের নিকট আসিলেন না। আতাউল্লাকে কৌশলে পদচ্যুত করিয়া মুর্শিদাবাদ পাঠান হইল। ভগিনীপতির মানভঞ্জনের কল্পনায় নবাব কয়েক দিন পরে মীর্জাফরের কোন আত্মীয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের জন্য তাঁহার শিবিরে যাইবার অভিপ্রায়ে বহির্গত হইলেন; নির্ব্বোধ মীরজাফর্ প্রত্যুদ্গমন ও সম্ভাষণ করিতে অগ্রসর

(১) মুতাক্ষরীণ। বৎসরেক পরে নবাব তিন লক্ষ টাকা দিয়া প্রধান মন্ত্রীর 'ঘরের ছেলে ঘরে' আনিয়া দেন।

হইলেন না দেখিয়া নবাব কিয়দ্দূর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতঃপর মীরজাফরকে তাঁহার দেওয়ান সুজন সিংহের দ্বারা কার্য্যের হিসাব নিকাশ দেওয়াইবার আদেশ হইল; তিনি অসম্মত হইলে, সুজন সিংহকে বলপূর্ব্বক নবাবের নিকটে আনয়ন করা হইল। নবাব সুজন সিংহকেই হিজলীর ফৌজদারী পদ প্রদান করিলেন, অপর এক ব্যক্তিকে সামরিক বিভাগের দেওয়ান করা হইল। মীরজাফরের অধীন সৈন্যদলকে অন্যান্য সেনাবিভাগে কার্য্য দিবার আদেশ প্রচারিত হইলে অনেকেই সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করিল; তাঁহার সৈন্যদলও এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইল। এখন মীরজাফরের চৈতন্য হইল। গর্ব্ব ও অভিমান দূরে গেল; মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগত হইয়া নোয়াজিস্ মহম্মদের শরণ লইলেন। (১)

এইরূপে স্বদলে বিদ্রোহভাব এবং দুইজন সেনাপতির অভাব সত্ত্বেও নবাব অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত ক্রমাগত মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের অনুবর্ত্তন করিলেন (২)। জানজীও পূর্ব্ব পূর্ব্ব দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া তীব্রবেগে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ ও লুণ্ঠনের প্রয়াসে ধাববান্ হইলেন। নবাব সত্বরে পশ্চাদ্ধাবন করায় মনোরথসিদ্ধির উপায় নাই, এবং বর্ষা সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে পুনরায় মেদিনীপুরে গিয়া শিবিরসন্নিবেশ করিতে বাধ্য হইতে হইল। আলিবর্দ্দী খাঁ মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগত হইলেন; আতাউল্লার ভবিষ্যদ্বক্তা বন্ধু আস্‌গড়কে দেশ ছাড়িয়া যাইবার আদেশ হইল। নোয়াজিস্ মহম্মদের অনুরোধও এ ক্ষেত্রে রক্ষিত হইল না। ভ্রাতৃজামাতা আতাউল্লা ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়া রাজধানীতেই রহিলেন। (১৭৪৮ খৃঃ)

বর্ষা শেষ হইয়াছে, আলিবর্দ্দী খাঁ মারাঠা অভিযান জন্য প্রস্তুত হইয়া আমানীগঞ্জের সেনানিবাসে (৩) সৈন্যপরিদর্শনাদি করিতেছেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, সমসের্ খাঁ প্রভৃতি পদচ্যুত আফগান্ সরদারগণের হস্তে জইনুউদ্দীন্ ও হাজি নির্দ্দয়রূপে নিহত হইয়াছেন, বিদ্রোহিগণ পাটনা অধিকার

---

(১) মুতাক্ষরীণ। গোলাম হোসেন্ এই সময়ে পাটনা হইতে মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিলেন।

(২) মুসলমান লেখকগণের মতে এ সময়েও নবাব দুই একটি যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণকে পরাজিত করেন।

(৩) আমানীগঞ্জ মুর্শিদাবাদের দক্ষিণপ্রান্তে।

করিয়াছে ; কন্যা আমেনা বেগম ও অন্যান্য পরিবারবর্গ বন্দীভূত। সমসের্ ও সরদার্ খাঁ সদলে পদচ্যুত হইবার পরে দ্বারবঙ্গেই বাস করিতেছিলেন। জইন্-উদ্দীন্ এই সাহসিক আফগান্‌সামন্তদিগের সাহায্যে স্বীয় বলবৃদ্ধি, এবং ভবিষ্যতে রাজ্যলাভের সুবিধা হইবে স্থির করিয়া ইহাদিগকে ক্রোড়গত করিবার উদ্যোগ করেন। কৌশলে নবাবের নিকট আবেদন করা হইল যে, কথিত আফগান্ সরদারগণের অধীনে সশস্ত্র একদল লোকের এইরূপে দেশমধ্যে অবস্থান বিপজ্জনক ; আদেশ দিলে তাহাদিগকে বিহারের সৈন্যশ্রেণীতে নিবিষ্ট করা যায় ; কিন্তু এই তিন সহস্র লোকের বেতন বিহারের রাজকোষ হইতে দেওয়া অসম্ভব, অতএব বাঙ্গালা হইতে এই টাকার সাহায্য করা হউক। নবাব এ প্রস্তাবে কিঞ্চিৎ সন্দিহান হইলেও, (১) দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় পুনরায় বিদ্রোহের ভয়ে জইন্‌উদ্দীন্‌কে ঐরূপ ব্যবস্থা করিবার আদেশ দেন। জইন্-উদ্দীন্ আফগান্ সামন্তদ্বয়ের নিকট এই প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলে তাঁহারা মৌখিক বিশেষ সন্তোষভাব দেখাইলেন। উভয় পক্ষে অঙ্গীকার শপথ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কথা স্থিরীকৃত হইলে আফগান্‌দল গঙ্গার পরপারে পাটনার সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইল। এই স্থান হইতে জ্ঞাপন করা হইল যে, সর্দ্দারগণ আবদুল্ করিম্ প্রভৃতির প্রতি পূর্ব্ব ব্যবহার স্মরণ করিয়া পাটনায় নবাব দরবারে আসিতে ভীত হইতেছেন। তখন জইন্‌উদ্দীন্ স্বয়ং কতিপয় অনুচর সহ আফগানগণের বিশ্বাস-উৎপাদন ও তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিবার আশায় পরপারে গমন করিলেন। সমুচিত সম্মানসহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা হইল, এবং আফগানগণের পাটনা আসিবার সমস্ত কথা স্থির হইল। নির্দ্ধারিত দিবসে গঙ্গা পার হইয়া আফগান্‌গণ পাটনায় উপনীত হইল। সমসের্ ও সরদার্ খাঁ প্রথমে এক দিন পাটনার প্রাসাদে আসিয়া জইন্‌উদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন ; (২) পর দিন প্রকাশ্য দরবারে আফগান্‌গণের উপ-

---

(১) মুতাক্ষরীণ, প্রথম খণ্ড।

(২) মুতাক্ষরীণকার বলেন, সরদার্ খাঁ হত্যাকাণ্ডের মন্ত্রণায় ছিলেন না। হল্‌ওয়েল্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, হাজি আহম্মদ্, সম্‌সের খাঁ ও পাঠানগণকে তাম্বুমধ্যে দরবারে আনাইয়া বারুদসংযোগে নিহত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। সম্‌সের্ খাঁ জনৈক পাঠান-কর্ম্মচারীর নিকট সংবাদ পাইয়া প্রস্তুত ছিলেন, জইন্‌উদ্দীন্ যেমন কার্য্যানুরোধের ছল করিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য বিদায় লইয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করিয়াছেন, অমনি পাঠানগণ তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। ঐতিহাসিক অর্ম্ম হল্‌ওয়েলের ভাবসঙ্কলন করিতে গিয়া আলিবর্দ্দীর স্কন্ধে

স্থিত হইবার কথা নির্দ্ধারিত ছিল। নিরূপিত সময়ে জইনউদ্দীন্ পাত্র মিত্র সহ দরবারগৃহে উপবেশন করিলেন; আফগানদল ক্রমশঃ আগমন করিতে লাগিল। প্রথমে এক সহস্র বন্দুকধারী আফগান্‌সৈন্ত দরবারপ্রাঙ্গণে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল; ক্রমে সামন্তবর্গ আসিতে আরম্ভ করিলেন। সমসের খাঁ দরবার-প্রাঙ্গণে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অন্ততম আফগান্-সামন্ত মুরাদ্ সের খাঁ তাঁহার অনুচরবর্গকে দরবার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার আদেশ দিলেন। কারণ, নবাগত লোকের স্থানাভাব হইতে পারে। উহারা গাত্রোত্থান করিলে জইন্উদ্দীন্ যেমন পান বিতরণ করিতে যাইবেন, সেই সময়ে একজন আফগান্ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অসির আঘাত করিল। ঐ লক্ষ্য ব্যর্থ হইল; নবাবের অনুচরবর্গ 'বিশ্বাসঘাতক' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। একজনমাত্র শরীররক্ষীর হস্তে অস্ত্র ছিল। জইন্উদ্দীন্ নিজ তরবারে হস্তার্পণ করিতে না করিতে বিপক্ষের তরবারের আঘাতে ভূপতিত হইলেন; অনুচরবর্গ ও অনেকে হতাহত হইল। দরবারগৃহ ও প্রাসাদের চতুর্দ্দিক্ একণে আফগান্‌দলে বেষ্টিত। পাটনার নবাবীসৈন্ত তাহাদিগকে বাধাদানে অক্ষম হইল। বিদ্রোহিগণ ভয়াবহ অত্যাচার আরম্ভ করিল। হাজি আহম্মদকে ধৃত করিয়া আনাইয়া সমসের খাঁ তাঁহার গুপ্ত অর্থ বাহির করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। ষোড়শ বা সপ্তদশ দিন নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়া হাজির গৃহে গুপ্তস্থানে প্রোথিত প্রায় সত্তর লক্ষ টাকা ও বহুমূল্য রত্নাদি গ্রহণ করা হইল। (১) অত্যাচারে হাজির প্রাণ বিনষ্ট হইল; হতভাগ্য সর্ফরাজের প্রতি ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতার ফল এতদিনে ফলিল। পাটনার নবাবী সম্পত্তি বিদ্রোহী-দের হস্তগত হইল; আমেনা ও অন্তান্ত বেগমগণ সমসের খাঁর শিবিরে প্রেরিত হইলেন। নাগরিকগণের উপরেও অত্যাচারের সীমা রহিল না। সকলে চাঁদা করিয়া প্রভূত অর্থদানে নিষ্কৃতি পাইল। পাটনাঅঞ্চলে হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

এই চক্রান্তের অপরাধের আরোপ করিয়াছেন। এখানে ইংরেজ লেখকের কল্পিত বর্ণনা গ্রহণীয় নহে।

(১) গোলাম হোসেনের মতে, হাজির এই প্রভূত অর্থ সংগৃহীত ছিল, কিন্তু জইনুদ্দী-নের তিন লক্ষের অধিক নহে। আমেনা বেগম প্রভৃতিকে বলপূর্ব্বক উন্মুক্ত গো-যানে আরোহণ করাইয়া লইয়া গিয়াছিল।

এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার সংবাদে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ মর্ম্মাহত হইলেন। রাষ্ট্রবিপ্লবে সমগ্র দেশ বিপর্য্যস্ত; বিহার শত্রুকরতলগত, মহারাষ্ট্রীয়গণও বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে বিপজ্জালে জড়িত হইয়াও, নবাব নিজ অভ্যস্ত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও মনস্বিতা হারাইলেন না। এই বৃদ্ধ বয়সেও দ্বিগুণ মানসিক বলের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। প্রধান সেনানায়ক ও কর্ম্মচারিগণকে মন্ত্রণাগারে আহ্বান করিলেন, এবং উপস্থিত বিপদে কর্ত্তব্য অবধারণ জন্য সকলের পরামর্শ চাহিলেন। নবাব বলিলেন, আমার প্রাণসম জামাতা ও সহোদর বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহীহস্তে নিহত, দুহিতা ও পরিবারবর্গ বন্দীভূত, অবমানিত; জীবন আমার পক্ষে এক্ষণে দুর্ব্বহ ভার-মাত্র। আপনারা আমার প্রিয় সুহৃৎ, যুদ্ধক্ষেত্রে সুখে দুঃখে সহচর, সকলেরই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি।' সভাস্থগণ নবাবের করুণ বিলাপে ব্যথিত হইয়া একবাক্যে উত্তর করিলেন, আমরা আপনার ভৃত্য, আমাদের যাহা কিছু আপনারই অনুগ্রহে, আমরা প্রাণপণে আজ্ঞাপালনে প্রস্তুত আছি। নবাব কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া কহিলেন, "এক্ষণে প্রতিহিংসাসাধন ভিন্ন জীবিত থাকা অসম্ভব, অতএব বিদ্রোহীগণের সমুচিত শাস্তি প্রদানই সঙ্কল্প করিয়াছি। এ সময়ে যাঁহারা আমার সহিত অগ্রসর হইতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগকে আমার অদেয় কিছুই থাকিবে না। উভয় পক্ষই পরস্পরের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রতিশ্রুত থাকিব। কিন্তু যাঁহারা কর্ম্মত্যাগ করিবার অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগকেও ধরিয়া রাখিতে চাহি না; তাঁহাদের নিকট পূর্ব্বেই যে আশাতীত সাহায্যলাভ করিয়াছি, তাহারই প্রতিদান আমার পক্ষে অসম্ভব। যখন এরূপ অবমানিত দুঃসহ জীবনভার ত্যাগ করিবার বাসনা করিয়াছি, তখন অল্প-সংখ্যক সহযাত্রী হইলেও আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে।" পুনরায় সামন্তবর্গ একবাক্যে বলিলেন, নবাবের নিকটে তাঁহারা প্রাণের সহিত কৃতজ্ঞ, সকলেই তাঁহার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছেন। তখন কোরাণ লইয়া সকলেই শপথ করিলেন; যুদ্ধসজ্জার আয়োজন আরব্ধ হইল (১)

নবাব এইরূপে কর্ম্মচারিবর্গের বিশ্বস্তভাবে আশ্বস্ত হইয়া সৈন্যগণের বাকী বেতন পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এ কার্য্য বড় সহজ হইল না।

---

(১) মুতাক্ষরীণ। হলওয়েল প্রভৃতির নির্দ্দেশমতে ইউরোপীয় কোম্পানিদিগকেও এই সময়ে অর্থদান করিতে হইয়াছিল।

কিন্তু নোয়িজিস্ মহম্মদ্ ও কুস্তা বেসিট্রী প্রভৃত অর্থসাহায্য করিলেন, জগৎ-শেঠ ও অন্যান্য মহাজনগণও এ সময়ে মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সমস্ত দিয়াও কিছু বাকী থাকিল, কিন্তু তাহাতে আর কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইল না। বলা বাহুল্য, মীরজাফর খাঁর সহিতও এই সময়েই পুনর্মিলন হইল। তাঁহাকে, পূর্ব্বপদে পুনরভিষিক্ত করিয়া, নবাব তাঁহার অধীনস্থ পাঁচ ছয় সহস্র লোককে আতাউল্লা খাঁ ও নোয়াজিস্ মহম্মদের সহিত একযোগে নগররক্ষা ও মহারাষ্ট্রীয়গণকে বাধাপ্রদান প্রভৃতির ভার দিয়া সসৈন্যে নগর হইতে বহির্গত হইলেন। (১) আগন্তুক মারাঠাগণের আক্রমণ সম্ভব মনে করিয়া, অলিবর্দ্দী খাঁ যাত্রার পূর্ব্বেই রাজধানীতে এক ঘোষণা প্রচারিত করিলেন, "নগরের অতি নিকটে বর্গীর উৎপাত সত্ত্বেও অনিবার্য্য কারণে নবাব বিহার যাত্রা করিতে বাধ্য হইতেছেন। নগরবাসী যে কেহ ইচ্ছা করে, নবাবের গমনের পূর্ব্বেই নিজ নিজ সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ সহ নিরাপদ স্থানে পদ্মাপারে যাইতে পারে।" এই ঘোষণার পরে মুর্শিদাবাদ জনশূন্য হইয়া পড়িল। ইতঃপূর্ব্বেই সইদ্ আহম্মদ্‌কে ভগবানগোলা হইতে মুর্শিদাবাদের পথ রক্ষা ও শস্যাদি আন-য়নের সুব্যবস্থার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল। যাহাতে মারাঠার আক্রমণে একবারে সর্ব্বনাশ না হয়, এইরূপ বিধান করিয়া নবাব সদলে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাবক্ষে খাদ্যসামগ্রী বোঝাই নৌকা চলিল।

বিদ্রোহী পাঠানসর্দ্দারগণ পূর্ব্বেই লুণ্ঠিত অর্থের সাহায্যে বিপুল আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। (১) নবাব অবাধে মুঙ্গের পর্য্যন্ত পঁহুছিলেন। মারাঠাদল মুর্শিদাবাদের অবস্থা ও নগররক্ষার ব্যবস্থা জ্ঞাত হইয়া নবাবের পশ্চাদ্ধাবন ও বিদ্রোহী সৈন্যের সহিত যোগদানের কল্পনায় বিহারের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। চম্পানগরের নিকটে একদল অগ্রগামী মারাঠার সঙ্গে সংঘর্ষণমাত্র হয়। মুঙ্গেরে বিহার-প্রদেশের কয়েকজন জমিদার ও জইন্-উদ্দীনের অনুচরবর্গ নবাবের সহিত যোগ দিলেন। তাঁহাদের নিকট সংবাদ পাইলেন, বিদ্রোহিগণ পঞ্চাশসহস্র সৈন্য সহ পাটনা হইতে অগ্রসর হইয়া বাঢ়ের

(১) অনুবাদক মুস্তাফা এ স্থলে সামান্য একটু ভ্রম করিয়াছেন; ইুয়ার্ট ভজ্জন্য এখানে মীরজাফরের নামোল্লেখই করেন নাই। শেষে তাঁহার পুনঃপদপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র।

(২) মুতাক্ষরীণে এক স্থলে আফগানগণের ৪০ হাজার অশ্বারোহী ও ঐরূপ পদাতিকের উল্লেখ আছে। অন্যত্র যুদ্ধক্ষেত্রে ৫০ হাজারের কথা নির্দ্দেশ রহিয়াছে। কিন্তু স্বপক্ষে নবাবের সঙ্গে ১৪।১৫ হাজার অশ্বারোহী ও আট হাজার পদাতিকমাত্র রাখা হইয়াছে।

নিকটে মারাঠাদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছে। জানজী মীর্ হবীবের সহিত আফগান্-শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইলে মন্ত্রণা স্থিরীকৃত হইল, পাঠান সামন্তগণ মহারাষ্ট্রীয়দলপতির অধীনে কার্য্য স্বীকার করিবেন। সম্সের খাঁ বিহারের সুবাদারী ও খেলাৎ প্রাপ্ত হইলেন, এবং লক্ষা ভাগের অন্তান্ত ব্যবস্থা সমস্তই স্থির হইয়া গেল। কিন্তু চোরে চোরে কুটুম্বিতা কয় দিন স্থির থাকে ? পরদিন মীর্ হবীব্ সম্সের্ খাঁর শিবিরে সাক্ষাৎ করিতে গেলে আফগান্‌গণ সৈন্যসংগ্রহের খরচা আদায়ের প্রতিভূস্বরূপে তাঁহাকে ধরিয়া রাখার ব্যবস্থা করিল। মীর্ হবীব্ দুষ্টবুদ্ধিতে কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন, অনুচরবর্গকে ইঙ্গিত করিলেন, তাহারা যেন কিয়ৎকাল পরে সবেগে পাঠান-শিবিরে আসিয়া—'আলিবর্দ্দী আসিয়া পড়িয়াছেন' এইরূপ প্রচার করে। অনুচরগণ ঐরূপ করিলেও, নাছোড়বান্দা সম্সের্ দুই লক্ষ টাকার হুণ্ডী না লইয়া তাঁহাকে ছাড়েন নাই। দুই দলের মনোভঙ্গ নবাবের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। মহারাষ্ট্রীয়গণ এক্ষণে উভয় দলের মধ্যে সুবিধামত লুণ্ঠনের মন্তব্য আঁটিল।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ পর দিন যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। প্রত্যূষে যুদ্ধারম্ভ হইল, নবাবের চিরসহচর সৌভাগ্য এ ক্ষেত্রেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। যুদ্ধের প্রারম্ভেই অন্যতম আফগান্‌দলপতি সর্দার খাঁ নিহত হইলেন; প্রায় অর্দ্ধাংশ বিদ্রোহী সেনা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল, এবং সম্সেরের দলেও এই সংবাদে ভীতির সঞ্চার হইল। এই সময়ে পশ্চাতে বর্গীদল পঙ্গপালের স্তায় দেখা দিল; তাহাদের উদ্দেশ্ত, যুদ্ধের অবসরে নবাবশিবির লুণ্ঠন করিবে। বালক সিরাজুদ্দৌলা 'মহারাষ্ট্রীয়গণের বিরুদ্ধেও এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলে ভাল হয়', এইরূপ উক্তি করিলে নবাব উত্তর দিলেন, প্রথমে সম্মুখের আফগান্ দল বিধ্বস্ত করিয়া সহজেই বর্গীতাড়নে সমর্থ হইব। প্রকৃত পক্ষে, নবাবের আদেশেই তাঁহার সৈন্যদল নিজ নিজ দ্রব্যসামগ্রী তাম্বুতে ফেলিয়া গিয়াছিল। (১) বর্গীর দল লুণ্ঠনেই ব্যাপৃত রহিল, নবাবের উদ্দেশ্ত সহজেই সিদ্ধ হইল। অতঃপর আলিবর্দ্দী খাঁর প্রচণ্ড আক্রমণে পাঠানগণ ত্রস্ত হইল; প্রকাণ্ড নবাবী-তোপের মুখে তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। এই সময়ে হবীব বেগ্ নামক সেনানী অনুচরবর্গপরিত্যক্ত হস্তীপৃষ্ঠে আসীন সম্সেরকে আক্রমণ ও নিহত করিলেন। বিদ্রোহীর ছিন্নমুণ্ড নবাবের পদতলে স্থাপিত হইল;

(১) Holwell. Int. Hist Events—173.

সঞ্জাত ভীষণ ক্রোধ কথঞ্চিৎ অপসারিত হইল। তৎপরেই বিজয়ী বঙ্গীয়-সৈন্য পশ্চাতে ফিরিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণকে আক্রমণ করিল; তাহারা বিদ্রোহী-সৈন্যের পরাজয় লক্ষ্য করিয়া যুদ্ধ না করিয়াই পৃষ্ঠ দিল। নবাব বিদ্রোহী-শিবির অধিকার করিলেন ও বহুমূল্য দ্রব্যজাত পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। সম্মান রক্ষা হইল বলিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া বৃদ্ধ নবাব পাটনার দিকে অগ্রসর হইলেন, আমেনার উদ্ধারসাধন হইল। বিদ্রোহিগণের হস্তে পাটনার যে বিষম ক্ষতি হইয়াছিল, যথাসাধ্য তাহার প্রতীকারচেষ্টা করিলেন; হৃতসর্ব্বস্ব ব্যক্তিকে ও সন্ন্যাসীগণকে অর্থদানে তুষ্ট করা হইল। আফগান্‌গণের মধ্যে যাহারা বশ্যতা স্বীকার করিল, তাহাদের প্রতি সদয়ব্যবহারে লোকের হৃদয় আকৃষ্ট হইল। পাটনার সুবাদারী প্রিয়তম সিরাজুদ্দৌলার নামে রাখিয়া, কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য কায়স্থকুলতিলক মন্ত্রীবর জানকীরামকে তথায় রাখিয়া দিলেন। সইদ্ আহম্মদ্‌কে পুর্ণিয়ার ফৌজদারী প্রদত্ত হইল। সানন্দে নবাবী-সৈন্য রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আতাউল্লা খাঁ এই বিপ্লবসময়ে আফগান্‌দলে যোগদানের উদ্যোগ করিয়াছিলেন; তাঁহাকে বাঙ্গলা ছাড়িয়া যাইবার আদেশ হইল। অযোধ্যার নবাবের যুদ্ধকার্য্যে আতাউল্লার পরে মৃত্যু ঘটে।

জানজী মেদিনীপুরে প্রত্যাগত হইয়া সংবাদ পাইলেন, তাঁহার মাতা পরলোকগমন করিয়াছেন। সসৈন্য মীর্ হবীব্‌কে উড়িষ্যায় রাখিয়া তিনি স্বদেশযাত্রা করিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ এই বর্ষে বর্গীগণ আর বঙ্গে পদার্পণ করিল না এই যথেষ্ট লাভ ভাবিয়া, এক দল সেনা তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ জন্য বর্দ্ধমান অঞ্চলে রাখিয়া দেন। অতঃপর বর্ষাগতে ১১৬২ হিঃ, (১৭৫০ খৃঃ) তাহাদিগকে কটক হইতে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে অমিততেজা বৃদ্ধ নবাব পুনরায় যুদ্ধসজ্জায় চলিলেন। নবাবী-সৈন্য পশ্চাদ্ধাবন করিলেই বর্গীদল সরিয়া পড়িত; পুনরায় অবসর বুঝিয়া দলে দলে দেখা দিত। নবাব প্রত্যাগমন করিলে উড়িষ্যা পুনরায় তাহাদের করতলগত হইল। পরবর্ষে নবাব পুনরায় পূর্ব্বমত যুদ্ধসজ্জা করিলেন। এইরূপে এই দশবর্ষব্যাপী যুদ্ধবিপ্লবে আলিবর্দ্দী খাঁ সর্ব্বপ্রযত্নে মহারাষ্ট্রীয়দলকে দেশ হইতে নিষ্কাষিত করিবার আয়োজন করিয়া বিফলমনোরথ হইলেন। সমস্ত বৎসর অবিচলিত উৎসাহে ও অদম্য সাহসে তাহাদিগকে নানাস্থান হইতে তাড়িত করিয়া বর্ষাগমে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন; বর্ষাশেষে পুনরায় বর্গীদল দর্শন দিত।

ইদানীং তাহারা আর সমবেত হইয়া যুদ্ধ দেয় নাই; সুতরাং তাহাদের হস্ত হইতে দেশ উদ্ধারের আর কোনই আশা ছিল না। ক্রমাগত গুরুতর পরিশ্রমে বৃদ্ধ নবাবের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি ১১৬৪ হিঃ (১৭৫১ খৃঃ) সালে আর একবার উড়িষ্যা পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন; ফল পূর্ব্বমতই হইল। অগত্যা ক্ষুণ্ণমনে আলিবর্দ্দী খাঁ সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। (১) বাঙ্গলার নবাবকে উড়িষ্যার স্বত্ব ত্যাগ করিতে হইল। বাঙ্গলার চৌথ বাবত বার্ষিক ১২ বার লক্ষ টাকা দিবারও অঙ্গীকার করিলেন। এত দিনে শান্তি স্থাপিত হইল; নবাব অতিরিক্ত সৈন্যদলকে অবসরপ্রদান করিলেন। বর্গীর হাঙ্গামার উৎসন্ন গ্রাম ও নগরে প্রজাবর্গকে যথোচিত সাহায্যদানের ব্যবস্থা হইল। পলায়িত প্রজাগণের অনেকে বর্দ্ধমান অঞ্চলে প্রত্যাবৃত্ত হইল; অনেকে হাঙ্গামা নিবৃত্তির পরেও স্থায়ীভাবে বাগ্‌ড়ীপ্রদেশে রহিয়া গেল।

যুদ্ধবিগ্রহের ভীষণ কুফল সমস্তই এই মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবে দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে দর্শন দিয়াছিল। পশ্চিম-বঙ্গে সর্ব্বত্রই শস্যাদির মূল্য ও লোকের পারিশ্রমিক বর্দ্ধিত হইল; লোকে স্বচ্ছন্দে শস্যাদি বপনও করিতে পাইত না। বর্ষার সময়ে যাহা কিছু ধান্যাদি রোপিত হইত, তাহাও হস্তগত হইবার আশা থাকিত না। পলায়িতাবশিষ্ট লোকের বিষম অন্নকষ্টও উপস্থিত হইয়াছিল। দেশীয় বাণিজ্যের কথা দূরে থাকুক, ইউরোপীয়গণের এই অঞ্চলের ব্যবসায়ও বন্ধ হইয়াছিল। সুচিরস্থায়ী আতঙ্ক ও অত্যাচারে শ্রমজীবিগণ মস্তক তুলিবার অবসর পাইত না। বর্ষার কয় মাস তন্তুবায়গণ কথঞ্চিৎ নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশলাভ করিয়া যে কিছু বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিত, তাহাও আশঙ্কা ও ব্যস্ততায় তত উৎকৃষ্ট হইত না। (২) ইউরোপীয় কোম্পানিদিগের আড়ঙ্গে এই সমস্ত বস্ত্রাদি যথাসম্ভব শীঘ্র শীঘ্র সংগ্রহ করিয়া লওয়া হইত। পূর্ব্বের মত উৎকৃষ্ট মালপত্র প্রস্তুত হইত না বলিয়া, পারস্য ও আরবের উপকূলে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের স্বাধীন ব্যবসায়ে যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছিল। বস্তুতঃ বর্গীর হাঙ্গামা শেষ হইলেও, বহুকাল ধরিয়া পশ্চিম-বঙ্গের বাণিজ্যব্যাপারে আর সুবিধা হয় নাই।

(১) মুসলমান লেখক বলেন, উভয় পক্ষই এই যুদ্ধব্যাপারে ক্লান্ত হওয়ায় সন্ধির প্রস্তাব হইল।

(২) Holwell Int. Hist. Events,—151. &

সপ্তম অধ্যায়।

-:*:

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ

সিরাজ ও ইংরাজ।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহার প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলাকে সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রাখিয়া লালনপালন করিতেন। নবাব পুত্রস্নেহে বঞ্চিত; বহু কষ্টে প্রথম জীবন যাপন করিয়াছেন। যখন সুখের সময় আসিল, বাঙ্গলার সুবাদারের অধীনে সর্ব্বোচ্চ পদ বিহারের শাসনকর্ত্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, সেই সময়েই সিরাজের জন্ম (১৭৩০ খৃঃ)। (১) নবদৌহিত্রই সমস্ত সৌভাগ্যের কারণ বলিয়া সংস্কার জন্মিল; তাহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া হৃদয়ের আরও নিকটতর করা হইল। বৃদ্ধের স্নেহপ্রবণহৃদয়ের অসঙ্গত আদরে সিরাজের বাল্যজীবনে সুশিক্ষার বীজ রোপিত হইবার অবকাশ ঘটিল না। সিরাজ বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সিরাজ আশৈশব মাতামহীর সঙ্গে সঙ্গে সমরক্লান্ত নবাবের চিত্ত বিনোদন করিয়া আসিয়াছেন (২)। সে কালের বাদশা ও সুবাদারবর্গের অবলম্বিত প্রথা অনুসারে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ রাজ্যগ্রহণের পরেই সিরাজকে মন্‌সবী (সেনানায়কত্ব) পদবী দিয়া তাঁহার নামে এক দল সৈন্য গঠনও করেন। অন্য শিক্ষার অভাব হইলেও, যুদ্ধশিক্ষায় সিরাজের সবিশেষ সুবিধা ছিল; উচ্ছৃঙ্খল সিরাজ এ সুযোগেরও সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই (৩)। আলিবর্দ্দী খাঁ এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখিয়াও বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। পিতা জইন্ উদ্দীনের বীরোচিত গুণ পুত্রে বিশেষ সংক্রমিত হয় নাই; যাহা কিছু অঙ্কুর ছিল, শিক্ষার দোষে তাহাও বিনষ্ট হইয়াছিল।

---

(১) মুতাক্ষরীণ। বিহারের শাসনকর্ত্তৃত্বপ্রাপ্তির সময় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মতভেদ আছে।

(২) কটক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভকরিয়া, আফ্‌গান্-বিদ্রোহ পর্য্যন্ত অনেক স্থলে বেগম ও সিরাজকে দেখা যায়।

(৩) সিরাজের পরবর্ত্তী ব্যবহারে ইহা বিশেষ পরিস্ফুট হইবে। একবার বড়বাটীর দুর্গজয় সময়ে কিশোর সিরাজের সাহস ও উৎসাহের উল্লেখ আছে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সিরাজের উচ্ছৃঙ্খলতায় বৃদ্ধি হইল। নবাব বা বেগমের কোপকষায়িত স্নেহদৃষ্টি আর উদ্ধত যুবককে নিজ কল্পনা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিত না। আলিবর্দ্দী খাঁ যৎকালে পাঠান-বিদ্রোহ দমনের পর বর্গীদলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উড়িষ্যায় যাত্রা করেন, সেই সময়ে সিরাজের চাটুকার বন্ধুবর্গ ও মেহিদীনেসার (১) প্রভৃতি কয়েক জন স্বার্থপর লোক সিরাজকে বুঝাইয়া দিল, তাঁহার উপর নবাবের স্নেহ কেবল মৌখিক। বিহারে তাঁহার পৈতৃক-সিংহাসন তাঁহার নামে রাখা প্রয়োচনামাত্র, প্রকৃত পক্ষে রাজা জানকীরামই নায়েব-নাজিম; নবাব কার্য্যকালে সিরাজের জন্ত কিছুই করেন না। অস্থির যুবকের মস্তিষ্ক বিকৃত হইল; বলপূর্ব্বক জানকীরামের হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া স্বয়ং স্বাধীনভাবে কার্য্য চালাইবেন, স্থির হইল। নিশাযোগে প্রণয়িনী লুৎফুন্নেসা বেগমকে সঙ্গে লইয়া এক দ্রুতগামী গো-যানে আরোহণ করিয়া অনুচরবর্গ সহ পাটনা যাত্রা করিলেন। (২)

মেদিনীপুর হইতে সিরাজের পাটনা যাত্রার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ মনিবীর মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইল; নবাবের চিন্তা, পাছে সিরাজের কোন অত্যাহিত ঘটে। দ্রুতগতি মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজধানী পঁহুছিবার পরদিনই মহিষী সহ পুনরায় পাটনার দিকে চলিলেন। ইতিমধ্যেই স্নেহের পুত্তলকে আদর বাড়াইয়া পত্রে লেখা হইল, তিনিই নবাবের একমাত্র উত্তরাধিকারী, শীঘ্র ফিরিয়া আসিলে নবাব প্রাণ পাইবেন,—অনুনয় বিনয়ও চলিল। উদ্ধত সিরাজ নির্ব্বোধ বন্ধুবর্গের পরামর্শে উত্তর দিলেন, 'আপনি পিতৃব্যগণকে রাজপদ দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, কেবল আমার সময়েই স্তোভবাক্যমাত্র ও কল্পিত আদর! বালকের ন্যায় আর আমি ইহাতে ভুলিব না। নিজের ন্যায্য দাবী বলপূর্ব্বক অধিকার করিব; আপনি বাধা দিবার আয়োজন করিবেন না। আর যদি নিতান্ত বিবাদই উপস্থিত করেন, তবে হয় আপনার মস্তক আমার কক্ষদেশে বা আমার মস্তক আপনার

(১) ইনি মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেনের মাতুল।

(২) সিরাজের পাটনাযাত্রার সংবাদ নগরে প্রচারিত হইলে, নোয়াজিস মহম্মদ, সহচর হোসেনকুলীকে সিরাজকে প্রত্যাবৃত্ত করাইবার জন্ত প্রেরণ করেন। তিনি ধরিতে না পারিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। অনুবাদক মুস্তাফা বলেন, এই প্রকাণ্ড নবাবী বলীবর্দ্দ দুইটি তিনি দেখিয়াছেন; দাঁড়াইয়া তাহাদের ককুদ্ স্পর্শ করিতে পারেন নাই। ইহারা প্রতিদিন বিশ ক্রোশ যাইতে পারিত।

পাদদেশে পতিত হইলে ইহার মীমাংসা হইবে” (১)। অজ্ঞান সিরাজের ক্রোধ-ভরে লিখিত লিপি পাঠ করিয়া রোষপ্রকাশ দূরে থাকুক, নবাব আরও নম্রভাবে পুনরায় লিখিলেন, “নির্ব্বোধ, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। বিহারের কি, ভারতের রাজপদ দিবার ক্ষমতা থাকিলে তোমাকে তাহাও আমার অদেয় নহে।” পত্রশেষে পারসী কবির বয়েদ্ উদ্ধৃত করিয়া (২) লেখা হইল, “গাজীরা অর্থাৎ ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিয়া যাঁহারা প্রাণদান করেন, তাঁহারা জানেন না সংসার-সংগ্রামে স্নেহের সহিত যাঁহারা প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ বীর। শেষ বিচারের দিনে ইহাদের উভয়ের মধ্যে তুলনাই হয় না; কারণ, একজন শত্রুহস্তে নিহত, অন্যে প্রাণসম বন্ধুহস্তে।”

এ দিকে সিরাজুদ্দৌলা সবান্ধবে পাটনার সম্মুখীন হইয়া রাজা জানকী-রামকে দুর্গ সমর্পণ করিবার আদেশ পাঠাইলেন (১১৬৩ হিঃ, রজব, জুলাই ১৭৫০ খৃঃ)। জানকীরাম বিষম সমস্যায় পড়িলেন। নবাবের অনুমতি ভিন্ন সিরাজুদ্দৌলাকে এ ভাবে পাটনায় প্রবেশদান অনুচিত; পক্ষান্তরে, সিরাজের কোনরূপ অত্যাহিত ঘটিতে পারে, এ চিন্তায়ও ব্যাকুল হইলেন। অগত্যা কর্ত্তব্যজ্ঞানের অনুরোধে নবাবের আদেশপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া থাকাই সঙ্কল্প করিলেন। সিরাজের ক্ষুদ্র দল অবিলম্বে দুর্গ আক্রমণ করিয়া গোলা-গুলি বৃষ্টি আরম্ভ করিল; দুর্গমধ্য হইতেও ইহার প্রত্যুত্তর আসিল। মুহূর্ত্তমধ্যে মেহিদীনেসার খাঁ পঞ্চত্ব পাইলেই সিরাজের যুদ্ধসাধ মিটিল। অন্যান্য উপযুক্ত সহযোগিগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। ভয়ে অভিভূত হইয়া (৩) সপত্নীক সিরাজ তখন দুর্গবহিঃস্থ এক ক্ষুদ্র কুটীরে আশ্রয় লইলেন। জানকী-রাম সিরাজের সন্ধানে লোক প্রেরণ করিলেন; সিরাজ অক্ষত শরীরে আছেন শুনিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রীর আনন্দের সীমা রহিল না। দুর্গের বাহিরে উপযুক্ত বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া নবাবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আলিবর্দ্দী

---

(১) মুতাক্ষরীণ, প্রথম খণ্ড।

(২) “গাজী কে পায় সাহাদাৎ অন্দর তা গো পোস্ত।
গাফেল্ কে সাহীদে এশক্ ফাজেল্ তার্ আজ্ দোস্ত।
ফার দায় কেয়ামাৎ ইঁ বা আঁ কায়মানাৎ।
ইঁ কোস্তা দুষ্‌মানাস্ত ওয়া কোস্তায়ে দোস্ত।
কায়মান—Day of Judgement.

(৩) গোলাম হোসেনের এখানে সিরাজকে ‘চিরদিনের ভীরু’ বিশেষণে বিশেষিত করা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে ভয়প্রাপ্তি মার্জ্জনীয়।

পাটনায় উপনীত হইয়াই সিরাজের নিকটে চলিলেন; আবার মিলন হইল। সমস্ত বিবাদবিসম্বাদ উভয়ের অশ্রুধারায় ভাসিয়া গেল। অল্পকাল পাটনায় থাকিয়া উভয়ে রাজধানী প্রত্যাগত হইলেন।

রাজধানীতে ফিরিয়া সিরাজের উচ্ছৃঙ্খলতার আরও বৃদ্ধি পাইল; নবাব আর সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিতেন না,—আর কোন কালেই বা চরিত্রসংশোধনের জন্ম কিছু বলিয়াছেন? দিন দিন সিরাজ বিনাশের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অসঙ্গত কামাসক্তিই সিরাজচরিত্রের সর্ব্বপ্রধান কলঙ্ক, এবং এখানে ইহা ভীষণরূপে প্রতিভাত। সুবিখ্যাত মুতাক্ষরীণ-প্রণেতা গোলাম হোসেন্ লিখিয়াছেন,—(১) "মহাত্মা আলিবর্দ্দী খাঁর শ্রীবৃদ্ধির দশায় তাঁহার পরিবারবর্গ যেরূপ লাম্পট্য ও অনাচার আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা ভদ্র ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তাহাদের ঐ সমস্ত দুষ্কৃতি তাঁহার অকলঙ্ক কুলে চিরদিনের মত কালিমালেপন করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার কন্যারা ও প্রিয়তম সিরাজুদ্দৌলা যেরূপ ঘৃণার্হ দুষ্টাচার করিতেন, তাহা যে কোন লোকের পক্ষেই নিতান্ত অযশস্কর। তাঁহাদের মত উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ত কথাই নাই। তাঁহার আদরের গোপাল সিরাজুদ্দৌলা নগরের রাজপথে ছুটাছুটি করিয়া এরূপ ঘৃণিত ও অকথ্য আচরণ করিত যে, লোকে দেখিলে অবাক্ হইত। তাহার সহচর নবাব-পরিবারের এক দল দুশ্চরিত্র যুবকের সহিত সে সর্ব্বদাই জঘন্য ব্যবহারে কালক্ষেপ করিত। পদমর্য্যাদা, বয়স, বা স্ত্রীপুরুষ, কিছুই গ্রাহ্য করিত না। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বিবিধ বিপদের মধ্যে কষ্ট করিয়া যে রাজ-পদ ও সম্মান উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এই কুকীর্ত্তিই তাহার ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিতে লাগিল। ক্রমাগত উপেক্ষিত হওয়ায়, এই অনাচারস্রোত বর্দ্ধিত হইয়া সেই অভ্রান্ত সর্ব্বদ্রষ্টার আক্রোশ আকর্ষণ করিল। নবাব দেখিয়াও না দেখায়, এই অনাচার সিরাজের চরিত্রে স্বাভাবিক হইয়া উঠিল; উত্তরোত্তর নির্ভীক হইয়া সিরাজ ক্রমশঃই অত্যাচার অনাচারের পথে অধিকতর অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে ইহাতে তাহার আর কিছুমাত্র অনুশোচনা রহিল না। তাহার এই অসঙ্গত কামাসক্তির নিকট ইচ্ছামত স্ত্রী-পুরুষের বলিদান চলিতে লাগিল; যৌবনসুলভ চাপল্যে যাহাকে ইচ্ছা, তাহারই উপর অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা আরব্ধ হইল। কুক্রিয়াসক্ত মনের মত সহচরে বেষ্টিত হইয়া

(১) Mutaqh. Trans. Vol 1. p p. 644 &c.

সিরাজ যে সকল পাপাচার করিত, আলিবর্দ্দী খাঁর নিকট ক্ষমা পাইবার ভরসায়, বা বয়স ও মনের স্বাভাবিক দোষে, সে সমস্ত যেন তাহার স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহারের মত দাঁড়াইয়া গেল। প্রকৃতই দেখা যাইত, সিরাজ কোন সময়ে অভ্যস্ত অনাচার করিবার অবসর না পাইলে, ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ মনে থাকিত। এই ব্যবহার ক্রমে তাহার স্বভাবের সহিত এরূপ ভাবে জড়িত হইয়া গেল যে, এ জন্ম অনুতাপের লেশমাত্র হইত না, কার্য্যের পরে সে কথা স্মরণই করিত না। পাপ-পুণ্যের ভেদজ্ঞান রহিত হওয়ায়, সে নিকট কুটুম্বও মানিত না। যেখানে যাইত, ব্যভিচারস্রোতে গা ঢালিয়া দিত। আত্মহারা লোকের মত সম্মানী ও উচ্চবংশীয় লোকের ভবনেও সেই কুক্রিয়ার পণ্যশালা প্রস্তুত করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। অত্যল্পকালমধ্যেই সিরাজ লোকচক্ষে 'ফেরোং য়া'র ন্যায় ঘৃণিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার সম্মুখে পড়িলে লোকে 'হরি রক্ষা কর! বলিয়া উঠিত।" (১)

অতঃপর সিরাজের নিষ্ঠুরতা ও নরহত্যার অপবাদের আলোচনা করা যাউক। সিরাজের জ্যেষ্ঠতাত নোয়াজিস্ মহম্মদ, নামে ঢাকার ডেপুটি নবাব হইলেও, মহারাষ্ট্রীয় হাঙ্গামার সময় হইতেই তিনি ঢাকায় পদার্পণ করেন নাই। তাঁহাব প্রিয়পাত্র হোসেন্ কুলী খাঁ দেওয়ান্ হইয়া তাঁহার নামে ঢাকায় রাজ্য

(১) Making no distinction between vice and virtue and paying no regard to the nearest relations, he carried defilement wherever he went; and like a man alienated in his mind he made the houses of men and women of distinction the scene of his profligacy without minding either rank or station In a little time he became as detested as Pharoa people on meeting him by chance used to say *God save us from him.*—Mut—Trans, 1. 644—45 p. যাঁহারা সিরাজুদ্দৌলা সম্বন্ধে মুতাক্ষরীণকারেরও পক্ষপাত ছিল, এই অমূলক আশঙ্কা করেন, তাঁহাদিগকে একবার গ্রন্থখানি আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কথিত অনাচার, ঐতিহাসিক দুঃখের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন।

অন্যান্য মুসলমান ইতিহাসেও সিরাজুদ্দৌলার উচ্ছৃঙ্খলতার কথা আছে। বাহুল্য ভয়ে গ্রন্থভাগে উল্লেখ করা গেল না। ব্যক্তি বিশেষের উচ্ছৃঙ্খলতার কথায় এখনও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের লোকে 'যেন নবাব সেরা দুল্লা' বলিয়া থাকে। পরবর্ত্তী কালে 'গুর্ব্বিণীর গর্ভ বিদারণ, জলে জনপূর্ণ পোত নিমজ্জন' প্রভৃতির প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। সম্প্রতি মিঃ হিল্ এর প্রকাশিত বিস্তৃত গ্রন্থে ফরাসী ল সাহেবের বিবরণীতে 'বর্ষাকালে খেয়ার নৌকা ডুবাইয়া আমোদ দেখা ও ঘাটে ঘাটে চর পাঠাইয়া গঙ্গা স্নানের জন্য সমাগতা সুন্দরী স্ত্রীলোক ধরিয়া আনাইবার" কথা লিপিবদ্ধ আছে। ল সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধ পক্ষের লোক ছিলেন না, এবং সমসাময়িক বলিয়া তাঁহার উক্তি অবহেলা করিবার নহে।

করিতেন; খ্যাতনামা বৈদ্য রাজা রাজবল্লভ তাঁহার পেস্কার ছিলেন। কাল-ক্রমে হোসেন কুলী নোয়াজিসের গৃহে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন—ক্রমে এ কর্ত্তৃত্ব অনেক দূর গড়াইল। আলিবর্দ্দী খাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা নোয়াজিস্-পত্নী ঘেসিটী বেগমের সহিত তাঁহার অবৈধ প্রণয়কথা ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িল; সিরাজ-মাতা আমেনা বেগমের নামেও শেষে ঐ কলঙ্ক রটিল। (১) সিরাজু-দ্দৌলা হোসেন কুলীকে হত্যা করিয়া কলঙ্কমোচনের প্রতিজ্ঞা করিলে নবাব-পরিবারের অনেকেই এ কার্য্যে তাঁহাব সহায়তা করেন। মাতামহী নবাব-বেগম সিরাজের মতে অনুমোদন করিয়া হোসেন্ কুলীর হত্যার জন্য নবাবের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বৃদ্ধ নবাব গোলে পড়িয়া বলিলেন, এরূপ ব্যাপার নোয়াজিসেব সম্মতি ব্যতীত হইতে পাবে না। গোলাম হোসেন্ গম্ভীর ভাবে বলিয়াছেন,—"এ কার্য্যেও আলিবর্দ্দী খাঁর এরূপ উপেক্ষার কারণ অখণ্ডনীয় ভাগ্য ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না"। বৃদ্ধা নবাব-বেগম তখন কন্যার সহযোগে জামাতারও মত করিলেন। কন্যা ঘেসিটী বিবী তখন "উল্লেখের অযোগ্য সামান্য কারণে" হোসেন কুলীর প্রতি ভয়ানক বিরূপ। নোয়াজিস্ চিরদিনই দুর্ব্বলচিত্ত লোক, তাহাতে সম্প্রতি পালিতপুত্র একরাম্ উদ্দৌলার মৃত্যুতে তিনি সংসারে বীতস্পৃহ; সুতরাং ইহপরত্র-কলঙ্কর এই হত্যাকাণ্ডে তিনিও মত দিলেন। তিনি হোসেন্ কুলীর প্রিয়বন্ধু, সুতরাং তাঁহার দোষ আরও গুরুতর।" এই সমস্ত মন্ত্রণা শেষ হইয়া গেলে, আলীবর্দ্দী খাঁ লোক দেখাই-বার জন্য মৃগয়ার্থ রাজমহলের দিকে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর সিরাজ এক দিন অপরাহ্নে জ্যেষ্ঠতাতের সহিত দেখা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে-ছিলেন, এমন সময় হতভাগ্য হোসেন্ কুলীর গৃহ তাঁহার সম্মুখে পড়িল।

(১) 'At that time there happened a little misunderstanding between her (Ghesiti Bibi) and Hosein Kuli Khan for an inconsiderable subject which it would be improper to Mention' Mutaqh Tran মুস্তাফা এই স্থলের টিকায় বলেন,—What the auther calls an inconsiderable subject is by no means an inconsiderable one for ladies Hosen Kuli Khan, who was what they call in English a handsome stout black man * * * had quitted the princes for her younger sister Amna Begum of amorous beauty, mother of Serajadaulah &c মুস্তাফা অতঃপর নোয়াজিস্ মহম্মদের বিষয়ে আর যে কুৎসিত ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ভদ্রসমাজে প্রকাশযোগ্য নহে। তিনি প্রায় সমস্তই লিখিয়া বলিতেছেন,—"বাকি কথা ইংরাজী কাগজের যোগ্য নহে!"

এখানে পৌঁছিয়াই তিনি হোসেন কুলী ও তাঁহার ভ্রাতাকে নিজের সমক্ষে আনিবার আদেশ দিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী হাজী মেহেদীর গৃহ হইতে লুক্কায়িত হোসেন্ কুলীকে টানিয়া বাহির করা হইল। সিরাজ তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবার আদেশ দিলেন; উপযুক্ত সহচরবর্গও আদেশপালনে অণুমাত্র দ্বিধা করিল না। হোসেন্ কুলীর অন্ধ ভ্রাতা হায়দর্ কুলীরও ঐরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা হইল। হায়দর একজন প্রাচীন যোদ্ধা; তিনি হোসেন্ কুলীর মত অনুনয়, বিনয়, বা প্রাণভিক্ষা না করিয়া, বীরের মত, সিরাজ ও তাঁহার পরিবারবর্গের উপর অভিশাপ বর্ষণ করিতে করিতে নিহত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে সিরাজের পরামর্শে ঢাকায় হোসেন্ কুলীর ভ্রাতুষ্পুত্র হোসেন্ উদ্দীন খাঁরও প্রাণবধের উল্লেখ আছে। (১)

সত্য বটে, মুতাক্ষরীণকার বলিয়াছেন,—সিরাজুদ্দৌলা হোসেন্ কুলীর হত্যার প্রধান উদ্যোগী। কিন্তু এক জন লোককে এইরূপে নিহত করিবার জন্য নবাব পর্য্যন্ত সকলেই সম্মতি দিলে, তাঁহাদের কাহাকেও সিরাজের অপেক্ষা অল্প দোষী বলিতে কাহার প্রবৃত্তি হইবে? পারিবারিক কলঙ্ক-মোচনের জন্য লোকে হঠাৎ এইরূপ হত্যাকাণ্ড করিয়া ফেলে,—কিন্তু এত পরামর্শ আঁটিয়া, প্রবীণে নবীনে একমত হইয়া, এরূপ কার্য্য প্রায় ঘটে না। হোসেন্ কুলীর সম্বন্ধে উল্লিখিত কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও, তাঁহার অন্ধ ভ্রাতা হায়দর্, বা ভ্রাতুষ্পুত্রের বিষয়ে অবশ্য কিছু বলিবার নাই। অন্য সময়ে না হউক, তাঁহার শোচনীয় শেষমুহূর্ত্তে সিরাজকে এ জন্য বড়ই অনুতপ্তহৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা যায়। গোলাম হোসেন্ জলদগম্ভীরস্বরে বলিয়াছেন, —"এই নির্দ্দোষীর রক্তপাত চিরদিনের জন্য আলীবর্দ্দীর বংশে কলঙ্কলেপন করিয়া রাখিয়াছে, এবং ইহাই তাহার ধ্বংসের মূলীভূত কারণ।" (২)

এক্ষণে সিরাজের মনস্তুষ্টির জন্য যুবরাজের উপযুক্ত এক প্রাসাদ নির্ম্মাণের কল্পনা হইল। নোয়াজিস্ মহম্মদ্ রাজধানীর দক্ষিণপ্রান্তে মতিঝিলের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড প্রাসাদে বাস করিতেছেন; বিহারের নবীন নবাব সিরাজুদ্দৌলার জন্য অন্ততঃ সেইরূপ গৃহের প্রয়োজন। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে একটি

(১) Mutaqh. Trans 1, 646.

(২) The innocent blood spilt on that occasion proved as fertile in troubles as that of *siavush* of old, Etc. Mut, 1 *p* 649.

সুন্দর স্থান নির্ব্বাচিত হইল ; সমীপবর্ত্তী সরোবরকে আরও বিস্তৃত করিয়া হিরাঝিল (১) নাম দিতে বড অধিক সময় লাগিল না। গৌড হইতে কারুকার্য্য-খচিত বহুমূল্য প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া জ্যেষ্ঠতাতের প্রাসাদ অপেক্ষা আরও প্রকাণ্ড এক প্রাসাদ বিরচিত হইল, সম্মুখে মনোরম উদ্যানমধ্যে জলকেলীর জন্য এক সুবিস্তৃত হাউজ্ ও তাহার মধ্যস্থলে এক সুন্দর কক্ষ (২) সজ্জিত হইল। স্থপতি এই স্থানে সমস্ত বিদ্যার পরিচয় দিয়া নবাব-দুলালের প্রমোদভবন প্রস্তুত করিল। দৌহিত্রের উপাধি স্মরণে নবাব ইহার নাম 'মন্সুর্গঞ্জী' রাখিলেন। প্রাসাদের ও প্রাসাদাধিকারীর ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য নিকটে মন্সুরগঞ্জ নামক বাজার স্থাপিত হইল, এবং 'নজরানা মন্সুরগঞ্জ' নামক একটি নূতন আবওয়াব্ জমিদারের, অর্থাৎ প্রজাবর্গের স্কন্ধে চাপিল। (৩) নবনির্ম্মিত প্রমোদভবনে কুক্রিয়াসক্ত যুবকদলের সহিত অনাচার ও বিলাসতরঙ্গে গা ঢালিয়া দিয়া সিরাজ ক্রমশঃই উচ্ছৃঙ্খলতার ও বিনাশের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ নবাবের আশা ছিল, অচিরে এই দুর্দ্দম স্রোতের গতিরোধ হইবে, রাজকার্য্যের গুরুভার মস্তকে চাপিলেই উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল হইয়া আসিবে।

এই অভিপ্রায়ে ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে আলিবর্দ্দী খাঁ সিরাজকে রাজ্যপরিদর্শনের নিমিত্ত হুগলী অঞ্চলে প্রেরণ করিলেন। ইউরোপীয় বণিক্-কোম্পানিগণ একালে রাজপুরুষদিগের শুভদৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সর্ব্বদা পূজোপ-

(১) হিরাঝিলের প্রমোদভবনের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান। ইংরেজ লেখক অনেকেই ও সঙ্গে সঙ্গে অনুবর্ত্তী দেশীয় লোকে ইহার স্থান লইয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মন্সুরগঞ্জীর কথায় মুতাক্ষরীণ-অনুবাদক মুস্তাফা বলেন, 'তিন জন ইউরোপীয় রাজা সুখে স্বচ্ছন্দে পৃথক্ভাবে এই প্রাসাদে বাস করিতে পারেন'। মুর্শিদাবাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ ভাগীরথীর পার্শ্বপরিবর্ত্তনে এই প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে।

(২) বর্ত্তমানে হাউজের একপার্শ্ব গঙ্গাগর্ভে নিপতিত, মধ্যস্থ কক্ষভিত্তির উপর এক প্রকাণ্ড আম্র বৃক্ষ বিরাজমান।

(৩) মিঃ গ্রাণ্ট তাঁহার রাজস্ববিবরণীতে এই নজরানা সম্বন্ধে একটি প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রাসাদ নির্ম্মিত হইলে দৌহিত্রের নিমন্ত্রণে পাত্রমিত্র সহ নবাব নব-প্রাসাদ দর্শনে আসিয়া কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিবার পরে, সিরাজের কৌশলে একতম কক্ষমধ্যে বন্দীভূত হইলেন। সমবেত জমিদারবর্গ এই চাতুরীর মর্ম্ম বুঝিয়া পরস্পরের মধ্যে চাঁদা করিয়া ৫০১৫৯৭ টাকা দিয়া নবাবের কারামোচন করিলেন। ইহাই পরবর্ষ হইতে 'নজরানা মন্সুরগঞ্জ' নামে আদায় হইয়া সিরাজের আয় বৃদ্ধি করিল। গ্রাণ্ট বলেন, "সম্ভবতঃ দৌহিত্রের সহিত পরামর্শ করিয়াই নবাব এই ব্যবস্থা করেন"।

চারের ব্যবস্থা করিতেন, পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে (১)। যুবরাজ সিরাজ হুগলীতে উপনীত হইলে ফরাসী ও ওলন্দাজ অধ্যক্ষগণ যথারীতি উপঢৌকন দ্বারা তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া, কলিকাতার ইংরেজগণও উপহারদ্রব্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। এই উপলক্ষে ইংরেজ কোম্পানীর ১৫৫৬০ টাকা ব্যয় হইল; ইংরেজ অধ্যক্ষও হাতী শিরোপা পাইয়া সসম্মানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন (২)। 'সিরাজুদ্দৌলা প্রসন্ন হইয়াছেন, এইরূপে প্রধান রাজপুরুষবর্গের চিত্তবিনোদন করিতে পারিলে বাণিজ্যকার্য্যে বিশেষ সুবিধা হয়', ইত্যাদি মর্ম্মে বিলাতে পত্রও প্রেরিত হইল। অতঃপর ৮ই অক্টোবর তারিখে স্বয়ং নবাব ইংরেজ অধ্যক্ষকে যে পরোয়ানা প্রেরণ করেন, তাহাতে লিখিত ছিল, সিরাজের নিকট ইংরেজ অধ্যক্ষের অভ্যর্থনা, উপহার ও সৌজন্যের কথা শুনিয়া নবাব বড়ই প্রীত হইয়াছেন, তাঁহাদের বাণিজ্য সম্বন্ধে অতঃপর সুদৃষ্টি রাখা হইবে, ইত্যাদি। (৩)

ইতিপূর্ব্বে ইংরেজ কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া নবাব তাঁহাদের উপর কশাঘাত করিতে বাধ্য হন বলিয়াই, 'অতঃপর বাণিজ্য সম্বন্ধে সুদৃষ্টি রাখা যাইবে' লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে বর্গীর হাঙ্গামার প্রথম বর্ষেই কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ নবাবের অনুমতি লইয়া কলিকাতার দুর্গ সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। দশবর্ষব্যাপী বিপ্লবের অবকাশে কোম্পানীর লোকে সুবিধা করিয়া লইবার অবসর ত্যাগ করেন নাই। অতঃপর ফরাসিদিগের সহিত যুদ্ধব্যাপারে কোম্পানী ইংলণ্ডরাজের নিকট হইতে সৈন্যসাহায্য প্রাপ্ত হন, (১৭৪৭ খৃঃ)। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ সময়ে কলিকাতার দুর্গ প্রভৃতি আরও সুদৃঢ় করিবার উপদেশ দিলেন, নবাব বাধা দিলে, বাণিজ্য বন্ধের বা স্বদেশের রাজার সাহায্যেরও ভয়প্রদর্শন করিবার কথা উল্লেখ থাকিল (৪)। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীতে

(১) ইংরেজ কোম্পানী হুগলীর ফৌজদারকেই বর্ষ বর্ষে ২৭০০১ টাকা দিতেন। Selections from the unpublished Records of Govt Rev. Long p, 8

(২) Long's Selections. নজরের মোহর, টাকা ও দ্রব্যাদির একটী বিস্তৃত ফর্দ দেওয়া আছে।

(৩) Long P, 34. সিরাজুদ্দৌলা ও এই সঙ্গে ইংরেজ অধ্যক্ষকে আপ্যায়িত করিয়া এক পত্র দেন।

(৪) Letter to the Governor of Fort William June. 17, 1748 Auber p. 49.

রীতিমত তোপ ও গোলন্দাজের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল (১)। এই বর্ষের শেষ দিকে ফরাসীর সহিত যুদ্ধের সুযোগে ভারতসাগরে ইংরেজের এক খানি যুদ্ধজাহাজের লোক হুগলীর মোগল ও আর্ম্মানীগণের পণ্যপূর্ণ এক জাহাজ ফরাসীর বলিয়া ছল করিয়া আত্মসাৎ করে। বণিক্গণ নবাবের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল। আলিবর্দ্দী খাঁ কলিকাতার ইংরেজ অধ্যক্ষ বার্ওয়েল্‌কে লিখিলেন,—"হুগলীর সৈয়দ, মোগল, আর্ম্মানী প্রভৃতি বণিক্‌গণ অভিযোগ করিতেছেন যে, তোমরা তাঁহাদের বহুমূল্য দ্রব্যজাত ও নগদ টাকা সহ জাহাজ কাড়িয়া লইয়াছ। বৈদেশিক সংবাদে জ্ঞাত হওয়া গেল, ফরাসীর বলিয়া ছলে তোমরা উহা লুণ্ঠন করিয়াছ। আণ্টনী নামক মহাজনের মোখা হইতে আগত জাহাজের পণ্যদ্রব্য সহ আমার জন্য প্রেরিত কতকগুলি সুন্দর উপহারদ্রব্যও আত্মসাৎ করিয়াছ (২)। এই সমস্ত বণিক্গণ রাজ্যের কল্যাণসাধক, তাহাদের এই গুরুতর অভিযোগ উপেক্ষা করা যায় না। কোম্পানীকে দস্যুবৃত্তি করিবার অনুমতি প্রদত্ত হয় নাই। অতএব এই আদেশ প্রাপ্তিমাত্র বণিক্‌বর্গের দ্রব্য তাঁহাদিগকে, এবং আমার বস্ত্র আমাকে প্রত্যর্পণ করিবে, নচেৎ নিশ্চয় জানিও, তোমরা যাহা স্বপ্নেও ভাব নাই, এরূপ কঠিন শাস্তি দেওয়া যাইবে।" (৩)

এই পরোয়ানা আসিবার পূর্ব্বসূচনায় ৫ই জানুয়ারী তারিখে কাশিমবাজারের কর্ম্মচারিবর্গ ইহার সমস্ত কথাই জানাইয়াছিলেন, তবে তাঁহারা তন্মধ্যে সূক্ষ্ম টীকা বাহির করিয়া বলিয়াছেন, "সম্ভবতঃ আরমানীগণের চীৎকার নিবৃত্তির জন্যই ইহা জারি হইবে, এরূপ বিপ্লবের দিনে আর বেশী কিছু হইবে না। নবাব নিজ দ্রব্যাদির জন্যও বলিতেছেন, অতএব অন্য সুবিধা না ঘটা পর্য্যন্ত তাহার মন নরম রাখার একটু চেষ্টা করা প্রয়োজন। নবাব কলিকাতার একটি উৎকৃষ্ট আরবী ঘোড়ার কথা শুনিয়াছেন, সাধারণের বিশ্বাস যে ঘোড়াটি পাইলেই তিনি সন্তুষ্ট হন এবং আম্‌লা-খরচাও কিঞ্চিৎ চাই।"

পরোয়ানার উত্তরে ইংরেজ গবর্ণর লিখিয়া পাঠাইলেন, 'কথিত পণ্যদ্রব্য

(১) Broome's History of the Bengal army

(২) এটি মহাজন মহাশয়দিগের নবাবকে সন্তুষ্ট করিবার অভিসন্ধিও হইতে পারে।

(৩) এই অধ্যায়ে ইংরেজ-বাণিজ্য সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত কথাই লং সাহেবের প্রকাশিত রেকর্ড হইতে সংগৃহীত হইল। প্রত্যেক স্থলে টীকা দেওয়া সুবিধা নহে।

একখানি রাজকীয় জাহাজে ধৃত করিয়াছে, তাহার উপর কোম্পানীর লোকের কোন হাত নাই। ফরাসীদিগের সহিত ইংরেজের যুদ্ধ চলিতেছে, আরমানী-গণের দ্রব্যাদি শত্রুর বলিয়া ফরাসীরাই ধৃত করিয়াছে।' প্রকারান্তরে প্রতিবাদ মত হইলেও ইত্যবসরে পূজার আয়োজন বন্ধ থাকে নাই। ঐ বর্ষের ২৭শে জানুয়ারী তারিখের পত্রে ডিরেক্টরগণকে এই বিভ্রাটের সংবাদ ও তৎসহ অশ্বাদি উপহারের ব্যবস্থার কথা জানান হইয়াছে। এই পত্রে ঢাকা প্রভৃতি স্থানে নবাবের আদেশে বাণিজ্যকার্য্যাদি বন্ধপ্রায় হইয়াছে,ফোর্টের নীচে দিয়া আরমানী জাহাজ গেলে ধৃত করিবার ভয় দেখান হইবে, ইত্যাদি কথাও আছে। অতঃপর আরমানী বণিকগণকে পীড়াপীড়ি করিয়া এই মর্ম্মে এক খানি মুক্তিপত্রও লেখাইয়া লওয়ার চেষ্টা হইল যে, ইংরেজগণের ব্যবহারে তাহারা সবিশেষ সন্তুষ্ট আছে। নির্ব্বোধ আরমানীরা স্বীয় পণ্যলুণ্ঠনব্যাপারে ইংরেজগণের ব্যবহারে সুখী আছে লিখিতে স্বীকৃত হইল না,—কলিকাতা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার ভয় দেখাইলেও ফলোদয় হইল না। আরমানী-গণ অনুনয় বিনয় লিখিত আবেদন প্রভৃতি করিতে লাগিল, কিন্তু ইংরেজ-কোম্পানীর উদ্দেশ্য-সাফল্যের দিকে সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইল না। এদিকে ইংরেজের ইতস্ততঃ দেখিয়া নবাব কাশিমবাজারের ইংরেজকুঠী অবরোধ করিতে আদেশ দিলেন, নানাস্থানে পরোয়ানা পাঠাইয়া বাণিজ্য বন্ধের আদেশ ইতিপূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল। তখন দায়ে ঠেকিয়া শেঠগণের শরণ লওয়া হইল। অনেক বাধাবিপত্তির পরে আরমানীগণ সন্তুষ্ট হইয়াছে, প্রমাণ পাইয়া নবাব শান্ত হইলেন, এবং ইংরেজ এ যাত্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা দিয়া তবে পরিত্রাণ পাইলেন (১)। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে সিরাজুদ্দৌলার কোন হাত নাই। তবে তিনি বাল্যজীবনের এই শিক্ষা ভবিষ্যতে অন্যরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মীকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়া-ছিলেন, পরে দেখা যাইবে। পরবর্ষের ১৩ই জানুয়ারী তারিখের পত্রে ডিরেক্টরগণকে অবগত করা হইল, 'এই দণ্ডের টাকা আরমানীগণের নিকটেই সুযোগমত আদায় করা হইবে, ব্যবসাকার্য্যে তাহাদের সাহায্যে লাভ হয়, অতএব তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। রেসমের ব্যবসায়ে তাহাদের নিকট শতকরা ৫৲ টাকা লাভ পাওয়া যায়,—তাড়াইয়া দিলে

(১) Consultations 31 August, 1749 (মুদ্রিত ১২ লক্ষ ভ্রম মাত্র।)

ফরাসীরা চন্দননগরে আশ্রয় দিবেন' ইত্যাদি লিখিয়া এ পালা সাজ হইয়াছে।

১৭৫১ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে নবাব মারাঠাগণের সহিত শেষ সন্ধি করিয়া রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর তিনি দেশের আভ্যন্তরিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার সুযোগ পাইলেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ ও তাঁহাদের আশ্রয়ে পোষিত কয়েকজন দেশীয় বণিক্ সরকারের মাশুল না দিয়া কোম্পানীর নিশান তুলিয়া, বাণিজ্য চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দের ২০ মে তারিখের নবাবের এক পরোয়ানায় দৃষ্ট হয় "রামকৃষ্ণ শেঠ নামক কলিকাতাবাসী জনৈক মহাজন মুর্শিদাবাদ সায়ের চৌকিতে মাশুল না দিয়া পণ্যদ্রব্য লইয়া গিয়াছে,—তাহাকে ধৃত করিয়া এই চোপদার সহ সত্বর রাজধানী পাঠান হউক।" পুনরায় ১৭৫১ খৃঃ ১৯শে আগষ্টের পত্রে গভর্ণর ডসন্ সাহেবকে লিখিত হইয়াছে, "নবাব সুজা খাঁর সময়ে জর্ম্মানেরা দেশ হইতে তাড়িত হইয়াছে, এক্ষণে আকৃটন্ ও ইলিস্ নামক দুই জন ইংরেজ জর্ম্মানদের আশ্রয়ে যুদ্ধজাহাজ লইয়া ভাগীরথীর মুখে থাকিয়া মুসলমান জাহাজ লণ্ঠনাদি করিবার চেষ্টায় আছে, অতএব ইংরেজেরা অন্য ইউরোপীয়গণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের দমনের ব্যবস্থা করিবেন। এই মর্ম্মে পরোয়ানা পাইয়া আপনি যে লিখিয়াছেন, এ দেশে ইউরোপীয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে কোম্পানীর নিষেধ আছে, এ কথা সঙ্গত নহে, কারণ, সুজা খাঁর সময়ে ইংরেজ ও ওলন্দাজ মিলিয়া ঐ জর্ম্মান্গণকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। জর্ম্মানেরা দেশে আসিলে সমস্ত ইউরোপীয়গণের ব্যবসায়ের ক্ষতি, উপরন্তু এরূপ ঘটিলে আমি ইংরেজ-বাণিজ্য বন্ধ করিতে বাধ্য হইব, বাদশাহের নিকট হইতেও ঐরূপ আদেশ আনাইব, সুতরাং শেষে অনুতাপ করিতে হইবে।" উত্তর-পত্রে ডসন্ সাহেব লিখিতেছেন, 'পথদর্শী ইংরেজ নাবিকগণকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যেন কদাচ ঐ জর্ম্মান্দিগকে নদীতে না লইয়া আসে, ভরসা করি যে, ফরাসী ও ওলন্দাজগণও ঐরূপ করিবেন, নবাবের অনুগ্রহে তাহারা নিশ্চয়ই জাহাজ ডুবিয়া বিনষ্ট হইবে'। এই সময়েই 'নবাবের লোকে ফরাসীগণের কাশিমবাজার কুঠী অবরোধ করিয়াছে, তাঁহারা ৫০ হাজার টাকা দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছেন' এই ব্যাপারেরও উল্লেখ আছে। এই সমস্ত কারণে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ সিরাজুদ্দৌলাকে ষোডশোপচারে তৃপ্ত করিয়া কোম্পানীর কার্য্য হাসিল্ হইল বলিয়া ইংরেজপক্ষ সমূহ উল্লসিত হইয়াছেন, দেখা গেল।

বস্তুতঃ, এখন হইতে কয়েক বৎসর সুশৃঙ্খলায় বাণিজ্যও চলিতে লাগিল। তবে সময়ে সময়ে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও ফৌজদার প্রভৃতিরা যে একটু বাধা দিয়াছিলেন, তাহাও অনেকটা কোম্পানীর লোকের দোষ, তাঁহারা মাশুল না দিয়া কোম্পানীর নামে স্বাধীন ব্যবসা চালাইতেন। দরবারের শুভদৃষ্টি-আকর্ষণে উল্লসিত হইয়া প্রাদেশিক পারিষদ্গণকে উপেক্ষা করাও যুক্তিযুক্ত নহে, বাস্তু-দেবতাগণও পূজা পাইবার অধিকারী।

এই কারণেই দেখা যায়, ইংরেজ-কাউন্সিল্ ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের মন্ত্রণাপত্রে নির্দেশ করিয়াছেন,—'চৌকীসমূহে উৎকোচগ্রহণের উৎপাতে দেশীয় বস্ত্রব্যবসায়িগণের মাল সহ নৌকা আটক থাকায় বড়ই অসুবিধা হইয়াছে (১)। পূর্ব্বে যাহা দশ দিনে আসিত, এক্ষণে তাহাতে বিশ দিন লাগিতেছে।' মেরী নামক জাহাজের অধিকারী জনৈক ইংরেজ বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার পরোয়ানা দেখাইয়া কার্য্য চালাইতেন, এক সময়ে ধরা পড়ায়, পাস্ কাড়িয়া লইয়া মাল সহ জাহাজ আটক করা হয়। সুপরিচিত হলওয়েল্ সাহেব দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "এইরূপ হইলে স্বানায় সকল ইংরেজকেই ভিক্ষাপথ অবলম্বন করিতে হইবে।" জন্ উড্ নামক এক জন ইংরেজ-বণিক এইরূপে স্বাধীন-বাণিজ্যের পরোয়ানা চাহিয়া কাউন্সিলের নিকট আবদার করিয়া বলিয়াছেন,—এরূপ অধিকার না দিলে স্বাধীন ইংরেজ-বণিকদিগকে বিদেশীয়গণের মত, এমন কি তুচ্ছ কালা-আদ্মির সহিত সমান দশায় পড়িতে হয় (২)। হলওয়েল্ ইহাতে টিপ্পনী করিয়াছেন, 'এরূপ বৈদেশিক বাণিজ্য সাধারণ হইয়া উঠিয়াছে।' ইংরেজ বণিক্ এইরূপ লাভের জন্য শুল্ক না দিয়া অযথা বাণিজ্য চালাইতেন। নবাবকর্ম্মচারিগণও এরূপ ক্ষেত্রে শ্বেত-কৃষ্ণের প্রভেদ না করিয়া সময়ে কঠোর ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইতেন। স্বদেশে ডিরেক্টরগণ কর্ম্মচারিবর্গের নিজ নিজ ব্যবসায় চালাইবার আত্যন্তিক প্রবৃত্তি দমনের জন্য সময়ে যে সমস্ত ব্যবস্থা করিতেন, তাহাতে বড় একটা কায হইত না, বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, কোম্পানীর ব্যবসা সম্বন্ধে অতঃপর প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণের পূজার ব্যবস্থা নিয়ম মত চলিতে লাগিল। হুগলীর ফৌজদার ব্যবসায়ের স্থানের

(১) Long—P. 42 সাহেব টীকায় বলিয়াছেন, নবাবের প্রধান মন্ত্রী হুকুম্-বেগ (মন্ত্রী নহে, দারোগা চবুতরা) এরূপ উৎকোচ প্রশ্রয় দিতেন।

(২) It will reduce a free merchant to the condition of a foreigner or indeed of the meanest black fellow. Long, p 41

মুখে প্রতিষ্ঠিত; তাঁহার অনুগ্রহ সর্ব্বদাই প্রয়োজন, এ জন্ম তাঁহাকে বর্ষে বর্ষে ২৭৫০৲ টাকা মূল্যের উপঢৌকন প্রদানের পাকা বন্দোবস্ত পূর্ব্বাবধিই ছিল। ঢাকায় রাজা রাজবল্লভ তখন নোয়াজিস্ মহম্মদের প্রতিনিধি বা নায়েবস্বরূপে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। ক্ষমতা প্রাপ্তির পরেই (১৭৫৭ খৃঃ) তিনি ফরাসী ও ইংরেজ বণিকগণের নিকট জুলুম করিয়া ৪৫০০ টাকা করিয়া আদায় করেন। পুনরায় ১৭৫৫ খৃঃ অব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারির মন্ত্রণাখাতায় দৃষ্ট হয়, রাজবল্লভ সেলামীর জন্ম জুলুম্ জবরদস্তী করিতেছেন। তাঁহার আদেশে ইংরেজ-পক্ষের কয়েকজন গোমস্তা কারারুদ্ধ হইয়াছে, বাখরগঞ্জে কোম্পানির চাউলের নৌকা আবদ্ধ হইয়াছে ও কোনও লোকে ইংরেজের চাকরী না করে, এরূপ আদেশও প্রচারিত হইয়াছে। এই বর্ষেই জুলাই মাসে 'নবাব' কৃষ্ণদাসের (রাজবল্লভের পুত্র) নায়েব মীর আবু তালেব্ নজর না দেওয়ার অপরাধে জনৈক ওলন্দাজ বণিককে কারারুদ্ধ করেন। এ জন্ম ইউরোপীয় তিন কোম্পানীর লোকে মিলিয়া নবাবের নিকট আবেদন করা স্থির হয়। এ সময়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ নবাবের মনস্তুষ্টিসাধনে বিরত ছিলেন না, এবং কোম্পানীর কর্তৃপক্ষীয়গণও অবসর বুঝিয়া এক্ষণে এইরূপ সাময়িক পূজায় বিশেষ সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন (১)। এই জন্মই দেখা যায়, নবাব ও হুগলীর ফৌজদারের জন্ম উৎকৃষ্ট পারসিক অশ্ব ও সুন্দর মোমের জিনিষের ব্যবস্থা হইয়াছে, ফৌজদারের সহিত তাঁহার দেওয়ান নন্দকুমারও বঞ্চিত হন নাই। ইংরেজী কাগজপত্রে নন্দকুমারের এই প্রথম উল্লেখ। এ সময়ে কলিকাতায় একটি টাকশাল স্থাপন করিবার চেষ্টা চলিতেছিল, সুতরাং উপচার ভাল মতই হওয়া আবশ্যক ছিল। টাকশালের নিমিত্ত দিল্লীতে এক লক্ষ ও মুর্শিদাবাদে এক লক্ষ খরচ করিয়া, জগৎশেঠ যাহাতে ইহার কোন সংবাদ না পান, এরূপে গোপনে কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্ম কাশিমবাজার হইতে ওয়াট্‌স সাহেব পরামর্শ দিয়াছিলেন।

কলিকাতাস্থ দেশীয়গণের বিচার ও নাওয়ারেস্ সম্পত্তি লইয়া আলিবর্দ্দী খাঁর শাসনকালে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের সহিত সময়ে সময়ে সংঘর্ষণ হইয়াছিল। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে কয়েক জন মাঝি-মাল্লা জনৈক অত্যাচারী

---

(১) 'We are sensible a well-timed present may obviate many embarrassments, you may be assured whenever they appear reasonable and necessary for the purpose of preserving harmony with the country government, we shall always approve of them　Court's Letter, Feb. 11 1756.

কাপ্তেনকে হত্যা করে, তাহারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেও, তন্মধ্যে মুসলমান লস্কর (মাঝি) গণকে ফাঁসী দিলে পাছে নবাবের সহিত বিবাদ বাধে, এই আশঙ্কায় ইংরেজ-কাউন্সিল্ বিলাতে ডিরেক্টগণকে পরামর্শ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। নবাব বিলাতী আইন-অনুসারে মুসলমানগণের দণ্ডপ্রদান নিষেধ করিয়াছিলেন, ডিরেক্টরগণও প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছেন,—কোম্পানীর সনন্দ অনুসারে কলিকাতার মেয়রের আদালত দেশীয়গণের বিচার করিবেন না (১)। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে বৰ্দ্ধমানের রাজা তিলকচাদের সহিত ইংরেজ কোম্পানীর লোকের সংঘর্ষণ হইলে. নবাবের বিচারে কোম্পানীর পক্ষেরই জয় হইয়াছিল। জন্ উড্ নামক আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ইংরেজ বণিক্ বৰ্দ্ধমান-রাজের জনৈক তহশীলদার রামজীবন কবিরাজের নিকট প্রাপ্য ৬১৫৭ টাকার জন্য কলিকাতার মেয়র আদালতে নালিশ করিয়া ডিক্রী পাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কবিরাজ মহাশয় "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" স্মরণ করিয়া, গোপনে কোন কোন ইংরেজের সহিত বাণিজ্যব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। যাহা হউক, ডিক্রীদার সাহেব রামজীবনের ঋণ আদায়ের জন্য বৰ্দ্ধমানের রাজার কলিকাতাস্থ বাটী ক্রোক্ করিয়া তালা বন্ধ করেন। বৰ্দ্ধমান রাজ এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ অধিকার মধ্যে ইংরেজের ব্যবসা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। ইংরেজ-কাউন্সিল্ নবাব-দরবারে অভিযোগ করিলেন, বিচারে মহারাজা পরাস্ত হইলেন। ইংরেজ-দপ্তরে বৰ্দ্ধমান-রাজের উপর নবাবের পরোয়ানার অনুবাদ রক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, নবাবের আদেশের অপেক্ষা না করিয়া, স্বেচ্ছাচার করায় বৰ্দ্ধমান-রাজ ধমক্ খাইয়াছেন। যে সকল চৌকী বসাইয়া তিনি ইংরেজ-কুঠী বন্ধ করিয়াছিলেন, তাহা উঠাইয়া লওয়ার আদেশ হইয়াছে। কলিকাতাবাসী দেশীয় লোকের উত্তরাধিকারী না থাকিলে নবাব তাহাদের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবার দাবী করিতেন। হাজি সলিমুস নামক এক জন তুর্কীর কলিকাতায় মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ কেহই সম্পত্তির দাবী করে নাই। ইংরেজ কোম্পানী সেই সম্পত্তি দখল করেন। পরে নবাব পীড়াপীড়ি করিলে, উহার মূল্য ৫০৯২—১—৯ পাই ও সুদ ৪৮০—৪—৩ পাই নবাব-সরকারে পঁহুছিয়া দিতে হইয়াছিল। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের মন্ত্রণাপুস্তকে দৃষ্ট হয়, পুনরায় নিঃসন্তান পরলোকগত তিন জন দেশীয় বণিকের সম্পত্তি নবাব দাবী

(১) Court's Letter, 31st January, 1755

করিয়াছেন। তাহাদের নিকট-বন্ধু বর্ত্তমান, এবং কোম্পানীর টাকা ঋণ আছে, ইত্যাদি বলিয়া গবর্ণর উত্তর দিয়াছেন।

যাহা হউক, এই সমস্ত সাময়িক সংঘর্ষণ সত্ত্বেও নবাব আলিবৰ্দ্দী খাঁর শাসনকালে ইংরেজ-কোম্পানীর প্রতি বিশেষ কোন অযথা অত্যাচার হয় নাই, দেখা যাইতেছে। কোম্পানীর অনেক বিপদ কর্ম্মচারিগণের দোষেই ঘটিয়াছিল; অন্যায় করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, নবাবের নিকট সুবিচারলাভে কেহই বঞ্চিত হইত না। ইউরোপীয়গণের ব্যবসায়ে রাজ্যের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই, সুতরাং তাহাদের উপর অযথা উৎপীড়ন প্রভৃতির প্রশ্রয় তিনি কোন কালেই দেন নাই, তবে তাহারা সময়ে সময়ে অন্যায়াচরণ করিলে, তাহার দমন করিয়াছেন মাত্র। কোম্পানীর লোকেরও নিজের গণ্ডীর বাহিরে যাইবার প্রবৃত্তি বিশেষ বলবতী ছিল, দেখা গিয়াছে। এ কারণে তাহাদিগকে সংযত রাখিবার জন্য যেরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহাই সময়ে সময়ে প্রযুক্ত হইত। তাঁহার রাজ্যকালের শেষ দিকে, শান্তির সময়ে, বিদেশীয় বাণিজ্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধিই সাধিত হইয়াছিল।

বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে আলিবৰ্দ্দী খাঁ, জগৎশেঠ ও দেশীয় এবং বিদেশীয় বণিকবর্গের নিকটে সময়ে সময়ে অর্থসাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। জমিদারবর্গের নিকটেও তাঁহার নবস্থাপিত মাথট্ ব্যতীত (১) এইরূপ সাময়িক অর্থসাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হইয়াছিল। পশ্চিম-বঙ্গের জমিদারগণ অবশ্য সে সময়ে আত্মরক্ষা লইয়াই ব্যস্ত; সেখানে রাজস্বের দাবিই সময়ে সময়ে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। পঞ্চকোট, বিষ্ণুপুর, এমন কি, বৰ্দ্ধমান-রাজকেও এ সময়ে স্বতন্ত্রভাবে যাঁহার যত দূর শক্তি, রাজ্য-রক্ষার প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। বৰ্দ্ধমানরাজ অনেক সময়ে বৰ্দ্ধমান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গের

(১) নবাব আলিবৰ্দ্দী খাঁর শাসনকালের শেষ দিকে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার আব্‌ওয়াব্ বা মাথট নূতন স্থাপিত হইয়াছিল।

১। নজরানা মন্সুর্ গঞ্জ — ৫০১৫৯৭ টাকা।
২। আহক্ প্রভৃতি (মুর্শিদাবাদ কেল্লা ও প্রাসাদ প্রভৃতির জন্য চূণ আনাইবার খরচা) ইহার অধিকাংশই রাজশাহী, দিনাজপুর ও নদীয়ারাজের নিকট আদায় লওয়া হইত। — ১৮৪১৪০ টাকা।
এবং খেস্ত গৌড—গৌড় হইতে ইষ্টকাদি লইয়া বিক্রয়ের জমা — ৮০০০ টাকা।
৩। চৌথ মারহাট্টা — ১৫৩১৮১৭ টাকা।

মোট—২২২৫৫৫৪ টাকা।

জমিদারগণের নিকট হইতেই রাজকর আদায় হইতেছিল; তাহাও যথাসময়ে বা রীতিমত প্রদত্ত হইত না। রাজশাহী, দিনাজপুর ও নবদ্বীপের জমিদারগণের নিকট যুদ্ধকার্য্যের ব্যয়নির্ব্বাহ জন্ম নজরানাস্বরূপে সময়ে সময়ে অনেক অর্থের সংস্থান হইয়াছিল। (১) রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বার লক্ষ টাকা নজরানা দিতে অসমর্থ হইয়া কারারুদ্ধও হইয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র পৈতৃক রাজস্ব বাকী দশ লক্ষ ও এই নজরানার জন্ম কিয়ৎকাল তৎকালপ্রচলিত নিয়মে কারারুদ্ধ অর্থাৎ নজরবন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে নিজ বাটীতে থাকিতে বাধ্য হন (২)। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থজাতীয় দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রের কর্ম্মকুশলতায় নজরানার টাকা অচিরে প্রদত্ত হইলে রাজা মুক্ত হন, কিন্তু রঘুনন্দন অনেকের বিদ্বেষভাজন হইয়া, শেষে দেওয়ান মাণিকচাঁদের কোপে পড়িয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। (৩) মারাঠা-বিভ্রাট শেষ হইলে, কৃষ্ণচন্দ্র পুনরায় পৈতৃক ও নিজ অধিকারকালের রাজকরের জন্ম কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন; এ টাকার সমস্ত শোধ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। নবাব তাঁহার জমিদারীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া

(১) রাজশাহী জমিদারকে বর্গীর হাঙ্গামায় যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিতে হইয়াছিল। দিঘাপতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ধীমান্ দয়ারাম রায় এ সময়ে নাটোরবাটীর সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাঁহার কার্য্যকুশলতায় রাজশাহী জমিদারকে কোনই নিগ্রহ ভোগ করিতে হয় নাই। দিনাজপুরের রাজা রামনাথ এক সময়ে মুর্শিদাবাদ আসিলে টাকার জন্ম পীড়াপীড়ি হয়, শেষে জগৎশেঠের নামে বার লক্ষ টাকার হুণ্ডী দিয়া পরিত্রাণ পান। (A plan for a settlement of Bengal &c. Sir Phillip Francis)

(২) কৃষ্ণচন্দ্র মুর্শিদাবাদ হইতেই নিজের সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার দেওয়ান সর্ব্বদা মুর্শিদাবাদে আসিতেন, দেখা যায়।

(৩) বাঙ্গলা ক্ষিতীশ-বংশাবলীতে বিস্তৃতরূপে ইহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কথিত আছে, কোনও সময়ে রঘুনন্দন দরবারগৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন, "সভামধ্যে শূন্যস্থান অতি সঙ্কীর্ণ ছিল; এ কারণ প্রবেশকালে তাঁহার পরিচ্ছদের নিম্নদেশ বর্দ্ধমানাধিপতির দেওয়ান মাণিকচাঁদের অঙ্গে লাগিল। ইহাতে মাণিকচাঁদ সাতিশয় কোপপ্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে হিন্দীভাষায় কহিলেন, 'দেখতে নেহিঁ পাজি।' রঘুনন্দন বলিলেন, 'হাঁ, নওকর সবহি পাজি হ্যায়, কোই ছোটা কোই বড়া।' এই কৌতুকাবহ ও সমুচিত উত্তর শ্রবণে সভাস্থ যাবতীয় ব্যক্তি উচ্চহাস্য করিয়াছিলেন। সেই অবধি মাণিকচাঁদ রঘুনন্দনের বিষম শত্রু হইলেন। অতঃপর হুগলী হইতে প্রেরিত কয়েক লক্ষ টাকা রাজস্ব পলাশীতে দস্যুগণ অপহরণ করে, কৃষ্ণচন্দ্রের কর্ম্মচারিগণ বহু যত্নেও হৃতধনের উদ্ধার বা অপহারিগণের কোন সন্ধান করিতে পারেন নাই। রঘুনন্দনের দোষে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে বলিয়া মাণিকচাঁদের ষড়যন্ত্রে রঘুনন্দনকে প্রথমে গর্দ্দভ পৃষ্ঠে মুর্শিদাবাদ পরিভ্রমণ করাইয়া কামানের গোলার দ্বারা তাঁহাকে উড়াইয়া দেওয়া হয়। (ক্ষিতীশবংশাবলী ১০২-৩ পৃঃ)। নদীয়া জেলার দেওয়ানের বেড় নামক গ্রামে রঘুনন্দনের বংশধরেরা এক্ষণে বাস করেন। অন্য এক সময়ে পলাশী পরগণার দস্যুদলস্থ কৃষ্ণনগরের অন্যতম কর্ম্মচারীর প্রাণ দণ্ড হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে পলাশী পরগণায় চৌদ্দশত বিঘা মহোত্রাণ জমি প্রদান করেন, এই

তাঁহাকে মুক্তি দেন (১)। অবশ্য বাকী রাজকর একেবারে ত্যাগ করেন নাই। এই রাজকর আদায় লইয়াই পরবর্ত্তীকালে সিরাজুদ্দৌলার তথাকথিত উৎপীড়ন! বর্গীর-হাঙ্গামায় কৃষ্ণনগর জমিদারীর পশ্চিমভাগও উৎসন্ন হয়; রাজা কৃষ্ণনগর হইতে ছয় ক্রোশ দূরে শিবনিবাস গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় চতুর্দ্দিকে খাল কাটাইয়া অবস্থান সুদৃঢ় করিয়া বাস করেন।

বিপ্লবের সময়ে ঢাকা অঞ্চল দক্ষ নায়েব্ হোসেন্‌কুলী খাঁর ও দক্ষতর দেওয়ান রাজবল্লভের কার্য্যতৎপরতায় অপেক্ষাকৃত সুশাসনে ছিল (২)। হোসেনকুলী প্রায়শঃ রাজধানীতেই বাস করিতেন, প্রকৃত শাসনকর্ত্তা রাজবল্লভ এই কারণেই প্রচুর ধনসঞ্চয় করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজনগরের প্রকাণ্ড প্রাসাদ ও উচ্চচুড় একুশ রত্ন মন্দির সমগ্র বঙ্গে সুপরিচিত ছিল। যাহা কিছু রাজস্ব ঢাকা-বিভাগ হইতেই আদায় হইয়া, বাঙ্গলার নবাবের লজ্জা নিবারণ করিত, সুতরাং রাজবল্লভের উপর আলিবর্দ্দী খাঁর কুদৃষ্টির কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। নবাবের অন্তিমকালে রাজবল্লভ শত্রুপক্ষের অভিযোগে নিকাশ দিতে মুর্শিদাবাদে আসিতে বাধ্য হন। সিরাজুদ্দৌলার বিষদৃষ্টিতে পড়িয়া তিনি কিরূপে নবীন নবাবের ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া উঠেন, পরবর্ত্তী ইতিহাসভাগে তাহা বিবৃত হইবে। যাহা হউক, বর্ত্তমান বিপ্লবসময়ে পশ্চিমবঙ্গ ছারখার হইয়া গেলেও, পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা উন্নতই ছিল দেখা যায়। যশোবন্ত রায় ঢাকায় যে সুব্যবস্থার প্রণয়ন করেন, পঞ্চাশৎবর্ষ ধরিয়া তাহারই গুণে পূর্ব্ববঙ্গ কৃষি-বাণিজ্যাদিতে উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল, এ সময়েও ঢাকাই কারুকার্য্য ও ঢাকার বিখ্যাত মস্‌লীন সভ্যজগতে সুপরিচিত ছিল। বিপ্লবকারী বর্গিদলের কৃপায় এ সময়ে পশ্চিম-

---

মহোত্রাণভোগী উত্তর রাঢীয় মিত্রগণ অদ্যপি লেখকের জন্মস্থান দুগাগ্রামে বাস করিতেছেন। বহুকাল ধরিয়া বিক্রয় করিয়া তাঁহারা সম্প্রতি এই নিষ্কর জমি নিঃশেষ করিয়াছেন। রামপাড়া নলাহাটী প্রভৃতি যে সকল গ্রামে এই সমস্ত জমি অবস্থিত, তথাকার প্রাচীন লোকের মুখে অদ্যাপি তোপে উড়াইবার কথা শুনা যায়। রাজা মাণিকচাঁদ কথিত সময়ে বর্দ্ধমানের দেওয়ান্ ছিলেন না। নবাবের অন্যতম প্রধান দেওয়ান হইয়া বসিয়াছিলেন। পরে মাণিক চাঁদের বিষয় উল্লেখ করা যাইবে। শুদ্ধ বর্দ্ধমানের দেওয়ান্ হইলে, নদীয়ার দেওয়ানের 'কই ছোটা, কোই বড়া' কথাও বিশেষ খাটে না, এবং ষড়যন্ত্রে প্রাণনাশও শীঘ্র হয় না।

(১) স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্রের জলপথে নবাবের সহিত যাত্রা ও কৌশলে জলমগ্ন ভূভাগের ও বংশশ্রেণীতে আচ্ছাদিত নবদ্বীপের দুরবস্থা জানাইয়া উদ্ধার পাইবার প্রবাদ উল্লেখ করেন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁকে নির্ব্বোধ প্রমাণ করা বড়ই সাহসিকতা।

(২) ঢাকার দেওয়ান্ গোকুলচাঁদের হোসেনকুলীর ষড়যন্ত্রে অবমানিত ও পদচ্যুত হইবার পর হইতেই রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠা (১১৫৫ হিঃ ১৭৪৩ খৃঃ)। মুতাক্ষরীণ, প্রথমখণ্ড।

বঙ্গের ব্যবসায়ী ও কারুগণের অনেকে নিরাপদ ভাবিয়া স্থায়ীভাবে পূর্ব্ব-অঞ্চলে বাস করিতে আরম্ভ করিয়া এই উন্নতির সহায়তা করে।

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবের বিষয় এ পর্য্যন্ত যত দূর বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেই অনুমিত হইবে, এ কালে প্রত্যন্তপ্রদেশের হিন্দু ও মুসলমান রাজা ও জমিদার-বর্গ বহুলপরিমাণে পূর্ব্বের মত স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবার অবকাশ পাইয়া-ছিলেন। ত্রিপুররাজ এ কালে আপনার নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার করেন, পরবর্ত্তী সময়ে অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট সাময়িক পেস্কস্ উপঢৌকন ভিন্ন রাজ-কর আদায় হয় নাই। বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটের রাজারা নিজ নিজ অধিকার-রক্ষায় বিব্রত ছিলেন। এ স্থলে উল্লেখ করা উচিত, মহারাষ্ট্রীয়গণ এই প্রদেশের ভূস্বামী ও প্রজাবর্গের সাহস ও সমরকুশলতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন (১)। বীরভূমিকে তাঁহাদের কাগজপত্রে "বীরভুবন" নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসিগণ যে তৎকালে তীর-তরবারী ধারণ করিয়া নির্ভয়ে শত্রুতাড়নে সমর্থ হইত, এই নির্দ্দেশ হইতেই তাহা যথেষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। দুর্দ্দান্ত অগণিত মহারাষ্ট্র-সেনার সম্মুখে স্বদেশরক্ষায় বদ্ধপরিকর হওয়া, এবং সেই উদ্যমের কিয়ৎপরিমাণে সফলতা সম্পাদন করা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।

১১৬৬ হিঃ সালে (১৭৫৩ খ্রীঃ) নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সর্ব্বপ্রকারে হিতা-কাঙ্ক্ষী কর্ম্মচারী ও বিশ্বস্ত বন্ধু রাজা জানকীরাম ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে নবাব তাঁহার পুত্রচতুষ্টয়কে শোকের খেলাৎ দিয়া সমবেদনা জানাইলেন। রাজা দুর্ল্লভরাম পিতার নামে সৈন্যপরিসংখ্যার দেওয়ানী করিতেছিলেন, এক্ষণে এই কার্য্যে স্থায়ীভাবে নিয়োজিত হইলেন। রাজা রামনারায়ণ পাটনায় নায়েব-নাজিমের কার্য্য পাইলেন। রায়রায়ান্ চিন্ময় রায়ের মৃত্যুর পর যথাক্রমে বীরুদত্ত, উমেদ রায় এবং আলমচাঁদের পুত্র রাজা কীর্ত্তিচাঁদ রাজস্ববিভাগের দেওয়ানীপদে নিযুক্ত হন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর হস্তে এইরূপে পূর্ব্বতন ধীমান্ মুসলমান-নরপতিগণের অবলম্বিত প্রথার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার হওয়ায়, হিন্দুপ্রীতি বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। এই কারণেই হিন্দু মুসলমান সেনানীবর্গ দেশরক্ষার জন্য দশ বর্ষ ধরিয়া একপ্রাণে নবাবের ধ্বজার নিম্নে অবিচলিত উৎসাহে দণ্ডায়মান ছিলেন। বলা বাহুল্য, সেকালের উচ্চপদস্থ হিন্দুকর্ম্মচারিমাত্রেই মনসব্দার (সেনানায়ক)ও ছিলেন।

(১) "নাগপুরকর ভোসল্যাংচ্যা সম্বন্ধাচে কাগজ—৯ পৃঃ।"

(১১৬৯ হিঃ) ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় নোয়াজিস্ ও সইদ্ আহম্মদ্ উভয়েই কালগ্রাসে পতিত হন। নোয়াজিস্ মহম্মদ দুর্ব্বলচিত্ত হইলেও, দাতা ও বিপন্নের বন্ধু ছিলেন। আপামরসাধারণের নিকটে তাঁহার মতিঝিল-প্রাসাদের বিরাট্ তোরণদ্বার উন্মুক্ত ছিল। ইঁহাদের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই, ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁও শোথ এবং উদরীরোগে শেষ শয্যাশায়ী হইলেন, তাঁহার এই শেষ পীড়ার অবস্থায় কিয়ৎকাল তাঁহার পরামর্শমত সিরাজুদ্দৌলা রাজকার্য্য আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে মাতামহের বিশেষ অনুরোধে সিরাজ কোরাণ স্পর্শ করিয়া পান দোষ ত্যাগ করেন (১)।

অতঃপর নোয়াজিস্ মহম্মদের পত্নী নবাবের জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘেসিটী বেগম আপন পালিত পুত্র সিরাজুদ্দৌলার কনিষ্ঠ সহোদর একরাম্-উদ্দৌলার এক অপোগণ্ড শিশুর নামে সিংহাসন লাভের আশায় আত্মপক্ষ সবল করিতে প্রয়াসী হইলেন। হোসেন্কুলী খাঁর শোচনীয় মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতেই রাজা রাজবল্লভ ঢাকায় সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছিলেন। নোয়াজিস্ মহম্মদের মৃত্যুঘটনার সময়ে তিনি মুর্শিদাবাদে উপস্থিত ছিলেন। তিনি চিরদিনই এক জন চক্রী বলিয়া বিখ্যাত। এক্ষণে ঢাকার তহবিলের হিসাব নিকাশের সময় তিনি বুঝিলেন, সিরাজুদ্দৌলার পক্ষ সমর্থন করিলে তাঁহার নিজের কোন লাভের আশা নাই, সিরাজুদ্দৌলার হস্তে সম্মান রক্ষা হইবে, এ ধারণাও তখন দরবারের প্রধানপক্ষের মধ্যে কাহারও মনে ছিল না। রাজবল্লভ চিরকাল নোয়াজিসের অনুগত, ঘেসেটী বেগমও শুভানুধ্যায়ী বলিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। নিঃসন্তান নোয়াজিস্ মহম্মদ সিরাজের কনিষ্ঠ একরাম্ উদ্দৌলাকে সস্নেহে পালন করিয়াছিলেন; একরাম্ উদ্দৌলার শোকেই নোয়াজিসের প্রাণবায়ুর অবসান হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বেই নোয়াজিস্ মহম্মদ একরামের শিশুপুত্রকে নিজের উত্তরাধিকারী করিয়া যান; এক্ষণে বেগমের পক্ষ হইতে ঐ শিশুসন্তানকে মস্নদে বসাইবার কল্পনায়, রাজবল্লভ বেগমের অনুগত সেনানীদলের সহিত মতিঝিলের প্রাসাদে মন্ত্রণা আঁটিতে লাগিলেন।

ঐতিহাসিক অর্ম্ম সাহেব বলিয়াছেন, 'নোয়াজিস মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নীর উপরও রাজবল্লভের আধিপত্য স্থায়ী থাকিল, বেগমের

(১) Scraftons Reflections—P 50.

সহিত রাজবল্লভের অন্তরূপ সম্বন্ধও লোকে সন্দেহ করিত, যাহা একের উচ্চ পদ ও অপরের ধর্ম্মের অনুযায়ী নহে'। (১) বৃদ্ধ নবাব রুগ্নশয্যায় পড়িলে রাজবল্লভ কল্পনা করিলেন, ভবিষ্যতে ফলাফল যেরূপ দাঁড়ায় সেইরূপই করিবেন; আপাততঃ ঢাকায় পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে লিখিয়া পাঠাইলেন, সময় থাকিতে পরিবারবর্গ ও ধনসম্পদ্ লইয়া নৌকাপথে কলিকাতায় যাইয়া আশ্রয় লওয়াই শ্রেয়ঃ। মুর্শিদাবাদে থাকিয়াই প্রস্তাবিত আশ্রয়লাভের পন্থাও আবিষ্কৃত হইল। কাশিমবাজারের কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স সাহেবের দ্বারা কলিকাতায় অনুরোধপত্র প্রেরিত হইল,—যাহাতে কৃষ্ণবল্লভ সপরিবারে জগন্নাথদর্শনে যাত্রার সময়ে প্রয়োজন হইলে কিছু দিন কলিকাতায় আশ্রয়প্রাপ্ত হন। রাজবল্লভের নিকট অনেক প্রত্যাশা আছে,ঢাকা অঞ্চলে তাঁহার হস্তেই কোম্পানীর বাণিজ্যের জীবন মরণ—ইত্যাদি কথাও ওয়াট্‌স সাহেবের পত্রে লিখিত ছিল। (২) কৃষ্ণবল্লভ সম্বন্ধে ওয়াট্‌স সাহেবের সুপারিশ-পত্র পঁহুছিবার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণবল্লভের তীর্থযাত্রার তরণীগুলি ঢাকার বিপুল ধনভাণ্ডার ও তৎসহ সরকারী কাগজপত্র বক্ষে ধারণ করিয়া কলিকাতার নিকটস্থ হইল। অধ্যক্ষ ড্রেক্ তখন স্বাস্থ্যলাভ জন্ম বালেশ্বর-বন্দরে বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতে কাউন্সিলের অবশিষ্ট সভ্যেরা ওয়াট্‌স সাহেবের অনুরোধে নির্ভর করিয়া কৃষ্ণবল্লভকে স্থান দিলেন। হলওয়েল্ সাহেবই এ ব্যাপারের প্রধান উদ্যোগী। উত্তরকালে কৃষ্ণবল্লভকে কলিকাতায় আশ্রয় দেওয়ার সময়ে হলওয়েল্ ও মানিংহাম্ সাহেবদ্বয় পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা হস্তগত করেন বলিয়া অভিযোগ উঠে। হলওয়েল্ এ কথা অস্বীকার করিয়া ক্লাইব প্রভৃতি কমিশনারগণের নিকট এক প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দেন, কমিশন কৃষ্ণবল্লভের

(১) 'With whom he was supposed to be more intimate than became either her rank or his religion' বিশেষ প্রমাণাভাবে এ কথা সত্য বলিয়া গ্রহণে আমরা অসমর্থ। অর্ম্ম স্বয়ং এ সময়ে বাঙ্গলায় আসেন নাই। হলওয়েলের—"The chief minister and favorite of his (Rajbullav's) mistress, the young begum" ইত্যাদি, কোন উক্তি হইতে অর্ম্মের উক্ত কথার উৎপত্তি মনে হয়। ঘেসেটী বেগমের চরিত্র হোসেনকুলী-প্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে। পরে মির্ নজর্ আলিকে সু-নজরে রাখায়, বৃদ্ধ রাজবল্লভের বল্লভত্বে সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ আছে।

(২) Holwell's Vindication His letter D. Fulta the 30th Nov. 1756 &. Watts' letter. ইংরেজ দপ্তরের কাগজে কৃষ্ণদাস নাম আছে। কৃষ্ণদাসের পত্নী এসময়ে আসন্নপ্রসবা ছিলেন, অন্য বিবরণীতে দৃষ্ট হয়। ইহাতেই তীর্থযাত্রার গল্প মাটি করিতেছে।

এজাহার লইয়া ইহা মিথ্যা বলিয়া রিপোর্ট দিয়াছিলেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারী-দলের পরস্পর বিবাদে এই মিথ্যা জনরব উঠাও অসম্ভব নহে, পক্ষান্তরে হলওয়েল্ মহাত্মাও যুধিষ্ঠির ছিলেন না, পরে দৃষ্ট হইবে।

কলিকাতার দেশীয় বণিকগণের মধ্যে স্বনামধন্য অমিচাঁদ (১) প্রধান ছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সৈন্যদলের সঙ্গে তাঁহার বিহার হইতে বঙ্গাগমনের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আলিবর্দ্দী খাঁর প্রসাদে উত্তরোত্তর ধনশালী হইয়া, অমিচাঁদ ইদানীং কলিকাতায় বাণিজ্য-কার্য্যালয় স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। তাঁহার কলিকাতাস্থ সুরম্য আবাস ও বৃক্ষবাটিকা লক্ষ্য করিয়া, সমকালের ইংরেজ-লেখকগণ তাঁহাকে রাজাবিশেষ বলিয়া গিয়াছেন। বঙ্গ-বিহারের প্রধান প্রধান স্থানে তাঁহার কার্য্য চলিত। নবাব দরবারে অমিচাঁদের বিশেষ প্রতিপত্তি থাকায়, ইংরেজ কোম্পানী অনেক বিপদে তাঁহার কল্যাণে উদ্ধার পাইয়াছেন। তাঁহার সাহায্যে মফঃস্বলে দাদন দিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য লব্ধপ্রসর হইয়াছিল। বর্গীর হাঙ্গামায় বাণিজ্যব্যাপারের ক্ষতি হইল, কিন্তু ইংরেজপক্ষ বলিয়া বসিলেন অমিচাঁদ নিজের লাভের দিকেই অধিকতর দৃষ্টি রাখেন, তাঁহার শঠতায় এরূপ ক্ষতি হইতেছে, তিনিই অনর্থের মূল। (২) ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইংরেজ কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণ দাদনের পরিবর্ত্তে মফঃস্বল-আবঙ্গে নিজের গোমস্তা পাঠাইয়া জিনিসপত্র দেখিয়া শুনিয়া ক্রয় করিবার চিরাগত প্রণালীর পুনঃপ্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই কারণে অমিচাঁদের সহিত ইংরেজপক্ষের আর তদ্রূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল না।

১) অমিচাঁদের নাম লইয়া একালে বিভ্রাট্ ঘটিয়াছে। স্বর্গীয় পণ্ডিত আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয় বিশ্বকোষে প্রথম আমিরচাঁদ নামে ইঁহার উল্লেখ করেন। এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় লেখককে হাইকোর্টের রেকর্ড আফিসে রক্ষিত একখানি উইলের কথা বলেন, পরে তিনি এই উইল প্রকাশ করিয়াছেন,—(সাহিত্য-সংহিতা, ১ম খঃ)। আত্মীয় সাক্ষিগণ জবানবন্দীতে তাঁহাকে আমিরচাদ বলিয়াছেন। মুতাক্ষরীণে 'আমিন্‌চাঁদ রুড়ী' আছে। পারসী 'ন' ও 'র' এর গোলযোগ হইতে পারে না। মুস্তাফা ও উর্দ্দু-অনুবাদক 'আমিন্‌চাঁদ' গ্রহণ করিয়াছেন। হলওয়েল্ প্রথম হইতেই 'Omychand' লিখিয়াছেন। পরবর্ত্তী ইংরেজ লেখকের হস্তে শেষে 'উমিচাঁদ' দাঁড়াইয়াছে। হণ্টার 'উমাচরণ' করিয়া কোন কোন লেখককে ভ্রমের পথে লইয়া গিয়াছেন। আমরা পরিচিত অমিচাঁদ নামেই উল্লেখ করিলাম। অমিচাঁদ পশ্চিমাঞ্চলের লোক, তাঁহার কথিত উইল মহাজনী নাগরী অক্ষরে লিখিত ছিল, প্রতিলিপি তাহা দেখাইয়া দিতেছে। উইলে 'গণেশায় নমঃ' থাকিলেও গোবিন্দজী নানককে সম্পত্তি অর্পিত হইয়াছে।

(২) Orme—P. 50.

অমিচাঁদও অতঃপর কোম্পানীর সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া নিজ ব্যবসায়ে দ্বিগুণ উৎসাহে মনোযোগ দেন। ফলতঃ ইহা লইয়া কোম্পানীর সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়; ইহার ফলাফল পরে বর্ণিত হইবে। রাজবল্লভের সহিত বণিক্‌প্রবরের বিশেষ পরিচয় ছিল, কৃষ্ণবল্লভের জন্য তাঁহার নিকটেও অনুরোধপত্র আসিয়াছিল। তজ্জন্য কৃষ্ণবল্লভ কলিকাতায় পদার্পণ করিলেই, তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বাসস্থানাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন।

কৃষ্ণবল্লভের কলিকাতা পঁহুছিবার সংবাদ মুর্শিদাবাদে আসিতে বড় বেশী বিলম্ব হয় নাই। বণিক্ কোম্পানীর লোকে পলায়িত কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দিতে সাহস করিয়াছে, অতএব তাহারা ঘেসিটী বেগমের পক্ষ সমর্থন করিবে, এই বিশ্বাস সিরাজের মনে বদ্ধমূল হইল। তিনি রুগ্নশয্যায় শায়িত নবাবের নিকট এই বলিয়া অনুযোগ করিলেন। বৃদ্ধ নবাব উত্তর করিলেন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে (১)। তথাপি ইংরেজপক্ষের কার্য্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইল, কোম্পানীর উকীল প্রতিদিন দরবারে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। কাশিমবাজারের ইংরেজগণের মনে ভীতির সঞ্চার হইল। ওয়াট্‌স সাহেব সংবাদ দিলেন, নবাব-দরবার হইতে কলিকাতায় গুপ্তচর প্রেরিত হইয়াছে। নবাবের পরলোকান্তে বিভ্রাট্ ঘটিবার আশঙ্কা থাকিলেও, ইংরেজপক্ষ এ অবস্থায় কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এ দিকে বৃদ্ধ নবাব পীড়া দুঃসাধ্য জানিয়া, ঔষধ সেবন পরিত্যাগ করিলেন। সম্পূর্ণ দুই মাস শয্যাগত থাকিবার পরে তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হইল।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর চরিত্রে রাজোচিত সদ্‌গুণের ভাগ সবিশেষ পরিস্ফুট। রাজ্যশাসন বা প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলার্থে শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য,

(১) কাশিমবাজারের ইংরেজ ডাক্তার ফোর্থ সাহেবের সহিত নবাবের এই সময়ের কথোপকথন হল্‌ওয়েল্ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সিরাজুদ্দৌলার উক্ত অভিযোগের সময় ডাক্তার সাহেব তথায় উপস্থিত। নবাব তাঁহাকে ইংরেজের তাৎকালিক সৈন্যবল ও জাহাজ প্রভৃতির কথাও জিজ্ঞাসা করেন। অর্ম্ম ও পার্কার প্রভৃতি পরবর্ত্তী লেখকগণ এই কথোপকথনব্যাপার তাঁহাদের পুস্তকে স্থান দিয়াছেন। এ বিষয়টি হল্‌ওয়েল্ মহাত্মার স্বকপোলকল্পিত বলিয়া স্বীকার না করিলেও দৃষ্ট হয়, যৎকালে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ বিপ্লবের পরে পরস্পরের স্কন্ধে দোষ আরোপণের প্রয়াস পাইয়াছেন, যখন ওয়াট্‌স প্রভৃতি সকলেই হলওয়েল-বর্ণিত আলিবর্দ্দীর অন্তিম উপদেশের সত্যতাবিষয়ে সন্দিহান, তখন হল্‌ওয়েল্ নিজ মত সমর্থনের জন্য এই নবাব-ডাক্তার-প্রসঙ্গের আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার 'বন্ধুবর্গের দ্বারা প্রকাশিত' পুস্তকে ইহা প্রথমে জন সমাজে প্রচারিত হয়। পরে ইহা বিস্তৃতরূপে উল্লিখিত হইবে।

ভ্রান্ত শাসননীতির অনুসরণে তিনি যে দুই একটি নরহত্যা করিয়াছিলেন, তাহা ত্যাগ করিলে (১) দেখা যায়, মনস্বিতার উৎকর্ষ ও চরিত্রগুণে তিনি ঐতিহাসিকযুগের প্রধান নরপতিগণের মধ্যে এক উচ্চতর আসন পাইবার উপযুক্ত। চিরদিন একমাত্র পরিণীতা পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নীতে অনুরক্ত থাকিয়া, তিনি নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর ন্যায়, মুসলমান—মুসলমান কেন, সর্ব্বদেশীয় চরিত্রহীন রাজকুলের মধ্যে এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রাত্যহিক রাজকার্য্য ও ধর্ম্মালোচনা আদর্শস্থানীয় (২)। তিনি অবসরকালে সুধী পণ্ডিতসমাজের সহিত সদালাপে সৎপ্রসঙ্গে কালকর্ত্তন করিতেন। শেষদশায়, শান্তির সময়ে সর্ব্বপ্রযত্নে হৃতসর্ব্বস্ব প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত ব্যবস্থাপ্রণয়নে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন, 'বঙ্গদেশের সৌভাগ্য যে, এই মহারাষ্ট্রীয়বিপ্লবের দিনে সরফরাজের মত দুর্ব্বলচিত্ত লোকের হস্ত হইতে রাজদণ্ড নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর মত লোকের হস্তে পড়িয়াছিল।' ভগবানের উদ্দেশ্য কে জানে? ঐতিহাসিক কারণপরম্পরায় কার্য্য-স্রোত কোন্ দিকে প্রধাবিত হয়, কে তাহার নির্ণয় করিতে পারে? আলিবর্দ্দী খাঁ না থাকিলে, বঙ্গের ভাগ্য কোন্ পথে, কি ভাবে চালিত হইত, কে তাহা গণনা করিবে?

(১) গোলাম হোসেন্ বা ইউসফ্ আলি এ জন্য অনুযোগ করেন নাই, পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তারিখ্ বাঙ্গালার অনুযোগ ঐতিহাসিকের মত নহে।

(২) গোলাম হোসেন্ আলিবর্দ্দীর নিত্যকর্ম্মের এক বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।

অষ্টম অধ্যায়।

সিরাজুদ্দৌলা।

ঘেসিটী-বেগম—ইংরেজ সংঘর্ষ।

১১৬৯ হিঃ সালের ৯ই রজব, (এপ্রেল. ১৭৫৬) প্রাতে ৫টার সময় প্রজাবৎসল মহাত্মা আলিবর্দ্দী খাঁ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার দুই একদিন পরেই সিরাজুদ্দৌলা কলিকাতায় ইংরেজ-প্রেসিডেণ্টকে কৃষ্ণবল্লভকে পাঠাইবার জন্য আদেশ প্রেরণ করেন। দৌত্য-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী রাজা রামরাম সিংহের ভ্রাতা নারায়ণ সিংহ এই পত্রবাহক। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে বর্গীয় হাঙ্গামায় কৃতিত্ব দেখাইয়া রামরাম সিংহ মেদিনীপুরের ফৌজদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পরে উড়িষ্যার নায়েবী-পদে উন্নীত হন। দূত নারায়ণ সিংহ ফেরীওয়ালার ছদ্মবেশে নগরে প্রবেশ করেন। (১) গবর্ণর ড্রেক্ সাহেব সে দিন বারাসতে গিয়াছিলেন। নারায়ণ সিংহ গোপনে অমি-চাঁদের গৃহে উপস্থিত হইলে, অমিচাঁদ অধ্যক্ষ সাহেবের অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে জমিদার ও সহর কোতোয়াল হল্‌ওয়েলের সম্মুখে লইয়া যান। পর দিন ড্রেক্ সাহেব সহরে আসিলে, অমিচাঁদের উপর অনেকের বিরক্তিভাব ছিল বলিয়া কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত হইল যে, অমিচাঁদ নিজের মর্য্যাদাবৃদ্ধির জন্য এই গুপ্তচরের অবতারণা করিয়াছেন, ভয়প্রদর্শনই তাঁহার উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে কাশিমবাজার হইতে যেরূপ সংবাদ আসিয়াছিল, তাহাতে সিরাজুদ্দৌলা ও ঘেসিটি বেগমের মধ্যে জয়-পরাজয়ে সন্দেহ, এইরূপ অনুমিত হইয়াছিল। (২) বেগমের আশা রাজবল্লভের সাহায্যে তখনও সজীব আছে; এ কারণে

---

(১) Holwell's Letter, 30th November, 1756

(২) বিপ্লবের শেষে ইংরেজ-কর্ম্মচারিগণের গৃহবিচ্ছেদে অনেকটা সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। হল্‌ওয়েল্ সাহেবে[illegible]রেই কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দেওয়ার দোষ পড়ে, পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। ওয়াট্‌স [illegible] "আমি কৃষ্ণবল্লভকে অধিক দিন আশ্রয় দিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। হল্‌ওয়েলও স্বীকার করিতেছেন, 'ওয়াট্‌স সাহেব একপত্রে অধ্যক্ষ ড্রেক্ সাহেবকে লিখিয়' ছিলেন, আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু নিশ্চয়, কোন্ দিকে জয় পরাজয় হয় স্থির হয় নাই, অতএ রাজবল্লভের পরিবারগণকে আশ্রয়দান আর কর্ত্তব্য নহে। এসংবাদে ভবিষ্যতে অশুভশঙ্কার আ

কৃষ্ণবল্লভকে তাড়াইয়া দেওয়া সমীচীন নহে, ইত্যাদি—চিন্তায় কাউন্সিলের সভ্যগণ মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতেছিলেন। সুতরাং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, প্রেরিত দূত ও তাহার পত্র সন্দেহজনক, তাহার পরোয়ানা গ্রহণ করা উচিত নহে। যে সকল ভৃত্যের প্রতি দূতকে নগর হইতে বিদায় দিবার আদেশ হইয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল। বর্ত্তমান কার্য্যের ফল পাছে শেষে বিষময় হইয়া উঠে, এই ভয়ে ওয়াট্‌স সাহেবকেও সাবধান হইতে লেখা হইল। প্রকৃত কথা, কোম্পানীর কলিকাতার কর্ম্মচারিগণ তখন দুই দিক্ বজায় রাখিবার চেষ্টায় ছিলেন। যে পক্ষ জয়ী হয়, ভবিষ্যতে সেই দিকেই পূজাপ্রদানের পরামর্শ হইয়া রহিল। অবশ্য সিরাজুদ্দৌলা নবাব হইলেই তাঁহার নিকট অভিনন্দনপত্র প্রেরণের ত্রুটি হইল না। যাহা হউক, দূত তাড়িত হইলেন। (১)

যথাসময়ে দূতের অপমানবার্ত্তা সিরাজুদ্দৌলার কর্ণগোচর হইল। হিতকাম উপদেষ্টৃগণের সৎপরামর্শ গ্রহণ করিয়া, ঘেসিটি বেগমের ও শওকৎজঙ্গের সহিত গৃহবিবাদ স্মরণ করিয়া, সিরাজুদ্দৌলা এ সময়ে ক্রোধসংবরণ করিলেন। এখনও তিনি সিংহাসনে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হন নাই, সময়ে ইহার প্রতিফল দিলেই চলিবে, এই ভাবিয়াই নিরস্ত হইলেন। ওয়াট্‌স সাহেব এবং দরবারের ইংরেজ-পক্ষের উকীল দূতের সহিত প্রেরিতপত্রে সন্দেহ করিবার কারণ ব্যাখ্যা করি-

পরামর্শ দিয়াছিলাম, যাহাতে কৃষ্ণদাসের আর থাকা না হয়। ড্রেক সাহেব ইতস্ততঃ করিতে-ছিলেন। পরে নবাবের মৃত্যু সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে যখন শুনা গেল, রাজবল্লভের সাহায্যে 'বেগম' সিরাজের বিরুদ্ধে উত্থান করিয়াছেন, তখন তাঁহার পরিবারবর্গকে কলিকাতা হইতে তাড়াইয়া দেওয়া কোম্পানীর স্বার্থের অনুকূল নহে এইরূপ অনুমিত হইয়াছিল। উপরন্তু চারিদিক্ হইতে বেগমের অনুকূল সংবাদই আসিতেছিল'। ইহার উত্তরে ওয়াট্‌স সাহেব বলেন 'বেগমের পক্ষে জয় সম্ভব, এ খবর হলওয়েল কোথায় পাইলেন, আশ্চর্য্য? বেগমের মত দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কৃতকার্য্য হইবেন, ওয়াট্‌স একথা খনও ভাবেন নাই। হলওয়েল ওয়াট্‌স লিখিত পত্রের মর্ম্মও সকল স্থানে ঠিক্ বলেন নাই।'

(১) W Tooke এর লিখিত বিবরণীতে ইতিপূর্ব্বে Fucker Touger ও অন্য একজন দূতকে এই ভাবে তাড়াইয়া দিবার কথা আছে। এই ফকির তুগার-ফকর-উৎ-তোজ্জার'—বণিক গৌরব খোজা বাজিদ্. মিঃ বেভারিজের ইহাই বিশ্বাস। মিঃ হিলও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। খোজা-বাজিদের ন্যায় সম্ভ্রান্ত লোককে এরূপে তাড়াইয়া দেওয়া সম্ভব নহে তিনি হুগলীর প্রধান সদাগর। Tooke সাহেবের বিবরণীতে অনেক অবান্তর কথা আছে। Orme Mss ইহাকে Satirical narrative আখ্যা দিয়াছে। See Hill's Records—Vol I. P. 248. &c.

লেন। সিরাজুদ্দৌলা তাহাতেই যেন সন্তুষ্ট, এরূপ ভাব দেখাইলেন। ওয়াট্‌স বা প্রেসিডেণ্ট, কাহাকেও আর কৃষ্ণবল্লভ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা হইল না।

এ দিকে রাজ্যপ্রাপ্তির পরে সিরাজুদ্দৌলা কয়েক দিন শোকপ্রকাশে অতিবাহিত করিলেন ; তৎপরে রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। প্রথমেই পিতৃব্যপত্নী ঘেসিটী বেগমকে মতিঝিল প্রাসাদ হইতে অন্যত্র আনাইয়া অবরুদ্ধ করার কল্পনায় এক দল সৈন্য প্রেরিত হইল। সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতি অনুমতি হইল,—বেগমের সমস্ত সম্পত্তি, নগদ টাকা ও মণিমুক্তা, এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি আয়ত্ত করিয়া, রাজকোষে আনিয়া পঁহুছিয়া দিবেন। গোলাম্ হোসেন্ লিখিয়াছেন, 'নির্ব্বোধ বেগম এখন অনুচরবর্গের মধ্যে অজস্র অর্থবৃষ্টির ফল হৃদয়ঙ্গম করিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যুর পর হইতে যে সমস্ত সেনানী তাঁহার অর্থে উদর-পূর্ত্তি করিতেছিল, তাঁহার মূল্যবান্ উৎকোচ উপহারে নবাবীগিরী আরম্ভ করিয়াছিল, সেই পাত্রেসমিত অর্থগৃধ্নু বন্ধুগণ কার্য্যকালে সরিয়া পড়িল। অনেক সৈন্যও তাহাদের দলপতিগণের পন্থা অবলম্বন করিতে লাগিল, সামান্য যে কতকগুলি ছিল তাহারাও আক্রান্ত ও বেষ্টিত হইয়া হতবুদ্ধি হইল।' বেগমের প্রিয়পাত্র মির্ নজর্ আলিও স্বয়ং অন্যের অপেক্ষা বেশী সাহস দেখান নাই। সম্ভবতঃ বয়োবৃদ্ধা বেগমের প্রেম অপেক্ষা অর্থভাণ্ডারের দিকেই তাঁহার অধিক লক্ষ্য ছিল। ঐতিহাসিক বলেন, সিরাজুদ্দৌলার বিপক্ষে বাধা প্রদানের যে ব্যক্তি প্রধান পরামর্শদাতা, বিবির বিষয়কর্ম্মের ও তৎসহ হৃদয়ের উপর যাহার বিশেষ অধিকার ছিল, সেই নজর্-আলিও এক্ষণে হতবুদ্ধি হইলেন। দোস্ত মহম্মদ ও রহিম খাঁ নামক সিরাজের দুই জন সেনানীকে উৎকোচ দ্বারায় বশীভূত করিয়া, নজর্ আলি নিজের পলায়নের (১) পথ পরিষ্কার করিলেন। অতঃপর ঘেসিটী বিবির সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষে আনীত হইল(২)। যে পাপিনী বেগম ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া,

---

(১) অনুবাদক মুস্তাফা টীকায় লিখিয়াছেন, নজর আলি হোসেনকুলী খাঁর ন্যায় উন্নত বপুষ্মান্ সুশ্রী পুরুষ ছিলেন। 'এই ব্যক্তি ১২ বা ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের মণিমুক্তাদি এবং ঐ, পরিমাণে কত নগদ অর্থ লইয়া বাঙ্গলা হইতে প্রস্থান করে। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায় মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া এক বাইজীর অনুগ্রহে উদরান্ন পাইয়া জীবন ধারণ করে। বেনারসে গিয়া জুয়া খেলায় ঐ সমস্ত অর্থ উড়াইয়া দেয়।' মুস্তাফা মহাশয়ের অতিরঞ্জিত বর্ণনের অভ্যাস প্রবল।

(২) মুতাক্ষরীণকার বলিয়াছেন, 'বিবস্তা দাসীর সাহায্যে অনেক স্বর্ণ-মুদ্রা স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তের সময়, চক্রান্তকারিগণের সহিত যোগ দিয়া ইহা ব্যবহার করা হয়।'

ভগিনীপুত্রকে পুত্রসম না দেখিয়া ঘৃণা করিয়াছিল, হোসেন্‌কুলী খাঁর হত্যাকাণ্ডে যে নিজদোষ বিস্মৃত হইয়া পোষকতা করিয়াছিল, নানা কুকীর্ত্তিতে যাহার জীবন কলুষিত ছিল, আজ সে উপযুক্ত শাস্তি পাইল। সম্মান ও অর্থ অপহৃত হইলে, স্বয়ং অবরুদ্ধঅবস্থায় বাস করিতে লাগিল।' কিন্তু এ স্থলে পরমাত্মীয় ভগ্নীপুত্র মাতৃষ্বসাকে অন্তঃপুরে আনাইবার অধিকারী ইত্যাদি কথায় সিরাজের সমস্ত অত্যাচার সমর্থন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। এ ক্ষেত্রে আত্মীয়ের মত কোন ব্যবহার হয় নাই। ঘেসিটী বেগমের কুকীর্ত্তির সহচারিণী ননদিনী রাবিয়া বেগম তাঁহার কন্যা একরাম-পত্নীর আনুকূল্যে কোন প্রকারে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন।

ইংরেজের সহিত সংঘর্ষের দ্বিতীয় কাণ্ডও এই সময়ে আরম্ভ। ফরাসিগণের সহিত ইংরেজ কোম্পানীর পুনরায় যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছিল। লা-ওরিয়েণ্ট হইতে এক দল ফরাসী ভারতে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল এই সংবাদ পাইয়া, কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ১৭৫৬ খৃঃ ২৯শে জানুয়ারির পত্রে এ দেশের কর্ম্মচারিগণকে বিশেষ সাবধান হইয়া আত্মরক্ষা করিতে এবং সুবাদারের অনুগ্রহদৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন (১) এ সময়ে কলিকাতার দুর্গে মুষ্টিমেয় সৈন্যমাত্র ছিল। বিলাতে এখানকার জন্য সৈন্যসংগ্রহ করাও সেকালে কঠিন ব্যাপার ছিল, তাহা আবার জাহাজে করিয়া এ দেশে পাঠাইয়া সাহায্য করা আরও দুরূহ। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ ইতিপূর্ব্বেই ফরাসিগণের সহিত যুদ্ধের আশঙ্কা বা ছল করিয়া কলিকাতা সুদৃঢ় করিবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। দুর্গসংস্কার করিবার জন্য ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত হইতে তিন চারি জন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার পাঠাইবার জন্য পত্র দেওয়া হয়। (২) যাহা হউক, এপ্রেলের প্রথমেই ডিরেক্টরগণের পত্র পঁহুছিলে, নবাব মৃত্যুশয্যায় শয়ান, এ অবস্থা বিশেষ অনুকূল দেখিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ সত্বর দুর্গনির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। অবসর বুঝিয়া ডিরেক্টরগণের পত্রের শেষদিকের মর্ম্ম অবশ্য বিস্মৃত হইলেন। রীতিমত সুদৃঢ় করিতে হইলে, প্রাচীন দুর্গ ভাঙ্গিয়া গড়িতে হয়, তাহাতে অর্থব্যয় অনেক, সঙ্গোপনে কার্য্যসিদ্ধিরও সুবিধা নাই, সুতরাং আপাততঃ পশ্চিম দিকের কামানসংস্থানের কয়টি স্থান সংস্কারের জন্য লোক নিযুক্ত হইল। (৩) চরমুখে এ সংবাদও নবীন নবাবের

(১) Court's Letter
(২) Despatch to Court, 22 August, 1755.
(৩) Howell's Letter, Para—9

কর্ণগত হইলে, তিনি বিশেষ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া ঐ সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্ত পরোয়ানা পাঠাইলেন।

মতিঝিল অধিকারের পর দরবারে বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। মীরজাফর খাঁ বহু দিন হইতে দেওয়ান্-ই-তন্ অর্থাৎ সৈন্তপরিসংখ্যার প্রধান সদস্ত ছিলেন। তাঁহাকে কেবল নামে মীর বক্সী (প্রধান সেনাপতি) রাখিয়া উক্ত পদে নূতন লোক মীরমদনকে নিয়োজিত করা হইল। মীরমদন ঢাকার হোসেন্কুলী খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হাসান্ উদ্দীনের পার্শ্বচর ছিলেন। পরে মুর্শিদাবাদে আসিয়া সিরাজুদ্দৌলার অনুগত হন। সিরাজুদ্দৌলার নিজের দেওয়ান্ মোহন-লাল, দেওয়ান্ ই-আলা, মোদার-উল্-মোহান্ অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নীত হইলেন। রাজকার্য্যের প্রত্যেক বিভাগের কর্ত্তৃত্বভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইল। তাঁহাকে মহারাজা উপাধি ও তৎসহ বাদশাহী প্রথামত নক্ড়া, ঝালড়দার পাল্কী ও পাঁচ হাজারী মন্সব্দারী (সেনানায়কত্ব) ও প্রদত্ত হইল। কিন্তু মোহনলালের এই অত্যধিক উন্নতিই সিরাজের অধঃপতনের বীজ বপন করিয়া রাখিল। একে তাঁহার যৌবনসময়োচিত উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে প্রবীণ মন্ত্রিদল পূর্ব্বাবধিই অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাহাতে আবার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই সিরাজুদ্দৌলা প্রবীণগণকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদের স্কন্ধ দিয়া মীরমদন ও মোহনলালের মত অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বোচ্চ পদে উন্নীত করিলেন। ইঁহারা উপযুক্ত হইলে কি হয়? প্রাচীন মন্ত্রিদলের অবমাননা করিয়া, এইরূপ অবিমৃষ্যকারিতার সহিত নিজের বিশ্বস্ত লোকের পুরস্কার প্রদান সাধারণের অনুরাগ আকর্ষণের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বা সমীচীন রাজনীতি বলিয়া কেহই স্বীকার করিতে পারেন না। ইহাই মীরজাফর খাঁ, রাজা দুর্লভরাম এবং অন্তান্ত সদস্তের মনোভঙ্গের মূল কারণ। সামান্ত কর্ম্মচারী মোহনলালের হস্তে এত অধিক ক্ষমতা ন্তস্ত হওয়া অন্তের পক্ষে একেবারে অসহ্য হইল। দরবারের সদস্ত ও সেনাপতিগণ সিরাজুদ্দৌলার অন্তায় ব্যবহারে, অত্যাচার অনাচারে, ও পরুষবাক্যে সবিশেষ অসন্তুষ্ট ছিলেন। এক্ষণে এই দুই জন নূতন ব্যক্তির অধীনে স্থাপিত হওয়ায় তাঁহাদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের পরিসীমা রহিল না। বিশেষতঃ মোহনলালের সগর্ব্ব ব্যবহার তাঁহাদের অসহ্য হইয়া উঠিল। তজ্জন্ত প্রধান প্রধান নাগরিক ও সামন্তগণ এই অপদার্থ নবীন নরপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্ত কল্পনা করিতে লাগিলেন। ছল, বল বা রাজদ্রোহ, যে কোন উপায়ে ইঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার

কামনাই তাঁহাদের ধ্যান জ্ঞান হইল। কয়েক জন দুষ্ক্রিয়াশালী যুবক ভিন্ন ভদ্র সম্ভ্রান্ত লোকের কেহই প্রায় আর সিরাজুদ্দৌলার প্রতি আসক্ত রহিলেন না। (১) রিয়াজ-উস্-সলাতিন্ গ্রন্থকার বলেন, 'সিরাজের অন্যায়াচরণে ও কর্কশ পরুষবাক্যে সাধারণের মনে এরূপ ভয় জন্মিয়া গিয়াছিল যে, সকলেই শঙ্কিত হইয়া থাকিতেন। দরবারে যাইতে হইলে সম্মান ও প্রাণ হাতে রাখিয়া উপস্থিত হইতে হইত। যাঁহারা দরবার হইতে সসম্মানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট ধন্যবাদ দিতেন। প্রকাশ্য দরবারে সিরাজ আলিবর্দ্দী খাঁর প্রাচীন সদস্যগণকেও অভদ্রোচিত কুকথা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মোহনলাল সিরাজের অস্থিচর্ম্মে এরূপ প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মত ভিন্ন কোন কার্য্যই হইত না (২)। সিরাজ যাবতীয় প্রধান সদস্যকে মোহনলালের নিকট উপস্থিত হইয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে আদেশ দেন। মীরজাফর খাঁ এই আদেশ পালনে কিছুতেই সম্মত হইলেন না; মোহনলালের ন্যায় সামান্য লোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন তাঁহার নিরতিশয় অবমাননাজনক বোধ হই"। তিনি কয়েক দিন দরবারে আগমন বন্ধ করিলেন। মোহনলাল নিজ প্রিয়পাত্র অনুগত ব্যক্তি ও আত্মীয়স্বজনগণকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। নবাব গোলাম হোসেন্ খাঁ বাহাদুরকে বলা হইল, যদি তিনি মাসিক দুই শত টাকা বেতনে কার্য্য স্বীকার করেন ভালই, নচেৎ তাঁহাকে দেশত্যাগ করিতে হইবে। গোলাম হোসেন্ মক্কাযাত্রার ছল করিয়া হুগলী প্রস্থান করিলেন'। (৩)

মতিঝিল অধিকার এবং দরবারে উল্লিখিত পরিবর্ত্তনাদি করিয়াই সিরাজুদ্দৌলা পিতৃব্যপুত্র শওকৎজঙ্গকে পূর্ণিয়া হইতে উৎখাত করিবার

---

(১) মুতাক্ষরীণ ও রিয়াজ্-উস্ সালাতীন্।

(২) মুতাক্ষরীণের অনুবাদক ফরাসী মুসলমান মুস্তাফা সিরাজুদ্দৌল্লাকে মোহনলালের ভগিনীদানের এক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা অন্যত্র ইহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি (সাহিত্য জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫)। ভগিনীদানই মোহনলালের উন্নতির কারণ হইলে যে সমসাময়িক মুসলমান গ্রন্থকারগণ মোহনলালের কার্য্যকলাপে গ্রন্থের অনেক স্থান পূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইতেন না।

(৩) গোলাম হোসেন নাম দেখিয়া মুতাক্ষরীণের ঐতিহাসিক মনে করিয়া, অনেক ভ্রম করিতে পারেন। ('সাহিত্য', কার্ত্তিক—১৩০৫, রজনীকান্ত গুপ্তের মোহনলাল প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। মুতাক্ষরীণ পাঠ করিলে এ ভ্রম অপনীত হইবে। সম্ভবতঃ এই নবাব 'গোলাম হোসেন' আলিবর্দ্দী খাঁর নিজামতী দারোগা এবং ইহার পুত্র গোলাম আলি খাঁ আরজ্‌বেগী। (মুতাক্ষরীণ ও মজঃফরনামা, Hill's Records I p 1)

অভিপ্রায়ে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। সইদ্ আহম্মদ্ জইনুদ্দীনের মৃত্যুর পরে বিহারের শাসনকর্তৃত্ব পদ না পাইয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। (১) আলিবর্দ্দী খাঁ সিরাজকে রাজপদ দিবার মানস করিয়াছেন, তাঁহার নিকট নিজের কোনই প্রত্যাশা নাই জানিয়া, সইদ্ আহম্মদ্ মৃত্যুর পূর্ব্বে দিল্লীদরবারে উৎকোচাদি প্রয়োগে স্বনামে সুবাদারী প্রাপ্তির উদ্যোগ করিয়াছিলেন। এই কারণে শওকতের বিরুদ্ধে অভিযান প্রয়োজন হইয়াছিল। সিরাজবাহিনী রাজমহল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে সংবাদ পাইয়া, শওকৎ ও তাঁহার উপযুক্ত পাত্রমিত্রগণ হতবুদ্ধি হইলেন, কিন্তু পুনরায় তাহাদের অজ্ঞাত কোন কারণে বাঙ্গলাসৈন্য প্রত্যাবৃত্ত হইলে, আবার সেইরূপ বিস্ময়ের কারণ হইল। (২)

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, কলিকাতার দুর্গসংস্কার সংবাদ অবগত হইয়া, সিরাজুদ্দৌলা নবনির্ম্মিত প্রাকারাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ দিয়া এক কড়া পরোয়ানা জারি করেন; পূর্ণিয়াযাত্রার দিনেই এই আদেশপত্র প্রেরিত হয় (৩)। একবার কৃষ্ণবল্লভপর্ব্বাধ্যায়ে নবাবের অবমাননা করা হইয়াছে, পুনরায় উপেক্ষা দেখাইলে ভদ্রস্থতা রহিবে না চিন্তা করিয়া, ড্রেক্ সাহেব কাউন্সিলের সহিত পরামর্শ না করিয়াই (৪) উত্তর পাঠাইলেন,

(১) গোলাম্ হোসেন্ লিখিয়াছেন, জইনুদ্দীন্ ও হাজী আহম্মদের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের পরে আফগান্ বিদ্রোহী দল পর্য্যুদস্ত হইলে, আলিবর্দ্দী খাঁ প্রথমে সইদ্ আহম্মদকেই পাটনার নায়েবী পদ দিবার অভিলাষ করেন। কিন্তু নবাব-বেগমের প্রবর্ত্তনায় ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বেগম সিরাজুদ্দৌলাকে পরামর্শ দেন, তাঁহাকে পৈতৃক পদ প্রদান না করিলে আত্মহত্যা করিবেন, নবাবের নিকট যেন এই ভাব প্রকাশ করা হয়। শেষে বেগমের অনুযোগ ও সিরাজের আব্দারে নবাব পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিয়া সইদ্ আহম্মদকে বুঝাইয়া শান্ত করেন।' গ্রন্থকার পূর্ণিয়ায় থাকিয়া যে ভাবে এই প্রবাদ শুনিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, দেখা যাইতেছে।

(২) গোলাম হোসেন্ বলেন, 'শওকৎজঙ্গ তখনও স্বীয় সভাসদ্‌গণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই, এজন্য সিরাজের মত পরিবর্ত্তন হইয়া, যাহাতে তিনি প্রত্যাবৃত্ত হন, এই ভাবে জপতপ করিবার প্রার্থনায় পীর ফকিরগণের আশ্রয় লইলেন।" সিরাজুদ্দৌলার সহসা প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ পূর্ণিয়া অঞ্চলে প্রথমে এই ভাবেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। এ যাত্রা শওকৎকে 'হরি রক্ষা' করিয়াছেন' সন্দেহ কি? ফরাসী ল বলেন, পূর্ণিয়ার দূতেরা ইংরেজপক্ষের শওকৎজঙ্গের নিকট লিখিত পত্রের কথা প্রকাশ করায় সিরাজুদ্দৌলা প্রথমে ইংরেজের উচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প হন। একথা প্রামাণিক বোধ হয় না।

(৩) Orme, Vol II. P. 55 মজঃফরনামা।

(৪) Holwell's Letter. হল্‌ওয়েল বলেন,—'পরামর্শ না করিয়া এই পত্রপ্রেরণ

"ইংরেজগণ নূতন প্রাকার প্রস্তত করিতেছেন, এ কথা সত্য নহে। নদীতীরের পোস্তাবন্দী ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, তাহার সংস্কার হইতেছে মাত্র। মারাঠা-বিপ্লবের সময়ে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সম্মতিক্রমে যে খাদ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাই আছে; অন্য খাদ কর্ত্তিত হয় নাই। সম্প্রতি ফরাসিগণের সহিত যুদ্ধ বাধিবার আশঙ্কা হইয়াছে, গত যুদ্ধে বাদশাহনির্দ্দিষ্ট শান্তি উপেক্ষা করিয়া তাহারা মান্দ্রাজ আক্রমণ করিয়াছিল, এ জন্য পূর্ব্বেই সাবধান হইয়া আমাদের কুঠী সুরক্ষিত করিতে চেষ্টা করিতেছি" (১)। রাজমহলে এই প্রত্যুত্তরপত্র সিরাজুদ্দৌলার হস্তগত হইল। সামান্য বণিক্‌দল বারম্বার তাঁহার আদেশ অবজ্ঞা করিতেছে দেখিয়া তিনি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ পটমণ্ডপ উঠাইয়া মুর্শিদাবাদ প্রত্যাগমনের আদেশ দিলেন। ইংরেজদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিয়া পরে অন্য ব্যবস্থা করিবার সঙ্কল্প হইল। সিরাজবাহিনী রাজধানীর দিকে ফিরিয়া চলিল। মাতামহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, সিরাজুদ্দৌলা প্রথমে কাশিমবাজারের ইংরেজ-কুঠী অবরোধ করিতে মনস্থ করিলেন। ২৪শে মে অপরাহ্ণে নবাবী জমাদার ওমরবেগ, তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সহ কাশিমবাজারের সম্মুখীন হইলেন। পর দিন দুইটি হস্তী ও আর কতকগুলি সৈন্য আসিয়া মিলিত হইল। (২) ১লা জুন পর্য্যন্ত দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সমবেত হইয়াছিল; তাহাদের সহিত কামানও ছিল। নবাব-দূত কলিকাতা হইতে অবমানিত হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছে, এ কথা কুঠীর লোকে সকলেই জানিত, সুতরাং ক্ষুদ্র ইংরেজদল এখন প্রমাদ গণিলেন;

বড়ই অন্যায় হইয়াছে, কারণ, ইহাতে নবাবের এইরূপ ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে, ইংরেজগণ তাঁহার শক্তি উপেক্ষা করিয়া, বাঙ্গলায় ফরাসিদলের সহিত বিবাদ বাধাইতে উৎসুক। পরোক্ষভাবে ইহাও প্রকাশ পাইয়াছে যে, ইংরেজগণকে অন্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে নবাবের ইচ্ছা বা শক্তি নাই।" ঐতিহাসিক অর্ম্ম হলওয়েলের পূর্ব্বের উক্তি গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন,'ইংরেজগণের প্রতি সিরাজের সঞ্জাত-বিদ্বেষ ওয়াট্‌স সাহেবের কলিকাতায় জানান উচিত ছিল। ড্রেক্ সাহেব সিরাজুদ্দৌলার মনোভাব না বুঝিয়া, চিরাগত প্রথামত কিঞ্চিৎ অর্থগ্রহণের জন্য ভয়প্রদর্শনমাত্র হইতেছে ভাবিয়া, সরলভাবে সত্য উত্তর দিয়াছেন।' সিরাজের ইংরেজ-বিদ্বেষ পরে আলোচিত হইবে।

(১) General Letter from Calcutta Council to the Court of Directors, D. 15 Sept, 1756 (Quoted in the First Report, 1772, pp. 210-12)

(২) Tooke's Narrative Hill's Record—Vol I p 248 &c. মিঃ বেভারিজ, ইহাকে Hastings Mss বলিয়াছেন।

ত্বরায় কলিকাতায় সংবাদ গেল, তাঁহারা যেন পত্র পাঠ এক শত লোক পাঠাইয়া সাহায্য করেন। (১)

কাশিমবাজারের ইংরেজকুঠী (২) প্রথমে অন্যান্য স্থানের কুঠীর ন্যায় সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় বণিকের ব্যবসাগারের মতই ছিল। ১৬৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দে শোভাসিংহের বিদ্রোহের পরে কলিকাতার দুর্গের অনুকরণে, কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ এই বাণিজ্যগারের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর গাঁথিয়া, কামান পাতিয়া, একটি ক্ষুদ্র দুর্গের মত করিয়া লন। বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে কামান সংস্থাপনের জন্য চারিটি বুরুজও যোগ করা হয়। বর্ণিত সময়ে কুঠীতে লেফ্‌টেনাণ্ট ইলিয়টের অধীনে ৩৫ জন গোরা ও ৩৫ জন সিপাহী সৈন্য ও সামান্যমাত্র লস্কর দুর্গরক্ষার সম্বল ছিল (৩)। ইংরেজ দপ্তরের কাগজে লিখিত আছে, ইহাদিগকে লইয়াই অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স সাহেব দুর্গরক্ষার জন্য উদ্যোগী হইলেন। প্রকৃতপক্ষে, ভয়প্রদর্শনে কর্ম্মোদ্ধার এখনও মন্ত্রিবর্গের উদ্দেশ্য ছিল। দেওয়ান্‌ দুর্লভরাম ডাক্তার ফোর্থের দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, বাগ্‌বাজারে পেরিং-পইণ্টে দুর্গপ্রাকার ও কেল্‌শাল্‌ সাহেবের বাগানের মধ্যে যে গড়বন্দী করা হইয়াছে, তজ্জন্যই নবাবের আক্রোশ; ভাঙ্গিয়া ফেলিব স্বীকার করিয়া লিখিলেই নবাব নিরস্ত হইবেন। (৪) ওয়াট্‌স সাহেব নবাবের নিকট উপস্থিত না হইলে দুর্গ আক্রান্ত হইবে, ভয় দেখান হইল। ওয়াট্‌স অনন্যোপায় হইয়া, ইংরেজ কোম্পানীর চিরাভ্যস্ত ব্রহ্মাস্ত্র—অর্থপ্রয়োগে নবাবকে বশীভূত করিবার চেষ্টায় দুর্লভরামের শরণাপন্ন হইলেন। (৫) কিন্তু এবার কিছুতেই

(১) Watts' Letter referred to in Holwell's.

(২) কাশিমবাজারের ইংরেজ-কুঠী এক্ষণে মহারাজার বাগান। তোরণ ও কুঠীর ভিত্তির এবং কোথাও প্রাচীরের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান। 'সচ্ছন্দবনজাত-তীরতরু' উদ্যানতরুর বিক্রমে নিরাকৃত হইয়াছে।

(৩) Tooke's Narrative "The Garrison consisted of 22 Europeans mostly Dutchmen and 20 Topasses". Orme II. 57

(৪) Hol's Letter, Para 14. Referring to Watts' letter.

(৫) Tooke's Narrative এ এই নূতন কথাটি পাওয়া যায়। কাশিমবাজার অবরোধকালে হেষ্টিংস পলাইয়া কান্তবাবুর আশ্রয়ে বাঁচিয়া যান একথা ঠিক নহে, সে পরে। এ সময়ে তিনি আরঙ্গে গিয়াছিলেন। এই বিবরণীতে লিখিত আছে 'রাধাবল্লভের সাহায্যে ইংরেজকর্ম্মচারিগণ কথাবার্ত্তা চালাইতেছিলেন'। এ রাধাবল্লভ স্বয়ং দুর্লভরাম।

ঔষধ ধরিল না। অগত্যা সকলের পরামর্শে কম্পিতকলেবর ওয়াট্‌স নবাব-সকাশে উপনীত হইলেন (২ রা জুন)। সিরাজুদ্দৌলা কোম্পানীর লোকের দুষ্কৃতির জন্ম তাঁহাকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করিয়া, একখানি মুচল্‌কাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া দিতে আদেশ দিলেন। মুচল্‌কার মর্ম্ম এই,—"প্রজাগণের মধ্যে কেহ রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায়, কলিকাতায় পলায়ন করিলে, আজ্ঞামাত্র তাহাদিগকে নবাবের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিতে হইবে। গত কয়েক বর্ষের বাণিজ্যের দস্তকের হিসাব দিতে হইবে, এবং ঐ সকলের অপ-ব্যবহার জন্ম রাজকরের যে পরিমাণ ক্ষতিসাধন হইয়াছে, তাহার পূরণ করিতে হইবে। পেরিং-পইণ্টে যে দুর্গপ্রাকার রচিত হইয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। কলিকাতার জমিদার হল্‌ওয়েল্‌ সাহেবের ক্ষমতা বিশেষ সংযত করিতে হইবে, কারণ, তাহাতে প্রজাগণের বিশেষ ক্ষতি হয়।" (১) শেষসর্ত্তটি হল্‌ওয়েল্‌ বা অর্ম্ম উল্লেখ করেন নাই। এটি বিপ্লবের পরে হল্‌ওয়েলের বিপক্ষদলের রচা কথা বলিয়া সন্দেহ হইলেও হইতে পারে। যাহা হউক, ভয়-বিহ্বল ওয়াট্‌স মুচল্‌কায় স্বাক্ষর করিলেন, এবং কলেট ও ব্যাট্‌সন নামক কর্ম্মচারিদ্বয়কেও আসিতে লিখিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা আসিলে, তাঁহাদের নিকটও স্বাক্ষর করাইয়া লওয়া হইল, এবং তিন জনে নবাব-শিবিরে নজরবন্দী হইয়া রহিলেন। অতঃপর রাজা দুর্ল্লভরামের হস্তে কাশিমবাজার কুঠী সমর্পণ করিবার জন্ম কলেট সাহেবকে প্রেরণ করা হইল। ৪ঠা জুন তারিখে দুর্গ সমর্পিত হইল; দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হয় নাই। (২) ঐতিহাসিক অর্ম্ম বলিয়াছেন,নবাবের আদেশ অনুসারে দ্রব্যাদি তালাবদ্ধ করার পরিবর্ত্তে তাঁহার কর্ম্মচারী ও সৈন্যগণ অপহরণ আরম্ভ করিল, সৈন্যগণ কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া লেফটেনাণ্ট ইলিয়ট্‌ অভিমানে আত্মহত্যা করিলেন; তিন দিন ক্রমাগত এইরূপ ব্যবহার তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল। (৩) কুঠীর কামান ও গোলা-গুলি

'রাধাবল্লভ ১লা জুন নবাবের পান লইয়া আসিয়া অভয় দিলে ২রা জুন অপরাহ্নে ওয়াট্‌স ও ফোর্থ সাহেব দরবারে উপস্থিত হইলেন। রাধাবল্লভের পরামর্শে ওয়াট্‌স হাতে রুমাল বাঁধিয়া গিয়া বশ্যতা দেখাইলেন।"

(১) Tooke's Narrative & First Report, 1772. অর্ম্ম বলিয়াছেন, এক পক্ষ মধ্যে কলিকাতার কর্ম্মচারিগণকে উক্ত দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন করিতে হইবে, এই সর্ত্ত ছিল।

(২) Holwell's Letter.

(৩) Orme II. p p 57-58

নবাব-শিবিরে প্রেরিত হইল। সৈন্তগণ মুর্শিদাবাদ-কারাগারে বন্দী হইয়া রহিল। ব্যাটসন্ ও অন্যান্য কয়েক জন যুবক-কর্ম্মচারী ফরাসী বা ওলন্দাজ-কুঠীতে যাইতে অনুমতি পাইলেন। (১) ওয়াট্‌স এবং কলেট আশা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে নবাবের আদেশ জ্ঞাপনের ও যাহাতে ঐ মুচল্‌কার সর্ত্ত পালিত হয়, তজ্জন্ত কলিকাতায় যাইতে দেওয়া হইবে, কিন্তু তাঁহাদের সে আশা ফলবতী হইল না। নবাবের অনুমতি হইল, উহাদিগকে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় যাইতে হইবে। নবাবের শিবিরে বন্দীভাবে থাকিয়া, শেষে কলিকাতা জয়ের পরে নবাব-সৈন্ত হুগলী পঁহুছিলে ইঁহারা মুক্তিলাভ করেন। চুঁচড়ার ওলন্দাজ-গবর্ণরের হস্তে তাঁহাদিগকে এই সর্ত্তে অর্পণ করা হয় যে, নবাবের আদেশমাত্র তাঁহাদিগকে উপস্থিত করিতে হইবে। (২)

প্রবীণ কর্ম্মচারিগণের সৎপরামর্শে বিনারক্তপাতে কাশিমবাজার আয়ত্ত করিয়া, মাতামহের পদবী অনুসরণে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণকে এইরূপে ভয়-প্রদর্শন করিয়া যদি সিরাজুদ্দৌলা কিঞ্চিৎ ক্ষান্ত হইতেন, ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া অশুভক্ষণে কলিকাতা জয়ের জন্য ধাবিত না হইতেন, তাহা হইলে ইতিহাস কি আকার ধারণ করিত, কে বলিবে? এই কলিকাতা আক্রমণই তাঁহার কাল হইল,এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই কারণেই মুসলমান ঐতিহাসিক বলিয়াছেন,—'ইংরেজ-পক্ষের সহিত এই বিবাদ সামান্য কর্ম্মচারিগণের দ্বারা দুই এক কথায় মীমাংসা হইতে পারিত, যুদ্ধ-বিগ্রহের কোনই প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় আলিবর্দ্দী খাঁর পাপিষ্ঠ বংশের নিপাত না কি অবশ্যম্ভাবী,তাহাতেই সিরাজ ও শওকতের মত দুইজন গর্ব্বিত নিষ্ঠুর, মূর্খের হস্তে এই সোনার রাজ্য পড়িয়াছিল' (৩)। আলিবর্দ্দী খাঁ একবার কাশিমবাজার অবরোধ করিয়া কি কৌশলে কার্য্য শেষ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রেও ইংরেজ কোম্পানী পূজোপচারে নবাবকে সন্তুষ্ট করিতেন। মুচল্‌কা লিখাইয়া লইয়া একটু স্থির থাকিলেই কার্য্যোদ্ধার হইত। কিন্তু সিরাজের ঔদ্ধত্যের দোষে নখে ছিঁড়িয়া যে কার্য্য শেষ হইত, তজ্জন্ত সমগ্র বাঙ্গালায় অস্ত্রেও সঙ্কুলান হইল না।

---

(১) Orme কিন্তু হলওয়েল্ সাহেব বলেন, ব্যাটসন্ ও সাইক্‌স পলাইয়া ত্রাণ পান ও হেষ্টিংস ও ম্যারিয়ট্ আয়ঙ্গে ছিলেন বলিয়া বাঁচিয়া গিয়াছেন। Hol's Letter. Pa 16.

(২) Orme II. p 80.

(৩) Mut. I. 720 & Scott 360.

অনেকে ইংরেজ-কোম্পানীর প্রতি সিরাজুদ্দৌলার পরবর্ত্তী অত্যাচারের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, সিরাজের ইংরেজবিদ্বেষ বিশেষ অতিরঞ্জিত করিয়াছেন। মুতাক্ষরীণে এক স্থলে নির্দ্দেশ আছে, আলিবর্দ্দী খাঁ ফরাসিগণের হস্তে দক্ষিণ দেশের নিজাম নাসিরজঙ্গের নিগ্রহ ও দক্ষিণাপথে ফরাসী-প্রাধান্য স্থাপনের বিষয় অবগত হইয়া, সিরাজুদ্দৌলার বিষয়জ্ঞানের অভাব, দরবারের ওমরাগণের প্রতি ব্যবহার ও ইংরেজপক্ষের সহিত বিবাদ বাধাইবার প্রবৃত্তি স্মরণে, সিরাজের সহিত নাসিরজঙ্গের চরিত্রের সমতা তুলনা করিয়া, এক সময়ে প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছিলেন, "আমার মৃত্যুর পরে এই টুপীওয়ালাগণই (১) দেশ অধিকার করিয়া বসিবে।" (২) গ্রন্থকার এই কথা স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, তাঁহার সাক্ষ্য অল্প মূল্যবান নহে, এবং অনেকে তাঁহার উক্তি সমর্থন করিবেন, বলিয়াছেন। তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ না থাকিলেও লোকের কল্পনা সাধারণতঃ অন্যের উক্তিকে বিরূপ মনোমত বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া লয় তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। পরবর্ত্তী জনৈক লেখক (৩) লোকমুখে বা নিজ কল্পনায় নির্ভর করিয়া, আলিবর্দ্দী খাঁর পরিণামদর্শিতা অন্যরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। ইনি লিখিয়াছেন, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ দৌহিত্রকে দুইটি উপদেশ দিয়া যান; 'প্রথম, কদাচ ইংরেজগণের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইও না, দ্বিতীয়, জাফর আলি খাঁকে উচ্চপদে অভিষিক্ত করিও না, কারণ, তিনি বিদ্রোহ

(১) কোলাপোষান্—ইউরোপীয়গণ।

(২) আলিবর্দ্দী খাঁর ভবিষ্যৎদর্শিতা প্রমাণের জন্য গোলাম্ হোসেন্ লিখিয়াছেন,—এক সময়ে সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ ইংরেজগণকে তাড়াইয়া দিয়া, তাহাদের অর্থাদি লুটপাঠ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। নবাব তখন কোন উত্তর না দেওয়ায় সেনাপতি মহাশয় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদের দ্বারা পুনরায় ঐ কথা উপস্থিত করেন। নবাব সভামধ্যে কোনই উত্তর না দিয়া নির্জ্জনে তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "মুস্তাফা খাঁ যুদ্ধব্যবসায়ী, সর্ব্বদাই আমরা যাহাতে তাঁহাকে আকাঙ্ক্ষা করি, এই তাঁহার ইচ্ছা, তোমরা ইহাতে যোগ দাও কেন? তাহারা আমার কি করিয়াছে যে তাহাদের উপর অন্যায় অত্যাচার করিব। এখন স্থলের অগ্নি (মারাঠা হাঙ্গামা) নির্ব্বাণ করাই কঠিন, জলে আগুন লাগিলে সে বাড়বানল কে নিবাইবে? তোমরা ওরূপ পরামর্শে কদাচ কর্ণপাত করিও না, কারণ, ইহার ফল বড়ই বিষময় হইবে।" সিরাজুদ্দৌলার সঙ্গে এই কথার কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ, তিনি তৎকালে বালক মাত্র।

(৩) চাহার গুল্জার সুজা-ই—হরিচরণ দাস। লেখক বহু দিন অযোধ্যায় ছিলেন। (১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বয়স অশীতিবর্ষ)।

উপস্থিত করিলে বিপদ ঘটিবে'। অনেক ভবিষ্যৎবাণী এই ভাবেই জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া থাকে!

পক্ষান্তরে, সিরাজের ইংরেজবিদ্বেষ সপ্রমাণ করিবার জন্ম খ্যাতনামা হলওয়েল্ আলিবর্দ্দী খাঁর অন্তিম-উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (১)। তিনি বলেন, "মুর্শিদাবাদে অনেকের নিকট শুনিয়াছি, আলিবর্দ্দী খাঁ ইউরোপীয়গণের দুর্গাদি ভূমিসাৎ করিয়া, তাঁহাদিগকে দেশ হইতে তাড়িত করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন। তিনি সিরাজুদ্দৌলাকে যে শেষ উপদেশ দিয়া যান, নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল। "যুদ্ধ ও কৌশলে আমার সমস্ত জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। কিন্তু কাহার জন্ম যুদ্ধ করিলাম, কিসের জন্ম এই সমস্ত নীতিকৌশল প্রয়োগ করিলাম? তোমাকে নিরুদ্বেগে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই ত করিয়াছি। আমার অবর্ত্তমানে তোমার কি হইবে ভাবিয়া, কত রজনী জাগরণে যাপন করিয়াছি, কে কি ভাবে পরে তোমার বিপদ ঘটাইতে পারে, সমস্তই ভাবিয়াছি। হোসেন্‌কুলী খাঁর প্রতিপত্তি, সাহস ও বিষয়জ্ঞান ছিল, শাহামৎ জঙ্গের (নোযাজিস্ মহম্মদের) ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি তাঁহার অনুরাগ তোমার পথের কণ্টকস্বরূপ হইত, সে চিন্তা অন্তর্হিত হইয়াছে। দেওয়ান্ মাণিকচাঁদের মন্ত্রণা তোমার বিষম প্রতিফল হইবে ভাবিয়া, আমি রাজপ্রাসাদে তাঁহাকে তুষ্ট রাখিয়াছি। ইউরোপীয়গণের দিন দিন যেরূপ শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। ভগবান আমার জীবন আরও কিছু দীর্ঘ করিলে, আমি তোমার এ আশঙ্কার নিবৃত্তি করিয়া যাইতাম। এ কার্য্য এক্ষণে তোমাকেই সাধন করিতে হইবে। তৈলঙ্গ দেশে ইহারা যুদ্ধকার্য্য ও কূটনীতির যেরূপ পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে তোমায় সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। স্বদেশের রাজায় রাজায় যুদ্ধব্যাপারের ছল করিয়া, ইহারা ঐ দেশ আপনারা বিভাগ করিয়া লইয়াছে, এবং প্রজাগণের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে। কিন্তু সমস্ত ইউরোপীয়গণকে একবারে দমন করিবার চেষ্টা করিও না। ইংরেজগণই অধিক ক্ষমতাপন্ন হইয়াছে; সম্প্রতি তাহারা আঙ্গ্রিয়াকে পরাভূত করিয়া তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিয়াছে। সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকে দমন করিবে; তাহা হইলে অন্যে আর তোমায় উত্যক্ত করিতে পারিবে না। বৎস, তাহাদের দুর্গাদি ও সৈন্য রাখিতে দিও না, যদি দাও দেশ তোমার থাকিবে না।"

(১) Holwell's Letter from Fulta D 30 Nov, 1756, Para—18.

অনৈক ধর্ম্মপ্রাণ ইংরেজ-লেখক হল্‌ওয়েলের এই অন্তিম উপদেশ মন্তব্য-সংযোগে নিম্নলিখিতভাবে বর্দ্ধিত করিয়া লইয়াছেন। (১) 'তাহারা ন্যায়ের জন্ম যুদ্ধ করে না, অর্থই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। * * রাজ্যলাভ ও অর্থলালসা খৃষ্টানগণের অন্তরে দৃঢ়রূপে স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে, এবং প্রাচ্যজগতে তাহাদের স্বীয় কার্য্যে প্রকাশ করিয়া দিতেছে যে, তাহারা ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মানুশাসন অবহেলা করে। প্রত্যাদেশে উল্লিখিত অনন্ত জীবন ও আত্মার অমরত্বে তাহাদের আদৌ বিশ্বাস নাই। তাহারা যে ধর্ম্মকথায় বিশ্বাস করে বলিয়া ভান করে, কার্য্যে তাহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকে। বৎস, এই ইংরেজগণকে দাসের ন্যায় রাখিবে, কদাচ তাহাদের কুঠী করিতে বা সৈন্য রাখিতে দিবে না। * * * যাহারা অহরহ নিজের স্বীকৃত ঐশ্বরিক নিয়মের বিরুদ্ধে আপনাদের কূটনীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে বলপ্রয়োগ দ্বারা দমন করাই কর্ত্তব্য।'

স্বজাতীয় বণিকসমিতির দুষ্টব্যবহারে ব্যথিত হইয়াই লেখক হল্‌ওয়েল-কথিত প্রবাদের উপর ভিত্তিস্থাপনা করিয়া তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিয়া গিয়াছেন। হল্‌ওয়েলের উদ্দেশ্য প্রভৃতি মূলতত্ত্বের আলোচনা না করিয়া এইরূপে পরবর্ত্তী দুই এক জন লেখক আলিবর্দ্দীর কথিত-উপদেশকে গ্রন্থিস্বরূপ ধরিয়া সিরাজচরিত্র সমালোচনা করিয়াছেন। আলিবর্দ্দী খাঁর ইউরোপীয় বণিকবর্গের প্রতি ব্যবহারে দৃষ্ট হইয়াছে, কোন কালেই ইহাদিগকে উৎখাত করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না; সময়ে সময়ে দুষ্কৃতির জন্য দমন করিতে বাধ্য হইলেও, আবার সদয় ব্যবহারে তাহাদিগকে তুষ্ট রাখিয়াছিলেন। ইংরেজগণকে তাড়িত করিবার ইচ্ছা থাকিলে তিনি সে কার্য্য সিরাজুদ্দৌলার জন্য রাখিয়া যাইতেন না। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্তির কাল পর্য্যন্ত ইংরেজবণিকের প্রতি সিরাজুদ্দৌলার বিদ্বেষভাব ছিল না, তাহাও দেখা গিয়াছে (২)। মধ্যে মধ্যে দুই একবার যে সামান্য সংঘর্ষের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে সিরাজের কোনই হাত ছিল না। একবার হুগলী পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মত "আলালের ঘরের দুলাল" যে তখন হইতে রাজকার্য্যের রীতিমত চর্চ্চা করিয়াছিলেন, এরূপ ধারণা ভ্রম মাত্র। এরূপ হইলে বরং ইংরেজ-

(১) Transactions in India—Parker.

(২) ল লিখিয়াছেন—'কুঠী দেখিতে আসিলে ইংরেজেরা সিরাজের সমাদর করিতেন না' এটি অনুমান মাত্র।

গণের সহিত পরবর্ত্তী ব্যবহারে মাতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তিনি বিপদ হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে সমর্থ হইতেন। মুতাক্ষরীণের উক্তি সম্পূর্ণ সত্য হইলে, ইংরেজগণকে হঠাৎ উত্যক্ত করাই তাঁহার উচিত ছিল না। ইংরেজদিগকে কলিকাতা হইতে তাড়িত করিবার পরে সিরাজুদ্দৌলা মান্দ্রাজের ইংরেজ গবর্ণরকে যে পত্র দেন, তাহাতে দুর্গনির্ম্মাণ, বাণিজ্যে অপ-ব্যবহার ও পলায়িত প্রজাবর্গকে সাহায্যদানই ঐরূপ শাস্তি দিবার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ আছে (১)।

ইংরেজপক্ষ কৃষ্ণবল্লভকে কলিকাতায় আশ্রয় দিয়াছেন, অতএব তাঁহারা ঘেসেটী বেগমের পক্ষ সমর্থন করিতে উৎসুক, এরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। প্রেরিত দূতের অবমাননা ও দুর্গনির্ম্মাণব্যাপারে ইংরেজ অধ্যক্ষের প্রত্যুত্তর, সিরাজুদ্দৌলার ক্রোধসঞ্চারের পক্ষে যথেষ্ট কারণ সন্দেহ নাই। কিন্তু কাশিম-বাজার অধিকার এবং ইংরেজগণকে উল্লিখিতরূপে সমুচিত শিক্ষাপ্রদানের পরে, গৃহশত্রুর কথা ভাবিয়া তাঁহার ক্রোধ শান্তি হওয়া উচিত ছিল, নিরপেক্ষ লেখকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। ইংরেজপক্ষ মুচল্‌কার লিখিত সর্ত্ত পালন করেন কি না, কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া দেখিলে,বঙ্গবিহার উড়িষ্যার দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ স্বাধীন নরপতির কিছুমাত্র ক্ষতি ছিলনা। কিন্তু ভগবান নবীন নবাবকে ধীরবুদ্ধি প্রদান করেন নাই। মুচল্‌কাব সর্ত্ত মানিয়া চলা সম্ভব কি অসম্ভব, এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে তর্কবিতর্ক যাহাই হউক না কেন, (২) কথিত সময়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ ঔদ্ধত্য প্রকাশ দূরে থাকুক, বিনীতভাবে অনুমতি-পালনের নিবেদনই জানাইয়াছেন। ১লা জুন তারিখের কাশিমবাজারের পত্র পাইয়াই কলিকাতা-কাউন্সিল্‌ বিপন্ন হইয়া, ওয়াট্‌স সাহেবের পত্র মধ্যে আবেদন পত্র দেন যে,তাঁহারা পেরিং-পইণ্টের প্রাকার প্রভৃতি নবাবের আজ্ঞামত ভাঙ্গিয়া ফেলিতে প্রস্তুত আছেন। ওয়াট্‌সকেও লিখিত ছিল,যে কোন উপায়ে নবাবের তুষ্টিসাধন করিতে হইবে, ইংরেজ দরবার ঐ সমস্ত চূর্ণ করিয়া ফেলি-বেন (৩)। অবশ্য ঐ তারিখের দ্বিতীয় পত্রে কলিকাতার ইংরেজ-সেনানী-

(১) Hill's Record, Vol 1. p 4

(২) Holwell's Letter, Para 22-25, Tooke's Narrativeএ লিখিত মুচলকার সর্ত্তপালনে অসম্মত হইবার কথা প্রকৃত নহে। ৯ই জুন নবাব-সৈন্য কলিকাতা আক্রমণ জন্য যাত্রা করে; কলিকাতা হইতে উত্তর আসিবার সময় দেওয়া হয় নাই।

(৩) Holwell's Letter, Para 14. তিন খানি করিয়া এইরূপ পত্র প্রেরিত হইয়াছিল।

গণের মন্তব্য, কাশিমবাজার রক্ষার জন্ত যে লোক আছে তাহাই যথেষ্ট, ইত্যাদি জানাইয়া, ওয়াট্‌সকে আত্মরক্ষা করিবার যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়া, অসমর্থ হইলে সুবিধামত সরিয়া পড়িবার পরামর্শও প্রদত্ত হইয়াছিল (১)। কাশিমবাজার অবরুদ্ধ থাকায়, এই দুই খানির কোন পত্রই ওয়াট্‌সের হস্তগত হয় নাই; সম্ভবতঃ ইহা নবাবের হস্তে পড়ে। ইহাতে ইংরেজগণের উপর আক্রোশবৃদ্ধির ন্যায়-সঙ্গত কোন কারণ দেখা যায় না। হল্‌ওয়েল্ নানা কারণে আলিবর্দ্দীর উপদেশের অবতারণা করিয়া সঙ্গতিবক্ষার প্রয়াস পাইয়াছেন (২)। সমস্ত বিচার করিয়া দেখিলে, গোলাম হোসেনের মতেই বলিতে হয়, "সিরাজের মস্তিষ্ক অহমিকার ধূমেই পূর্ণ ছিল, সাবধানতা বা ক্ষমা তাঁহার অভ্যস্ত হয় নাই। প্রবীণ সদস্তবর্গ দুর্দ্দান্ত নবীন নবাবের ব্যবহার দর্শনে সৎপরামর্শদানে সাহস বা ইচ্ছা করিতেন না, সিরাজও এরূপ পরামর্শগ্রহণের পাত্র ছিলেন না। নূতন কর্ম্মচারিদল নিজ নিজ স্বার্থ ও উন্নতির পথের সন্ধানেই ব্যস্ত, প্রতিকূল মত প্রকাশ অবশ্য ইহার অনুকূল নহে। এই কারণেই কাণ্ডজ্ঞানহীন অর্ব্বাচীন নবাব আপন ইচ্ছামত কার্য্য অবাধে সম্পন্ন করিবার অবকাশ পাইতেন।" (৩)

কলিকাতা আক্রমণে যাত্রার আদেশ প্রচারিত হইলে, এই কারণেই প্রবীণদলের কেহ বিশেষ আপত্তি করেন নাই (৪)। জগৎশেঠ মহাতাপ রায় ও স্বরূপচাঁদ উভয় ভ্রাতায় অনেক বুঝাইয়াছিলেন, কোনও ফলোদয় হয় নাই। হুগলীর প্রধান সওদাগর খোজা বাজিদ্ ইতিপূর্ব্বে ইংরেজ-কোম্পানীর সপক্ষে অনুরোধ করিয়া উত্তর পাইয়াছিলেন, 'ইংরেজগণ যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে তাহারা যে ভাবে বাণিজ্য করিত, সেইরূপ থাকিতে যদি প্রস্তুত না হয়, তবে তাহাদিগকে দেশ হইতে দূরীভূত

(১) Hol's Letter, Para 15. Orme, II. 58

(২) হল্‌ওয়েল্ কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয়দান নবাবের ক্রোধউদ্দীপনার কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না, দুর্গনির্ম্মাণ ও তৎসহ আলিবর্দ্দীর অন্তিমউপদেশই মারাত্মক বলেন। এই তর্কে তাঁহার স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে। যখন ওয়াট্‌স প্রভৃতি 'আলিবর্দ্দীর অন্তিম-উপদেশ' চতুর্দ্দশ লুইর উপদেশের ভাবে গঠিত কল্পিত উপন্যাস বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, তখন হলওয়েল্ পুনরায় ডাক্তার ফোর্থের পত্রের অবতারণা করিয়াছেন। অর্ম্ম হলওয়েলকথিত আলিবর্দ্দীর উপদেশ গ্রহণ না করিলেও, গ্রন্থভাগে তাঁহারই অনুগামী হইয়াছেন।

(৩) মুতাক্ষরীণ, মুস্তাফা—১-৭১৯ ও স্কট্, ৩৬০ পৃঃ।

(৪) মুজঃফরনামার মতে গোলাম হোসেন্ আরজ্‌বেগী, হবীব্‌বেগ্, জইন্ উল্ আবেদীন প্রভৃতি যুদ্ধযাত্রা নিষেধ করিয়া বাগবিতণ্ডা করেন বলিয়া পদচ্যুত হইয়াছিলেন।

করা হইবে'। খোজা বাজিদের সহিত বণিকপ্রবর অমিচাঁদও যোগ দিয়া নবাবের ক্রোধশান্তির বৃথা প্রয়াস পাইয়াছিলেন (১)। এক্ষণে ইংরেজগণকে বিতাড়িত করাই সিরাজের অভিপ্রায় হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের বিপুল ধনসম্পত্তির প্রবাদও লালসা বৃদ্ধি করিয়াছিল (২)। এই জন্যই উচ্ছৃঙ্খল নবীন নবাব কাহারও নিষেধ না মানিয়া ভাবী অধঃপতনের পথেই অগ্রসর হইলেন।

৬ই জুন তারিখে কলিকাতা সহরে জনরব উঠিল, নবাব-সৈন্য কাশিম-বাজার অধিকার করিয়াছে। ৭ই জুন প্রাতে কলেট্ সাহেবের পত্রে ঐ সংবাদ দৃঢ়তর করিল। নবাব সিরাজুদ্দৌলা ৫০ সহস্র সৈন্য সহ কলিকাতা আক্রমণে প্রস্তুত, এই সংবাদে সকলেই ত্রস্ত হইল। সেই দিনই ঢাকা, জগদীয়া, লক্ষ্মী-পুর, বালেশ্বর প্রভৃতি কুঠীর কর্ম্মচারিগণকে তহবিলপত্র সহ সরিয়া পড়িবার আদেশ হইল, উহাঁরা যত সত্বর কলিকাতায় আসিয়া যোগ দিতে পারেন, তজ্জন্য আদিষ্টও হইলেন (৩)। নিতান্ত অসময়ে সংবাদ দেওয়ায়. সর্ব্বত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। সাহায্যার্থে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরের ইংরেজগণকে পত্র দেওয়া হইল, অবশ্য দূর স্থান হইতে সত্বর সাহায্য আসিবার সম্ভব ছিল না। ওলন্দাজ ও ফরাসী বণিকগণের নিকট সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় পত্র প্রেরিত হইল। ওলন্দাজগণ নবাবের বিরুদ্ধে সাহায্যদানে সাহসী হইলেন না। ফরাসীরা, ইংরেজদিগকে চন্দননগরের ফরাসী-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণের পরামর্শ দিয়া কাটা ঘায়ে কিঞ্চিৎ লবণের ছিটা প্রক্ষেপমাত্র করিলেন। (৪) ইংরেজ-গবর্ণর ড্রেক্ মহোদয় প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুর্গমধ্যে এ সময়ে কর্ম্মচারী সহ ১৯০ জন সৈনিকপুরুষ ছিলেন; তন্মধ্যে ৬০ জন মাত্র ইউরোপীয়। ইহার মধ্যে আবার হল্‌ওয়েল্ সাহেবের মতে 'এমন পাঁচ জন লোক ছিল না, যাহারা ক্রোধভরে বন্দুক ছাড়িতে দেখিয়াছে'! (৫) ভলণ্টিয়ার-সংখ্যা ২৫০, ইহার মধ্যে প্রায় ৬৫ জন

(১) Holwell's Fetter, Para 39 &.

(২) মজঃফরনামায় উল্লেখ আছে, "ফকর্-উৎ-তোজ্জার" বলেন, কলিকাতা হইতে তিন কোটী টাকা পাওয়া যাইবে। ইংরেজী ইতিহাসেও সিরাজের অর্থপিপাসার নির্দ্দেশ আছে।

(৩) Hol's Letter, Para 16 Tooke's Narrative.

(৪) Cook's Evidence. (First Report 1772)

(৫) Hol's Letter, 30th para. অর্ম্ম দুর্গরক্ষক সৈন্যসংখ্যা ২৬৪ নির্দ্দেশ করেন।

ইউরোপীয় অথচ কার্য্যক্ষম লোক সৈন্যদলে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। ভলণ্টিয়ারের মধ্যে অনেকের আবার বন্দুকের অগ্রপশ্চাৎ দিকের জ্ঞানেরই অভাব। যুদ্ধকার্য্যে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত এই সৈন্যদল লইয়া কোম্পানীর ব্যবসাদার কর্ম্মচারিগণ বাঙ্গলার নবাবের বিরুদ্ধে কি বলিয়া দাঁড়াইবেন ভাবিয়া আকুল। সৈন্যদলে ফিরিঙ্গী ও আরমানীই অধিকাংশ; শীঘ্র শীঘ্র সিপাহী সৈন্য ১৫ শত সংগৃহীত হইল। দুর্গপ্রাচীরের যথাসম্ভব সংস্কার ও আহার্য্যসংগ্রহের ব্যবস্থা এ অবস্থায় যত দূর সম্ভব, তৎপক্ষে যত্নের ত্রুটী হইল না। (১)

নবাব-সৈন্য কলিকাতা যাত্রা করিয়াছে সংবাদ পাইয়া, ইংরেজ-কর্ম্মচারিগণ টানার (থানা) নবাবী ক্ষুদ্র কেল্লাটি হস্তগত করিয়া রাখিবার সংকল্প করিলেন। এখন যেখানে শিবপুরের বাগান সংস্থাপিত, ভাগীরথীর পশ্চিম-তীর-সংলগ্ন হইয়া, ঐ স্থানে নবাবী আমলে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ দণ্ডায়মান ছিল। এই দুর্গে কথিত সময়ে ১৩টি কামান লইয়া পঞ্চাশৎসংখ্যক সিপাহী-সৈন্য নদীমুখ-রক্ষার জন্য নিযুক্ত ছিল। ইংরেজেরা ১৩ই জুন প্রাতে দুই খানি যুদ্ধজাহাজ ও দুই খানি ক্ষুদ্র তরণী পাঠাইয়া এই ক্ষুদ্র দুর্গ আক্রমণ করিলেন (২)। অকস্মাৎ অগ্নিবৃষ্টিতে স্তম্ভিত হইয়া, দীর্ঘকাল যুদ্ধকার্য্যে অনভ্যস্ত সিপাহী-সৈন্য হুগলী অভিমুখে পলায়নপর হইল। ইংরেজগণ অবতরণ করিয়া দুর্গমধ্যস্থ কামানের মধ্যে কতকগুলিকে অকর্ম্মণ্য করিল, কতক বা নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। পর দিন হুগলীর ফৌজদার-প্রেরিত দুই সহস্র সিপাহী-সৈন্য পুনরায় দুর্গ আক্রমণ করিয়া ইংরেজগণকে জাহাজে তাড়াইয়া দিল। তৃতীয় দিবসে ৩০ জন ইংরেজ ফৌজ আসিয়া যোগ দিলেও, জাহাজ হইতে গোলাগুলি ছুড়িয়া আর তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হইল না। অগত্যা ইংরেজদল কিছু গোলা-বারুদ ক্ষয় করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। নবাব-সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, নদীমুখ দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন বা পর পার হইতে সহজে খাদ্যসংগ্রহের উদ্দেশ্যেই ইংরেজগণ টানার এই দুর্গ অধিকারের কল্পনা করেন। কিন্তু এ সময়ে এরূপ চেষ্টায় নবাবের ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হইয়াছিল মাত্র। এ সময়ে ইংরেজপুঙ্গবগণ আরও যে দুই একটি অন্যায়াচরণ করেন,

---

ভলণ্টিয়ার সহ ১৭৪ জন মাত্র ইউরোপীয়। সেক্রেটারী কুক্ বলেন, ১৭০ জনের অধিক কার্য্যক্ষম লোক ছিল না; তন্মধ্যে ৫০।৬০ জন ইউরোপীয় (First Report) কোম্পানীর কাগজ পত্রে (১৭৫৬ খৃঃ ২৭শে ফেব্রুয়ারী) কর্ম্মচারী সহ ইউরোপীয় গণের সংখ্যা ২৩০ লিখিত দেখা যায়।

(১) Orme & Holwell.

(২) Orme, II.

তাহাতে তাঁহাদের মতিভ্রমের যথেষ্ট পরিচয় আছে। কৃষ্ণবল্লভ নবাবের আগমনে পাছে তাঁহার শিবিরে গিয়া গৃহছিদ্রের সন্ধান দিয়া নগরাক্রমণের সহায়তা করেন, এই ভাবিয়া তাঁহাকে দুর্গ মধ্যে কারারুদ্ধ করা হইল (১)।

নবাব-সৈন্য নগরাক্রমণ করিলে যদি তাঁহার কোন অনিষ্ট সংঘটিত হয়, এই আশঙ্কায় চরাধিপতি রাজারাম সিংহ গোপনে অমিচাঁদকে নগরত্যাগের পরামর্শ দিয়া এক পত্র লেখেন। গুপ্তচর ধৃত হইয়া পত্রখানি ইংরেজ-কর্ম্মচারিগণের হস্তে পড়িল। কাউন্সিলে পরামর্শ না করিয়াই ড্রেক সাহেব অমিচাঁদকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন, আদেশ তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইল। অমিচাঁদ ধৃত ও কারারুদ্ধ হইলেন, তাঁহার সম্পত্তি যাহাতে গোপনে স্থানান্তরিত না হইতে পারে, তজ্জন্য ২০ জন প্রহরী স্থাপিত হইল। তাঁহার আত্মীয় ও কার্য্যাধ্যক্ষ হুজারিমল্লকে ধৃত করিবার চেষ্টায় অমিচাঁদের ভৃত্যবর্গ ও ইংরেজপক্ষের লোকের মধ্যে হাঙ্গামা বাধিল। হুজারীমল্লের বাম হস্ত কাটা গেল, তিনি ধৃত হইলেন। অমিচাঁদের প্রধান বরকন্দাজ জমাদার জগমন্ত সিংহ ইংরেজগণকে পুরীপ্রবেশের উদ্যোগ করিতে দেখিয়া, গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিলেন, এবং ক্ষত্রিয়কুলের চিরাগত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, প্রভুপরিবারের অন্তঃপুরচারিণীগণের সম্ভ্রমরক্ষার জন্য স্বহস্তে ত্রয়োদশ জন রমণী ও তিনটি শিশুকে হত্যা করিয়া, শেষে আত্মহত্যার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু অভাগার নিজের আঘাত বিশেষ গুরুতর না হওয়ায়, প্রাণত্যাগের অভিলাষ কার্য্যে পরিণত হয় নাই (২)

অতঃপর ১৪ই তারিখে কৃষ্ণদাসকেও কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। সিরাজ-বাহিনী ক্ষিপ্রগতিতে ১৫ই জুন তারিখে হুগলীতে আসিয়া পঁহুছিল, এখান হইতে গঙ্গাপার হওয়ার ব্যবস্থা হইল। ওলন্দাজ ও ফরাসিগণকে পরোয়ানা দেওয়া হইল, তাঁহারা যথাশক্তি সহায়তা করেন। ইউরোপে সন্ধি স্থাপিত আছে বলিয়া, তাঁহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইংরেজের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে অক্ষম, বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন। নবাব ক্রোধ সংযত করিয়া, ফরাসিগণের নিকট বারুদ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইলেন। নবাব সিরাজু-দ্দৌলা সসৈন্যে আগতপ্রায়, এই সংবাদে কলিকাতায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। নগরবাসী অনেকেই পলায়নপর হইল। ফিরিঙ্গিগণ প্রাণভয়ে দুর্গমধ্যে আশ্রয়

(১) Orme II, P, 50.

(২) Drake's Narrative, Holwell and Orm .

গ্রহণ করিল ; দুই সহস্র বিপন্ন লোকের ভীতিকোলাহলে দুর্গমধ্যে সুব্যবস্থা করা সুদূরপরাহত হইয়া উঠিল। নবাব-সৈন্য কলিকাতার সম্মুখীন হইলে, ইংরেজ-কর্ম্মচারিগণ আর উৎকোচ উপঢৌকনে নবাবকে বশ করিবার চেষ্টা বৃথা বলিয়া সে উপায় অবলম্বন করেন নাই, উত্তরকালে অনেকে এ জন্য তাঁহাদিগকে অনুযোগ করিয়াছেন (১)। হল্‌ওয়েল্ মহোদয় বলেন, উৎকোচ-উপঢৌকন, কাকুতিমিনতি কাশিমবাজার হইতে অনেক হইয়াছিল। এবার সিরাজুদ্দৌলার উদ্দেশ্য, ইংরেজগণকে একেবারে উচ্ছেদ, সুতরাং এ উপায়েও কোন ফললাভের সম্ভাবনা ছিল না।

১৬ই জুন মধ্যাহ্নে নবাব-সৈন্য উত্তরদিকে বাগবাজারের সম্মুখীন হইল। এবং অবিলম্বে ঐ দিকেই আক্রমণ আরম্ভ করিল। খালের অপর পার্শ্বে, যেখানে পেরিং-প্রাকার নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার নিকটেই একটি সেতু ছিল। খালের উত্তর পার্শ্বে কতকগুলি ঝোঁপ ও জঙ্গলমত স্থান ; ইহার ঠিক সম্মুখে, ভাগীরথী-গর্ভে ১৮টি কামান সহ এক খানি জাহাজ স্থাপিত ছিল। প্রাচীর ও সেতু-রক্ষার জন্য কেবল বিংশতিসংখ্যক ইউরোপীয়সৈন্য ছিল। আক্রমণের সংবাদ পাইবার পরেই, দুইটি কামান সহ আরও ৩০ জন লোক উহাদের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইল। নবাব-বাহিনীর অগ্রভাগের প্রায় চারি সহস্র সৈন্য, ৪টি কামান লইয়া উক্ত ঝোঁপগুলি অধিকার করিয়া, বৈকালে ৩টা হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত গোলাবর্ষণ করিল (২)। ইংরেজগণও জলস্থল উভয় দিক্ হইতে গোলাবর্ষণে তাহার যথাসাধ্য প্রতিরোধ করিল। রাত্রিকালে নবাব-সৈন্য নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, এন্‌সাইন্-পিস্‌কার্ড সন্তর্পণে কতকগুলি লোক সহ নিশীথে উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া, ঝোঁপের পরপারে তাড়াইয়া দিয়া কামান ৪টি অকর্ম্মণ্য করিয়া শিবিরে প্রত্যাগত হইলেন।

অমিচাঁদের আহত জমাদার সাক্ষিতে নগর হইতে বাহির হইয়া নবাব-শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারই পরামর্শে পূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্ব দিকের অরক্ষিত স্থান হইতেই কলিকাতা আক্রমণ সহজসাধ্য হইবে—নবাব-সৈন্যগণ সন্ধান পাইয়াছিল। (৩) পর দিন দলে দলে নবাব-সৈন্য পূর্ব্বদিকের অরক্ষিত

(১) হলওয়েল। কিন্তু খোজা বাজিদের সাহায্যে তখনও সিরাজের মনোনয়নের চেষ্টা হইতেছিল।

(২) Orme II pp 61-62.

(৩) অমিচাঁদ এ সময়ে ইংরেজ কুঠীতে কারারুদ্ধ থাকিলেও ইংরেজপক্ষের বিশ্বাস যে তিনিই গোপনে নবাবকে পত্র দিয়াছিলেন—Drake s Narrative.

স্থান দিয়া নগরপ্রবেশ করিল। দুর্গের উত্তর ও পূর্ব্বভাগে দেশীয় মহাজন প্রভৃতির আবাসস্থানসকল অর্থাৎ ভাগীরথীর তীর লইয়া, বড়বাজার পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান তাহাদের আয়ত্ত হইল। অপরাহ্নে তাহারা বড়বাজারে অগ্নিসংযোগ করিয়া ভস্মীভূত করিল। আক্রমণকারী নবাব-সৈন্যের মধ্যে কয়েক জন ধৃত হইয়াছিল, তাহাদের নিকট ইংরেজগণ সংবাদ পাইলেন, পরদিন চতুর্দ্দিক্ হইতে দুর্গের বহির্ভাগের তোপমঞ্চগুলি আক্রান্ত হইবে। সংবাদ শুনিয়া, বাগবাজার হইতে ইংরেজদলকে দুর্গে আনয়ন করা হইল, এবং সকলেই সশঙ্ক ভাবে—সোদ্বেগে রজনী যাপন করিতে লাগিলেন।

দুর্গপ্রাকার হইতে কিয়দ্দূরে উত্তর-পূর্ব্ব ও দক্ষিণের সদর রাস্তায় তিনটি তোপমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। দুর্গদ্বার হইতে তিন শত গজ পূর্ব্বে এক তোপমঞ্চ স্থাপিত হয়, এখানে ৪টি কামান ছিল, তাহার সম্মুখে কিয়দ্দূরে জেলখানায়ও ঐরূপ সজ্জা ছিল। পরদিন অর্থাৎ ১৮ই জুন প্রাতে ৯টার সময়ে নবাবের বরকন্দাজ-সৈন্য মারহাট্টাখাদ অতিক্রম করিয়া ঐ পথে অগ্রসর হইতেছিল; ইংরেজগণের যুগপৎ অনলবর্ষণে ত্রস্ত হইয়া, তাহারা অন্য দিকে সরিয়া পড়িল, এবং ক্রমশঃ তিনটি তোপমঞ্চই চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিল। (১) বৈকালে পূর্ব্ব-তোপমঞ্চের অধিনায়ক কাপ্তেন্ ক্লেটন্ তাঁহার সহকারী হলওয়েল সাহেবকে দুর্গমধ্যে অধ্যক্ষ সাহেবের নিকটে,—"আরও লোক এবং অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন, নতুবা ঐ স্থান রক্ষা করা অসাধ্য" ইত্যাদি জানাইবার জন্য পাঠাইলেন। কিন্তু হলওয়েলের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আর কাপ্তেন সাহেব অপেক্ষা করিলেন না; তিনটি কামানের ছিদ্র রোধ করিয়া পলায়নপর হইলেন। নবাবসৈন্য মহোল্লাসে পূর্ব্ব-তোপমঞ্চ অধিকার করিল। অপর দুইটি তোপমঞ্চের রক্ষকদেরও ঐ দশা ঘটিল, সকলেই কায়ক্লেশে দুর্গমধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া হাঁফ ছাড়িলেন।

নগরাক্রমণের প্রথম দিনেই বহির্ভাগের রক্ষকগণের ঐ অবস্থা দেখিয়া, দুর্গমধ্যে অনেকেই হতসাহস হইয়াছিলেন; বাহিরের তোপমঞ্চগুলির উপর সুবৃহৎ কামানের সহিত বৃহতী আশাও স্থাপিত ছিল। আর্ম্মানী ও ফিরিঙ্গী সখের সৈন্যগণের প্রাণভয়ে হৃৎপিণ্ড শুকাইল; তোপমঞ্চের কামানগুলি

---

(১) দেশীয় লেখকগণ ও সেক্রেটারী কুক্ ইংরেজপক্ষের আত্মরক্ষার উদ্যম বৃথাপ্রয়াস মাত্র বলেন। হলওয়েল ও অর্ম্ম হইতে উক্ত বিবরণ গৃহীত হইল। সম্প্রতি মিঃ হিলের বিরাট পুস্তকে আরও অনেক কথা জানা যাইতেছে।

সারিয়া লইয়া শত্রুপক্ষ তাহার সাহায্যেই দুর্গমধ্যে প্রচণ্ডবেগে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। কেহ বা পার্শ্ব হইতে ভিত্তির উপরে গুলি ছাড়িয়া রক্ষিগণকে বিব্রত করিতে লাগিল। এইরূপে প্রথম দিনেই দুর্গের বহির্ভাগ নবাব-সৈন্যের কর-কবলিত হওয়ায়, দুর্গবাসিগণের অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। দুর্গের সম্মুখে ভাগীরথীগর্ভে এক খানি বৃহৎ ও সাত খানি ক্ষুদ্রতর জাহাজ ছিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় ডিঙ্গী নৌকাও প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। রজনীযোগে ইংরেজ-মহিলাগণকে জাহাজে পাঠাইবার পরামর্শ হইল। ম্যানিংহাম ও ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড তাঁহাদিগকে জাহাজে পৌঁছাইয়া দিতে গিয়া আর প্রত্যাগমন করিলেন না। ভয়ভীত সাহেব-মহোদয়দ্বয় স্ত্রীলোকের অঞ্চল ধরিয়া এই অবস্থায় পলায়ন করায়, ইতিহাসে তাঁহাদের নাম কলঙ্কিত হইয়াছে। রাত্রি ৮টার পূর্ব্বেই ড্রেক সাহেবের বাসাবাটীতে যে একদল লোক গোলাগুলি লইয়া অবস্থান করিতেছিল, তাহারা দুর্গমধ্যে পলায়ন করায়, কুঠীর গুদামগুলি যে ভাগে অবস্থিত ছিল, সেদিক প্রায় অরক্ষিত মত হইল। রাত্রি দুই প্রহরের সময় ঐ দিকের দুর্গ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, নবাব-সৈন্য দুর্গপ্রবেশের চেষ্টা করিতেছে, দেখা গেল। ইংরেজপক্ষ দুর্গরক্ষার প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণ লইয়াই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। গবর্ণর ড্রেক্ সাহেব তিনবার ভীতিজ্ঞাপক দামামা-ধ্বনি করাইলেন, প্রহরিগণ ব্যতীত আর কেহই সে ঘোষণায় কর্ণপাত করিল না। দুর্গাবরুদ্ধ ব্যক্তিগণের এখন দুর্গতির একশেষ; অভিজ্ঞতা থাকুক না থাকুক, সকলেই উপদেশ দিবার জন্য লালায়িত, কেহই উপদেশপালনে প্রস্তুত নহে (১)। লোকের আর্ত্তনাদ ও কোলাহলে দুর্গমধ্যে শাসন নিয়ম একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, দামামা ঘোষণায় দুর্গের লোকে জাগরিত রহিয়াছে দেখিয়া, নবাব সৈন্য প্রতিনিবৃত্ত হইল।

রজনী দুই ঘটিকার সময় ইংরেজ পক্ষে সামরিক-সভার অধিবেশন হইল। নিম্নশ্রেণীর সৈন্যদল ভিন্ন অন্য সকলেই ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। দুই ঘণ্টা তর্কবিতর্ক চলিল, কিন্তু তথাপি ঐ রাত্রেই দুর্গত্যাগ করিয়া জাহাজে যাওয়া শ্রেয়ঃ, না পররাত্রে যাওয়া যাইবে, তাহার বিশেষ মীমাংসা হইল না। অনেকের বিশ্বাস ছিল, পররাত্রেই প্রস্থান করা হইবে। তহবিলপত্র ঐ রাত্রেই স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল (২)। পরদিন প্রত্যূষে ফিরিঙ্গি-রমণী ও বালক-

(১) First Report, Cooke's Evidence.

(২) 'That money & effects were that night embarked is a truth known to everybody' Holwell.

গণকে জাহাজে উঠাইয়া দিবার জন্য গুপ্তদ্বার উন্মুক্ত হইলে, ভাগীরথীতীরে মহাকোলাহল উত্থিত হইল। সকলে তীরাভিমুখে ধাবমান্, সর্ব্বাগ্রে জাহাজে পলায়নের জন্য সকলেই ব্যস্ত। যে যে নৌকা সম্মুখে পাইল, তাহাতেই আরোহণ করিল। কতকগুলি লোক ডিঙ্গী উলটাইয়া নৌকা সহ জলে নিমজ্জিত হইল, কেহ বা তীরে উঠিয়া নবাব-সৈন্যের হস্তে বন্দীভূত ও নিহত হইল। এ দিকে তীর হইতে নবাব-সৈন্যের গোলাগুলি খাইয়া বিব্রত হইয়া জাহাজের লোকে নঙ্গর তুলিয়া, জাহাজ ভাসাইয়া দিয়া তিন মাইল দূরে গিয়া রহিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য তরণীও ছাড়িয়া চলিল। সমস্ত নৌকা ছাড়িয়া যায় দেখিয়া, অধ্যক্ষ ড্রেক্ সাহেবও পলায়নপর হইলেন। যাঁহারা পলায়নের অবসর না পাইয়া পড়িয়া রহিলেন, নবাব-সৈন্যের আক্রমণে ত্রস্ত হইয়া ত্বরায় দ্বার রোধ করিয়া, তাঁহারা রোষে ও ক্ষোভে পলায়িতগণের পিতৃপুরুষের জন্য কদর্য্য আহার্য্যের ব্যবস্থা করিতে করিতে অগত্যা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পলায়িত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অধ্যক্ষ ড্রেক্, মিঃ ম্যাকেট্, সেনানী মিন্‌চিন্ ও কাপ্তেন গ্রাণ্ট প্রধান। উত্তরকালে ড্রেক্ মহোদয়ের কলঙ্কক্ষালনের চেষ্টায় তাঁহার পক্ষের লোকেরা যে কৈফিয়ৎ দাখিল করিয়াছেন এবং ইতিহাসেও যাহা স্থান পাইয়াছে, (১) তাহার সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। সেনানী গ্রাণ্ট মহোদয় আত্মরক্ষা না করার জন্য কাশিমবাজারের ইংরেজগণকে অনুযোগ করিয়া স্বয়ং "সজীবতি" ন্যায়ের অবমাননা করেন নাই। অধ্যক্ষ ড্রেক্ মহোদয়ের পলায়ন সংবাদে অবশিষ্ট লোকেরা হলওয়েল সাহেবকে নেতা মনোনীত করিলেন। হলওয়েল সাহসে ভর করিয়া, অন্য সকলকে লইয়া দুই দিন যথাসাধ্য দুর্গরক্ষার প্রয়াস পাইলেন। ইতিমধ্যে পলায়নের উপায়-চিন্তাও চলিতে লাগিল। দুর্গপ্রাচীর হইতে ক্রমাগত জাহাজস্থ লোকগণকে সঙ্কেত করা হইল। দিনে নিশান উঠাইয়া, রাত্রে অগ্নি জ্বালিয়া এইরূপে সঙ্কেত চলিয়াছিল, যাহাতে তাহারা একবার ফিরিয়া অবরুদ্ধগণের উদ্ধারসাধন করে। অনেকেরই বিশেষ আশা ছিল, স্বদেশবাসিগণকে এইরূপে শত্রুহস্তে ফেলিয়া কাপুরুষের মত কেবল নিজের প্রাণ লইয়া এরূপ নির্দ্দয়ভাবে তাহারা পলায়ন করিবে না। (২) কিন্তু হায়, সে আশা সফল হইল না। সঙ্কেতনিবেদন বুঝিতে পারিয়াও, পলাতকেরা আর ফিরিতে সাহসী হইল না। তখনও আর

(১) Orme. সম্প্রতি মিঃ হিলও ইহাতে যোগ দিয়াছেন।
(২) Cooke's Evidence

একটি আশা ছিল; রয়েল জর্জ্জ নামক যে যুদ্ধজাহাজ চিৎপুর খালের ধারে নঙ্গর করিয়া ছিল, সেখানি দুর্গের নিকট আনাইবার জন্ত নৌকায় করিয়া অনেক কর্ম্মচারীকে পাঠান হইল। উদ্যোগের ত্রুটি না হইলেও, ভাগ্যক্রমে জাহাজ আসিতে আসিতে চড়ায় লাগিয়া গেল। নবাব-সৈন্তের গোলাবর্ষণে জাহাজস্থ লোকেরা জাহাজ ত্যাগ করিয়া সত্বরণে পরপারে প্রস্থান করিল। ঐতিহাসিক অর্ম্ম সাহেব বলেন,—'পঞ্চদশ সাহসী বীর একখানি ক্ষুদ্র তরণী লইয়া অগ্রসর হইলেই শক্রপক্ষের আক্রমণ-চেষ্টা-সত্বেও অবরুদ্ধ লোকগণের উদ্ধার সাধনে সক্ষম হইত।" পর্ত্তুগীজ ও আর্ম্মানী বাদে দুর্গমধ্যে সৈন্ত ও ভলণ্টিয়ার মিলাইয়া এক্ষণে ১৭০ জন মাত্র লোক অবশিষ্ট রহিল। ইহারা আর যাহাতে পলায়ন না করিতে পারে, তজ্জন্ত হল্‌ওয়েল্‌ সাহেব পশ্চিমের দ্বারে তালাবদ্ধ করিলেন। মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত নবাব-সৈন্তের ক্রমাগত আক্রমণ হইতে ক্ষুদ্র ইংরেজদল প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিল। কোনও অজ্ঞাত কারণে পর্ত্তুগীজ-চালিত নবাবী বৃহৎ কামানগুলি রীতিমত কার্য্য করে নাই। সে দিন অপরাহ্নে ও রাত্রিযোগে আর আক্রমণ হয় নাই, পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে অগ্নিসংযোগ চলিতেছিল। ওলন্দাজ সৈন্তদল রাত্রে পলায়িত কর্ম্মচারীদিগের বাসা ভাঙ্গিয়া মগুপানে উন্মত্ত হইল। একজন সেনানী ও ৫৬ জন সৈন্ত প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রস্থান করিল (১)।

২০ শে জুন প্রত্যুষে সহস্র সহস্র নবাব-সৈন্ত নবীন উগুমে দুর্গপ্রাচীরের মূলদেশে অগ্রসর হইতে লাগিল। দুর্গবাসী ইংরেজগণের অনেকেই এখন নিতান্ত বিপন্ন ও ভীত হইয়া আত্মসমর্পণের জন্ত হল্‌ওয়েল্‌ সাহেবকে অনুরোধ করিলেন। হলওয়েল আর কি করিবেন? অনন্তোপায় হইয়া বন্দী অমিচাঁদের শরণ লইলেন। সেনানায়ক রাজা মাণিকচাঁদের নামে অমিচাঁদ এক পত্র লিখিলেন;—'ইংরেজেরা নবাবের আজ্ঞাপালনে সম্মত আছে, যুদ্ধ বন্ধ করা হউক' ইত্যাদি কথায় নবাবের অনুগ্রহ ভিক্ষা করা হইল। দুর্গপ্রাচীর হইতে পত্রখানি ছুড়িয়া ফেলিবামাত্র কে যেন তাহা তুলিয়া লইল, কিন্তু তাহার আর কোন প্রত্যুত্তর আসিল না। মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত নবাব-সৈন্ত ক্রমাগত আক্রমণ করিল এবং এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ২৫ জন ইংরেজ হত বা গুরুতররূপে আহত হইল এবং ৭০ জন অল্প আঘাত পাইল। অবশিষ্ট সৈন্তগণ এই

(১) Captain Mill's and Greys' Accounts

সময়ে গুদাম ভাঙ্গিয়া মদ্যপান আরম্ভ করিল, এবং অনতিবিলম্বে তাহাদের কার্য্যকারিতাশক্তি লোপ পাইল। অপরাহ্ণে নবাব-সৈন্য পুনরায় অগ্রসর হইল; ৪টার সময় এক জন লোক সন্ধিসূচক পতাকা লইয়া অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব্ব বুরুজে ঐরূপ একটি পতাকা উঠাইয়া দেওয়া হইল, (১) এবং ঐ স্থান হইতে হলওয়েল দেওয়ান রাজা দুর্লভরামের নামে পূর্ব্বপত্রের মর্ম্মানুসারে দ্বিতীয় পত্র লিখিয়া নীচে ফেলিয়া দিলেন। কথাবার্ত্তা চলিতেছে, ইত্যবসরে দলে দলে নবাব-সৈন্য পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক্ হইতে প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের উদ্যম করিল। হল্ওয়েল্ চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিয়া, লোকসংগ্রহের বৃথা প্রয়াস পাইলেন। এক দল অবরুদ্ধ সৈন্য পলায়নের উদ্যোগে পশ্চিম-দিকের দুর্গদ্বার সহসা উন্মোচন করিল। তখন সেই উন্মুক্ত দ্বার দিয়া জলস্রোতের ন্যায় নবাব-সৈন্য দুর্গে প্রবেশ করিতে লাগিল। এ দিকে দক্ষিণ দিকের প্রাচীরের উপর দিয়াও অনেকে লাফাইয়া পড়িতে লাগিল। আর যুদ্ধ করিতে হইল না; সকলেই আত্মসমর্পণ করিল। নবাব-সৈন্যও রক্তপাত বিরত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরেজগণের টাকা কড়ি এমন কি ঘড়ী, বগলস, প্রভৃতিও কাড়িয়া লইল (২)। ২০ জন লোক উত্তর-পূর্ব্ব বুরুজ দিয়া পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধৃত ও অন্যে পলায়িত হইল। বণিক্-কোম্পানীর দুর্গ-শিরে নবাবের অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান হইল।

সেনাপতি মীরজাফর খাঁ ও অন্যান্য পাত্র-মিত্র সঙ্গে অপরাহ্ণে পাঁচটার পরে নবাব সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজ-দুর্গে প্রবেশ করিলেন। প্রথমেই কৃষ্ণবল্লভ ও অমিচাঁদের সন্ধান হইল; তাঁহারা সম্মুখে আনীত হইলে, নবাব তাঁহাদের প্রতি সমাদর ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন। কৃষ্ণবল্লভকে এক শিরোপা প্রদত্ত হইল। (৩) ইংরেজগণের হস্তে কারারুদ্ধ হইয়া তাঁহারা যে দুর্গতিভোগ করিয়াছিলেন, তাহাই সিরাজুদ্দৌলার অনুকম্পা-প্রদর্শনের মূল কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। অবশ্য ইতিপূর্ব্বেই রাজবল্লভকে দরবারের সদস্যগণের অনুরোধে ক্ষমা করায়, কৃষ্ণবল্লভের প্রতি আক্রোশের আর কোন কারণ ছিল না। কর্ম্মচারিগণকে ইংরেজ-কোষাগার অধিকারের আজ্ঞা

(১) Hol's Fulta Letter. 30th Novr. 1756.
(২) Cooke's Evidence, First Report.
(৩) Cooke's Evidence.

দিয়া নবাব হল্‌ওয়েল্‌ সাহেবকে সম্মুখে আনাইবার অনুমতি করিলেন। বন্দিবেশে আনীত হল্‌ওয়েলের বন্ধন মোচন করিয়া আশ্বাস ও অভয়বাণী প্রদত্ত হইল, কিন্তু ইংরেজপক্ষের উদ্ধত ব্যবহার জন্য এবং কোষাগারে পঞ্চাশ সহস্র মাত্র টাকা আছে বলিয়া অনুযোগ করা হইল। (১) আর্ম্মানী ও পর্ত্তুগীজ বন্দিগণকে ছাড়িয়া দিয়া, দেওয়ান্‌ মাণিকচাঁদের উপর দুর্গের কর্ত্তৃত্বভার প্রদান করিয়া, নবাব পটমণ্ডপে গমন করিলেন। ইতিমধ্যে কয়েক জন মদমত্ত গোরা নবাব-সৈন্যের সহিত কলহ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে বন্দীভূত করিয়া রাখিবার আদেশ দেওয়া হয় (২)। রাত্রিকালে ইংরেজ বন্দিগণকে সাবধানে রক্ষা করিবার জন্য নবাব-সৈন্যেরা যে ব্যবস্থা করিল, তাহার শোচনীয় ফল ইতিহাসে "অন্ধকূপ হত্যা" নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইংরেজ-কুঠীর ক্ষুদ্রায়তন কারাগৃহে সমগ্র ইংরেজ বন্দীবর্গকে বলপূর্ব্বক প্রবিষ্ট করান হইল। ইহাদের মধ্যে কয়েক জন আহত সৈনিকও ছিল। প্রথম আষাঢ়ের অসহ্য গ্রীষ্মে সংকীর্ণ স্থানে ও দারুণ পিপাসায় অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। প্রাতে দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে ২৩ জন মাত্র জীবিত দেখা গিয়াছিল। (৩)

হলওয়েলের জলন্ত বর্ণনায় অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী জনসমাজে সুপরিচিত হইয়াছে। এ ঘটনা কাল্পনিক এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই (৪)।

---

(১) Holwell's Fulta letter, last paragraph

(২) Drake's Account Hill—vol I. p. 160. etc.

(৩) হল্‌ওয়েলের নির্দ্দেশমতে ১৪৬ জন বন্দীর মধ্যে ২৩ জন মাত্র জীবিত ছিল, কুক্‌ ১৪০ জন (তন্মধ্যে একটি স্ত্রীলোক ও বার জন আহত) বন্দী ও ২২ জন জীবিত থাকিবার কথা বলেন। মুতাক্ষরীণ-অনুবাদক মুস্তাফা ১৩১ জন বন্দীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন; অন্যান্য সমসাময়িক লোকের বর্ণনায় ও সংখ্যার ন্যূনাধিক্য আছে এবং এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

(৪) ইদানীং কয়েকজন দেশীয় লেখক অন্ধকূপ হত্যাবিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দিহান হইয়াছেন। সমসাময়িক বিবরণী পাঠের অবকাশ না ঘটাই এই সন্দেহের প্রধান কারণ। হল্‌ওয়েল্‌ সাইরেণ পোতারোহণে স্বদেশযাত্রার সময়ে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী বন্ধু উইলিয়ম্‌ ডেভিস্‌কে পত্র লিখিবার ভাবে অন্ধকূপ-হত্যার বিস্তৃত বিবরণ দেন। কেহ কেহ ইহাই অন্ধকূপের প্রথম উল্লেখ মনে করিয়া ভ্রম করিয়াছেন। ১৭৫৬ নবেম্বরে লিখিত সর্ব্বত্র উল্লিখিত ফলতা পত্রেও ইহার সামান্য উল্লেখ আছে। "I was with the rest of my fellow sufferers, about eight at night crammed into the Black Hole prison and past a night of horors, I will not attempt to describe, as they bar all

ভুক্তভোগী কুক্‌ও এই ব্যাপার সম্বন্ধে অল্পবিস্তর বলিয়াছেন; সামান্ত কথার সামঞ্জস্ত না থাকিলেও, প্রকৃত বিষয়ে উভয়েরই ঐক্য আছে। হলওয়েল-বর্ণিত অনেক কথা লইয়া পরে বাদানুবাদ হইয়াছে; অন্ধকূপহত্যা ঘটনা অপ্রকৃত হইলে, ইংরেজ-কর্ম্মচারিদলের পরস্পর বিবাদে ভবিষ্যতে তাহা প্রকাশ পাইত। কারাগৃহের আয়তন (১) বা বন্দিবর্গের সংখ্যা নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখিবার সুবিধা কাহারও ছিল কি না, তাহাও বিচার্য্য। হলওয়েল মৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে ৫৩ জনের মাত্র নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অনেকের নাম তাঁহার অজ্ঞাত থাকা যেরূপ সম্ভব, ইতিপূর্ব্বে হতাহত লোকের সংখ্যা নিশ্চিতরূপে অবধারণ করা অথবা কারাগৃহে তাহাদের মধ্যে কত জন স্থান পাইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করাও তাঁহার পক্ষে সেই অবস্থায় তদ্রূপ অসম্ভব বোধ হয়। বর্ণিত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ১৪৬ জন লোকের স্থানলাভই বিষম সমস্যা হইয়া উঠে। হলওয়েল মহোদয়ের অতিরঞ্জিতবর্ণনের প্রবৃত্তিও বিশেষ বলবতী ছিল। এই সমস্ত কারণে এ অনুমান স্বাভাবিক যে, যুদ্ধে হতাহত লোকের অনেকেই অন্ধকূপ-হত্যার লোকগণনায় স্থান পাইয়াছে। (২)

মুতাক্ষরীণ বা অন্য কোন দেশীয় ইতিহাসে অন্ধকূপ-হত্যার কোনই উল্লেখ নাই, সকল লেখকই যুদ্ধবিগ্রহের অবশ্যম্ভাবী ফলগুলিমাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গোলাম্ হোসেন্ লিখিয়াছেন, কয়েক জন ইংরেজ পলায়ন করিলে, অবশিষ্টেরা সাহসে ভর করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। গোলা বারুদ নিঃশেষ হইয়া গেল, অনেকেই হতাহত, কেহ কেহ বা বন্দীভূত হইল। নিম্নশ্রেণীর দুর্দ্দান্ত সৈন্যগণ কুঠীর দ্রব্যাদি ও অধিবাসিগণের সম্পত্তি লুণ্ঠন

descriptions &." অবশ্য হল্‌ওয়েলের দ্বিতীয় বর্ণনার পরে এই ঘটনা জনসমাজে বিশেষ প্রচারিত হইয়াছে, এবং বর্ণনা যে কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত, তাহা কোম্পানীর কর্ম্মচারিদলের পরবর্ত্তী কার্য্যেই প্রমাণিত হয়। ভবিষ্যৎ-লেখকগণ সিরাজের অধঃপতনের সহিত ইহার যোগ করিয়া ভীষণতর করিয়াছেন। কিন্তু সমসাময়িক সকলেই ইহার অল্প বিস্তর উল্লেখ করিয়াছেন। মিঃ হিলের বিস্তৃত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(১) হল্‌ওয়েলের মতে দীর্ঘ ও প্রস্থে ১৮ ফিট, কুক্ বলেন, দীর্ঘে ১৮ ও প্রস্থে ১৪ ফিট। ইহাতে লোহার গরাদে দেওয়া দুইটি গবাক্ষমাত্র ছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে মিঃ উইল্‌সনের চেষ্টায় প্রমাণিত হইয়াছে যে কুকের নির্দ্দেশই ঠিক্।

(২) সম্প্রতি মিঃ হিল্, প্রভৃতির বিশেষ অনুসন্ধানেও ১৪৬ জন লোকের হিসাব স্থির হয় নাই।

করিয়াছিল। এই অবরোধসময়ে কয়েক জন ইংরেজমহিলা মীরজাফর খাঁর অনুচর আমিরবেগ্ খাঁর হস্তে পড়েন। মীরজাফরের সম্মতি অনুসারে আমিরবেগ সযতনে এক খানি ডাউলিয়ায় উঠাইয়া উহাদিগকে জাহাজে পঁহুছিয়া দিয়াছিলেন। (১) মুতাক্ষরীণ-অনুবাদক মুস্তাফা বলেন, "বাঙ্গলায় কেহই, এমন কি, কলিকাতার অধিবাসিগণও এই অন্ধকূপব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ অবগত নহেন, এখানে লোকে এতই কৌতূহলশূন্য। প্রকৃত কথা এই যে, হিন্দুস্থানী সৈন্যগণ রাত্রিকালে ইংরেজ বন্দিগণকে সবাধানে রাখিবার অভিপ্রায়ে, দুর্গস্থ কারাগারের সন্ধান লইয়া তাহার আয়তন না জানিয়াই, তাহাদিগকে তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছিল। ইংরেজগণেরই ঐ কারাগৃহের আয়তন-সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না।" হলওয়েলের নিজের কথাও প্রকারান্তরে ইহাই সমর্থন করে। ঘটনার সমকালে কেহই এই ব্যাপার লইয়া তলস্থূল বাধায় নাই। (২) দৈববিড়ম্বনায় এরূপ ঘটিয়াছে, ইংরেজপক্ষেরও ইহাই ধারণা ছিল। নবাব-সৈন্যগণ প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া কারাগৃহ হইতে তাঁহাদের কাতরপ্রার্থনায় কর্ণপাত করে নাই, ইহাই হলওয়েলের বিশ্বাস। নৃশংস নিম্নশ্রেণীর সৈনিকগণ অনেক সময়ে শত্রুপক্ষের নির্য্যাতনে সবিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকে।

যাহা হউক, সিরাজুদ্দৌলার স্কন্ধে অন্ধকূপ হত্যার কলঙ্ক ন্যস্ত করিবার কোন কারণ নাই, হলওয়েলের কাহিনীও তাঁহার অনুকূলে। সিরাজুদ্দৌলা ভবিষ্যতে এই ঘটনার জন্য কাহাকেও শাস্তিপ্রদান করেন নাই, অতএব পরোক্ষভাবে তিনিও অপরাধী, এরূপ তর্ক কেবল সিরাজুদ্দৌলা বলিয়াই প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নহে। যুদ্ধকাণ্ডের অপরিহার্য্য ফল বলিয়া চিরদিনই এরূপ ঘটনা উপেক্ষিত রহিয়া যায় (৩)। ২১শে জুন প্রাতে বন্দিবর্গের অবস্থা

(১) অর্থের নির্দ্দেশমতে বিধবা মিসেস্ কেরী অন্ধকূপে প্রাণ পাইয়া সেনাপতি মীরজাফরের ভোগার্থ নির্দ্দিষ্ট হন সেনাপতির এ অভিলাষ হইলে, উল্লিখিত মহিলাগণের প্রতি অন্যরূপ ব্যবহারের কি প্রয়োজন ছিল, বুঝা যায় না।

(২) ভবিষ্যতে হল্‌ওয়েল্ নিজব্যয়ে মৃত ব্যক্তিগণের জন্য এক স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে কষ্টম্-হাউস্ নির্ম্মাণ জন্য এই স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। বর্ত্তমান জেনারেল পোষ্টাপিসের উত্তর দিকে অন্ধকূপ-কারাগৃহের স্থাননির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সম্প্রতি লর্ড কার্জ্জন্ লালদিঘীর চৌমাথা রাস্তায় হল্‌ওয়েল্ স্তম্ভের এক মার্বল্ প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া গিয়াছেন।

(৩) অন্ধকূপঘটনার শত বর্ষ পরে সিপাহীবিদ্রোহ-সময়ে অমৃতসরে এইরূপ এক ভয়াবহ

শুনিয়া সিরাজ তাঁহাদের মুক্তির আদেশ দেন। হলওয়েল্ যখন নবাবের নিকটে আনীত হইলেন, তখন তিনি বাক্‌শক্তিবিহীন; জলপানে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে কুঠীর গুপ্ত কোষাগারের বিষয় জিজ্ঞাসা হইল। কোন গোপনীয় কোষাগার নাই, যদি থাকে তাঁহার অজ্ঞাত ইত্যাদি বলিয়া তিনি নবাবের বিশ্বাস স্থাপন করাইতে পারিলেন না। হলওয়েল্ তিন জন সহচর সহ মীরমদনের অধীনে বন্দী রহিলেন, যুবতী কেরী ভিন্ন অন্য সকলেই মুক্তিলাভ করিল। অভীপ্সিত প্রচুর অর্থলাভে বঞ্চিত হইলেও, পারিষদবর্গের জয়োল্লাসে উল্লসিত হইয়া, নবাব সিরাজুদ্দৌলা কলিকাতার নাম "আলিনগর" রাখিলেন (১)। রাজা মাণিকচাঁদের অধীনে তিন সহস্র লোক কলিকাতা রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া, ২রা জুলাই তারিখে নবাব মহাসমারোহে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন।

নবাববাহিনী হুগলীর নিকটে ভাগীরথী পার হইয়া পশ্চিমতীরের রাজপথ অবলম্বন করিয়া চলিল। অন্যান্য ইউরোপীয়গণকেও এখান হইতে ভয়প্রদর্শন করা হইল, বশ্যতা স্বীকার করিয়া ওলন্দাজগণ সার্দ্ধ চারি লক্ষ ও ফরাসীরা সার্দ্ধ তিন লক্ষ টাকা দিয়া পরিত্রাণ পাইলেন (২)। ওয়াট্‌স্ ও কলেট্ সাহেবকে মুক্তি দিয়া ওলন্দাজ অধ্যক্ষের হস্তে সমর্পণ করা হইল; হলওয়েল প্রভৃতিকেও এই সময়ে মুক্তি দান নবাবের অভিপ্রায় হইয়াছিল, কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে মুর্শিদাবাদ প্রেরণ করা হইয়াছিল বলিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পায় নাই (৩)। হলওয়েল সহচরত্রয় সঙ্গে নৌকায় অনেক কষ্টভোগ করিয়া মুর্শিদাবাদ পৌঁছেন, আলিবর্দ্দী-বেগমের কৃপায় অবশেষে ১৬ই জুলাই তারিখে কারামুক্ত হইয়া, ওলন্দাজগণের সাহায্যে ফলতায় ইংরেজ

ঘটনার কথা বেভারিজ্ সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন। (*Calcutta Review 1292*) একটী কারাগৃহে বহুসংখ্যক সিপাহীকে আবদ্ধ করিয়া, ইংরেজকর্ম্মচারিগণের আদেশে এক এক করিয়া ২৩৭ জনকে বাহির করিয়া গুলি করা হয়, অতঃপর বন্দিগণের মধ্যে ভয়ে আর কেহই বাহিরে আসিতে সম্মত হইল না। তখন ইংরেজ-সৈনিকগণ দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল: শতবর্ষ পরে অন্ধকূপের পুনরভিনয় হইয়া গেল। দ্বারোদ্ঘাটনের পর দেখা গেল, ৪৫ জন হতভাগ্যের প্রাণবায়ুর অবসান হইয়াছে।

(১) বর্ত্তমান 'আলিপুর' ইহার স্মৃতি বহন করিতেছে।

(২) Orme II. and Letter from Dutch Council, Hill II. p. 78. দিনেমার পর্ত্তুগীজ প্রভৃতির নিকটেও কিছু কিছু লওয়া হইয়াছিল।

(৩) Holwell's Letter to Davis.

জাহাজে উপনীত হন। মুর্শিদাবাদযাত্রার দুই তিন দিন পূর্ব্বে সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজগণকে পুনরায় নগরপ্রবেশের অনুমতি দেন। অমিচাঁদ তাঁহাদের আহার্য্য প্রভৃতির সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু জনৈক ইংরেজ সার্জেণ্ট মত্ত অবস্থায় একজন মুসলমানকে নিহত করায়, পুনরায় ইউরোপীয়গণের কলিকাতা-প্রবেশের অনুমতি প্রত্যাহৃত হইল, অবশিষ্ট ইংরেজগণ পলায়ন করিয়া, অন্যান্য ইউরোপীয়গণের সাহায্যে ক্রমশঃ ফলতায় ইংরেজ জাহাজে পঁহুছিলেন। ১১ই জুলাই নবাব মুর্শিদাবাদে উপনীত হইলেন, তথা হইতে রাজ্যমধ্যে ইংরেজপক্ষের যেখানে যে সম্পত্তি ছিল, তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবার আদেশ প্রচারিত হইল। দেখা যাইতেছে যে ইউরোপীয়গণকে একবারে দেশ হইতে দূরীভূত করা সিরাজুদ্দৌলার অভিপ্রেত ছিল না। ইংরেজের দোষের নিমিত্ত শাস্তি দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল, তবে এই শাস্তির মাত্রা গুরুতর হইয়া পড়িয়াছিল। আলিবর্দ্দীর উপদেশে ইউরোপীয়দিগের উচ্ছেদ কামনার কাহিনী সত্য হইলে এক্ষেত্রে অন্য ইউরোপীয় কোম্পানীর প্রতি উক্তরূপ ব্যবহার হইত না, বলাই বাহুল্য।

-※※-

একাদশ অধ্যায়

শওকৎজঙ্গ।

সিরাজ ও ইংরাজ।

মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগত হইবার পরে, জয়দৃপ্ত নবীন নবাবের ব্যবহারে মীরজাফর খাঁ প্রমুখ সেনাপতিবর্গ অধিকতর উত্যক্ত হইলেন। অপদার্থ মাণিকচাঁদের উপর অযথা ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়ায়, অনেকেই অপমানিত বোধ করিলেন। রাজা দুর্লভরাম প্রভৃতি হিন্দুসচিব ও সেনানীগণ প্রতিনিয়ত অবমানিত হইতে লাগিলেন, জগৎশেঠ প্রভৃতি প্রধান প্রধান নাগরিকবর্গের প্রতিও সদ্ব্যবহার হয় নাই। (১) নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময় হইতে যথেষ্ট সম্মানে অভ্যস্ত প্রবীণ সদস্যবর্গের পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থা অসহ্য বোধ হইল। সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে সেনাপতি মীরজাফর শওকৎজঙ্গের সিংহাসন-গ্রহণের সহায়তাকল্পে তাঁহাকে এক সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করিলেন। (২) দেশের শীর্ষস্থানীয় লোকের অনেকেই সিরাজুদ্দৌলার প্রতি সম্পূর্ণ বিরূপ, শওকৎজঙ্গ কতকগুলি নিয়ম পালন করিয়া, রাজ্যের সুব্যবস্থা করিবার অঙ্গীকার করিলে, সকলে মিলিয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবেন, এবং এইরূপে তিনি অনায়াসেই বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার সুবাদারীপদে অভিষিক্ত হইবেন,—ইত্যাদি কথা উক্ত পত্রে নির্দ্দেশ ছিল। ভারতের মুসলমান ইতিহাসে এই একমাত্র দৃষ্টান্ত, যেখানে প্রধান প্রধানআমির-ওমরা মিলিয়া,রাজার সহিত নিয়ম বা সর্ত্তের প্রস্তাব হইয়াছে। (৩) দ্বিতীয় জেম্‌সের অনাচারে প্রপীড়িত হইয়া, ইংলণ্ডের আত্মশাসনব্যবস্থাভিজ্ঞ

---

(১) মুতাক্ষরীণ, ১—১২৪ পৃঃ।

(২) ষ্টুয়ার্ট এই পত্রপ্রেরণব্যাপার শওকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে সিরাজের প্রথম আক্রমণের পূর্ব্বে স্থাপিত করিয়াছেন। মুতাক্ষরীণই এখানে তাঁহার অবলম্বন। গোলাম হোসেন্ যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে নবাবের ব্যবহারই মন্ত্রিবর্গের অসন্তোষ উৎপাদন ও ষড়যন্ত্রের কারণ হইলেও, ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্যম পরে হইয়াছিল, ইহাই অনুমিত হয়, (মুতাক্ষরীণ, ১—১১৮ ও ১২৪—২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

(৩) মুস্তাফার টীকা, (মুতাক্ষরীণ)।

মনীষিগণ যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহারই পুনরভিনয় মাত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ষড়যন্ত্রকারিগণ পাত্র নির্ব্বাচন করিতে পারেন নাই। যুবক শওকৎ সর্ব্বাংশে সিরাজেরই অনুকৃতী, উভয়েই সমান কুক্রিয়াসক্ত ও কার্য্যাকার্য্যবিচারে অক্ষম। সিরাজুদ্দৌলার বরং বিবেচনাশক্তি ছিল, শওকতে তাহারও অভাব। তাঁহাকে 'আবা' লেখাইতেই হাত ধরিয়া 'আলেফ্' 'বে' অক্ষর টানিয়া দিতে হইত, কাগজে স্বাক্ষর করিতেই তাঁহার গলদ্ঘর্ম্ম হইত, সময়ে বা হস্তের লেখনী ছুড়িয়া ফেলিয়া সিংহাসন হইতে সরিয়া বসিতেন। (১) সম্ভবতঃ শওকতের সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি মুর্শিদাবাদ দরবারে পরিজ্ঞাত ছিল না। দূরত্ব অনেক সময়ে বস্তুর সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক হইয়া থাকে বলিয়াই, সইদ্ আহম্মদের অহম্মুখ পুত্রকে তাঁহারা প্রথমতঃ চিনিতে পারেন নাই। শওকৎই আলিবর্দ্দী খাঁর দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী, সিরাজের হস্ত হইতে যে কোনও উপায়ে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই শওকতের সহিত নিয়ম ব্যবস্থা করা সদস্যগণের অনুমোদিত হইয়াছিল। সত্য বটে, এ স্থলে ষড়যন্ত্রকারী মন্ত্রিদলের পরিণাম-দর্শিতার প্রশংসা করা যায় না। কিন্তু সিরাজের কঠোর অঙ্কুশ তাঁহাদেরই মস্তকে পড়িত; আমরা শতাধিক বর্ষ পরে জন্মগ্রহণ করিয়া সে সুখ সম্ভোগ করিবার অবসর পাই নাই। দূরে দাঁড়াইয়া বিশ্বাসের চসমায় দৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের মনোভাব সমালোচনা, এজন্ত আমাদের একপ্রকার ইহা অসাধ্য স্বীকার করিতে হইবে।

মুর্শিদাবাদ-দরবারের আমির ওমরাহগণ তাঁহাকে রাজপদ প্রদান করিতে প্রস্তুত, পত্র দ্বারা সংবাদ অবগত হইয়া শওকতের মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইল। দুই একজন অপদার্থ পারিষদ চাটুকারিতা ও প্রশংসাবাদ দ্বারা তাঁহার দুর্ব্বলহৃদয়ে আত্মাদর ও অভিমান পূর্ণমাত্রায় বর্দ্ধিত করিয়া দিল। শওকৎ এক্ষণে সর্ব্বদাই বলিতে লাগিলেন 'বাঙ্গলা জয় করিয়া অযোধ্যার সুজাউদ্দৌলা, পরে বাদশাহের উজীর গাজীউদ্দীন্‌কে পরাভূত করিয়া নিজের মনোমত লোককে বাদশাহী দিয়া, লাহোর কাবুল হইয়া খোরাসানে গিয়া রাজধানী স্থাপন করিব; বাঙ্গালা দেশের জলবায়ু বড়ই অস্বাস্থ্যকর।' পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, সইদ্ আহম্মদ্ মৃত্যুর পূর্ব্বেই উৎকোচ উপঢৌকন-সাহায্যে দিল্লী-দরবারের সদস্যগণকে স্বপক্ষে আনয়নের আয়োজন করিয়াছিলেন। এক্ষণে পুনরায় উদ্যোগ করিয়া অবিলম্বে শওকৎজঙ্গের অনুকূলে উজীরের স্বাক্ষরিত এক অনুমতিপত্র আনয়ন করা

(১) মুতাক্ষরীণ।

হইল, ইহাতে সিরাজুদ্দৌলার সমস্ত সম্পত্তি ও বার্ষিক এক কোটী টাকা রাজস্ব দিবার সর্ত্তে শওকৎ সমগ্র দেশ অধিকার করিয়া লইবেন, এই আদেশ ছিল (১)। এই অনুমতিপত্র আসিবার পরে শওকতের অবশিষ্ট বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইল, সইদ্ আহম্মদের প্রবীণ কর্ম্মচারিবর্গ প্রতিনিয়ত অবমানিত হইতে লাগিলেন, অনেক স্থলে সহচরগণের মনোমত অপদার্থ লোকের নিয়োগ হইল। লাল্ হাজারী নামক প্রবীণ তোপাধ্যক্ষ সেনানীকে অকারণে অপমান করিয়া নির্ব্বাসিত করা হইল। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন্ শওকতের পিতার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী; তিনি এক্ষণে পূর্ণিয়ায় বাস করিতেছিলেন। শওকতের এই সময়ের ব্যবহার বর্ণন করিয়া তিনি যে সুদীর্ঘ বিবরণী দিয়াছেন, তাহাতে অনুমিত হয়, এরূপ কাণ্ডজ্ঞান-বিবর্জ্জিত যুবক কদাচ রাজপদ কলঙ্কিত করিয়াছে। ভারতের ইতিহাসে অর্ব্বাচীন নরপতির অভাব নাই, কিন্তু শওকৎ নিজগুণে সকলকেই পরাভূত করিয়াছেন।

এ দিকে লাল্ হাজারী পদচ্যুত হইবার পরে মুর্শিদাবাদ-দরবারে উপনীত হইলেন। সিরাজুদ্দৌলা তাঁহার নিকট পূর্ণিয়ার সংবাদ, শওকতের মতি গতি সমস্তই শুনিলেন। উজীরের অনুমতিপত্র ও মুর্শিদাবাদ দরবারের ওমরাগণের সহানুভূতিই চিন্তার বিষয় হইল। তখন প্রবীণ সদস্যগণের মনোনয়নের উদ্যোগ হইল, সম্ভবতঃ সদস্যবর্গও শওকৎ-চরিত্র অবগত হইয়াই পূর্ব্ব উদ্যম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে বর্ষাকাল, যুদ্ধযাত্রার সময় নহে, সকলের পরামর্শে শওকতের ভাব ভক্তি পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে রাজা দুর্লভরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাসবিহারীকে পূর্ণিয়া প্রদেশের বীরনগর ও গোন্দোয়ারার ফৌজদার নিয়োজিত করিয়া প্রেরণ করা হইল। রাসবিহারী রাজমহল হইতে শওকতের নিকটে সিরাজুদ্দৌলার পত্র প্রেরণ করিলেন। পত্র মর্ম্ম অবগত হইয়া নির্ব্বোধ শওকৎ প্রবীণপক্ষের পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া, উত্তর পাঠাইলেন,—'আমি স্বনামে বঙ্গবিহার উড়িষ্যার সুবাদারীপদের বাদশাহী সনন্দ পাইয়াছি। কিন্তু তুমি আমার ভ্রাতা, তোমার প্রাণবধের ইচ্ছা করি না। তোমার ভরণপোষণ জন্য ঢাকা-প্রদেশের যেখানে ইচ্ছা স্থান লইতে পারিবে, তোমার প্রার্থনামত হইবার জন্য সনন্দ প্রদত্ত হইবে। ইতিমধ্যে রাজকোষ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আমার কর্ম্মচারিগণকে বুঝাইয়া দিয়া

(১) এখানি প্রকৃত বাদশাহী-সনন্দ নহে; উজীরের আদেশপত্র-মাত্র। (মুতাক্ষরীণ, ১—১৭৬ পৃঃ।)

ঐ অঞ্চলে চলিয়া যাইবে। অতি শীঘ্র এই পত্রের উত্তর পাঠাইবে; আমি রেকাবে পা তুলিয়া দিয়া উত্তর অপেক্ষা করিতেছি।' (১)

সিরাজুদ্দৌলা সমবেত পাত্রমিত্রগণকে শওকতের পত্রমর্ম্ম অবগত করিলেন। এক্ষণে সকলেই একবাক্যে শওকৎজঙ্গকে শিক্ষা দিবার প্রয়োজন স্বীকার করিলেন। বর্ষাপগমে এক্ষণে যুদ্ধযাত্রার কালও উপস্থিত হইয়াছিল। মহাসমারোহে যুদ্ধসজ্জা চলিতে লাগিল, সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে এমন সময়ে দরবারে উজীরের অনুমতিপত্রের কথায় সিরাজুদ্দৌলা দিল্লীদরবার হইতে তাহার জন্য এত দিন সনন্দ আনাইবার যথোচিত উদ্যোগ করা হয় নাই বলিয়া মহাতাপচাঁদ জগৎশেঠের উপর অনুযোগ করিলেন। শেঠগণেরই সহযোগে নজরের টাকা দিয়া বাদশাহী সনন্দ আনয়ন করা হইত। দুর্ম্মুখ সিরাজের ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিলে আর সংজ্ঞা থাকিত না; প্রকাশ্য দরবারে এই কথা উপলক্ষে জগৎশেঠ সম্পূর্ণ অপমানিত হইলেন। রাজকোষে অর্থাভাব, সনন্দের জন্য বিপুল পূজোপচারের প্রয়োজন, ইত্যাদি কথা উত্থাপিত হইলে, জগৎশেঠের উপর আদেশ হইল, বণিকগণের নিকট হইতে তিনকোটি টাকা চাঁদা তুলাইয়া দেন। 'প্রজাবর্গের উপর ইহাতে ভয়ানক অত্যাচার করা হইবে' জগৎশেঠের মুখে এই কথা শুনিয়াই দুর্দ্দান্ত সিরাজ ক্রোধান্ধ হইয়া দেশমান্য প্রবীণ জগৎশেঠের গণ্ডদেশে সবলে এক চপেটাঘাত করিলেন, সভাস্থ লোকে স্তম্ভিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে জগৎশেঠকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ হইল, দরবারে বিষম হুলস্থুল পড়িয়া গেল। মীরজাফর খাঁ প্রভৃতি প্রবীণ সদস্যগণ শেঠশ্রেষ্ঠকে কারামুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, সিরাজুদ্দৌলা কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। মীরজাফর খাঁ তখন ক্রোধভরে বলিয়া বসিলেন, সিরাজ দিল্লী হইতে সনন্দ না পাইলে তিনি বা তাঁহার সহকারিগণ কেহই সিরাজের সপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবেন না। (২)

সিরাজুদ্দৌলা এক্ষণে প্রমাদ গণিলেন, হিতৈষী বন্ধুবর্গ বুঝাইয়া দিলেন,

(১) মতাক্ষরীণ। রিয়াজ-উস্-সালাতীন্ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, সিরাজুদ্দৌলা শওকৎজঙ্গের রাজকর চাহিয়া পাঠাইলে, শওকৎ উত্তর দেন, 'রাজার ন্যায় এক পার্শ্বে রহিয়াছি, এই এক টুকরা রুটীতে তোমার আর দাঁত বসান উচিত হয় না।' সিরাজ এই উত্তর পাইয়াই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। রিয়াজ-গ্রন্থকার প্রবাদমাত্র অবলম্বনে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(২) Bisdom's letter, 31st August, 1756. Long P 77.

শেঠবংশের যোগে মীরজাফর প্রভৃতি বিরূপ হইলে সমূহ বিপদ। তখন মাতামহী নবাব-বেগমের সাহায্যে মীরজাফরকে প্রসন্ন করিলেন। জগৎশেঠ কারামুক্ত হইলেন; কৃতকার্য্যের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিয়া সিরাজ মাতামহের নাম স্মরণে শ্রেষ্ঠীবরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সমস্ত গোল মিটিল। ত্বরায় যুদ্ধোপকরণ সংগৃহীত হইল, সিরাজুদ্দৌলা স্বয়ং যাত্রা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। পাটনার নায়েব নাজিম রাজা রামনারায়ণের উপর আদেশ প্রেরিত হইল, তিনি যেন ঐ দিক্ হইতে অগ্রসর হইয়া আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকেন। বঙ্গীয় সৈন্যদল দুইভাগে বিভক্ত হইল। এক দল সিরাজুদ্দৌলার সঙ্গে রাজমহলের দিক্ হইয়া অগ্রসর হইল। অপর সৈন্যদল রাজা মোহনলালের অধীনে গঙ্গাপার হইয়া মালদহ জেলার প্রান্তভাগস্থিত সোনদহ, হিয়াৎপুর ও বসন্তপুর গোলার দিক হইতে পূর্ণিয়া আক্রমণে আদিষ্ট হইল (১) নবাবগঞ্জ ও মণিহারীর মধ্যস্থলে প্রাকৃতিক পরিখা-বেষ্টিত এক সুন্দর স্থানে পূর্ণিয়ার প্রবীণ সেনাপতিগণের পরামর্শে শওকৎজঙ্গের সৈন্যসংস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। চারি দিকে বিলে পরিবেষ্টিত এক উচ্চ ভূমি, এক পার্শ্বে একটিমাত্র সংকীর্ণ পথ। ঐ সংকীর্ণ পথের মুখে মুষ্টিমেয় সৈন্যের সাহায্যেই ব্যূহ রক্ষিত হইতে পারে। এরূপ অনুকূল স্থানে সেনাসন্নিবেশসত্ত্বেও নির্ব্বোধ শওকৎজঙ্গের বুদ্ধির দোষে সমস্ত নষ্ট হইল। ব্যূহমধ্যে তাঁহার শিবির থাকিল; কিন্তু তাঁহার আদেশে সেনাপতি কারগুজার খাঁর অধীনে পূর্ণিয়ার উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্যদল দেড় ক্রোশ দূরে বিলের অপর পার্শ্বে সোনড়া নামক ক্ষুদ্র নদীর পার্শ্বে স্থাপিত হইল। তাঁহার শিবির হইতে দূরে থাকাও সেনানীগণের অভিপ্রেত ছিল।

১১৭0 হিজরী সালের ২১ জমাদি (নবেম্বর ১৭৫৬) বেলা আড়াই প্রহরের সময় মোহনলালের সৈন্যদল আবারি ও মণিহারীর মধ্যস্থলে বলদিয়াবাড়ী নামক স্থানে উপস্থিত হইল। সেখান হইতে শওকৎজঙ্গের শিবির দুই ক্রোশের অধিক নহে। কিন্তু মধ্যে বিলের অংশ বিশেষ ব্যবধান। মোহনলাল সসৈন্যে গঙ্গার পাহাড়ের উপর একটি উচ্চ স্থানে উপনীত হইলেন। সেনাপতিগণের মধ্যে মীরজাফর খাঁ, দোস্ত মহম্মদ খাঁ, মীরকাজেম খাঁ এবং সুপ্রসিদ্ধ বীর উমের

(১) হিয়াৎপুর ও সোনদহ—মালদহ ও পূর্ণিয়া জেলার সীমান্তভাগে। সোনদহকে লোকে সন্‌দা বলে। এখানে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা প্রভৃতি প্রাচীন গৌরবের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান। ষ্টুয়ার্ট ভ্রমক্রমে 'সরদহ' পড়িয়াছেন। বসন্তপুরগোলা পূর্ণিয়া-নবাবগঞ্জের নিকটবর্ত্তী।

খাঁর সুযোগ্য পুত্রদ্বয় দিলির খাঁ ও অসালৎ খাঁ প্রভৃতি বাঙ্গলা সৈন্যের শীর্ষস্থানীয় পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের ক্ষুদ্র কামানগুলি কিছুদূর অগ্রে পাঠাইয়া শত্রুশিবিরে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। কিন্তু এত দূর হইতে অধিকাংশ গোলা শিবির পর্য্যন্ত পঁহুছিল না, অর্দ্ধপথে পঙ্কসলিলে পতিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃহৎ কামানগুলি আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন দুই চারিটি গোলা শওকৎ শিবিরে পতিত হইতে লাগিল। শওকৎজঙ্গ ইহাতেই ত্রস্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

শ্যামসুন্দর নামক এক জন বাঙ্গালী কায়স্থ শওকৎজঙ্গের পিতার আমল হইতে পূর্ণিয়ার গোলন্দাজ-সৈন্যের বেতনাধ্যক্ষ এবং কার্য্যতঃ উহার অধিনায়ক ছিলেন। (১) ইনি প্রথমে ব্যূহমুখে আপন সৈন্যদল ও কামান সংস্থাপিত করেন। কিন্তু শওকৎজঙ্গকে বিব্রত দেখিয়া, তিনি এই সময় আপন কামানগুলির সহিত অর্দ্ধক্রোশ অগ্রসর হইয়া শত্রুপক্ষের প্রতি গোলা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। শ্যামসুন্দর বীরপ্রতাপে সম্মুখ চালাইয়া শত্রুপক্ষকে কিঞ্চিৎ বিব্রত করিলেন বটে, কিন্তু সুরক্ষিত ব্যূহমুখ হইতে বহির্গত হওয়ায়, তাঁহার পক্ষে বিলের ব্যবধানরূপ সুবিধা অন্তর্হিত হইল। বাঙ্গলা-সৈন্যের কামানের অনলে তাঁহার পক্ষেরও সমূহ ক্ষতি হইতে লাগিল। যাহা হউক, শওকৎজঙ্গ এই সময়ে প্রধান সেনাপতিকে অশ্বারোহী সৈন্যদল লইয়া অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। বিচক্ষণ সেনানায়কগণ বলিয়া পাঠাইলেন, এ সময়ে অশ্বারোহী-সৈন্য অগ্রসর হইলে সমস্তই নষ্ট হইবে। অজ্ঞান শওকৎজঙ্গ উত্তর পাঠাইলেন, 'হিন্দু শ্যামসুন্দর কেমন বীরপ্রতাপে যুদ্ধ করিতেছে। তোমরা মুসলমান, বীরপুরুষ বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাক, এ সময়ে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় কার্য্য করা শোভা পায় না।' সেনানায়কগণ ধিক্কার সহ্য করিতে না পারিয়া, বেগে সদলে শত্রুপক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আদেশ দিয়া শওকৎজঙ্গ বাহাদুর শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। উত্তাক্তমস্তিষ্ক শীতল করিবার জন্য অভ্যস্ত 'ভাঙ্গ' ও সঙ্গীতের ব্যবস্থা হইল, ক্রমে শওকৎজঙ্গের চেতনা অন্তর্হিত হইল।

এ দিকে ভয়চকিত শওকতের গঞ্জনায় দূরে সংস্থাপিত প্রধান সেনাপতি কার্‌গুজার খাঁর অধীনে পূর্ণিয়ার শিক্ষিত অশ্বারোহীদল শত্রুপক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া, বিলের মধ্যে মহাপঙ্কে পতিত হইয়া বঙ্গীয়-কামানের

মুতাক্ষরীণ। (নামে শওকৎজঙ্গই তোপাধ্যক্ষ)

লক্ষ্যমাত্রে পরিণত হইল। যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিল, তাহাও বাঙ্গলার অশ্বারোহীদলের শাণিতকৃপাণে উৎসৃষ্ট হইতে লাগিল। এই সময়ে মীরজাফর খাঁ, মীরকাজেম্ খাঁ প্রভৃতি সেনানায়কগণ সদলে প্রচণ্ডবেগে বিপক্ষ-সেনার উপর নিপতিত হইয়া, তাহাদের ধ্বংসসাধন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ব্যূহমুখে অগ্রগামী গোলন্দাজ-সৈন্যগণের অবস্থাও সেইরূপ হইল। শ্যামসুন্দর প্রচণ্ডবিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে আহত হইয়া শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যুদ্ধের যখন এইরূপ ঘনীভূত অবস্থা, পূর্ণিয়া সৈন্য যখন স্থানে স্থানে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই সময়ে গোলাম হোসেন্ প্রভৃতি কয়েক জনে পরামর্শ করিয়া, সৈন্যদলের উৎসাহবৃদ্ধির নিমিত্ত শওকৎজঙ্গকে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহিত করাইলেন। সংজ্ঞাশূন্য শওকৎজঙ্গকে অধিকক্ষণ এ বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইল না। বিপক্ষের এক গোলা আসিয়া তাঁহার ললাটভেদ ও সঙ্গে সঙ্গে ভবযন্ত্রণার অবসান করিয়া দিল।

এই যুদ্ধে আমরা মোহনলাল, শ্যামসুন্দর, লালু হাজারী ও মিতন্‌লাল এই চারি জন হিন্দু সেনাপতির উল্লেখ পাই। মিতন্‌লাল শওকতের শরীররক্ষী সৈন্যদলের অধিনায়ক। পদাতিক গোলন্দাজ-সেনার অন্যতম অধিনায়ক লাল্ হাজারী ইতঃপূর্ব্বেই সিরাজুদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্যামসুন্দর মোহনলালেরই প্রতিকৃতি। রাজকীয় এক বিভাগের দেওয়ান্ হইলেও, ইনি কেবল মসিজীবি নহেন। সেকালের বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানের নিকট অসি-মসীর সাপত্ন্যসম্বন্ধ পরিজ্ঞাত ছিল না, দুর্লভরাম প্রভৃতি অনেকেই চিরকাল সৈন্যপরিচালনা করিয়াছেন। শ্যামসুন্দরের হঠকারিতার জন্য মুসলমান ঐতিহাসিক অনুযোগ করিয়াছেন। (১) সম্ভবতঃ বিপুল নবাব-সৈন্যের সম্মুখে ব্যূহমধ্য হইতে অগ্রসর হইয়া সাহস ও প্রভুর হিতসাধনে উৎসাহ দেখাইতে গিয়া তিনি সুবোধের ন্যায় কার্য্য করেন নাই। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কয় জন লোকে ওয়েলিংটনের মত নির্ব্বাতনিষ্কম্প থাকিতে পারেন? অপিচ, শ্যামসুন্দরের সে সময়ের অবস্থাও বিবেচ্য। নবাবী বৃহৎ কামানগুলি যখন ভীমনাদে লৌহপিণ্ড উদ্গীরণ আরম্ভ করিয়াছে, শওকৎজঙ্গ ভয়বিহ্বল হইয়া নিজের মাহী পতাকা নামাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, অনেক লোক তাঁহার পার্শ্বে একত্র দেখিয়া, শত্রুপক্ষ সেই দিকে কামান দাগিতেছে ভাবিয়া, নিজের অনুচরবর্গকে ধমক্ দিয়া স্থানান্তরে

(১) মুতাক্ষরীণ, ১—৩৯২।

যাইতে আজ্ঞা দিতেছেন, তখন কি গোলন্দাজ-সেনাপতির পক্ষে বিপক্ষ-পক্ষের কামনাগুলিকে স্থানচ্যুত করার চেষ্টা কর্ত্তব্য নহে? শওকৎজঙ্গ বাহাদুরের তীব্র ভৎর্সনায় তাঁহার শিক্ষিত অশ্বারোহী-সৈন্যদল অগ্রসর হইতে গিয়া যদি মহাপঙ্কে নিপতিত না হইত, তবে যুদ্ধে বাঙ্গালী-সৈন্যগণের কি অবস্থা হইত, কে বলিতে পারে? যাহা হউক, বাঙ্গালী কায়স্থ শ্যামসুন্দরের সাহস ও বীরত্বের অপলাপ করিবার উপায় নাই। নবাবী-আমলের হিন্দু সেনাপতিগণের মধ্যে ইঁহার আসন বড় নিম্নে নহে। মোহনলালের মত অপদার্থ প্রভুর লবণের মর্য্যাদারক্ষার জন্য ইনিও প্রাণ দিতে অগ্রসর ছিলেন। ভাগ্যবিড়ম্বনায় বাঙ্গালীজাতি নিজের যে যৎসামান্য গৌরবের বিষয় আছে, তাহারও কোন ইতিবৃত্ত রাখিয়া যায় নাই; নতুবা মোহনলাল ও শ্যামসুন্দরের মত কত কর্ত্তব্যপরায়ণ অমিততেজা বাঙ্গালী বীরের নাম করিয়া, এই অধঃপতিত হতভাগ্য দেশ রসনা তৃপ্ত করিতে পারিত।

যুদ্ধশেষে শান্তিস্থাপন ও সুব্যবস্থার জন্য মহারাজা মোহনলাল কিছু দিন পূর্ণিয়ায় অপেক্ষা করিলেন। সইদ্ আহম্মদের সমস্ত সম্পত্তি, বেগমগণ ও সন্তানাদি মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইল। সিরাজুদ্দৌলা ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন্‌কে আত্মীয় বলিয়া নিরুদ্বেগে সম্পত্তি সহ অন্যত্র যাইবার অনুমতি প্রেরণ করেন। বাজদত্ত হস্তী প্রভৃতি তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যাহৃত হয়, কিন্তু অন্যান্য যাবতীয় সম্পত্তি সহ তাঁহাকে ঐ দেশ হইতে পশ্চিম যাইতে দেওয়া হইয়াছিল (১)। নিজ মনোনীত এক জন সুদক্ষ লোকের হস্তে শাসন-ভার ন্যস্ত করিয়া, মোহনলাল রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার পুত্রকে পরে পূর্ণিয়ার নায়েবী-পদে নিযুক্ত দেখা যায়। সিরাজের অধঃপতনের পর, পূর্ণিয়ায় বিদ্রোহী সামন্তেরা ইঁহাকে বন্দী করিয়া সিংহাসন কাড়িয়া লন (২)। মোহনলালের শোচনীয় পরিণামের সঙ্গে ইহার বিষয় উল্লিখিত হইবে।

এ দিকে কলিকাতার ইংরেজগণের দুর্দ্দশার একশেষ হইতে লাগিল। কাশিম-বাজার অবরোধের সংবাদ দিয়া মাদ্রাজে সাহায্য জন্য যে পত্র প্রেরিত হয়, তাহার ফলে মাদ্রাজ-দরবার হইতে ২৪০ জন গোরা পল্টন সহ মেজর কিল্

(১) মুতাক্ষরীণ,। মুতাক্ষরীণকারের নিজের উক্তি দেখিলে, সিরাজের উপর তাঁহার কোন বিদ্বেষ লক্ষিত হয় না।

(২) মুতাক্ষরীণ, ২—৬ পৃঃ,

পেট্রিক মান্দ্রাজ হইতে প্রেরিত হন। মেজর সাহেব ফল্তায় আসিয়া পলায়িত ইংরেজগণের সন্ধান পাইলেন। একে তাঁহার সহিত সামান্যমাত্র সৈন্য, তাহারও আবার অনেকে রোগ-জর্জ্জরিত; সুতরাং সকলে মিলিয়া মান্দ্রাজ হইতে দ্বিতীয় সাহায্যের আশায় বসিয়া রহিলেন। এই সময়ে সকলেই পরস্পরকে অপরাধী বলিয়া নিন্দাবাদ আরম্ভ করিলেন। অনেকে বলিলেন, 'যাঁহারা উৎকোচলোভে কৃষ্ণবল্লভকে কলিকাতায় আশ্রয় দিয়াছিলেন, এবং বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার জন্য কোম্পানীর নামাঙ্কিত পরোয়ানার অযথা ব্যবহার করিয়া স্বীয় অর্থোপার্জ্জনের উপায় করিয়াছিলেন,' তাঁহারাই এই দুর্গতির মূলীভূত কারণ। হলওয়েল, ওয়াট্স, বিচার প্রভৃতি সকলেই এক এক দীর্ঘ মন্তব্য লিখিয়া বিলাতে ডিরেক্টরগণের সমীপে দাখিল করিয়াছিলেন (১), মহামতি ড্রেক্ সাহেবও বাদ যান নাই। পরস্পরের বিবাদ ও বাক্‌বিতণ্ডায় সত্য অনেক পরিমাণে নির্দ্ধারিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। হল্ওয়েল্, সিরাজের ইংরেজ-বিদ্বেষ ও আলিবর্দ্দীর অন্তিম উপদেশ কলিকাতা আক্রমণের কারণ, ইংরেজগণকে দেশ হইতে বিতাড়িত করাই উদ্দেশ্য,এইমত পোষণ করিয়াছেন; অথচ বাণিজ্য বা কৃষ্ণদাসব্যাপার অপেক্ষাকৃত লঘুভাবে দেখাইয়াছেন। (২) ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকগণ যাহাই বলুন, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের হঠকারিতায় ক্রমাগত উত্যক্ত হইয়াই সিরাজুদ্দৌলা শাস্তিদানে বদ্ধপরিকর হন, তবে কলিকাতা পর্য্যন্ত গিয়া ইংরেজ-পীড়ন কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক সিরাজ মন্ত্রীবর্গের কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন নাই, কিন্তু এই বিষম শাস্তি দিবার পরে আর তাঁহাদের প্রতি সিরাজের আক্রোশ ছিল না, স্পষ্টই দেখা যায়। ইচ্ছা করিলে সিরাজ-সৈন্য ইংরেজগণকে বাঙ্গালার ত্রিসীমানা হইতে তাড়িত করিতে পারিত। সেরূপ না করিয়া আবার ইংরেজগণকে কলিকাতায় ফিরিবার অনুমতিও দেওয়া হইয়াছিল; কাশিমবাজারে হেষ্টিংস্ প্রভৃতি নিরুদ্বেগে বাস করিতেছিলেন। প্রথম প্রথম ফল্তার অস্বাস্থ্যকর বায়ু ও খাদ্যাভাব ইংরেজগণকে বড়ই দুর্দ্দশাপন্ন করিয়াছিল। রাজা মাণিকচাঁদের প্রতাপে দেশীয় বণিকগণ খাদ্যদ্রব্য লইয়া জাহাজে পঁহুছাইয়া দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। ফরাসী, ওলন্দাজ ও দেশীয় বণিকেরা গোপনে যাহা কিছু

---

(১) First Report, House of Commons 1772.

(২) Holwell's Vindication.

আহার্য্য প্রেরণ করিতেন,তাহাতেই ইংরেজের কোনরূপে দিনপাত হইতেছিল। নবকৃষ্ণ শোভাবাজার বংশপ্রবর্ত্তক প্রভৃতি কয়জন লোকে প্রাণ হাতে করিয়া বাঙ্গালীস্বভাবসুলভ দয়াগুণে আহার্য্য পাঠাইয়া ইংরেজগণের কষ্টমোচনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। (১) অমিচাদ প্রভৃতি যে সকল বণিকের উপর সৌভাগ্যের সময়ে ইংরেজগণ সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই,অধঃপতনের পূর্ব্বে যাঁহাদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার হইয়াছিল, তাঁহারাও এ দুর্দ্দিনে দয়াপরবশ হইয়া ইংরেজগণের উপকারের চেষ্টা করিতেছিলেন। গোপনে ইংরেজগণের বিনীত দরখাস্ত লইয়া নবাব-দরবারে মন্ত্রীগণের দ্বারায় নবাবের তুষ্টিসাধনের চেষ্টা হইতে লাগিল। ক্রমে মন্ত্রৌষধির বলে রাজা মাণিকচাঁদও হস্তগত হইলেন। ইংরেজেরা ফলতায় থাকিয়া যাহাতে খাদ্যাদির কষ্ট না পান, তাহার ব্যবস্থা হইল, তাঁহার আদেশে ফলতায় বাজার বসিল। ইংরেজ পুনরায় নবাবের অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইবে ভাবিয়া অনেক লোকে আবার তাঁহাদের প্রতি অনুকূল হইলেন।

ইতিমধ্যে সিরাজদ্দৌলা পূর্ণিয়ায় যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন, শওকৎজঙ্গ বাদশাহী সনন্দ পাইয়া বাঙ্গলার নবাব হইয়াছেন, পাত্রমিত্র সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধাচারী, ইত্যাদি সংবাদ পাইয়া শওকৎজঙ্গের নিকট নজর সহ পত্র পাঠাইবার সঙ্কল্প হইল। (২) অবশ্য সিরাজুদ্দৌলার দরবারেও কর্পাভিক্ষার উদ্যোগ বন্ধ থাকিল না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কানুজী আংগ্রীয়া নামে জনৈক মহাবল সামন্ত পশ্চিমোপকূলে মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধজাহাজ পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হইয়া, বোম্বাই হইতে প্রায় চল্লিশ ক্রোশ দক্ষিণে সুবর্ণদুর্গের অধিনায়ক হন। (৩) কাল-ক্রমে বলসঞ্চয় ও মহারাষ্ট্রশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া, তিনি স্বাধীনতা অবলম্বন করেন; শেষে১৭১৩খ্রীষ্টাব্দে সামান্যমাত্র কর-প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া কার্য্যতঃ তিনি উপকূলভাগের স্বাধীন রাজা হইয়া উঠেন। বিদেশীয় জাহাজের

(১) Long's Record

(২) Long's Selections, Consultation Fulta Sept, 15, 1756.

(৩) কথিত আছে যে ইঁহার নাম আঙ্গাজী, তিনি কানোজ দেশীয় ব্রাহ্মণ। দেশত্যাগ করিয়া মহারাষ্ট্র উপকূলে আঁগ্রিয়া গ্রামে প্রথমে বাস করেন। আঁগ্রিয়ার ইংরেজী অপভ্রংশ 'আংগ্রীয়'।

পণ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া, কাহ্নজী প্রভৃত অর্থ সংগ্রহ করেন, তাঁহার অত্যাচারে মালবার উপকূল বিত্রস্ত হয়। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কানুজীর মৃত্যু-সংঘটন হইলে, নানারূপ পারিবারিক-বিপ্লবের পরে, তাঁহার অন্যতম পুত্র তুলাজী আংগ্রীয়া গিরিয়া বা বিজয় দুর্গে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়া, দ্বিগুণ উৎসাহে পিতৃবৃত্তি পরিচালনা আরম্ভ করেন। ক্রমাগত উত্যক্ত হইয়া পেশোয়া বালাজী বাজীরাও ইংরেজপক্ষের যোগে তাঁহার উচ্ছেদ সাধনের সঙ্কল্প করিলেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে ফরাসীর সহিত পুনর্বিবাদ সম্ভাবনায় ইংলণ্ড হইতে যুদ্ধজাহাজ সহ নৌসেনাপতি ওয়াট্‌সন্ ও ক্লাইব্ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া বোম্বাই নগরে উপনীত হইলে, জলপথে ইংরেজ যুদ্ধজাহাজ ও স্থলে ইংরেজ ও মারাঠা মিলিত-সৈন্য গিরিয়া আক্রমণ করিল, আংগ্রীয়া পরাজিত হই-লেন। মারাঠাপক্ষের সামান্য ত্রুটির ছল করিয়া, চতুর ইংরেজদল তাঁহাদিগকে গিরিয়ার লুণ্ঠিত দ্রব্যের (পনের লক্ষ টাকা) অংশ প্রদান করেন নাই। অতঃপর যুদ্ধজাহাজ প্রভৃতি লইয়া ইংরেজদল পূর্ব্বোপকূলে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন, এমন সময়ে কলিকাতার সংবাদ আসিয়া পঁহুছিল।

ম্যানিংহাম্ সাহেবের মুখে মান্দ্রাজ-দরবার কলিকাতার অবস্থা অবগত হইলেন। অনেক তর্কবিতর্কের পর কলিকাতা উদ্ধারের পরামর্শ স্থির হইল, প্রবীণ সেনানায়ক অল্‌ডারক্রন্ বঙ্গদেশের ব্যাপার বুঝেন না, কর্ণেল লরেন্স পীড়িত, ইত্যাদি কারণে কর্ণেল ক্লাইব্ নেতা মনোনীত হইলেন। মাজন্মসৈনিক কর্ণেল ক্লাইবের বীরকীর্ত্তিতে ইংরেজ-সমাজের সকলেরই তখন তাঁহার প্রতি অটল বিশ্বাস। আর্কটের অদ্ভুত রক্ষাকার্য্যে ও দুর্দ্ধর্ষ আংগ্রীয়াদমনে তাঁহার যশে দিগন্ত পরিপূর্ণ। তিনি বাঙ্গলায় গিয়া যুদ্ধসম্বন্ধীয় কার্য্যে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবেন, বাঙ্গলার দরবার তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পাইবেনা, ইত্যাদি ভাবে অনুমতিপত্র লইয়া ক্লাইব্ বঙ্গে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। নৌ-সেনাপতি আড্‌মিরাল ওয়াট্‌সন্ যুদ্ধজাহাজ সহ ঐ সঙ্গে যাত্রা করিয়া বাঙ্গলা উদ্ধার করিবেন, স্থির হইয়া গেল। (১) ১৬ই অক্টোবর তারিখে পাঁচ খানি রণপোত ও কোম্পানীর পাঁচ খানি জাহাজে সৈন্যাদি লইয়া সেনাপতিদ্বয় মান্দ্রাজ হইতে

(১) কোম্পানীর বা কোম্পানীর প্রজাগণের সম্পত্তির উদ্ধার হইলে তাঁহাদিগকে দিতে হইবে, অন্যান্য লুণ্ঠিত সম্পত্তি ওয়াটসনের দলই পাইবেন, এই সর্ত্তে ওয়াটসন্ মহোদয় যাত্রা করিতে সম্মত হন। জাহাজবাকে ভাবী লুণ্ঠনের অংশেরও ব্যবস্থা হয়।

বহির্গত হইলেন। নয় শত গোরা ও ১৫ শত সিপাহী-সৈন্য যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। আডমিরাল পকক্ সার্দ্ধদ্বিশত গোরা-সৈন্য সহ 'কম্বরল্যাণ্ড' নামক জাহাজে যাত্রা করেন। এইখানি ও কোম্পানীর "মারলবরা" নামক জাহাজ প্রতিকূল বায়ুবশে নিয়মিত সময়ে আসিয়া পঁহুছে নাই; অবশিষ্ট জাহাজ ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া, ডিসেম্বর মাসে ফল্‌তায় আসিয়া উত্তীর্ণ হইল।

মান্দ্রাজ হইতে ক্লাইবের সঙ্গে নিজাম সলাবৎ জঙ্গের, আর্কটের নবাব মহম্মদ আলির এবং ইংরেজ-অধ্যক্ষ পিগট্ সাহেবের এক এক পত্র সিরাজুদ্দৌলার নামে প্রেরিত হইয়াছিল; এই সমস্ত পত্রে ইংরেজের বাণিজ্যাধিকার পুনঃ-সংস্থাপনের জন্য বাঙ্গলার নবাবের উপরে অনুরোধ ছিল। ফল্‌তায় উপনীত হইয়া, ইংরেজপক্ষ এই তিন খানি পত্রের সহিত ক্লাইবের একখানি পত্র মাণিকচাঁদের নিকটে প্রেরণ করিলেন। ইংরেজী ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে যে উদ্ধত ভাবে লিখিত বলিয়া মাণিকচাঁদ ঐ পত্র নবাবের নিকট প্রেরণ করিতে স্বীকৃত না হওয়ায়, ইংরেজদল বাহুবলে কলিকাতা পুনরধিকারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। অতঃপর ওয়াট্‌সন ও ক্লাইব সিরাজুদ্দৌলার নিকট এক দিনে দুই স্বতন্ত্র পত্র পাঠাইলেন, ইহাতে কিঞ্চিৎ আস্ফালন থাকিল (১)। যাহা হউক, ক্ষিপ্রকারিতার সহিত কলিকাতা পুনরুদ্ধার করিয়া নবাবের মনে ভয়সঞ্চার করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে, ইংরেজদল অবিলম্বে কার্য্য আরম্ভ করাই স্থির করিলেন। ইতিমধ্যে ফল্‌তার ইংরেজগণ সংবাদ পাইয়াছিলেন, যে 'কলিকাতা দুর্গে দেড় সহস্রের অধিক সিপাহী নাই, কামানগুলি প্রায়ই অকর্ম্মণ্য, দুর্গ এক প্রকার অরক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে। টানার দুর্গে দুই শত মাত্র সিপাহী ও হুগলীতে পাঁচশতের অধিক লোক নাই' (২)। সম্মুখে বজ্‌বজের ক্ষুদ্র দুর্গের অবস্থাও ইংরেজপক্ষের অজ্ঞাত ছিল না। ক্লাইবের অনিচ্ছা সত্বেও ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে মায়াপুরের সম্মুখে জাহাজ হইতে উঠিয়া সৈন্যদল স্থলপথে যাত্রা করিতে বাধ্য হইল। প্রথমে বজ্‌বজের দুর্গ আক্রমণের সঙ্কল্প হইল। ফল্‌তার ইংরেজগণ নবাবের ভয়ে যুদ্ধোপকরণ লইয়া যাইবার জন্য বলদ প্রভৃতিও সংগ্রহ করিতে

(১) Hill's Bengal—Vol II.

(২) Padre Bento's letter of the 16th September referred to in the Fulta consultation—Long, P 74

পারেন নাই; সৈন্যগণই পর্য্যায়ক্রমে উহা টানিয়া লইয়া যাইতে বাধ্য হইল। (১) মায়াপুর হইতে বজ্‌বজ্‌ আট ক্রোশ; বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া আসিতে ইংরেজদল পরিশ্রান্ত হইল, এবং শত্রুপক্ষ কত দূরে আছে তাহারও কোন সংবাদ পাইল না। এ দিকে রাজা মাণিকচাঁদ কলিকাতা হইতে মৃদুমন্দগমনে সৈন্যসমভিব্যাহারে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার সৈন্যদল সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই ইংরেজ-সৈন্যের উপর গোলা চালাইল। প্রথমে কিঞ্চিৎ ত্রস্ত হইয়া কিছুক্ষণ পরে ইংরেজদল কামান সাজাইয়া অগ্নি-বৃষ্টি আরম্ভ করিল। মাণিকচাঁদ এখানে প্রভুর লবণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সেনাপতির মত কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরেই তিনি রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করেন। ক্লাইবের পত্রে বর্ণিত আছে একটি গোলা মাণিকচাঁদের হাওদার ভিতর তাঁহার উষ্ণীষের মধ্য দিয়া চলিয়া যাওয়ায় তিনি নিজের মূল্যবান প্রাণ রক্ষার জন্য প্রস্থান করেন। তাঁহার এই কাপুরুষতার কোন গূঢ় কারণ আছে কি না, তাহা এখন আর নিঃসংশয়ে স্থিরীকৃত হইতে পারে না। তবে ইংরেজগণের সহিত তাঁহার অন্তবিধ সম্বন্ধও ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। (২)

ইত্যবসরে ওয়াট্‌সন্‌ সাহেবের জাহাজগুলি বজ্‌বজ্‌ দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গোলা চালাইতে আরম্ভ করিলে, দুর্গস্থিত বীরপুরুষগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন। শূন্যদুর্গ পড়িয়া থাকিল। রাত্রিকালে জাহাজের অনেক লস্কর তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ষ্ট্রাহান নামে এক জন জাহাজী গোরা মত্ত অবস্থায় দুর্গপ্রাকারের ভিতরে গিয়া লোকের কোন চিহ্নই না দেখিয়া দুর্গপ্রাচীর হইতে 'আমি দুর্গ অধিকার করিয়াছি' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার সহচরদের মধ্যে অনেকেই তাহার সহিত যোগ দিল। ইংরেজদলের কতকগুলি সিপাহী এই চীৎকার শব্দে যেই অগ্রসর হইয়াছে, অমনি লস্করদল হইতে শত্রুপক্ষ মনে করিয়া তাহাদের উপর গোলাগুলি নিক্ষিপ্ত হইল। এই গোলযোগে ইংরেজ-কাপ্তেন ক্যাম্বেল্‌ সাহেব নিহত হন।

এ দিকে রাজা মাণিকচাঁদ কলিকাতায় আসিয়াও স্থির হইতে পারেন নাই।

(১) Orme II. 122.
(২) The Government agreed to entertin at the company's pay the son of the deceased Manikchand who was useful to them in various ways during the preceding 30 years, though he led the Nabob's troops against them at the battle of Buge-buge, Long's Rocord.

দুর্গরক্ষার জন্ত পাঁচ শত সিপাহীমাত্র রাখিয়া তিনি প্রথমে হুগলী, পরে সংবাদ দিবার জন্য মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত যাত্রা করিলেন। নেতা এইরূপে বীরত্ব দেখাইলেও বঙ্গীয় সিপাহীদলের দক্ষতা সম্বন্ধে ইংরেজগণের ধারণা অনুকূল হইয়া রহিল। (১) ১লা জানুয়ারি জাহাজ টানা-দুর্গের সম্মুখে আসিল; এখানে রক্ষকগণ চল্লিশটি কামান রাখিয়া পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল। কলিকাতা হইতে কামানগুলি আনিয়া টানা দুর্গে সাজাইবার কল্পনা ছিল, কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই ইংরেজদল আসিয়া পহুছিল। ২রা জানুয়ারি ক্লাইব্ সসৈন্যে কলিকাতার সম্মুখে উপনীত হইলেন, নবাবকে দুই খানি জাহাজ তৎপূর্ব্বেই আসিয়াছিল। প্রতিকূল বাতাসের জন্য জাহাজ ফিরাইতে না পারায়, দুর্গ হইতে কামান ছুড়িয়া কিছুক্ষণ জাহাজের লোককে উত্যক্ত করা হইয়াছিল। এই সময়ে দুই জাহাজের ৯ জন লোক হত হয়। জাহাজ হইতে প্রচণ্ডবেগে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইলে দুর্গরক্ষকগণের সাহস ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসিল; মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই তাহারা প্রস্থান দিল।

দুর্গজয়ের পর অধিকার ও কর্ত্তৃত্বভার লইয়া ওয়াট্‌সন্ ও ক্লাইবের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়, অবশেষে সামঞ্জস্য করিয়া ক্লাইবের হস্তেই দুর্গ সমর্পিত হইল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে ড্রেক্ সাহেব পুনরায় কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইলেন, (জানুয়ারী, ১৭৫৭)। নবাব-সৈন্য কলিকাতা দুর্গের নানা স্থান ভগ্ন ও নষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু দুর্গমধ্যে কোম্পানীর মালপত্রের অধিকাংশই পূর্ব্বাবস্থায় ছিল (২)। কলিকাতা পুনরধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই ভয় প্রদর্শনেরও প্রতি-শোধ লইবার বাসনায় হুগলী লুণ্ঠনের পরামর্শও স্থির হইল। কোম্পানীর কার্য্য পূর্ব্বেই সুসম্পন্ন হইয়া গেলেও, ইংরেজ-সেনাপতিগণের স্বকার্য্যসাধন হয় নাই; প্রসিদ্ধ বন্দর হুগলী আক্রমণে সে উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ সফলতাসাধন হইবে, অতএব যত শীঘ্র সম্ভব, তাহার ব্যবস্থা করা হইল। ইংরেজী ইতি-হাসে নির্দ্দেশ আছে, নবাবের নিকট উত্তর না পাওয়ায় যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল। তিন চারিখানি ক্ষুদ্র জাহাজে মেজর কিলপ্যাট্রিক ও ভবিষ্যতে বিখ্যাত কাপ্তেন্ কুটের অধীন কিয়দংশ গোরা ও সিপাহী-সৈনা হুগলী অভিমুখে প্রেরিত হইল। ১০ই জানুয়ারি ইংরেজ-জাহাজ হুগলীর সম্মুখীন হইয়া অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিল; দুর্গরক্ষক সৈন্যদল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। দুর্গ ও ফৌজদারী সম্পত্তি এবং সমৃদ্ধ

(১) Orme II, 125
(২) Do. 126

হুগলী-নগর লুণ্ঠিত হইল। এক সপ্তাহ ধরিয়া হুগলী এবং উত্তর পার্শ্বে বাণ্ডেল্ প্রভৃতি স্থানের সরকারী গোলাবাড়ী ও প্রজাগণের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া ইংরেজদল কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিল। (১)

ইতিপূর্ব্বে ওয়াট্সন্ সাহেবের পত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন, 'ইংরেজ-কোম্পানীর বাণিজ্যরক্ষার্থ ইংলণ্ডাধিপ আমায় এদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি বলপ্রয়োগে ইংরেজগণকে কলিকাতা হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন, তাহাদের বহু অর্থ লুণ্ঠিত ও অনেক লোক নিহত হইয়াছে। ইংরেজ-কোম্পানীর বাণিজ্যে মোগল সাম্রাজ্যের প্রভূত উপকার সাধন হইয়া আসিতেছে। অতএব ভরসা করি, ইংরেজপক্ষের বাণিজ্যাধিকার পুনঃপ্রদান ও ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ করিবেন' ইত্যাদি। সিরাজুদ্দৌলার পক্ষ হইতে ইহার উত্তরে লিখিত হইল, 'আপনার পত্র পাইবামাত্রই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু বোধ হইতেছে, সে উত্তর পান নাই, সুতরাং পুনরায় লিখিতেছি,—ইংরেজঅধ্যক্ষ ড্রেক্ আমার আদেশ না মানিয়া পলায়িত প্রজাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে শাস্তি দিয়াছি। অন্য কাহাকে অধ্যক্ষ মনোনীত করিলে, ইংরেজগণের বাণিজ্যাধিকার পুনঃস্থাপনায় আমার কোন আপত্তি নাই।' হুগলী লুণ্ঠনের পরে ওয়াট্সন এই পত্রের যে উত্তর দিলেন, তাহার মর্ম্ম এই,—'রাজারা স্বকর্ণে শুনিয়া বা স্বচক্ষে দেখিয়া কার্য্য করেন না, এজন্য কুটিল কর্ম্মচারিদলের দ্বারা তাঁহারা অনেক সময়ে প্রতারিত হন। আপনার কর্ম্মকর্ত্তৃগণই নষ্টের মূল, কুপরামর্শদাতার শাস্তি দিন, ইংরেজপক্ষের ক্ষতিপূরণ করুন। ড্রেক্ সাহেব কোম্পানীর ভৃত্য, কোম্পানীর নিকট জানাইলে, কোম্পানী তাঁহার বিচার করিবেন।' (২)

এ দিকে কলিকাতা অধিকারের পর ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে বিজয়বার্ত্তা জ্ঞাপনের জন্য কাপ্তেন্ কিং বিলাতে প্রেরিত হইলেন। এই সঙ্গে ক্লাইবের অব্যাহত-ক্ষমতাপরিচালনার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া কলিকাতার অকর্ম্মণ্য

(১) আইভ্স দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, ওলন্দাজেরা হুগলীর অর্থশালী বণিকগণকে আশ্রয় প্রদান না করিলে আমরা অনেক পাইতাম। ইংরেজপক্ষের স্বীকার অনুসারে হুগলী লুণ্ঠনের ফল দেড় লক্ষ টাকা মাত্র। কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেন, লুণ্ঠন লক্ষ্য ছিল না, ভয়প্রদর্শনই উদ্দেশ্য।

(২) Ives' Voyage & Narrative. Hill's records

কাউন্সিল্ কর্ত্তৃপক্ষকে নিবেদন জানাইলেন। ক্লাইব্ও 'কোম্পানীর হিতের জন্যই কার্য্য করিতেছে, পারত পক্ষে ক্ষমতার অপব্যবহার হইবেনা ইত্যাদি লিখিয়া পাঠাইলেন। (১) নানারূপ অসুবিধাসত্ত্বেও কর্ম্মবীর ক্লাইব্ অবিচলিত উৎসাহে কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

ওয়াটসন্ সাহেবের দ্বিতীয় পত্র মুর্শিদাবাদে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই হুগলীলুণ্ঠন-ব্যাপার সিরাজের কর্ণগোচর হইয়াছিল। ইংরেজ বণিকের দুর্ব্বিনীত ব্যবহার অসহ্য হইল। কোন্ দেশের রাজাই বা এরূপ ব্যবহার সহ্য করিতে পারেন? সিরাজুদ্দৌলা পুনরায় সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই বিলাত হইতে সংবাদ আসিয়াছিল, ফরাসিগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এরূপ সময়ে নবাবের সঙ্গে ফরাসী মিলিত হইলে, ইংরেজ-কোম্পানীর আশা ভরসা একেবারেই নির্ম্মূল হইবে ভাবিয়া, ইংরেজগণের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। সকলের পরামর্শে ক্লাইব্ নবাবের সহিত সন্ধির অনুরোধ করিবার জন্য জগৎশেঠকে পত্র দিলেন। (২) হুগলী-আক্রমণের সংবাদে সিরাজের ক্রোধ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, এ সময়ে জগৎশেঠ কোনরূপ অনুরোধ করিতে সাহসী না হইয়া, সুদক্ষ সহকারী রণজিৎ রায়কে নবাব-সৈন্যের সঙ্গে পাঠাইলেন, অমিচাঁদ ও রণজিতের উদ্যোগে মন্ত্রিগণের পরামর্শে, সিরাজুদ্দৌলা হুগলী হইতে সন্ধির প্রস্তাব সমর্থন করিয়া এক পত্র দিলেন। তাহার মর্ম্ম এই,—'তোমরা হুগলী লুণ্ঠন করিয়া, আমার প্রজাগণের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিয়াছ, ইহা ব্যবসায়ী বণিকের কার্য্য নহে। আমি ইহার জন্য রাজধানী হইতে হুগলী পর্য্যন্ত আসিয়াছি। যাহা হউক, ইংরেজেরা আমার আদেশ মান্য করিয়া যদি বণিকের ন্যায় ব্যবহার করেন, তবে আমি যথোচিত ক্ষতি পূরণ করিয়া, তোমাদের সন্তোষ সাধনে প্রস্তুত আছি। তোমরা খ্রীষ্টান; বিবাদ বাধান অপেক্ষা গোলযোগের মীমাংসা যে শ্রেষ্ঠ, ইহা অবশ্যই জ্ঞাত আছ, তবে যদি তোমরা কোম্পানীর ক্ষতি করিয়া যুদ্ধ করিতেই সঙ্কল্প করিয়া থাক, তাহা হইলে আমার দোষ নাই।' (৩) সুবিজ্ঞের মত লিখিত এই সমস্তপত্র যাহারা সিরাজুদ্দৌলার মস্তিষ্ক-প্রসূত বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। শান্তিকাম প্রবীণ মন্ত্রিবর্গের হস্ত ইহার

(১) Auber, I 56—58

(২) Orme অন্যান্য কোম্পানীর ন্যায় ইংরেজও জগৎশেঠের নিকট ঋণী ছিলেন।

(৩) Ives' Voyage & Narrative

ছত্রে ছত্রে দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, অন্ত উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া নবাব-সৈন্য ৩০শে জানুয়ারী হুগলী হইতে গঙ্গা পার হইয়া, কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইল। ইতিমধ্যে উভয় পক্ষে সন্ধি ও মিটমাটের চেষ্টাও চলিতে ছিল।

এ দিকে ইংরেজদলও নানা উদ্যোগ করিতেছিলেন। ক্লাইব বাগবাজারের অৰ্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে একট মনোমত স্থানে সসৈন্যে ছাউনী করিয়া, নবাবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে নবাবসৈন্য কলিকাতা পঁহুছিয়া, পূর্ব্ব ও দক্ষিণে ক্লাইবের শিবিরের সম্মুখেই উপস্থিত হইল। অগ্রগামী সৈন্যদল কলিকাতার ভিতরের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, ক্লাইব উহাদের বাধাপ্রদানের জন্য অপরাহ্ণে শিবির-সম্মুখে সজ্জিত কয়েকটি তোপ হইতে অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। নবাব-সৈন্যও উত্তরদানে কৃপণতা করিল না দেখিয়া, ক্লাইব্ সৈন্যগণকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কামান ছাড়িয়াই ক্ষান্ত হইলেন। নবাব এ সময়ে তিন ক্রোশ দূরে নবাবগঞ্জে পঁহুছিয়া, সন্ধির নিমিত্ত ইংরেজপক্ষকে দূতপ্রেরণের জন্য আহ্বান করেন। ক্লাইব্ এ সময়ে সন্ধির জন্যই ব্যাকুল ছিলেন। নবাবের ভয়ে পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা এক্ষণে ইংরেজগণকে খাদ্যদ্রব্যাদির সাহায্য করা বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। দেশীয় ভৃত্যগণও পলায়ন করিতেছিল। (১) ফরাসিগণ ইতিপূর্ব্বেই পরস্পরের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া,কলিকাতায় লোক পাঠাইয়াছিলেন, তজ্জন্য নবাবের সহিত তাঁহাদের যোগ দেওয়ার ভয় ছিল না। তথাপি নবাবের প্রচণ্ড সেনাদলের সম্মুখে মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া বীরপ্রবর ক্লাইবেরও দাঁড়াইতে সাহস হয় নাই, ইংরেজ ঐতিহাসিক ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে নবাবের আদেশপত্র পঁহুছিলে, হৃষ্টচিত্তে ওয়ালস ও স্ক্রাফ্টন্ সাহেবদ্বয়কে নবাবশিবিরে প্রেরণ করা হইল। কিন্তু দূতদ্বয় নবাবগঞ্জে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই, নবাবের ছাউনী উঠিয়া কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। অগত্যা তাঁহারাও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া সন্ধ্যাকালে অমিচাঁদের বাগানে প্রকাশ্য দরবারে নবাব সমীপে উপস্থিত হন। নন্দী তর্কশ্রাম নবাবকে হত্যা করার সন্দেহে তাঁহাদের নিকট পিস্তল আছে কি না, সন্ধান করিলেন। অতঃপর মহাড়ম্বরসজ্জিত নবাবদরবারে প্রার্থিদ্বয়কে উপস্থিত করান হইল। তথায় উগ্রমূর্ত্তি বপুষ্মান্ কতকগুলি লোক দেখিয়া, (২) তাঁহাদের ভয়সঞ্চার হইল।

(১) Orme II. 128.
(২) Scrafton's Reflections.

সন্ধির প্রস্তাবে নবাবের সম্মতি আছে, অথচ কলিকাতা পর্য্যন্ত আগমন কেন জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহারা সন্ধির প্রস্তাবের আর্জি দাখিল করিলেন। নবাব ইঙ্গিতে অমাত্যগণকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া, দূতদ্বয়কে দেওয়ানের পট-মণ্ডপে গমন পূর্ব্বক সন্ধিপত্রসম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিতে আদেশ দিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন। অমিচাদ দরবারনিষ্ক্রান্ত ইংরেজ দূতদ্বয়কে বলিলেন, আপনারা সাবধান। নবাবের কামানগুলি এখনও আসিয়া পঁহুছে নাই, এই বলিয়া তাঁহাদিগকে আত্মরক্ষার্থে ইঙ্গিতও করিলেন। ভয়ে দূতদ্বয়ের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহারা ভৃত্যগণকে মশাল নিভাইতে আদেশ দিয়া, অন্যের অলক্ষিতে ক্লাইবের শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিলেন। অবস্থাভিজ্ঞ ক্লাইব্ দূতমুখে নবাবের মনোভাব জ্ঞাত হইয়া, তৎক্ষণাৎ ওয়াট্‌সন্ সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—যত শীঘ্র পারেন, লস্করসৈন্য প্রেরণ করুন। তদনুসারে অর্দ্ধরাত্রে ছয় শত লস্কর জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সহিত যোগ দিল। ক্লাইবের সঙ্গে তখন ৫ শত ইংরেজসৈন্য, ৬০ জন গোলন্দাজ ও ৮ শত সিপাহী ছিল এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। নবাব-শিবিরে ১৮ হাজার অশ্বারোহী, ১৫ হাজার পদাতিক, সহস্র সহস্র ভৃত্য প্রভৃতি আনুসঙ্গিক, ৫০টি হস্তী ও ৪০টি কামান ছিল। (১) বিপক্ষপক্ষের সৈন্যবল এইরূপ প্রভূত হইলেও, ক্লাইব্ ঐ রাত্রিতেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন; কারণ, হঠাৎ আক্রমণে ভীত হইয়া, নবাব সন্ধির প্রস্তাবে শীঘ্র মত দিতে পারেন। ফলেও তাহাই ঘটিল। রাত্রিশেষে সমবেত সৈন্য-সহ ক্লাইব্ নবাব-শিবিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিন জন করিয়া পাশাপাশি সাজাইয়া ইংরেজদলকে সুদীর্ঘ করা হইল। গোরাসৈন্যের পূর্ব্ব ও পশ্চাদ্ভাগে চিরপ্রথানুসারে কালাসিপাহী দ্বারা আচ্ছাদন দেওয়া হইল। লস্করগণ ও জাহাজী-গোরা পশ্চাতে থাকিল, তাহাদের মধ্যেই পর্য্যায়ক্রমে কামানের গাড়ী টানিবার ব্যবস্থা হইল। পূর্ব্বপ্রেরিত লোকগণের সাহায্যে নবাব-সৈন্যের অবস্থান সুপরিজ্ঞাত ছিল, সুতরাং ইংরেজ-সৈন্য নিঃশব্দপদসঞ্চারে বিপক্ষশিবিরের নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। অকস্মাৎ কামানগর্জ্জনে সুপ্ত নবাব সৈন্য চমকিত হইয়া উঠিল; যে যে অবস্থায় পারিল, অন্ধকারে গোলাগুলি নিক্ষেপ আরম্ভ

(১) আইভ্‌স্ সাহেব এই সমস্ত হিসাব দিয়াছেন। পাঠক সত্য মিথ্যা অনুধাবন করিবেন। মুতাক্ষরীণে "বিস্তর সৈন্যসামন্ত লইয়া" কথা আছে।

করিল। ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল, কিন্তু নৈশ-অন্ধকারের পরিবর্ত্তে ঘোরতর কুঝটিকা উপস্থিত হইল; সম্মুখের পদার্থ দৃষ্টিগোচর হওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজদল গন্তব্যপথ নিরূপণ করিতে না পারিয়া, এবং পথে নবাব-সৈন্যের আক্রমণে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া অবশেষে দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। নবাব-শিবিরের নিকটে ও মহারাষ্ট্র-খাত পার হইবার সেতুতে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল।

ক্লাইব্‌ যে উদ্দেশ্যে এই নিশারণের ব্যবস্থা করেন, (১) কার্য্যতঃ তাহা সুসিদ্ধ না হইলেও, ফল আশানুরূপই হইয়াছিল, কারণ, নবাব এইরূপ অতর্কিতভাবে আক্রমণে ভয় পাইয়া পরদিন সন্ধির প্রস্তাবে সম্মতি জানাইয়া, দূরে গিয়া শিবিরসন্নিবেশ করেন। এই যুদ্ধে ইংরেজপক্ষের ৫৭ জন হত ও ১৩৭ জন আহত হয়। অনেকে ক্লাইবের হঠকারিতার নিন্দাবাদ করিয়াছেন, কিন্তু নবাব-পক্ষেরই ইহাতে প্রভূত ক্ষতিসাধন হইয়াছিল। নবাবের বিশ্বস্ত অন্যতম সেনাপতি দোস্ত মহম্মদ্‌ খাঁ এই নিশারণে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন। (২) সিরাজুদ্দৌলা ত্রস্ত হইয়া আপন শ্বশুর মহম্মদ ইরেজ্‌ খাঁ ও অন্যান্য মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া সন্ধির জন্য ইংরেজ পক্ষের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন; অবশ্য হঠাৎ আক্রমণের জন্য অনুযোগও করা হইয়াছিল। অবসরাভিজ্ঞ ওয়াট্‌সন ও ক্লাইব্‌ উত্তর পাঠাইলেন, নবাবের ইতস্ততঃ দেখিয়া তাঁহারা ইংরেজসৈন্যের বিক্রমের পরিচয় দিবার জন্যই ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহা হউক, নবাব সন্ধি করিলে তাঁহারা সম্মত আছেন। (৩)

কেহ কেহ বলেন, সিরাজুদ্দৌলার সেনানীদলের মধ্যে অনেকে এ সময়ে যুদ্ধকার্য্যে উৎসুক ছিলেন না, সেই জন্যই নবাব বাধ্য হইয়া সন্ধিবন্ধনে সম্মত হন। যাহাই হউক, সুচতুর ক্লাইব্‌ বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, নবাবের এই ভীতিই সন্ধির প্রকৃত অবসর। নৈশ আক্রমণ বিফল হইয়াছে, অন্ধকারে যাহাদের বিশিষ্টরূপ ক্ষতিসাধন করিতে পারেন নাই, যুদ্ধক্ষেত্রে সেই বিপুল নবাব-বাহিনীর বিরুদ্ধে কিরূপে দণ্ডায়মান হইবেন, সে চিন্তাও ক্লাইবের হৃদয়

(১) গোলাম্‌ হোসেন, বলেন সিরাজুদ্দৌলাকে শিবির হইতে তুলিয়া লইয়া যাওয়াই ইংরেজের উদ্দেশ্য ছিল।

(২) মুতাক্ষরীণ।

(৩) Hill's Records Vol II pp. 11-12

অধিকার না করিয়াছিল, এমন নহে। যাহা হউক, অতঃপর উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে রণজিৎ রায়ের উদ্যোগে ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইল। সন্ধির মর্ম্ম এই,—"বাদশাহী ফর্ম্মান্-অনুসারে কোম্পানী সমস্ত বাণিজ্যাধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। কোম্পানী কলিকাতার দুর্গসংস্কার করিতে পারিবেন। কলিকাতায় টাকশাল নির্ম্মাণ করিয়া, কোম্পানীর নামে মুদ্রিত টাকা প্রচলন করিবার অধিকার পাইবেন, এই মুদ্রার কোনও বাটা দিতে হইবে না। কোম্পানীর যে সমস্ত কুঠী নবাব দখল করিয়াছেন তাহা ছাড়িয়া দিবেন, এবং বিগত আক্রমণে তাহাদের যে সমস্ত দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন, অথবা নবাবের ন্যায়বিচারে ঐ সমুদায় নষ্টদ্রব্যের যাহা মূল্য হয় তাহা দিবেন।" ইংরেজপক্ষের অনুরোধক্রমে দেওয়ান্ দুর্লভরাম ও মীরজাফর্ এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

বর্ণিত সন্ধিপত্র হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইবে, সিরাজুদ্দৌলা নৈশ আক্রমণে সবিশেষ ভীত হইয়াই এরূপ অপমানজনক সন্ধি স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহাতে ইংরেজপক্ষের প্রায় সমগ্র দাবীতেই নবাবকে সম্মত হইতে হইয়াছে। তাঁহার পরামর্শদাতৃগণও এ ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা কিঞ্চিৎ ধীরতার সহিত নবাবকে সাহসদান করিলেই নবাবের সম্মানরক্ষা হইবার আশা ও সুবিধা ছিল। প্রকৃতপক্ষে, মন্ত্রিদলের মধ্যে মতদ্বৈধ হওয়ায়, ইতিকর্ত্তব্যতা স্থিরীকৃত হয় নাই, স্বয়ং জগৎশেঠ ইংরেজের উত্তরসাধক, সুতরাং অনেকেই এক্ষণে ইংরেজপক্ষের অনুকূল হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, কোম্পানীর পক্ষে সমস্ত সুবিধাসংঘটন হইলেও, ব্যক্তিগত ক্ষতিপূরণ হইল না দেখিয়া তাহাদের উপযুক্ত কর্ম্মচারিবর্গ চীৎকার আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্লাইব্ স্বয়ং বলিয়াছেন, সময় বুঝিয়া কোম্পানীর স্বত্ব রক্ষার জন্যই তিনি সন্ধিবন্ধন করিয়াছিলেন। (১) অতঃপর নবাবী পদ্ধতি অনুসারে ইংরেজপক্ষকে শিরোপা ও খেলাৎ প্রদত্ত হইল, এবং ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পরস্পরের শত্রুর বিরুদ্ধে পরস্পরে সাহায্য করিবেন ইত্যাদি মর্ম্মে উভয় পক্ষে পত্রও লিখিত হইল। (২)

সন্ধি স্থাপিত হইলেও, ফরাসিগণকে লইয়া পুনরায় নবাবের সহিত ইংরেজ-

(১) Clive's Evidence First Report 1772.

(২) Hill's Records—Vol II p 220-23.

দিগের বিবাদ বাধিবার সম্ভাবনা রহিয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে ফরাসীপক্ষ নবাবের সহিত যোগ দিলে ফল শোচনীয় হইবে ভাবিয়া, কূটনীতিকুশল ক্লাইব্ ফরাসী গবর্ণরের সন্ধির প্রস্তাবে মত দিয়াছিলেন। অধুনা সে চিন্তা তিরোহিত হইয়াছে, সুতরাং ক্লাইবের মনে পুনরায় চিরশত্রু ফরাসীর উচ্ছেদ-কল্পনা জাগিয়া উঠিল। নির্ব্বোধ (!) ফরাসীগণ আত্মস্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, স্বদেশে বা অন্যত্র উভয়পক্ষের বিবাদসত্বেও, বঙ্গে শান্তিস্থাপনের প্রয়াসী হইয়া, নবাবের আহ্বানে যোগ না দিয়া বরং তাঁহার বিরাগভাজনই হইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজপক্ষ স্বার্থ ত্যাগ করিবার পাত্র নহেন। দ্বিতীয় সন্ধিপত্র প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গেই ক্লাইব্ ফরাসী-সম্বন্ধে নবাবের মনোভাব জানিবার জন্য অমিচাঁদকে বলিয়া দিয়াছিলেন। পরোক্ষভাবে ফরাসি দলনের অনুমতি প্রার্থনা হইল। সিরাজুদ্দৌলা এ প্রস্তাবে বিষম বিরক্ত হইলেন, প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীদ্বয় পরস্পরের ক্ষমতা সংযত রাখিলে তাঁহার অনুকূল হইবেন, এ সহজ কথা অবশ্য তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তথাপি সন্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বিবাদ বাধিবার আশঙ্কায় নবাব কৌশলে বলিয়া পাঠাইলেন, দক্ষিণাপথ হইতে বুসী সদলে বঙ্গে আসিলে যেন তাঁহাকে দেশে প্রবেশ করিতে দেওয়া না হয়। নবাব অতঃপর বিশ জন ইংরেজ গোলন্দাজ চাহিয়া লইয়া ও ওয়াট্‌স সাহেবকে নম্রপ্রকৃতির লোক বলিয়া দরবারে রাখিয়া দিবার অনুরোধ করিয়া, মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। (১) পথে চন্দননগরে ফরাসীর সহিত শিষ্টাচার করিয়া এক লক্ষ টাকা প্রত্যর্পণ করিয়া গেলেন। (২)

এ দিকে নবাবের প্রকাশ্য নিষেধ নাই বলিয়া, ক্লাইব্ সদলে ভাগীরথী পার হইয়া, চন্দনগরের দিকে কয়েক মাইল অগ্রসর হইয়া রহিলেন। সিরাজুদ্দৌলা অগ্রদ্বীপে উপনীত হইয়াছেন, এমন সময়ে ফরাসীদিগের কাতর প্রার্থনা তাঁহার নিকট পঁহুছিল। নবাব তৎক্ষণাৎ ইংরেজপক্ষকে চন্দননগর আক্রমণ করিতে নিষেধ করিয়া পত্র প্রেরণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হুগলির ফৌজদার রাজা নন্দকুমারের প্রতি অনুমতি হইল, ইংরেজেরা ফরাসীকুঠী আক্রমণের উদ্যম করিলে তিনি যেন সসৈন্যে বাধা প্রদান করেন। তাঁহার সাহায্যার্থ অপর একদল সৈন্যপ্রেরণেরও ব্যবস্থা হইল।

(১) Orme—Vol II 136

(২) Hill's Records—Vol II p 301

এ দিকে অমিচাঁদের সঙ্গে ওয়াট্‌স্‌ সাহেব কাশিমবাজার যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা হুগলীতে উপনীত হইয়া সংবাদ পাইলেন, নন্দকুমারের উপর ফরাসী-রক্ষার আদেশ আসিয়াছে। ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেন, অমিচাঁদ নন্দকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং ইংরেজগণের সৈন্যবল ও যুদ্ধকৌশল অতিরঞ্জিত করিয়া, তাঁহাদের সহিত সদ্ভাব রাখিলে সুবিধা হইবে, চন্দননগর অধিকারের পর তাঁহাকে দ্বাদশসহস্র মুদ্রা উপহার প্রদত্ত হইবে, বলিয়া নন্দকুমারকে হস্তগত করিলেন। (১) অতঃপর ১১ই ফেব্রুয়ারী ওয়াট্‌স্‌ ও অমিচাঁদ অগ্রদ্বীপে নবাব শিবিরে উপনীত হইলেন। সিরাজুদ্দৌলা অমিচাঁদকে নিকটে আহ্বান করিয়া ইংরেজপক্ষের চন্দননগর আক্রমণের উদ্যম জন্য ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা সন্ধির সর্ত্ত পালন করিবেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে অমিচাঁদ উত্তর করিলেন, 'ইংরেজেরা সত্যপ্রিয়তার জন্য প্রসিদ্ধ, বিলাতে কেহ মিথ্যাকথা কহিলে তাহাকে সমাজচ্যুত করা হয়।' নবাবের সমক্ষে ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ করিয়া অমিচাঁদ শপথ করিয়া বলিলেন, 'ইংরেজপক্ষ কখনই সন্ধি ভঙ্গ করিবেন না।' সিরাজুদ্দৌলা শান্ত হইয়া বলিলেন, মীরজাফরকে অশ্বারোহী সৈন্য-সহ চন্দননগরযাত্রার যে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা প্রত্যাহৃত হইবে। পরদিন ক্লাইবের পত্র পঁহুছিল, তিনি লিখিয়াছিলেন, নবাবের অসম্মতি হইলে ইংরেজপক্ষ কখনই ফরাসিগণকে আক্রমণ করিবেন না। অতঃপর নবাব ছাউনী উঠাইয়া রাজধানী যাত্রা করিলেন।

মুর্শিদাবাদ-দরবারে এক্ষণে ইংরেজ ও ফরাসীপক্ষের নিমিত্ত নানাপ্রকার কৌশল ও ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। খোজা বাজিদ্‌ ফরাসীদিগের সহিত ব্যবসায়ে প্রভূত পরিমাণে লাভবান্‌ হইতেন, জগৎশেঠও ফরাসীদিগকে সাত লক্ষ টাকা ঋণদান করিয়াছিলেন। সুতরাং ফরাসীদিগের পক্ষসমর্থনই তাঁহাদিগের স্বার্থ। এই কারণে ওয়াট্‌স্‌ ও অমিচাঁদের উদ্যোগ বা অর্থপ্রয়োগ বিশিষ্টরূপ ফল-প্রসব করিল না। ইহাদিগকে মিষ্টবচনে তুষ্ট রাখিয়া নবাব প্রায় প্রতিদিনই কলিকাতায় নিষেধাজ্ঞা পাঠাইয়াছিলেন। 'এই অল্পদিন হইল, ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া

(১) হুগলীর ফৌজদারের তাৎকালিক বার্ষিক আয় আড়াই লক্ষ টাকা। অথচ বার হাজারে নন্দকুমার বশীভূত হইলেন বলিয়া, ঐতিহাসিক অন্ম সেকালের রাজকর্ম্মচারিগণের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। এই উৎকোচের কথা অমিচাঁদের ছলনা নহে কে বলিবে?

উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে, যুদ্ধবিগ্রহে সন্ধির মর্য্যাদা রক্ষা হইবে না, ইহা সুনীতি ও ভদ্রতার বিরুদ্ধ' ইত্যাদি কথা প্রায় প্রতিপত্রেই লিখিত হইল। ওয়াট্সন্ পত্রোত্তরে লিখিয়াছিলেন, 'আপনার ১৯শে ফেব্রুয়ারীর পত্রপাঠে অবগত হইলাম, ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ আপনার অভিপ্রেত নহে। আপনি মধ্যস্থ থাকিয়া আমাদের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করিয়া দিলে, আমরা যুদ্ধ করিতে চাহি না, আমরা কখনই সত্যভঙ্গ করিব না।' (১) ইতিমধ্যে আহম্মদ্ শা আবদালীর 'বিজয়ী সৈন্য পূর্ব্বাঞ্চল আক্রমণ করিতে আসিবে সংবাদ পাইয়া সিরাজদ্দৌলা লিখিয়াছিলেন,—'যুদ্ধব্যাপারে ফরাসীদিগের সাহায্য করা দূরে থাকুক, তাহারা বিবাদ উপস্থিত করিলেও বাধাপ্রদান করিব। ইংরেজ-সৈন্য চন্দননগর আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছে শুনিয়া, প্রজারক্ষার জন্যই নিকটে সৈন্য-সমাবেশের আদেশ দিয়াছিলাম। আপনারা আমার পত্রপ্রাপ্তির পরেই পূর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন, শুনিয়া সুখী হইলাম। ফরাসীপক্ষকে সন্ধিস্থাপনের জন্য পত্র দেওয়া হইল সন্ধি স্থির হইলে, আমার জনৈক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী প্রেরিত হইবে এবং উভয়পক্ষের সন্ধিপত্র নিজামৎ সেরেস্তায় জারি করা হইবে'। পত্র শেষে নবাব স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন 'সম্প্রতি দিল্লী হইতে পাঠান-সৈন্য বাঙ্গালা-আক্রমণে অগ্রসর হইবে, সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, আমাকে এ জন্য শীঘ্রই পাটনা যাত্রা করিতে হইবে, এ সময়ে আপনারা সৈন্যসাহায্য করিলে সৈন্যের ব্যয় স্বরূপ মাসিক এক লক্ষমুদ্রা প্রদান করিব।' (২)

এ দিকে ইংরেজ-দরবার নবাবের সম্মতিপ্রাপ্তি অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, ফরাসীদিগের সহিত বঙ্গদেশে সন্ধি ও শান্তির প্রস্তাবও অনুমোদন করিলেন, কিন্তু সমস্ত কথাবার্ত্তা প্রায় স্থির হইয়াছে, এমন সময়ে ওয়াট্সন্ সাহেব অসম্মতিজ্ঞাপন করিয়া বলিয়া বসিলেন, "চন্দননগরের ফরাসিগণের কৃতকার্য্যে পণ্ডীচেরীর ফরাসী-কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য নহেন, কিন্তু কলিকাতার ইংরেজপক্ষের কৃত সন্ধিতে ইংরেজ-কোম্পানী বাধ্য, অতএব এভাবে সন্ধি হইতে পারে না।" (৩) ক্লাইব্ বিলম্বে কার্য্য নষ্ট হইবে ভাবিয়া বলিলেন, সন্ধির মত না হইলে অবিলম্বে চন্দননগর আক্রমণে অগ্রসর হউন। ওয়াট্সন্ নবাবের অনুমতি না হইলে যুদ্ধঘোষণারও অসম্মত। এইরূপে গোলযোগে কয়েক দিন কাটিয়া গেল।

---

(১) Ives Voyage & Narrative

(২) Hill's Records Vol II pp. 270—71

(৩) Hill's Records Vol II. pp 268—69.

ইতিমধ্যে পাঠান-আক্রমণের সংবাদ ও ইংরেজের সৈন্যসাহায্য চাহিয়া নবাব-দরবার হইতে পত্র আসিল। ঐ দিনই ইংরেজপক্ষ সংবাদ পাইলেন, বোম্বাই হইতে তিন খানি যুদ্ধজাহাজ এবং মান্দ্রাজ হইতে কম্বারল্যাণ্ড নামে যে সুবৃহৎ জাহাজ সঙ্গে আসিতে আসিতে প্রতিকূল বায়ুবশে অন্য দিকে গিয়া পড়িয়াছিল, সেখানি বালেশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। এই সংবাদে ইংরেজপক্ষের সাহস বৃদ্ধি হইল। দরবার বসিল, অনেকের অমত হইলেও, ক্লাইবের ওজস্বিনী বক্তৃতার পরে সকলে সেই মতেই মত দিলেন। 'ফরাসীগণ নবাবের সাহায্য পাইলেও, আমাদের বর্ত্তমান সৈন্যবলে আমরা তাহাদের বিনাশ-সাধনে সক্ষম,' (১) এই মূল্যবান্ সুনীতির জয় হইল, তখন ক্লাইব ফরাসী-প্রতিনিধিগণকে ডাকিয়া বলিলেন, সন্ধি হইল না। সন্ধিপত্র খসড়া হইতে নকল হইয়াছে, সমস্তই প্রস্তুত, এমন সময়ে নূতন কথা কেন হইল, বুঝিতে ফরাসীপক্ষের বেশী সময় লাগিল না।

ওয়াট্‌সন্ ইতিমধ্যে নবাবের সম্মতিলাভের জন্য পত্র দিতে বিরত হন নাই। নবাবের সৈন্যসাহায্য-প্রার্থনার উত্তরে লেখা হইয়াছিল, 'চন্দননগরে ফরাসী-সৈন্য থাকিতে আমরা কি করিয়া দূরদেশে যাইতে পারি? আপনি অনুমতি করিলে তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিয়া আপনার সহিত পাটনা যাত্রা করি।' তৎপরে সঙ্গে সঙ্গেই অন্য এক পত্র প্রেরিত হইল, উহাতে প্রয়োজন মত একটু তর্জ্জন গর্জ্জনও মিশ্রিত থাকিল,—'আমাদের শত্রু আপনারও শত্রু' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। যোদ্ধৃগণ ও সম্মানী লোকে সর্ব্বদা সত্য পালন করে বলিয়াছেন, তাহা কি এইভাবে? এখন স্পষ্টকথা বলিবার সময় উপস্থিত। আপনি যদি শান্তির প্রয়াসী হন ও প্রজাবর্গের ধনপ্রাণ রক্ষা যদি আপনার রাজধর্ম্ম হয়, তবে দশ দিনের মধ্যে আমাদের প্রাপ্য টাকা শোধ করিবেন, নতুবা সমূহ বিপৎপাত ঘটিবে। আমি পূর্ব্বাপর সমস্ত কথা সরলভাবেই বলিয়া আসিতেছি; আমাদের অবশিষ্ট সৈন্যদল শীঘ্রই কলিকাতায় পঁহুছিবে, আবশ্যক হইলে আরও আনাইব এবং আপনার রাজ্যে এমন প্রবল সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া দিব যে, সমস্ত গঙ্গাজলেও তাহার নির্ব্বাণ হইবে না। এক্ষণে বিদায় হইলাম, কিন্তু জানিবেন, যে ব্যক্তি জীবনে কখনও নিজ কথার অন্যথা করে নাই, সেই স্বহস্তে এই পত্র লিখিতেছে (৪ঠা মার্চ্চ)।' (২) অতঃপর নবাব-দরবার হইতে

(১) Clive's Evidence, First Report 1772.
(২) Ives and Hill's Records—vol II p273.

পূর্ব্ব পত্রের উত্তর আসিল, 'হোলীর বন্দের জন্য অঙ্গীকৃত টাকা পাঠাইতে বিলম্ব হইয়াছে, সন্ধি ভঙ্গ করা আমার অভিপ্রেত নহে, আমি ফরাসীদের কোনও সাহায্য করি নাই। প্রজারক্ষার জন্য নন্দকুমারের সহিত সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে মাত্র। কোন রূপ যুদ্ধবিবাদ না হয়, এই ইচ্ছা ও অনুরোধ।' ফরাসী দূতকে বিদায় দিয়া ক্লাইব্ নবাবকে পত্র দিয়াছিলেন,—'পাঠানদিগের আগমন সংবাদ সত্য হইলে, আমরা সসৈন্যে আপনার সহিত যোগ দিব, আপাততঃ চন্দননগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া থাকিব। অতঃপর কলিকাতার নিকট হইতে ছাউনী উঠাইয়া সৈন্যদলকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার আদেশ দেওয়া হইল। তখনও নবাবের সম্মতি না হইলে, ধর্ম্মভীরু(?) ওয়াটসন্ আক্রমণে অসম্মত। দেয় টাকার জন্য অনুযোগ করিয়া ভয় দেখাইয়া নবাবকে পত্র লেখা হইল, তাহাতেও কার্য্যোদ্ধার হয় না জন্য চিন্তা করিয়া 'চন্দননগরস্থ ফরাসীপক্ষের সন্ধিপত্রে স্বীকার করিবার ক্ষমতা নাই, তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে বাধ্য নন', ইত্যাদি বলিয়া অমিচাঁদ ও ওয়াটসনের দ্বারা দরবারে তদ্বির হইতে লাগিল।

সিরাজুদ্দৌলা এই সময়ে পাঠানগণের আগমন আশঙ্কা করিতেছিলেন। ইংরেজপক্ষ হইতে উক্ত ভাবের কৌশল কৌটিল্যপূর্ণ পত্রে বিব্রত হইয়া, তিনি নিম্নলিখিত ভাবে উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন।

(১০ই মার্চ্চ, ১৭৫৭)

"আপনি লিখিয়াছেন, আমার পত্র-প্রাপ্তির পর, আপনাদের সমস্ত সন্দেহ তিরোহিত হইয়াছে। চন্দননগর আক্রমণের কল্পনা ত্যাগ করিয়া ফরাসিগণের সহিত সন্ধির সমস্ত লেখাপড়াও শেষ হইয়াছিল, কিন্তু ফরাসী-কর্ত্তৃপক্ষগণ এই সন্ধির মর্ম্ম পালন করিবেন কি না নিশ্চয়তা নাই। এক জন ফরাসী যাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছে, অন্যে যদি তাহা অন্যথা করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে আর কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? আমার রাজ্যে যুদ্ধ-কলহ নিষেধ করিবার কারণ এই যে ফরাসিগণ আমার প্রজা ও এই বিষয়ে আমার শরণাগত। তজ্জন্যই আমি সন্ধি করিতে বলিয়াছিলাম। তাহাদিগকে অনুগ্রহ দেখাইব, বা সহায়তা করিব, এমন অভিপ্রায় ছিল না। আপনি এক জন বিচক্ষণ সদাশয় লোক, বিবেচনা করিয়া দেখুন, পরম শত্রুও শরণাগত হইলে তাহাকে আশ্রয় দেন কি না? তাহার সরলতায় সন্দেহ না হইলে আপনিও তাহাকে দয়া করেন। সারল্যে সন্দেহের কারণ থাকিলে, সে স্বতন্ত্র কথা,

তখন যেমন বুঝিতে পারেন, তেমনি ব্যবহার করিয়া থাকেন'। (১) ওয়াট্‌সন্ সাহেবও ছল খুঁজিতেছিলেন; আর কোথায় যায়? এই পত্র (২) হঠাৎ লিখিয়া পাঠাইবার পরে পুনরায় নবাব-দরবার হইতে চন্দননগর আক্রমণ নিষেধ করিয়া বারংবার পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তখন আর কে তাহাতে মনোযোগ দেয়। ওয়াট্‌সন্ এই ভাবেই মনকে বুঝাইয়া, ধর্ম্মের নিকট কৈফিয়ৎ দিবার ভাবনায়, ভবিষ্যৎ নিষেধ পত্রগুলি অপমানসূচক বলিয়া, তৎক্ষণাৎ চন্দননগর আক্রমণের কল্পনা সমর্থন করিলেন। ভীরু বিবেক পরাজিত হইল। অতঃপর যুদ্ধজাহাজ সহ জলপথে ওয়াট্‌সন্ ও স্থলপথে সসৈন্য ক্লাইব অগ্রসর হইলেন। ১৪ই মার্চ তারিখে ইংরেজ-সৈন্য ফরাসী-কুঠীর সম্মুখীন হইয়া, আক্রমণ আরম্ভ করিল। কথিত আছে, একজন স্বপক্ষত্যাগী বিশ্বাসঘাতক ফরাসীর সাহায্যে, ইংরেজ জাহাজ চন্দননগরের নীচে পঁহুছিতে পারিয়াছিল। ইংরেজ-জাহাজের গতিরোধের জন্য ফরাসিগণ গোপনে ভাগীরথীগর্ভে কতকগুলি জাহাজ প্রভৃতি জলমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন, স্বপক্ষের জাহাজ চলাচলের নিমিত্ত একটি সঙ্কীর্ণ প্রণালীমাত্র ছিল। দুর্গবাসী ফরাসী ভিন্ন অন্য কেহই ইহার সন্ধান জানিত না। ফরাসী-গবর্ণর রেণোর কঠোর শাসনে টেরান্ নামক জনৈক ফরাসী-সৈনিক দলত্যাগ করিয়া, ইংরেজদত্ত অর্থলোভে এই গুপ্ত সন্ধান প্রকাশ করিয়া, চন্দননগর ধ্বংসের সহায়তা করিয়াছিল। (৩) জলপথে বাধাপ্রাপ্ত হইলে, ইংরেজগণ সহজে দুর্গজয়ে সমর্থ হইতেন না। এ ব্যাপারে অন্যরূপেও ইংরেজ-কোম্পানীর অর্থের সদ্ব্যবহার হইয়াছিল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদারী-সৈন্য সহ অদূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ক্লাইবের পূর্ব্বের আস্ফালন সত্ত্বেও, নবাবী-সৈন্য ফরাসীদিগের সহিত যোগ দিলে অনর্থ ঘটিবে, ইংরেজদলের তাহা বুঝিতে বাকী ছিল না, সুতরাং সূচনাতেই বীরবর ক্লাইব উৎকোচের ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, কোম্পানীর মুদ্রায় স্বার্থপর নন্দকুমার পরাস্ত হইলেন। ক্লাইব রসদ

(১) Hill's Records Vol II p 270

(২) সমসাময়িক Ives. এবং স্ক্র্যাফ্‌টন্ বলিয়াছেন, পত্রখানি সম্মতিসূচক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু নবাবের তাহা উদ্দেশ্য ছিল না, বলাই বাহুল্য। ল, বলেন এই পত্র নবাবের লেখাই নহে।

(৩) মুতাক্ষরীণ, ১—৭৬০। ফরাসী-অনুবাদক মুস্তাফা বলিয়াছেন, টেরান্ পরে স্বদেশে আপনার পিতার নিকট ইংরেজের কার্য্যে উপার্জ্জিত কিছু টাকা প্রেরণ করে, বৃদ্ধ পিতা বিশ্বাসঘাতকের দত্ত অর্থ ফিরাইয়া পাঠান ও সঙ্গে সঙ্গে ভর্ৎসনা করেন। সেই ক্ষোভে হতভাগ্য উদ্বন্ধনে কলুষিত জীবনের শেষ করিয়াছিল।

সাহায্য করিবার জন্য নন্দকুমারকে যে পত্র দেন, তাহা অদ্যাপি ইংরেজ দপ্তরে দৃষ্ট হয়। (১) নবাবী সৈন্য কিয়দ্দূর সরিয়া শিবিরসন্নিবেশের অনুমতি পাইল; ফরাসিগণ প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াও, ইংরেজের সৈন্যবলের নিকট পরাজিত হইলেন। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ আত্মসমর্পণ করিলেও কতকগুলি ফরাসী সৈন্য বারুদ অগ্নিসংযোগ করিয়া ভগ্নপ্রাচীর দিয়া বহির্গত হইয়া প্রাণ হারাইল, অবশিষ্টেরা কাশিমবাজারে গিয়া মুসো লএর সহিত মিলিত হইল। ফরাসীডাঙ্গার ক্ষুদ্র দুর্গে ব্রিটিসের বিজয়-নিশান লোলজিহ্বা বিস্তার করিল, দুর্গ লুণ্ঠন করিয়া ইংরেজগণ ১০ লক্ষ টাকা পাইলেন (২)

ইংরেজপক্ষ চন্দননগর আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া, সিরাজ্‌-দ্দৌলা রাজা দুর্লভরামের অধীনতায় এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। হুগলীর দশ ক্রোশ উত্তরে নন্দকুমারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। (৩) 'সাহায্য উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ফরাসীরা আত্মসমর্পণ করিবে আর যাইবার প্রয়োজন নাই' বলিয়া নন্দকুমার তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। 'প্রবল ইংরেজ-সৈন্যের নিকটে পরাজিত হইলে, নবাবের অপমান হইবে ভাবিয়া, নিরস্ত হইয়াছিলাম' ইত্যাদি বলিয়া কৈফিয়ৎ দিলেও, নন্দকুমার পরিত্রাণ পান নাই। সিরাজ্‌-দ্দৌলা এই অবধি তাঁহার প্রতি সন্দিহান হইলেন, কিন্তু সময় বুঝিয়া কিছু উচ্চবাচ্য করিলেন না।

ফরাসী কুঠী অধিকৃত হইল বটে, কিন্তু অবশিষ্ট ফরাসিগণ নবাবের নিকট আশ্রয় লইল, ফরাসীদিগের সাহায্য পাইলে নবাব দুর্জ্জয় হইয়া উঠিবেন, ফরাসীদিগকে বাঙ্গলা হইতে বিতাড়িত করিবার পরিবর্ত্তে শেষে ইংরেজকেই অপদস্থ হইতে হইবে, ইংরেজপক্ষ এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এজন্য নানা ছলে ও কৌশলে সন্ধির কথার উল্লেখে পলায়িত ফরাসিগণকে ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য বারংবার পত্র লেখা

(১) Hill's Record-এ কথিত আছে, নন্দকুমার ইংরেজের সাহায্যে পাকা ফৌজদার হওয়ার আশা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে অমিচাঁদ প্রদত্ত ঘুষ উৎকোচই (১২ হাজার) কার্য্যসিদ্ধ হইয়াছিল। পরে নন্দকুমার প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিলেন। Scrafton লিখিয়াছেন 'another well applied bribe to Nandakumar' ইংরেজ দরবার ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ১০ই এপ্রিলের মন্তব্যখাতায় 'মহাত্মা' অমিচাঁদকে এই সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দিয়া মন্তব্য লিখিয়াছেন এবং নন্দকুমারের সৈন্য সরিয়া না গেলে, জয় অসম্ভব হইত, স্বীকার করিয়াছেন। মন্ত্রণা সভায় স্বয়ং ক্লাইব, কিলপ্যাট্রিক ও হলওয়েল উপস্থিত।

(২) Orme II. 140.

(৩) Orme II. 142 মুসলমানেরা বলেন তিনি এই সময়ে দুর্ল্লভ রামকে উৎকোচ দিয়াছিলেন

হইল। (১) ফরাসীদিগকে আশ্রয় দিলে আর নবাব সন্ধির মর্য্যাদা কই রক্ষা করিলেন? যে নবাবের শত্রু, সেই ইংরেজের শত্রু, ইত্যাদি অনেক প্ররোচনা লিপিবদ্ধ হইল। নবাবের পক্ষ হইতেও প্রথম প্রথম বন্ধুত্ব-সূচক উত্তর আসিল, কিন্তু ফরাসিগণের সম্বন্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি রহিল না। এ সময়ে মুসো লএর সহিত নবাবের ঘন ঘন সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। এদিকে ইংরেজ-সৈন্য কিছু দূর অগ্রসর হইয়া হুগলীর উত্তর মাঠে ছাউনী করিল। সৈন্যদল সহ ক্লাইবের এই সময়ে মান্দ্রাজ ফিরিবার কথা, কিন্তু নবাব ভয় না পাইলে সন্ধির সর্ত্ত পালন করিবেন না নিশ্চয় করিয়া, ক্লাইব্‌ আরও কিছু দিন বাঙ্গলায় থাকাই স্থির করিলেন। নবাবপক্ষ হইতেও রাজা দুর্লভরামের অধীনতায় সৈন্যদল পলাসীতে শিবির সংস্থাপন করিবার অনুমতি পাইল; উভয় পক্ষ এই ভাবেই কিছু দিন চলিলেন। ইতিমধ্যে সিরাজুদ্দৌলা অঙ্গীকৃত টাকার অধিকাংশ প্রদান করিলেন (২)। কিন্তু কিছু দিন পরেই ফরাসী ল সাহেবের নিকট তাহাদের দেশ হইতে যুদ্ধজাহাজ আসিতেছে সংবাদ পাইয়া, চতুরতা প্রকাশপূর্ব্বক যে পত্র প্রেরণ করিলেন, তাহার মর্ম্ম এই,—"আমি অঙ্গীকৃত টাকা প্রায় শোধ দিয়াছি, সত্বরেই অবশিষ্ট প্রদত্ত হইবে, আমি সন্ধির নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেছি, কিন্তু আপনাদের পক্ষে সেরূপ দেখি না। ইংরেজ-সৈন্যের উৎপাতে হুগলী হিজ্‌লী, বৰ্দ্ধমান ও নদীয়া ত্রস্ত হইয়াছে, কালীঘাট কলিকাতার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবি করা হইয়াছে, এ সমস্ত যে আপনাদের জ্ঞাতসারে হইয়াছে, আমার বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক, পরস্পরের মধ্যে যে বন্ধুভাবের অঙ্কুর হইয়াছে, তাহার পোষণ করাই কর্ত্তব্য। শুনিলাম, ফরাসীরা আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য, দক্ষিণাপথ হইতে ফৌজ পাঠাইয়াছে, তাহারা আমার রাজ্যে বিবাদ উপস্থিত কবিবার ইচ্ছা করিলে, আমাকে লিখিবামাত্র সিপাহী-সৈন্য পাঠাইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিব।" (৩) উত্তর-পত্রে ক্লাইব লিখিয়া পাঠাইলেন, 'কাশিমবাজারের ফরাসিগণকে উচ্ছেদ করিবার সম্মতি না দিলে ইংরেজের উপর নবাবের সুহৃদ্ভাব প্রকাশ করা হইবে না, কোন পক্ষকেই সাহায্য না করা তাঁহার কর্ত্তব্য।' পত্র পাঠে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, নবাব

(১) Ives & Orme
(২) Orme II. 146.
(৩) Ives' Narrative & Orme

এক সময়ে প্রকাশ্য-দরবারে ওয়াট্‌স সাহেবকে শূলে চড়াইব বলিয়া ভয়প্রদর্শন করেন; কিন্তু পরে জ্ঞানোদয় হইলে ফরাসীদিগকে দূরে রাখাই সৎপরামর্শ মনে হইল। ইংরেজের সপক্ষ পাত্রমিত্রগণও বুঝাইয়া দিলেন, ফরাসী স্থানান্তরিত না হইলে, ইংরেজের সহিত মিত্রতা বা দেশে শান্তিস্থাপনের আশা নাই। "অল্পসংখ্যক পলাতক ফরাসীর জন্য ইংরেজের সহিত বিবাদ কর্ত্তব্য নহে, পরে ইহাতে অনর্থ ঘটিয়া অনুতাপের কারণ হইতে পারে।"

অতঃপর ১৩ই এপ্রেল সিরাজদ্দৌলা মুসে ল কে দরবারে আহ্বান করিলেন। দরবারে নবাবের আগমনের পূর্ব্বেই ওয়াট্‌স ল কে বলিলেন, 'কাশিম বাজার কুঠী সমর্পণ করিয়া আপনারা কলিকাতায় যান, নবাবের এইরূপ ইচ্ছা। ল বলিলেন আমরা সে কাগা করিব না; কুঠী সমর্পণ করিতে হয় নবাবের হস্তে দিব, অন্য কাহাকেও নহে। তৎপরে দরবারকক্ষে নবাব সকাশে ওয়াট্‌স প্রথমে গেলেন। ইহার পাঁচ ছয় মিনিট পরেই আরজবেগ আসিয়া বাহির দরবারে সর্ব্বসমক্ষে উচ্চকণ্ঠে বলিলেনঃ—ওয়াট্‌স সাহেবের প্রস্তাবে ল কে সম্মত হইতে হইবে। ল নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রদর্শন করায় শেষে নবাবের সমক্ষে তাঁহাকে উপস্থিত করা হইল। নবাব ওয়াট্‌সকে কিয়ৎকাল কক্ষান্তরে অপেক্ষা করিতে আদেশ দিয়া সদয় ভাবে ল কে প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন "ওয়াট্‌সের প্রস্তাবে সম্মত না হইলে আপনাকে এ রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে হইবে। আপনার জাতিই ইংরেজের সহিত আমার বর্ত্তমান গোলযোগের কারণ। আপনাদের জন্য আমি সমগ্র দেশকে জড়াইতে চাহিনা। স্মরণ রাখিবেন, যখন আপনাদের সাহায্য আমার প্রয়োজন হইয়াছিল, তখন আপনারা সাহায্যদান অস্বীকার করিয়াছিলেন। এখন আমার নিকটে সাহায্য আশা করিতে পারেন না।" নবাব নতশিরে এই শেষ কথা কয়টি উচ্চারণ করায় তাঁহার মনের ভাব কথঞ্চিৎ প্রকাশিত হইল। শেষে ল পাটনা যাত্রার কথা বলিলে মন্ত্রিবর্গ কটকের দিকে যাত্রার পরামর্শ দিলেন। ল নবাবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—তবে কি শত্রু হস্তে আমরা পড়ি, এই আপনার অভিপ্রায়? নবাব উত্তর করিলেন 'না, না, আপনার যেদিকে ইচ্ছা যান, ভগবান আপনার পথ দর্শক হউন' (১)

---

(১) Law's Memoir in Hill's Records গোলাম হোসেন এবং ল বিদায় পর্ব্বের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা তাঁহার শোনা কথা মাত্র। তিনি বলেন মুসেল যাইবার সময় এই মাত্র বলিলেন—"নবাব সাহেব। আবার আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইবেন। আর আমার কথা স্মরণ রাখিবেন,—এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ।" Mutaqherin I, 767.

দশম অধ্যায়।

— ⊢+:—

ষড়যন্ত্র।

—।।০—

ইংরেজ ও মীরজাফর।

ইংরেজপক্ষের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর, সিরাজুদ্দৌলা ও প্রবীণ মন্ত্রিদলের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস দৃঢ়তর হইল। অন্যতম সেনানায়ক দোস্ত মহম্মদ্ খাঁ নৈশযুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন; তিনি এক্ষণে নিরাপদে দূরে থাকিবার অভিপ্রায়ে কিয়ৎকালের মত বিদায় লইয়া সাসেরাম গমন করিলেন। (১) মীরজাফর্ খাঁ ইতিপূর্ব্বে প্রধান সেনাপতির কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট ছিলেন। বিগত কলিকাতা যাত্রার সময়ে তিনিই অগ্রগামী সৈন্যদলের অধিনায়ক, অগ্রদ্বীপ হইতে ইংরেজের চন্দননগর আক্রমণের আয়োজন শুনিয়া, সিরাজুদ্দৌলা তাঁহাকেই অর্দ্ধাংশ সৈন্যসহ পুনঃপ্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। সন্ধিস্থাপনে তিনি ইংরেজের অনুকূল বলিয়া, এক্ষণে তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষ পুনরায় নবাবের মনে বিরাগ জন্মাইয়া দিলেন। মীরজাফর চিরদিনই দুর্ব্বলচিত্ত লোক, কিয়ৎপরিমাণে ইংরেজপক্ষের আনুকূল্য করিয়া জগৎশেঠের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিলেও, মীরজাফর্ তখন পর্য্যন্ত নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিলে, নৈশ আক্রমণে সিরাজ সহজেই ইংরেজ-হস্তে বন্দীভূত হইতেন। যাহা হউক, অতঃপর তিনি দরবারে আগমন বন্ধ করিলেন। অপরিণামদর্শী সিরাজ এ সময়ে পুনরায় জগৎশেঠের প্রতি বিদ্রূপ ও অপমানবাক্য প্রয়োগ আরম্ভ করিলেন; কখনও বা ত্বকচ্ছেদ করিবার ভয়প্রদর্শনও হইত। (২) রাজা দুর্লভরাম মোহনলালের কর্ত্তৃত্ব কোনক্রমেই সহ্য করিবেন না, এজন্য সৈন্যদল সহ নগর হইতে দূরে অবস্থানই তাঁহার অভিপ্রেত হইল। মীরজাফর্ ও দুর্লভরামই তৎকালে প্রধান সেনানায়ক, ইংরেজ-হস্তে অবমাননা সহ্য করার পরে তাঁহাদের প্রতি সিরাজের স্বতঃই সন্দেহ হইবার কথা। সন্দেহের কারণও ছিল না, এমন

(১) মুতাক্ষরীণ।
(২) মুতাক্ষরীণ (১) ৭৫৮—৫৯।

নহে। কিন্তু চপলমতি নবীন নবাব এ সময়ে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সম্মুখে প্রবলশত্রু ইংরেজ বর্ত্তমান, এ অবস্থায় কর্ত্তব্য স্থির করাও বড় সহজ ছিল না, পূর্ব্বাপর ভাবিয়া কার্য্য করিতেও সিরাজুদ্দৌলা কোনকালেই অভ্যস্ত হন নাই। বলপ্রয়োগে না হইলে সদাচরণে কিরূপে প্রবীণপক্ষকে সংযত বা সন্তুষ্ট করিতে হয়, তাহার উপায়ও তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল না। গর্ব্ব ও অভিমান তাঁহাকে অনুনয় বিনয়ে মন্ত্রিদলের মনস্তুষ্টিসাধন হইতে নিবৃত্ত করিত। বুদ্ধিবৃত্তি যেমন এইরূপ কার্য্যের প্রতিকূল, সাহস ও মানসিক দৃঢ়তা সেইরূপ প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদের শাস্তিপ্রদানেরও প্রতিবন্ধক হইয়াছিল, ইচ্ছা সত্বেও ভয়ক্রমে তত দূর অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। নবীন মন্ত্রী মোহনলাল এই সময়ে কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী, অন্যান্য পরামর্শদাতৃগণের মধ্যেও কেহ এ অবস্থায় কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারেন নাই। আপনাদের ক্ষমতার অভাব বুঝিয়া প্রবীণদলকে স্বপদে পুনস্থাপনা করিবার পরামর্শ দেওয়ার সৎসাহসও কাহারও ছিল না (১)। এইরূপে নানা কারণে সিরাজুদ্দৌলা দোলায়মানচিত্ত রহিয়া গেলেন। একবার মনে হইল, প্রবীণপক্ষের সহিত সদ্ভাবস্থাপন ও পুনর্মিলনসাধন করেন, অবার পরক্ষণেই ক্রোধভরে মীর্জ্জাফরের জাফরাগঞ্জের প্রাসাদ বেষ্টন করিবার কল্পনা মনে উদয় হইল। (২) রাজা মাণিকচাঁদ ইতিপূর্ব্বেই নিজ কৃতকার্য্যের জন্য সিরাজের আদেশে বন্দীভূত হইয়াছিলেন, পরে কলিকাতা লুণ্ঠনের সময়ে ভূরিপরিমাণ অর্থসম্পত্তি কুক্ষিগত করিয়াছিলেন বলিয়া, দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। তিনিও এ সময়ে নানা উপায়ে জগৎশেঠ প্রভৃতির পূর্ব্বপ্রধূমিত বিদ্বেষবহ্নিতে অনুকূল-পবনসংযোগ আরম্ভ করিলেন। সিরাজুদ্দৌলা বা তাঁহার নবীন মন্ত্রিগণ উপযুক্ত সময়ে ইহার কোনই প্রতীকার করিতে পারেন নাই, যাহা কোরকেই নিষ্পিষ্ট হওয়া উচিত ছিল, তাহা ক্রমে পুষ্পে—ফলে সমৃদ্ধ হইতে লাগিল।

অনুচরবর্গ সহ ফরাসী ল সাহেবের পাটনা যাত্রার সংবাদ পাইয়া, ক্লাইব তাঁহাদের পশ্চাৎ এক দল সৈন্যপ্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছেন শুনিয়া সিরাজুদ্দৌলা ক্রোধে অধীর হইলেন, আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না।

(১) মুতাক্ষরীণ (১—৭৫৯ পৃঃ)

(২) মুতাক্ষরীণ। ইতিপূর্ব্বে ঢাকা হইতে সরফরাজ খাঁর পরিবারবর্গকে মুর্শিদাবাদে আনিবার আদেশ হইয়াছিল। পাছে বিপক্ষ তাঁহাদের লইয়া বিপদ ঘটায়। এদিকে গৃহমধ্যে যে বিপদ সঞ্চিত হইতেছিল, তাহার কোন প্রতীকার হইল না।

ইংরেজ-উকীলকে দরবার হইতে প্রস্থান করিবার আদেশ দেওয়া হইল। ওয়াট্সন্ সাহেবের উপর এইরূপ অনুমতিপত্র প্রেরিত হইল যে, হয় তিনি 'ইংরেজগণ ফরাসীর প্রতি আর কোন অত্যাচার করিবেন না', এই মর্ম্মে স্বীকারপত্র লিখিয়া দিন, নতুবা কাশিমবাজার ত্যাগ করিয়া কলিকাতা প্রস্থান করুন। ওয়াট্স্ সমস্ত কথা কলিকাতার কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করিবার সময় লইলেন। কলিকাতা হইতে ওয়াট্স্‌কে অভয় দিয়া, অর্থসম্পত্তি যথাসম্ভব শীঘ্র শীঘ্র কলিকাতায় পাঠাইবার পরামর্শ প্রেরিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে কাশিমবাজার রক্ষার্থ ৪০ জন ইংরেজসৈনিক যাত্রা করিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় আহার্য্যসামগ্রীর নীচে গোলাবারুদও চলিল। (১) উভয় পক্ষের মধ্যে সন্দেহ এক্ষণে গুরুতর আকার ধারণ করিল। নৌ-সেনাপতি ওয়াট্সন তাঁহার শেষপত্রে লিখিলেন, 'এক জন মাত্র ফরাসী এ দেশে থাকিতে ইংরেজপক্ষ নিবৃত্ত হইবেন না, তবে আত্মসমর্পণ করিলে আর তাহাদের উপর কোনই অত্যাচার হইবে না। আমরা শীঘ্র কাশিমবাজারে সৈন্য পাঠাইব, তৎপরে আপনাকে এক দস্তক দিতে হইবে, ফরাসিগণকে ধরিয়া আনিবার জন্য যেন আমাদের দুই সহস্র সৈন্য স্থলপথে পাটনা যাত্রা করিতে পারে। তাহা হইলে আপনার রাজ্য শান্তি স্থাপিত হইবে। শান্তিস্থাপন ভিন্ন আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই; ধনাকাঙ্ক্ষা আমি ঘৃণা করি (!) অন্তর্যামী ভগবান জানেন' ইত্যাদি। (২) ফরাসীদলনে সাহায্য করিতে হইবে, সন্ধির এরূপ মর্ম্ম নবাবের পক্ষের কল্পনায়ও আইসে নাই। ইংরেজেরা সময় পাইয়াই দাবীর পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছেন, এ কথা বুঝিতে কাহারও বিশেষ কষ্ট হয় নাই। ইতিমধ্যে নন্দকুমার সিরাজের সন্তুষ্টি সাধনের জন্য ইংরেজ পক্ষের দুই একটি সংবাদ নবাবকে জানাইয়াছিলেন। (৩)

ইত্যবসরে নবাব দরবারে কর্ম্মচারিবর্গের অসন্তুষ্টির সংবাদ পাইয়া, ক্লাইব ওয়াট্স্ সাহেবকে তাঁহাদের সহিত সৌহৃদ্যস্থাপন করিবার পরামর্শ পাঠাইলেন, মণিকাঞ্চন যোগ হইল। জগৎশেঠ প্রমুখ চক্রান্তকারী পাত্রবর্গ পূর্ব্বেই ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনার মন্ত্রণা আঁটিতেছিলেন; ইংরেজপক্ষের মনোভাব অবগত হওয়ায়, কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইতে লাগিল। জগৎশেঠের গৃহে মন্ত্রভবনের

(১) Orme II

(২) Ives' Voyage Hill's Records Vol II ফরাসিদমন ভিন্ন অন্য কল্পনা তখনও কি ওয়াট্সনের মনে উদিত হয় নাই

(৩) Hill's Record Vol. II.

স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। গোপনে অনেক পরামর্শ চলিতে লাগিল। রাজ্যের মুখপাত্র-গণের অনেকেই এক্ষণে গুপ্তমন্ত্রণায় যোগ দিয়াছিলেন। জমিদারগণের মধ্যে বাকী কর আদায়ের জন্য উৎপীড়িত কৃষ্ণচন্দ্রের এই ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়ার প্রবাদ রহিয়াছে। (১) সময় পাইয়া সিরাজের মাতৃষ্বসা ঘেসিটী বেগমও ইহার উত্তেজনা আরম্ভ করিলেন। মতিঝিল লুণ্ঠনের সময়ে বেগম তাঁহার বিপুল অর্থের কিয়দংশ বিশ্বস্ত বাঁদীগণের সাহায্যে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। এই অর্থবলে এক্ষণে কয়েক জন সৈনিককে মীরজাফরের সাহায্য করিবার জন্য ক্রয় করিলেন। এমন কি, স্বয়ং মীরজাফরের নিকটেও অর্থসাহায্য প্রেরিত হইয়াছিল। (২)

উৎপীড়িত পাত্রমিত্রগণ সিরাজুদ্দৌলার ন্যায় অবিমৃষ্যকারী দুর্দ্দান্ত অস্থির-মতি যুবকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। সিরাজের কুব্যবহার সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারিগণ যে ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করিয়া মনোরথ সিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বথা নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী বিবরণে ইহা স্ফুটতর হইবে। ইংরেজ কোম্পানীর পক্ষে ক্লাইব্ প্রভৃতির এই ষড়যন্ত্রে উত্তেজনা ও যোগদানের জন্য দুই একজন ইংরেজ ঐতি-হাসিকও যথেষ্ট অনুযোগ করিয়াছেন। (৩) সিরাজুদ্দৌলা অত্যাচারী ও অপদার্থ নরপতি ছিলেন স্বীকার করিয়া লইলেও, ইংরেজ কোম্পানী যখন নবাবের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, তখন নবাবের কৃতকার্য্যে সন্ধিভঙ্গের কারণ না হইলে, তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধকাণ্ডের অঙ্গীভূত, এরূপ মত বোধ হয় কেহই সমর্থন করিবেন না। প্রতারণা প্রভৃতি নীচবৃত্তির আশ্রয় লইয়া নবাবের অসন্তুষ্ট দুর্ব্বলচিত্ত কর্ম্মচারিদলের ভাগ্যান্বেষণোচিত চক্রান্তের পৃষ্ঠপোষক হইয়া, মৌখিক সখ্যসংরক্ষণের উদ্যম অবশ্য অধিকতর ঘৃণিত। ক্লাইব্ স্বয়ং স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, নবাব সন্ধির প্রায় সমস্ত সর্ত্তই পালন করিয়াছিলেন। অথচ সময় বুঝিয়া এই উক্তির এক মাস পরেই পুনরায় মান্দ্রাজের অধ্যক্ষ পিট্ সাহেবের পত্রে লিখিয়াছেন, (৪) 'নবাবের অত্যাচার,

(১) ক্ষিতীশ বংশাবলী। রাণী ভবানীর এই ষড়যন্ত্রে যোগদান বা প্রতিকূল মতপ্রকাশ একান্তই প্রবাদ-মাত্র।

(২) মুতাক্ষরীণ, প্রথম খণ্ড।

(৩) Mill History of India. Beveridge. Torrens' Empire in Asia.

(৪) Malcolm's Clive.

ভীরুতা ও সন্দিগ্ধচিত্ততা লক্ষ্য করিয়া মনে হয়, তাঁহার কথায় নির্ভর করা যায় না। ফরাসিগণকে কিছুতেই তিনি আমাদের হস্তে সমর্পণ করিবেন না। তাহাদিগকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলেও বেতন দিতেছেন; নিশ্চয়ই বুসী প্রভৃতিকে দক্ষিণাঞ্চল হইতে সাহায্যার্থ আসিবার জন্ম লিখিয়াছেন। নবাব এক দিন আমার পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, আমাদের উকীলকে দরবার হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়া যুদ্ধযাত্রার আদেশ দেন, আবার পর দিন তাহা নিষেধ করিয়া উকীলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ওয়াট্‌সকে কখনও বা শূলে চড়াইব বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন। তিনি অতি নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তির লোক; আমির-ওমরাহগণ সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করেন। এই সুযোগে নবাবের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত চলিতেছে, তাহা আপনাকে জানাইতেছি। ইহাতে কোম্পানীর যথেষ্ট সুবিধার ভরসা আছে' ইত্যাদি। দেশীয় লোককে লইয়া চক্রান্ত করিবার সুবিধা হইলে সে অবসর ত্যাগ করা হইবে না, ইহা মান্দ্রাজ হইতেই স্থির করা ছিল (১)।

এখানে সিরাজুদ্দৌলা ফরাসিদিগের সহিত গুপ্তমন্ত্রণায় লিপ্ত আছেন, এই সন্দেহ সঙ্কেতে জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে সিরাজুদ্দৌলার প্রেরিত ফরাসীপক্ষের নিকট সাহায্যাদি প্রার্থনার কয়েকখানি পত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে। (২) ষড়যন্ত্রকারিগণের চরিত্রবল লক্ষ্য করিয়া, এই পত্রগুলির যাথার্থ্য-সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে হয়। অর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সিরাজুদ্দৌলার মৃত্যুর পরে তাঁহার মীর্‌-মুন্সীর নিকট এই পত্রগুলির প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছিল। (৩) স্ক্রাফটন্‌ বলিয়াছেন, ষড়যন্ত্রের সময়ে তিনি ইহার সন্ধান পান। যে রূপেই হউক, এই পত্রগুলি নবাবের সহিত সন্ধিভঙ্গের কৈফিয়ৎ হইতে পারে না। ক্লাইব ও কোম্পানীর উপযুক্ত কর্ম্মচারিবর্গ পরে বলিয়াছেন, 'ইংরেজপক্ষ সাহায্য না করিলেও, সিরাজুদ্দৌলা রাজ্যচ্যুত হইতেন, ষড়যন্ত্রে যোগদান না করিলে, কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সুবিধার কোনই আশা ছিল না।' (৪) যে দিক্‌ হইতেই দেখা যাউক, কিঞ্চিৎ (!) লাভের জন্যই কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তৃগণ এই

(১) Hill's Records

(২) First Report, Long's Record & Clive's Letter, 6 August, 1757. See. Hill's Records. Vol II. pp. 313—314

(৩) Orme II p 185.

(৪) Letter to the Secret Committee 14th July, 1757. First Report p. 217.

কুকীর্ত্তিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সম্প্রতি মিঃ হিল্ ভূরিপরিমাণ কাগজের সাহায্যে এ বিষয়ে যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহাও সার্থক হয় নাই।

ইংরেজপক্ষের ষড়যন্ত্রের সাহায্য-জন্য এখন স্ক্রাফ্‌টন্ সাহেব আসিয়া ওয়াট্‌সের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন; অমিচাঁদ উত্তরসাধক। ২৩শে এপ্রেল তারিখে ইয়ার্ লুৎফ্ খাঁ নামক নবাবের জনৈক অশ্বসেনানায়ক ওয়াট্‌সের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিবার জন্য সংবাদ দেন। এই লুৎফ্ খাঁ দো-হাজারী মনসবদার; জগৎশেঠের স্বার্থরক্ষাজন্য তিনি শেঠগণের নিকট কিছু কিছু বৃত্তিও পাইতেন। ইহার সহিত গোপনে দেখা করিতে ওয়াট্‌স সাহেবের সাহসে কুলাইল না, প্রতিনিধি অমিচাঁদ প্রেরিত হইলেন। ইয়ার খাঁ বলিলেন, 'সিরাজুদ্দৌলা পাঠানগণের আক্রমণ নিবারণের জন্য শীঘ্রই পাটনাঅঞ্চলে যাত্রা করিবেন, এই কারণে আপাততঃ ইংরেজের সহিত সন্ধি রাখিতেছেন; মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিয়াই, ইংরেজগণকে দেশ হইতে দূরীভূত করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। পাত্রমিত্র ও সেনাপতিগণ সকলেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকেন। এক জন উপযুক্ত নেতা পাইলে, সকলেই সিরাজের বিরুদ্ধে যোগদানে প্রস্তুত। নবাবের অনুপস্থিতি ইংরেজপক্ষের মুর্শিদাবাদ অধিকারের প্রকৃত অবসর। আমাকে নবাব করিলে রায় দুর্লভরাম, জগৎশেঠ প্রভৃতি যোগ দিবেন; এবং ইংরেজপক্ষ এ জন্য আমার সহিত যেরূপ বন্দোবস্ত করিতে চান, তাহাতেই প্রস্তুত আছি।' (১) শঠ শেঠগণ সম্ভবতঃ ইংরেজপক্ষের মনোভাব বুঝিবার জন্য লুৎফ্ খাঁর দ্বারা এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন ওয়াট্‌স সাহেব কিন্তু ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, তৎক্ষণাৎ ক্লাইবকে পত্র লিখিলেন; ক্লাইব্‌ও ফরাসী ল সাহেবের বিপক্ষে সৈন্য-প্রেরণ স্থগিত করিয়া, নবাবকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য বিনয়নম্রভাবে এক পত্র প্রেরণ করিলেন।

পর দিন খোজা পিত্রু নামক আরমানী-বণিক্ ওয়াট্‌স সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মীরজাফর খাঁর মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। মীরজাফর বলিয়া পাঠাইলেন, 'আত্মরক্ষার জন্য আমাকে অস্ত্রধারণ করিতে হইতেছে, প্রত্যেক বার দরবারে আসিবার সময় আমার প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে। ইংরেজপক্ষ সিরাজুদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার সাহায্য করিলে, দেওয়ান্, রায় দুর্লভ-

(১) Orme. Watt's Letter in Hill's Records. Vol II.

রাম, জগৎশেঠ ও অন্যান্য প্রধান লোকেও সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছেন। এ কার্য্যে যোগদানে আপনাদের মত হইলে, অতিশীঘ্র কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে হইবে। শান্তির ভাব দেখাইয়া আপাততঃ সিরাজকে ভুলাইয়া রাখা প্রয়োজন। এ জন্য ক্লাইবকে হুগলী হইতে ছাউনী উঠাইয়া কলিকাতায় ফিরিতে হইবে।' এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র ক্লাইব্ কলিকাতায় ফিরিয়া দরবারের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন, সকলেই একবাক্যে মীরজাফর্ খাঁর মত শক্তিশালী লোকের প্রস্তাবে অভিমত প্রকাশ করিলেন। এই সময় মীরজাফরের পক্ষ হইতে মির্জ্জা আমীর বেগ্ কলিকাতায় প্রেরিত হন। তিনি মীরজাফর খাঁর উপর নবাবের অত্যাচার ও অন্যান্য পাত্রমিত্রগণের মনোভাব ইংরেজপক্ষকে অবগত করিলেন, এমন কি, সকলে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য যে স্বীকারপত্র স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাহাও দেখাইলেন, এবং বলিলেন ইংরেজগণ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিলেই, তাঁহারা সকলে মিলিয়া অত্যাচারী সিরাজের হস্ত হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। (১) এ কার্য্যে কৌশল এবং মন্ত্রগুপ্তির সবিশেষ প্রয়োজন, সুতরাং সকলেই ক্লাইব্ ও ওয়াট্‌স সাহেবের উপর কার্য্যভার ন্যস্ত করিলেন। (২) ক্লাইব্ মীরজাফর খাঁর পরামর্শ মত হুগলী হইতে ছাউনী উঠাইয়া, অর্দ্ধেক সৈন্য চন্দননগরে রাখিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধেক সহ কলিকাতায় গেলেন। সিরাজুদ্দৌলাকে পত্র দেওয়া হইল, 'ইংরেজ সৈন্য ছাউনী উঠাইয়া ফিরিয়াছে. আপনিও আর রাজা দুর্লভরামের অধীন সৈন্যদল পলাশীতে না রাখিয়া, সুহৃদ্ভাব প্রদর্শন করুন। নীচলোকের মিথ্যা কথা শুনিবেন না; কোন সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী এখানে থাকিলে ইংরেজের সত্য ও ন্যায় নিষ্ঠায় আপনার বিশ্বাস জন্মিত'। (৩) এ দিকে রাজা দুর্লভরামের লোকে কাটোয়ায় পূর্ব্বপ্রেরিত ৪০ জন ইংরেজ সৈন্যকে আটক করিয়াছিল। মথুরামল নামে নবাবের গুপ্তচর ইতিপূর্ব্বে সংবাদ পাঠাইয়াছিল, ইংরেজের অর্দ্ধেক সৈন্য গোপনে কাশিমবাজার গিয়াছে। তখন মোহনলাল সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন; সিরাজুদ্দৌলা আহম্মদ্ শা আব্দালীর স্বদেশে প্রস্থানের সংবাদ পাইয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং ইংরেজভীতির কিছু লাঘব হইয়াছিল। কথিত সংবাদ পাইয়াই নবাব এক দল লোক পাঠাইয়া

(১) Mutaqh. I. 763 64

(২) Ives. and Clive's Evidence.

(৩) Hill's Records. Vol. II. p. 376.

কাশিমবাজার অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু ইংরেজ-সৈন্যের সন্ধান পাইলেন না, তথাপি সন্দেহ ঘুচিল না। ইংরেজ মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত আসিবে, দৃঢ়-বিশ্বাস রহিয়া গেল; তখন অনুনয়বিনয়ে মীরজাফর খাঁকে পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য সহ পলাশীতে দুর্লভরামের সহিত মিলিত হইবার জন্য পাঠান হইল। (১) ইংরেজের জাহাজ পদ্মা বাহিয়া রাজধানীর দিকে আসিবে ভাবিয়া, ভাগীরথী মুখে শালতরু প্রোথিত করান হইল। ফরাসী ল সাহেবকে ভাগলপুরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, বিহারের কর্ম্মচারিগণের উপর তাঁহাদের খরচা দিবার আদেশ হইল। (২)

মীরজাফর খাঁ নবাবের সন্দেহ দূর করিবার জন্য হৃষ্টচিত্তে পলাশী যাত্রা করিলেন। এদিকে ওয়াট্‌স, কাটোয়ায় আবদ্ধ ৪০ জন ইংরেজ-সৈনিককে কলিকাতা যাইবার আদেশ দিয়া পাঠাইলেন। স্ক্রাফ্‌টন্ সাহেবকে কলিকাতা দরবারের মন্তব্য জানিবার জন্য প্রেরণ করা হইল। ৬ই মে তারিখে কলিকাতা হইতে গুপ্তদরবারের মনোভাব জানিয়া, ওয়াট্‌স মীরজাফর খাঁর লোকের সহিত টাকার কথা স্থির করিতে লাগিলেন। প্রথমে অমিচাঁদকে মীরজাফর খাঁর সহিত মন্ত্রণার কথা বলা হয় নাই, কিন্তু তাঁহার মত লোকের নিকট এ কথা গোপন রাখা দুষ্কর, এই ভয়ে ওয়াট্‌স অমিচাঁদকে পরে এ কথা বলিতে বাধ্য হন। বিলম্বে জানিতে পারিয়া অমিচাঁদ বুঝিলেন, আবশ্যক বুঝিয়া তাঁহার ভয়েই এ কথা তাঁহাকে বলা হইল। এই জন্য এখন হইতে দুই জনে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিলেও, ওয়াট্‌স ও অমিচাঁদের মধ্যে ঘোর বিদ্বেষ সঞ্জাত হইল। বণিক্‌রাজ অমিচাঁদ বিলক্ষণ বুঝিতেন যে, ষড়যন্ত্রে কৃতকার্য্য হইলে, ইংরেজপক্ষের মীরজাফরের নিকট প্রভূত অর্থপ্রাপ্তি হইবে। সফল না হইলে, অন্যের মত তাঁহারও প্রাণ লইয়া টানাটানি; অধিকন্তু বিপুল অর্থনাশ; সুতরাং তিনি বলিলেন, 'কলিকাতার অন্যান্য বণিকের মত তাঁহার নষ্ট অর্থ মাত্র প্রত্যর্পণ করিলে চলিবে না, নবাবের রাজকোষ হইতে যত টাকা পাওয়া যাইবে, তিনি তাহা হইতে শতকরা ৫৲ টাকা ও মণিমুক্তার চতুর্থাংশ লইবেন।' ওয়াট্‌স সাহেব এই সমস্ত কথা ইংরেজ-দরবারে জানাইয়া লিখিলেন, অমিচাঁদ সন্তুষ্ট না হইলে ভয়ের কারণ আছে। ১৪ই মে সন্ধিপত্রের খস্‌ড়া সহ অমিচাঁদের কোষ্ঠিও প্রেরিত হইল। ওয়াট্‌স অমিচাঁদের পরিচয়ে এই সঙ্গে আরও লিখিয়া পাঠাইলেন,

(১) Orme.

(২) ইংরেজ দপ্তরের কাগজে আছে, নবাব স্বয়ং ১০ হাজার টাকা প্রেরণ করেন।

'অমিচাঁদ শতকরা ৫৲ ও মণিমুক্তাদি পাইবার আশায় মীরজাফরকে ফাঁকি দিয়া ওয়াটস্ ও দুর্লভরামের সহিত রাজকোষের অধিকাংশ গোপনে ভাগ করিয়া লইতে চান।' 'নবাবের সহিত সন্ধির পরে অমিচাঁদ ও রণজিৎ রায়ের হস্ত দিয়া ইংরেজ সেনাপতিদিগকে ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার কথা হয়, এবং আরও দুই লক্ষ টাকা উহাদের দুই জনের ইচ্ছামত ঐ কার্য্যে ব্যয়ের জন্য দিবার কথা থাকে। রণজিৎ রায়, নবাবকে ঐ প্রতিশ্রুত টাকা দিবার অনুরোধ করেন। নবাব ইংরেজগণের প্রতি অসন্তুষ্ট, এই অবসরে অমিচাঁদ রণজিৎ রায়ের প্রতি নবাবের বিরাগ জন্মাইয়া নিজের স্বার্থ করিয়াছেন' ইত্যাদি। কিন্তু ওয়াটসের সহিত শেষ কথায় ইংরেজ-দরবার অমিচাঁদের প্রাপ্তিসম্বন্ধে যাহা উচিত বোধ করিবেন, তিনি তাহাতেই সম্মত—এরূপ কথাও ওয়াটসের পত্রে লিখিত ছিল। (১) ১৭ই মে তারিখের ইংরেজ-দরবারে সন্ধিপত্রের পাণ্ডুলিপি ও অমিচাঁদের প্রস্তাবের মীমাংসা হইল। ওয়াটসের পত্রে নির্দ্দেশ ছিল, কোম্পানী এক কোটী, ইংরেজ ও ফিরিঙ্গী বণিকগণ ৩০ লক্ষ, দেশীয় বণিকগণ ৩০ লক্ষ ও আরমানীগণ দশ লক্ষ পাইবেন। অমিচাঁদের জন্য ৩০ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য এ কথা ওয়াটস অমিচাঁদের মত লইয়াই স্থির করিয়াছিলেন। ইংরেজ দরবারের মহারথগণ সিরাজুদ্দৌলার অগাধ (!) অর্থের বিষয় চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, ইউরোপীয় বণিকগণকে ৫০ লক্ষ দিতে হইবে, কিন্তু কালা-আদমীর বেলায় ৩০ লক্ষ হইতে ২০ লক্ষতে নামিল, আরমানীদের দশের স্থানে সাত হইল। (২) তৎপরে নৌ-সেনা ও সৈন্যবিভাগের ২৫ করিয়া ৫০ লক্ষ ধরা হইল; এবং কাউন্সিলের মন্ত্রিবর্গের জন্য মীরজাফর বাহাদুরকে যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে হইবে, এ প্রস্তাবও সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। এখন অমিচাঁদের কথা লইয়া বিতর্ক। সদস্যগণ স্ব স্ব কুৎক্ষামোদর পূর্ত্তির আয়োজনের ত্রুটি করিলেন না, কিন্তু যাহার ধনজন-গৃহাদি সমুদায় বিনষ্ট হইয়াছে, সেই অর্থগৃধ্নু অমিচাঁদের বেলায় যত গোল! চিরসুহৃদ্ অমিচাঁদ এখন ভয়ানক শত্রু। অমিচাঁদ বিপুল অর্থ না পাইলে

(১) অমিচাঁদের সম্বন্ধে ওয়াটসের যে সমস্ত কথা ইংরেজ দপ্তরের কাগজে দৃষ্ট হয়, তাহাও প্রায়নিঃ লোকের ঘোর সন্দেহ রহিয়া যায়। অমিচাঁদ কিছু বেশী দাবী করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, ইংরেজ দরবার ইচ্ছা করিলে মিটমাট করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন।

(২) First Report. Proceedings of the Committee, 17th May 1757. এখানে আরমানীগণের পনের লক্ষের কথা আছে, মূলে অর্দ্ধের নির্দ্দেশ গৃহীত হইল।

চক্রান্তের কথা নবাবকে বলিয়া দিবে, এই সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। অতএব অমিচাঁদকে প্রতারিত করিতে হইবে। ক্লাইব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। সিলেক্ট কমিটি একবাক্যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন (১)। দুই খানি সন্ধিপত্র প্রস্তুত করিতে হইল। আসল খানি সাদা কাগজে লেখা হইল। আর লাল কাগজে অন্য এক খানি সন্ধিপত্র লিখিত হইল, সেখানি জাল সন্ধিপত্র। এই কাগজে অমিচাদের ৩০ লক্ষ টাকা থাকিল, প্রথম খানিতে তাঁহার নামগন্ধও রহিল না; সকল মহারথাই দুই কাগজে স্বাক্ষর করিতে ইতস্তত করিলেন না, কেবল ওয়াট্‌সন সাহেব জাল কাগজে দস্তখৎ করিতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু মহামতি ওয়াট্‌সনের বিবেক যে ছলগ্রাহী তাহা পূর্ব্বেই দৃষ্ট হইয়াছে, গৌণ মিথ্যা তাঁহার নিকট বোধ হয় দোষাবহ বিবেচিত হইত না, কারণ কথিত আছে, অন্যে তাঁহার নাম লিখিয়া দিবার কথায় তিনি অসম্মতি দেন নাই। ক্লাইবের আদেশে যুবক লুসিংটনের সুদক্ষ লেখনী ওয়াট্‌সনের নাম জাল করিল। (২)

এই জাল সন্ধিপত্রের সমালোচনা করিতে গিয়া উত্তরকালে ইংরেজ ঐতিহাসিকবর্গ ও ক্লাইবের চরিতাখ্যায়ক বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন। কত প্রকারে পাপী অমিচাঁদের মুণ্ডপাত ও 'শঠে শাঠ্যং-সমাচরেৎ' নীতির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ক্লাইব্ স্বয়ং বলিয়াছেন, 'তিনি কখনও এ কথা লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করেন নাই। এ ক্ষেত্রে এইরূপ কার্য্য করাই তিনি উচিত মনে করেন; এবং প্রয়োজন হইলে আরও একশ' বার ঐরূপ করিতে প্রস্তুত আছেন'। (৩) ক্লাইব লজ্জা করেন নাই বলিয়াই কিছু ইহা সৎকার্য্য বলিয়া গণ্য হইবেনা! মহামতি মিল্ বলিয়াছেন, ক্লাইবের মত লোকের মনে জাল জুয়াচুরী-প্রতারণায় কিছুমাত্র বেদনা উপস্থিত হয় না। স্বজাতিপ্রাণ মেকলে ক্লাইবের এ দেশে আসিয়া সংসর্গদোষে প্রবঞ্চনাদি শিক্ষা বা তাহাতে অভ্যস্ত হইবার কথা নির্দ্দেশ করিলেও, ছাত্রের দেশজ স্বাভাবিকী প্রতিভা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ইউরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে ক্লাইবের দৃষ্টান্তের অভাব নাই, তবে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রসর মাত্র। (৪) কার্য্যানুরোধে ক্লাইবের অকর-

(১) Hill's Records. Vol II. p. 383

(২) First Report

(৩) First Report, Clive's Evidence.

(৪) সম্প্রতি তর্ক উঠিয়াছে অমিচাঁদকে ফাঁকি দিয়া সে টাকা ইংরেজপক্ষ লাভ করেন নাই। লাভ মীরজাফরের, সুতরাং 'যত দোষ—নন্দ ঘোষ।'

নীর সম্ভবতঃ কিছুই থাকিত না। তিনি এক হস্তে সিরাজুদ্দৌলাকে লিখিত পত্রে লিখিতেছেন, 'আমাদের মধ্যে যে পূর্ণ-মৈত্রী ও সৌহৃদ্য স্থাপিত হইয়াছে', আবার সেই লোক সঙ্গে ওয়াট্‌সকে লিখিয়াছেন, 'নবাব অতি দুষ্ট লোক তাঁহাকে বিশ্বাস নাই, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিতেই হইবে, নতুবা আমাদের পতন সম্ভব।' অন্যত্র 'দেয় টাকা সম্বন্ধে মীরজাফরের বদান্যতা এবং তোমার ও অমিচাঁদের ব্যবস্থার উপর নির্ভর করি', 'নবাবকে মিষ্টভাবে তুষ্ট করিয়া পত্র দিয়াছি, তোমার পরামর্শমত অদ্য তাঁহাকে ও মোহনলালকে আরও এক এক খানি ঐ ভাবে পত্র দিতেছি।' 'সন্দেহ নিরসনের জন্য কামান প্রভৃতি কলিকাতায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছি, সংবাদ পাইবার ১২ ঘণ্টা মধ্যেই সমস্ত সৈন্য সমবেত করিয়া প্রস্তুত হইব' ইত্যাদি। হয়ত কেহ কেহ বলিবেন, রাজনীতিক্ষেত্রে এসব আবশ্যক।

১৯শে মে তারিখে সন্ধিপত্র দুই খানি মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইল,—কিন্তু ইতিমধ্যে হয় বিশেষ সংবাদ পাইয়া, না হয় অন্য কোন কারণে নবাবের রাজকোষে ঐ পরিমাণ অর্থ না থাকিতে পারে এই সন্দেহ করিয়া ক্লাইব্‌ ওয়াট্‌স সাহেবকে গোপনে লিখিয়া পাঠাইলেন, মীরজাফর খাঁ যদি এত টাকা অঙ্গীকার করিতে ইতস্ততঃ করেন, তবে কোম্পানীর কোটী, ৫০ লক্ষে নামাইতে পারেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় পেশোয়া বাজীরাওয়ের নিকট হইতে ড্রেক্‌ সাহেবের নামে পত্র লইয়া গোবিন্দরাম নামক এক জন দূত কলিকাতায় আইসে। ইংরেজগণের সম্মতি পাইলে মহারাষ্ট্রীয়গণ এক লক্ষ কুড়ি হাজার অশ্বারোহী সহ বাঙ্গলা লুণ্ঠনে আসিতে পারেন—এই তাঁহাদের পত্রের মর্ম্ম। (১) ইংরেজের সহিত মারাঠার তখন বড় একটা সম্বন্ধ ছিল না; পত্রবাহকও সামান্য ব্যক্তি, এ জন্য এই গোপনীয় পত্রে সন্দেহ হইল। ওয়াট্‌স সাহেবকে পরামর্শ জিজ্ঞাসায় তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, ইহা নবাবের কৌশলও হইতে পারে। এই সমস্যায় ক্লাইব স্থির করিলেন, পত্র খানি নবাবের নিকট পাঠাইয়া দেওয়াই বিধেয়। কারণ, যদি তিনিই এ কৌশল উদ্ভাবন করিয়া থাকেন, তবে এইরূপে ইংরেজপক্ষের সরলতার অকাট্য প্রমাণ পাইয়া নিশ্চয়ই প্রতারিত হইবেন। পত্র সহ স্ক্রাফ্‌টন্‌ সাহেব মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইলেন। তিনি পথিমধ্যে পলাশীতে মীরজাফরের

(১) Long's Record & Orme, Ballaji Rao's Letter.

সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন, কিন্তু নবাবের কয়েক জন চর তাঁহার সে উদ্দেশ্যে বাধা দিয়া তাঁহাকে বরাবর রাজধানী পাঠাইয়া দিল। যাহা হউক, ক্লাইবের চতুরতা ঈপ্সিত সুফল প্রসব করিল। ইংরেজগণের উপরে নবাবের সকল সন্দেহ দূর হইল। কারণ, পত্রখানি প্রকৃতই পেশোয়াব প্রেরিত। এখন স্ক্রাফ্‌টন্ সাহেবের প্রার্থনায় নবাবের প্রায় সমস্ত সৈন্য ছাউনী উঠাইয়া মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সন্ধিপত্রে মীরজাফর খাঁ প্রভৃতির স্বাক্ষর ও অবশিষ্ট কার্য্য সুসিদ্ধ হওয়ার অবসর ঘটিল।

এ দিকে অমিচাঁদকে প্রতারিত করিয়াও ইংরেজপক্ষ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। জানি কি, যদি সকল ভণ্ডামি প্রকাশ হইয়া পড়ে। স্ক্রাফটন্ সাহেব তাঁহাকে বুঝাইলেন,—সমস্ত কার্য্যই স্থির হইয়াছে, এখন কলিকাতায় পলায়নই পরামর্শ। শেষ-মুহূর্ত্তে প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িবে, বৃদ্ধ অমিচাঁদ অশ্বারোহণে যাইতে পারিবেন না, ইত্যাদি কথায় ফল ধরিল। তিনি সাহেবের সঙ্গ পাল্কী করিয়া কলিকাতা রওনা হইলেন। যাইবার সময়েও 'অর্থপিশাচ অমিচাঁদ নিশীথে নবাবের খাজনাখানায় মোহনলালের নিকট অর্থ যাচ্ঞা করিতেছেন' ইত্যাদি সুবিশ্বাস্য কথাবও উল্লেখ করিতে ইংরেজ ঐতিহাসিক বিস্মৃত হন নাই। ইতিপূর্ব্বে নবাবের নিকটে, 'ফরাসী ও ইংরেজ মিলিত হইয়া তাঁহার রাজ্যনাশ বনবাস ঘটাইবার চেষ্টায় আছে', এই মূল্যবান কথা বলিয়া নবাবেব অঙ্গীকৃত চারি লক্ষ টাকা অমিচাঁদ আদায় করিয়াছিলেন, ইত্যাদি সার্টিফিকেট্ও দেওয়া আছে। অমিচাঁদ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ জন্ম এই ভাবের অনেক কথার সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। অবশ্য বণিক্ অমিচাঁদও নির্লোভ ছিলেন না।

মীরজাফর খাঁ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অব্যবস্থিতচিত্ত সিরাজ এখন আর তাঁহাকে প্রয়োজন নাই ভাবিয়া দরবারে উপস্থিত মীরজাফরকে প্রকারান্তরে অপমানিত করিলেন। (১) মীরজাফর সোদ্বেগে নিজ বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার পক্ষের সেনানীবর্গকে বলিয়া রাখিলেন, জাফরাগঞ্জের প্রাসাদ আক্রান্ত হইলে, তাঁহারা যাহাতে তৎক্ষণাৎ সাহায্য করিতে পারেন, তজ্জন্য যেন প্রস্তুত থাকেন। এ সময়ে ইংরেজপক্ষের সহিত কথাবার্ত্তা সবিশেষ সতর্কতার সহিত সম্পন্ন করিতে হইল। বিশ্বস্ত লোক

(১) Orme II.

পাঠাইয়া ওয়াটসের নিকট হইতে সন্ধিপত্র দুই খানি আনীত হইল। রাজা দুর্লভরাম সমস্ত কথা অবগত হইয়া বলিলেন, নবাবের রাজকোষে এত অর্থ নাই। ভাবী নবাব ও ইংরেজ, রাজকোষের সমস্ত টাকা সমান ভাগ করিয়া লইবেন, এইরূপ সর্ত্ত থাকাই ন্যায়সঙ্গত। ওয়াট্স প্রার্থিত টাকা কমাইতে পারিলেন না ; শেষে 'রাজাই খাজাঞ্চীখানার কর্ত্তা, টাকা ভাগ করিবার সময় তিনি ইংরেজপক্ষের প্রাপ্য হইতে সাধারণ নিয়ম অনুসারে শতকরা ৫ টাকা পাইবেন' এই প্রস্তাবে আর রাজা-বাহাদুরের আপত্তি রহিল না। প্রকৃত কথা, রাজকোষের অর্থ সম্বন্ধে কোন পক্ষের বড় একটা ধারণা ছিল না। ইংরেজগণের সাহায্য প্রাপ্তির প্রয়োজন, টাকার কথা মীর্‌জাফর বিশেষ অনুধাবনই করেন নাই। মুসলমান আমীর-ওমরাহগণ চিরকাল অর্থ সম্বন্ধে উদাসীন, তাহাতে আবার অন্যের টাকা। যাহা হউক, এক্ষণে সকলের সম্মতিক্রমে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল, (৪ঠা জুন ১৭৫৭)। ঐ দিন নবাব, মীরজাফর খাঁকে সেনাপতিত্ব পদ ত্যাগ করিয়া খাজা হাদীকে ঐ সেরেস্তার কার্য্য বুঝাইয়া দিবার আজ্ঞা দিলেন। এখনও তিনি চক্রান্তের সন্ধান পান নাই ; সিরাজ ও তাঁহার পরামর্শদাতৃগণ তখনও সুষুপ্তির ক্রোড়ে।

সাধারণ সন্ধিপত্রের বাঙ্গলা অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে ;—

ঈশ্বর এবং পয়গম্বরের নামে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যত দিন আমি জীবিত থাকিব, এই সন্ধিপত্রের নিয়ম পালন করিব।

(এইটি মীরজাফর খাঁর স্বহস্তে লিখিত ও নীচে স্বাক্ষরযুক্ত)।
পরবর্ত্তী দফাগুলি লেখকের।

(১) "নবাব সিরাজুদ্দৌলার সহিত যে সন্ধিপত্র স্থিরীকৃত হইয়াছে, "তাহার সমস্ত সর্ত্ত পালন করিতে আমি সম্মত।

(২) "দেশীয় বা ইউরোপীয় যে কেহ ইংরেজের শত্রু, সেই আমারও শত্রু।

(৩) "স্বর্গের তুল্য (জিন্নেৎ-উল্-বেলাৎ) এই বঙ্গভূমিতে এবং বিহার "ও উড়িষ্যার মধ্যে ফরাসিগণের যে সমস্ত সম্পত্তি ও কুঠী আছে, তাহা "ইংরেজগণের অধিকারে আসিবে। ফরাসীকে আর এ দেশে বাস করিতে "দিব না।

(৪) "সিরাজুদ্দৌলার কলিকাতা অধিকার ও লুণ্ঠন জন্য কোম্পানীর

যে ক্ষতি হইয়াছে, এবং সৈন্তের নিমিত্ত যে ব্যয়ভার বহন করিতে হইয়াছে, তাহার পূরণ জন্ত আমি ইংরেজগণকে এক কোটী টাকা দিব।

(৫) "কলিকাতার ইংরেজ অধিবাসিগণের যে সমস্ত দ্রব্যাদি লুষ্ঠিত "হইয়াছে, তাহার ক্ষতিপূরণ জন্ত ৫০ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিতেছি।

(৬) "দেশীয়গণের লুষ্ঠিত দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ জন্য ২০ লক্ষ টাকা "দেওয়া হইবে।

(৭) "আরমানীগণের ক্ষতিপূরণ জন্য ৭ লক্ষ টাকা দিব। ইংরেজ, "দেশীয় প্রভৃতির মধ্যে কাহাকে কি পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে, ওয়াট্‌সন, ক্লাইব্‌, ড্রেক্‌, ওয়াট্‌স, কিলপ্যাট্রিক ও বিচার সাহেব, ইঁহারা তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

(৮) "কলিকাতা যে খাতদ্বারা বেষ্টিত আছে, তাহার মধ্যে অনেক "জমিদারের জমি রহিয়াছে, এই জমি এবং খাতের বাহিরে ৬ শত গজ জমি ইংরেজ-কোম্পানীকে দান করিব।

(৯) কলিকাতার দক্ষিণে কুল্পী পর্য্যন্ত স্থান ইংরেজ-কোম্পানীর জমি- "দারী হইবে; তথাকার সমস্ত কর্ম্মচারী কোম্পানীর অধীন হইবে, এবং "কোম্পানী অন্যান্য জমিদারের মত রাজকর দিবেন।

(১০) "যখন আমি ইংরেজ-সৈন্যের সাহায্য চাহিব, তখন তাহার "ব্যয়ভার আমার।

(১১) "হুগলীর দক্ষিণে কোন স্থানে দুর্গ প্রস্তুত করিব না।

(১২) "আমি এই তিন প্রদেশের রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলেই, উল্লিখিত সমস্ত টাকা দিব।

তারিখ ১৫ই রমজান। ৪ জুলুস্‌।

ইংরেজপক্ষ হইতেও উক্ত সন্ধিপত্রের অনুরূপ এক খানি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। ইহাতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এ#টী বেশী সর্ত্ত নিবিষ্ট ছিল।

(১৩) "মীরজাফর খাঁ বাহাদুর উল্লিখিত সর্ত্তসকল শপথপূর্ব্বক স্বীকার "করিলে, নিম্ন স্বাক্ষরকারী আমরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে ঈশ্বর ও "(প্রেরিতদের) ধর্ম্মপুস্তকের শপথ করিয়া স্বীকার করিতেছি যে, আমরা আমাদের সমগ্র সৈন্যসহ তাঁহার বঙ্গবিহার উড়িষ্যার সুবাদারী পাইবার পক্ষে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। তিনি নবাব হইয়া উল্লিখিত সর্ত্ত পালন করিলে,

তাঁহার যে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যে কোন সময়ে তাঁহার প্রয়োজন হইবে, প্রাণপণে সহায়তা করিব।

(স্বাক্ষর) ওয়াটসন্, কর্ণেল ক্লাইব, ড্রেক্, ওয়াট্‌স, কিলপাট্রিক, বিচার।

সৈন্যাদি ও কমিটির প্রাপ্য টাকার জন্য একখানি গুপ্ত স্বীকার পত্র লেখা হইল। প্রথমতঃ মীরজাফরের বদান্যতার উপর নির্ভর করিবার কথা হইলেও পরে সভ্যগণের পরামর্শে ক্লাইব ওয়াট্‌সনকে পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'প্রকাশ্য সন্ধিপত্রে স্বীকৃত টাকা ভিন্ন কমিটীর (আপনিও ইহার অন্তর্ভূত) বার লক্ষ ও সৈন্যাদির ৪০ লক্ষ টাকা উপহার (!) যেন গোপনীয় পত্রে নির্দ্দেশ থাকে'। সন্ধি পত্র সহ ১১ই জুন তারিখে মির্জ্জা আমিরবেগ কলিকাতা পঁহুছিলেন, এবং ইংরেজ কমিটির নিকট মীরজাফরের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, ওয়াট্‌স সাহেবকে সমস্ত কথা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছিল। গুপ্তমন্ত্রণার কথা কলিকাতায় সাধারণ সৈন্যগণের মধ্যেও তখন প্রচার হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং আর যুদ্ধসজ্জায় বিলম্ব করিলে সব নষ্ট হয় ভাবিয়া ক্লাইব ১২ই তারিখে যাত্রা করিলেন। একশত জাহাজী গোরা চন্দননগর রক্ষার জন্য রাখিয়া সমগ্র সৈন্য সহ যুদ্ধযাত্রার সঙ্কল্প হইল।

এদিকে সিরাজুদ্দৌলা গুপ্তমন্ত্রণার সন্ধান পাইয়া মীরজাফর খাঁকে তাঁহার বাটীতেই আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ৮ই হইতে ১১ই জুন এই কয় দিন উভয়পক্ষের মধ্যে ক্রোধ ও বিদ্বেষজ্ঞাপক সংবাদ চলাচল হইতে লাগিল। মীরজাফরের পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা বড কম নহে দেখিয়া, সহসা তাহাকে আক্রমণ করিতেও নবাব সাহসী হইলেন না। এ দিকে ইংরেজ-পক্ষের সহিত মীরজাফর খাঁর মিলনের কথা সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল। মীরজাফর ওয়াট্‌সকে বলিয়া পাঠাইলেন, আর বিলম্ব নাই; যত শীঘ্র সম্ভব, সরিয়া পড়ুন। খোজা পিড্রু ও মীরজাফর খাঁর জনৈক লোককে কলিকাতার দিকে পাঠান হইল, ক্লাইব যাহাতে ত্বরায় ইংরেজ সৈন্যসহ যাত্রা করেন। ১২ই তারিখে বায়ু-সেবনের ছলে সহচর সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, ওয়াট্‌স সাহেব সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে ক্লাইব-প্রেরিত কাশিমবাজার ত্যাগের অনুমতিপত্র পাইলেন। অগ্রদ্বীপের দক্ষিণে অশ্ব ত্যাগ করিয়া দুইখানি ক্ষুদ্র দেশীয় নৌকা খুলিয়া স্বয়ং দাঁড় বাহিয়া চলিলেন। নবদ্বীপ পর্য্যন্ত গিয়া তাঁহাদের জন্য প্রেরিত নৌকা ও কতকগুলি সৈন্যের সাক্ষাৎ

পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। পরদিন বৈকালে তিনটার সময় তাঁহারা কালনায় গিয়া ইংরেজ-সৈন্যদলে মিশিলেন; তথা হইতে মুর্শিদাবাদে সংবাদ প্রেরিত হইল।

পরদিন প্রাতে ওয়াট্‌স সাহেবের কাশিমবাজার-ত্যাগের সংবাদ পাইয়া, সিরাজুদ্দৌলার সকল সন্দেহ সুদৃঢ় হইল। নবাব এই বার প্রমাদ গণিলেন। ঐ দিনেই মীরজাফরের প্রাসাদ আক্রমণের অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু এক্ষণে আর মীরজাফরকে প্রসন্ন না করিতে পারিলে গত্যন্তর নাই, এই চিন্তা করিয়া, সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। সেনানীগণকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য প্রত্যাদেশ দেওয়া হইল। মীরজাফর খাঁর অনুকূল কয়েক জন কর্ম্মচারি সাহায্যে পুনর্মিলনের উদ্যোগ হইতে লাগিল। মীরজাফর তাঁহাদের কথায় সম্মত হইবার ভাব দেখাইলেন, কিন্তু ভয় বা বিদ্বেষ যে কারণেরই হউক, দরবারে আসিতে সম্মত হইলেন না। অন্য কোন সময়ে হইলে, এ উদ্যম এই খানেই শেষ হইত, কিন্তু এখন আর নবাব সে সিরাজ নহেন, আত্মাভিমান পরিহার করিয়া, সামান্য এক দল অনুচর সঙ্গে মীরজাফরের বাটীতে উপনীত হইলেন। পুনরায় পুনর্মিলনের কথা পড়িল, যথারীতি কোরাণ লইয়া উভয় পক্ষে শপথও হইল। (১) বিষকুম্ভ পয়োমুখ মীরজাফর প্রতিজ্ঞা করিলেন, যুদ্ধে ইংরেজের সহিত যোগদান বা ইংরেজের সাহায্য করিবেন না, সিরাজুদ্দৌলা স্বীকার করিলেন, সমস্ত গোল মিটিয়া গেলে মীরজাফরকে সমগ্র সম্পত্তি ও পরিবারবর্গসহ নিরাপদে অন্যত্র যাইতে দিবেন। এই মিলনের উদ্যোগ সম্বন্ধে গোলাম হোসেন বলিয়াছেন, 'এক্ষণে আর শত্রুপক্ষের মনস্তুষ্টিসাধন ভিন্ন গত্যন্তর নাই দেখিয়া, সিরাজ স্নেহের সকরুণভাব ও প্রবঞ্চনার সুমিষ্ট বাক্যের আশ্রয় লইলেন, কিন্তু এখন আর ইহাতে ফল ধরিল না। কবি বলিয়াছেন, "সম্বৎসর আমার মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত দিয়া আমার নাড়ী ছিঁড়িয়াছ, আজ কি আর তোমার মুখের মধুর কথায় ভুলিব মনে কর?" (২) কিন্তু তাহাই বলিয়া কি কোরাণ লইয়া মিথ্যা শপথ করিতে হইবে।

(১) Scrafton & Orme.

(২) মুতাক্ষরীণ। রিয়াজ্ গ্রন্থকারের মতে মীরমদন প্রভৃতি কয়েক জন এই সময়ে মীরজাফরের প্রাণবিনাশের পরামর্শ দেন। সিরাজ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, আলীবর্দ্দী খাঁর বেগমের সাহায্যে পুনর্মিলনসাধন করেন।

অতঃপর সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজপক্ষকে নিম্নলিখিতরূপে পত্র লিখিলেন,— (১) ‘সন্ধিপত্রে আমার স্বীকৃত প্রায় সমস্ত টাকাই ওয়াট্‌সকে দিয়াছি, অতি সামান্য মাত্র বাকী আছে। মাণিকচাঁদের বিষয়ও এক প্রকার মীমাংসা করা হইয়াছে, অথচ দেখিতেছি, ওয়াট্‌স ও কাশিমবাজারের কুঠির সাহেবগণ বায়ুসেবনের ছল করিয়া, রাত্রিযোগে পলায়ন করিয়াছেন। ইহা প্রতারণা ও সন্ধিভঙ্গের নিদর্শন, আপনাদের অজ্ঞাতসারে বা বিনা উপদেশে হয় নাই, ইহা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। আমি অনেক দিন হইতেই এইরূপ ঘটিবে ভাবিয়াছিলাম, এবং বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করিয়াই পলাশী হইতে সৈন্য উঠাইয়া আনিতে সম্মত হই নাই, আমার দ্বারা যে সন্ধিভঙ্গ হইল না, এ জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ। ঈশ্বর ও পয়গম্বর আমাদের অঙ্গীকারপত্রের সাক্ষী, যিনি প্রথমে ইহা ভঙ্গ করিবেন, তিনিই স্বকৃত কার্য্যের জন্য শাস্তি ভোগ করিবেন’, ২৫ রমজান (১৪ জুন)। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী মুসে ল’কে শীঘ্র ভাগলপুর হইতে চলিয়া আসিবার আদেশ প্রেরিত হইল। নবাবী সৈন্যদলও পুনরায় যত শীঘ্র সম্ভব, পলাশীতে সমবেত হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। মীরজাফরের সহিত মিলন হইয়াছে বলিয়া সিরাজের সাহস বর্দ্ধিত হইয়াছিল, নির্ব্বোধ নবাব ঘরের ঢেঁকিকে চিনিতে পারেন নাই।

এ দিকে দুই শত নৌকাযোগে ১৩ই জুন তারিখে ইংরেজ-সৈন্য চন্দননগর হইতে যাত্রা করিল। সিপাহী-সৈন্য ভাগীরথীপার্শ্বে বাদশাহী সরণি দিয়া পদব্রজে সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিল। (২) হুগলীর নবীন ফৌজদার একবার ইংরেজের নৌকা আবদ্ধ করিবার ভয় দেখাইলেন, কিন্তু ইংরেজের যুদ্ধজাহাজ ও ক্লাইবের তর্জ্জন-গর্জ্জনপূর্ণ এক খানি পত্রে তাঁহার এই বাসনা হৃদয়েই বিলীন করিয়া দিল। (৩) চন্দননগর হইতে যাত্রা করিবার সময়ে, ক্লাইব নিজ শিবিরে উপস্থিত দুই জন নবাব-দূতকে রাজধানী যাইতে অনুজ্ঞা দিয়া, তাঁহাদের সহিত নিম্নলিখিত মর্ম্মে পত্র প্রেরণ করিলেন। “আপনি

---

(১) পত্রের তারিখ সম্বন্ধে আইভ্‌স ও অন্যের একটু গোল আছে।

(২) ইংরেজের সৈন্যসংখ্যা এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে,—৭৫০ গোরা, ১৫০ গোলন্দাজ তন্মধ্যে ৫০ জন জাহাজী লস্কর) ২১ শত সিপাহী, এক শত ফিরিঙ্গী, সর্ব্বসমেত ৩১ শত লোক ছিল।

(৩) কেহ কেহ সন্দেহ করেন এই নূতন ফৌজদার গর্জ্জন অপেক্ষা অন্যরূপ বর্ষণে আর্দ্র হইয়াছিলেন। পরে উল্লিখিত কাটোয়ার ফৌজদারের সম্বন্ধে এই কথা স্বীকৃত আছে।

ফেব্রুয়ারির সন্ধির অনুরূপ কার্য্য না করিয়া, নানা প্রকার ছল করিয়া আসিতেছেন। চারি মাসে অঙ্গীকৃত অর্থের পঞ্চমাংশ মাত্র পরিশোধ করিয়াছেন। সন্ধিবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজগণকে পুনরায় বাঙ্গলা হইতে তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত ফরাসী-সেনানী বুসীকে আহ্বান করিয়াছেন, ফরাসী-সেনানী ল'কে এখনও রাজধানী হইতে ৫০ ক্রোশ দূরে নিজ অর্থে পোষণ করিতেছেন। অকারণে ইংরেজগণের অপমান করিয়াছেন; সৈন্য পাঠাইয়া কাশিমবাজার অনুসন্ধান করিয়াছেন, এক বার ইংরেজ-উকীলকে দরবার হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। অঙ্গীকৃত স্বর্ণমুদ্রা দেন নাই, এবং অমিচাঁদই ইংরেজগণকে ঐরূপ অঙ্গীকারের কথা বলিয়াছে বলিয়া, তাহাকে নগর-বহিষ্কৃত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, ইংরেজগণ সহিষ্ণুতার সহিত এই সমস্ত সহ্য করিয়াছেন। পাঠান-আক্রমণ সংবাদে ভীত হইলে, তাহারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এক্ষণে উপায়ান্তর না দেখিয়া, ইংরেজ-সৈন্য মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিয়াছে। সেখানে গিয়া আপনার দরবারের প্রধান পাত্রমিত্র মীরজাফর, দুর্লভরাম, শেঠগণ, মীরমদন ও মোহনলালের উপর ভার দিব; তাঁহারা যাহা মীমাংসা করিবেন, রক্তপাত পরিহার জন্ত আপনি তাহা স্বীকার করিবেন, ভরসা করি।" (১)

১৬ই জুন ইংরেজ-সৈন্য নবদ্বীপ হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরে পাটুলীতে উপনীত হইল। পাটুলী হইতে ছয় ক্রোশ দূরে কাটোয়া-দুর্গ। কাটোয়ার উত্তরে অজয়ের অপর পার্শ্বে সাঁথাই নামক স্থানে এই দুর্গ সংস্থাপিত ছিল। কাটোয়া-দুর্গের অধিনায়ক কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধাভিনয় দেখাইয়া পরাজয় স্বীকার করিবেন, এইরূপ কথা ছিল। (২) ১৭ই প্রাতে ২০০ গোরা ও ৫ শত সিপাহী এবং একটী কামান সহ ঐ প্রতিশ্রুতির পরীক্ষা জন্য মেজর কুট্ সাহেব প্রেরিত হইলেন। নিশাথে ইংরেজ-সৈন্য কাটোয়ায় নামিয়া দেখিল, নগর একবারে পরিত্যক্ত। প্রাতে একটু যুদ্ধোদ্যম হইল, কুট্ সাহেব শ্বেতপতাকা দেখাইলেও দুর্গস্থ সিপাহিগণ কিছুক্ষণ গুলি ছাড়িয়াছিল, দুর্গাধিপতিও প্রথমে কিঞ্চিৎ বাধাপ্রদানের ভাব দেখাইলেন। কিছু ক্ষণ পরেই ইংরেজদল নদী পার হইয়া দুর্গের সম্মুখে দেখা দিলে, দুর্গমধ্যে মৃন্ময়-প্রাচীরের চালে চালে আগুণ দেখা গেল। দুর্গস্থ সৈন্যেরা উত্তর-দ্বার দিয়া নিক্রান্ত হইল। দুর্গমধ্যে ও নিকটস্থ কয়েকটি গোলায় যে পরিমাণ চাউল

(১) Orme.
(২) Orme II. 168.

মজুত ছিল, তাহাতে দশ সহস্র লোকের এক বৎসরকাল উদরপূর্ত্তি হয়। ইংরেজ-সৈন্যের সমগ্র ভাগ সন্ধ্যার সময় কাটোয়া পহুছিয়া প্রথমে ময়দানে শিবিরসন্নিবেশ করিল; কিন্তু পর দিন ভয়ানক বৃষ্টি হওয়ায়, নগরের গৃহগুলি অধিকার করিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

এ দিকে চন্দননগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পরে, প্রতিদিন ক্লাইব মীরজাফর খাঁকে পত্র লিখিতেছিলেন। ১৭ই তারিখে কেবল একখানির উত্তর পাইলেন। মীরজাফর নবাবের সহিত মৌখিক সম্মিলন করিতে বাধ্য হইয়াছেন ও ইংরেজগণকে সাহায্য করিব না, প্রতিশ্রুত হইয়াছেন; কিন্তু ইংরেজের সহিত প্রতিজ্ঞাপত্র-অনুসারেই কার্য্য করিবেন, এই মর্ম্মে পত্র লিখিত হয়। সন্দেহ হইল, পাছে মীরজাফর প্রতারণা করেন ও শেষে নবাবের সঙ্গেই যোগ দেন, এই সন্দেহে দুই দিন ধরিয়া ক্লাইবের মন অন্দোলিত হইল। ২০শে ওয়াটস্ সাহেবের লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'সে মীরজাফর ও তাঁহার পুত্র মীরণের সমক্ষে উপনীত হইয়া কথোপকথন আরম্ভ করিবে, এমন সময়ে কতকগুলি লোক সেখানে আসিল, তাহারা হয় ত নবাবের অনুচর, তাহাদের সমক্ষে মীরণ গুপ্তচর বলিয়া, তাহার শিরশ্ছেদের ভয় দেখাইলেন ও বলিলেন, ইংরেজগণ নদী পার হইয়া আসিলে, তাহাদের সংহার করিব।' এ কথায় কিছুই ফল হইল না। উত্তরোত্তর দুশ্চিন্তা প্রবল ও সন্দেহ ঘনীভূত হইতে লাগিল। সহসা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এই সময়ের কথাই স্মরণ করিয়া, ক্লাইব উত্তরকালে মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময়ে বলিয়াছেন, 'তখন মনে হইয়াছিল, যদি পরাস্ত হই, তবে এক জনও সেই পরাজয়কাহিনী বহন করিয়া প্রত্যাগত হইবে না।' ঐ দিন প্রদোষে মীরজাফর খাঁর ১৯শে তারিখের এক পত্র পাইলেন, তাহাতে উল্লেখ ছিল, 'জাফর খাঁ ঐ দিন নগর হইতে যাত্রা করিতেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে হয় দক্ষিণে বা বামে তাঁহার শিবির থাকিবে, সেখান হইতে সর্ব্বদা সংবাদ দিবেন। চতুর্দ্দিকে প্রহরী স্থাপিত হইয়াছে, প্রকাশ হইবার ভয়ে এ পর্য্যন্ত রীতিমত সংবাদ দিতে পারেন নাই'। এই সঙ্গে আমিরবেগকে এক খানি পত্র লিখিত হয়, তাহাতে নবাবের সহিত মিলনের কথা ও সৈন্যের অবস্থামাত্র বর্ণিত ছিল। এই পত্রে মীরজাফরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ অপসারিত হইল বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার নিজের উদ্দেশ্য বা ইংরেজ-সৈন্যের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোনই উপদেশ ছিল না; এ জন্য তিনি কি ভাবে চলিবেন, না বুঝিয়া দুশ্চিন্তা দূর হইল না। অশ্বারোহী সৈন্যের

একেবারে অভাব। বীরভূমির রাজা নবাবের প্রতি অসন্তুষ্ট, এ জন্য তাঁহাকে লেখা হইল, আপনার অশ্বসেনা এক সহস্র হইলেও, তাহাই লইয়া আমাদের সহিত যোগ দিন। কিন্তু এ সময়ে তিনি সাহায্য করিবেন কি না, ইহাও চিন্তার বিষয় রহিল। স্বয়ং ক্লাইবও এখন হতবুদ্ধি হইলেন। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য সামরিক-সভার অধিবেশন হইল। বিংশতি বৃটিশ্-সামন্ত চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে পরামর্শ আরম্ভ করিলেন। প্রশ্ন হইল যে, 'এখনই নদী পার হইয়া নবাবকে আক্রমণ করা কর্ত্তব্য,—না কাটোয়ায় যে অপর্য্যাপ্ত চাউল পাওয়া গিয়াছে, তাহার সাহায্যে বর্ষাকাল কাটোয়ায় ক'টাইয়া, সাহায্যার্থে মহারাষ্ট্রীয়গণকে আহ্বান করা যাইবে?' (১) ক্লাইব এ সময়ে এমনই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন যে মন্ত্রণাসভার প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে নিজেই প্রথমে মত দিলেন, 'কাটোয়ায় থাকা শ্রেয়ঃ'। কিলপাট্রিক্ ও গ্রাণ্টের কর্ত্তার মতেই মত। কিন্তু কুট্ সাহেব বলিলেন, "সাধারণ সৈন্যদলের এখন জয়লাভেরই সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। কিন্তু শত্রুর এত নিকটে থাকিয়া তূষ্ণীম্ভাবধারণ করিলে, তাহাদের এ সাহস নষ্ট হইবে, আর তাহার পুনরুদ্ধার সহজ হইবে না। মুসে ল আসিয়া যোগ দিলে, নবাবের বাহুবল ও মন্ত্রণার উন্নতি হইবে; তাঁহারা তখন ইংরেজ-সৈন্য বেষ্টন করিয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের পথ রোধ করিবেন, যে বিপদ এক্ষণে দেখা যাইতেছে না, তখন তাহাই পড়িয়া সর্ব্বনাশ ঘটাইবে। এ অবস্থায় আমার মতে হয় এখনই যুদ্ধার্থ অগ্রসর হউন, বা অবিলম্বে কলিকাতা প্রস্থানের উদ্যোগ করুন।" ১৩ জন যুদ্ধের প্রতিকূলে, এবং ৭ জন মাত্র অনুকূলে মত দিলেন। এই অবস্থায় সভা ভঙ্গ হইল। অর্ম্ম বলেন, 'সভা ভঙ্গ করিয়া এক ঘণ্টাকাল নিকটস্থ বাগানে নির্জ্জনে চিন্তা করিবার পরে, ক্লাইব বুঝিতে পারিলেন, ঐ স্থানেই থাকা নির্ব্বোধের কার্য্য। এখন স্বয়ং কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া, শিবিরে প্রত্যাগত হইয়াই আদেশ দিলেন, প্রত্যূষে সৈন্যগণ গঙ্গা পার হইবে'। কিন্তু এই উক্তির অপেক্ষা সমধিক বিশ্বাসজনক আখ্যায়িকা দুই জন সমসাময়িক লোকেই দিয়াছেন। (২) স্ক্রাফটন্ সাহেব লিখিয়াছেন, ২২শে জুন মীরজাফরের পত্র পাইয়া ক্লাইবের মতপরিবর্ত্তন হয়, এবং ঐ দিনই অপরাহ্নে ৫টার সময় গঙ্গা পার হন। ক্লাইব

(১) ক্লাইবের সাক্ষ্যে এই প্রশ্ন কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়াছে।

(২) Ives & Scrafton.

পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র

সাক্ষ্য দিবার সময়ে বলিয়াছেন, 'সভাভঙ্গের পর ২৪ ঘণ্টা কাল চিন্তা করিয়া তিনি নিজেই কাউন্সিলের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করেন।'

মীরজাফর খাঁ এই পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'নবাব মনকরায় আসিয়া পঁহুছিয়াছেন, ঐ খানেই গড়খাত করিয়া যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করিবেন। ইংরেজগণ ঘুরিয়া আসিয়া যেন হঠাৎ আক্রমণ করেন।' ক্লাইবের উত্তর এইরূপ বলিয়া কথিত আছে, 'তিনি পলাশী পর্য্যন্ত শীঘ্রই যাইতেছেন, তৎপরে দাদপুর পর্য্যন্ত গেলে যদি মীর্‌জাফর খাঁ যোগ না দেন, তবে তিনি নবাবের সহিত সন্ধি করিবেন।' (১)

এ দিকে মীরজাফরের সহিত পুনর্মিলনের উদ্যোগের পরেই সিরাজুদ্দৌলা সংবাদ পাইলেন, ইংরেজ-সৈন্য যুদ্ধযাত্রা করিয়াছে। অবিলম্বে ক্লাইবের শেষ পত্রও আসিয়া পঁহুছিল। সৈন্য সমবেত করিবার জন্য দলপতিগণের উপর আদেশ হইল। কলিকাতা আক্রমণের মত এ যুদ্ধে লুণ্ঠনের কোন আশা নাই; উপরন্তু গৃহবিবাদ বর্ত্তমান। সৈন্যগণ এ অবস্থায় প্রাপ্য বেতন না পাইলে যুদ্ধযাত্রা করিতে অসম্মত হইল। তিন দিন ধরিয়া এই গোলযোগ চলিল; নবাবকে প্রচুর অর্থ দান করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে বাধ্য হইতে হইল। অতঃপর প্রধান প্রধান সেনাপতিগণের অধীনতায় বিভক্ত হইয়া, নবাববাহিনী পলাশীপ্রাঙ্গণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। একবার মনকরায় যুদ্ধসজ্জা করা সিরাজের অভিপ্রায় হইয়াছিল; পরে পলাশীযাত্রাই স্থিরীকৃত হয়।

১) Orme II 171.

একাদশ অধ্যায়।

পলাশীর যুদ্ধ।

সিরাজের শোচনীয় পরিণাম।

২২শে জুন অপরাহ্ণ পাঁচটার সময়ে ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া সমগ্র ব্রিটিশ-বাহিনী পলাশী অভিমুখে অগ্রসর হইল। পথিমধ্যে ঝড়বৃষ্টি ভোগ করিয়া, রাত্রি একটার সময়ে পলাশীর সুবিখ্যাত আম্রকাননে উপনীত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। এই আম্রকানন তৎকালে 'লকাবাগ' নামে পরিচিত ছিল; ইহা দৈর্ঘ্যে ১৬ শত ও প্রস্থে ছয় শত হাত ছিল বলিয়া কথিত আছে। (১) চতুর্দ্দিকে অনতিউচ্চ মাটির বাঁধ ও তৎপার্শ্বে সামান্য খাল। আম্রকুঞ্জের পশ্চিমোত্তরে শত হস্ত দূরে নবাবের একটি ইষ্টকগ্রথিত মৃগয়াগৃহ নির্ম্মিত ছিল। সিরাজুদ্দৌলা মনকরা হইতে অগ্রসর হইয়া, দাদপুরের দক্ষিণে রাজা দুর্লভরামের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট প্রান্তরে শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছিলেন। নবাব-শিবিরের দক্ষিণে একটি মৃৎপ্রাকার এবং আরও দক্ষিণে এক পরিখা নির্ম্মিত ছিল। শিবিরের সম্মুখে আম্রকানন ও পরিখার মধ্যস্থলে মীরমদন ও মোহনলালের অধীন সৈন্যদল স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার দক্ষিণ-পার্শ্বে সন্নিহিত পুষ্করিণীর পাহাড়ে ফরাসী সিন্‌ফ্রের সামান্য গোলন্দাজদল ও ৪টী কামান। বামে পরিখার পরপার হইতে প্রায় পলাশী-গ্রাম পর্য্যন্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দুর্লভরাম, ইয়ার-লুৎফ ও মীরজাফরের সৈন্যদল অবস্থিত ছিল। নবাবের

---

(১) পলাশী যুদ্ধক্ষেত্রের অধিকাংশ ভূমি অধুনা ভাগীরথীগর্ভে বিলীন। ১৮০২ খ্রীঃ অব্দে ভ্রমণকারী ভ্যালেণ্টিন্ পলাশীর আম্রবাগান দেখিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের দক্ষিণে তেজনগর বা নূতন-পলাশীগ্রাম বসিয়াছে। বাগানের শেষ আম্রবৃক্ষটিও শুষ্ক হওয়ায়, ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মূলদেশ উৎখাত করিয়া, পলাশীর নিদর্শন জন্য বিলাতে প্রেরিত হইয়াছে। এই স্থানে ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট ১৮৮৩ সালে শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। স্তম্ভের নীচে এই কয়টি কথা মাত্র লিখিত আছে,—

PLASEY.

ERECTED BY THE BENGAL-GOVTRNMENT. 1883.

পক্ষে ৩৫ হাজার পদাতিক, পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহী ও ৪০টি কামান ছিল। (১) অশ্বারোহী সৈন্যদল যুদ্ধকার্য্যে অভিজ্ঞ হইলেও, পদাতিকগণের অনেকেই অশিক্ষিত; অধিকাংশই ষড়যন্ত্রকারী সেনাপতিত্রয়ের অধীনতায় পরিচালিত।

১১৭০ হিজরী, ৫ই শওয়াল বৃহস্পতিবার, (২৩শে জুন) প্রাতে অগণিত নবাব-বাহিনী ইংরেজগণের নয়নপথে পতিত হইল। বিপুল চক্রব্যূহ রক্তাস্তরণশোভিত রণহস্তী, সুসজ্জিত অশ্বসেনা, বালারুণকিরণে উজ্জ্বলতর উন্মুক্ত তরবার, ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র ও গগনভেদী পতাকারাজি ক্ষুদ্র ইংরেজদলের হৃৎকম্প উপস্থিত করিয়া দিল। (২) মৃগয়াগৃহের উর্দ্ধদেশ হইতে নবাব-সৈন্য পরিদর্শন করিয়া, অসমসাহসিক দলপতিরও অন্তরাত্মা কম্পিত হইয়াছিল। মনে হইল, মীরজাফর প্রতিকূল আচরণ করিলে, এক জনও সংবাদ দিতে ফিরিবে না। পাত্রমিত্রগণের সাহায্যের আশ্বাসেই, ইংরেজপক্ষ সাহসে ভর করিয়া, সেই ভীষণ দৃশ্যের সম্মুখে দাঁড়াইতে সক্ষম হইলেন। ক্লাইবের আদেশে ইংরেজ-সৈন্য আম্রকুঞ্জের সম্মুখে মৃগয়াগৃহ পর্য্যন্ত সারি সারি সজ্জিত হইয়াছিল, তাহাদের ৮টি কামানও যথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছিল। গোরা-সৈন্যের বামে ও দক্ষিণে সিপাহীরা শ্রেণীবদ্ধ ছিল।

প্রাতে ৮টার সময় সরোবরতীর হইতে ফরাসিগণই প্রথম কামান দাগিল; সদ্যঃপরাভবের প্রতিহিংসা তখনও জাগরূক ছিল। অতঃপর নবাব-সৈন্যের দক্ষিণ-পার্শ্ব হইতে অজস্রধারে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল, কিন্তু অনেক গোলা উর্দ্ধপথে উড়িয়া যাইতে লাগিল। প্রথম গোলায় ইংরেজপক্ষের এক জন হত ও এক জন আহত হইল। তাঁহাদের দুইটি কামানও বামভাগ হইতে কার্য্য আরম্ভ করিল, কিন্তু ইংরেজের এক জনের স্থানে নবাবের দশ জন নিহত হইলেও, বিশেষ কিছু ক্ষতিসাধন হয় না। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে ইংরেজ পক্ষে দশ জন গোরা ও ২০ জন সিপাহী মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। (৩) প্রতি মিনিটে এইরূপে এক জন করিয়া লোক হত হইলে, ক্ষুদ্র ইংরেজদল আর কত ক্ষণ টিকিবে—এই ভাবিয়া, ক্লাইব আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত সৈন্য

(১) ক্লাইব স্বয়ং এই সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন। Letter to the Secret Committee. Life Vol I. 263. কেহ কেহ নবাবের সৈন্যসংখ্যা আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন। অর্শ্বের মতে ১৮ হাজার অশ্বারোহী, ৫০ হাজার পদাতি ও ৫০টি কামান।

(২) Scrafton's Reflections.

(৩) Orme II. 175

বাগানের মধ্যে আশ্রয় লইবার আজ্ঞা দিলেন। নবাবপক্ষ উল্লাসে আরও অগ্রসর হইয়া অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহারা তখন আম্রশাখার সহিত বলপরীক্ষা করিতেছিল! ইংরেজ-সৈন্য বৃক্ষান্তরালে বাঁধের নীচে বসিয়া পড়িতে আদিষ্ট হইল; বাঁধের অপর পার্শ্ব হইতে ছিদ্র করিয়া, কামান ছুড়িয়া তাহারা যথাকথঞ্চিৎ শত্রুপক্ষকে প্রতিহত করিতে লাগিল।

নবাব-সৈন্যের এইরূপ সোৎসাহ যুদ্ধোদ্যম দেখিয়া, ক্লাইব্ চিন্তিত হইলেন। আমিরবেগ্‌কে ডাকিয়া কিঞ্চিৎ উগ্রভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কই, তোমার প্রভু যে বলিয়াছেন, সৈন্যসামন্ত সকলেই নবাবের বিপক্ষে, সামান্য একটু যুদ্ধোদ্যম হইলেই তাহারা নিজেই কার্য্য শেষ করিবে। এখন যে সকলই বিপরীত দেখিতেছি।' আমিরবেগ্ নিবেদন করিলেন, (১) যাহারা আক্রমণে অগ্রসর হইতেছে, উহারা মীরমদন ও মোহনলালের অধীন, উহারাই কেবল সিরাজের অনুরক্ত, তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিলেই হয়; অন্যে পূর্ব্বকথা-মত কার্য্য করিবে। প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহনায়ক মীরজাফর প্রভৃতি প্রবীণ সেনাপতিগণ, আপন আপন সৈন্যগণ সহ দাঁড়াইয়া, 'রণপয়োধির লহরীগণনা'রূপ দুষ্কর কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন; দর্শকের ন্যায়, চিত্রার্পিতের মত, দণ্ডায়মান থাকাই তাঁহাদের কল্পনা ছিল। 'যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব না, ইংরেজপক্ষে যোগ দিব না' এই প্রতিশ্রুতি মীরজাফর এইরূপেই রক্ষা করিলেন। বেলা ১১ টার সময়ে ক্লাইব্ গলদ্ঘর্ম্মকলেবরে সামন্তগণের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন, স্থির হইল, আম্রকানন হইতে এইরূপে সমস্ত দিন গোলাবর্ষণ চলুক, রাত্রিযোগে নবাব-শিবির আক্রমণ করা যাইবে। যুদ্ধ চলিতে লাগিল, মধ্যাহ্নে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। ইংরেজপক্ষে আম্রবাগান ও সুব্যবস্থার কৌশলে বারুদ রক্ষা পাইল। কিন্তু নবাবের পক্ষে বারুদ ভিজিয়া যাওয়ায় বিশেষ ক্ষতি হইল; মীর্‌মদনের কামানগুলি আর তেমন সতেজে কার্য্য করিতে পারিল না। ইংরেজপক্ষেরও হয়ত এই অবস্থা, এই ধারণায় বীর মীরমদন তথাপি প্রবলবেগে অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু সিরাজুদ্দৌলার ভাগ্য এক্ষণে তাঁহার পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতির প্রতিফল আনয়ন করিল, প্রায়শ্চিত্তের দিন ঘনাইয়া আসিল। (২) প্রভূহিত-

---

(১) স্কট্ ও হিন্দি মুতাক্ষরীণে এ স্থলে 'আমিন্‌চাঁদ' আছে। কিন্তু উল্লিখিত প্রতিনিধি 'আমিরবেগ্' হওয়াই সম্ভব। ষ্টুয়ার্ট ইহাই গ্রহণ করিয়াছেন।

(২) Mut Trans. I. 767

পরায়ণ বীর মীরমদন সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া পড়িলেন, গোলারী আঘাতে তাঁহার পদ ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। আসন্নমৃত্যু-অবস্থায় তাঁহাকে সিরাজ-শিবিরে লইয়া যাওয়া হইল। নবাব চাটুকার ও বিশ্বাসঘাতক পাত্র-বর্গের প্ররোচনায় যুদ্ধজয়ের সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে মীরমদন আনীত হইলেন। বাঙ্গালী মুসলমান বীর স্বীয় প্রভুভক্তির এবং যুদ্ধের জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে বলিতে স্বর্গগত হইলেন। (১)

মীর্মদনের মৃত্যুঘটনায় সিরাজ মর্ম্মাহত ও ভয়চকিত হইয়া পড়িলেন। অনন্যোপায় হইয়া, মীর্জাফরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মীর্জাফর সাক্ষাৎ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, ক্রমাগত লোক দ্বারা অনুনয়বিনয় জ্ঞাপন করা হইল। অবশেষে পুত্র মীরণ ও খাদেম্ হোসেন খাঁ প্রভৃতি বিশ্বস্ত বন্ধুবর্গের সহিত সশস্ত্র দলবদ্ধ হইয়া মীর্জাফর নবাব-শিবিরে উপনীত হইলেন। সিরাজ্-দ্দৌলা বিনীতভাবে আত্মনিবেদন জানাইলেন; শেষে অনুনয়ের চরম সীমায় উপনীত হইলেন। কথিত আছে, (২) রাজমুকুট মীর্জাফরের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলিলেন, 'আমি এক্ষণে পূর্ব্বকৃত কার্য্যের জন্য অনুতাপ করি-তেছি। আমাদের মধ্যে যে আত্মীয়তাবন্ধন রহিয়াছে, এবং স্বর্গীয় মাতামহের আপনার উপর যে অধিকার ছিল, তাহা স্মরণ করিয়া আপনাকে আলিবর্দ্দী খাঁর স্থানীয় বলিয়া, ভরসা করি আপনি আমার অতীত কুব্যবহার বিস্মৃত হইয়া সৈয়দবংশোচিত মহত্ব ও কৃতজ্ঞতার সহিত কুটুম্বের প্রতি ব্যবহার করিবেন। আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম; আমার সম্মান ও জীবনরক্ষা করুন।' এ করুণ-ক্রন্দন মীর্জাফরের হৃদয়ে স্থান অধিকার করিল না। তিনি বহু দিন হইতে যে সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন, অদ্য তাহাই সমাগত দেখিয়া হৃদয়শূন্য লোকের মত কেবল এই উত্তর দিলেন, 'অদ্য দিবা অবসান-প্রায়, আর আক্রমণের সময় নাই, সৈন্যদলকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করুন, যাহারা যুদ্ধ করিতেছে, তাহারা এক্ষণে শিবিরে প্রত্যাগমন করুক; কল্য ঈশ্বরেচ্ছায় আমি সমগ্র সৈন্য একত্র করিয়া যুদ্ধের ব্যবস্থা করিব।" অতঃপর সিরাজ বলিলেন, "যদি রাত্রিকালে ইংরেজগণ আক্রমণ করে?" মীর্জাফর বলিলেন,

(১) মীরমদনের সমাধি নিকটবর্ত্তী ফরিদটোলায় অদ্যাপি বর্ত্তমান।

(২) মুতাক্ষরীণকার প্রবাদ বলিয়াই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এ সময়ে পশ্চিমা-ঞ্চলে ছিলেন। মূলে তাঁহার উল্লিখিত তৎকালপ্রচলিত প্রবাদ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিলেও 'ঘণ্টা দুইটার সময়ে দিবা অবসানপ্রায়' প্রভৃতি কথায় স্বতঃই সন্দেহ রহিয়া গেল।

"তজ্জন্য চিন্তা নাই, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব, শত্রুপক্ষ রাত্রিযোগে আক্রমণ করিবে না।" নবাব ক্রমেই ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মোহনলাল এই সময়ে অমিতবিক্রমে শত্রু-সৈন্যের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার পদাতিকদল সেনাপতির সাহসে উৎসাহিত হইয়া ক্রমাগত অগ্নিবৃষ্টি করিতেছিল। সিনফ্রের আগ্নেয়াস্ত্রে ইংরেজদলের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হইতেছিল, ফরাসী গোলন্দাজদল প্রতিহিংসা-প্রোৎসাহিত হইয়া প্রাণপণে কার্য্য করিতেছিল, এমন সময়ে মোহনলাল শিবিরে প্রত্যাগত হইবার আদেশ পাইলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, 'এ প্রত্যাগমনের সময় নহে, যুদ্ধ যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে যাহা হইবার তাহা এখনই হইবে, এ সময়ে আমি পশ্চাদ্গমন করিয়া শিবিরে প্রত্যাগত হইবার উদ্যোগ করিলে, সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে, হয় ত পলায়নপর হইবে।' সিরাজুদ্দৌলা মীরজাফর খাঁর দিকে দৃষ্টি করিলেন, তিনি এখনও নবাব শিবিরে। মীরজাফর উত্তর করিলেন, আমি যাহা ভাল বোধ হয় বলিয়াছি, আপনি স্বয়ং এখন কর্ত্তব্য অবধারণ করুন।' (১) তাঁহার গম্ভীর ভাব অবলোকনে সিরাজ ভয়চকিত এবং নিজের সহজ জ্ঞান বিস্মৃত হইয়া, সেনাপতির পূর্ব্বপ্রস্তাবমত মোহনলালকে বারংবার নিষেধাজ্ঞা পাঠাইতে লাগিলেন।

এ দিকে স্বদলে প্রত্যাগত হইয়াই মীরজাফর ক্লাইবকে পত্র লিখিলেন,—তৎক্ষণাৎ শিবির আক্রমণ করিবেন, নিতান্ত সুযোগ না ঘটে, রাত্রিযোগে আক্রমণ করিলেই কার্য্য শেষ হইবে। (২) মীরজাফর খাঁ নিজ শিবিরে প্রত্যাগত হইলে, নবাব আরও বিব্রত হইলেন। রাজা দুর্লভরামকে ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন, মন্ত্রী পরামর্শ দিলেন, সৈন্যগণ শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হউক, আপনি রাজধানী যাত্রা করুন। (৩) বীরপ্রবর মোহনলাল বারংবার প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ পাইয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও পশ্চাতে হটিতে আরম্ভ করিলেন। সেনাপতির প্রত্যাবর্ত্তনে সৈন্যগণ ভয়চকিত হইল, অন্য দিকে চক্রান্তকারিদলের সৈন্যবর্গের মধ্যে অনেকে পলায়ন করিতেছে দেখিয়া, এ দলের সৈন্যেরও সাহস ভঙ্গ হইল। যে যে দিকে পাইল, পলায়ন আরম্ভ করিল। এ পলায়ন নির্লজ্জভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল, কেহ পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে

(১) Mut I. 769 অন্য ইতিহাসে 'মীরজাফরের পরামর্শ' নাই।

(২) Orme II 175. অর্ম্ম বলেন, পত্রবাহক যুদ্ধক্ষেত্রের গোলা-গুলির ভয়ে অগ্রসর হইতে সাহসী হয় নাই।

(৩) Orme II.

না অথচ নবাব-সৈন্য পলায়নপর। সৈন্যগণের পলায়ন সংবাদে সিরাজ হতবুদ্ধি হইলেন। এখন কেবল সম্মুখে ইংরেজের ভয় নহে, গৃহশত্রুর ভয়েই আত্মহারা হইয়া সিরাজের বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিল; ত্রস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পলায়িত-গণের দলবৃদ্ধি করিলেন। হস্তিপৃষ্ঠে সমস্ত রাত্রি পলায়নপর নবাব সদলে প্রাতে ৮ টার সময় রাজধানী পঁহুছিলেন। (১) এইরূপে বঙ্গের স্বাধীন নবাবগণের শেষ-অধঃপতন সংঘটিত হইল।

দেশীয় ইতিহাসে এ অধ্যায়ের এই খানেই সমাপ্তি। এ যুদ্ধে দেশীয় ঐতিহাসিকের বর্ণনাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। ইংরেজপক্ষে কার্য্যতঃ ইহা সমর্থন করিলেও, একটু গৌরববৃদ্ধির প্রয়াস লক্ষিত হয়। নিম্নে ইংরেজপক্ষের বর্ণনা প্রদত্ত হইতেছে,—বেলা দুইটার সময় শত্রুপক্ষের কামান-গর্জ্জন নিস্তব্ধ হইল। দেখা গেল, তাহারা শকটে বলীবর্দ্দ যোজনা করিতেছে। কামান-শকট চলিতে আরম্ভ করিলে, সমস্ত সৈন্য পৃষ্ঠপরিবর্ত্তন করিয়া ধীর পদে শিবিরের দিকে গমন করিতে লাগিল। (২) কিন্তু সিন্‌ফ্রে সহচর সঙ্গে সরোবর-তীরে পূর্ব্বাবস্থায় রহিলেন। শত্রুপক্ষের প্রত্যাবর্ত্তনের সময় আক্রমণের বড়ই সুযোগ দেখিয়া, মেজর কিলপ্যাট্রিক্ ত্বরিতপদে দুই দল সৈন্য সহ ইংরেজের আশ্রয়স্থল আম্রনিকুঞ্জ হইতে বহির্গত হইলেন। সরোবরের দিকে অগ্রসর হই-বার সময় সেনাপতির নিকটে অভিপ্রায় জানাইলেন। ক্লাইব্ এ সময়ে মৃগয়া-গৃহের ভিতরে বিশ্রাম করিতে করিতে নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। জাগরিত ও ত্রস্ত হইয়া পলাশী-বিজয়ী বীর বাহিরে আসিলেন। অনুমতি না লইয়া ইংরেজ-সৈন্যগণকে পুনরায় উন্মুক্ত প্রান্তরে আনিয়াছেন বলিয়া, কিলপ্যাট্রিক্‌কে বিলক্ষণ ধমক দিলেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া, আবার তাঁহাকে বাগানের মধ্য হইতে অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া আসিতে বলিয়া স্বয়ং সৈন্য-পরিচালনা আরম্ভ করিলেন। সিন্‌ফ্রে নবাব-সেনা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছে দেখিয়া, গড়খাতের ভিতর দিকে সরিয়া পড়িয়া পুনরায় সেই স্থানে কামান পাতিলেন। এই সময়ে মীরজাফর খাঁর সৈন্যদল (ইহারা পলায়নে যোগ দেয় নাই) বাগানের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে সরিয়া যাইতেছে দেখা গেল। তাহাদের সঙ্কেত নির্দ্দেশ বুঝিতে না পারায়, সে দিকেও এক দল ইংরেজ-সৈন্য পাঠাইয়া একটি কামানসংযোগে

(১) মুতাক্ষরীণ।
(২) Orme II. 175

অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ হইল। কলিকাতা হইতে পলায়িতগণের অন্যতম বীর গ্রাণ্ট মহাত্মা এ দলের অধিনায়ক মনোনীত হইলেন। ইতিমধ্যে ইংরেজ-সৈন্য ক্লাইবের আজ্ঞায় সরোবর সমীপে অগ্রসর হইয়া, তাহার উচ্চ পাহাড় হইতে নবাব-শিবিরের দিকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিল। নবাবের অনেক সৈন্য এখন পরিখা পার হইয়া আসিয়াছিল, এবং কয়েকটি কামান ফিরাইয়া অগ্নিসংযোগের উদ্যম হইতেছিল। ইংরেজের আগ্নেয়াস্ত্রে নবাবপক্ষের কামান শকটের বলীবর্দ্দগুলিরই পশুজন্ম-যাতনার অবসান হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে, সিন্‌ফ্রের কামান ও নবাব-সৈন্যের গোলাগুলিবর্ষণের বিরাম ছিল না। সময়ে সময়ে অশ্বারোহী সৈন্যদল কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আক্রমণের ভয় দেখাইল, কিন্তু ইংরেজের অগ্নিবর্ষণে তাহারা নিরস্ত হইল। তথাপি সমস্ত দিন যুদ্ধে ইংরেজপক্ষের যে ক্ষতি হইয়াছিল, এই সময়ের মধ্যেই তাহার সমান ক্ষতি হইল। অবশেষে মীরজাফর খাঁর সৈন্যদল বাম দিকে সরিয়া যাইতে লাগিল। তাহারা অন্য সৈন্যের সহিত যোগ না দেওয়ায়, তাহারা কে, ক্লাইব বুঝিতে পারিলেন। তখন সিন্‌ফ্রের অধিকৃত পরিখা আক্রমণের কল্পনায় ইংরেজ-সৈন্যদল তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু এ বিক্রম দেখাইবার আর প্রয়োজন রহিল না। সকল সৈন্যের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া সিন্‌ফ্রেও এখন পথ দেখিতেছিলেন। পাঁচটার সময়ে সমগ্র ব্রিটিশবাহিনী মহাডম্বরে নবাবের জনশূন্য পটমণ্ডপে উপস্থিত হইল, এখানে তাম্বু, কামান গোলাগুলি ও নানা দিকে বিস্রস্ত দ্রব্যসম্ভার ভিন্ন আর তাহাদের বাধা দিবার কেহ ছিল না। (১) ইংরেজসৈন্যের অবিসংবাদী জয় হইল। মীরজাফর খাঁ নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন শুনিয়া, নবাব পলায়নপর হইয়াছিলেন বলিয়াই, নবাবী সৈন্য সহসা ছত্রভঙ্গ হইয়াছিল, ইংরেজ-ঐতিহাসিক অর্ম্মও একথা স্বীকার করিয়াছেন, অথচ যুদ্ধের জয়পতাকা লইতে চান। অবশ্য নবাব-সৈন্যের যে ভাগ ৮টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত ইংরেজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা যখন ছয় ঘণ্টায় ইংরেজদলকে আম্রবাগানের বৃক্ষতলে পাতিত করিতে পারে নাই, তখন ইংরেজগণ প্রশংসা পাইবার উপযুক্ত, সন্দেহ নাই। (২)

---

(১) Orme II. 171

(২) ওলন্দাজদের নির্দ্দেশ মতে মোহনলাল মীর মদন খোজাহাদী মাণিকচাঁদ ও নরসিংহ হাজারীর অধীনে ১৫ হাজার সৈন্য ছিল। এই সংখ্যা কিছু রঞ্জিত মনে হয়।

পলাশীযুদ্ধের পরিণামে ভারতে ব্রিটিশ্ রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা বলিয়া পলাশী ইংরেজের গৌরবের সামগ্রী। পলাশী-সমরে যে ইংরেজ-সৈন্যদল নিযুক্ত ছিল, অদ্যাপি তাহাদের পতাকায় 'পলাশী' নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের বিষয় চিন্তা করিলে, ইহাতে গৌরব করিবার কিছুই নাই; ইহা ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধজয় নহে। সমস্ত কথার সম্যক্ আলোচনা করিয়া,এক জন যুদ্ধকার্য্যে অভিজ্ঞ নিরপেক্ষ ইংরেজ-ঐতিহাসিকই এই মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। (১) সমগ্র নবাব বাহিনী যুদ্ধ করিলে কি ফল হইত, তাহার অনুধাবন নিষ্প্রয়োজন। যখন বিদ্রোহিদলের পরামর্শে নবাবের অগ্রগামী সৈন্যদল প্রত্যাবর্ত্তন করিল, ভয়চকিত নির্ব্বোধ নবাব পলায়ন করিলেন, তখনই ইংরেজ-সৈন্য অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছিল। ঘোরতর যুদ্ধের সময় স্বয়ং সেনাপতি নিদ্রিত!

ইংরেজপক্ষে ২০ জন মাত্র গোরা হত ও আহত হয়, সিপাহীদলের মধ্যে ১৬ জন নিহত ও ৩৬ জন আহত হইয়াছিল। আহতগণের মধ্যেও দুই এক জনের আঘাত সামান্য মাত্র। (২) কামান-পরিচালকদলের ১৬ জন গোরাই হত বা গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়। আম্রকাননে আশ্রয় লওয়ায় অনেকের আঘাতপ্রাপ্তির কারণও ঘটে নাই। ক্লাইব্ স্বয়ং বলিয়াছেন, (৩) 'বাগানের মধ্যে ইংরেজ-সৈন্য স্থাপিত হওয়ায় এবং নবাব ও তাহার সৈন্যদলের মধ্যে পরস্পর অবিশ্বাস জন্য নবাব-সৈন্যদল কর্ত্তব্য কার্য্য করে নাই বলিয়াই আমাদের পক্ষে হতাহত এত অল্প হইয়াছিল।'

যুদ্ধশেষে ক্লাইব্ মীর্জাফর খাঁর এক পত্র পাইলেন, তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, কল্য প্রাতে দাদপুরে সাক্ষাৎ হইবে। অর্ম্ম বলেন, ইংরেজ সৈন্যগণের মধ্যে যথেষ্ট পুরস্কারপ্রদানের কথা প্রচারিত হওয়ায়, তাহারা মহোল্লাসে দাদপুর-যাত্রার আদেশ পালন করিল, নবাব-শিবিরের দ্রব্যাদি লুণ্ঠনের ইচ্ছায় কিছু-মাত্র বিলম্ব করে নাই। ইংরেজপক্ষ হইতে কেবল নবাবের শকট ও বলীবর্দ্দ-গুলি সংগৃহীত হইয়াছিল। (৪) মেজর কুটের অধীন এক দল সৈন্য অগ্রেই প্রেরিত হইল, শত্রুপক্ষ যদি পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। সমগ্র ইংরেজ-সৈন্য

(১) Malleson's Decisive Battles of India.

(২) Orme II. 178

(৩) Clive's Evidence. First Report. Parl. Commitee.

(৪) Orme II. 178.

রাত্রি ৮টার সময় দাদপুরে পঁহুছিয়া বিশ্রাম করিল। পর দিন প্রাতে স্ক্রাফ্‌টন ও আমিরবেগ্‌ ইংরেজ-শিবির হইতে মীর্‌জাফর খাঁকে আনয়ন জন্ম প্রেরিত হইলেন। মীর্‌জাফর যুদ্ধকালে যোগদান করেন নাই, সুতরাং ইংরেজ দলপতির মনোভাব কিরূপ হইবে ভাবিয়া, একটু চিন্তিত ছিলেন, এক্ষণে পুত্র মীরণ ও সহচরগণ সঙ্গে ইংরেজ শিবিরে উপনীত হইলেন। শিবির-সন্নিকর্ষে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া প্রবেশ করিবার সময় তাঁহার সম্মানার্থ ইংরেজ সৈন্য যে ভাবে 'অস্ত্র উপস্থিত' করিয়াছিল, পরিচিত না থাকায় তাহাতে শঙ্কিত হইয়া, মীর্‌জাফর পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইতেছিলেন, এমন সময়ে ক্লাইব্‌ শীঘ্রগতি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদান ও বঙ্গ বিহার-উড়িষ্যার নবাব সম্বোধনে তাঁহার সকল দুশ্চিন্তার অবসান করিলেন। এক ঘণ্টাকাল উভয়ে কথোপকথন চলিল, মীর্‌জাফর নিজ কার্য্যের কৈফিয়ৎ জন্য অনেক কথা বলিলেন। পরামর্শ স্থির হইল, যত শীঘ্র সম্ভব মুর্শিদাবাদ যাত্রা করুন। সিরাজ যাহাতে পলায়িত না হন, রাজকোষ লুণ্ঠিত না হয়, এ ব্যবস্থা সত্বর কর্ত্তব্য। মীর্‌জাফর অতঃপর সসৈন্যে ত্বরিতপদে রাজধানী যাত্রা করিলেন। (১) ক্লাইব্‌ ইতিমধ্যে রাজা দুর্লভরাম, মাণিকচাঁদ প্রভৃতিকে সাদর সম্ভাষণে পত্র দ্বারা আপ্যায়িত করিলেন।

২৪শে জুন প্রাতে পলায়িত সিরাজুদ্দৌলা রাজধানী প্রবেশ করেন। (২) সামন্তবর্গের অনেকেও সেই সময়ে মুর্শিদাবাদ পৌঁছেন। সিরাজ আদেশ দিয়াছিলেন, যে পর্য্যন্ত ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য অবধারিত না হয়, ততক্ষণ প্রধান প্রধান সেনানীগণ সসৈন্যে যেন তাঁহার শরীররক্ষার জন্য নিযুক্ত থাকেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার কথায় কেহই কর্ণপাত করিল না, সিরাজের শ্বশুর ইরেজ খাঁও তদ্রূপ ব্যবহার করিলেন। সিরাজ তাঁহার পদতলে শিরস্ত্রাণ রাখিয়া কাতরভাবে অনুনয় করিয়া বলিলেন, 'শীঘ্র কতকগুলি সৈন্য সমবেত করুন, তৎপরে রাজধানীতে অবস্থান নিরাপদ বোধ হয়, থাকিব, নতুবা পলায়নের প্রয়োজন হইলে সুশৃঙ্খলায় সে কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারিবে।' তিনিও এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া, নানা রূপ ছল করিয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। পাত্রমিত্র ও সৈন্যগণ সকলেই ক্রমে ত্যাগ করিয়া গেল দেখিয়া, সিরাজ নিজের

(১) অর্দ্ম বলেন মীর্‌জাফর ঐ দিন সন্ধ্যার সময় মুর্শিদাবাদ পঁহুছেন। দেশীয় ঐতিহাসিকের নির্দ্দেশমতে পর দিন প্রত্যুষে উপনীত হওয়াই সম্ভবপর বোধ হয়।

(২) মুতাক্ষরীণ। অর্দ্মের মতে যুদ্ধের দিন নিশীথে।

শরীররক্ষার জন্য কতকগুলি সৈন্যসংগ্রহের প্রয়াস পাইলেন। প্রচার করা হইল, যাহার যে কিছু টাকা প্রাপ্য আছে, রাজকোষ হইতে তৎক্ষণাৎ প্রদত্ত হইবে। ইহাতে যে ফল হইবার তাহা হইল। রাত্রি পর্য্যন্ত খাজাঞ্চীখানায় লোকারণ্য; নানা লোকে নানা কারণ দেখাইয়া অর্থপ্রাপ্তির দাবী করিল; আদেশ ছিল কাহাকেও বঞ্চিত করা না হয়, সকলেই প্রার্থিত অর্থলাভ করিয়া নিজ নিজ পন্থা অনুসরণ করিল। হতভাগ্য নবাবকে রক্ষা করা অপেক্ষা আত্মরক্ষার কথাই সকলের হৃদয়ে সমধিক স্থান লাভ করিয়াছিল। অর্ব্বাচীন বিপন্ন নবাব অসময়ে দানে মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। যখন সময় ছিল, তখন কাহাকেও অর্থদান দূরে থাকুক, সুমিষ্ট বাক্যেও তুষ্ট করিতে পারেন নাই। সুসময়ে অত্যাচার অনাচারে লোককে প্রপীড়িত করিয়া, প্রতিফল পাইবার দিনে এরূপ চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। (১) সম্পদের সময়ে সদ্ব্যবহার করিলে বিপদে আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুবর্গ তাঁহাকে এ ভাবে পরিত্যাগ করিত না।

জনশূন্য রাজধানীতে সমস্ত দিন এইরূপে অতিবাহিত করিয়া, সিরাজুদ্দৌলা অতিমাত্র চিন্তাকুল হইলেন; এ বিপদে পরামর্শদানের জন্য আজ এক জন বন্ধুও নিকটে নাই। নিশীথে লুৎফ-উন্নেসা ও অন্য কয়েক জন প্রিয়তমা বেগমকে ধনরত্ন সহ গোযানে উঠাইয়া ও স্বয়ং তাঁহার নিজের মনোমত উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি সহ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, রাত্রি ৩টার সময় মনসুরগঞ্জের নবপ্রাসাদ ত্যাগ করিলেন। (২) প্রথমে স্থলপথে রাজমহলের দিকে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ও নিজের অজ্ঞতায় ভগবানগোলায় গিয়া নৌকারোহণের ব্যবস্থা করিলেন। স্থলপথে গমন করিলে অর্থলোভে বা স্নেহবশতঃ অনেকে তাঁহার অনুগমন করিতে পারিত, এবং দলপুষ্টি থাকিলে সহসা কেহ সিরাজুদ্দৌলাকে ধৃত করিতে সক্ষম হইত না, সম্ভবতঃ পথে, ক্রমেই তাঁহার দলে অনেক লোকে নিজ নিজ স্বার্থসাধন জন্য জুটিয়া যাইত

(১) Mut I. 770

(২) অর্ম্ম বলেন, ২৪শে প্রাতে ৫০টি হস্তীর পৃষ্ঠে ধনরত্ন সমেত সিরাজ স্ত্রীগণকে প্রেরণ করেন। পরে মীরজাফরের আগমনে ত্রস্ত হইয়া, এক জন বিশ্বস্ত খোজা ও প্রিয়তমা বেগম সঙ্গে একটি রত্নের বাক্স লইয়া গবাক্ষদ্বার দিয়া প্রাসাদ ত্যাগ করেন। ইহা নিশ্চয়ই জনশ্রুতির উপর স্থাপিত। অন্যের মতে—মধ্যরাত্রে সিরাজের পলায়নের কথা শুনিয়া, মীরজাফর তাঁহার পশ্চাতে লোক প্রেরণ করেন। এরূপ হইলে সিরাজ সহজেই ধৃত হইতেন। মুতাক্ষরীণে মীরজাফরের পর দিন নগরপ্রবেশের যে কথা আছে, তাহাই বিশ্বাস্য মনে হয়।

এবং শেষে তাঁহার এক দল সৈনাই হইয়া পড়িত। (১) এ অবস্থায় ফরাসী ল সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া, পাটনার নায়েব নাজিম রামনারায়ণের সাহায্য পাইলে, ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত কি না, কে বলিতে পারে?

মীর্‌জাফর পথিমধ্যেই সংবাদ পাইলেন, সিরাজুদ্দৌলা পলায়ন করিয়াছেন, সৈন্যসামন্ত সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, প্রধান প্রধান সামন্ত ও নাগরিকবর্গ তাঁহারই অনুকূলে। (২) পর দিন প্রাতে (২৫শে জুন) ত্বরিত-গতি মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়া, মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে স্বীয় বাসভবন নির্দ্দিষ্ট করিলেন। মীরণ জাফরাগঞ্জের প্রাচীন বাটীতেই রহিলেন। সিরাজকে ধৃত করিবার জন্য নানা দিকে লোক জন প্রেরিত হইল। মীর্‌জাফর নগরে ঘোষণা প্রচার করিয়া দিলেন, শত্রুমিত্র সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখা হইবে, কোন পক্ষের কাহারও ভয়ের কোন কারণ নাই। পর দিন ক্লাইব সদলে কাশিম-বাজারের নিকটে উপনীত হইলেন; তিন দিন মাদাপুরে ইংরেজ-শিবির রহিল। (৩) ইতিমধ্যে ওয়াটস ও ক্লাইবের সেক্রেটারী ওয়াল্‌স রাজধানী গমন করিয়া মীর্‌জাফর জগৎশেঠ ও দুর্লভরামের সহিত প্রকৃত কথার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। দুর্লভরাম বলিলেন, স্বীকৃত দুই কোটী কুড়ি লক্ষ টাকা রাজকোষে নাই। ইংরেজপক্ষ হইতে প্রস্তাব হইল, তবে জগৎশেঠ বাকী টাকা ঋণস্বরূপ প্রদান করুন। দুর্লভরাম উত্তর দিলেন, 'কোটীপরিমাণ ঋণদানের সাধ্য তাঁহাদের নাই। এক শত লক্ষে কোটী হয়।' এইরূপ কথায় দুর্লভরামের উপর বিষম সন্দেহ হইল। তৎপরেই রব উঠিল, নগর-প্রবেশের সময় দুর্লভরাম, মীরণ ও খাদেম্ হোসেন ক্লাইবকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। (৪) এই কারণে ক্লাইব দুই দিন কাশিমবাজারে অপেক্ষা করিয়া, তৎপরে কোন অজ্ঞাত কারণে সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া গেলে নগরে প্রবেশ করিলেন।

২৯ শে জুন প্রাতে দুই শত গোরা ও পাঁচ শত সিপাহী সঙ্গে বঙ্গের ভাগ্যবিধাতা ক্লাইব্ মুর্শিদাবাদে উপনীত হইলেন। নগর প্রবেশকালে ক্লাইবের

(১) মুতাক্ষরীণ, ১—৭৭১ পৃঃ।

(২) মুতাক্ষরীণ। (১—৭৭২ পৃঃ)।

(৩) মাদাপুর কাশিমবাজারের পূর্ব্ব-পার্শ্বে, মুর্শিদাবাদ যাইবার প্রাচীন রাজপথের নিকটে। এই স্থানে পরবর্ত্তী কালে গবর্ণমেন্ট অফিস প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছিল।

(৪) Orme II. p. 189.

মন কিঞ্চিৎ চিন্তাকুল হইয়াছিল। উত্তরকালে মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময়ে ক্লাইব্ বলিয়াছিলেন, 'মুর্শিদাবাদের রাজপথে সে দিন যে লোক সমবেত হইয়াছিল, তাহারা ইচ্ছা করিলে সেই মুষ্টিমেয় ইংরেজদলকে যষ্টি ও লোষ্ট্রনিক্ষেপেই সংহার করিতে পারিত।' মনসুরগঞ্জ প্রাসাদের অনতিদূরে মুরাদবাগে ক্লাইবের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ২৯শে প্রাতে ক্লাইব্ মুরাদবাগে উত্তীর্ণ হইবার পরেই মীরণ তাঁহাকে প্রাসাদে আনয়নের জন্ত প্রেরিত হইলেন। মীরজাফর খাঁ পাত্রমিত্রগণ ও প্রধান সামন্তবর্গ সহ অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রাসাদের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কক্ষে দরবার বসিল। উত্তর-পার্শ্বে সুসজ্জিত মসনদ স্থাপিত হইয়াছিল। মীরজাফর খাঁ স্বয়ং মসনদে উপবেশন করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া, ক্লাইব্ অগ্রসর হইয়া তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক মসনদে বসাইয়া দিয়া (১) ইংরেজ-কোম্পানীর প্রতিনিধিস্বরূপে স্বয়ং সর্ব্বপ্রথমে স্বর্ণমুদ্রা নজর প্রদান ও বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার সম্বোধনে অভিবাদন করিলেন। অতঃপর অন্ত সকলের নজর অভিবাদনাদি চলিতে লাগিল। ক্লাইব্ দো'ভাষীর দ্বারা সভাগত সমস্ত লোকগণকে জানাইলেন, 'দেশের ও তাঁহাদের সৌভাগ্যবলে সিরাজুদ্দৌলার মত অত্যাচারী সুবাদারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তাঁহারা এমন উৎকৃষ্ট এক জন নবাব পাইলেন'। অতঃপর সকলেই নূতন নবাবের নিকট নজর দিয়া বশ্যতা ও মনস্তুষ্টি জানাইলেন। নিরপেক্ষ এবং সিরাজের পক্ষপাতী যে দুই এক জন ছিলেন, তাঁহারাও ভয়-মিত্রতায় নব নবাবের অনুকূল হইলেন। (২) রাজা দুর্লভরামকে প্রধান মন্ত্রিত্বে অভিষিক্ত করিয়া মীরজাফর খাঁ সিংহাসনে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

পর দিন টাকার কথা উত্থাপিত হইল। মীরজাফর বলিলেন, প্রতিশ্রুত সমস্ত অর্থ রাজকোষে নাই। ক্লাইব্ প্রস্তাব করিলেন, শেঠগণকে লইয়া তাহার মীমাংসা করা হউক। তখন ক্লাইব্, মীরজাফর, দুর্লভরাম, ওয়াট্‌স প্রভৃতি শেঠভবনে গমন করিলেন। অমিচাঁদও উপস্থিত ছিলেন; তখনও তাঁহার সন্দেহের কোন কারণ হয় নাই। যে ইংরেজগণের হিতসাধনের জন্ত তিনি নানারূপে লাঞ্ছিত হইয়াও আমরণ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহারা যে

(১) Orme II. 181.

(২) মুতাক্ষরীণ।

উপযুক্ত প্রতিদান দিবে, তাহা তিনি অনুমান করিতে পারেন নাই। অন্যের মত তিনিও লোভ করিয়াছেন, ফল সমানই হইবে, ইহাই ধারণা ছিল। আহূত না হইলেও অমিচাদ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই শেঠগৃহে চলিলেন। মন্ত্রণা-গারে তাঁহাকে কেহ আহ্বান করিল না, তিনি বহির্দ্দেশে বসিয়া রহিলেন। (১)

অতঃপর ইংরেজী ও পারসী সন্ধিপত্রগুলি পঠিত ও স্বীকৃত হইল। অনেক বাদানুবাদ চলিল, দুর্লভরাম পুনরায় রাজকোষে অর্থকৃচ্ছতার কথা তুলিলেন। অবশেষে স্থির হইল, স্বীকৃত টাকার অর্দ্ধাংশ তৎক্ষণাৎ প্রদত্ত হইবে; ইহার দুই ভাগ নগদ মুদ্রা ও অন্য এক ভাগ মণিমুক্তাদি দ্রব্যের মূল্য ধরিয়া লওয়া হইবে। অপরার্দ্ধ তিন বৎসরে পরিশোধ করিতে হইবে। রাজা দুর্লভরামকে প্রকাশ্য সন্ধিপত্রে স্বীকৃত অর্থাৎ এক কোটী ৭৭ লক্ষ টাকার উপরে শতকরা পাঁচ টাকা করিয়া কমিশন এই সময়ে একবারে দিবার কথা স্থির হইয়া রহিল। এইবার অমিচাদের পালা। ক্লাইব্‌ ক্রাফ্‌টন্‌ সাহেবের দ্বারা তাঁহাকে প্রকৃত কথা জানাইয়া দিলেন। ক্রাফ্‌টন্‌ হিন্দিভাষায় বলিলেন, 'অমিচাঁদ, লাল সন্ধিপত্র ছল মাত্র, তুমি কিছুই পাইবে না।' অমিচাঁদ এই কথা শুনিয়া বজ্রাহতের মত সংজ্ঞাশূন্য হইলেন, তিনি ভূপতিত হইবেন, এমন সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী ভৃত্যবর্গ তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া পাল্কীতে তুলিয়া লইয়া গেল। এ জীবনে হতভাগ্যের বুদ্ধিবৃত্তি আর প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। (২)

অমিচাঁদ ও জাল সন্ধিপত্র সম্বন্ধে অনেক কথা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(১) Orme II. ক্লাইবের সাক্ষ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে, অমিচাদ নিকটে ছিলেন এবং সাদা সন্ধিপত্র দেখিয়া,—'এ ত সন্ধিপত্র নহে, সে যে লাল কাগজ দেখিয়াছি' বলিয়াছিলেন— ইত্যাদি উল্লেখ আছে।

(২) অন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, গৃহে প্রত্যাগত হইবার পর অমিচাদের উন্মত্ত হইবার লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল, তিনি কয়েক দিন পরে ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, ক্লাইব পরামর্শ দেন, কোন তীর্থস্থানে গমন করুন। অমিচাঁদও অত্যল্পকালমধ্যে মালদহের নিকটে এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে (সম্ভবতঃ রামকেলী) যাত্রা করেন, যখন প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন সম্পূর্ণ ক্ষিপ্তাবস্থা। অতঃপর দিন দিন তাঁহার 'ভীমরথী' দেখা দিয়াছিল, বৃদ্ধদশায় পরিচ্ছদের আড়ম্বরবৃদ্ধি ও মণিমুক্তাদিধারণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইরূপে দেড় বর্ষ পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। লং এবং সার জন্‌ ম্যাল্‌কমের উদ্ধৃত, পরবর্ত্তী আগষ্ট মাসে বিলাতের গুপ্ত-কমি-

ইংরেজ প্রতিনিধি ওয়াট্‌স বিলক্ষণ বুঝিতেন, চক্রান্তের গোপনীয় কথা জ্ঞাত হইয়া অমিচাঁদ বা অন্ত কেহই নিঃস্বার্থভাবে যোগ দিয়া তাহার সহায়তা করিবে না। (১) চক্রান্তকারী ইংরেজদলও পুরস্কারের অর্থলোভেই এ কার্য্যে অগ্রসর, বণিক্ অমিচাঁদ অবশ্যই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত নহেন। অমিচাদ অবসর বুঝিয়াই অধিক লোভ দেখাইয়াছেন, তিনি যে শ্রেণীর লোক, তাহাদের নিকট এরূপ অভাবনীয় লাভের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কেহই আশা করিবেন না। তাঁহার ভয়ানক অপরাধ এই যে, তিনি চক্রান্তে যোগ দিয়া যত দূর সম্ভব, অর্থলাভের উদ্যোগ করিয়াছেন, এ বিষয়ে ইংরেজগণও দোষমুক্ত নহেন। তৎপরে প্রার্থিত অর্থ না পাইলে নবাবের নিকট গুপ্ত-অভিসন্ধি প্রকাশ করিবেন বলিয়াছেন, (২) সত্য হইলেও, ইহা কেবল ভয় প্রদর্শনমাত্র। অমি-চাঁদের স্বার্থ ইহার অনুকূল নহে, এ কথাও ইংরেজপক্ষের অজ্ঞাত ছিল না। অমিচাঁদের এই ব্যবহার ইংরেজ ও দেশীয় চক্রান্তকারিদলের ব্যবহার অপেক্ষা অধিকতর নিন্দনীয় মনে করিবার কারণ দেখা যায় না। যাহারা প্রত্যেক কার্য্যে নীচবৃত্তির আশ্রয় লইতে ইতস্ততঃ করে নাই তাহাদের পক্ষে অন্যের ঐরূপ আচরণে অকস্মাৎ ধার্ম্মিক সাজিয়া নাসিকাকুঞ্চন বিড়ম্বনামাত্র। অমি-চাঁদ যে উপায়েই অর্থদান স্বীকার করাইয়া লউন, তাঁহাকে প্রতিশ্রুত অর্থ দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল, এ সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি হইতে পারে না। ক্লাইবের চরিতাখ্যায়ক মনস্বী মাল্‌কম 'জাল সন্ধিপত্রে উভয় পক্ষের সম্মতি ছিল, অমিচাঁদকে দেখাই-বার উদ্দেশ্যেই তাহার সৃষ্টি, পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কেহ কাহাকে প্রতারিত করেন নাই,

টাঁর নিকট প্রেরিত ক্লাইবের এক পত্রে অমিচাদের দ্বারা যথেষ্ট উপকার পাওয়া যাইবে, অতএব উঁহাকে একেবারে ত্যাগ করা উচিত নহে' ইত্যাদি উল্লেখ দেখিয়া কেহ কেহ অমিচাঁদের শেষজীবনের কথায় সন্দিহান হইয়াছেন। কিন্তু আগষ্ট মাসের উক্ত নির্দ্দেশেও সমসাময়িক ঐতিহাসিকের উক্তি খণ্ডিত হইতেছে না। অমির্চাদের নষ্ট অর্থের দাবি লইয়াও পরে তর্ক উপস্থিত হয় (Long's Records P 141-42.)। এই সাধারণ ক্ষতিপূরণের ন্যায্য অংশও তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল কি না, নিশ্চিতরূপ জানিবার উপায় নাই, তাঁহার উহার অধিক অর্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। সন্ধিপত্রে নির্দ্দিষ্ট অমিচাদের অংশ কমিটীর সকলে ভাগ করিয়া লন, কাপ্তেন ব্রিয়ারটনের সাক্ষ্যে উল্লেখ আছে, এ কথা সত্য না হইতেও পারে। হতভাগ্য অমির্চাদ শেষদশায় ধর্ম্মকর্ম্মে শান্তিলাভের অভিলাষ করিয়াছিলেন, উইলে খৃষ্টানী গির্জাতেও কিঞ্চিৎ দেওয়া আছে। তাঁহার লোভজনিত পাপের উপযুক্ত প্রতিফলই হইয়াছিল, তবে 'এক যাত্রায় পৃথক্ ফল' বলিয়াই যাহা কিছু বক্তব্য।

(১) Cf. Watt's Letter. First Report, App. P 218.

(২) First Report, p p 145-46. সাইক্‌সের সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য।

অতএব ইহাতে ইংরজ-গবর্ণমেণ্টের উপর কোন দোষ স্পর্শে না' ইত্যাদি তর্ক উত্থাপন করিয়া, দেশীয় গ্রন্থকারগণের নিকটেই উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। (১)

হতভাগ্য অমিচাঁদ ইংরেজের জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছেন; 'ইংরেজের মত ন্যায়নিষ্ঠ সত্যবাদী জাতি পৃথিবীতে নাই' ইহা তাঁহারই শপথ উক্তি। শেষদশায় কোন সময়ে যদি তাঁহার পূর্ব্বজ্ঞানের পুনরুন্মেষ হইয়া থাকে, তবে সে অবস্থায় তিনি ইংরেজকে কি ভাবে দেখিয়াছিলেন, তাহাও চিন্তনীয়। অমিচাঁদকে এইরূপ প্রতারিত করায়, কেবল ক্লাইবপ্রমুখ কুচক্রী দল নহে, সমগ্র ইংরেজজাতির উপর কলঙ্ক স্পর্শিয়াছে, উদারচেতা ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ দুঃখ ও ঘৃণার সহিত এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এ দিকে হতভাগ্য নবাব সিরাজুদ্দৌলা নৌকাযোগে মালদহের মধ্যদেশ দিয়া রাজমহলের অপর পারে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে এক ক্ষুদ্র পল্লীতে উপনীত হইলেন। (২) এখানে তাঁহার শিশু কন্যার দুগ্ধ ও অন্য সকলের জন্য কিঞ্চিৎ খিচুড়ী সংগ্রহের চেষ্টা হইল, তিন দিন হইতে কাহারও আহার হয় নাই। (৩) ক্ষুধায় কাতর নবাব নিকটবর্ত্তী দানশা নামক ফকীরের আশ্রমে অবতীর্ণ হইয়া, আহার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিবার অনুরোধ করিলেন সম্পদের দিনে সিরাজুদ্দৌলা দানশার প্রার্থনা পূরণ না করিয়া অপমান ও অত্যাচার করিয়াছিলেন। (৪) এক্ষণে সে প্রতিশোধ লইবার উপযুক্ত অবসর

---

(১) Thornton's Indian Empire & Beveridge's India

(২) মুতাক্ষরীণে রাজমহলের পর পারে উত্তীর্ণ হইবার কথা মাত্র আছে। রিয়াজ-উস্ সালাতিন্ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—'ভগবানগোলা হইতে মালদহের নিম্ন দিয়া বড়াল গ্রামে পঁহুছিয়া সিরাজ অবগত হন, নাজিরপুরের মোহানা বন্ধ, ঐ দিক্ দিয়া নৌকা চলিবে না। তখন অবতীর্ণ হইয়া, দানশা নামক দরবেশের কুটীরে উপস্থিত হন, এই দানশা পূর্ব্বে তাঁহার হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন' ইত্যাদি। বগড়া বড়াল গ্রামের অর্দ্ধ-ক্রোশ দূরে শাপুর নামক স্থানে এক্ষণে 'দানশার দরগা আছে। বর্ত্তমানে দানশা সম্বন্ধে কিম্বদন্তী ও তাঁহার উত্তরপুরুষগণের বংশপত্রিকা সংগ্রহ করিয়া, দুই একজন লেখক প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করেন যে দানশা সিরাজের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক, তিনি মুর্শিদাবাদ নবাব-বংশের গুরু ছিলেন। তাঁহার পৌত্রেরা সিরাজের সমসাময়িক। রিয়াজ-রচয়িতা মালদহে বাস করিয়াছিলেন, তিনি এক জন বিখ্যাত তত্ত্বানুসন্ধিৎসু। ঘটনার ত্রিংশৎবর্ষমধ্যেই তিনি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, উল্লিখিত উক্তি সত্য হইলে, তাঁহার অজ্ঞাত থাকা সম্ভব নহে। তিনি ও মুতাক্ষরীণকার উভয়েই দানশার সিরাজ-হস্তে অবমাননার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হণ্টার সাহেবের বিবরণীতে মীরজাফর-দত্ত দানশার জায়গীরের কথা উল্লেখ আছে। সমীপবর্ত্তী শুওরমারা গ্রাম 'সুবামার' হইতে উৎপন্ন ইহা অসম্ভব নহে। জায়গীরের নিষ্কর জমি ক্রমে ক্ষুদ্রায়তন হওয়া ও কলেক্টরের দপ্তরে তাহার নিদর্শন না থাকাও বিচিত্র কথা নয়।

(৩) মুতাক্ষরীণ। ১—৭৭৫।

(৪) ইংরেজ-লেখকগণ নাসাকর্ণ ছেদন ও তারিখ মনসুরীর গ্রন্থকার শ্মশ্রু-গুম্ফ-মুণ্ডনের

দেখিয়া, মনোভাব গোপন করিয়া প্রকাশ্যে নবাবের লোকজনের আহারের ব্যবস্থার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইতে লাগিল ; কিন্তু গোপনে পর পারে সিরাজের শত্রুপক্ষের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল। মীর্‌জাফর খাঁর ভ্রাতা মীর্ দাউদ্ তখন রাজমহলের ফৌজদার ছিলন। (১) সিরাজুদ্দৌলার সন্ধানে প্রেরিত মীর কাসেম্ আলীর অধীন লোকজনও এই সময়ে তথায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিল। লোকমুখে সংবাদ পাইবা মাত্র তাঁহারা সদলে পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। অনতিবিলম্বে সিরাজুদ্দৌলা সপরিবারে বন্দীভূত হইলেন। তখন হতভাগ্য নবাব সিরাজুদ্দৌলা কাতরভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে শেষে মীর্ কাসেম্ প্রভৃতির পদতলে পড়িয়া প্রাণভিক্ষা করিতে লাগিলেন। গোলাম্ হোসেন্ লিখিয়াছেন,—"যাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতেও নবাব ইতিপূর্ব্বে ঘৃণাবোধ করিতেন, এক্ষণে সেইরূপ লোকের নিকটে 'আমার দেশের এক পার্শ্বে একটু সামান্য স্থানে গিয়া গোপনে বাস করিতে দেওয়া হউক ; যৎকিঞ্চিৎ মাসিক বৃত্তি দিলেই আমার যথেষ্ট হইবে' ইত্যাদি কাপুরুষোচিত প্রার্থনা করায় আর কোন ফল না হইয়া কেবল ঘৃণারই উদ্রেক করিয়া দিল। নির্ব্বোধ, কবির কথা স্মরণ করে নাই, 'কণ্টক বপন করিলে সুমিষ্ট ফলের আশা কোথায়?' (২) এক্ষণে কেহই তাঁহার অনুনয়-বিনয়ে কর্ণপাত করিল না। লুৎফুন্নেসা বেগম মীর্‌কাসেমের হস্তগত হইলেন। মীর্‌কাসেম্ ভয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহার বহুমূল্য অলঙ্কার ও মুক্তাদির বাক্স হস্তগত করিলেন, দেখাদেখি মীর্ দাউদ ও অপর সকলেই অন্যান্য রমণীগণের ও সিরাজুদ্দৌলার সমস্ত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইল। গোলাম্ হোসেন্ বলেন, মীর্ কাসেমের হস্তে যে জহরাতের বাক্স পড়ে, লক্ষ ভিন্ন তাহার মূল্য নির্ণীত হয় না। উত্তরকালে ইহাই মীর কাসেমের অর্থবলের প্রধান কারণ। এক্ষণে স্বীয় কর্ম্মচারিগণের দ্বারা কারারুদ্ধ হইয়া নবাব সিরাজুদ্দৌলা পলায়নের ঠিক্ অষ্টাহ পরে দীনবেশে মুর্শিদাবাদে পুনরানীত

উল্লেখ করেন। মুতাক্ষরীণ-অনুবাদক মুস্তাফা মুর্শিদাবাদের প্রবাদ শুনিয়া লিখিয়াছেন, 'বহুমূল্য পাদুকা দেখিয়া ফকীরের সন্দেহ হয়, পরে মাঝিগণকে জিজ্ঞাসা করায়, প্রকৃত কথা জানিতে পারেন।' মজঃফরনামায়ও সিরাজের মালদহ হইয়া যাত্রার কথা আছে।

(১) মুতাক্ষরীণ, (১)—৭৭৪।

(২) ঐ ৭৭৫।

হইলেন, (১৫ই শওয়াল, ১১৭০ হিঃ)। আবাল্য সুখপালিত সিরাজের অচিরে এই ভাগ্যপরিবর্ত্তন দেখিয়া নগরবাসী লোকের হৃদয় তাঁহার দুঃখে ব্যথিত হইল, বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দর্শনে লোকে তাঁহার দোষের কথা বিস্মৃত হইল। কথিত আছে, (১) কতকগুলি নিম্নপদস্থ সৈনিক রাজপথে বন্দীবেশে সিরাজকে সামান্য কয়েদীর মত লইয়া যাইতে দেখিয়া, তাঁহাকে উদ্ধার করিবার সঙ্কল্প করে, কিন্তু তাহাদের অধিনায়কগণ নূতন নবাবের বশীভূত হওয়ায়, তাহাদের সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

সিরাজুদ্দৌলা মধ্যাহ্নে মুর্শিদাবাদে আনীত হইলেন মীরজাফর খাঁ তখন ভাগীরথীর পশ্চিমপার্শ্বে মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে নিদ্রাগত ছিলেন। (২ তাঁহার নিষ্ঠুর পুত্র (৩) মীরণই প্রথমে সিরাজের নগরে পঁহুছিবার সংবাদ পাইয়া, আপনার শয়নকক্ষের পার্শ্বে এক প্রকোষ্ঠে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। সিরাজকে বন্দীভূত করিয়াও দুরাচার মীরণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। সমবেত বন্ধুবর্গের নিকট সিরাজের প্রাণবধের সঙ্কল্প করিল, কিন্তু সহচরগণের কেহই সে প্রস্তাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিল না; বরং কেহ কেহ বিরক্তিপ্রকাশ করিল। কিন্তু জগতে দুষ্কর্ম্মশীল লোকের অভাব নাই। মহম্মদীবেগ্ নামে মীরণের অনুরক্ত এক দুরাচার (৪) এই পাশব কার্য্যের—এই নির্দ্দয় হত্যাকাণ্ডের ভার গ্রহণ করিল। সিরাজের উপস্থিতির দুই তিন ঘণ্টা পরে সেই নরপিশাচ সুতীক্ষ্ণ তরবারি হস্তে তাহার কারাকক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই সিরাজ ভয়ে অভিভূত হইয়া প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম ও স্বকৃত দুষ্কৃতির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। (৫) পরে মহম্মদী বেগকে সম্বোধন করিয়া

(১) Mut. I. 770 & Orme II. 183

(২) Mut I 777

(৩) মীরণের নিষ্ঠুরতা-সম্বন্ধে গোলাম্ হোসেন্ অনেক কথাই বলিয়াছেন।—'হত্যাকাণ্ড তাহার স্বাভাবিক, দয়া মমতার কাৰ্য্য নষ্ট করে, এই তাহার কথা ছিল ও সকল কার্য্যেই স মাতুল আলিবর্দ্দীর সহিত আপনার তুলনা করিত।' স্ক্র্যাফ্টন্ বলিয়াছেন,—'সিরাজুদ্দৌলার বন্দী হওয়ার সংবাদপ্রাপ্তির পরে মীরণকে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। সম্ভবতঃ এই জন্যই মধ্যাহ্নে সিরাজকে নিজ বাটীতে আনয়ন করেন।

(৪) এই দুরাত্মা বাল্যে নিরাশ্রয়-অবস্থায় আলিবর্দ্দি-মহিষীর অনুগ্রহে প্রতিপালিত হয়।

(৫) মুতাক্ষরীণ।

কহিলেন,—'তুমি আমার প্রাণবধ করিতে আসিয়াছ'? দুর্বৃত্ত উত্তর করিল, 'হাঁ।'—শুনিয়া সিরাজ অতিকষ্টে কহিলেন,—'কেন, তাঁহারা কি আমাকে কিঞ্চিৎ মাসিক বৃত্তি দিয়া দেশের এক নিভৃত পার্শ্বে একটু স্থানও দিবেন না?'—কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বলিলেন,—'না,—সেরূপ হইতে পারে না;—হোসেনকুলীর হত্যার প্রায়শ্চিত্তজন্ম আমাকে এইরূপেই মরিতে হইবে।' তখন ঘাতকের নির্ম্মম তরবারি প্রচণ্ডবেগে তাঁহার মস্তকে নিপতিত হইল। তাঁহার রাজমুকুটে অভ্যস্ত মস্তকে ও সুন্দর মুখের উপর দুই চারি বার তরবারের সাংঘাতিক আঘাত পতিত হইলে,—'আর না,—যথেষ্ট হইয়াছে, হোসেনকুলীর প্রতিশোধ হইল',—বলিতে বলিতে সিরাজ ভূমিশায়ী হইলেন। প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। সিরাজুদ্দৌলার ক্ষতবিক্ষত দেহ অতঃপর হস্তিপৃষ্ঠে চড়াইয়া নগরের রাজপথে প্রদক্ষিণ করা হইল। নবীন ভূপতির রাজ্যগ্রহণের যেন এও একটি নিদর্শন ঘোষণা। গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন, ঘটনাক্রমে হস্তিপকের কোন প্রয়োজনবশতঃ হস্তী ঠিক্ হোসেন্‌কুলী খাঁর বাটীর নিকট দাঁড়াইলে, সিরাজের খণ্ডিত দেহ হইতে কয়েক বিন্দু রক্ত, হোসেনকুলী যেখানে হত হইয়াছিলেন, ঠিক্ সেই স্থানেই পতিত হয়। (১) দুঃখপূর্ণস্বরে মানবের আশার কথায় কবির উক্তি উল্লেখ করিয়া ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, "যাহার চক্ষু আছে, সে এই সতত পরিবর্ত্তনশীল জগতের কার্য্যকলাপ দেখিয়া সাবধান হউক, যতদিন সুদিন আছে, সৎকার্য্যে ধনের সদ্ব্যবহার কর, ক্ষেত্র যতক্ষণ তোমার অধীন আছে, সৎকর্ষণ কর, কেন না, কল্য ইহা অন্যের হইবে। জগতের ধন-মান-যশঃ বা মানবের ভাগ্য, বারবিলাসিনী নর্ত্তকীর ন্যায় নিত্যই নব নব লোকের ভোগ্য, কাহারও চিরস্থায়ী থাকে না।"

হস্তিপৃষ্ঠে সিরাজদেহ যখন সিরাজমাতা আমেনা বেগমের দ্বারদেশে উপনীত হইল, সে সময়ে এক হৃদয়বিদারক শোচনীয় দৃশ্য সংঘটিত হইয়াছিল। সিরাজ-জননী লোকমুখে সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিয়া হাহাকার করিতে করিতে রাজপথে আসিয়া ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। পরে, হতপুত্রের খণ্ডিত দেহ বুকে লইয়া, বক্ষঃস্থল তাড়না করিতে করিতে তাহার মুখচুম্বন ও আর্ত্তস্বরে বিলাপধ্বনিতে দিগন্ত পূর্ণ করিতে লাগিলেন। মীর্‌জাফর খাঁর অনুগত খাদেম্ হোসেন খাঁ নিজ প্রাসাদের উপর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া লোক পাঠাইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে বাটীতে প্রবেশ করাইলেন। অতঃপর

(১) মুতাক্ষরীণ।

সিরাজদেহ খোসবাগের সমাধিমন্দিরে আলিবর্দ্দী খাঁর পার্শ্বে সমাহিত করা হইয়াছিল। (১)

মুতাক্ষরীণের মতানুসরণ করিয়া আমরা সিরাজের হত্যাকাণ্ড লিপিবদ্ধ করিলাম। গোলাম হোসেন্ মীর্জাফরের বন্ধু ছিলেন না; কোন সন্দেহ থাকিলে উল্লেখ থাকিত। এই বর্ণনার সহিত ক্লাইবের সাক্ষ্যও ক্রাফ্‌টনের উক্তি —"সিরাজ যে দিন আনীত হন, সেই দিনই নিহত হন," এ কথার সামঞ্জস্য আছে। ঘটনার তারিখ সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের মতভেদ আশ্চর্য্য নহে; ঘটনাই ঠিক্ স্মরণ থাকে। অর্ম্ম এই ব্যাপার লোকমুখে মান্দ্রাজে থাকিয়া শুনিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার নির্দ্দেশ ভ্রমসঙ্কুল হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। অর্ম্ম বলেন, "নিশীথসময়ে সিরাজুদ্দৌলা মীর্জাফর খাঁর প্রাসাদে আনীত হন। সিরাজুদ্দৌলা তাঁহার পদতলে পড়িয়া জীবনভিক্ষা করিলে, মীর্জাফর খাঁর হৃদয় বিগলিত হইল; এ দৃশ্য তাহার সহ্য হইল না। মীরণ তৎক্ষণাৎ সিরাজের প্রাণবধের কল্পনা জানাইল। মীর্জাফরের আদেশে সিরাজ কক্ষান্তরে নীত হইলেন। এই সময়ে প্রধান প্রধান পাত্রমিত্রবর্গ উপস্থিত ছিলেন, মীর্জাফর তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিলেন। পূর্ব্বে যাঁহারা সিরাজের নামে থরহরি কম্পমান্ হইতেন, এক্ষণে তাঁহারাও তাঁহার নীচপ্রবৃত্তির কথায় অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন, অনেকে নূতন নবাবের নরহত্যার প্রশ্রয় দিতে সম্মত ছিলেন না, কেহ বা আলীবর্দ্দী খাঁর নাম স্মরণ করিয়া, কেহ বা স্বীয় স্বার্থরক্ষার জন্য সিরাজকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ রাখারই প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু অন্যে মীরণের মতে মত দিলেন, সিরাজ জীবিত থাকিলে সর্ব্বদাই রাজবিপ্লব ঘটিবার সম্ভব, অতএব প্রাণদণ্ড করাই পরামর্শ। মীর্জাফর খাঁ কোন মত প্রকাশ করিলেন না, মীরণ স্বয়ং বন্দীকে তত্ত্বাবধানে রাখিবেন বলিলে, তিনিও সেইরূপ বুঝিলেন, এই ভাব দেখাইলেন।" অতঃপর হত্যাকাণ্ড। নিশীথে পাত্রমিত্রগণ উপস্থিত, এই কথাই সন্দেহজনক। সম্ভবতঃ সিরাজ ধৃত হওয়ার সংবাদ আসিবার পরে দিবাভাগে এই মন্ত্রণা রাজসভায় হইয়া থাকিবে। অর্ম্ম লোকমুখে অবগত হইয়া যথা স্থানে সন্নিবিষ্ট করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে, রিয়াজ-গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "জগৎশেঠ এবং ইংরেজপক্ষের উত্তেজনায় সিরাজ নিহত হন।" এ কথা তাৎকালিক জনশ্রুতি হইতে গ্রহণ করাই সম্ভব বোধ হয়; কিন্তু ঐতিহাসিক

(১) খোসবাগ্ মুর্শিদাবাদ নগরের দক্ষিণপ্রান্তে, ভাগীরথীর পশ্চিম পারে। মুতঃ-করমামার মতে জইনুউল্ আবেদীন্ নামক ভদ্রলোক সিরাজের সমাধির ব্যবস্থা করেন।

ষ্টুয়ার্ট সাহেব রিয়াজের অনুকরণে গ্রন্থ লিখিয়াও 'দেশীয় গ্রন্থে ক্লাইবকে কেহ এ অপরাধে দোষী করেন নাই' ইহা কি জন্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বুঝা যায় না। মিথ্যা প্রবাদ হইলেও ইহার যথাযথ সমালোচনা করা উচিত ছিল।

সিরাজুদ্দৌলা যে সময়ে রাজমহলে ধৃত হন, ঠিক্ সেই সময়েই প্রভুপরায়ণ বাঙ্গালী বীর মোহনলাল ভগবানগোলায় ধৃত হইয়াছিলেন। গোলাম হোসেন্ বলিয়াছেন, 'যে মন্ত্রীকে সিরাজ এত উচ্চে উন্নীত করিয়াছিলেন, যাঁহার মস্তক গর্ব্বে গগনস্পর্শ করিয়াছিল, এবং অন্তের অসূয়ার ভার বহন করিয়া যে কার্য্যে তিনি প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন, রাজা দুর্লভরামের প্রীতিসাধন জন্ত তিনি কারারুদ্ধ হইয়া তাঁহারই হস্তে সমর্পিত হন। রাজা দুর্লভরাম তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করেন, এবং সম্ভবতঃ এই সম্পত্তির জন্তই তাঁহার জীবনলীলার অবসান হয়।' যে মোহনলাল সিরাজুদ্দৌলার অন্ন পাইয়া তাঁহার মঙ্গলসাধনে চিরদিন রত ছিলেন, তাঁহার শোচনীয় হত্যার সহিত মোহনলালের পরিণাম এইরূপে জড়িত। রাজা দুর্লভরাম এইরূপেই প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর প্রতিহিংসা লইয়াছিলেন। মোহনলালের পুত্র পুর্ণিয়ার ফৌজদারী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তিনিও পরে কারারুদ্ধ হন, এবং পুর্ণিয়ার ঐ কারাগার হইতে তিনি কখনও বহির্গত হইয়াছিলেন কি না, ইতিহাস তাহার কোন সংবাদ রাখে না। পলাশীযুদ্ধের গ্রাম্যকবিতায় 'কলকাতাতে বসে কাঁদে মোহনলালের বেটী' এই চরণে তাঁহার এক কন্তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সিরাজ-চরিত্র বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে, যৌবনে উদ্দাম প্রবৃত্তির উত্তেজনায় ও মাতামহের উপেক্ষায় তিনি অত্যধিক উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠেন। তাঁহার সামান্ত রাজত্বকালমধ্যে এই প্রবৃত্তিদমনের অবকাশ ঘটে নাই। কথিত আছে, মাতামহের নিকটে প্রতিশ্রুত হইয়া সিরাজ সুরাপান একেবারে পরিত্যাগ করেন; (১) ইন্দ্রিয়দমনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। পুণ্যশ্লোকা রাণী ভবানীর পরম রূপবতী বিধবা কন্তা তারার প্রসঙ্গে সম্ভ্রান্ত হিন্দুপরিবারের দিকে সিরাজের হস্তপ্রসারণের উদ্যমের এক প্রবল প্রবাদ অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে। কৌশলে রাজকুমারীর ধর্ম্মরক্ষা ও তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার কাহিনী নানারূপে কথিত হইয়া থাকে। (২) নিষ্ঠুরতার উদাহরণে দুই

(১) Scrafton's Reflections.

(২) যাদশ-বারী। চিতা সাজাইয়া রাজকুমারীর মৃত্যুসংবাদ প্রচারের কথা কেহ কেহ

একটি জনশ্রুতির মধ্যে ফৈজীনাম্নী নর্ত্তকীকে রাজপ্রাসাদের একতম প্রকোষ্ঠে জীবন্ত সমাহিত করিবার কথা উল্লেখযোগ্য। (১)

সিরাজুদ্দৌলার চরিত্রহীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও নির্দ্দয়তা সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা এই,—গুর্ব্বিণীর গর্ভবিদারণ, জলে জলপূর্ণ পোতনিমজ্জন, সৎকুলজাতা পতিব্রতা কুলবনিতাদিগের সতীত্বাপহরণ ইত্যাদি যাবতীয় উৎকট নিষ্ঠুর ব্যাপার তাঁহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল', (২) এরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। সমসাময়িক উক্তি অতিরঞ্জিত করিয়া, পরবর্ত্তী কোন কোন ইংরেজলেখক সিরাজচরিত্র রোমীয়সম্রাট্ নিরোর আদর্শে ভীষণতর করিয়া, তাঁহাকে এক ইন্দ্রিয়পরায়ণ নৃশংস নরপিশাচ বা কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানবিবর্জ্জিত অত্যাচারী উচ্ছৃঙ্খল নরপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বা সরস গল্পালিপিবিস্তারের প্রয়াসে এ চিত্র একটু উজ্জ্বলতর রঙ্গে চিত্রিত করিয়াছেন। (৩) সুখের বিষয়, খ্যাতনামা ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ এ শ্রেণীভুক্ত নহেন। দেশীয় ও বিদেশীয় রাজপুরুষের চরিত্রে সিরাজের দৃষ্টান্তের বিশেষ অভাব নাই; সুতরাং এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হয়, সিরাজদ্দৌলা নৃপতি হইলেও নবীন যুবক, সুতরাং তাঁহার বুদ্ধি অপরিণত, সুশিক্ষার অভাবে তিনি উচ্ছৃঙ্খল ও অব্যবস্থিতচিত্ত, কিন্তু অবিমৃশ্যকারী হইয়াও, বয়সেরগুণে তিনি সরল। ছল, চাতুরী, প্রতারণা এ চরিত্রের কলঙ্ক নহে; এ বিদ্যা থাকিলে সম্ভবতঃ ফল অন্যরূপ দাড়াইত। তাঁহার নিদারুণ পরিণাম বড়ই হৃদয়বিদারক বলিয়া স্বতঃই লোকের অনুকম্পা আকর্ষণ করে।

উল্লেখ করেন। আবার নিকটবর্ত্তী মস্তানাম বাবাজীর আখড়ার সন্ন্যাসীঠাকুরগণ দলবদ্ধ হইয়া নবাবের অনুচরবর্গকে বিতাড়িত করেন এরূপ প্রবাদও শুনিতে পাওয়া যায়।

(১) মুতাক্ষরীণ-অনুবাদক মুস্তাফা লিখিয়াছেন, 'ফৈজী বা ফয়জান্ নাম্নী নর্ত্তকীর দেশপ্রসিদ্ধ রূপের কথা, শুনিয়া লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে সিরাজ তাহাকে দিল্লী হইতে আনয়ন করেন। সর্ব্বসৌন্দর্য্যের ললামভূতা সেই রূপসী অতি তম্বঙ্গী ছিল, তাহার ওজন ২২ সের মাত্র। সে পরে সিরাজের ভগিনীপতির প্রতি আসক্ত হওয়ায়, গণিকা বলিয়া সিরাজ তাহাকে ভর্ৎসনা করায়, সে উত্তর দিয়াছিল 'আমাদের ইহাই ব্যবসায়, এ কথা আপনার মাতার প্রতি প্রয়োগ করিলে তিনি অপমানিত বোধ করিতে পারেন।' এই উক্তির পর সিরাজ ক্রোধে আত্মহারা হইয়া তাহাকে এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বদ্ধ করিয়া, উহার দ্বারাদি ইষ্টকগ্রথিত করিয়া অবরুদ্ধ করিবার আদেশ দেন। তিন মাস পরে তাহার বিশুষ্ক দেহ বাহির করা হয়।' মুস্তাফা তাহার কয়েকখানি চিত্র বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন।

(২) কৃষ্ণচন্দ্রের ইতিহাস। সম্প্রতি মুসলমান কথিত খেয়াঘাটের নৌকা ডুবাইবার প্রবাদও আবিষ্কৃত হইয়াছে, দেশীয় ইতিহাসে এরূপ কথা নাই, সুতরাং উহা সাবধানে গ্রহণীয়।

(৩) Macfarlane's Indian Empire P 31 & Bholanath Chandra's Travles in India

রাজতন্ত্রপ্রথায় নরপতিবিশেষের ব্যক্তিগতচরিত্রে দেশশাসন নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়াই সিরাজ-চরিত্র উল্লেখযোগ্য। সাধারণ রাজকার্য্যে চরিত্রহীন শাসনকর্ত্তা অসংযতরূপে আধিপত্য করিতে গেলে ফল বিষময় হইয়া উঠে; সিরাজের পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। অসমীক্ষ্যকারিতার উদাহরণে সিরাজচরিত্র পরিপূর্ণ, সদস্যনির্ব্বাচনে ও মন্ত্রিদলের প্রতি ব্যবহারে তিনি যথেষ্ট উচ্ছৃঙ্খলতা দেখাইয়াছেন, হিতকাম বন্ধুবর্গকেও তিনি নানারূপে উদ্বেজিত করিয়াছেন। ক্রমাগত অবমানিত ও উত্যক্ত হইয়াই প্রবীণ মন্ত্রিদল জগৎশেঠের সবিশেষ সাহায্যে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। নানারূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া ঐরূপ লোকে ষড়যন্ত্র করিবে, ইহা স্বাভাবিক। দুঃখের বিষয়, দেশীয় ও বিদেশীয় চক্রান্তকারীবদল এ ক্ষেত্রে সৎসাহস প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। প্রকাশ্যভাবে নবাবের বিরুদ্ধে উত্থান করিবার উদ্যোগ না করিয়া, কাপুরুষোচিত প্রতারণা প্রভৃতি নীচপ্রবৃত্তির আশ্রয় লইয়াছেন, বিশ্বাসঘাতকতায় কার্য্যোদ্ধারেও পশ্চাৎপদ হন নাই। দিল্লীসাম্রাজ্যের অধঃপতনসময়ে চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতা মুসলমান রাজপুরুষগণের নিত্যকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, কালে এই ভাব সমগ্র ভারতের রাজপুরুষগণের মধ্যে সংক্রমিত হইয়া, ইহা তাঁহাদের মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সকল কারণেই অষ্টাদশশতাব্দীর বাঙ্গালীর জাতীয়চরিত্র আলোচনায় দৃষ্ট হয়, সাধারণ হিন্দু প্রজাবর্গের মধ্যে নৈতিক অবনতির অত্যধিক বৃদ্ধি না হইলেও, রাজকর্ম্মচারিগণের চরিত্রবলের যথেষ্ট অধোগতি হইয়াছিল। সহযোগী ইংরেজদলের সম্বন্ধেও এই একই বক্তব্য। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ ইংরেজজাতিসুলভ সদ্‌গুণের ভাগ অধিকপরিমাণে লইয়া এ দেশে আসেন নাই। স্বদেশে নগণ্য—এরূপ অনেকেই নিরুপায় হইয়া অন্নসংস্থানজন্য দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন; এ শ্রেণীর লোকের নিকট অধিক আশা করা বৃথা। ইংরেজগণকে দূরীভূত করিবার জন্য সিরাজুদ্দৌলার ফরাসীর নিকট সাহায্যপ্রার্থনা সত্য হইলে, সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজগণের অভ্যুত্থান কথঞ্চিৎ সমর্থন করা যায়। এ অবস্থায় মীরজাফরপ্রমুখ দেশের মুখপাত্রগণের সহিত যোগ দিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা ও অধিকারস্থাপনের উদ্যোগ দোষাবহ না হইতে পারে। কিন্তু ইংরেজপক্ষ যে উপায়ে অভিপ্রায়সিদ্ধি করিয়াছেন, তাহা ও তাঁহাদের পরবর্ত্তী ব্যবহার যে সর্ব্বথা নিন্দনীয়, প্রধান প্রধান ইংরেজ-ঐতিহাসিকগণও তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

দ্বাদশ অধ্যায়।

মীরজাফর খাঁ।

মীরজাফর নবাবী-মস্‌নদে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, কোষাগারে আশানুরূপ অর্থ নাই। মুর্শিদকুলী খাঁর সযত্নসঞ্চিত রাজভাণ্ডারের অধিকাংশ সুজা খাঁর বিলাসিতায় উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। আলিবর্দ্দী খাঁর সিংহাসন অধিকারের সময়ে বাদশাহী পেষ্‌কস্‌ ও দিল্লীদরবারের উপহার-উপচারে প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হয়। বর্গীর হাঙ্গামায় দেশ উৎসন্ন না হইলে, সুদক্ষ আলিবর্দ্দী খাঁর সুশাসনে প্রভূত অর্থ সঞ্চিত হইয়া থাকিত, সন্দেহ নাই। তিন বর্ষ মাত্র মারাঠার হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া তিনি যাহা কিছু রাখিয়া যান, সিরাজুদ্দৌলার তাহাই প্রথম সম্বল, পরে ঘেসিটী বেগমের অর্থ হস্তগত হয়। চপলমতি সিরাজ তাঁহার সামান্য রাজত্বকালের আরম্ভ হইতে প্রকাণ্ড সৈন্যদলের যুদ্ধযাত্রার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন। অধিকন্তু তাঁহার অযথা বিলাসিতা ছিল. শেষদিনে কল্পতরু হইয়াও যথেষ্ট অর্থের অপচয় করিয়া যান। প্রভূত অর্থ-প্রাপ্তি হইবে ভাবিয়াই, মীরজাফর ইংরেজ ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারিগণকে প্রকাশ্যে ও গোপনে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে রাজ-কোষের অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া মীরজাফর যেরূপ হতবুদ্ধি হইলেন, ইংরেজপক্ষও সেই পরিমাণে ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। সেকালে স্বর্ণপ্রসূ ভারতের অগাধ ধনবৈভব-বিষয়ে ইউরোপীয়গণের এক মহতী ধারণা ছিল। এক্ষণে অনেক কষ্টে মুর্শিদাবাদ রাজভাণ্ডারের অর্থকৃচ্ছ্রতা (১) অগত্যা স্বীকার

(১) মুতাক্ষরীণ-অনুবাদক মুস্তাফা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, রাজকোষে এক কোটী ছিয়াত্তর লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা, বত্রিশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, দুই সিন্দুক সোণার পাত, চারি সিন্দুক মণিমুক্তার অলঙ্কার ও দুইটি ছোট সিন্দুকে জহরাৎ ছিল। মুস্তাফা বলেন, 'পরবর্ষে কর্ণেল ক্লাইবের বাত্তাবহরূপে আমি তাহার নিকট কার্য্য করিয়াছিলাম, সেক্রেটারী ওয়াল্‌সের মুখে শুনিয়াছি ক্লিব, ওয়াট্‌স, ল্যুসিংটন্‌, দেওয়ান রামচাঁদ ও মুন্সী নবকৃষ্ণ, ইহারাই ধনাগারে গিয়াছিলেন। ওয়াল্‌সের নিকটেই উক্তরূপ অর্থের কথা শুনিয়াছি। এটি বাহিরের ধনাগার, পুরমধ্যে যে গুপ্ত ধনাগার ছিল, ইংরেজপক্ষ তাহার কিছুই সন্ধান পান নাই। বেগম মহলের এই কোষাগারে আট কোটি টাকা ছিল, বাঙ্গালীরা সাহেবদিগকে ইহার বাষ্পমাত্র জানিতে দেয় নাই। মীর-জাফর ও আমিরবেগ, রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণকে এই অর্থের অংশ দিয়া তাহাদের মুখবন্ধ করিয়া-

মীরজাফর ও মীরণ

করিয়া, সাধারণ স্বীকৃত অর্থের অর্দ্ধাংশ লইয়া অবশিষ্ট অংশ তিন বৎসরে সমপরিমাণে গ্রহণ করিবার মীমাংসায় মত দিতে হইল। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের নিজ নিজ প্রাপ্যের সময় অবশ্য এরূপ দীর্ঘকালের কিস্তিবন্দী হয় নাই; অতিসামান্যমাত্র টাকা জমিদারগণের উপর তন্‌খা বরাত দেওয়া হইয়াছিল।(১)

কোম্পানীর কলিকাতার কর্ম্মচারিগণ এই উপলক্ষে যে অর্থলাভ করেন, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের কমন্‌স সভার কমিটী তাহার এক হিসাব দিয়াছেন;—

গবর্ণর ড্রেক্		২৮০০০০
কর্ণেল ক্লাইব্ (২)		
মেম্বরস্বরূপে	২৮০০০০	
সেনাপতি	২০০০০০	
বিশিষ্ট দান	১৬০০০০০	
		২০৮০০০০
ওয়াট্‌স্		
মেম্বর	২৪০০০০	
বিশিষ্ট	৮০০০০০	
		১০৪০০০০

ছিলেন. কেহ কেহ বলেন, ইহারা ক্লাইবের অংশই কুক্ষিগত করেন।' মুস্তাফার এত গুপ্তাকাষের অতিরঞ্জিত কাহিনী অস্বীকার করিলেও, মুন্সী রাজা রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ যে এই বিপ্লবের অবকাশে প্রচুর অর্থলাভ করেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। সম্প্রতি রাজা নবকৃষ্ণের জীবন চরিত লেখক মহোদয় একথা অস্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন। সকালের মুন্সী, বেনিয়ান্ বা বড় সাহেবের দেওয়ানেরা অর্থোপার্জ্জনের দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত দেখিতে পাইতেন। কথিত বিপ্লবের সময়ে কর্ত্তা ক্লাইবের দেওয়ান ও মুন্সীদিগের অর্থলাভ অস্বাভাবিক নহে এবং এইরূপ লাভ কেহ দোষের মনে করিত না। রামচাঁদ কোম্পানীর মুন্সী বা দেওয়ানস্বরূপ ৬০ টাকা বেতন পাইতেন। মুস্তাফা লিখিয়াছেন "তিনি মৃত্যুকালে নগদ ও কাগজে ৭২ লক্ষ টাকা, মণিমুক্তায় বিশলক্ষ, ১৮ লক্ষ টাকার জমিদারী ও চারি শত কলসী, (তন্মধ্যে ৮০টি স্বর্ণনির্ম্মিত ও অন্যগুলি রৌপ্যের) মোটে সওয়াকোটি টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যান। দশবর্ষ মাত্র পরে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। রাজা নবকৃষ্ণও তৎকালে ঐ ৬০ টাকা বেতনের কার্য্য করিয়া মাতৃশ্রাদ্ধে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন"। শোভাবাজারের বিখ্যাত বংশের প্রধান প্রধান ভূসম্পত্তিও বংশ-প্রতিষ্ঠাতার উপার্জ্জিত, কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক অন্য বাঙ্গালীও কোম্পানীর চাকরী করিয়া অগাধ ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন, একথা মনে রাখা উচিত। নবকৃষ্ণ পরে দুই শত বেতনে দেওয়ান্ হন। মুস্তাফা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মণিবেগমের ভবিষ্যৎ প্রচুর অর্থসম্পত্তির মূল কারণ এই অন্তঃপুরের কোষাগার।

(১) Johnstone's Letter to the Proprietors of East-India Stock p 74. ক্লাইব্ ও পার্লিয়ামেণ্ট কমিটীর নিকট নিজ এজাহারে (First Reoprt, p 150.) এইরূপ 'তন্‌খা' স্বীকার করিয়াছেন।

(২) Third Report, P. 120. (১৭৬১ খৃষ্টাব্দে রামচরণের বিচারকালে দুর্লভরাম ক্লাইবের ২০ লক্ষ প্রাপ্তির কথা বলেন, ইহা শপথ উক্তি কি না, এই সন্দেহে গৃহীত হয় নাই)।

মেজর কিল্‌প্যাট্রিক্	২৪০০০০		
অতিরিক্ত	৩০০০০০		
		৫৪০০০০	
ম্যানিংহাম্		২৪০০০০	
বিচার		২৪০০০০	
অন্য ছয় জন কাউন্সিলের সভ্য		৬০০০০০	
ওয়ালস্		৫০০০০০	
স্ক্রাফ্‌টন্		২০০০০০	
লসিংটন			৫০০০০

সম্পূর্ণ স্বীকৃত বা বিশেষ প্রমাণপ্রাপ্ত টাকারই ইহাতে উল্লেখ আছে; ষড়যন্ত্রের নেতৃদল অন্তরূপে কত পাইয়াছেন, কে তাহার হিসাব রাখিয়াছে। অতঃপর সন্ধিপত্রে স্বীকৃত অর্থ (১) সাত শত সিন্ধুকে পূরিয়া শতেক তরণী সংযোগে কলিকাতায় প্রেরিত হইল। নৌকার উপরে পতাকা উড়াইয়া আনন্দকোলাহলে রণবাদ্য করিতে করিতে ইংরেজ প্রহরিদল ভাগীরথী কম্পিত করিয়া চলিল। অর্থ সম্প্রাপ্তি কলিকাতা পঁহুছিবার অনেক পূর্ব্বে ম্যানিংহাম সাহেব বিজয়সংবাদ সহ বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। বর্ষমধ্যে এই অভাবনীয় ভাগ্যপরিবর্ত্তনে ইংরেজপক্ষের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। আজন্মসৈনিক ক্লাইবের যশঃসৌরভে দিগন্ত পরিপূর্ণ হইল।

পঞ্চদশ বর্ষ পরে পার্লামেণ্ট মহাসভায় যৎকালে ইংরেজ কর্ম্মচারী-বর্গের এই অর্থগ্রহণ-ব্যাপারের সমালোচনা হয়, তখন ক্লাইব্ আত্মপক্ষ সমর্থনে বলিয়াছিলেন,—(২) মীরজাফরের নিকট এইরূপ অর্থগ্রহণ আমি অন্যায় কার্য্য বলিয়া মনে করি না, ইহাতে প্রভু কোম্পানীর কোনই ক্ষতি হয় নাই। আমরা কিছুমাত্র না পাইলেও কোম্পানীর লাভ ছিল না। আমি স্বয়ং বাণিজ্যাদিব্যাপারে অর্থসঞ্চয়ের উদ্যোগ

(১) অর্দ্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, প্রথমে নগদ ৭২৭,৮৬১ রৌপ্যমুদ্রা প্রাপ্ত হয়, ইহাই সিন্ধুকে করিয়া কলিকাতা প্রেরিত হইয়াছিল। পরে ৬ই আগষ্ট তারিখে ১৬৫৫৩১৮ টাকা এবং ৩০শে আগষ্ট স্বর্ণ জহরাৎ ও রৌপ্যমুদ্রায় ১৭৯৯১৩৭ টাকা রাজা দুর্লভরাম পরিষ্কার করিয়া দেন। সুতরাং স্বীকৃত অর্দ্ধেকর মধ্যে ৫৮৪০৯৫ টাকা আরও কিছু দিন বাকী ছিল। কিন্তু দুর্লভরামের প্রাপ্য কমিশন সমস্তই পরিশোধ করিয়া দেওয়া হয়।

(২) Hansard's Parliamentary History vol XVII and First Report 1772 কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দিবার সময় ক্লাইব ইহার অনুরূপ আর কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করেন। কোম্পানীর অধিকারের ইতিহাসে পুনরায় ইহার সমালোচনা করা যাইবে।

না করিয়া চিরদিন যুদ্ধকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলাম; কোম্পানীর স্বত্ব ও সম্মান রক্ষাই আমার জীবনের ব্রত ছিল। তদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের অনেকেই আমাকে অর্থোপহারদানে উদ্যত ছিলেন; গ্রহণ করিলে আমি এক্ষণে কোটীশ্বর হইতে পারিতাম' ইত্যাদি। তিনি অবশেষে বলিয়াছিলেন, 'মুর্শিদাবাদ-কোষাগারে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিকে যে রাশি রাশি স্বর্ণ রৌপ্য ও মণিমুক্তা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহা স্মৃতিপথে উদিত হইলে, আমি এই সামান্য পরিমাণ অর্থগ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি, ইহা আমারই বিশেষ আশ্চর্য্য বোধ হয়।' ক্লাইব, কোম্পানীর স্বত্বরক্ষার জন্য চিরদিন অবশ্য যত্ন করিয়াছেন, নানারূপ উৎকোচগ্রহণও সেকালে এ দেশে অপ্রচলিত ছিল না, সন্দেহ নাই। কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গও অল্প বেতনে কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া অন্যরূপে অর্থোপার্জ্জন করিতেন, ইহাও কোম্পানীর অবিদিত ছিল না। কিন্তু এই সমস্ত কথায়ও ক্লাইব প্রভৃতির উক্তরূপ উৎকোচগ্রহণের দোষ ক্ষালিত হয় না। যদি বলা হয়, কোম্পানীর স্বার্থরক্ষার জন্যই তাঁহারা মীরজাফরের সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা হইলে, প্রাপ্য অর্থ কোম্পানীর খাতায় জমা দিয়া তাঁহাদের নিকটেই পুরস্কার-প্রার্থনা কর্ত্তব্য ছিল। মীরজাফর সন্তুষ্ট হইয়া দান করিয়াছেন, এরূপ নির্দ্দেশ সত্যের অপলাপ না বলিলেও, নিরর্থক; গুপ্ত সন্ধিপত্রেই এইরূপ পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকার করাইয়া লওয়া হইয়াছিল। ক্লাইব, ওয়াট্‌স্ প্রভৃতিকে যে বিশিষ্ট পুরস্কার দেওয়া হয়, তাহাও মীরজাফর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দিয়াছিলেন কি না, এতকাল পরে তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হইবার কোনই উপায় নাই।

নবাব মীর্‌জাফর খাঁ আলিবর্দ্দী খাঁর পদবী অনুসরণে 'মহবৎজঙ্গ' উপাধি গ্রহণ করিলেন; এখন তাঁহার সম্পূর্ণ নাম সুদীর্ঘ 'সুজা উল্‌মুল্‌ক হিসাম্ উদ্দৌলা মীর্‌জাফর আলি খাঁ বাহাদুর মহবৎজঙ্গ' হইল। পুত্র মীরণকে শাহামৎজঙ্গ ও ভ্রাতা কাজেম্ খাঁকে হায়বৎজঙ্গ উপাধি প্রদত্ত হইল। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার প্রধান রাজকর্ম্মচারিবর্গকে তাঁহাদের নিজ নিজ কার্য্যে স্থায়ী রাখিয়া পরোয়ানা প্রেরিত হইল। ১৫ই জুলাই তারিখে ইংরেজের বাণিজ্যাধিকার সম্বন্ধীয় সাধারণ পরোয়ানা প্রচারিত হইয়াছিল। (১)

---

(১) Bolt's Considerations App. No 4.

ইহাতে দেশীয় ব্যবসায়ীর ক্ষতি করিয়া ইংরেজ কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তৃগণের বাণিজ্যের পথও প্রশস্ত করা হইল। তৎপরে ক্রমশঃ কলিকাতা টাকশালে সিক্কা টাকা মুদ্রিত করিবার এবং সন্ধির উল্লিখিত বিষয়াধিকার সম্বন্ধের পরোয়ানাও জারি হইল। ২৯শে জুলাই মহাসমারোহে মুর্শিদাবাদ-দরবারে মীরজাফর খাঁর প্রথম খেলাৎবিতরণকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। ইংরেজ দলপতি ক্লাইব ও ওয়াট্‌সনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলাৎ পাইলেন। ওয়াট্‌সন একটি সুসজ্জিত হস্তী, দুইটি উৎকৃষ্ট ঘোটক, সুবর্ণখচিত পরিচ্ছদ, শিরপেচ ও মণিমণ্ডিত চূড়া প্রাপ্ত হইলেন। উপহার প্রাপ্তির দিনে রণতরীগুলিতে নিশান তুলিয়া, কামান দাগিয়া, নব নৃপতির সম্মান জ্ঞাপন করা হইল। ওয়াট্‌সন পত্রোত্তরে মীরজাফরকে লিখিয়া পাঠাইলেন, 'লোকসহ প্রেরিত আপনার মঙ্গলসংবাদ ও বন্ধুত্বের নিদর্শন প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু অধিক আনন্দের কথা এই যে, দেশের সকলেই আপনার রাজ্যলাভে সমধিক প্রীত। আপনার পূর্ব্বাধিকারী এ ভাবে জনসাধারণের সন্তোষ ও শুভকামনা ভোগ করিতে পারেন নাই। ইহা আপনার আনন্দবর্দ্ধনই করিবে।' (১)

পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে সিরাজুদ্দৌলা ফরাসী মুসে ল'কে অতিশীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুরোধ করিয়া পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁহার নিকট হুণ্ডী না পাঠাইয়া পাটনার খাজাঞ্চীখানায় টাকা দিবার অনুমতিপত্র প্রেরিত হইয়াছিল। (২) টাকা পাইতে বিলম্ব হওয়ায়, ল যথাসময়ে যাত্রা করিতে পারেন নাই। তেলিয়াগড়ীর নিকটে আসিয়া তিনি পলাশীযুদ্ধের সংবাদ পান। আর তিন ঘণ্টার পথ অগ্রসর হইয়া আসিলে তিনি সিরাজুদ্দৌলাকে রক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু ভগবানের বিধানে সিরাজের প্রায়শ্চিত্ত অন্যরূপ। সিরাজুদ্দৌলার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ল পুনরায় পাটনায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। বিহারের নায়েব-নবাব রাজা রামনারায়ণ বঙ্গের সমস্ত ষড়যন্ত্রে নির্লিপ্ত ছিলেন; ততদূরে সিরাজের পরুষ ব্যবহার তাঁহাকে স্পর্শও করে নাই। প্রতিপালক আলিবর্দ্দী খাঁর নাম স্মরণে তিনি নবাব দৌহিত্রের সম্পূর্ণ হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ল তাঁহার সহিত মিলিত হইলে, পাটনা অঞ্চলে

(১) Ives' Voyage and Narrative.

(২) মুতাক্ষরীণ। ইংরেজপক্ষের কথিত ফরাসীদের নিকট সিরাজুদ্দৌলার লিখিত পত্রগুলির মধ্যে একখানিতে এক সময়ে ল ও তাঁহার দলস্থ ফরাসী কয়েকজনের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দশহাজার টাকা প্রেরণের নির্দ্দেশ আছে।

রাষ্ট্রবিপ্লবের সম্ভাবনা আছে বলিয়া মীরজাফর ক্লাইবের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিলেন. নবাবী-সৈন্যের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিতে না পারিয়া, এক দল ইংরেজসৈন্য প্রেরণ করাই সদ্‌যুক্তিস্থির হইল। মেজর কুটের অধীনে প্রেরিত এই সৈন্যদল আহার্য্য প্রভৃতি অভাবে ক্লেশ পাইয়া ও পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া একবার বিদ্রোহভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক, ইহাদের পাটনায় উপস্থিতির পূর্ব্বেই রাজা রামনারায়ণ বিবাদ-পরিহার মানসে ফরাসীদলকে অযোধ্যার নবাবের রাজ্যে প্রেরণ করেন। ছলে বলে গোলযোগ বাধাইয়া রামনারায়ণকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য কুটের প্রতি আদেশ ছিল; কিন্তু রামনারায়ণ বশ্যভাব প্রদর্শন করায় পরে ঐ আদেশ প্রত্যাহৃত হয়। ১৩ইসেপ্‌টেম্বর কুট্ সদলে মুর্শিদাবাদ প্রত্যাগত হইলে, ক্লাইব পরদিন কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কুটের অধীন সৈন্যদল কাশিমবাজারে ও অপর ইংরেজসৈন্য অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া চন্দননগরে রক্ষিত হইল।

মীরজাফর খাঁ অনতিবিলম্বে অর্থকৃচ্ছ্রতার ফল অনুভব করিতে লাগিলেন। রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্ব্বে দেশীয় মুসলমান-রাজপুরুষগণের অভ্যস্ত নিয়মে সকলকেই প্রভূত পারিতোষিক অঙ্গীকার করিয়া বসিয়াছিলেন। এক্ষণে সহযোগী চক্রান্তকারিগণ আশানুরূপ লাভ হইল না দেখিয়া অসন্তুষ্টি প্রকাশ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও পূর্ব্বানুচরবর্গও এখন রীতিমত আমোদব পূরণ না হওয়ায় সন্তুষ্ট রহিল না। (১) সৈন্যদলের বেতন বহুদিন হইতে বাকী পড়িয়াছিল। এরূপ অবস্থায় সকলকে সন্তুষ্ট রাখিয়া কার্য্যোদ্ধার করা বড়ই কঠিন সমস্যা; ইংরেজপক্ষের সন্তোষসাধনেই রাজকোষ শূন্য হইয়া গিয়াছে। সিংহাসনে আরোহণের সময় সর্ব্বসমক্ষে প্রাচীন কর্ম্মচারিদলকে স্বপদে রক্ষা করিবেন, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; আত্মীয়বর্গের পোষণ জন্য তাঁহাদের কাহাকেও অবসর দিবার উপায় নাই, কর্ত্তব্যও নহে। এই অবস্থায় মীরজাফর বিষম বিপদে পড়িলেন। সকলেই নিজ নিজ লাভের জন্য যত্নশীল, তাঁহার প্রকৃত হিতকাম লোকের সম্পূর্ণ অভাব, স্বার্থপূরণ না হইলেই অসন্তুষ্টি, এইরূপে দিন দিন চতুর্দ্দিকে নূতন নবাবের অযশঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

(১) Orme II P 195 মুতঃক্ষরীনামা গ্রন্থে নির্দ্দেশ আছে, আমির বেগ্ তিন লক্ষ টাকা ও হুগলীর ফৌজদারী প্রাপ্ত হন। খাদেম হোসেন সিরাজের মাতার সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। অন্যান্য অনেকেই আশানুরূপ অর্থলাভ না হওয়ায় অসন্তুষ্ট হন। রাজা দুর্লভরাম মীরজাফরের নিকটে প্রকাশ্যে ও গোপনে প্রচুর পাইলেও তিনি প্রধান অংশীদার, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই।

অব্যবস্থিতচিত্ত সিরাজুদ্দৌলার অপব্যবহারে মীরজাফর ও রাজা দুর্লভরাম পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন, পরস্পরের স্বার্থই উভয়কে ক্রমশঃ বিশিষ্টরূপে আকর্ষণ করিতে থাকে। কিন্তু 'চোরে চোরে কুটুম্বিতা' কয়দিন স্থির থাকে? মীর্জাফরের সিংহাসনপ্রাপ্তির পরে দুর্লভরাম নিজের বিশেষ কোন লাভ দেখিলেন না; স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী বা পুত্র ও সহোদরগণ উচ্চকার্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাঁহার অদ্বিতীয় প্রভুত্ব চলিল না। স্বীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মন্ত্রিবর এক্ষণে নানা মন্ত্রণাজালবিস্তার আরম্ভ করিলেন। মীরজাফরও স্বজন-বর্গের পরামর্শে মন্ত্রিবরের কার্য্যে সন্দিহান হইয়া পড়িলেন, ক্রমে এই সন্দেহ তাঁহাকে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তেও উপনীত করিল। স্বার্থের বন্ধনে সম্মিলিত ষড়যন্ত্র কারিদলের পরস্পরের দশা চিরদিন ইহাই হইয়া থাকে। মীর্জাফরের পক্ষ হইতে অত্যল্পকালমধ্যেই জনরব উঠিল, রাজা দুর্লভরাম প্রধান প্রধান হিন্দু-কর্ম্মচারিগণের সহিত মিলিত হইয়া মীরজাফরকে অপদস্থ ও রাজ্যচ্যুত করিবার আয়োজন করিতেছেন; এই জনরবে বিশ্বাস করিবার গুরুতর কারণও উপস্থিত হইয়াছিল। বিহারে রাজা রামনারায়ণ তখনও নূতন নবাবের নিকট প্রকৃত প্রস্তাবে বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। পক্ষান্তরে ক্লাইবের কলিকাতা প্রস্থানের পূর্ব্বে মেদিনীপুরের ফৌজদার ও চরাধিপতি রাজারাম সিংহকে হিসাব নিকাশের জন্য মুর্শিদাবাদে আসিতে আদেশ দেওয়া হয়। রাজারাম সিরাজের অনুগত ছিলেন। এত শীঘ্র উক্তরূপ আদেশ পাইয়া তিনি কিঞ্চিৎ ত্রস্ত হইলেন, এবং তজ্জন্য স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া দুইজন আত্মীয়কে রাজধানী প্রেরণ করিলেন। রাজা দুর্লভ রামের সহিত রাজারামের ঘনিষ্ঠতা ছিল, দুর্লভরাম, নবাবের সহিত প্রকাশ্যে সদ্ভাব রাখিবার জন্য রাজারামকে স্বয়ং আসিতে অনুরোধ করিয়াছেন, মীরজা-ফরের ইহা অজ্ঞাত ছিল না। (১) এই কারণে বিপরীত সন্দেহে রাজারামের আত্মীয়দ্বয়কে রাজধানীতে নজরবন্দী রাখা হইল। তৎপরে রাজারাম সম্বন্ধে ক্লাইবের পত্রের উত্তরে লেখা হইল, 'রাজারাম চিরদিন ইংরেজপক্ষের শত্রু, বিপ্লবের সময় বিপক্ষের সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারই যোগে সিরাজ ফরাসীর নিকট পত্রাদি পাঠাইতেন, এবং তিনি কতকগুলি ফরাসীকে নিরাপদে বাঙ্গলা হইতে প্রস্থানের সহায়তাও করিয়াছেন। রাজারাম সিংহ আত্মীয়দ্বয়ের কারারুদ্ধ হওয়ার সংবাদ পাইয়া নিজ সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া ক্লাইবকে

---

(১) Orme. II. 268.

পত্র লিখিলেন, 'মীরজাফরকে এক লক্ষ টাকা নজর দিতে প্রস্তুত আছি। স্বয়ং ক্লাইব্‌ প্রতিভূ হইলে নবাবের নিকট উপস্থিত হইয়া বশ্যতাস্বীকারেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমাকে আক্রমণ করিতে সৈন্য পাঠাইলে আমার দেশে আশ্রয়স্থানের অভাব নাই।' (১) অতঃপর ক্লাইব্‌ তাঁহার সহিত মিলনের প্রস্তাব পাঠাইলে, তাহাই কার্য্যে পরিণত হইল। রাজারামের বিরুদ্ধে প্রেরিত নবাব সেনানী খাজা হাদী ক্লাইবের অনুরোধে বর্দ্ধমানে রহিলেন।

এ দিকে পূর্ণিয়ার পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী অচল সিংহ ও হাজির আলি বিপ্লবের সুযোগে শাসনকর্ত্তা মোহনলালের পুত্রকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বাধীনভাবে সমস্ত দেশ আয়ত্ত করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। (২) বিহার প্রদেশে রাজা রামনারায়ণের ভাবও বিশেষ আশাপ্রদ ছিল না। সর্ব্বত্র এইরূপ হিন্দু-অভ্যুত্থান লক্ষ্য করিয়া মীরজাফর দুর্ল্লভরামের প্রতি অধিকতর সন্দিহান হইলেন, মন্ত্রিবরের সর্ব্বনাশ সাধনই এক্ষণে তাঁহার প্রধান সঙ্কল্প হইল। অনুগত বন্ধু খাদেম্ হোসেন্ খাঁর অধীনে ছয় সহস্র সৈন্য পূর্ণিয়া যাত্রা করিবার আদেশ পাইল, কিন্তু কয়েক জন সেনানীর চক্রান্তে বাকী বেতন পরিষ্কার না হইলে সৈন্যদল যাত্রা করিতে অস্বীকার করিল। নগরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রাজা দুর্ল্লভরাম নিজ সৈন্যদল সমবেত করিলেন, এবং দরবারে আগমন করিলেন না। ইতিমধ্যে ক্লাইব, ছাপড়া হইতে ইংরেজ-রেসিডেন্টের প্রেরিত এক ভীষণ ষড়যন্ত্রের সংবাদ মীর্‌জাফর খাঁকে অবগত করিলেন। ইহাতে নির্দ্দেশ ছিল, 'ইংরেজপক্ষের গুপ্তচর আলিবর্দ্দী-বেগমের নিকট হইতে রামনারায়ণের নিকট প্রেরিত পত্র ধৃত করিয়াছেন, ঐ পত্রে অযোধ্যার নবাবকে রামনারায়ণের সহিত যোগে মীর্‌জাফরকে বিতাড়িত করিবার অনুরোধ করা হইয়াছে।' (৩) সংবাদ সত্য হউক বা না হউক, মীর্‌জাফর চতুর্দ্দিকে বিপজ্জাল ঘনীভূত দেখিলেন। দুর্ল্লভরাম সিরাজের পতনের পরেও আলিবর্দ্দী-বেগমের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন ও সময়ে তাঁহার প্রাসাদে গমনাগমন করিতেন, তাঁহাকেই এই চক্রান্তের মূল বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। ক্লাইব্‌ উক্ত সংবাদ পাইয়া বিবাদসংঘটন হইতে পারে চিন্তা করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে

---

(১) Orme II. 269.

(২) মুতাক্ষরীণ ২ খঃ ৭—৮ পৃঃ। অর্ম্ম এখানে সৈয়দ আহম্মদের এক ভ্রাতাকে সিংহাসনে স্থাপন করাইবার কথা নির্দ্দেশ করিয়া ভ্রম করিয়াছেন।

(৩) Orm II P. 270,

কাশিমবাজারের ইংরেজ-সৈন্যগণের প্রতি আদেশ দিলেন, নবাব অনুরোধ করিলে তাহারা যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত মিলিত হয়। তিনিও প্রয়োজন হইলেই স্বয়ং সদলে যাত্রা করিবেন, ইহাও লিখিয়া পাঠাইলেন। ইহাতেই যথেষ্ট ফল হইল। ওয়াট্‌সের মধ্যস্থতায় দুর্লভরাম ও মীরজাফরের অন্ততঃ মৌখিক পুনর্মিলনসাধন হইল। সৈন্যদলের বাকী বেতন কিয়দংশ পরিশোধ করিয়া ৭ই নবেম্বর মীরজাফর সসৈন্যে বিহার-যাত্রায় বহির্গত হইলেন। অসুখের ভাণ করিয়া দুর্লভরাম নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না; স্বীয় সৈন্যদলকেও নগর হইতে যাত্রা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। মীরজাফর নগরের বহির্দেশে পটমণ্ডপে থাকিয়া সমস্ত সৈন্য একত্রিত হওয়ার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অতঃপর ক্লাইব্‌কে সসৈন্যে যোগ দিতে অনুরোধ করা হইল। অংশপ্রাপ্ত পুরস্কারের প্রচুর অর্থে ইংরেজ-সৈন্যদল তখন অমিতাচারে পীড়িত, অনেকে পঞ্চত্বও প্রাপ্ত হইয়াছিল। (১) এ জন্য ব্যবস্থা করিয়া যাত্রা করিতে ক্লাইবের কিছুকাল বিলম্ব হইয়াছিল

ইতিমধ্যে ঢাকা-অঞ্চলে কয়েক জন লোকে নবাব সরফরাজ্‌ খাঁর দ্বিতীয় পুত্র আমানী খাঁকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্যোগ করিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করে। নায়েব-নবাব ইংরেজকুঠীর লোকজনের সাহায্যে ঢাকায় শান্তিস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ দিকে মীরজাফরের অনুপস্থিতিতে মীরণ কৌশলক্রমে নগরমধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন যে, পাটনা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, 'রামনারায়ণ দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সহ বহির্গত হইয়াছেন, অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্দৌলা ও ফরাসী ল সাহেবের যোগে বাঙ্গলা অধিকারে আসিতেছেন, দিল্লীদরবারে মীরজাফরের সুবাদারী স্বীকৃত হয় নাই। সিরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র মির্জা মেহেদীকে সিংহাসন প্রদানই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। রাজা দুর্লভরাম প্রস্তাব করিয়াছেন, যে, ইংরেজগণের সহায়তায় তাঁহাকেই নবাব করিবার ব্যবস্থা করিবেন।' (২) পাটনা হইতে মীরজাফরের আত্মীয়বর্গের এই কথিত পত্র সত্য হইলেও, পরে নির্দ্দিষ্ট সমস্ত কথা অসম্ভব। ১০ই নবেম্বর তারিখে সহরে ভয়ানক গোলযোগ উঠিল, সকলেই জানিতে পারিল, গত রাত্রে মীরণ আলিবর্দ্দী-বেগমের প্রাসাদে ঘাতক পাঠাইয়া বালক মির্জা মেহেদীকে নিহত

(১) Orme II 273.

(২) Orme II. *pp.* 271 27.

করিয়াছে। এই সঙ্গে নগরে প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল যে, আলিবর্দ্দী-বেগম ও সিরাজ-জননী আমেনাও নিহত হইয়াছেন; কিন্তু ইঁহাদিগকে ঢাকায় প্রেরণ করা হইয়াছিল। মীরজাফর বলিলেন, তিনি এই ঘটনার বাষ্পমাত্রও অবগত নহেন। (১) নিরপরাধ বালকের হত্যাকাণ্ডে লোকে স্তম্ভিত হইল। যাহা হউক, অতঃপর স্ক্রাফ্‌টনের উদ্যোগে দুর্লভরাম ও মীরণের মধ্যে পুনরায় ঐক্য-স্থাপন হইল। দুর্লভরামও এক্ষণে আপন সৈন্যদলের অধিকাংশকে নবাব-শিবিরে যাইবার অনুমতি দিলেন। মীরজাফর ১৭ই নবেম্বর তারিখে সদলে রাজমহলের দিকে যাত্রা করিলেন। এই দিনে ক্লাইব্‌ও সসৈন্যে চন্দননগর হইতে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে পত্রদ্বারা রামরাম সিংহকে মেদিনীপুর হইতে নিকটে আনয়ন করেন, নবাব সেনানী খাজা হাদী এক্ষণে বর্দ্ধমান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মুর্শিদাবাদে পঁহুছিয়া ক্লাইব্‌ দেখিলেন, পুনরায় সেখানে জনরব উঠিয়াছে যে, দুর্লভরাম মহারাষ্ট্রীয় দলপতি জানজীর সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন। মীরণ ক্লাইবের আগমনের পূর্ব্বেই রামরাম সিংহের আত্মীয়দ্বয়কে কারামুক্ত করিয়াছিলেন, এক্ষণে ক্লাইবকে স্বাগতসম্ভাষণে আপ্যায়িত করিলেন। রাজা দুর্লভরামের মনোভাব জ্ঞাত হইয়া সকলকে সান্ত্বনা করিয়া ক্লাইব্‌ রাজমহলে নবাব সৈন্যের সহিত মিলিত হইলেন। নবাব ইংরেজ সৈন্যদলে দশ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিলেন।

ইতিমধ্যে মীরজাফর রাজমহল হইতে খাদেম্‌ হোসেন্‌ খাঁকে পূর্ণিয়ার ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। সমগ্র নবাব-সৈন্যের আগমন-সংবাদেই বিদ্রোহিদল সচকিত হইয়াছিল; এক্ষণে অনায়াসেই খাদেম্‌ হোসেন্‌ বিদ্রোহ দমন করিলেন। কিন্তু আত্মোদর পূরণ জন্য পূর্ণিয়ার অধিবাসিগণের উপরে সমধিক অত্যাচার করায় তাহার প্রতি কাহারও শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল না।

সর্ব্বত্র এইরূপে বিদ্রোহের উপশম হওয়ায় মীরজাফর খাঁ এক্ষণে পাটনা যাত্রার প্রস্তাব করিলেন। ক্লাইব্‌ সময় পাইয়া বলিয়া বসিলেন, পূর্ব্বপ্রতি-শ্রুত টাকা না দিলে কিরূপে যাওয়া ঘটে? (২) দেওয়ান রাজা দুর্লভরাম না হইলে রাজকোষ হইতে অর্থপ্রদান বা বরাতচিঠী বাহির হওয়া অসম্ভব,

(১) গোলাম্‌ হোসেন্‌ এ স্থলে মীরজাফরকেও লিপ্ত বলিয়াছেন। ক্লাইবের সাক্ষ্যেও এইরূপ নির্দ্দেশ আছে।

(২) Orme II. 275-76

অতএব রাজার সহিত মিলন অবশ্য কর্ত্তব্য। ক্লাইব্ এক্ষণে দুর্লভরামকে সাহস দিয়া পত্র লিখিলে তিনি সদলে আসিয়া উপনীত হইলেন। এক্ষণে ইংরেজপক্ষের ২৩ লক্ষ টাকা প্রাপ্য ছিল, ইহার অর্দ্ধাংশ রাজকোষ হইতে এবং অবশিষ্ট বর্দ্ধমান ও কৃষ্ণনগরের রাজা এবং হুগলীর ফৌজদার আমির বেগের প্রতি রাজকরের উপরে বরাত চিঠি প্রদত্ত হইল। পরবর্ত্তী কিস্তীর ১৯ লক্ষ টাকার জন্যও এইরূপ তন্‌খার ব্যবস্থা হইল। এই সময়ে কলিকাতার দক্ষিণে কোম্পানীর জমিদারীর জন্য ফরমান্‌ও প্রদত্ত হইয়াছিল। এই সমস্ত বিষয় বিনা আপত্তিতে স্থিরীকৃত হইলেও, যুদ্ধযাত্রার উদ্দেশ্য লইয়া বিষম সমস্যা দাঁড়াইল। মীর্‌জাফর খাঁর অভিপ্রায় ছিল, রাজা রামনারায়ণকে উৎখাত করিয়া সহোদর মীর্ কাজেম্ খাঁকে বিহারের রাজ্যভার অর্পণ করেন। (১) কিন্তু দুর্লভরামের সহিত পরামর্শ ক্লাইব্ মীর্‌জাফর খাঁকে বুঝাইয়া দিলেন, 'এইরূপ ব্যবস্থা করিলে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিশৃঙ্খলা চলিবে। রামনারায়ণের সৈন্যবল অল্প নহে, অযোধ্যার নবাবের সাহায্য-প্রাপ্তির জন্য তিনি প্রাণপণে উদ্যোগ করিবেন। উপরন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণের সাহায্য পাইলে সমূহ বিপৎপাৎ ঘটিবে। ফরাসীর আগমনে ইংরেজদলের আত্মরক্ষার নিমিত্ত অতিশীঘ্র কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধা হইবারও সম্ভাবনা আছে।' মীর্‌জাফর এই সকল কথার কোন উপযুক্ত উত্তর নাই ভাবিয়া অগত্যা রামনারায়ণের সহিত মিলনের প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন।

অতঃপর সমগ্র সৈন্য সহ পাটনা যাত্রা করা হইল। সর্ব্বাগ্রে সদলে ক্লাইব্, মধ্যস্থলে দশ সহস্র সৈন্য সহ দুর্লভরাম ও পশ্চাতে চল্লিশ সহস্র নবাব সৈন্য মহা আড়ম্বরে যাত্রা করিল। রাজা রামনারায়ণ পূর্ব্বে আত্মরক্ষার উপায়বিধান করিতেছিলেন, কিন্তু ক্লাইবের পত্র পাইয়াই প্রত্যুদ্গমন করিয়া প্রথমে ক্লাইবের সহিত ও পরে ওয়াট্‌সের সমভিব্যাহারে নবাবের নিকটে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। মীর্‌জাফর তাঁহাকে সদলে পশ্চাতে আসিতে আদেশ দিলেন। ইহাতে কেহ বুঝিল, লোকচক্ষে তাহার নিম্নপদ প্রদর্শন করাই নবাবের উদ্দেশ্য; কেহ বা সন্দেহ করিল, রামনারায়ণ যাহাতে শীঘ্র অগ্রগামিদলের সাহায্য না পান, এ জন্যই এই ব্যবস্থা। সৈন্যদল পাটনার নিকটে উপনীত হইলে, নবাব খাজা হাদীকে সদলে অগ্রগামী হইয়া দ্বাররক্ষার আদেশ দিলেন।

(১) মুতাক্ষরীণ এবং অন্য

নবাবের আগমন পর্য্যন্ত অন্য কাহাকেও নগরে প্রবেশ করিতে দেওয়া না হয়, এই আদেশ ছিল। ক্লাইব্ সদলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে হাদী সাহস করিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিতে পারিলেন না। ইংরেজ সৈন্য পাটনার ইংরেজ-কুঠীতে উপনীত হইল। অতঃপর নবাব ইংরেজ-সৈন্যকে প্রথমে বাঁকীপুর, পরে দানাপুরে গিয়া শিবিরসন্নিবেশ করিবার অনুমতি দেওয়ায় গোলযোগ বাধিল। সন্দেহে দোলায়মানচিত্ত ক্লাইব্ সদলে পাটনার পরপারে বিস্তীর্ণ চরে শিবিরসন্নিবেশ করিলেন; রামনারায়ণ ও দুর্লভরাম অনুচর দ্বারা নানারূপে এই সন্দেহের পুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন। ক্লাইব্ মীরজাফরের সহিত সাক্ষাৎ করায় সন্দেহ নিরসন হইল। নবাব বলিলেন, দুর্লভরাম চক্র করিয়া রামনারায়ণের ব্যাপারের মীমাংসায় বিলম্ব করিতেছেন। ইতিমধ্যে সত্য সত্যই বাঙ্গলার চৌথস্বরূপে ২৪ লক্ষ টাকা দাবী করিয়া মারাঠা দলপতিগণের অনেক লোক পাটনায় উপস্থিত হইল। এই কারণে শীঘ্রই রামনারায়ণের সহিত মিলন হইল; রামনারায়ণ নবাবশিবিরে উপস্থিত হইয়া সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। পাটনায় নবাব মীরজাফর খাঁর দরবার বসিল। মীরণকে নামে নায়েব্ নবাব করা হইল। রামনারায়ণ ডেপুটী নবাবীপদে স্থায়ী রহিলেন, এবং নবাবের হস্ত হইতে বহুমূল্য খেলাৎ উপহার পাইলেন। এই উপলক্ষে বাকী রাজস্ব প্রভৃতি উল্লেখে রামনারায়ণকে ৭ লক্ষ টাকা দিতে হইয়াছিল। এই প্রদেশে অন্যান্য জমিদারবর্গের নজরেও কিঞ্চিৎ প্রাপ্তি হইল। নবাব পাটনার সুব্যবস্থার জন্য আরও কিছু দিন বিহার অঞ্চলে বিলম্ব করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্লাইব্ ফরাসী-আগমনের সংবাদ পাইয়া শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করায় মীরজাফর খাঁ সম্মত হইলেন। এই সময়ে ক্লাইব্ ইংরেজপক্ষের আর একটী সুবিধা করিয়া লন। ইংরেজগণ সোরার ব্যবসায়ে প্রভূত লাভ করিতেন। পাটনার অন্য পার্শ্বে ছাপরা প্রভৃতি জেলাই বঙ্গের সোরা প্রস্তুত করিবার প্রধান স্থান। সোরার বাণিজ্যে রাজকোষে অনেক আয় হইত। ক্লাইব্ কোম্পানীর জন্য এই ব্যবসায় একনিষ্ঠ করিয়া লইয়া রাজকোষে যত অধিক মাশুল জমা আছে, তাহাই দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু এই বাবদ অন্য যাহা উপরি লাভ হইত, ইংরেজগণের নিকট তাহার প্রত্যাশা নাই; এজন্য মীরজাফর খাঁ ইতস্ততঃ করিয়াও ইংরেজপক্ষকে অসন্তুষ্ট করিতে পারেন না বলিয়া ঐ প্রস্তাবে মত দিলেন। ইতিমধ্যে দিল্লী-দরবার হইতে মীরজাফর খাঁর

সুবাদারী সনন্দ আসিল এবং ক্লাইবের ছয় হাজারী মনসব্দারী ও ওমরা পদবী প্রাপ্তি হইল।

১৫ই মে সসৈন্যে নবাব ও ক্লাইব মুর্শিদাবাদে পঁহুছিলেন। এই সময়ে সংবাদ আসিল যে, ফরাসীর যুদ্ধজাহাজ আসিয়াছে এবং মান্দ্রাজ উপকূলে ইংরেজগণের সহিত তাঁহাদের সামান্যমত একটী যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ-পক্ষের ইহাতে বিশেষ কোন জয়লাভ হয় নাই, ঘটনাক্রমে একখানি ফরাসী জাহাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। অথচ ক্লাইব প্রকাশ করিয়া দিলেন, "প্রকাণ্ড নৌ-যুদ্ধ হইয়াছে, ইংরেজপক্ষ সম্পূর্ণ জয়ী হইয়াছেন, ফরাসীর দুইখানি জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে এবং অবশিষ্ট প্রাণ লইয়া, পলায়ন করিয়াছে।" ফরাসীগণের আর কোনই আশা নাই, ইত্যাদি। (১)

এদিকে নবাব-সৈন্যের পাটনাযাত্রার পরে মুর্শিদাবাদ সহরে নানাপ্রকার জনরব উঠিয়াছিল। কেহ বলিল, রামনারায়ণ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে নবাবের আজ্ঞায় নিহত হইয়াছেন, কেহ বা বলিল, রাজা সুন্দর সিংহ রাজা দুর্লভরামের প্ররোচনায় নবাবকে হত্যা করিয়াছেন। নির্ব্বোধ মীরণ সব কথাই বিশ্বাস করিয়া সৈন্যসামন্ত সমবেত করিয়া হুলস্থূল বাধাইয়াছিল। পুনর্বার ক্লাইব ও দুর্লভরামের প্রত্যাগমনের সংবাদে ভাবী আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া সৈন্য সহ নগর হইতে পিতার সহিত যোগ দিতে যাওয়ার উদ্যম করিয়া মীরণ এক মহা গোল বাধাইয়াছিল। ইহাতে ক্লাইবের উপরেও সন্দেহ বলিয়া ক্লাইব নবাবকে কিঞ্চিৎ ক্রোধের সহিত মীরণের মূর্খতাবিষয়ে এক পত্র প্রেরণ করিলেন। মীরণ ক্ষমাপ্রার্থনা ও ত্রুটী স্বীকার করায় সমস্ত গোল মিটিয়া গেল।

ইতিমধ্যে বিলাত হইতে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের আদেশপত্র আসিয়াছে শুনিয়া ক্লাইব ব্যস্ত হইয়া কলিকাতায় গেলেন। পূর্ব্বে সিরাজুদ্দৌলার কলি-কাতা আক্রমণের সংবাদ পাইয়া ডিরেক্টরগণ পাঁচ জন মেম্বরকে কলিকাতার কর্তৃত্বভার দিয়া এবং ক্লাইবকে তাহার সভাপতি মনোনীত করিয়া পত্র দেন, কিন্তু সে পত্র পঁহুছিবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের দ্বিতীয় পত্র ২০ জুন তারিখে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছিল। ইহাতে ড্রেক্ সাহেবকে পদচ্যুত করিয়া দশ জন সভ্য মনোনীত করা হয়, তন্মধ্যে প্রবীণ চারিজন পালাক্রমে তিন মাস করিয়া সভাপতি থাকিবেন এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল। কর্তৃত্বের এইরূপ গোল হইলে এ অবস্থায় কার্য্য চলে না। তাহাতে ক্লাইব এখন সর্ব্বেসর্ব্বা, নবাবের নিকট

(১) Orme II 353.

টাকাও সমস্ত আদায় হয় নাই ; ক্লাইব্ চলিয়া গেলে সব দিকেই সমূহ বিপদ। সকলে মিলিয়া অনুরোধ করিয়া ক্লাইবের ক্রোধ শান্তি করা হইল এবং এক-বাক্যে ২৬শে জুন তারিখে ক্লাইবকে কর্তৃত্ব প্রদত্ত হইল।

রাজা নন্দকুমার এক্ষণে মীরজাফর খাঁর অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। তিনি গতবারে নবাবের সহিত পাটনা যাত্রা করেন। রাজস্ববিভাগে কার্য্যদক্ষতার জন্য তিনি দেওয়ান্ দুর্লভরামের সহকারী বা খাল্‌সার পেস্কার হইয়াছিলেন। জমিদারগণের নিকট হইতে ইংরেজপক্ষকে দেয় টাকা আদায়ের অসুবিধা দেখিয়া নন্দকুমার প্রস্তাব করেন, তাঁহাকে ভার দিলে সমস্ত টাকা সুশৃঙ্খলায় আদায় ও পরিশোধ করিবেন। ইংরেজপক্ষের সম্মতিক্রমে তিনি এখন ঐ কার্য্যের ভার পাইলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেন নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবে তিনি এ প্রস্তাব করেন নাই। ইহাতে লাভ করিতে হইলে তাহা দুর্লভরামের অবিদিত রহিবে না মনে ভাবিয়া নন্দকুমার দুর্লভরামকে নবাবের নিকট বিশেষ অপদস্থ করিবার কল্পনা করিলেন। (১) নবাব এবং মীরণকে বুঝাইয়া দিলেন, ইংরেজ-পক্ষ রীতিমত সময়ে টাকা পাইলে আর কিছুই চাহেন না সর্ব্বপ্রযত্নে তাহারই উপায় কর্ত্তব্য। শেঠগণকে বলিলেন 'রাজা দুর্লভরামের সহিত আপনারা এই-রূপ সদ্ভাব রাখিতেছেন, কিন্তু তিনি রাজস্ব হইতে ইংরেজের প্রাপ্য টাকা না দিতে পারিলে আপনারা জামিন আছেন, ইংরেজ আপনাদিগকেই ধরিবে'। এই সময়ে বৈদ্য রাজা রাজবল্লভ মীরণের দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন, দুর্লভরামকে তাঁহার নিকট ঢাকা বিভাগের কাগজপত্র সমর্পণ করিবার আদেশ হইল। (২) রাজা দুর্লভরাম এই সকল ষড়যন্ত্রে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া কলিকাতায় যাইবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু নবাব স্বীকৃত হইলেও মীরণ বলিলেন, সৈন্যাদির ব্যয় নির্ব্বাহের টাকা না দিয়া তিনি যাইতে পারেন না।

কথিত আছে, নবাব মীরজাফরও এই সময়ে দুর্লভরামের সর্ব্বনাশসাধনের উদ্যোগ করিতেছিলেন। রাজধানীতে নানাপ্রকার চক্রান্ত ও গোলযোগের সংবাদ পাইয়া ক্লাইব্ কৌশলপূর্ব্বক নবাবকে কলিকাতায় আসিবার নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন। ঢাকা হইতে রাজকীয় নাওয়ারা আনাইয়া কলিকাতা যাত্রার কথা হইল। জুলাই মাসে তরণী আসিয়া পঁহুছিলে ওয়াট্‌সের পুনরায় অনুরোধে অবিলম্বে যাত্রা করাই স্থির হইল। নগর হইতে সদলে মৃগয়া করিতে করিতে

(১) Orme II.

(২) কাপ্তেন ক্রম্ ভ্রমক্রমে রাজবল্লভ নবাবের দেওয়ান নিযুক্ত হন, লিখিয়াছেন।

অগ্রদ্বীপে গিয়া নৌকায় উঠিবার ব্যবস্থা হইল। এ দিকে মীর্জাফরের নগর ত্যাগের দুই দিন পরে (৮ই জুলাই) মীরণের আদেশে বেতনের দাবি করিয়া কতকগুলি সৈন্য দুর্লভরামের বাটীর নিকটে হাঙ্গামা বাধাইল। ইংরেজ-প্রতিনিধি স্ক্রাফ্‌টনের বিশেষ চেষ্টায় সৈন্যদল নিবৃত্ত হইল। অনেকের সন্দেহ হইল, মীর্জাফর চক্রান্ত করিয়া এই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ও ওয়াট্‌স এ সময়ে মনকরা পর্যান্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, এই সংবাদ তাঁহাদের নিকটে আনীত হইলে নবাব আপন:নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য অনেক কথা বলিলেন। স্থির হইল, ওয়াট্‌স প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দুর্লভরামকে আনয়ন করিবেন। অতঃপর ইংরেজপক্ষের লোকসহ নৌকাযোগে রাজা দুর্লভরামও কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ক্লাইব্ প্রভৃতি ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ হুগলী পর্য্যন্ত প্রত্যুদ্গমন করিয়া মীরজাফর খাঁকে সসম্মানে কলিকাতা লইয়া গেলেন। মহা আড়ম্বরে কয়েক দিবস কলিকাতায় বাস করিয়া নবাব রাজধানী প্রত্যাগত হইলেন। মীরণ ইতিমধ্যে দুর্লভরামের আবাসবাটীতে রক্ষী নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল; ক্লাইবের অনুরোধে দুর্লভরামের পরিবারবর্গও অতঃপর কলিকাতা প্রেরিত হইলেন। (১) (সেপ্টেম্বর, ১৭৫৮)।

নবাব মীর্জাফর খাঁ দিন দিন অর্থাভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। রাজ-কার্য্যে তাঁহার কোনকালেই সুদক্ষতা ছিল না; ইহার উপরে বৃদ্ধ বয়সে বিলাসী হইয়া পড়িলেন। পুত্র মীরণ তেজস্বী হইলেও অব্যবস্থিতচিত্ত ও বিষয়বুদ্ধি-বিহীন ছিল। ইংরেজপক্ষের ঋণ পরিশোধের জন্য রাজ্যের উৎকৃষ্ট অংশ আবদ্ধ। জায়গীরবিভাগে চুনীরাম ও মণিলাল নামে মীর্জাফরের প্রিয়পাত্র দুইজন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল; তাহারা নবাবের পারিবারিক ব্যয়-নির্ব্বাহ ও বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিয়া দিয়া সংগৃহীত অর্থ যথাশক্তি কুক্ষিগত করিবার উপায় দেখিত। নবাবের কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমনের পরে সৈন্য-দলের বেতন দিবার জন্য ইংরেজ-কোম্পানীর নিকটে দুই লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হইল। (২) সৈন্যদলের মধ্যে অনেকে অর্থকৃচ্ছ্রতাজনিত অসন্তোষে কেহ বা অন্যান্য গূঢ় কারণে দলবদ্ধ হইয়া অন্যতম সেনাপতি খাজা হাদীর অধীনে বিদ্রোহের সূত্রপাত করিল। গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও তাঁহার প্রাণবধের কল্পনা অবগত হইয়া মীর্জাফর সাবধান হইলেন। মহরমের সময়ে উৎসবের গোলমালে

(১) Orme II.
(২) Long's Records No 377.

চক্রান্তকারিগণের গুপ্ত মন্ত্রণা কার্য্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায় ছিল। ধৃত হইয়া খাজা হাদী খাঁকে অবমানিত ও কার্য্য হইতে অপসৃত হইতে হইল। তাঁহাকে গৃহে গমন করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইলে সম্পত্তি ও বন্ধুগণ সহ তিনি বিহার-প্রদেশের দিকে যাত্রা করিলেন। মীরণের আদেশে রাজমহলের ফৌজ-দার এবং তেলিয়াগড়ীর পথরক্ষক সামন্ত নিজ নিজ দলবল পাঠাইয়া হাদীর প্রাণসংহার করিলেন। (১) এই বিদ্রোহ-ব্যাপারেও দুর্লভরামের ইঙ্গিত ছিল, এইরূপ সন্দেহ হয়, কারণ, রাজা দুর্লভরামের ভ্রাতা বৃন্দাবন হেষ্টিংসের নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন যে, ঐ বিদ্রোহভাবাপন্ন সৈন্যদলের অনেকেই তাঁহাদের অনুগত। দুর্লভরাম যে চক্রান্তের চক্রধর, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার লিখিত এক খানি পত্রও প্রকাশিত হয়; কিন্তু এরূপ পত্র কল্পিতও হইতে পারে। ক্লাইব্ খাজা হাদীকে আনাইয়া ইহার মীমাংসা করিবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহার প্রাণনাশ হওয়ায় নবাবের প্রতিই সন্দেহের কারণ হইল। (২) এই সময়েই ইংরেজ সৈন্য দক্ষিণাঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছিল, সুতরাং এক্ষণে নবাবকে উত্তেজিত করা সৎপরামর্শ নহে বিবেচনা করিয়া, ক্লাইব্ লিখিয়া পাঠাইলেন, 'বৃথা সন্দেহে উভয় পক্ষের মনোভঙ্গ হওয়া প্রার্থনীয় নহে।' এই সময়ে মান্দ্রাজ হইতে সংবাদ আসিল, ফরাসীর সহিত পুনরায় যুদ্ধ বাধিয়াছে। এবার ফরাসীগণ জয়ী হইয়া সেণ্টডেভিড্ দুর্গ জয় করিয়াছে, তাঞ্জোর অবরুদ্ধ হইয়াছে, এবং ফরাসী সেনাপতি লালী ও বুসী মিলিত হইয়া শীঘ্রই মান্দ্রাজ আক্রমণ করিবেন। বাঙ্গলা হইতে যত দূর সম্ভব সৈন্যপ্রেরণের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। ক্লাইব্ স্বয়ং তথায় গিয়া অন্যের অধীন হইতে চাহেন না, অধিক সৈন্য পাঠাইয়া বলক্ষয় করাও মত ছিল না, এ জন্য তিনি পরোক্ষভাবে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিলেন। উত্তরসরকারের রাজমহেন্দ্রীর রাজা আনন্দরাজ ফরাসীগণের সহিত বিরোধ করিয়া ইংরেজপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ক্লাইব্ কলিকাতা কাউন্সিলের মত উপেক্ষা করিয়া কর্ণেল ফোর্ডের অধীনে পাঁচশত গোরা ও দুই সহস্র সিপাহীসৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই ব্যবস্থায় বিশেষ ফল দর্শাইয়াছিল, কিন্তু দক্ষিণাপথের যুদ্ধের সহিত বর্ত্তমান ইতিহাসের কোন সংস্রব না থাকায় এইখানেই নিরস্ত হওয়া গেল।

---

(১) Orme II. 361

(২) গোলাম্ হোসেন্ এ সময়ে বিহার প্রদেশে ছিলেন। তিনি এই হত্যাকাণ্ডে মীরজাফর খাঁ লিপ্ত ছিলেন, এরূপ নির্দ্দেশ করেন নাই।

ইতিপূর্ব্বে পাটনায় অবস্থিতিকালে ক্লাইব্ কোম্পানীর সিপাহী সৈন্যদলের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন। বঙ্গদেশে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই সিপাহীসৈন্য সংস্কারের দিকে ক্লাইবের বিশেষ লক্ষ্য দৃষ্ট হয়। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে অর্থাৎ কলিকাতা পুনরধিকারের পরেই ক্লাইব্ বাঙ্গলায় কোম্পানীর সিপাহীসৈন্য-দলের পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। দেশীয় সৈন্যগণকে গোরা-সৈন্যের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্র এবং পরিচ্ছদও প্রদত্ত হইয়াছিল, এইজন্য কথিত প্রথমসংখ্যক বঙ্গীয়-সৈন্যদল উত্তরকালে 'লাল পল্টন' বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। বক্ষ্যমাণ সৈন্যদলে তাৎকালিক বঙ্গপ্রবাসী পাঠান ও রাজপুতদলের সংখ্যাই অধিক হইলেও, বঙ্গীয় নিম্নশ্রেণীর লোকের অনেকেই ইহাতে স্থান পাইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। (১) পলাশীযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ১৭৫৭ খৃষ্টা-ব্দের আগষ্ট মাসে দ্বিতীয় বঙ্গীয় সিপাহীদল গঠিত হইয়াছিল। অতঃপর ক্লাইব্ পাটনা হইতে তিন সপ্তাহের মধ্যে সহস্রাধিক ভোজপুরে সিপাহী সংগ্রহ করিয়া তিন দল সিপাহী-সৈন্য সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয়-প্রণালী-অনুসারে শিক্ষিত করিয়া কোম্পানীর বলবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সিপাহীদলের উল্লিখিতরূপ সংস্কার ও পুষ্টিসাধন হইয়াছিল বলিয়াই উত্তর-সরকারে এত অধিক সৈন্য প্রেরণ সম্ভবপর হইয়াছিল।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে শাজাদা শা আলমের বিহার প্রদেশে আগমনের সংবাদ আসিলে মুর্শিদাবাদ দরবারে বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইল। একদেশ-দর্শী ধর্ম্মান্ধ বাদশাহ আরঙ্গজেবের জীবনসন্ধ্যায় সমগ্র ভারতে যে বিপ্লব-বহ্নি প্রধূমিত হইতেছিল, তাহাই উত্তরকালে ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইয়া মোগলের প্রবল প্রতাপ এককালে ভস্মীভূত করিয়া দিল। সিংহাসন লইয়া পরবর্ত্তী গৃহকলহ এবং বিদ্রোহভাবাপন্ন বিশ্বাসঘাতক আমির ওমরাগণের স্বার্থপরতায় সাম্রাজ্যের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল। দিগ্বিজয়ী মহারাষ্ট্র সামন্তগণের প্রাদুর্ভাবে যে তেজ ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইতেছিল, নাদির শা ও আহম্মদ্ শা আবদালীর প্রচণ্ড আক্রমণে তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল। ক্রমাগত বিপ্লবের পরে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সুবিখ্যাত নিজাম উল্‌মুলকের পৌত্র উজীর গাজী উদ্দীনের হস্তের ক্রীড়াপুত্তল নামমাত্র বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অনেক বিড়ম্বনা সহ্য করিয়া বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র আলি-

---

(১) কাপ্তেন্ ব্রুম্ স্বীয় বঙ্গীয় সৈন্যের ইতিহাসে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই সৈন্যদলে বাঙ্গালীগণ স্থান পায় নাই। তাঁহার উক্তির কোনও প্রমাণ উল্লেখ নাই।

গোহর্ দুরন্ত উজীরের দৃঢ় মুষ্টি হইতে মুক্ত হইয়া পলায়ন করিয়া রোহিলখণ্ডে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় নানাদিক্ হইতে যুদ্ধব্যবসায়ী লোকে তাঁহার দলপুষ্টি করিতে লাগিল। আলিগোহর্ ভবিষ্যতে শা আলম্ উপাধি গ্রহণ করায়, সেই নামেই তিনি ইতিহাসে বিশেষ পরিচিত।

যুবরাজের পক্ষ প্রথমেই বঙ্গ-বিহার অধিকারের উদ্যম সৎপরামর্শ মনে করিলেন। বঙ্গদেশ সম্প্রতি বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত, বাঙ্গলা অধিকৃত হইলে যুবরাজের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিপুল লাভেরও আশা ছিল। এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা মহম্মদ্‌কুলী খাঁ, কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহ্ এবং টীকারী ও ভোজপুরের জমিদার সুন্দর সিংহ ও পালোয়ান্ সিংহ নিজ নিজ স্বার্থসাধনোদ্দেশে শাজাদার পূর্ব্বাঞ্চল অধিকারে সাহায্যদানে প্রস্তুত হইলেন। অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দৌলার গূঢ় উদ্দেশ্য অন্যরূপ থাকিলেও, তিনি এই ব্যাপারে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন, এইরূপে ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে শাজাদা সদলে বিহারের সীমন্তভাগে অগ্রসর হইলেন।

ইতিপূর্ব্বেই তিনি ক্লাইবের নিকটে এক পত্র প্রেরণ করেন। (১) ক্লাইব্ দিল্লীশ্বরের অন্যতম ওমরা, সুতরাং যুবরাজের সহিত সম্মিলিত হইয়া বঙ্গ-বিহার অধিকারের ও তৎসহ দিল্লীশ্বরের প্রভাব পুনঃস্থাপনের সহায়তা করিবেন, পত্রের স্থূল মর্ম্ম এই। ক্লাইব্ তৎপূর্ব্বেই যুবরাজের তাৎকালিক অবস্থা সম্যক্ অবগত হইয়াছিলেন, সুতরাং পত্রোত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন, 'দিল্লীশ্বরের ওমরা বলিয়া আমি রাজ্য-মধ্যে বিদ্রোহব্যাপার সংঘটিত হইলে তাহার শান্তির উদ্যোগ করিতে বাধ্য। আপনি এক্ষণে সম্রাটের আদেশের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছেন, ইহা আপনার অজ্ঞাত নাই। উপরন্তু ইংরেজজাতি কোনকালেই সন্ধিভঙ্গ করে না; বাঙ্গলার নবাবের পক্ষ হইয়া ইংরেজ যথাসাধ্য আক্রমণ প্রতিহত করিবার সহায়তা করিবেন' ইত্যাদি। নবাবের মনস্তুষ্টির জন্য ক্লাইব্ এই বিষয়ের পত্রাদি তাঁহার নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন। (২) বাদশাহের নিকট হইতেও 'তাঁহার বিপথগামী ও বিদ্রোহী পুত্রের' বিরুদ্ধে সহায়তা করিবার নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই সমস্তই তাঁহার উজীরের কীর্ত্তি। ক্লাইব্ সাহায্য করিতে অস্বীকার করায়,

১) Long's Records No 394.

২) First Report & Malcolm I. pp. 401—2.

শাজাদা আলিগোহর ফরাসী সেনানী লকে ছত্রপুর হইতে সাহায্যার্থে আহ্বান করেন। ল এক্ষণে বুন্দেলরাজের আশ্রয়ে ছিলেন।

বিহারের ডিপুটী নবাব রামনারায়ণ এক্ষণে বিষম সমস্যায় পড়িলেন। নবাবী সৈন্য বা ইংরেজ তখনও মুর্শিদাবাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় নাই। শাজাদার সহিত মিলিত হইতেও তাঁহার সাহস হইল না, কারণ নবাবপক্ষ জয়ী হইলে তখন সমূহ বিপদ। এইরূপে উভয় সঙ্কটে পড়িয়া রামনারায়ণ পাটনা কুঠীর অধ্যক্ষ আমিয়ট্ সাহেবের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। (১) আমিয়ট্ বলিলেন, 'ইংরেজ-সৈন্য শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া না পঁহুছিলে আমরা লোকজন সহ সরিয়া পড়িব। আপনি যতক্ষণ পারেন, শাজাদার সহিত মিলনের প্রস্তাবে প্রবোধ দিয়া রাখুন। নিতান্তপক্ষে বাঙ্গলা হইতে সৈন্য না আসিয়া পঁহুছিলে তখন যাহা ভাল বোধ হয় করিবেন।' রামনারায়ণেরও যতক্ষণ সাধ্য, দুই দিক্ বজায় রাখিবার অভিপ্রায়; তিনি বাঙ্গলা হইতে শীঘ্র সৈন্য পাঠাইতে লিখিয়া শাজাদার নিকটেও দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে কিছুকাল নিরস্ত রাখিবার উদ্যম করিলেন। ক্রমশঃ বাদশাহী সৈন্য নিকটবর্ত্তী হইলে, কুঠীর ইংরেজগণ নৌকাযোগে প্রস্থান করিলেন। রামনারায়ণ শাজাদার শিবির পর্য্যন্ত গিয়া বশ্যতাস্বীকারের উদ্যোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু সেখানে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের মধ্যে অনৈক্য দেখিয়া নগরে প্রত্যাগত হইলেন। ঐ সময়ে বাদশাহী সৈন্য আসিয়া নগর প্রবেশ করিলে, আর কোন উপায় থাকিত না। যাহা হউক, শাজাদার দল অতঃপর পাটনা অবরোধ করিল। রামনারায়ণ দ্বাররুদ্ধ করাইয়া নগর রক্ষার যথাসাধ্য আয়োজন করিলেন।

এই সময়ে শেঠ-ভ্রাতৃদ্বয় পরেশনাথ দর্শনে মনঃস্থ করিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। নবাব সংবাদ পাইলেন, তাঁহাদের অর্থে শাজাদা নিজ সৈন্য পোষণ করিতেছেন। এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র জগৎশেঠদ্বয়কে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করা হয়; তাঁহারা তীর্থযাত্রায় নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন, আর ফিরিলেন না, সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল। (২) বলা বাহুল্য, এ সন্দেহের মূল ছিল না। যাহা হউক, ক্লাইব্ ক্ষুদ্র ইংরেজদল সহ (৩) মুর্শিদাবাদে পঁহুছিলে নবাব সৈন্যের

(১) Mutaqherin II

(২) Malcolm Life of Clive vol. I 391-93

(৩) ক্লাইবের সৈন্যসংখ্যা ৪৫০ গোরা ও ২৫০০ শত সিপাহী-মাত্র ছিল। কিন্ত কথিত আছে, তিনি যুদ্ধের পূর্ব্বেই বিলাতের পত্রে সাহস করিয়া লেখেন, (Letter to the

উৎকৃষ্ট অংশ মীরণের অধীনে সজ্জিত হইয়া পাটনা যাত্রা করিল। রামনারায়ণ যত দিন সম্ভব, সন্ধির প্রস্তাব প্রভৃতি উপলক্ষে বিলম্ব করিয়া পরে বাঙ্গলা সৈন্যের আগমন সংবাদ শুনিয়া নগররক্ষার জন্য শাজাদার পক্ষের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। শাজাদার দল নগর আক্রমণে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। কয়েক দিন চেষ্টার পর নগরপ্রাচীরের এক স্থল ভেদ করিয়া নগর প্রবেশ করিবে, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, অযোধ্যার নবাব এলাহাবাদের দুর্গ আক্রমণ করিয়া হস্তগত করিয়াছেন। তিনি প্রকাশ্যে শাজাদার সহিত যোগ দিবার ভান করিয়া সৈন্যসহ অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য এইরূপ ছিল। মহম্মদ্‌কুলী খাঁ তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে নিজ রাজধানীর দিকে যাত্রা করিলেন। পথে মধ্যে ল সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ল তাঁহাকে ফিরিবার অনুরোধ করিয়া বলেন, 'আমার সঙ্গে চলুন, দুই দিনের মধ্যে পাটনা আপনার হস্তগত করাইয়া দিব।' হতভাগ্য মহম্মদ্‌কুলী নিষেধ না শুনিয়া এলাহাবাদে ফিরিয়া, বন্দীভূত ও নিহত হন।

বঙ্গীয় সৈন্যের আগমনের পূর্ব্বেই অপর পক্ষ পাটনা হইতে প্রস্থান করিয়াছিল। শাজাদা শা আলম্ এক্ষণে অর্থাভাবে বিপন্ন হইলেন সৈন্যদল ক্রমশঃ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। জমিদার পালোয়ান সিংহ এখনও যুবরাজের জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু তিনি পাছে আত্মদোষ-ক্ষালনের নিমিত্ত শাজাদাকে ধৃত করিয়া বিপক্ষের হস্তে সমর্পণ করেন, এই আশঙ্কায় তাঁহার প্রস্তাবে মত দেওয়া হইল না। (১) অতঃপর শা আলম্ সময়োচিত নম্রতাসহকারে ক্লাইবের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন; এ পত্রের স্থূল মর্ম্ম,—কিছু অর্থপ্রদান করিলে আমি এ প্রদেশ ছাড়িয়া যাই। (২) এক্ষণে রামনারায়ণের কৈফিয়তে ক্লাইব ও মীরণ সন্তুষ্ট হইলেন। পালোয়ান সিংহের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হইলে,

Secret Committee 12th March 1759) 'এই ক্ষুদ্রদল-সাহায্যেই বাদশাহী-সৈন্যকে শিক্ষা দিব'। এটী 'রণাৎ প্রত্যাগতা শূরাঃ' কি না, বিবেচ্য। গোলাম্ হোসেন্ বলিয়াছেন, বাদশাহের নামে ইংরেজপক্ষ প্রথমে ভয় পাইয়াছিলেন, ক্লাইব্ যুবরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় প্রথমে সম্মত হন নাই, পরে তাঁহার দলে পরস্পর মিল নাই শুনিয়াই সাহসী হইয়া অগ্রসর হন। (Mut. II pp 86-87)

(১) মুতাক্ষরীণ।

(২) গোলাম্ হোসেন্ এরূপ পত্রের উল্লেখ করেন নাই। তিনি শাজাদার শিবিরে ছিলেন; তাঁহার রচিত ও স্বহস্ত-লিখিত পত্রই প্রথম পত্র বলিয়া মনে হয়।

তিনি সদলে পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় লইয়া বিবাদ মীমাংসা জন্ত দূত প্রেরণ করিলেন। অতঃপর মীরণকে ভুলাইয়া পাটনায় পাঠাইয়া, ক্লাইব্ ও রামনারায়ণ জমিদারবর্গের সহিত সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির করিলেন। শাজাদাকে দশ সহস্র মুদ্রা প্রেরণ করা হইল। (১)। সমস্ত ব্যবস্থা এই ভাবে নিষ্পন্ন হইয়া গেলে ক্লাইব্ জুন মাসে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন (১৭৫৯ খৃঃ)।

এ দিকে নবাব মীরজাফর খাঁ রামনারায়ণের শাজাদার পক্ষে যোগ দেওয়ার সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে রাজমহল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। এখান হইতে পাটনার উপদ্রবের শান্তির সংবাদ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। বর্ত্তমান উপকারের পুরস্কার এবং কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তিনি এই সময়ে কলিকাতা জমিদারী ক্লাইব্কে জায়গীরস্বরূপে দান করিলেন, (২) ইহাতে কোম্পানীর দেয় বার্ষিক রাজস্ব তিনলক্ষ টাকা ক্লাইবের স্থায়ী আয় হইল। উত্তরকালে ক্লাইবের জায়গীর লইয়া কোম্পানীর সহিত যথেষ্ট গোলযোগ ঘটিয়াছিল।

যুবরাজের আগমন সংবাদ প্রচারিত হইবার সময়ে মীরজাফর মারাঠাগণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। নাগপুর হইতে একদল মহারাষ্ট্রীয় সৈন্ত কটকের পথে অগ্রসর হইতেছিল। সাহায্যের আর প্রয়োজন নাই দেখিয়া তাহারা এক্ষণে ভাবান্তর অবলম্বন করিয়া মেদিনীপুরের দক্ষিণাঞ্চলে অশান্ত লুণ্ঠন-ব্যাপার আরম্ভ করিল। সে দিকে একদল সৈন্য পাঠাইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে হইল। চতুর্দ্দিকের গোলযোগ এইরূপে নিবারিত হইল।

ক্লাইবের কর্ম্মকুশলতা ও তৎসহ তাঁহার সুপ্রসন্ন গ্রহ সর্ব্বত্র জয়লাভ করিল। শাজাদা প্রস্থান করিলেন, কর্ণেল্ ফোর্ড উত্তর সরকারে বিজয়ী হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিতে না করিতে পুনরায় এক অভাবনীয় নূতন আতঙ্ক উপনীত হইল। সংবাদ আসিল, যবদ্বীপ হইতে ওলন্দাজগণের যুদ্ধ-জাহাজ ও সৈন্যদল বঙ্গে প্রেরিত হইয়াছে। বঙ্গে ইংরেজের অদ্বিতীয় প্রভুত্ব অন্যান্য ইউরোপীয়গণের ঈর্ষা আকর্ষণ করিয়াছিল; সম্প্রতি সোরার ব্যবসায় স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া এবং

(১) কেহ কেহ বলেন, পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা। গোলাম্ হোসেন্ কয়েক সহস্র আস্রফি (মোহর) দানের কথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(২) মীরজাফর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জায়গীর দিয়াছিলেন, এ কথা কেহ কেহ বিশ্বাস করেন না। পার্লামেণ্ট কমিটীর প্রথম রিপোর্টে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

নানা প্রকারে অন্যান্য বিদেশীয়গণের বাণিজ্যে ব্যাঘাত জন্মাইয়া ইংরেজপক্ষ সকলকেই বিশেষ উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন (১)। ফরাসী বাঙ্গলা হইতে উৎখাত হইয়াছিল; বাণিজ্যে প্রতিহত হইলে ওলন্দাজকেও অবিলম্বে প্রস্থান করিতে হইবে, ওলন্দাজপক্ষের ইহাও অজ্ঞাত ছিল না। নবাব ও ইংরেজের মধ্যে প্রীতি ও প্রভাব আকর্ষণ কিরূপ বলবান্, ওলন্দাজ--বণিক্ এ দেশে অবস্থান করিয়া সবিশেষ অবগত ছিলেন। ওলন্দাজগণের বঙ্গে যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণের সপক্ষে এই সমস্ত কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও, ইংরেজপক্ষের সন্দেহ হইল, তাঁহারা নবাবের আমন্ত্রণে এই রণসজ্জায় আগমন করিতেছেন। (২) কেহ কেহ বলেন, সাক্ষাৎসম্বন্ধে ওলন্দাজগণকে এইরূপ ব্যবহার করিতে আহ্বান না করিলেও, তাহাদের দলবল আসিলে ইংরেজপ্রভাব কিয়ৎপরিমাণে সংযত থাকে, নবাবের ইহা অভিপ্রেত ছিল। কেহ বা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে নবাবের ইঙ্গিত পাইয়াই ওলন্দাজগণ উক্তরূপ যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি ক্লাইবের কৃত উপকার ও সদ্ব্যবহারে তৃপ্ত হইয়া, মীর্জাফর পূর্ব্ব অভিসন্ধি ত্যাগ করেন।

আগষ্ট মাসে (১৭৫৯ খৃঃ) জনরব উঠিল, নদীমুখে কতকগুলি ইউরোপীয় ও মালয়সৈন্য সহ ওলন্দাজ জাহাজ আসিয়া উপনীত হইয়াছে। স্বদেশে ইংরেজ ও ওলন্দাজের মধ্যে এ সময়ে কোন শত্রুতা ছিল না। ইংরেজপক্ষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, এ দেশে ওলন্দাজের সহিত যুদ্ধ বাধাইলে ইউরোপে মহা অনর্থ ঘটিবে ভাবিয়া, সুচতুর ক্লাইব্ নবাবের আদেশেই কার্য্য হইতেছে, এই ভাব দেখাইবার মনঃস্থ করিলেন। নবাব-দরবার হইতে ওলন্দাজপক্ষের প্রতি সৈন্যদল সহ নদীমুখে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা প্রেরিত হইল। প্রয়োজন হইলে সদলে ইংরেজের সাহায্য করিবার নিমিত্ত হুগলীর ফৌজদারের উপরেও আদেশ হইল। নবাবের পরোয়ানার উত্তরে চুঁচুড়ার ওলন্দাজ গবর্ণর সবিনয় নিবেদন জানাইলেন, 'প্রতিকূল বায়ুবশে জাহাজগুলি নাগাপত্তন হইতে

---

(১) নদীমুখে বিদেশীয়গণের জাহাজ অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতাও ইংরেজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(২) Olive's Narrative of the disputes with the Dutch &c. quoted by Malcolm Vol 2. দ্রষ্টব্য। ইহাতে মীর্জাফর সম্বন্ধে নানাভাবে দোষ অর্পিত হইলেও, সেনাপতি কেলডের পত্রে (Letter to Holwell, 27th May, 1760) দৃষ্ট হয়, ক্লাইব দেশযাত্রার পূর্ব্বে স্বীকার করেন, মীর্জাফরের উপর সন্দেহমাত্র, কোন প্রমাণ নাই।

এ দিকে আসিয়া পড়িয়াছে, আহার্য্য তুলিয়া লইয়াই যাত্রা করিবে'। ইংরেজ পক্ষ ইহাতেও নিশ্চিন্ত না থাকিয়া নদীমুখে ও সমীপবর্ত্তী স্থানে প্রহরী ও সৈন্যদল নিযুক্ত রাখিলেন। কিয়দ্দিন পরে কথিত ওলন্দাজ জাহাজ অন্যত্র প্রস্থান করিল।

অক্টোবরের প্রারম্ভে মীরজাফর কলিকাতায় আগমন করিলেন। ক্লাইব অনতিবিলম্বে স্বদেশ যাত্রা করিবেন, তাঁহাকে অপ্যায়িত করাই এই যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য। পুনরায় মহাসমারোহে সদলে নবাবের পরিচর্য্যা হইল। (১) কিন্তু এই সময়েই সাত খানি ওলন্দাজ রণতরী বহুসংখ্যক সৈন্যসামন্ত বক্ষে ধারণ করিয়া পুনরায় ভাগীরথীমুখে দর্শন দিল। মীরজাফর বলিলেন, তিনি হুগলীর দিকে যাইতেছেন, ওলন্দাজপক্ষকে বুঝাইয়া পড়াইয়া যাহাতে তাঁহাদের রণতরী এ দেশ হইতে প্রস্থান করে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। মীরজাফর খাঁ হুগলীর নিকটবর্ত্তী হইলে ওলন্দাজ গবর্ণর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও যথারীতি সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অতঃপর তিনি ক্লাইবকে পত্র লিখিলেন, 'ওলন্দাজগণের বাণিজ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুকূল আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, তাঁহারা জাহাজ ছাড়িবার উপযুক্ত কাল আসিলেই রণতরী প্রভৃতি অন্যত্র পাঠাইবেন'। ইংরেজপক্ষের ইহাতে বিশেষ সন্দেহ রহিয়া গেল। ওলন্দাজগণও কার্য্যক্ষেত্রে অন্যরূপ ব্যবহার দেখাইলেন। তাঁহাদের জাহাজগুলি নদীমুখে অগ্রসর হইল। ওলন্দাজ অধ্যক্ষ ইংরেজগণের পূর্ব্বব্যবহারে দোষারোপ করিয়া পত্র দ্বারা জানাইলেন, বাণিজ্য বিষয়ে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার বাধা দিলে বা জাহাজ প্রভৃতি পূর্ব্বমত অনুসন্ধান করিতে গেলে যথোচিত প্রতিকার করা হইবে। ক্লাইব কৌশলপূর্ব্বক উত্তর দিলেন,—'ইংরেজগণ ওলন্দাজের বাণিজ্য সম্বন্ধে কোনই বাধা প্রদান করেন নাই, নবাবের সহিত ইংরেজের সন্ধি রহিয়াছে, তাঁহার ও বাদশাহের আদেশেই ইংরেজ কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট আবেদন করিলে, আমি মধ্যস্থ হইয়া, মীমাংসা করিয়া দিতে সম্মত আছি।' ওলন্দাজ-অধ্যক্ষ ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্লাইব বলেন, এই সময়ে ওলন্দাজেরা সাত খানি শস্যপূর্ণ ইংরেজ-তরণী অধিকার করিয়া

(১) এই উপলক্ষে কোম্পানীর ৭১৫৪২ টাকা, ৪ আনা, ৬ পাই ব্যয় হইয়াছিল। ১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দের ৩০শে অক্টোবর তারিখের খাতায় তাহার এক সুদীর্ঘ হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে। এই সময়ে জগৎশেঠের সম্বর্দ্ধনার নিমিত্তও কোম্পানীর ১৭০৩৪ টাকা, ১ আনা, ৬ পাই ব্যয় হয়। (Long's Records, No 426, 427.)

মাঝিমাল্লাগণকে কারারুদ্ধ করিয়া নিজ জাহাজে রাখিয়া দেয়। (১) অতঃপর তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে তাঁহার আর ইতস্ততঃ রহিল না। ওলন্দাজ-জাহাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল, কারণ তাহাদের নিপুণ আড়কাটি ছিল না। কলিকাতার কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ওলন্দাজ-সৈন্য স্থলপথে চুঁচুড়ার দিকে যাত্রা করিতে মনঃস্থ করে।

ওলন্দাজগণের সৈন্যবল তাৎকালিক ইংরেজবল অপেক্ষা অধিক হইয়া পড়ায় ক্লাইব্ সবিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও পূর্ব্বাবধি সতর্ক ছিলেন, যেখানে যত ইংরেজ-সৈন্য ছিল, সত্বর কলিকাতা আগমনের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। নবাবের পূর্ব্ব আদেশে হুগলীর ফৌজদারী সৈন্যও সাহায্য জন্য উপস্থিত ছিল। কলিকাতা রক্ষার উপায়বিধান উদ্দেশ্যে হল্ওয়েলের অধীনে তিন শত ভলন্টিয়ার সমবেত করা হইল। কলিকাতার দক্ষিণে ভাগীরথীগর্ভে তিন খানি কোম্পানীর জাহাজ রক্ষিত হইল; থানা (টানা) বন্দর ও চানক বুরুজে সৈন্যদল স্থাপিত হইল। অতঃপর শীঘ্রগতি তিন শত গোরা এবং আট শত সিপাহীসৈন্য কর্ণেল ফোর্ডের অধীনে ওলন্দাজদলের পথরোধ করিবার আদেশ পাইল (২০শে নবেম্বর)। বরাহনগরের ওলন্দাজ কুঠি অধিকার করিয়া ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া ফোর্ড সদলে চন্দননগর ও চুঁচুড়ার মধ্যস্থলে উপনীত হইলেন। এ স্থলে সামান্যমত একটি যুদ্ধে ওলন্দাজ কুঠির সৈন্যদল পরাভূত হইয়া চুঁচুড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। ঐ দিবস সন্ধ্যার পরে ওলন্দাজ সৈন্যের অগ্রসর হইবার সংবাদ পাইয়া ফোর্ড সসৈন্যে বেদারা গ্রামের দিকে অগ্রসর হইয়া মনোনীত স্থানে সৈন্যসমাবেশ করিলেন। প্রাতে যুদ্ধারম্ভ হইল। (২) কর্ণেল ফোর্ডের সমরনৈপুণ্যে ওলন্দাজপক্ষের গোরা সৈন্যের মধ্যে চতুর্দ্দশ জন মাত্র চুঁচুড়ায় পঁহুছিতে সক্ষম হইয়াছিল, অবশিষ্ট নিহত ও বন্দীভূত হয়। পূর্ব্বদিন জলপথে দুই ঘণ্টা যুদ্ধের পর ওলন্দাজগণের সাতখানি রণতরী ও যথাসর্ব্বস্ব সম্পত্তি ইংরেজের হস্তে পতিত হয়। বাঙ্গলায় বাণিজ্যের

(১) Clive's Narrative, P. 84. Malcolm,

(২) কথিত আছে, এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তিনি কাউন্সিলের আদেশপ্রাপ্তির জন্য লোক প্রেরণ করেন। রজনীযোগে এই পত্র ক্লাইবের হস্তে পড়ে। তিনি তখন তাস খেলিতেছিলেন; পত্রপৃষ্ঠে পেন্সিল দিয়া লিখিয়া দেন, 'প্রিয় ফোর্ড, অবিলম্বে যুদ্ধ কর, কল্য কাউন্সিলের আদেশ পাঠাইব।'

আশা সমূলে বিনষ্ট হয় দেখিয়া, ওলন্দাজপক্ষ অগত্যা ক্ষতিস্বীকার (১) করিয়া এক অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিয়া যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপে দশলক্ষ অর্থদান করিয়া পরিত্রাণ পান (৫ই ডিসেম্বর, ১৭৫৯)। ক্লাইব্ ইতিপূর্ব্বেই দেশ যাত্রায় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; এক্ষণে ফেব্রুয়ারীর প্রথমে কার্য্যভার ত্যাগ করিয়া ভোগাভিলাষের আশায় স্বদেশ যাত্রা করিলেন ১৭৬০)।

ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয়ের অধঃপতন দেখিয়া এবং নবাবের সহিত কোম্পানীর সমধিক সদ্ভাব স্থাপন করিয়া ক্লাইব্ স্বদেশযাত্রা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গলায় সম্পূর্ণ শান্তি দেখিয়া যান নাই। ইতিমধ্যেই পুনরায় যুদ্ধবিগ্রহের সূচনা হইতেছিল; পশ্চিমাঞ্চলে শাজাদার পক্ষ দ্বিতীয় বার আক্রমণের উদ্যম করিতেছিল। মীরণের হঠকারিতায় নবাব সৈন্যের কয়েকজন প্রধান আফগান্ সেনাপতি অকারণে পদচ্যুত হন। (২) ইঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত সেনাপতি উমের খাঁর সুযোগ্য পুত্রদ্বয় আসালৎ খাঁ ও দিলির খাঁ প্রধান। ইঁহারা মীরজাফর খাঁর রাজ্যলাভের সময়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। এক্ষণে অকৃতজ্ঞ ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রতিহিংসা সাধনের উদ্দেশ্যে ইঁহারা সদলে ত্রিহুতের জমিদার কামগার খাঁর সহিত যোগদান করিয়া শাজাদার দ্বিতীয় আক্রমণ সুসিদ্ধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কর্ম্মনাশা পার হইয়াই শাহজাদা সংবাদ পাইলেন, দুরন্ত উজীর গাজীউদ্দীন্ বাদশা আলমগীরকে নিহত করিয়া তাঁহার অন্যতম পুত্রকে দ্বিতীয় শাজেহান্ নাম দিয়া সিংহাসনে আরোপিত করিয়াছেন শাজাদার' অদৃষ্টগগনে ক্ষীণ আলোক সঞ্চারিত হইল, অবস্থা পরিবর্ত্তনে সাহায্যপ্রাপ্তির আশাও বর্দ্ধিত হইল। এক্ষণে সকলের পরামর্শে শাজাদা আলি গোহর্, শা আলম্ উপাধি গ্রহণ করিয়া আপনাকে বাদশা বলিয়া প্রচার করাইলেন। অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দৌলার নিকটে খেলাৎ সহ উজীর পদের নিয়োগপত্র প্রেরিত হইল। (৩) বর্ত্তমানে এই মন্ত্রিত্ব পদবী-

(১) ভবিষ্যতে এই ব্যাপার লইয়া ওলন্দাজগণের প্রার্থনামতে ইংলণ্ডের রাজা কোম্পানীর কৈফিয়ৎ তলব করেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে মুদ্রিত এই সম্বন্ধের তিন খানি পুস্তিকা আমাদের হস্তে আছে, তাহাতে এই বিষয়ের অনেক রহস্য নিহিত রহিয়াছে। পরিণামে ইহার কোনও স্থির মীমাংসা হয় নাই। পার্লামেণ্ট কমিটীতেও ইহা আলোচিত হইয়াছিল।

(২) মুতাক্ষরীণ, ২য় খণ্ড, ৯০ পৃঃ।

(৩) গোলাম্ হোসেন্ বলেন, তাঁহার পিতার পরামর্শে সুজা-উদ্দৌলার নিকট 'ওজারতের মস্তাধার' প্রেরিত হয়।

মাত্র হইলেও সুজা উদ্দৌলা ইহা সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন; নবীন বাদশাহের নামে মুদ্রা এবং খোৎবাও প্রচার করাইলেন। রোহিলা সরদার নজব্ উদ্দৌলাকে আমির উল্ ওমরা পদবী প্রদত্ত হইল, অন্যান্য সামন্তবর্গ যাঁহারা তাঁহার অনুকূলে আছেন অথবা ভবিষ্যতে যাঁহাদের আনুকূল্যের আশা আছে, তাঁহাদের প্রতিও যথাযোগ্য উপাধি বর্ষিত হইল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণের প্রতি নবীন বাদশাহের সিংহাসন গ্রহণ স্বীকার করিবার পরোয়ানা প্রদত্ত হইল, অবশ্য মীরজাফর খাঁও ইহাতে বাদ পড়িলেন না। আহম্মদ্ শা আবদালী এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণের বিরুদ্ধে লাহোরপ্রদেশে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট দূতপ্রেরণ করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করা হইল। শা আলম্ পিতৃসিংহাসনের উত্তরাধিকারী, সম্ভবতঃ আবদালীর সহায়তায় তিনি অচিরে সম্রাট্‌পদে পুনঃস্থাপিত হইবেন, এই ভরসায় এক্ষণে নানাদিক্ হইতে সৈন্যসামন্ত আসিয়া তাঁহার দলে যোগদান আরম্ভ করিল।

এ দিকে ক্লাইব্ ও কর্ণেল ফোর্ড দেশযাত্রা করিবেন বলিয়া ক্লাইব্ কলিকাতা কাউন্সিলের সহিত পরামর্শে মেজর কেলড্‌কে মাদ্রাজ হইতে বঙ্গীয়-সৈন্যের অধিনায়ক করিয়া আনয়ন করিয়াছিলেন। স্বদেশযাত্রার পূর্ব্বেই ক্লাইব্ কেলড্‌কে সমভিব্যাহারে লইয়া মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত আসিয়া নবাবের নিকট তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেন। অতঃপর ১৮ই জানুয়ারি তারিখে কেলড্ তিন শত গোরা, এক হাজার সিপাহী, একদল গোলন্দাজ ও ছয়টি কামান এবং মীরণ পঞ্চদশসহস্র নবাবী সৈন্য এবং পচিশটি কামান সহ পশ্চিমাঞ্চল যাত্রা করিলেন। পাটনায় ডেপুটী নবাব রামনারায়ণ এক্ষণে বিষম সমস্যায় পড়িলেন। শা আলমের দ্বিতীয় আগমনের পূর্ব্বসূচনায় তিনি সসৈন্যে পাটনা হইতে বহির্গত হইয়া সৈন্যসংস্থাপন করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র একদল ইংরেজ সৈন্যসহ কাপ্তেন্ কক্রেন্ তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সম্প্রতি শাজাদার সম্রাট হইবার সংবাদ পাইয়া রাজা রামনারায়ণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় সৈন্য ইংরেজদলের সহিত যাত্রা করিয়াছে সংবাদ পাইয়া তিনি কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তাহাদের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে নিজ সৈন্যদলের সংস্কারসাধনেও অমনোযোগী ছিলেন না।

এ দিকে ৩০শে জানুয়ারি তারিখে সম্মিলিত বঙ্গীয়সৈন্য শাক্‌রীগলীতে উপনীত হইয়াছিল। এখান হইতে পূর্ণিয়ার নবাব খাদেম্ হোসেনের সহিত ব্যবস্থা করিতে এক সপ্তাহের অধিক কাল লাগিল। পূর্ণিয়া হইতে সম্প্রতি

রীতিমত রাজস্ব প্রভৃতি আদায় না হওয়ায় মীর্‌জাফর খাঁ, খাদেম্‌ হোসেনকে উচ্ছেদ করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। খাদেম্‌ হোসেনও নবাবের, বিশেষতঃ যুবরাজ মীরণের আকার ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়াছিলেন। রাজকর প্রেরণ বন্ধ করিয়া এবং ছয় সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি এক্ষণে শা আলমের সহিত যোগ দিবার ভয় দেখাইলেন। নানা প্রস্তাবের পর, ইংরেজপক্ষ মধ্যস্থ হইয়া তাঁহার নবাবী স্থায়ী থাকিবে, ইহা অঙ্গীকার করিলে তিনি পূর্ব্ববৎ নবাব মীরজাফরের আজ্ঞাধীন রহিবেন ইহা স্থিরীকৃত হইল। এইরূপে এই ব্যাপার লইয়া অনর্থক অনেক সময় অতিবাহিত হইল।

ইতিমধ্যে নবীন বাদশা পাটনার নিকটবর্ত্তী হইলেন। শা আলমের সৈন্যদল এক্ষণে নূতন উৎসাহে উদ্দীপ্ত, বাদশাহের মোহময় নামে চতুর্দ্দিক হইতে যোদ্ধৃগণ আসিয়া দলপুষ্ট করিয়াছিল। রাজা রামনারায়ণও এক্ষণে যথেষ্ট দক্ষতার সহিত কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বেই প্রধান জমিদারবর্গকে সদলে সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়া ও নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি পাটনার বহির্ভাগে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিলেন। নবাবের আদেশ ছিল, বঙ্গীয় সৈন্যের আগমন পর্য্যন্ত কোনরূপে কালহরণ করিবেন। এক্ষণে উভয় সৈন্য দলে প্রতিদিন সামান্যমত খণ্ডযুদ্ধ চলিতে লাগিল, ইতিমধ্যে রহিম খাঁ রোহিলার অধীন বঙ্গীয় অগ্রগামী অশ্বারোহিদল আসিয়া রাজার সহিত মিলিত হইল। প্রায় চল্লিশসহস্র সৈন্য সমবেত হইয়াছে দেখিয়া,রাজা রামনারায়ণ ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে যুদ্ধার্থে মসিম্‌পুরের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সৈন্যদলকে অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে রামনারায়ণ পরাভূত হইলেন। শা আলমের পক্ষে দিলীর খাঁ ও আসালৎ খাঁ ভ্রাতাদ্বয় অসীমসাহসে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন। (১) জমিদার পালোয়ান্‌ সিংহ ও অন্য দুই এক জন যুদ্ধারম্ভেই রাজার পক্ষ হইতে শা আলমের দিকে যোগ দিয়াছিলেন, কয়েকজন সেনানী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়িত হন। সেনানীগণের মধ্যে রহিম খাঁ ও রাজা মুরলীধর কামগার খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বন্দীভূত হইলেন। রাজা রামনারায়ণ কামগার খাঁর বর্শাঘাতে আহত হইয়া হস্তিপকের কৃপায় নগরমধ্যে আশ্রয় লইলেন। ইংরেজসৈন্যদল পশ্চাতে স্থাপিত ছিল। যুদ্ধের শেষ অবস্থায় রাজার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়া কাপ্তেন্‌ কক্রেন্‌ অন্য দুই জন ইংরেজ সেনানী-

(১) মতাক্ষরীণ—২য় খণ্ড।

সহ নিহত হইলেন। এই অগ্রগামী ইংরেজসৈন্যদলের মধ্যে এক জন সার্জেন্ট ও পঞ্চবিংশতি সিপাহীমাত্র কায়ক্লেশে পশ্চাদ্বর্ত্তীদলে আসিয়া মিলিতে সক্ষম হইল। যুদ্ধশেষে ডাক্তার ফুলার্টনের অধীনে এই অবশিষ্ট ইংরেজ সৈন্যদল কামান ত্যাগ করিয়া ধীরভাবে শত্রুদলের মধ্য দিয়া নগরে প্রত্যাবৃত্ত হয়। (১) নবীন বাদশা এই সময়ে বিজয়বাদ্যোদ্যম ও হতব্যক্তিগণের কবরদানের আদেশ দিলেন। বিপক্ষের এই বিলম্বে পাটনা রক্ষা পাইল। নগর মধ্যে এক্ষণে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। রাজা রামনারায়ণ আহত হইলেও যথেষ্ট ক্ষিপ্রকারিতার সহিত বঙ্গীয় সৈন্যের আগমন পর্য্যন্ত নগর রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। এ দিকে স্বয়ং আহত, বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অক্ষম বলিয়া সন্ধির প্রস্তাবেও কালহরণ করিতে লাগিলেন। বাদশাহী সৈন্যদল কয়েক দিন নগরের চতুষ্পার্শ্বে লুণ্ঠনাদি করিয়া শেষে নগর আক্রমণ করিল।

১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে সংবাদ আসিল, বঙ্গীয় সৈন্য চৌদ্দ ক্রোশ দূরে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। শা আলম্ পরদিন সদলে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন। গণকগণের পরামর্শে মীরণ ২২শে তারিখের পূর্ব্বে যুদ্ধদানে সম্মত হইলেন না। ঐ দিন মন্দগমনে বেলাতিক্রমণ করিয়া নবাব সৈন্যগণ বাদশাহী দলের সম্মুখীন হইল। কেলডের অভিপ্রায় ছিল, পরদিন যুদ্ধ করা যাইবে। কিন্তু বাদশাহী সৈন্যের দুই মাইল দূরে শিবিরসন্নিবেশ করিতে গিয়া ইংরেজসেনাপতি দেখিতে পাইলেন, বিপক্ষপক্ষ সবেগে অগ্রসর হইতেছে।

মীরণের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া মেজর কেলড্ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধদানে প্রস্তুত হইলেন। পাটনা হইতে অবশিষ্ট ইংরেজ সৈন্যদল আসিয়া ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিল। ইংরেজপক্ষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মীরণের নির্ব্বুদ্ধিতায় নবাবী সৈন্য এক স্থানে জড়ীভূত হইয়া থাকায় যুদ্ধে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। (২) প্রচণ্ড যুদ্ধের পরে বঙ্গীয়সৈন্য পরাভূত হয় হয়, এমন সময়ে ইংরেজ-সৈন্যদল শত্রুপক্ষের পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিল। বাদশাহী সৈন্যদল এক্ষণে সম্পূর্ণ বিত্রস্ত হইয়া পড়িল। তখন নবাবের প্রচণ্ড অশ্বারোহী সৈন্য সবেগে শত্রুদলের উপর নিপতিত হইয়া যুদ্ধকাণ্ড শেষ করিল। ইংরেজ

(১) মুতাক্ষরীণ, ২য় খঃ ১০১ পৃঃ।

(১) Caillaud's Narrative ইংরেজপক্ষ অর্ন্তরূপ নির্দ্দেশ করিলেও, মীরণের যুদ্ধকার্য্যে সাহসিকতা অস্বীকার করা যায় না।

পক্ষের ইচ্ছা থাকিলেও, মীরণ আহত হইয়াছিলেন বলিয়া আর শত্রুসৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করা হইল না। (১)

বাদশাহ ঐ রাত্রে রণস্থল হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে বিহারে গিয়া শিবির-সন্নিবেশ করিলেন। এইবার কল্পনা হইল, মীরণ ও ইংরেজসৈন্যকে পশ্চাতে রাখিয়া শীঘ্রগতি বাঙ্গলায় প্রবেশ করিয়া মুর্শিদাবাদ আক্রমণ ও নবাব মীরজাফর খাঁকে বন্দীভূত করিবার উদ্যোগ করিতে হইবে। ১৯শে পর্য্যন্ত মীরণ পাটনায় রহিলেন। যখন নবাবী-সৈন্য বিহারে পঁহুছিল, তখন সকলে সংবাদ পাইলেন, বাদশাহী-সৈন্য বাঙ্গালা যাত্রা করিয়াছে। ত্বরায় পাটনায় প্রত্যাগত হইয়া নৌকাযোগে ইংরেজদল ও স্থলপথে নবাবের অশ্বারোহিদল বাঙ্গালা যাত্রা করিল। তিন দিনের পরে তাহারা বাদশাহী সৈন্যের নিকটবর্ত্তী হইল। বাদশাহ তখন পশ্চিম দিকে সরিয়া পড়িলেন, মীরণও পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। মার্চ্চের শেষভাগে বাদশাহী সৈন্য মানকরে উপনীত হইল। মীরজাফর খাঁ ইতিমধ্যে শিওবতের অধীনে মহারাষ্ট্রীয়গণের আগমন সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে বর্দ্ধমান অঞ্চলে গিয়াছিলেন। এক দল ইংরেজসৈন্যও তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিল। (২) ক্ষিপ্রগতি নবাবকে আক্রমণ করিলে হয় ত বাদশার পক্ষের জয়লাভও হইতে পারিত। কিন্তু মীরণ ও ইংরেজদল আসিয়া নবাবের সহিত যোগ দিলে শা আলম্ পুনরায় পাটনার দিকে প্রস্থান করিলেন। কেলড্ অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইয়া পশ্চাদ্ধাবন করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু পুনরায় নবাব-পক্ষ অসম্মত হইলেন। (৩)

বাদশাহী-সৈন্য এবারেও সত্বর হইয়া কার্য্য করিলে সহজেই পাটনা অধিকৃত হইত। ল সাহেব বাদশাহের অনুরোধে পুনরায় বিহারে আসিয়াছিলেন। পূর্ণিয়া হইতে খাদেম্ হোসেন্ খাঁও বাদশাহের সহিত যোগ দিবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করেন; কিন্তু তিনি যথাসময়ে আসিয়া পঁহুছিতে পারেন নাই। বাদশাহের পাটনা অবরোধের পূর্ব্বেই রামনারায়ণ ও ইংরেজপক্ষ নগররক্ষার

(১) স্বয়ং কেলড্ এই যুদ্ধকাণ্ডের এক বিবরণী দিয়াছেন। গোলাম হোসেন এবং আয়রণ-সাইডের লিখিত যুদ্ধবৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া, ক্রম্ ইহার এক বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

(২) হল্‌ওয়েল্ বলেন, মারাঠা আক্রমণের ভয়ে মীরজাফর গোপনে বাদশাহের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু মীরজাফর সম্বন্ধে হল্‌ওয়েলের এ সময়ের কথা বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না।

(৩) Caillaud's Narrative

যথাসম্ভব আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাঙ্গলা হইতে এক দল ইংরেজ ও সিপাহী সৈন্ত কাপ্তেন্ নক্সের অধীনে সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। এ দিকে মুসে ল সাহেবের সাহায্যে বাদশাহীসৈন্ত পাটনা আক্রমণ করিয়া, নগর-প্রাচীরের এক স্থান ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সে দিন কোনও প্রকারে নগর রক্ষা পাইল। কিন্তু পুনরায় আক্রান্ত হইলে নিরুপায় ভাবিয়া, সকলে যখন একরূপ হতাশ পায় হইয়াছে, এমন সময়ে কাপ্তেন্ নক্সের সৈন্তদল পাটনার নিকটবর্ত্তী হইল। এই ভয়ানক গ্রীষ্মেও কাপ্তেন্ সাহেব ত্রয়োদশ দিবসে পাটনা পঁহুছিয়াছিলেন। সৈন্তগণের উৎসাহবর্দ্ধনের নিমিত্ত স্বয়ং অশ্বারোহণে না গিয়া, সমস্ত পথ পদব্রজে গমন করেন। ঐ দিন রাত্রেই শত্রুশিবিরের সমস্ত সন্ধান অবগত হইয়া, সুদক্ষ নক্স সাহেব পর দিন মধ্যাহ্ণ দ্বিপ্রহরের সময়ে বাদশাহী-সৈন্ত আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। শা আলম্ তখন টীকারীর দিকে প্রস্থান করিয়া আহম্মদ্ খাঁ আবদালীর প্রেরিত কাল্পনিক সাহায্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে খাদেম্ হোসেন্ খাঁ বাদশাহের সহিত যোগ দিবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্ব পার হইয়া অগ্রসর হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া, মীরণ ও কেল্‌ড পশ্চিম পার দিয়া যাত্রা করিতে লাগিলেন কাপ্তেন নক্সকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, যতদিন বাঙ্গলার সৈন্য না পৌছে, ততদিন পাটনার পর পারে গিয়া পূর্ণিয়া-সৈন্যকে কোন প্রকারে লিপ্ত রাখেন। খাদেম্ হোসেন্ হাজিপুরের নিকট পঁহুছিলে, নক্স পর পারে গিয়া উহাকে আক্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নাগরিকেরা এই কথা উন্মত্তের প্রলাপ মত বোধ করিল। ইংরেজদল অতি ক্ষুদ্র; রামনারায়ণের সৈন্য ভয়ে তাঁহাদের সহিত যাত্রা করিতে. অসম্মত হইল। কিন্তু রাজা শেতাব্ রায় আপনাব দুই তিন শত সৈন্য সহ সাগ্রহে কাপ্তেন সাহেবের দলে.যোগ দিলে দুই শত গোরা, এক হাজার সিপাহী ও পাঁচ শত অশ্বারোহী লইয়া তাঁহারা পরপারে উপনীত হইলেন। শেতাব্ রায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া নক্স রাত্রিকালে অন্ধকারের সুযোগে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করাই স্থির করিলেন। কিন্তু নৈশ-অন্ধকারে পথভ্রষ্ট হওয়ায় উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না। দুই ঘণ্টা রাত্রি থাকিতে সৈন্যগণ বিশ্রামের আয়োজন করিবে, এমন সময়ে শত্রুপক্ষের অগ্রগামী সৈন্যদল তাহাদের সম্মুখীন হইল। নক্স ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। চতুর্দ্দিকে আক্রান্ত হইলেও নক্স ও শেতাব্ রায়

অমিতবিক্রমে ছয় ঘণ্টা যুদ্ধের পর পূর্ণিয়া-সৈন্যকে পরাস্ত করিলেন। (১) যুদ্ধ শেষে খাদেম্ হোসেন বাদশাহের সহিত যোগ দিবার আশা ত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে প্রস্থান করেন। কেলড্ ও মীরণ সসৈন্যে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। খাদেম্ হোসেনের সঙ্গে বহুতর দ্রব্যাদি থাকায় শীঘ্রই ইঁহারা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু খাদেম্ হোসেন খাঁ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার ছলে গুরুভার দ্রব্য পরিত্যাগ এবং বহুমূল্য সম্পত্তি হস্তী ও উষ্ট্রপৃষ্ঠে সাজাইয়া লইয়া শীঘ্রগতি প্রস্থান করিলেন। এখন বর্ষা আরম্ভ হইল; কিন্তু কেলড. খাদেম্ হোসেনের অতুল সম্পত্তির কথা শুনিয়া শীঘ্র প্রতিনিবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিলেন না। চারিদিন ক্রমাগত এই ভাবে যাত্রা করিবার পরে ২রা জুলাই তারিখে রাত্রিকালে ঝড়বৃষ্টির সময়ে মীরণের তাম্বুতে বজ্রপাত হইল, মীরণ ও তাঁহার দুই জন হতভাগ্য অনুচর বজ্রাঘাতে প্রাণ হারাইল। (২)

---

(১) গোলাম্ হোসেন্ এই যুদ্ধের সময় পাটনায় উপস্থিত। কাপ্তেন নক্স ফিরিয়া আসিয়া শেতাব্ রায়ের অসামান্য সাহস ও বীরত্বের প্রশংসা করেন। নক্স বলেন, 'ইনিই প্রকৃত নবাব আমি এমন নবাব আর দেখি নাই। শেতাব রায়ের মত দেশীয় অনেকেই সেকালে বীরত্ব দেখাইবার অবকাশ পাইতেন।

(২) মীরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যুঘটনায় সমসাময়িক লোকের কেহ কেহ সন্দিহান হইয়াছিলেন। গোলাম্ হোসেন্ লিখিয়াছেন 'সেদিন রজনীতে প্রবলবেগে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় মীরণ আপন বৃহৎ তাম্বু হইতে 'দিল্‌দারপানি পান্' নামক ক্ষুদ্রতর তাম্বুতে আশ্রয় লন। তাঁহার শয়নকক্ষে যে স্ত্রীলোক ছিল, তাহার আবশ্যক হয় নাই বলিয়া সে পূর্ব্বেই বিদায় পাইয়াছিল। সম্বাহনকারী ভৃত্য এবং উপকথা শুনাইয়া নিদ্রাকর্ষণ করিবার নিমিত্ত জনৈক অনুচর তাম্বুমধ্যে রহিল। এই সময়ে বজ্রাঘাতে তাহাদের প্রাণবায়ুর অবসান হয়। ঝড় বৃষ্টির অবসানে ভৃত্যগণ নিকবর্ত্তী কয়েকজন কর্ম্মচারীকে আগমিত করে। তাঁহারা নিঃশব্দে তাম্বুমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মীরণের মস্তকে পাঁচ ছয়টি ছিদ্র হইয়াছে, উদরে ও পৃষ্ঠে বজ্রাঘাতের মত ছয় সাতটি চিহ্নও লক্ষিত হইল। উপাধানের পার্শ্বে যে অসিখানি ছিল তাহাতেও দুই তিনটি ছিদ্র ছিল ও স্থানে স্থানে গলিয়া গিয়াছিল, মস্তকের নিকটে শয্যাকাষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছিল। মীরণের শেষ পাটনাযাত্রার পূর্ব্বে তিনি বগর খাঁ নামক জনৈক দুর্বৃত্ত লোককে শতেক লোকসহ ঢাকায় পাঠান ও তথাকার নায়েব-নবাব জসরৎ খাঁকে আদেশ দেন, ইহারা ঢাকায় পঁহুছিলেই আলিবর্দ্দির কন্যা ঘেসেটী ও আমেনা বেগমকে ইহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। জসরৎ নিরুপায় হইয়া আদেশ পালনে বাধ্য হন। দুর্বৃত্তগণ বেগমদ্বয়কে নৌকায় উঠাইয়া ঢাকার কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে আসিয়া তাঁহাদিগকে জলমগ্ন করে। কথিত আছে, এই সময়ে বেগমেরা 'বজ্রাঘাতে মীরণের পাপের শাস্তি হইবে' বলিয়া কোরাণ-হস্তে অভিশাপ প্রদান

নায়কের এইরূপ অকস্মাৎ মৃত্যুঘটনায় সৈন্যদল বিচলিত হইয়া বিপরীত আচরণ করিতে পারে ভাবিয়া, রাজা রাজবল্লভের পরামর্শে মেজর কেলড্ এই মৃত্যুসংবাদ কয়েক দিন গোপনে রাখিবার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মৃতদেহ হস্তিপৃষ্ঠে শায়িত করিয়া পীড়িত ব্যক্তির মত লইয়া যাওয়া হইল। ক্রমশঃ সাধারণে জানিতে পারিল, মীরণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ব্যাপারে হস্তিপৃষ্ঠে সিরাজের মৃতদেহের কথাও অনেকের স্মৃতিপথে উদিত হইল। পাটনা হইতে মীরণের দেহ নৌকাযোগে রাজমহলে আনয়ন করিয়া তথায় সমাহিত হয়। (১) অতঃপর ইংরেজ ও নবাব-সৈন্যদল পাটনায় অবস্থিত হইল।

মীরণ বড়ই দুর্দান্ত ও নিষ্ঠুর ছিলেন, তাঁহার অত্যাচার ও পাশব-চরিত্র তাঁহার বৃদ্ধ পিতার উপরেও কলঙ্কনিক্ষেপ করিয়াছে। (২) মীরণ নবাবের যোগ্যপুত্র, সুতরাং রাজকার্য্যের ভার কিয়দংশ তিনি স্বহস্তেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে তাঁহার যে কৃতিত্ব ছিল, তাহা একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মীরণের তত্ত্বাবধানে বঙ্গীয় সেনাদল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দক্ষতা প্রদর্শন করিতেছিল। মেজর্ কেলড্ স্বীকার না করিলেও, যুদ্ধক্ষেত্রে মীরণের সাহস ও তেজস্বিতা সবিশেষ লক্ষিত হয়।

করেন। অভিশাপবশতঃ সত্য হউক বা না হউক, লোকে ইহার সমকালেই মীরণের মৃত্যু ঘটে বলিয়া উভয় ঘটনা এইরূপে সংযোগ করিয়াছিল। মুতাক্ষরীণ অনুবাদক মুস্তাফা বিস্তৃতভাবে মীরণের মৃত্যুঘটনায় লোকের সন্দেহের উল্লেখ করিয়া তাহার নিরসন করিয়াছেন। প্রথমে অন্য কারণে ঘটনা গোপন রাখিবার চেষ্টায় এবং তৎপরে মীর্ কাসেমের ইংরেজের সহিত ষড়যন্ত্রে অনেকের এই বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ উপস্থিত হয়। গোলাম হোসেন তৎকালে পাটনায় ছিলেন, সন্দেহের কারণ থাকিলে তাঁহার অজ্ঞাত থাকিত না। সহযাত্রী কর্ম্মচারিগণের নিকট শ্রবণ করিয়া তিনি সেকালের সংস্কার ও বিশ্বাস অনুসারে ছিদ্র প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সিয়ার্ বা অন্য কোন ইতিহাসে কোনই সন্দেহের নির্দ্দেশ নাই।

(১) রাজমহলের শরিফা-বাজারে অদ্যাপি এই সমাধি দৃষ্ট হয়।

(২) গোলাম্ হোসেন্ বলেন, 'মীরণের কাগজ-পত্রে দৃষ্ট হয়, সে প্রায় তিন শত লোকের প্রাণনাশ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের নাম লিখিয়া রাখিয়াছিল। এইরূপে বিরুদ্ধপক্ষীয় বা রাজদ্রোহী সমস্ত লোককে নিহত করিয়া, বন্ধুবর্গ সহ সুখে কালযাপন করিবে, ইহাই তাহার মন্তব্যে লিপিবদ্ধ ছিল। মীরণ স্বহস্তে কয়েক জন বারবনিতার শিরশ্ছেদ করে'। নরহত্যা, সম্বন্ধে মুতাক্ষরীণকার মীর্জাফরের স্কন্ধেও যে দোষ অর্পণ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই প্রামাণিক নহে, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে।

ভারতবর্ষীয় মুসলমান রাজগণের প্রদর্শিত নিষ্ঠুর পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া, মীরণ আপন পথ নিষ্কণ্টক করিবার উদ্যম করিয়াছিলেন। গৃহশত্রু নির্ম্মূল করিয়া ভবিষ্যতে শক্তিশালী ইংরেজের বন্ধনশৃঙ্খল উন্মোচন করিবার অভিপ্রায়ও তিনি হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন, ইহাও বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। পার্লামেণ্ট কমিটীর নিকট সাক্ষী দিবার সময়ে ক্লাইব্, মীর জাফরের পক্ষে এইরূপ উদ্যম হইয়াছিল বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন।

মীরণের এইরূপ আকস্মিক মৃত্যুঘটনায় রাজা রাজবল্লভ পাটনায় বঙ্গীয়সৈন্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। ইতিপূর্ব্বেই মীরণের দেওয়ানস্বরূপে কার্য্যকুশলতায় তিনি নবাবের সমধিক বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। এক্ষণে মীরণের অপোগণ্ড পুত্রের নামে দেওয়ানী লইয়া বঙ্গ বিহার-উড়িষ্যার রাজকার্য্যে অদ্বিতীয় প্রভুত্ব-লাভের কল্পনা সেই প্রবীণ কূটনীতিবিশারদের মনে উদিত হইল। সেনাপতি কেলড্‌কে স্বপক্ষে আনিতে বিশেষ কিছু ক্লেশ পাইতে হয় নাই। কিন্তু নবাব সম্মত হইলেও, ঘটনাচক্রে তাঁহার মনোরথ সফল হইল না। দক্ষতর চক্রধরের চক্রে কিরূপে রাজবল্লভের শুভ্রমার্গের কল্পনা-মন্দির চূর্ণবিচূর্ণ হইল, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চক্রান্ত।

ইংরেজ ও মীর্-কাসেম্।

—:*:—

ইংরেজপক্ষের অর্থপিপাসার যথাসাধ্য তৃপ্তিসাধন করিয়া, কায়মনোবাক্যে ইংরেজের ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া, নবাব মীর্‌জাফর প্রজাবর্গের চক্ষে নিতান্তই ইংরেজের ক্রীতদাস বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও, (১) তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, ইংরেজ কৃতঘ্ন হইবে। রাজ্যের উৎকৃষ্ট অংশ ইংরেজ-কোম্পানীর প্রাপ্য অর্থের জন্য আবদ্ধ, রাজকোষে চিরন্তন দারুণ অর্থাভাব; যুদ্ধবিগ্রহে সমগ্র দেশ বিপর্য্যস্ত, সেনাদল রীতিমত বেতন না পাইয়া অশান্ত হইয়া পড়িয়াছে, অনুগত অনুচরবর্গও যথেষ্ট পুরস্কৃত হয় নাই। এই সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে মীর্‌জাফর কেবল এই ভাবিয়াই সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধবিগ্রহের অবসান হইলেই, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দুরবস্থা অপনীত হইবে, কিয়ৎকালমধ্যে ইংরেজের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ হইলেই, আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন হইতে পারিবে। ইংরেজপক্ষ প্রথমে রাজা দুর্লভরামের যোগে এবং পরে অন্যান্য বিরুদ্ধভাবাপন্ন কর্ম্মচারিদলের সহায়তায় নবাব-দরবারে একটি দলের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন। (২) নবাবের ক্ষমতা সংযত রাখাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। মীরণ সময়ে সময়ে ইংরেজচক্র সম্বন্ধে সঙ্কেত করিলেও, ইংরেজ-চরিত্রের উপর নবাবের অবিশ্বাস জন্মে নাই। কার্য্যপরম্পরায় ক্লাইবের প্রতি তাঁহার প্রীতিসঞ্চার হইয়াছিল; নানা ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়াও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মীর্‌জাফর ক্লাইবের স্মৃতি পোষণ করিয়াছিলেন; (৩) অথচ তাঁহার বিশ্বাসভাজন ক্লাইবের ব্যবহার চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। নির্ব্বোধ নবাব কখনই আশঙ্কা করেন নাই যে, তাঁহার 'ধর্ম্মপুত্র'

(১) মুতাক্ষরীণে মীরজাফর'ক 'ক্লাইবের গর্দ্দভ' নাম দেওয়ার এক গল্প আছে।

(২) Scrafton.

(৩) মৃত্যুকালেও মীর্‌জাফর ক্লাইবকে ছয় লক্ষ টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়া যান

ইতিপূর্ব্বেই তাহার বংশাবলীর স্কন্ধ হইতে রাজ্যের গুরুভার অপসরণ করাইয়া দক্ষতর ইংরেজ-জাতির হস্তে অর্পণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন! ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি তারিখের ক্লাইবের স্বহস্ত-লিখিত এক পত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। (১) মহামন্ত্রী পিট্‌কে নানা ছলে প্রলোভন দেখাইয়া, ক্লাইব্ যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল "সম্প্রতি এ দেশে যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে এবং তাহাতে কোম্পানীর যে পরিমাণে লাভ হইয়াছে, দেশে তাহা অজ্ঞাত নাই। উদ্যম ত্যাগ না করিলে, কোম্পানী উত্তরোত্তর উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতে পারিবেন। আমি তাঁহাদিগকে বিশেষরূপ লিখিয়া জানাইয়াছি, উপযুক্ত এক দল সৈন্য রাখিলে কোম্পানী প্রথম সুযোগেই অধিকার বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। এ দেশের অবস্থা সম্বন্ধে এই দুই বর্ষে আমার যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাতে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, এরূপ সুযোগ শীঘ্রই ঘটিবে। বর্ত্তমান নবাব আমাদের উপর এখনও অনুরক্ত আছেন এবং অন্য সাহায্য না পাওয়া পর্য্যন্ত সেইরূপ থাকিতে পারেন। কিন্তু মুসলমানগণের কৃতজ্ঞতাজ্ঞান এতই অল্প যে, আমাদের সহিত সৌহৃদ্য-বন্ধন ছিন্ন করিতে ইচ্ছা করিলেই তিনি তাহা করিয়া বসিবেন। (২) তাঁহার অভিপ্রায়ও এইরূপ বুঝা যাইতেছে। কারণ, সম্প্রতি তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে অপসৃত করিয়াছেন, অন্য দুই এক জন প্রধান সামন্তকেও বিনাশ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। উপরন্তু নবাবের বয়স হইয়াছে, তাঁহার যুবক পুত্র এতই নিষ্ঠুর অকর্ম্মণ্য লোক এবং ইংরেজের প্রতি তাঁহার শত্রুভাব এরূপ পরিস্ফুট যে, তাঁহাকে রাজপদে সমাসীন দেখা নিরাপদ হইবে না। দুই সহস্র ইউরোপীয় সৈন্য হইলেই আমাদের এই সমস্ত চিন্তা দূর হয়। বিরক্তিকর হইয়া উঠিলে কোম্পানী স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারেন।" আমরা ইচ্ছা করিলেই কোন না কোন ছল করিয়া নবাবকে ত্যাগ করিতে পারি, নবাব না হয় তাঁহার পুত্র স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করেন, মীরণ নবাব হইলে কোম্পানীর আশা অল্প, ইত্যাদি ক্লাইবের মর্ম্মকথা এই পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। ক্লাইবের সুযোগ্য সেক্রেটরী ওয়াল্‌স্ এই পত্র লইয়া বিলাতে পিটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মন্ত্রিবর

(১) Malcolm's Clive II. pp. 119—125.

(২) দুঃখের বিষয়, ক্লাইবের শ্রেণীর খৃষ্টানগণ যে মুসলমান অপেক্ষা অধিক কৃতজ্ঞ, ব্যবহারে তাহা প্রদর্শিত হয় নাই। অবশ্য ক্লাইবের জায়গীরপ্রাপ্তি তখনও ঘটে নাই।

পত্রে এবং তাঁহার বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইলেও, এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে ইংলণ্ডে রাজনীতিক গোল উঠিবে, পরোক্ষভাবে রাজার ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইবার আশঙ্কায় পার্লামেণ্ট ইহাতে সম্মতি দিবেন না ভাবিয়া, সেইভাবে উত্তর দিয়াছিলেন। ক্লাইবের উদ্দেশ্ম থাকিল, স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া এই বিষয়ের উদ্যম করিবেন। (১)

ক্লাইব স্বদেশ প্রত্যাগমন করিলে অন্ধকূপের স্বনামধন্য হল্‌ওয়েল্‌ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া কিয়ৎকালের জন্ম অধ্যক্ষের আসনের শোভাবর্দ্ধন করেন। প্রথমে চিকিৎসকরূপে এ দেশে পদার্পণ করিয়া, (২) অর্থোপার্জ্জনের প্রশস্ত দ্বার অন্য দিকে উন্মুক্ত রহিয়াছে দেখিয়া, হল্‌ওয়েল্‌ কোম্পানীর অধীনে অন্য কার্য্য স্বীকার করিয়া ক্রমশঃ কলিকাতার জমিদার (তহশীলদার) পদে উন্নীত হন। উত্তরকালে জমিদার স্বরূপে নানাদিকে হস্তপ্রসারণ এবং কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দিবার সময়ে অযথা উপায়ে অর্থলাভ করিয়াছেন বলিয়া যে হল্‌ওয়েল্‌ সহযোগিবর্গের দ্বারা অভিযুক্ত (৩) হইয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে কলিকাতা দরবারের কর্ত্তা হইয়া বিশিষ্টরূপে আত্মোদর পূরণের একটা ব্যবস্থা না করিয়া কিরূপে স্থির থাকিতে পারেন? সিরাজুদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণে ড্রেক্‌ প্রভৃতি পলায়ন করিলে, স্বয়ং বাধ্য হইয়া থাকিয়া গিয়া যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং অন্ধকূপে নিষ্কৃতি পাইয়া মুর্শিদাবাদে যে ভাবে কারাক্লেশ বহন করিতে হয়, সেই সমস্ত বিষয়ে স্বরচিত কাহিনী প্রচার দ্বারা ও স্বদেশে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নানাভাবে লতাপল্লবসংযোগে তাহা সুরঞ্জিত করিয়া হল্‌ওয়েল, ডিরেক্টর-গণের অনুগ্রহে প্রথমে কলিকাতার কর্ম্মচারিদল-মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হন পরে ছলনা করিয়া, ত্বরায় কর্ম্মত্যাগের প্রয়াসী বৃদ্ধ মানিংহামের

---

(১) হলওয়েলকে লিখিত সেনাপতি কেলডের পত্রে দৃষ্ট হয়, তিনি ক্লাইবের এইরূপ মনোভাব অবগত ছিলেন। Caillaud's Letter, 29th May, 1760.

(২) Long's Records No 54

(৩) ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চের ডিরেক্টরগণের পত্রে কৃষ্ণদাসব্যাপারের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। শেষে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে মুদ্রিত "Reflections on the present state of our East India affairs" নামক পুস্তিকায় কোম্পানীর জনৈক প্রাচীন কর্ম্মচারী হল্‌ওয়েলের কীর্ত্তিকাহিনী আনুপূর্ব্বিক গাহিয়া দিলে, হলওয়েল্‌ সাহেবের বন্ধুগণ (!) প্রকাণ্ড আকারের ১৩৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এক কৈফিয়ৎ প্রচার করেন। ইহা ভবিষ্যতে Tractএর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

পরে নিজের নাম থাকিবার প্রার্থনা জানাইয়াও (১) অনেকের অনুরাগ আকর্ষণ করেন। কিন্তু অচিরে তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ প্রকাশিত হইয়া পড়িলে ডিরেক্টরগণ তাঁহাকে 'পুনর্মূষিক' করিয়া দরবারের নবম স্থানে বসাইয়া দেন। বিশেষ পীড়াপীড়ি উপস্থিত দেখিয়া এবং বর্ত্তমানে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কর্ম্মচারী হইলেও তাঁহাকে অধ্যক্ষ না করিয়া মান্দ্রাজ হইতে ভান্সিটার্ট সাহেবকে আনয়ন করাই স্থির হইল দেখিয়া, অগত্যা সম্ভ্রমরক্ষার জন্য হল্‌ওয়েল পদত্যাগে বাধ্য হইলেন। (২) কিন্তু শেষযাত্রার পূর্ব্বে যথাসম্ভব শেষ প্রাপ্য অর্থ কুক্ষিগত করিয়া যাইবার কল্পনা এক্ষণে তাঁহার মানসপটে উদিত হইল। বিপ্লবের পরে সহযোগী অন্যান্য সাধারণ সভ্যের মত তাঁহার অংশে লক্ষ মুদ্রা মাত্র পারিতোষিক প.ড়য়াছিল। কর্ত্তৃত্বভার হস্তে পাইয়াই, অবিলম্বে সেই ক্ষতিপূরণের প্রয়াস জাগিয়া উঠিল! কোম্পানীর অধ্যক্ষের মনোরথ সফল করিবার সুযোগও একালে সর্ব্বদাই উপস্থিত ছিল।

অধ্যক্ষ হইবার অত্যল্পকাল পরেই (ফেব্রুয়ারি, ১৭৬০) নবাব-জামাতা মীর-কাসেমের সহিত হল্‌ওয়েলের সাক্ষাৎ হয়। (৩) শ্রীভট্টের অধীনে মহারাষ্ট্রীয়দলের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য মীর কাসেম্ একদল নবাবী-সৈন্যসহ মেদিনীপুর-অঞ্চলে যাত্রা করিতেছিলেন। মীর কাসেম্ চতুর, সুদক্ষ ও উচ্চাভিলাষী, সুতরাং এ ক্ষেত্রে পরস্পরের মনোভাব অবগত হইতে বিলম্ব ঘটে নাই। কাসেম্ আলীকে পাটনার নবাবীপদে

(১) Holwell's letter to the Court, 23rd March, 1758 (Vindication pp 11--13)

(২) নবমস্থানে বসাইবার বিবরণ হলওয়েল্ নিজ 'Vindication' গ্রন্থেই প্রদর্শন করিয়াছেন, (১৪—১৫ পৃঃ)। তৎপরে প্রবীণ কর্ম্মচারিগণের অনেকে পদত্যাগ করিয়া যাওয়ায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ক্লাইবের এক পত্রে প্রমাণ হয়, তিনি হলওয়েলের প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছিলেন। ডিরেক্টরগণের নিকট নিজ বন্ধু ভান্সিটার্টের নিয়োগের অনুরোধ-পত্রে প্রবীণ ওয়াট্‌স প্রভৃতি কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন বা করিবেন উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—'Mr ..has talents, but I fear wants a heart, therefore unfit to preside where integrity as well as capacity are equally essential (Malcolm's Clive pp. 137—139.) মালকম্ নামের স্থানটী শূন্য রাখিলেও, অন্যের বুঝিতে কষ্ট হয় না।

(৩) Holwell's Letter to Caillaud, 24th Feby, 1760 (Address to the Proprietors 1764.)

প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে অবিলম্বে তাঁহার অনায়াসলব্ধ অর্থভাণ্ডারের (১) অংশ-গ্রহণ সম্ভবপর। হল্‌ওয়েল্ ত্বরায় এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। নবাব এ সময়ে জামাতার প্রতি অনুকূল হইলেও, মীর্ কাসেমের এবম্ভূত পদোন্নতির পক্ষপাতী ছিলেন না। ইংরেজপক্ষের নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিলে সম্ভবতঃ তাঁহার সম্মতি পাইতে বিলম্ব ঘটিবে না স্থির করিয়া, ৫ই মে তারিখে হল্‌ওয়েল্ সেনাপতি কেলড্‌কে স্বপক্ষে আনিবার উদ্দেশ্যে পত্র লিখিলেন,—"মীর্ কাসেমের জন্য ক্লাইব্ আমায় যে অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে নবাবকে পত্র লিখিয়াছি। আপনার দৃষ্টি জন্য নকল পাঠাই। বর্ত্তমানে রাজা রামনারায়ণ ও তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারিবর্গের প্রভুভক্তি এবং কার্য্যদক্ষতায় সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। তথায় অন্য লোক নিযুক্ত করাই নবাবের কর্ত্তব্য। আমার সহিত এ বিষয়ে আপনার মতভেদ না হইলে আপনি কাসেম্ আলির জন্য চেষ্টা করিলে অনুগৃহীত হইব।" (২)

হল্‌ওয়েলের উদ্দেশ্য সফল হইল না, নবাব বা ইংরেজ-সেনাপতি কাহারও নিকট হইতে অনুকূল সদুত্তর আসিল না। তখন অন্যরূপ উপায় চিন্তার প্রয়োজন হইল। নবাব মীর্‌জাফর মহাত্মা হল্‌ওয়েলের বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। মীর্‌জাফরের দোষোদ্‌ঘাটনেও বিলম্ব হইল না। ব্যক্তি-বিশেষের কোন্ কালে ছলের অসদ্ভাব হইয়া থাকে? মীর্‌জাফরের শাসন-শৈথিল্যে কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা তখনও পরিশোধ হয় নাই। কোম্পানীর বাণিজ্য-ব্যাপার চালাইবার নিমিত্ত এক্ষণে যথেষ্ট অর্থাভাব; এক সময়ে জগৎশেঠের নিকট দশ পনের লক্ষ টাকা ঋণ প্রার্থনা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া, হল্-ওয়েলকে ভবিষ্যতে শেঠবংশের সর্ব্বনাশ ঘটিবে বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইয়াছে। (৩) অর্থ প্রদানে অক্ষম নবাবের বিরুদ্ধে সহযোগী সিলেক্ট-কমিটীর অন্যান্য সভ্যগণকে স্বমতে আনিতে হল্‌ওয়েলকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। ক্রমে আবিষ্কৃত হইল যে, শা আলমের বাঙ্গলা আক্রমণের সময় মীর্‌জাফর শাজাদার শিবিরে উকীল পাঠাইয়া গোপনে পৃথগ্‌ভাবে সন্ধির আবেদন করিয়াছেন এবং আবেদনপত্রে ইংরেজপক্ষই শাজাদার সহিত যুদ্ধ

(১) মুৎক্ষরেসার ধনরত্ন মীর্ কাসেমের হস্তগত হইবার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

(২) Howell's letter to Caillaud, 5th May, 1760

(৩) Holwell's letters to Hastings, 6th & 8th May 1760.

বাধাইবার কারণ, এইরূপ উল্লেখ আছে। (১) তৎপরেই মীরণের আদেশে সংঘটিত ঢাকার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড (২) অতিরঞ্জিত হইয়া মীর্জাফরের বিরুদ্ধে দর্শন দিল। ওলন্দাজগণকে লইয়া মীর্জাফর যে সমস্ত অভিসন্ধি করিয়াছেন, তাহার প্রাচীন মৃত কাহিনীও এক্ষণে উজ্জীবিত হইল। (৩) এদিকে আর সময় নাই; সত্বরেই ভান্সিটার্টের আগমন সম্ভবপর। স্বহস্তে একটা বিপ্লব বাধাইয়া তাহার ফলভোগ করিয়া তবে দেশযাত্রা করিতে হইবে। (৪) সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর লাভ দেখাইলে স্বদেশে যশোলাভ সম্মুখে রহিয়াছে।

(১) See. Holwell's Address to the Proprietors Letters to Caillaud & Hastings, April & May 1760 কথিত মীর্জাফরের গোপনীয় আরজ্‌দস্ত সম্বন্ধে সমস্ত রহস্য হল্‌ওয়েলের গ্রন্থেই নিহিত রহিয়াছে। কেলড্‌ ও হেষ্টিংসের কথায় তাহা জাল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। হল্‌ওয়েল্‌ এক স্থানে আসল আর্জি পানি হরকরার নিকট হইতে দস্যুতে অপহরণ করিয়াছে বলিয়া, পুনরায় শাজাদার নিকট হইতে উহা প্রেরিত হইয়াছে লিখিয়াছেন। অস্ত্রে আস্থা স্থাপন না করায় তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে হইয়াছিল।

(২) মীরণের আদেশে ঘেসেটী ও আমেনা বেগমকে হত্যা করিবার কথা পূর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। লুৎফুন্নেসা এবং আলিবর্দ্দী বেগম প্রভৃতিকে হত্যা করিবার কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহা পরে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইবে।

(৩) কেলড্‌কে লিখিত হল্‌ওয়েলের পত্র। অথচ, এই সময়েই নবাব মীর্জাফর হল্‌ওয়েল্‌কে পত্র লিখিয়াছেন,—"ওলন্দাজেরা পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত নিয়ম পালন করিতেছে না, শত্রুপক্ষের সহিত গোপন পত্রাদি লিখিতেছে, অধিকসংখ্যক সৈন্য রাখিয়াছে, চুঁচুড়া কুঠীর যে অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ আছে, তাহার সংস্কার করিতেছে। উহারা এত দিন ধরিয়া আমার অনুগ্রহের অপব্যবহার করিয়া আসিতেছে, অতএব সৈন্য-প্রেরণ করিয়া উহাদের দমন ও দেশের শান্তিরক্ষার সঙ্কল্প করিয়াছি" ইত্যাদি। এই পত্র পাইবার পরেই ওলন্দাজ পক্ষ বিপন্ন হইয়া ইংরেজের শরণ লইলেন। ইংরেজ-কর্তৃপক্ষ পূর্ব্বস্বীকৃত ক্ষতিপূরণ লইয়া এবং আরও কিছু অর্থগ্রহণ করিয়া তবে ওলন্দাজের হইয়া নবাবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। (Long's Records, No. 461 & Note.)

(৪) বহু দিন বঙ্গপ্রবাসী কোম্পানীর জনৈক প্রবীণ কর্ম্মচারী তাঁহার Reflections on the present state of our East India affairs নামক পুস্তিকায় ৩৭ পৃষ্ঠায় হল্‌ওয়েলের অর্থ-পিপাসা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

"Being blessed with a genius, uncommonly fertile in expedients for raising money and further unclogged by those silly notions of punctilio which often stand in the way betwixt some people and fortune, he had projected and put in practice several inferior manuvers, but this *Chef d'oeuvres*, this master-scheme, though formed almost as soon as he came to power, time did not allow him the honour of executing."

শা আলমের শিবির হইতে এ সময়ে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে স্বপক্ষে আনিবার উদ্দেশ্যে নানা ভাবে পত্র (ফর্মান্) আসিতেছিল। সুবিধা পাইয়া হল্‌ওয়েল্ সঙ্কল্প স্থির করিলেন, মীর্‌জাফরকে পদচ্যুত করিয়া পুনরায় উচ্চমূল্যে বঙ্গের সিংহাসন বিক্রীত হয় ভালই; নতুবা শা আলমের নিকট হইতে কোম্পানীর নামে বাঙ্গালার নবাবী লইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলেও তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে কোন অন্তরায় থাকে না। তৎক্ষণাৎ সেনাপতি কেলড্ এবং পাটনার অধ্যক্ষ আমিয়টের নামে দুই খানি পত্র প্রেরিত হইল। সেনাপতির সাহায্যেই কার্য্যোদ্ধারের আশা, সুতরাং নানা ভাবে মীর্‌জাফরের চরিত্র ও শাসননীতির দোষোল্লেখে সুদীর্ঘ ভূমিকা করিয়া তাঁহাকে লিখিত হইল, 'কোম্পানী ও ইংরেজজাতির সুনাম স্থায়ী রাখিয়া বা ন্যায়-ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি করিয়া, আর মীর্‌জাফরের দুষ্কৃতি ও অত্যাচারের সমর্থন করা কর্ত্তব্য হয় না। তাঁহার শাসননীতি যতই লক্ষ্য করিতেছি, ততই আপনার প্রথম উক্তির—"ইহার অন্তস্তল পর্য্যন্ত জরাজীর্ণ"—এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতেছি। তাঁহার বংশের অধঃপতন অনিবার্য্য। আমরা এই অপদার্থ শাসনের সপক্ষতাচরণ করিয়া ন্যায়সঙ্গত অধিকারী শা আলমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছি, আমরাও এজন্য বিশেষ দায়ী। আপনার সহিত এ সময়ে দুই তিন দিনের জন্য বিশেষ পরামর্শ আছে, সৈন্যসংগ্রহ, অসুখ বা অন্য যাহা কিছু ছল করিয়া একবার অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টার জন্য এখানে আসুন।' (১) আমিয়টের পত্রে অন্য ভাবে শা আলমের নিকট হইতে কিরূপে কোম্পানীর রাজ্যলাভ হইতে পারে, তাহার মন্তব্য লিখিত হইল, (২) সেনাপতি কেলড্ হল্‌ওয়েলের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন না, তিনি এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ একমত হইতে না পারিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে উত্তর পাঠাইলেন;—

"বর্ত্তমানে আমরা যাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতেছি, তিনি মন্দ লোক হইলেও, তাঁহাকে উৎখাত করিয়া ভাল লোক কোথায় মিলিবে? বরং এরূপ পরিবর্ত্তনে অধিকতর অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। এ দেশে শান্তিস্থাপন করিতে পারিলেই আমাদের ইচ্ছামত বাণিজ্যের সুবিধা ও কোম্পানীর সম্মান ও অর্থলাভের দ্বার উন্মুক্ত হয়। নবাবের পক্ষসমর্থন ভিন্ন অন্যরূপ পরিবর্ত্তনে শান্তিসংস্থাপন করা সম্ভবপর বোধ হয় না. বিপ্লব উপস্থিত হইলেই অশান্তির সঙ্গে

(১) Holwell's Letter to Caillaud, 24th May, 1760.

(২) To Amyat, 30th May, 1760. (Holwell's Address)

সঙ্গে বিপদ ঘনীভূত হইবে : আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া ইহা দর্শন করিলেও, বিজ্ঞের মত কার্য্য হইবে না। যাঁহাকে নবাব করা হইবে, তিনি হয় ত এইরূপই অকর্ম্মণ্য বা দুঃশীল হইতে পারেন। কিন্তু তিনি ইহার মত ভীরু বা নির্ব্বোধ না হইলে, ইচ্ছামত চালিত করা অধিকতর কঠিন হইয়া পড়িবে। ইঁহার অত্যাচার ও নির্দ্দয়তা প্রভৃতির কথা বলিলে, এ সৌভাগ্যশালী দেশে বিপরীত-গুণবিশিষ্ট লোক পাওয়া যেরূপ দুষ্কর, তাহাতে নবাব আমাদের অভীষ্টসিদ্ধির অনুকূল হইলে অন্যান্য দোষ উপেক্ষা করা যাইতে পারে। গতবর্ষে যে ওলন্দাজগণকে আহ্বান করিয়া আনিয়া নবাব সন্ধিভঙ্গ করিয়াছেন, তাহার কোন নিঃসন্দেহ প্রমাণ নাই। ক্লাইবও দেশযাত্রার সময় 'এ সম্বন্ধে নবাবের দোষ নাই' স্বীকার করিয়াছেন। (১) বর্ত্তমান নবাবকে আমাদের মতে কার্য্য করাইলেই সকল গোল চুকিয়া যায়। শাজাদার জন্য আমিও দুঃখিত; কিন্তু তাঁহার স্বপক্ষে কোনরূপ কল্পনা এ সময়ে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। মারাঠা ও জাঠেরা উজীরের সহিত মিলিত হইয়াছে। আবদালী জয়ী হইয়াও সকল পক্ষকে সংযত করিতে পারিতেছেন না। * * যাহাতে আমাদের গৌরব ও কোম্পানীর প্রভাব এবং সুবিধা বিনষ্ট না হয়, এইরূপ উপায় অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু মীরজাফরকে যেন ত্যাগ করা না হয়। ক্লাইব্ স্বদেশে গিয়া কোম্পানী ও মন্ত্রিসমাজের সম্মতি লইয়া যে ব্যবস্থা করিবেন কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য অপেক্ষা করাই ভাল। যে ভাবে আছে, আমরা ঠিক্ সেই ভাবেই রাখিয়া চলি" ইত্যাদি। (২)

সেনাপতি, হল্‌ওয়েলের সহিত একমত হইতে পারিলেন না। বঙ্গে-রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইয়া তাঁহার দেশীয় বন্ধুগণ ইতিপূর্ব্বে যেরূপ লাভবান হইয়াছেন,

(১) ক্লাইব্ পার্লামেন্ট-কমিটির নিকটে সাক্ষ্য দিবার সময়ে বলেন, 'তাহার কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু বিশ্বাস যে, নবাবকে সংযত রাখিবার উদ্যোগ করায় তিনি ওলন্দাজগণকে বঙ্গে আসিবার জন্য কোনরূপ উৎসাহ দিয়া থাকিবেন। (First Report, P. 158)

(২) কেলড্ এ সময়ে এই মত প্রকাশ করিয়া পুনরায় অত্যল্পকালমধ্যে ভান্সিটার্টের সহিত যোগে ভাবান্তর পরিগ্রহ করায় হল্‌ওয়েলও কটাক্ষ করিয়াছেন। পার্লামেন্ট-কমিটিও এই ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দেন, 'তখন ছোটনবাবের মৃত্যু হইয়াছে, অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছিল।' পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু ভান্সিটার্টের সহিত যোগদানে ফললাভের আশা অধিক, অস্থায়ী হলওয়েলের সহিত একমত হওয়া বিফল মাত্র, সম্ভবতঃ সেনাপতি মহোদয়ের ইহাই অভিপ্রেত ছিল।

তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। অনতিবিলম্বেই ভান্সিটার্টের সহিত যোগদান করিয়া বিপ্লবে তিনি যে বিমুখ, তাহারও পরিচয় দেন নাই। যাহা হউক, তাঁহার অসম্মতি দেখিয়া হল্‌ওয়েলকে অগত্যা আপাততঃ নিরস্ত হইতে হইল। কিন্তু অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিতে বিস্মৃত হইলেন না। তাঁহার সিদ্ধহস্তের রচিত মীর্জাফরের দোষাবলীর এক বিস্তৃত কাহিনী প্রস্তুত হইয়া রহিল। (১)

হল্‌ওয়েলের মন্ত্রণা এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়ে মীরণের মৃত্যু হইল। নবাব মীর্জাফর প্রিয় পুত্রের শোকে জ্ঞানশূন্য হইলেন। দোষসত্বেও মীরণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, বৃদ্ধ বয়সের সম্বল। অল্পকালমধ্যেই মীরণের যেরূপ কার্য্য-কুশলতা দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে চতুর্দ্দিকে বিপজ্জালে জড়ীভূত হইয়াও মীর্জাফরের কিয়ৎপরিমাণে ভরসা ছিল। এক্ষণে সে সমস্ত তিরোহিত হইল। অন্যান্য পুত্রগণ নাবালক-মাত্র, স্বয়ং রোগে শোকে জীর্ণতনু। ইতিপূর্ব্বে জামাতা কাসেম্ আলীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না; এক্ষণে নিরুপায় ভাবিয়া জামাতাই নবাবের প্রধান অবলম্বন হইয়া পড়িলেন। অর্থাভাবে রাজকার্য্যে পূর্ব্বাবধিই বিশৃঙ্খলা ছিল। নন্দকুমারের মত অভিজ্ঞ রাজস্ববিৎও বর্দ্ধমান এবং নদীয়ার রাজার নিকটে যথাসময়ে রাজকর আদায় করিয়া ইংরেজের তন্‌খা পরিশোধ করিতে পারেন নাই। জমিদারগণ নানা ছলে স্বীকৃত কিস্তীবন্দী অনুসারে রাজস্ব প্রদান করিতে অযথা বিলম্ব করিতেছিলেন। (২) ঢাকা-বিভাগের রাজকরও রীতিমত আদায় হয় নাই; ইংরেজ-বণিক্ বা তাঁহাদের দেশীয় কর্ম্মচারিগণের দৌরাত্ম্যে শুল্ক-বিভাগের আয় বিলক্ষণ সঙ্কুচিত হইয়াছিল। বেতনের অভাবে সৈন্যগণ পূর্ব্বাবধি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল; এক্ষণে ছোট নবাবের (মীরণের) মৃত্যু সংবাদ পাইবার পরেই মুর্শিদাবাদের সৈন্যদল বাকী বেতন জন্য তুমুল কোলাহল আরম্ভ করিল; অবশেষে প্রাসাদ অবরোধ করিয়া ভয়ানক হাঙ্গামা বাধাইল। (৩) নবাব এ বিপদে জামাতার কণ্ঠলগ্ন হইয়া পড়িলেন।

(১) 'অসুখ ও অন্যান্য কারণে আমার শীঘ্রই পদত্যাগ করিতে হইবে। নূতন গবর্ণরের অবগতির জন্য দেশের বর্ত্তমান অবস্থা লিপিবদ্ধ করিতেছি'—ইত্যাদি সূচনা করিয়া এই বিবরণী আরম্ভ। (See, Holwell & Vansitart's Narrative)

(২) Long's Records.

(৩) মুতাক্ষরীণ। সেনাদলের বিদ্রোহের মূলে যে 'জামাতা দশম গ্রহ' ছিলেন না, এরূপ অনুমান হয় না; মুতাক্ষরীণে ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার উদ্যোগপর্ব্বের কথা আছে।

মীর্ কাসেম্ নিজ তহবিল্ হইতে কিয়দংশ অর্থ প্রদান করিয়া এবং অবিলম্বে নবাব তাহাদের প্রাপ্য অর্থ প্রদান করিবেন, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া তাহাদিগকে আপাততঃ নিরস্ত করিলেন।

কাসেম্ আলীর আকাঙ্ক্ষা এক্ষণে বর্দ্ধিত হইল। তিনি সেকালের ইংরেজ-চরিত্র সবিশেষ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, হল্‌ওয়েলের সহিত পরিচয়ে ইতিপূর্ব্বেই ইংরেজপক্ষের মূল্য নির্ণীত হইয়াছিল। এক্ষণে অর্থবলে ইংরেজ-কাউন্সিল্‌কে ক্রয় করিয়া কুটিল কৌশলে বৃদ্ধ শ্বশুরকে সরাইবার কল্পনা দৃঢ়তর হইল। (১) হল্‌ওয়েলের সহিত গুপ্ত পরামর্শে মন্তব্য স্থির হইয়া রহিল। নূতন গবর্ণর ভান্সিটার্ট অনতিবিলম্বেই কলিকাতায় পদার্পণ করিবেন ভাবিয়া হল্‌ওয়েল্ স্বয়ং সঙ্কল্পসাধনে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ভান্সিটার্টের জন্য মন্ত্রৌষধির ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। বাঙ্গলার রাজ নৈতিক-ক্ষেত্রের এইরূপ অবস্থায় ভান্সিটার্ট এ দেশে আগমন করিলেন। চারিদিকে নানারূপ তুমুল কোলাহলে তাঁহার মত সম্পূর্ণ নূতন লোকের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া উঠা সহজ হইল না। অবশ্য ক্লাইব্ দেশযাত্রার পূর্ব্বে পত্রা'দ যোগে তাঁহাকে অনেক বিষয় অবগত করিয়াছিলেন; তাঁহার সুবিধার জন্য কতকগুলি কাগজপত্রও প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। (২) কিন্তু ইহাতেও হল্‌ওয়েলের ন্যায় বাস্তুদেবতার হস্ত ছাড়াইয়া উঠা তাঁহার সাধ্য ছিল না। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের মতে ভান্সিটার্টকে প্রকৃতই ধর্ম্মাত্মা বলিয়া স্বীকার করিলেও, কৃতিত্বে তিনি যে অনেক নিকৃষ্ট ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। অগত্যা হল্‌ওয়েল সর্ব্বকার্য্যের মূলাধার হইলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই মীর্‌জাফরের শাসনের দোষসমূহ অতিরঞ্জিত করিয়া এক সুবৃহৎ স্মারকলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, (৩) এক্ষণে এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রযুক্ত হইল। মীর্ কাসেম্‌ও এ সময়ে হল্‌ওয়েলের শরণাগত

(১) কেহ কেহ বিশ্বাস করেন, মীর কাসেম্ পূর্ব্বাবধি হলওয়েলের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া নবাবী লাভের উদ্যোগ করিয়া আসিতেছিলেন। এই কারণেই মীরণের বজ্রপাতে মৃত্যুও সন্দেহের বিষয় হইয়া উঠে। এ স্থলে মানব-চরিত্রের এত অধিক অধোগতি হইয়াছিল, এরূপ বিশ্বাস করিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ নাই। মীর্ কাসেমের অভিলাষ ক্রমশঃ সুযোগ পাইয়া পরিপক্ব হয়, সমসাময়িক ইতিহাসে ইহাই দেখাইতেছে।

(২) Clive's Letter to Vansitart 20th Oct, 1759. Malcolm's Clive Vol II. p. 137.

(৩) Holwell's Memorial. See, Tracts & Vansitart's Narrative

হইয়া স্বার্থসিদ্ধির আয়োজনে বিস্মৃত হন নাই। দেশের দুরবস্থা প্রভৃতির সূচনা করিয়া ভান্সিটার্টের নিকট পত্রাদি প্রেরিত হইল; প্রকৃত মনোভাব অবশ্য হল্‌ওয়েলের নিকটেই ব্যক্ত হইল। (১) মীর্ কাসেম্ মীরণের কার্য্য অর্থাৎ দেওয়ানী লাভেরই অভিলাষী, এইরূপ প্রকাশ থাকিল।

সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য মীর্ কাসেমের কলিকাতায় উপস্থিতির প্রয়োজন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিরূপে যাইবেন, নবাব কি মনে ভাবিবেন, ইত্যাদি অনুধাবন করিয়া,[৪] কর্ত্তব্য-নির্ণয় জন্য মীর্ কাসেম্ কলিকাতা-কাউন্সিলের পরামর্শ চাহিলেন। কারণের অভাবে কোথায় কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইয়াছে? ইংরেজপক্ষ যুক্তি করিয়া 'তন্‌খার হিসাব নিকাশ এবং সাময়িক পরামর্শের জন্য কাসেম্ আলীর কলিকাতায় আগমন আবশ্যক' বলিয়া পত্র প্রেরণ করিলে, নবাবের কোন আপত্তি রহিল না। (২) নির্ব্বোধ নবাব ভ্রমেও ভাবিতে পারেন নাই, সমস্ত কর্তৃত্ব হস্তে পাইয়াও জামাতার তৃপ্তিসাধন হয় নাই। সেনাপতি কেলড্ ইতিপূর্ব্বেই কলিকাতা আগমন করিয়া মন্ত্রণায় যোগদান করিয়াছিলেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর বিশিষ্ট সদস্যবর্গের এক গুপ্ত দরবারের অধিষ্ঠান হইল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল,—'শাজাদার সহিত সন্ধি যুক্তিসঙ্গত এবং আবশ্যক। সভাপতি (গবর্ণর) কাসেম্ আলী খাঁর সহিত পরামর্শে আমাদের ব্যয়বাহুল্য এবং অর্থকৃচ্ছ্র জানাইয়া কি উপায়ে ইহার দূরীকরণ সম্ভব, তৎসম্বন্ধে কাসেম্ আলীর প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন এবং এই সন্ধির প্রস্তাবে তাঁহার সম্মতি হইবে কি না, এবং নবাবকে সম্মত করিতে পারিবেন কি না, ইত্যাদি বিষয়ে কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন'। (৩) এই জড়ীভূত মন্ত্রণাপত্রে স্পষ্টই দৃষ্ট হয়, তখনও কল্পনা স্থিরীকৃত হয় নাই। অতঃপর ২০শে সেপ্টেম্বর মীর্ কাসেম্ কলিকাতায় আগমন করেন। খোজা পিক্র মধ্যস্থ হইয়া, হল্‌ওয়েলের সহিত সাক্ষাতে মীর্ কাসেমের সমস্ত প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলেন। (৪) ২৪শে তারিখে হল্‌ওয়েল্ সমস্ত কথা

---

(১) Holwell's Address, pp 67—68.

(২) Do. Do.

(৩) First Report 1772 & (Select Committee 15th Sept. 1760,) Vansitart's Narrative, pp. 74—75.

(৪) হল্‌ওয়েলের বিবরণী। হল্‌ওয়েল্ স্বয়ং লিখিয়াছেন, মীর্ কাসেম্ এই সময়েই মীর্‌জাফরকে চিরকালের মত বিদায় দিবার প্রস্তাব করেন। ইংরেজ-প্রতিভূর বিবেক-বুদ্ধি বিশেষ

দরবারে জ্ঞাপন করিলে তাঁহারই উপরে কার্য্য সুস্থির করিবার ভার অর্পিত হইল; যিনি জাল ফেলিয়াছেন, তাঁহারই হস্তে শিকার ধৃত হইল। পর দিন প্রাতে কাসেম্ আলীকে দেওয়ানী অর্থাৎ সমগ্র কর্তৃত্ব ভার প্রদানের সন্ধিপত্র স্থির করিয়া, হল্‌ওয়েল্ বেলা একটার সময়ে তাহা দরবারে পেশ করিলেন। বলা বাহুল্য, একবাক্যে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। দরবারে মীমাংসা শেষ হইয়া গেলে, ২৭শে সেপ্টেম্বর রজনীযোগে গবর্ণর-সাহেবের বাটীতে এক গুপ্ত কমিটী বসিল। এখানে মীর্ কাসেম্ মন্ত্রিবর্গের পূজোপ-চারস্বরূপে অর্থের কথা জ্ঞাপন করিলে, তাঁহারা স্তম্ভিত হইলেন। অতঃপর তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া, শান্তিস্থাপনের পরে বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ যথাভিরুচি উপঢৌকন প্রদান করিলে তাহা গৃহীত হইবে বলিয়া, স্বীকার করিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করা হইল। (১) হল্‌ওয়েল্‌কে কেলডের সহিত মুর্শিদাবাদে গিয়া সন্ধির নিয়ম কার্য্যে পরিণত করিয়া দিবার অনুরোধ হইল। হলওয়েলের উদ্দেশ্য পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে; তিনি আর এ কার্য্যে সম্মত হইবেন কেন? ভান্সিটার্ট স্বয়ং গমন করিবেন, স্থির হইল।

মীর্ কাসেমের সপক্ষে ২৭শে সেপ্টেম্বর (১৭৬০) তারিখে ইংরেজ সিলেক্ট-কমিটী যে সন্ধিপত্র স্থির করিলেন, তাহা এই;—

(১) মীর্‌জাফর খাঁর বাহ্যসম্মান স্থির থাকিবে। তাঁহার নামেই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইবে এবং তাঁহার পারিবারিক ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য উপযুক্ত অর্থ প্রদত্ত হইবে। (২)

প্রখর না হইলেও, অবশ্য তিনি ঔপহত্যার প্রস্তাবে মত প্রদান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবেন কেন? হল্‌ওয়েলের অসম্মতি দেখিয়া মীর কাসেম্ বলেন, "তবে ইনি আমার সেরূপ বন্ধু নহেন"? যাহা হউক, এই সামান্য বিরক্তির কারণ সংঘটিত হইলেও, উভয় পক্ষের গুপ্ত পরামর্শের কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। হল্‌ওয়েল্ বলেন,—'মীর কাসেমের নবাবী-প্রাপ্তির উদ্দেশ্য থাকিলেও আমি এ প্রস্তাবে মত দিই নাই।'

(১) Caillaud's Evidence, First Report p 161.

কেলড্ বলেন, ঐ রাত্রিতে কাসেম্ আলি ভান্সিটার্টের হস্তে এক খানি কাগজ প্রদান করেন, উহা বিশ লক্ষ টাকার হুণ্ডী। উপস্থিত সভ্যগণ, তাঁহাদের এরূপ উদ্দেশ্য নহে বলিয়া তাহা ফিরাইয়া দিতে চাহিলে মীর কাসেম্ বলেন, 'উহা গ্রহণ না করিলে তিনি বুঝিবেন, সকলে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট নহেন।'

(২) হলওয়েলের নির্দ্দেশমত এই বৃত্তি মাসিক এক লক্ষ টাকা।

(২) বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নায়েব-নবাবী মীর্ মহম্মদ্ কাসেম্ খাঁর হস্তে অর্পিত হইবে। তিনি সমগ্র রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এবং মীর্জাফর খাঁর পরলোকান্তে সিংহাসন লাভ করিবেন।

(৩) ইংরেজ ও মীর্ কাসেম্ খাঁর মধ্যে অভেদ্য বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। তাঁহার শত্রু আমাদের শত্রু এবং তাঁহার বন্ধু আমাদেরও বন্ধু।

(৪) ইংরেজ-সৈন্যের গোরা ও সিপাহীগণ মীর্ কাসেম্ খাঁর রাজকার্য্য-পরিচালনায় সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিবে।

(৫) কোম্পানীর এবং কথিত সৈন্যের ব্যয়ভার নির্ব্বাহের জন্য বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম প্রদেশ এবং তাহার লিখিত সনন্দ প্রদত্ত হইবে। ইহার লাভ লোকসান কোম্পানীর ভার, ইহা ভিন্ন কোম্পানী অন্য দাবী করিবেন না।

(৬) শ্রীহট্ট হইতে তিন বৎসরে প্রস্তুত চুণের অর্দ্ধাংশ উপযুক্ত মূল্য দিয়া কোম্পানী ক্রয় করিতে পাইবেন, কিন্তু প্রজাবৃন্দের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিবেন না।

(৭) পূর্ব্ব-স্বীকৃত তন্খার বাকী টাকা রায়-রায়ানের কিস্তীবন্দী মত প্রদত্ত হইবে, বন্ধকী মণি-মুক্তা প্রত্যর্পিত হইবে।

(৮) সরকারের প্রজা কোম্পানীর অধিকারে অথবা কোম্পানীর প্রজা সরকারের অধিকারে বাস করিবার অনুমতি পাইবে না।

(৯) সরকারের কর্ম্মচারীকে কোম্পানী বা কোম্পানীর কর্ম্মচারীকে সরকার স্থান দিবেন না; কোন কর্ম্মচারী পলায়িত হইলে তাহাকে প্রত্যর্পণ করা হইবে।

(১০) উভয়পক্ষের পরামর্শক্রমে শাজাদার সহিত সন্ধি বা যুদ্ধের বিষয় এবং তজ্জন্য অর্থসংগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপার স্থিরীকৃত হইবে। যাহাতে তিনি এ দেশ হইতে দূরীভূত হন, উভয়ের যুক্তি অনুসারে তাহার বিধান হইবে। শাজাদার সহিত সন্ধি হউক বা না হউক, যতদিন ইংরেজকোম্পানীর কুঠী এ দেশে বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন মীর্ মহম্মদ কাসেম্ খাঁর সহিত এই সন্ধির নিয়ম আমরা ঈশ্বরানুগ্রহে অখণ্ডনীয়ভাবে পালন করিব।

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৭৬০, (হিঃ ১১৭৪) ভান্সিটার্ট, কেলড্, হলওয়েল, সমার্ এবং ম্যাগোয়ার।

এই প্রকাশ্য সন্ধিপত্র (১) ব্যতীত কর্ণাট-প্রদেশে যুদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য পুরস্কারস্বরূপে পাঁচ লক্ষ টাকা এবং কাউন্সিলের মহারথিগণের প্রাপ্য টাকার কথা থাকিল। সন্ধিবন্ধনের সময়ে উল্লিখিত ধর্ম্মপ্রবণহৃদয়ের লোভশূন্যতা প্রদর্শিত হইলেও সদস্যবর্গ নিজের স্বীকার অনুসারে কিয়ৎকাল পরেই অনুগ্রহ করিয়া যে পরিমাণ অর্থগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাহা এই,—(২)

ভান্সিটার্ট	৫০০০০০
হল্ওয়েল	২৭০০০০
ম্যাগোয়ার নগদ	১৮০০০০ }
পাঁচ হাজার মোহর	৭৫০০০ }
সমার্	২৪০০০০
স্মিথ্	১৩৪০০০
মেজর ইয়র্ক	১৩৪০০০
কর্ণেল্ কেলড্	২০০০০০

এইরূপে উচ্চমূল্যে বাঙ্গলার সিকস্তী-মহালের বায়নার টাকা এবং পূজোপচার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া কুচক্রী কাসেম আলী ইংরেজ-বন্ধুবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। অবিলম্বে এক দল সৈন্য সহ মেজর ইয়র্কও প্রেরিত হইলেন; নব-বন্ধুর কোনরূপ অত্যাহিত ঘটিবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে যাহাতে সময়ে সাহায্য প্রদত্ত হয়। কাসেম্ আলীর কলিকাতা ত্যাগের দিনেই কার্য্য সুসিদ্ধ হইল দেখিয়া, মহাত্মা হলওয়েল্ কর্ম্মত্যাগ করিলেন। স্বীয় অর্থ-সম্পত্তি গুছাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে আরও কিছু দিন কলিকাতায় থাকিবার অনুমতি লইলেন। (৩)

---

(১) সন্ধিপত্র এ সময়ে প্রকাশিত হয় নাই। কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্য পর্য্যন্ত কাসেম্ আলীর আগমনের কারণ জানিতে পারেন নাই। (See. Letter from Certain gentlemen of the Council.)

(২) First Report. ইহাতে সম্পূর্ণভাবে স্বাকৃত অর্থই বিদিষ্ট হইয়াছে। হল্ওয়েল প্রভৃতি গোপনে কত পাইয়াছেন, কে বলিবে? পার্লামেণ্টের কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দিবার সময়ে মিঃ সমারকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'এই অর্থদান সময়ে দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল।' উত্তরে সমার বলেন, 'এ সম্বন্ধে নবাবই উপযুক্ত বিচারক।' সমার প্রভৃতি কার্য্যত্যাগের পরে অর্থ-প্রাপ্তির কথা বলিলেও কেহই তাঁহাদিগকে দোষমুক্ত মনে করেন না। See, Caillaud and Summer's Evidence.

(৩) Holwell's Address (1760) p. 71.

অনন্তর ২রা অক্টোবর তারিখে গবর্ণর ভান্সিটার্ট এবং সেনাপতি কেলড্ মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। সেনাপতি পাটনা যাত্রা করিতেছেন; গবর্ণর নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সদলে গমন করিলে কোনই সন্দেহের কারণ হয় না। ইংরেজ-দরবারের অন্যান্য সদস্য তখনও গুপ্ত-মন্ত্রণার কিছুই অবগত ছিলেন না। ১৪ই অক্টোবর ইংরেজপক্ষ কাশিমবাজারে উপনীত হইলেন। নবাব মীর্‌জাফর নূতন গবর্ণরের সম্মানবর্দ্ধন জন্য প্রত্যুদ্গমন ও সাক্ষাৎ করিলেন; ১৬ই তারিখে ভান্সিটার্ট নগরে প্রবেশ করিলে, পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। এই দুই বারের সন্দর্শনে, নবাবের কর্ম্মচারিগণের অব্যবস্থায় দেশের দুর্গতি হইতেছে, রাজ্যের ও কোম্পানীর অবস্থা মলিন, ইত্যাদি সুখ-দুঃখের কথা হইল। (১) নবাবও সকল কার্য্যে ইংরেজ-গবর্ণরের সংপরামর্শ অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া আপ্যায়িত করিলেন। মুরাদবাগে তৃতীয় সন্দর্শনে আরও অনেক কথা প্রকাশ পাইল। মীর্‌জাফরের নিকটে রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে সমস্ত বক্তব্য প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে তিন খানি পত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিতে দেওয়া হইল। (২) ইংরেজ এবং নবাবী-সেনাদল রীতিমত বেতন পাইতেছে না। নবাবের অপদার্থ ও স্বার্থপর মন্ত্রিদলের দৌরাত্ম্যে দেশের দুর্দ্দশার একশেষ হইতেছে, সত্বরে ইহার প্রতিকার করা কর্ত্তব্য, ইহাই কথিত পত্রগুলির সার মর্ম্ম। রাজা রাজবল্লভকে পাটনার সেনানায়কত্ব কার্য্য হইতে অপসৃত করা কর্ত্তব্য, বর্ত্তমান যুদ্ধব্যাপারের ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য মাসিক লক্ষ টাকা যথেষ্ট নহে, স্থায়িভাবে কোম্পানীর নামে কিয়দংশ ভূমি প্রদান করিলে সুবিধা হয়, ইত্যাদি কথারও নির্দ্দেশ ছিল। যুবরাজ মীরণের মৃত্যুর পরেই সকল বিষয়ে অব্যবস্থা হইয়াছে, নবাবের সন্তান-গণের (।) মধ্যে কাহাকেও মৃত যুবরাজের কার্য্যভার দিয়া রাজকার্য্যের সুশৃ-ঙ্খলা-বিধান আবশ্যক, ইত্যাদি সূচনার পরে ক্রমে মীর্‌কাসেমের কথা উঠিল।

(১) Vansitart's Narrative, Vol 1. pp. 110—11.

(২) ভান্সিটার্টের বিবরণীতে উল্লিখিত এই পত্রাদি সম্বন্ধে অনেকের স্বতঃই সন্দেহ হয়। আত্মদোষ ক্ষালনের নিমিত্ত যথাসম্ভব আয়োজন স্বাভাবিক। ভবিষ্যতে মীরজাফরের নরহত্যা ও অত্যাচার বর্ণন করিয়া ভান্সিটার্ট যে অপ্রকৃত কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে সর্ব্বথা ন্যায়পর ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। কথিত পত্র তিন খানিতেও সন্ধিভঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়া, সৈন্যদলের বেতন বাকী ও কোম্পানীর কলিকাতা টাকশালের মুদ্রা সমান মূল্যে গৃহীত হইতেছে না, এই দুই কথা ভিন্ন সন্ধিভঙ্গের অন্য কোনও প্রমাণ প্রদত্ত হয় নাই।

সমস্ত কথা বুঝিতে মীর্জাফরের আর বিলম্ব হইল না। নবাবকে পরিশ্রান্ত ও ঘূর্ণায়মান দেখিয়া, সে দিনের মত বিদায় দেওয়া হইল। তখন কাসেম্ আলী খাঁ আসিলেন; নিজের আশঙ্কার কথা নানা ছলে অতিরঞ্জিত করিয়া দোলায়-মানচিত্ত ভান্সিটার্টকে সমধিক বিচলিত করিলেন! ইংরেজপক্ষ সন্ধির নিয়ম পালন না করিলে, সদলে শা আলমের সহিত যোগদান করিবারও ভয় দেখাইলেন। (১) তখন ইংরেজ-গবর্ণর মতি স্থির করিতে বাধ্য হইলেন। পর দিনও নবাব কোনই সংবাদপ্রেরণ করিলেন না দেখিয়া, রজনীযোগে ইংরেজ-সেনাদল ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া, প্রত্যুষে প্রাসাদ বেষ্টন করিবে, এই কল্পনা স্থির হইয়া রহিল। প্রাতে সুপ্তোত্থিত মীর্জাফর দেখিলেন, ইংরেজদল কিল্লার চতুর্দ্দিক্ অবরুদ্ধ করিয়াছে, ভান্সিটার্টের পত্র হস্তে স্বয়ং ইংরেজ সেনা-পতি কেলড্ সিংহদ্বারে উপনীত। নবাব একবার ক্রোধভরে বলিয়া পাঠাইলেন, 'ইংরেজ সৈন্য মুরাদবাগে প্রত্যাবর্ত্তন না করিলে কোনই উত্তর দিব না, ইংরেজপক্ষের নিকট এরূপ ব্যবহার কখনই আশা করি নাই।' (২) কিয়ৎ-কাল পরেই মীর্কাসেমের পতাকা ও রণঢক্কা দর্শন দিল, তখন সমস্ত কল্পনা মানসপটে স্পষ্ট প্রতিভাত হইল! দুর্ব্বল নবাব আর বিলম্ব করা বিফল ভাবিয়া জামাতার নামে রাজকীয় শীলমোহর প্রেরণ করিলেন এবং ইংরেজপক্ষ তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য প্রতিভূ হইলে, সমগ্র রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজের সহিত কলিকাতা যাত্রার প্রস্তাব করিলেন। কিঞ্চিদধিক তিন বর্ষ পূর্ব্বে এই ইংরেজের সহিত ষড়যন্ত্রে মিলিত হইয়া যে বিষবৃক্ষ স্বয়ং রোপণ করিয়াছেন, অনতিবিলম্বেই সেই আত্মাপরাধের ফল ফলিল দেখিয়া,মীর্জাফর এক্ষণে কিরূপ অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিলেন, কে তাহা নির্ণয় করিবে?

অতঃপর নবাবের সহিত কর্ণেল্ কেলডের সাক্ষাৎ হইল। জামাতার হস্তের ক্রীড়াপুত্তল সাজিয়া মুর্শিদাবাদে বাস করিবার প্রস্তাবে জাফর সম্মত হইলেন না, জামাতার চরিত্র তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। মীরজাফর বলিলেন, (৩) 'ইংরেজপক্ষ সাহায্য করিয়া আমাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত

(১) মুতাক্ষরীণ।

(২) দোভাষী লুশিংটন্ এই সময়ে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। এখানে তাঁহার উক্তিই গৃহীত হইল। See, Malcolm's Clive, Vol II. pp. 267—68.

(৩) "You have thought proper to break your engagements. I would not mine. Had I such designs, I could have raised twenty thou-

করিয়াছেন, আপনাদের ইচ্ছা হইলে কাড়িয়া লইতে পারেন। আপনারাই সত্যভঙ্গ করিলেন, আমি তাহা পারিব না। এরূপ ইচ্ছা থাকিলে বিশ হাজার সৈন্যসংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিতে পারিতাম। আমার পুত্র মীরণ পূর্ব্বেই আমায় এই সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছিল। এক্ষণে প্রার্থনা, আমাকে ক্লাইবের নিকটে প্রেরণ করুন, তিনি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবেন; নতুবা মক্কায় যাইতে দিন, এ স্থানে আর থাকিব না।' অনতিবিলম্বে ভান্সিটার্ট স্বয়ং আসিলেন, তাঁহার সমক্ষেও এই অনুরোধ হইল। প্রাসাদে বাস করিতে আর সাহস হইল না; সে দিন সপরিবারে মুরাদবাগের (১) নীচে নৌকায় রজনীযাপন করিলেন। অতঃপর ইংরেজ-রক্ষি-সঙ্গে নবাব মীর্‌জাফর কলিকাতায় আগমন করিলেন।

স্বার্থের দায়ে এইরূপে ন্যায়ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, ধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞা করিয়া যাহার সহিত চিরবন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাকে অনায়াসে অকূলে ভাসাইয়া (২) ইংরেজ-গবর্ণর মহামতি ভান্সিটার্ট কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইংরেজ-দরবারে অন্যান্য সদস্যবর্গ এক্ষণে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া মহা হুলস্থূল বাধাইলেন। তখন বর্ণনাপত্র প্রস্তুত হইল। ১০ই নবেম্বর দরবারে মীর্‌জাফরের মুণ্ডপাত করিয়া ভান্সিটার্ট এক সুদীর্ঘ মন্তব্য পেশ করিলেন। মুর্শিদাবাদের সিংহাসন পুনরায় উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া, সহজ উপায়ে আত্মোদরপূরণ যাহাদের প্রধান লক্ষ্য, তাহাদের পক্ষে মীর্‌জাফরকে কলঙ্ক-কালিমায় অনুলিপ্ত করিয়া তদুপযোগী কাহিনী রচনা করা কঠিন হইল না। বক্ষ্যমাণ বর্ণনাপত্রে ভান্সিটার্ট বচনবিন্যাসে স্বয়ং হল্‌ওয়েলকেও অতিক্রম করিয়াছেন। (৩) মীর্‌জাফরের ভয়াবহ অত্যাচার,

sand men, and faught you if I pleased. My son the Chuta Nabab (Miran) forewarned me of all this'—Lushington as quoted in Malcolm's Clive.

(১) মুরাদবাগ বর্ত্তমান জাফরাগঞ্জের সম্মুখ ভাগীরথীর অপর পার্শে অবস্থিত ছিল। ইংরেজ-রেসিডেন্ট প্রথমে এই স্থানে অবস্থান করিতেন। অদ্যাপি লোকে এখানে 'লাল কুঠীর হাতা' দেখাইয়া দেয়।

(২) "Thus was Jaffer Ali Khan deposed, in breach of a treaty founded on the most solemn oaths and in violation of the national faith'—Letter from some gentlemen of Calcutta Council. First report.

(৩) Vansitart's Narrative, Vol I, pp. 151-58.

লোভপরতন্ত্রতা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া, তিনি অকারণে যে সমস্ত নরহত্যা করিয়াছেন, (১) তন্মধ্যে কয়েকটি-মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। মীর্‌-জাফরের কথিত নরহত্যা ও নিষ্ঠুরতার ইতিবৃত্ত যে তাঁহার শত্রুপক্ষের মস্তিষ্ক-প্রসূত, সে বিষয়ে কোনও বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই। হল্‌ওয়েলের নির্দ্দেশমত নরহত্যার কাহিনী আমূল গ্রহণ করিয়া, ভান্সিটার্ট টীকা সহযোগে তাহা ভীষণতর করিয়াছেন, সত্যাসত্য অনুসন্ধান করিবারও আবশ্যক মনে করেন নাই। (২) ভবিষ্যতে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ইংরেজ-গবর্ণর ও সদস্যবর্গই এ বিষয়ে যথাযথ অনুসন্ধান করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, হল্‌ওয়েল রচিত হত্যাকাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহাতে সত্যের লেশ মাত্রও বিদ্যমান নাই। (৩)

(১) Numberless are the instances of men of all degrees whose blood he had spilt without the least assigned reason"—Vansitart. এখানে ভান্সিটার্ট হল্‌ওয়েলের বর্ণনাই সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছেন।

(২) লুৎফুন্নেসা বেগম ও সিরাজের বালিকা কন্যাও হত ব্যক্তিগণের মধ্যে গণিত হইয়াছে। কথিত আছে, সিরাজের অন্যান্য বেগমগণ যখন যথাযোগ্য পাত্রে বিতরিত হন, সেই সময়ে লুৎফুন্নেসাকেও অন্যের নিকট আশ্রয় লইতে বলায়, তিনি সগর্ব্বে উত্তর দেন, 'হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণে অভ্যস্ত লোকে কোথায় গর্দ্দভ-বাহন বাঞ্ছা করে ?" (মজ.ফরনামা, ১০৬ পৃঃ) লুৎফুন্নেসা সিরাজের বিবাহিতা পত্নী না হইলেও (জারিয়া - ক্রীতদাসী) তিনি তাঁহার প্রণয়িনী, জীবন-মরণে সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী। তিনি ভবিষ্যতে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট পেন্‌সন লাভ করিয়া বহু দিন মুর্শিদাবাদে বাস করেন। তাঁহার কন্যার বংশাবলী অদ্যাপি মুর্শিদাবাদে বাস করিতেছেন। লুৎফুন্নেসা মোহনলালের ভগিনী হইতে পারেন, এই অনুমানের অলীকত্ব অন্যত্র প্রদর্শিত হইয়াছে (সাহিত্য, পৌষ, ১৩০২ মোহনলাল)। নিজামৎ-রেকর্ড হইতে আমরা উম্‌দৎ-উন্নেসা নাম্নী সিরাজের অন্য এক পত্নীর উল্লেখ পাইয়াছি, তাঁহার জায়গীর ও গবর্ণমেণ্ট-বৃত্তি ছিল। এই কারণে তাঁহাকেই সিরাজের বিবাহিতা পত্নী মনে হয়। ১৭৮১ খ্রীঃ অব্দে ফরষ্টার খোসবাগের সমাধি মন্দিরে যে বেগমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি লুৎফুন্নেসা হওয়াই সম্ভব। সিরাজের পদপ্রান্তে উভয়েরই সমাধি রহিয়াছে।

(৩) In justice to the memory of the late Nabob Meer Jaffier, we think it incumbent on us to acquaint you that the horrible massacres wherewith he is charged by Mr Holwell, in his Address to the proprietors of the East India Stock (Page 46) are *cruel aspersions* on the character of that Prince, *which have not the least foundation in truth.*— The several persons there affirmed, and who where generally thought to

মীর্জাফরের নিকট হইতে বঙ্গের সিংহাসন হস্তান্তর করিবার অন্যান্য এবং কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃত কারণও ইংরেজ-গবর্ণরের কাহিনীতেই ব্যক্ত হইয়াছে। (১) কোম্পানীর স্বার্থপর কর্ম্মচারিদল বিপ্লবের পর হইতে প্রভু বণিক্-সমিতির বাণিজ্যব্যাপারে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া, নিজ নিজ গুপ্ত-ব্যবসায়ে লাভবান হইবার উপায় দেখিতেছিলেন। ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষও নবাবের যুদ্ধকার্য্যে সাহায্য, সৈন্য-সংগ্রহ, দুর্গ-নির্ম্মাণ ইত্যাদি রাজকীয় ব্যাপার লইয়াই বিব্রত। কোম্পানী যে বণিক্, ভৃত্যবর্গ তাহা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিলেন। (২) এই অভিনব নীতি অবলম্বনের অবশ্যম্ভাবী ফলও শীঘ্রই ফলিতে আরম্ভ করে। নূতন ফোর্ট-উইলিয়ম্-নির্ম্মাতা এঞ্জিনিয়ার ব্রোহিয়ার্ বহুতর অর্থ কুক্ষিগত করিয়া দেশত্যাগ করেন। (৩) কোম্পানীর বার্ষিক দাদনের অর্থাভাবে কুঠির কার্য্য অচল, ঢাকা ও অন্যান্য স্থান হইতে এই ভাবে পত্র আসিতেছিল; এই কারণেই হল্‌ওয়েলকে ব্যাকুলহৃদয়ে শেঠগণের নিকট ঋণ ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল। ভান্সিটার্ট এই শূন্য তহবিল লইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। কোম্পানীর যুদ্ধকার্য্যে এক্ষণে বহুতর অর্থের আবশ্যক। মীর্জাফরের অঙ্গীকৃত জমিদারগণের নিকট বরাতী তন্‌খার টাকা অনেক অনাদায়ী। এ দেশের সমগ্র অর্থ ভাণ্ডার হস্তে আসিয়াছে ভাবিয়া, কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণও বিলাত হইতে আর অর্থ-প্রেরণ করেন না। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই-অঞ্চলের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যয়ও এ দেশের অর্থ হইতে নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ইংরেজ কোম্পানীর এই প্রকার সঙ্কটাপন্ন আর্থিক অবস্থায় সুসময় বুঝিয়া কৌশলী মীর্কাসেম্ 'চার' ফেলিয়াছেন। রাজকোষের অর্থাভাবপূরণ, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুৎক্ষামোদর স্বগণের যথাভিলষিত ষোড়শোপচারে আমন্ত্রণ,—সুতরাং লোভসংবরণ দুঃসাধ্য

have been murdered by his orders, are all now living, except two, who were put to death by Meeran, whithout the Nabob's consent or knowledge.—Letter to Court, Sep 30, 1760 Supplement, Long's Records No. 837

(১) Vansitart's Narrative, pp, 32—43

(২) "Seem to forget your employers are merchants" Letter from Court, Long's Records, p. 193

(৩) Long's Records, No 40. ব্রোহিয়ার এই অর্থের জন্য বন্দীভূত হইয়া নিজ কর্ম্মচারিগণের (।) কৃত তহবিল-তসরূপ বলিয়া ১৬ হাজার টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত ছিলেন। পরে সুবিধা পাইয়া, কারাগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া সিংহলে ওলন্দাজের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন।

হইল। ভান্সিটার্ট কোম্পানীর অবস্থার কথা করুণ কণ্ঠে বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু কৈফিয়তে তাঁহার দেশীয় ঐতিহাসিকগণই সন্তুষ্ট হন নাই,—(১) 'অঙ্গে পরে কা কথা।' কোম্পানীর অবস্থা সংশোধনের অন্যবিধ ন্যায়-সঙ্গত উপায় ছিল না, ইহা কেহই স্বীকার করিবেন না।

দ্বিতীয় বিপ্লবের পরে আত্মদোষ-ক্ষালনের নিমিত্ত ভান্সিটার্ট অনন্ত ভাষায় মীরজাফরের দুষ্কৃতি বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু মীরজাফরের নিকটে এরূপ কথার উল্লেখ করিতে সংসাহসে কুলায় নাই, তাঁহার নিজ রচিত বিবরণীই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ফল কথা, মীরজাফরের কলঙ্কবর্ণনায় ইংরেজ-গবর্ণর মহোদয়ের সমধিক প্রয়াস বিফল হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লাভ ও তৎপক্ষে সাহায্য করিতে গিয়া, যে উপায়ে উভয় পক্ষ নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে ইঁহাদের কাহারও নিকটে জগজ্জনে আদর্শচরিত্রের আশা রাখে না,—এ কথা, ভান্সিটার্টের অনুধাবন করা উচিত ছিল। মীরজাফর, এখনও সেই মীরজাফর, নবাবী চন্দ্রাতপের তন্দ্রাকর্ষক ছায়া তাঁহার অকর্ম্মণ্যতারই সাহায্য করিয়াছিল, দুষ্কৃতির অধিক প্ররোচক হইয়াছিল, এরূপ প্রমাণ নাই। কিন্তু কথিত দুষ্ক্রিয়াশীল নবহন্তা নবাবকে উৎখাত করিয়া, ভান্সিটার্ট স্বহস্তে যাহার প্রতিষ্ঠা করিলেন, সেই নবীন বন্ধু নিজ শ্বশুরকেই ইহলোক হইতে বিদায় দিয়া রাজ্যারম্ভের কল্পনা করিয়াছেন, ইহা কি তাঁহার অজ্ঞাত ছিল? (২) প্রকৃত কথা, অত্যাচারের কাহিনী ভবিষ্যৎচিন্তার ফল-প্রসূত; নতুবা পূর্ব্ব-সূচনায় প্রকাশ্যভাবে ইহার নির্দ্দেশ থাকিত।

ভান্সিটার্ট-রচিত বিপ্লবকাহিনীতে মীরজাফরের শাসনপ্রণালীর যে দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, মীরজাফরকে পদচ্যুত না করিয়াও সেই সমস্তের প্রতিবিধান সাধ্যায়ত্ত ছিল। ইংরেজপক্ষ সর্ব্বপ্রযত্নে সাহায্য করিলে, নবাব মীরজাফরও ইংরেজের প্রাপ্য অচিরে পরিশোধ করিয়া দেশের সুব্যবস্থা করিতে পারিতেন না, এরূপ বলা যায় না। (৩) কিন্তু শুদ্ধ প্রতিকারই কি ইংরেজপক্ষের অভিপ্রেত

(১) See, Thornton, Torrens, Beveridge &.

(২) হল্‌ওয়েল স্বীয় পুস্তিকায় এ কথা স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন,—অথচ ইংরেজ কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যগণের বর্ণনাপত্রে মীর কাসেমের সিংহাসন-গ্রহণ সময়ে এই উদ্দেশ্যের কথা প্রচারিত হইলে, সেই হল্‌ওয়েলই আবার প্রতিবাদও করিয়াছেন।

(৩) মিলের ইতিহাসের টীকায় পণ্ডিতবর উইলসন্ বলেন, এই ভাবে সর্ব্বপ্রকারে ইংরেজের সমর্থনেই মীরকাসেম্ ইংরেজ-ঋণ পরিশোধ করেন। নূতন কোন আয়ের প্রতিষ্ঠা

ছিল? এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক অনৈক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—'বিপ্লব ঘটাইবার অভিলাষ কল্পিত হইলে পরে ছল সহজেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। নবাব মীর্‌জাফর এখন নিষ্ঠুরতার নিমিত্ত জনসমক্ষে ঘৃণার্হ হইলেন। শাসনপ্রণালীর দোষসমূহ তাঁহারই অকর্ম্মণ্যতা ও নিজদোষজাত বলিয়া ব্যাখ্যাত হইল। উপকারক ইংরেজের প্রতি তিনি এক্ষণে অকৃতজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইলেন; কারণ, নবাব সকল সময়ে তাঁহার স্বদেশীয় লোককে ত্যাগ করিয়া, ইংরেজের ছন্দানুবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। তাঁহার ব্যক্তিগতচরিত্রে ভীষণ কলঙ্ক আরোপিত হইল। সর্ব্বথা ইংরেজের পক্ষপাতী বা অনুবর্তী না হইয়া, নবাব যে কথঞ্চিৎ স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহাই তাঁহার বিষম অপরাধ।' (১)

ফলতঃ মীর্‌জাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য উল্লিখিত এবং ভবিষ্যতে কীর্ত্তিত অন্যান্য কারণের প্রতিবাদের প্রয়াস মরীচিকা-অনুগমনের উদ্যমের মতই নিষ্ফল। ভান্সিটার্টপ্রমুখ বিপ্লবকারী ইংরেজ মহারথিগণ স্বয়ং তাহা বিশ্বাস করিতেন কি না, সন্দেহ-স্থল। (২) তাহা হইলে, কথিত সন্ধিভঙ্গকারী দুরাচার মীর্‌জাফরকে নবাবী-পদে স্থায়ী রাখিয়া, কেবল কর্ত্তৃত্ব-ভারই কাসেমের হস্তে ন্যস্ত করিবার কল্পনা তাঁহাদের মনে কিরূপে উদিত হয়। অথবা—উল্লিখিত কল্পনার কাহিনী কেবল ভবিষ্যতে সাধারণের নিমিত্তই প্রকাশিত হইয়াছিল, নতুবা মীর্‌কাসেমের সহিত বর্ণিত সন্ধিপত্রের সঙ্গতি কি ভাবে রক্ষিত হইতে পারে? এক জন সাধারণ ব্যক্তির নিকট 'ইংরেজপক্ষের সহিত আপনার স্থায়ী সখ্য স্থাপিত হইল—যে আপনার শত্রু, সেই ইংরেজের শত্রু,' এই প্রতিশ্রুতি কি সঙ্গত? বৰ্দ্ধমান প্রভৃতি প্রদেশের স্বত্ব ত্যাগ করিবারই বা মীর্‌কাসেমের তৎকালে কি অধিকার ছিল? এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াই দুই এক জন নিরপেক্ষ ইংরেজ-

করেন নাই। মীরজাফরও সেই উপায়ে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন। এই উক্তি কিয়ৎপরিমাণে সঙ্গত হইলেও, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে মীর্‌কাসেমের অর্থসংগ্রহের প্রণালীতে দৃষ্ট হইবে, সাধারণে এরূপ উপায় অবলম্বন করিতে পারে না। অবশ্য, ইংরেজের অযথা সমর্থনেই কাসেমের যথেচ্ছাচার বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। ক্লাইব্ থাকিলে এরূপ বিপ্লব ঘটিত না বলিয়া, উইল্‌সন্ মহোদয় যে অনুমান করেন, তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন।

(১) Transactions in India from 1756—83. London 1784 (Debret) – pp 38—39.

(২) See, Thornton's British Empire.

ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, (১) 'তুচ্ছ কয়েক লক্ষ টাকার আকাঙ্ক্ষায় ইংরেজ-বণিকের অর্থলোলুপ কর্ম্মচারিদল ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া যাহার সহিত চির-সৌহার্দ্দ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাকে অকারণে অকূলে ভাসাইয়া, নূতন বিপ্লবে সমগ্র দেশে পুনরায় অশান্তি আনয়ন করিয়া, ইংরেজ জাতির নামে চরণনেয় কলঙ্কসমারোপ করিয়াছে। আত্মস্বার্থের প্রবল স্রোতে তাহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান অতলে বিসর্জ্জিত হইয়াছিল'।

নবাব মীরজাফর খাঁর নৈতিক চরিত্র-সম্বন্ধে সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। অমানুষিক নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি কলঙ্ক তাঁহার শত্রুপক্ষের আরোপিত হইলেও কোনও নিরপেক্ষ লেখকে তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণ সমর্থন করিবেন না। যৌবনে সাহসিকতা প্রভৃতি যোদ্ধৃগণসুলভ দক্ষতার অভাব না থাকিলেও বিচক্ষণতা ও কার্য্যকুশলতার জন্য তাঁহার কোন সুখ্যাতি ছিল না। তিনি নিতান্ত দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন। নবাব সিরাজুদ্দৌলার ব্যবহার সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিলেই মীরজাফর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন, পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু যেরূপ ঘৃণিত উপায়ে তিনি স্বকীয় অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তাৎকালিক মুসলমান রাজপুরুষোচিত হইলেও সর্ব্বকালেই নিন্দনীয়। জামাতা মীরকাসেম আবার কুসীদ সহ এই গুরু-প্রদত্ত মূলধনের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। তথাপি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা প্রসঙ্গে অনেকে যে কঠোর সমালোচনা করেন, তাহা কিয়ৎপরিমাণে একদেশদর্শিতাদোষে দুষ্ট, ইহা স্বীকার্য্য।

(১) See, Thornton pp 413—14 "The iniquity of this transaction finds few apologists even among those who have taken upon themselves to dress and enamel oriental deeds for European view. The treaty with Mir Jaffer still subsisted, and measured by the elastic rules of that convenient code of public morality which conquerors in all ages have striven to pass off under the guise of international law, there was no pretence for such behaviour He was the sworn and blood-knit ally of the company and if ever men were bound by decency to maintain at least the forms of good faith, the governor and council of Calcutta was so bound Yet being so, for the sum of L 200000 to them privately paid and for the cession of three rich provinces they sold their too confiding friend and ally" Torrens' Empire in Asia—pp 45—46.

তাঁহার সমসাময়িক দেশীয় লোকে তাঁহাকে এরূপ চক্ষে দর্শন করেন নাই, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। মীর্‌জাফরের দোষদর্শী গোলাম্‌ হোসেন্‌ও (১) সিরাজুদ্দৌলার সহিত মীর্‌জাফরের ব্যবহার অন্য ভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন, পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত, আনুষ্ঠানিক মুসলমান হইলেও, মীর্‌জাফরের হিন্দুপ্রীতি বলবতী ছিল। হিন্দু জমিদারশ্রেণীর মধ্যে অনেকেরই ষড়যন্ত্রে না হউক, মীর্‌জাফর খাঁর রাজ্য গ্রহণে সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল, ইহার প্রমাণ অদ্যাপি লোকচক্ষের অগোচর হয় নাই। সহৃদয়তা ও সৌজন্যে মীর্‌জাফর জগৎশেঠ ভিন্ন, রাজা রাজবল্লভ, নন্দকুমার, প্রধান কানুনগো প্রভৃতি দেশের গণ্যমান্য অনেক লোকের শ্রদ্ধা-আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন। রাজা দুর্লভরামের সহিত বিচ্ছেদ হইলেও, তাঁহার রাজ্যকালে কর্ম্মচারিগণের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় নাই।

বিপ্লবের পরিণাম ফলে স্বদেশে সুশাসনের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে আলি-বর্দ্দী খাঁর মত তাঁহারও প্রতি লোকের সমবেদনা দেখা দিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এরূপ ঘটে নাই। গ্রহণক্রব যোগে ক্রমশঃ বলীয়ান্‌ ইংরেজ শক্তির সহিত প্রতিযোগিতায়, দুর্ব্বলীকৃত দেশীয় শক্তি অচিরে হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। কাংস্য-পাত্রের সন্নিকর্ষে মৃণ্ময়ের এই অপরিহার্য্য পরিণাম। এ জন্য অনুশোচনা নিষ্ফল। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায়, বর্ত্তমান ভারতের ভাগ্য এই ভাবেই নিয়মিত হইয়াছে।

(১) মীর্‌জাফরের প্রতি মুতাক্ষরীণকারের বিরক্তির কারণ পণ্ডিতবর উইলসন্‌ মিলের ইতিহাসের টীকায় লক্ষ্য করিয়াছেন; মীর্‌জাফরের নিকটে রাজকার্য্য পাইবার আশায় ঐতিহাসিক বিফলমনোরথ হন, তাঁহার ইতিহাসেই তাহার উল্লেখ আছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মীর্-কাসেম্ খাঁ।

'নবাব নাসির-উল্-মুল্ক-ইম্তিয়াজ্-উদ্দৌলা মীর মহম্মদ কাসেম আলি খাঁ নসরৎ-জঙ্গ' সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া দেখিলেন, রাজকোষে দারুণ অর্থাভাব। ইংরেজপক্ষের পূর্ব্ব ঋণ ও স্বীকৃত অর্থ অবিলম্বে পরিশোধ করিতে হইবে। সেনাদলের বাকী বেতন পরিষ্কার করিবার জন্য স্বয়ং প্রতিশ্রুত আছেন, সত্বরে এই প্রতিশ্রুতি পালন করিতে হইবে। কোষাগারে নগদ পঞ্চাশ সহস্র মাত্র টাকা পাইলেন. স্বর্ণ-রৌপ্যাদি তৈজস-পত্রে যে তিন লক্ষ টাকার দ্রব্য ছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ মুদ্রা প্রস্তুত করাইবার ব্যবস্থা করিলেন। অতঃপর জগৎশেঠের সাহায্যে এবং স্বীয় পূর্ব্বসঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে কিয়দংশ লইয়া, ইংরেজ-সৈন্যের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ পূর্ব্ব বাকী দশ লক্ষের মধ্যে সাড়ে নয় লক্ষ এবং পাটনায় স্থাপিত নবাবী-সৈন্যের নিমিত্ত পাঁচ লক্ষ টাকা সিংহাসন গ্রহণের দ্বাদশ দিনের মধ্যেই প্রদান করিলেন। (১)

নবীন নবাব ধীমান্, সাহসিক ও কার্য্যদক্ষ হইলেও সন্দিগ্ধচিত্ত, কোপনস্বভাব ও কঠোরহৃদয় ছিলেন। ভবিষ্যতে সাধারণ প্রজাবর্গের হিতকামনা ও ন্যায়বিচারবিতরণে স্পৃহা দেখাইলেও, অর্থসঞ্চয় উদ্দেশ্যে তাঁহার উৎপীড়নে বঙ্গ-বিহারের বহুতর সম্ভ্রান্ত-পরিবারের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। (২) সত্য বটে, ইংরেজপক্ষের নিকট অঙ্গীকৃত অর্থ পরিশোধ ও পশ্চিমাঞ্চলে যুদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করিলেও, ইংরেজ কাউন্সিলের সদস্যবর্গের গোপনীয় এবং কোম্পানীর প্রকাশ্য প্রাপ্য অর্থের সংস্থান করিতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ রাজকীয় প্রত্যেক বিভাগে ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া, অনাবশ্যক ও বিলাস-

(১) Vansitart's Narrative, Vol I p 140. Letter to the Select Committee, Nov 3, 1760

(২) মজঃফরনামা এবং সার্ ফিলিপ ফ্রান্সিসের রাজস্ব-বিবরণী। মুতাক্ষরীণকার মীর্ কাসেমের এই অত্যাচার ধীরভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। এখানে মুর্শিদাবাদবাসী সমসাময়িক মজঃফরনামার গ্রন্থকারের নির্দ্দেশ প্রামাণিক।

ব্যাপারের ব্যয় উঠাইয়া দিয়া নবাব সুবিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিলেন। জায়গীর-বিভাগে মীর্জাফরের প্রিয় অনুচর কিনুরাম ও মণিলালের অপব্যবহারের পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। (১) মীর্ কাসেমের নিকট ইহাদের কীর্ত্তিকলাপ অপরিজ্ঞাত ছিল না। এক্ষণে হিসাব-নিকাশের দায়ে তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব সম্পত্তি রাজকোষে গৃহীত হইল; কারারুদ্ধ হইয়া অথবা ক্লেশভোগ করিয়া হতভাগ্যেরা পরিশেষে প্রাণ হারাইল। নবাব মীর্জাফরের অন্যতম প্রিয়পাত্র ছকন্ হরকরারও ঐ দশা হইল। (২) এই পর্য্যন্ত বিধান করিয়াই কাসেম্ আলী নিবৃত্ত হইলেন না। নবাব-সরকারের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারিগণের আর্থিক অবস্থাও তাঁহার সবিশেষ পরিজ্ঞাত ছিল। যথেষ্ট উৎপীড়ন করিয়া এইরূপ অনেকের নিকট অর্থসংগৃহীত হইতে লাগিল। (৩) পূর্ব্বতন নবাবগণের দাসদাসীবর্গও মীর কাসেমের অশ্রুতপূর্ব্ব অর্থদোহনের যন্ত্র হইতে পরিত্রাণ পাইল না। নবাব নাগরিকগণের সম্পত্তি যথেচ্ছ আত্মসাৎ আরম্ভ করিলেন। নগরে হাহাকার উঠিল।

মীর্ কাসেম্ বিলক্ষণ বুঝিতেন, যে উপায়ে হউক ইংরেজের প্রাপ্য অর্থ সত্বর সংগ্রহ করিতে হইবে; ইংরেজ ধীরে বিলম্বে অর্থ পাইবার জন্য অপেক্ষা করিবেন না। ফল সন্তোষজনক হইলে নবাব কি উপায়ে কার্য্যোদ্ধার করিলেন, কেহই জানিতে চাহিবে না। সেকালের ইংরেজ-চরিত্র অধ্যয়নে এইরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াই নবীন নবাব প্রথমতঃ অযথা উপায় অবলম্বন করেন। বলবতী অর্থ-পিপাসা ক্রমে তাঁহাকে বিপথগামী করিয়া তুলিয়াছিল। যাহা হউক, এইরূপে এবং জমিদারবর্গের নিকট নজর প্রভৃতিতে যথাসম্ভব অর্থ সংগ্রহ করিয়া মীর্ কাসেম্ সত্বরেই মুর্শিদাবাদস্থ সেনাদলের

(১) ইঁহারা সমগ্র রাজস্ববিভাগের কর্ত্তা ছিলেন বলিয়া অনেকে ভ্রম করেন।

(২) মজঃফরনামা।

(৩) মজঃফরনামায় নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ের কয়েক জন কর্ম্মচারির উপর এইরূপ উৎপীড়ন সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। অনেকের তাজিয়াখানার বহুমূল্য তৈজসও নবাবের মুদ্রা প্রস্তুতের সাহায্য করিয়াছিল। গোলাম্ হোসেন্ বলেন, নূতন নবাব সাদির কবিতা—'সকলের নিকট কিঞ্চিৎ লইয়া ভাণ্ডার পূর্ণ কর না কেন?'—মনোযোগ দিয়াই পাঠ করিয়াছিলেন। স্বয়ং শিয়া হইলেও, মীরকাসেম্ ইমাম্বাড়ীর বার্ষিক ব্যয় বার লক্ষ টাকা বন্ধ করিয়া দেন। এখানকার তৈজসও মুদ্রায় পরিণত হয়। গোলাম হোসেন এই অর্থ দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণের যে কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা তিনি বিদেশ হইতে শুনিয়াছিলেন, বোধ হয়। মজঃফরনামায় এরূপ নির্দ্দেশ নাই।

বাকী বেতনের অধিকাংশ শোধ করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন। কর্ণেল কেলড্ পুনরায় পাটনা-সৈন্যের অর্থাভাব জানাইলে, অন্যতম রাজস্ব-সচিব নবৎ রায়কে তিন লক্ষ টাকা সহ বিহারে প্রেরণ করা হইল; সৈন্য-দলের সমগ্র হিসাব পরিদর্শনের ক্ষমতা তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত চারি মাসে কাশিমবাজারের ইংরেজ-প্রতিভূ ব্যাট্‌সনের হস্তে কোম্পানীকে দেয় অর্থের মধ্যে আরও ছয় সাত লক্ষ টাকা প্রদত্ত হইল। মান্দ্রাজ-অঞ্চলে ফরাসীর সহিত যুদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ভান্সিটার্ট ইহার মধ্যে আড়াই লক্ষ টাকা প্রেরণ করেন। (১)

মীর্‌কাসেমের সিংহাসনগ্রহণের সমকালে মেজর্ কার্ণাক্ বাঙ্গালায় ইংরেজ সৈন্যের সেনাপতি হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। ভান্সিটার্ট মীমাংসা করিয়া দেন, বঙ্গের তাৎকালিক ব্যবস্থা নির্ব্বাহ করিয়া কার্ণাকের হস্তে বঙ্গীয়-সৈন্যের কর্ত্তৃত্বভার দিয়া কর্ণেল্ কেলড্ মান্দ্রাজ যাত্রা করিবেন। (২) ৪ঠা নবেম্বর কার্ণাককে সঙ্গে লইয়া কেলড্ পাটনা যাত্রা করিলেন। ভান্সি-টার্টও এই দিন মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতা যাত্রা করেন (৩)। ইংরেজ সেনাপতির সঙ্গে পাটনায় নবাবী সৈন্যের নিমিত্ত যে অর্থ প্রেরিত হইয়া-ছিল, তাহাতে উহাদের বাকী বেতন পরিশোধ হয় নাই পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। রাজা রাজবল্লভ কোন প্রকারে উহাদের অসন্তুষ্টি নিবারণ করিয়া রাখেন। পাটনায় উপনীত হইয়া কর্ণেল কেলড্ ইংরেজ-সৈন্যদলের পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার প্রস্তাবিত গোলন্দাজ-সৈন্য-গঠন কার্য্যে পরিণত না হইলেও, এক দল অশ্বারোহী সৈন্যসংগঠনবিষয়ে কেলড্ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এই সময়ে ইংরেজ-সেনাদলে দুই দল মোগল অশ্বারোহীও সংযুক্ত হয়। ইহাতে কোন ইংরেজ-সেনানায়ক ছিল না; রসল্‌দার, জমাদার প্রভৃতি সমস্তই দেশীয় লোক ছিল। (৪)

(১) Vansitart's Narrative. নূতন নবাবের এইরূপ সত্বর অর্থ-পরিশোধের কথা ইংরেজ গবর্ণর সোল্লাসে উল্লেখ করিয়াছেন। মীর্‌জাফরের অত্যাচারের করুণ-কাহিনীতে যে ভান্সিটার্টের হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল, তিনি অবশ্য স্বীয় মনোনীত নবাবের কার্য্যপ্রণালীর দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক বোধ করেন নাই।

(২) Broome's History of the Bengal Army p. 317.

(৩) ভান্সিটার্টের যাতায়াত, নূতন নবাবের নজর প্রভৃতির মোট ১০৯২২ টাকা আট আনা খরচের এক ফর্দ্দ রেভাঃ লং উদ্ধৃত করিয়াছেন। (Records p. 227.)

(৪) Ninth Report of the Committee of Secrecy, p. 509.

এই সময়ে বিপ্লবের অবকাশে পশ্চিম ও দক্ষিণ-অঞ্চলের অর্দ্ধ স্বাধীন রাজা ও জমিদারবর্গের অনেকে স্বাতন্ত্র্য-অবলম্বনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পশ্চিমে বাদশা শা আলম্ সদলে দর্শন দিয়াছেন। শ্রীভট্টের (শিওবৎ) অধীন মহারাষ্ট্রীয়দল সময়ে সময়ে দক্ষিণাঞ্চল উপদ্রুত করিতেছিল। মেদিনীপুর-অঞ্চলের কয়েক জন সামন্ত প্রকাশ্যভাবে স্বেচ্ছাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান-রাজ তিলকচাঁদও এই সময়ে ইতঃস্তত করিতেছিলেন। মীর্‌জাফরের অকস্মাৎ পদচ্যুতি ও সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধমানের রাজস্ব ইংরেজের হস্তে সমর্পিত হওয়া রাজার অভিপ্রায় বা স্বার্থের অনুমোদিত ছিল না। (১) মহারাষ্ট্রীয়গণের সাময়িক আক্রমণে বর্দ্ধমান-অঞ্চল বিত্রস্ত বলিয়া ইংরেজের সাহায্য আকাঙ্ক্ষা করিলেও, তিনি স্বয়ং সৈন্যসংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন এবং শা আলমের সহিতও তাঁহার পত্র-ব্যবহার চলিতেছিল। (২) মহারাজা নন্দকুমারও এই সময়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ইতিপূর্ব্বে রাজস্বসংগ্রহ-কার্য্যে সুদক্ষতা দেখাইয়া নন্দকুমার মীর্‌জাফরের অনুরাগ আকর্ষণে সক্ষম হন। মীর্ কাসেমের রাজ্যগ্রহণ ও ইংরেজপক্ষের বর্ত্তমান ব্যবহারে দেশের মুখপাত্রগণের অনেকেই অসন্তুষ্ট ও এই সময়ে বাদশাহের নামে সকলকে উত্তেজিত করিতে বিশেষ আয়াস পাইতে হইবে না,—নন্দকুমারের ইহা অজ্ঞাত ছিল না। উদ্দেশ্য স্থির হইয়া গেলে নন্দকুমার শা আলমের শিবিরে কামগার খাঁর ও শ্রীভট্টের নিকটে কল্পনা জানাইয়া পত্রাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। (৩) বর্দ্ধমান-রাজের নিকটেও নন্দকুমার এবং রাজা দুর্লভরামের এই ভাবের পত্রাদি প্রেরিত হইয়াছে সন্ধান পাইয়া, ভান্সিটার্ট ইহাদের দুই জনের কলিকাতাস্থ ভবনে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখেন। (৪)

---

(১) মীর্‌জাফরের সিংহাসন গ্রহণের সময় বর্দ্ধমান-রাজের সহানুভূতি ছিল। ভান্সিটার্টের বিরুদ্ধপক্ষীয় মেম্বরগণের বিবরণীতেও 'মীরজাফরের পক্ষপাতী বলিয়া বর্দ্ধমান-রাজ প্রভৃতি বিদ্রোহী হন' এরূপ উল্লেখ আছে। First Report.

(২) Long's Record, Nos 512, 516, 519.

(৩) Cassem Ali's letter, Persian Department. Feb, 24, 1761, (Long's Records No 553)

(৪) Papers relating to disputes in Council p. 229.

ইংরেজ ও মীর্ কাসেমের ষড়যন্ত্রের মধ্যে প্রবীণ মন্ত্রী দুর্লভরামও ছিলেন। তাঁহারাই

এ দিকে মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান-প্রদেশে কোম্পানীর অধিকার স্থাপন ও প্রভুত্ব-প্রচারের নিমিত্ত কাপ্তেন্ মার্টিন্ হোয়াইটের অধীনে এক দল গোরা ও গোলন্দাজ-সৈন্য এবং কতকগুলি সিপাহী প্রেরিত হইয়াছিল। হোয়াইট্ অত্যল্পকালেই মেদিনীপুর-অঞ্চলে শান্তিস্থাপন করিয়া এবং তথাকার প্রাদেশিক সরকারী সৈন্যদলের সাহায্যার্থ অল্পসংখ্যক সিপাহী রাখিয়া বর্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হইলেন, (ডিসেম্বর, ১৭৬০)। বর্দ্ধমানে ইংরেজ-কোম্পানীর প্রভুত্বের পরিচয়-মাত্র দিয়া হোয়াইট্ বীরভূমির বিদ্রোহী রাজার বিরুদ্ধে নবাবের সাহায্যে অগ্রসর হইবেন, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল। বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী হইয়া সেনাদলের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য হোয়াইট্ রাজার নিকট দশ সহস্র টাকা প্রার্থনা করিলেন। অর্থ-সাহায্য-প্রেরণ রাজার অভিপ্রেত হইলেও, হোয়াইট্ সদলে বর্দ্ধমান-নগরের নিকট দিয়া আসিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ায়, রাজসেনানিগণ এক দল সৈন্য লইয়া হোয়াইটের আগমন নিবারণের উদ্যম করেন। একটি সামান্য মত যুদ্ধে অশিক্ষিত রাজ-সৈন্যদল পরাভূত হয়। (১) এই বর্দ্ধমান সৈন্যদলে দেশীয় নানা শ্রেণীর মিলিত সৈন্য ছিল। (২) এক্ষণে বর্দ্ধমান ত্যাগ করিয়া বীরভূমির দিকে যাত্রা করিবার অনুমতি আসিলেও, হোয়াইটের সৈন্যদল যাত্রাকালে বর্দ্ধমান অঞ্চলে যথেষ্ট উপদ্রব করিয়া চলিল। (৩)

বীরভূমির জমিদার আসদ্-জমান্ খাঁ ইতিপূর্ব্বেই নবাব-সরকারকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। মীর্‌কাসেম তাঁহার নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়া

পরামর্শে হল্‌ওয়েল্ ইতিপূর্ব্বে শা আলমের নিকট হইতে বাঙ্গর রাজ্যভার কোম্পানীর নামে লইবার কল্পনা আঁটিয়াছিলেন। মন্ত্রিবর পরামর্শ দিয়াছিলেন, 'কোম্পানী সুবাদারী, দেওয়ানী ও বক্সীগিরি নিজ নামে গ্রহণ করিয়া মীর্‌জাফরের নামে নায়েব-নিজামতী রাখিতে পারেন; মীর্ কাসেমকে নায়েব-দেওয়ানী দেওয়া হউক। দুর্লভরাম স্বয়ং আর রাজস্ব-সচিবের পদ চাহেন না, কোম্পানীর অধীনে নায়েব-বক্সীর (দ্বিতীয় সেনাপতি) পদ পাইলেই তিনি সন্তুষ্ট। শাজাদার মন্ত্রিবর্গকে লিখিয়া তিনি এই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।' (First Report pp. 9. p 228. Consultations, Sept 11, 1760) ইংরেজপক্ষ তৎকালে এ কল্পনা পরিত্যাগ করেন, মীর্ কাসেমের অর্থবল সম্ভবতঃ ইহার অন্যতম কারণ। তৎপর দুর্লভরাম বাদশাহের সপক্ষে নন্দকুমারকে লইয়া উপরি লিখিত কল্পনা করিয়া থাকিবেন।

(১) Long's Records, No. 558 White's letter.

(২) সেনাপতি হোয়াইট্ 'ফকীর' বলিয়া এক শ্রেণীর সৈন্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩) Long, No 548 &.

বিফল হইলেন। নূতন হঠাৎ-নবাবকে এক জন অকৃতজ্ঞ পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তি বলিয়া অনেকেই সহজে তাঁহার শাসনক্ষমতা-স্বীকারে প্রস্তুত হয় নাই। (১) যাহা হউক, আসদ্ জমান্ এক্ষণে প্রকাশ্য বিদ্রোহাচরণ আরম্ভ করিলেন। শাজাদার সহিত তাঁহার পত্রাদির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সসৈন্যে মীর্‌কাসেম্ স্বয়ং এবং কাশিমবাজারে স্থাপিত ইংরেজদলের অধিনায়ক মেজর্ ইয়র্ক একযোগে বীরভূমির দিকে অগ্রসর হইলেন। আসদ্ জমান্ খাঁও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। কথিত আছে, তিনি বিংশতি সহস্র পদাতিক ও চারি পাঁচ সহস্র অশ্বারোহীসৈন্য সহ কড়েয়ার নিকটস্থ এক দুর্গম স্থানে গড়খাত করিয়া তথায় শিবির-সন্নিবেশ ও দলে দলে চতুর্দ্দিকে সৈন্য প্রেরণ করিয়া পথ ঘাট রক্ষা ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান লুণ্ঠন করিতেছিলেন। (২) মীর্‌কাসেম্ রাজধানী হইতে দশ বার ক্রোশ পশ্চিমে বুধগ্রামে উপনীত হইয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এখান হইতে সেনাপতি খাজা মহম্মদী খাঁ ও গোলন্দাজ-দলপতি গুর্গিন্ খাঁ, মেজর্ ইয়র্কের সহিত সদলে অগ্রসর হইলেন। এ দিকে কাপ্তেন্ হোয়াইট্ বর্দ্ধমানের উত্তরাংশে উপনীত হইয়াছিলেন। শত্রুদলের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহাকে আদেশ দেওয়া হইল, উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহিদলের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিবেন। হোয়াইট্ সুকৌশলে সত্বরপদে অগ্রসর হওয়ায়, শত্রুপক্ষ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইল। বিদ্রোহীদল সম্মুখভাগের দুর্ভেদ্য ব্যূহের ভরসায় নিশ্চিন্ত ছিল। এক্ষণে অভাবনীয় ক্ষিপ্রতার সহিত অকস্মাৎ শত্রুসৈন্যকে শিবির মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে দেখিয়া, তাহারা চকিত ও হতসাহস হইল। বিদ্রোহি-শিবিরের এইরূপ আশঙ্কার সময়ে কামানধ্বনির ইঙ্গিত পাইয়া, মেজর ইয়র্কও নবাবী-সৈন্যদল সহ ব্যূহমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন পরাজয়ের আর বিলম্ব রহিল না। বিদ্রোহী সেনাদল চতুর্দ্দিকে পলায়নপর হইল।

কর্ণেল কেলড্ পাটনা যাত্রার সময়ে মুঙ্গেরে এন্‌সাইন্ ষ্টেবল্‌সের অধীনে এক দল গোরা সৈন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। মুঙ্গেরের দক্ষিণভাগে খড়্গাপুরের রাজা নূতন নবাবের অধীনতা অস্বীকার করিয়া প্রকাশ্যে বিদ্রোহাচরণ করিতেছিলেন। পাটনা হইতে অপর এক দল সৈন্য আসিয়া মুঙ্গেরদলের

(১) মুতাক্ষরীণ দ্বিতীয় খণ্ড। ১৫৭-৫৮ পৃঃ।
(২) মুতাক্ষরীণ। গোলাম্ হোসেন্ এই সময়ে পাটনা হইতে প্রেরিত হইয়া বুধগ্রামে নবাব-শিবিরে উপনীত হন।

বলবৃদ্ধি করিয়াছে, উহারা শীঘ্রই তাঁহার বিরুদ্ধে আগমন করিবে সংবাদ পাইয়া রাজা পূর্ব্বসূত্রেই দুই সহস্র সৈন্যসহ নিজ সেনাপতিকে মুঙ্গের অভি-মুখে প্রেরণ করিলেন। রাজসৈন্য মুঙ্গেরের তিন মাইল দূরে শিবির সন্নিবেশ করিল। পর দিন প্রাতে তাহারা মুঙ্গের আক্রমণে অগ্রসর হইবে শ্রবণ করিয়া, ষ্টেবল্‌স রাত্রি এক ঘটিকার সময়ে সদলে সুষুপ্ত শত্রুশিবির আক্রমণ করিলেন। (১) অতর্কিতভাবে আক্রান্ত ও সিপাহী সৈন্যের প্রচণ্ড বিক্রমে পরাভূত হইয়া বিদ্রোহিদল পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। মোগল অশ্বারোহী পশ্চাদ্ধাবন করিল। জয়োল্লাসে উদ্দীপ্ত ইংরেজদল আট ক্রোশ দূরে বিদ্রোহী রাজার শিবিরের দিকে অগ্রসর হইল। পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হইল; পুনরায় রাজসেনা পরাভূত হইয়া রাজবাটীর পরিখার মধ্যে আশ্রয় লইল। এখানেও প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহিদল পর্য্যুদস্ত হইল। ইংরেজদল খড়্গপুরে অগ্নি-সংযোগ করিয়া রাজবাটী ও সমস্ত গ্রাম ভস্মীভূত করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। এইরূপে দুইটি জমিদারী বিদ্রোহ প্রশমিত হইল।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দের শেষ দিনে কর্ণেল্ কেলড্ মেজর কার্ণাকের হস্তে বঙ্গীয় সৈন্যের ভারার্পণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। কার্ণাক্ সত্বরে শা আলমের বিরুদ্ধে সৈন্যচালনার মনস্থ করিলেন। শা আলমের দল এক্ষণে গয়ায় ও বিহারের নিকটে সৈন্য সমবেত করিয়া প্রজাবর্গের নিকট রাজকর আদায় করিতেছিল। সম্প্রতি কিয়ৎকাল এই অঞ্চলে নিরুদ্বেগে অবস্থান করায় পুনরায় শা আলমের বলবৃদ্ধি হইতেছিল। সময়ে সময়ে বঙ্গীয় সেনার মধ্য হইতে দলত্যাগ করিয়া অনেকে তাঁহার সহিত যোগ দিতেছিল। কিন্তু দলপতিগণের মধ্যে পরস্পর ঐক্য ছিল না। কাম্‌গার খাঁর অযথা আধিপত্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া জমিদার বলবন্ত সিংহ ও পালোয়ান্ সিংহ এ যাত্রায় যোগদান করেন নাই। পক্ষান্তরে বাঙ্গলার জমিদারগণের মতিগতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎ আশারও সঞ্চার হইয়াছিল।

মেজর কার্ণাক্ নবাবী সৈন্যের অধিনায়ক রাজা রাজবল্লভ ও রাম-নারায়ণকে সদলবলে ইংরেজ সেনার সহিত যোগদানে আহ্বান করিলে বিভ্রাট্ উপস্থিত হইল। দেওয়ান নবৎ রায়ের সহিত প্রেরিত অর্থেও বঙ্গীয় সৈন্যের অসন্তুষ্টি দূরীভূত হয় নাই। সেনানায়ক রাজাদ্বয়ও কোন কার্য্যে

---

(১) Ninth Report, of the Select committee.

একমত হইতে পারিতেন না। (১) অবশেষে কার্ণাক্ ইংরেজ সৈন্যদল সহ পাটনা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে নবাব-সৈন্য অগত্যা তাহাদের অনুগমন করিল। শা আলমের সৈন্যদল এক্ষণে বিহার নগরের নিকটে সমবেত হইয়াছিল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি তারিখে বিহারের তিন ক্রোশ পশ্চিমে মোহানী নদীর তীরে সোয়ান্ নামক ক্ষুদ্র পল্লীর নিকটে উভয়-পক্ষের যুদ্ধারম্ভ হইল। শা আলমের সৈন্যদল অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিলেও চিরাভ্যস্ত হস্তি-বিপাকে তাহারা পরাজিত হইল। ঘটনাক্রমে গোলা লাগিয়া হস্তিপক নিহত হইলে, শা আলমের হস্তী শিবিরাভিমুখে পলায়ন আরম্ভ করিল। নেতার অদর্শনে সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। (২) ফরাসী সেনানী মুসে ল অনুচরবর্গ সহ বাদশাহীদলে যুদ্ধ করিতেছিলেন। সকলে পশ্চাৎপদ হইলেও নিজ ক্ষুদ্র দলের তের চৌদ্দ জন সেনানী এবং পঞ্চাশ জন মাত্র পদাতিক সহ ফরাসী বীর রণস্থলে দণ্ডায়মান রহিলেন। (৩) সেনাপতি কার্ণাক্ অস্ত্র ত্যাগ করিয়া সেনাদলের মধ্য হইতে অগ্রসর হইয়া ল'কে সসম্ভ্রমে অভিবাদন এবং এই অবস্থায় যুদ্ধোদ্যম বিফল বলিয়া আত্মসমর্পণ করিবার অনুরোধ করিলেন। ল প্রাণ থাকিতে তরবারি সমর্পণ করিবেন না বলিলে, তাঁহাকে সশস্ত্র সমাদরে যুদ্ধক্ষেত্রের বন্দীস্বরূপে গ্রহণ করা হইল। ইংরেজ-সেনানিগণ ফরাসীদিগকে বন্ধুভাবে নিজ নিজ শিবিরে স্থান দান করিলেন।

যুদ্ধে উক্তরূপে জয়লাভ করিলেও বিজয়ীপক্ষ বাদশাহীদলের পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারেন নাই। শা আলম্ এক্ষণে সদলে পাটনার দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। ইংরেজ সেনাদলও ক্ষিপ্রগতি অনুগমন করিলে তাঁহাকে পুনরায় দক্ষিণাঞ্চলে প্রস্থান করিতে হইল। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই মেজর কার্ণাক্ শেতাব্ রায়কে দূতস্বরূপে শা আলমের শিবিরে প্রেরণ করেন; সন্ধি করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু কামগার্ খাঁর মন্ত্রণা মুগ্ধ নির্ব্বোধ শা আলম্ এরূপ সন্ধির কথায় কর্ণপাত করিলেন

---

(১) মুতাক্ষরীণ। ২১৬১ পৃঃ। মেজর কার্ণাক্ এই কারণে নবাব মীর্ কাসেমকে স্বয়ং আগমন করিবার অনুরোধ করিয়া ঐতিহাসিক গোলাম্ হোসেন খাঁকে তাহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(২) Ironside's Narrative (Broome)

(৩) গোলাম্ হোসেন্ বলেন, সকলে পরিত্যাগ করিলে 'লাস্' একটি বন্দুক হস্তে একাকী রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান রহিলেন, (মুতাক্ষরীণ)।

না। শেতাব্ রায় বিদায়কালে বলিয়া আইসেন 'এক্ষণে সন্ধির যে সমস্ত নিয়মে বাদশা সম্মত হইলেন না, তাঁহাকে স্বয়ং অচিরে সেই নিয়মেই সন্ধির প্রার্থনা করিতে হইবে। তখন সন্ধি হইলেও যেরূপ নিয়মে তাহা স্থিরীকৃত হওয়া সম্ভব হইবে, তাহাতে সম্রাটের সুবিধা বা সম্মান বৰ্দ্ধন করিবে না'। (১)

শেতাব্ রায় যাহা বলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাই কার্য্যে পরিণত হইল। শা আলমের আর্থিক অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিল; সহযোগিগণ ক্রমশঃ ত্যাগ করিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। ইংরেজ ও বঙ্গীয়সৈন্যও ক্রমাগত পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। অবশেষে ২৯শে জানুয়ারী স্বয়ং সন্ধির প্রার্থনা করিয়া শা আলম্ নিজ অন্যতম সেনানী ফয়জুল্লা খাঁকে বিপক্ষ শিবিরে প্রেরণ করিলেন। (২) তখন কার্ণাক্ উত্তর দিলেন, 'সমস্ত বিবাদের মূলীভূত কারণ কুচক্রী কামগার খাঁকে অপসৃত করিয়া বাদশা যদি সদলে শোণ নদীর পরপারে প্রস্থান করেন, তবেই ইংরেজ-সেনাপতি যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া, সন্ধির বিষয়ে ইংরেজ-কাউন্সিলের অভিপ্রায় জানিতে লোক প্রেরণ করিবেন। ইতিমধ্যে বাদশাহের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য রাজা রামনারায়ণ উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন'। (৩) এ দিকে ইংরেজদল অনুসরণে ক্ষান্ত হইল না। ২রা ফেব্রুয়ারী উভয়পক্ষ সম্মুখীন হইলে, বাদশা ইংরেজ ও বঙ্গীয় সৈন্যকে স্থির ভাবে থাকিবার অনুরোধ করিলেও তাহারা আক্রমণে অগ্রসর হইল। বাদশাহের অবশিষ্ট সেনাদল ভয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও পলায়িত হইল।

হতভাগ্য শা আলম্ এক্ষণে কামগার্ খাঁকে পদচ্যুত করিয়া প্রস্তাবিত সন্ধির নিয়মে সম্মত হইয়া দীনভাবে স্বয়ং ইংরেজ-শিবিরে আসিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে গয়ার অনতিদূরে অধঃপতিত বাদশা বংশধরের সহিত ইংরেজ সেনানী কার্ণাকের সাক্ষাৎ হইল। পরদিন শা আলম্ ইংরেজ শিবিরে পদার্পণ করিলেন; যথোচিত সমাদরে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা হইল। ইংরেজপক্ষের ব্যবহারে প্রীত হইয়া তিনি ইংরেজ-শিবিরের

(১) মুতাক্ষরীণ। ২-১৬৬ পৃঃ।

(২) মজঃফরনামা এবং ক্রমের উল্লিখিত আরণ্ সাইডের বিবরণী।

(৩) ক্রম্। বলা বাহুল্য, মুতাক্ষরীণের মতে এইভাবে সন্ধির কথা উঠে নাই। মুসলমান লেখক তখনও বাদশাহের গৌরব রক্ষার প্রয়াস পাইয়াছেন।

সন্নিকর্ষে তাঁহাদেরই মধ্যে পটমণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া রহিলেন। তখন স্থির হইল, কলিকাতা হইতে সংবাদ আসা পর্য্যন্ত যুদ্ধ কলহ স্থগিত রহিবে; তাঁহার প্রতি বাদশাহের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শিত হইবে এবং তাঁহার ব্যয়-নির্ব্বাহ-জন্ত রাজা রামনারায়ণ দৈনিক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিবেন।

অতঃপর শা আলম্‌কে লইয়া পাটনায় আগমন করিবার সঙ্কল্প হইল। কাপ্তেন্ আলেক্জাণ্ডার চ্যাম্পিয়নের অধীনে একদল ইংরেজ-সৈন্ত ও রাজা রাজবল্লভের (১) অধীনে বঙ্গীয়-সৈন্তের কিয়দংশ গয়ায় রাখিয়া ইংরেজ-সেনাপতি ও রামনারায়ণ বাদশা-সমভিব্যাহারে ১৪ই ফেব্রুয়ারী পাটনায় উপনীত হইলেন। শাহ আলম্ প্রথমতঃ বাঁকিপুরে শিবিরসন্নিবেশ করিলেন; সন্দেহ ক্রমে সম্পূর্ণ অপগত হইলে, তাঁহাকে তৎপরে মহাসমারোহে পাটনা নগরে লইয়া গিয়া দুর্গমধ্যে বাসস্থান প্রদত্ত হইল। দিন দিন এইরূপে ইংরেজপক্ষের সহিত সৌহৃদ্য বর্দ্ধিত হইলে নবাব বাদশা তাঁহার নামে খোৎবা ও মুদ্রা প্রচার করাইয়া তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিবার অনুরোধ করিলেন। 'একণে পাণিপথের যুদ্ধে (৭ই জানুয়ারী—১৭৬১) আব্দালীর হস্তে মারাঠা সম্পূর্ণ নিগৃহীত হইয়াছে। আমেদ্‌শা তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া স্থির করিয়াছেন; অন্তান্ত অনেক প্রধান সামন্তও একণে তাঁহার অনুকূলে, ইংরেজগণ এ সময়ে সৈন্ত সাহায্য করিলে তিনি সহজেই পিতৃসিংহাসন অধিকারে সক্ষম হইবেন' ইত্যাদি কথায় সত্বর সাহায্যের প্রার্থনা করা হইল। কার্ণাকের এত দূর অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই, দৈনিক তিন শত মুদ্রা বৃত্তিমাত্র বৃদ্ধি করিয়া দিয়া ইংরেজ-কাউন্সিলের আদেশ জন্ত লেখা হইল, বলিয়াই নিরস্ত থাকিতে হইল। বাদশাহকে উক্তরূপে সাহায্য করা সম্ভব, তাঁহাকে এইরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে ইংরেজের যশঃ-সৌভাগ্যের পথ আরও উন্মুক্ত হইবে—প্রথম উল্লাসে এইরূপ ধারণা জন্মিলেও পরস্পরের মতের অনৈক্য এবং সৈন্তবলের অভাব লক্ষ্য করিয়া এই কার্য্যে তত দূর অগ্রসর হইতে ইংরেজকর্ত্তৃপক্ষের সাহস হইল না। (২)

নবাব মীর্‌কাসেম্ একণে আসদ্ জমান্ খাঁকে বিতাড়িত করিয়া বীরভূমি ও নিকটবর্ত্তী ভূভাগের সুব্যবস্থা করিতেছিলেন। মহম্মদ তকী খাঁ নামক

---

(১) ক্রম্ এস্থলে ভ্রমক্রমে রাজা দুর্লভরাম লিখিয়াছেন। (See, Carnac's Letter Vansitart's Narrative, I, P, 185.)

(২) ক্রম্ (আয়রণ-সাইডের বিবরণী অবলম্বনে)—৩২৯ পৃঃ।

তাব্রিজ্ হইতে আগত জনৈক সেনানী সাহস ও কার্য্যদক্ষতায় মীর্কাসেমের যথেষ্ট অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বীরভূমির ফৌজদারের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজস্ব আদায়ের ভারও তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইল। বীরভূমির যুদ্ধে দেশীয় সেনাদলের অকর্ম্মণ্যতা লক্ষ্য করিয়া মীর্কাসেম্ বাঙ্গলার সৈন্তবিভাগের আমূল-সংশোধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। (১) ইতিপূর্ব্বেই খোজা গ্রেগরীর (গুর্গিন্ খাঁ) (২) অধীনে মুর্শিদাবাদের সৈন্তদল হইতে মনোনীত এক দল গোলন্দাজ ও পদাতিক-সৈন্ত ইউরোপীয় প্রণালী-অনুসারে শিক্ষিত করাইবার উপায় বিধান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তকী খাঁকে উপযুক্ত এক দল সৈন্তসংগঠনের উপদেশ প্রদত্ত হইল। তকী প্রাণপণে প্রভুর কার্য্যে উৎসাহ দেখাইয়া অল্পকালেই নবাবের শ্রদ্ধাভাজন হইলেন।

বীরভূমি ও বঙ্গের দুই একটি প্রধান জমিদারীর ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া মীর্কাসেম্ এক্ষণে এক প্রকার মুক্ত বন্ধন হইয়াছিলেন। জমিদারগণের সহিত তাঁহার সংকল্পিত বন্দোবস্তের সূত্রপাত হইয়াছে, মহারাষ্ট্রীয়গণ মেদিনীপুর অঞ্চল ত্রস্ত করিলেও, তাহা বর্ত্তমানে ইংরেজের রক্ষণীয় হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে বিহার-অঞ্চলে ইংরেজের সহিত নবীন বাদশাহের ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করিয়া নবাব সচকিত হইলেন। (৩) মেজর কার্ণাক্ ভান্সিটার্টের বন্ধু নহেন, বাদশাহের হইয়া রামনারায়ণ ও রাজবল্লভকে হস্তগত করিয়া বিপত্তি ঘটাইতে পারেন—ইত্যাদি অনুধাবন করিয়া, মীরকাসেম্ শীঘ্রগতি পাটনা যাত্রা করিলেন। মেজর ইয়র্কের দলও তাঁহার সঙ্গে চলিল। ১লা মার্চ্চ (১৭৬১) পাটনার উপান্তে বৈকুণ্ঠপুরে নবাবের তাম্বু পড়িল। ইতিপূর্ব্বেই নবাবের আদেশে রাজা রাজবল্লভ বঙ্গীয়-সৈন্ত সহ পাটনায় উপনীত হইয়াছিলেন। রাজা রামনারায়ণ ও রাজবল্লভ নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; রাজবল্লভ সেনাদল সহ নবাব-শিবিরে মিলিত হইলেন। (৪) অতঃপর মেজর কার্ণাক্ও নবাব-শিবিরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। কার্ণাক্ মীর্কাসেমের সিংহাসনলাভের

(১) মুতাক্ষরীণ—২য় খণ্ড।

(২) ইনি কলিকাতার পূর্ব্বকথিত প্রসিদ্ধ খোজা পিত্রুর ভ্রাতা। এই ব্যক্তি ক্রমশঃ মীরকাসেমের হৃদয়ে প্রধান স্থান অধিকার করেন। মর্কার ও অন্ত কয়েক জন আর্মাণীও নূতন নবাবের সৈন্তদলে নিযুক্ত ছিল।

(৩) মুতাক্ষরীণ। ২—১৭০ পৃঃ।

(৪) মুতাক্ষরীণ। রাজবল্লভ এখন হইতেই অত্যন্ত কৌশলে নূতন নবাবের চিত্তাকর্ষণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

ফলভোগ করেন নাই; সুতরাং প্রথম সূচনায় বাদানুবাদে নবাবের সহিত তাঁহার প্রীতি বর্দ্ধিত হইল না। গয়াপ্রদেশ হইতে রাজবল্লভকে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিবার সময়ে ইংরেজ-সেনাপতির সম্মতি গৃহীত হয় নাই বলিয়া স্বতঃই তাঁহার ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল। তিনিও নবাবের উক্ত আদেশের কথা শুনিয়া ইংরেজ-সেনানায়ক চ্যাম্পিয়নকে সদলে পাটনা আগমনের আদেশ প্রদান করেন। মীর্কাসেম্ কহিলেন, তিনি যখন ইংরেজ-সৈন্তের বেতন দিতেছেন, তখন নিজ অভিপ্রায় মত যে কোন কার্য্যে তাহাদিগকে নিয়োগ করিতে পারেন; এ বিষয়ে ইংরেজ-সেনাপতি তাঁহার আদেশ-পালনে বাধ্য। কার্ণাক্ উত্তর করিলেন, ইংরেজের সম্মান ও ইংরেজ সেনাদলের নিরাপদ অবস্থান বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি নবাবের অভিপ্রায়মত সাহায্য করিতে প্রস্তুত। (১) যাহা হউক, ইংরেজ সেনানী চ্যাম্পিয়ন্ পুনর্ব্বার গয়া-অঞ্চলে থাকিবার প্রত্যাদেশ পাইলেন। এ দিকে নবাবী-সৈন্তের প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদে আশ্বস্ত হইয়া কাম্গার খাঁ পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে অবতরণ করিয়া বিহার-প্রদেশের দক্ষিণ-ভাগ লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়াছিলেন। বেলেরার ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করিয়া তিনি কুশিয়ারা অবরোধ করিয়াছেন, এমন সময়ে চ্যাম্পিয়ন্ অতর্কিতভাবে তাঁহাকে আক্রমণ ও পরাভূত করিলেন। তিনি সদলে পুনরায় পর্ব্বতে আশ্রয় লইলেন।

বাদশা শা আলমের সহিত সাক্ষাৎ প্রসঙ্গেও কার্ণাকের সহিত নবাবের মতের ঐক্য হইল না। মীর্কাসেম্ বিশ্বাসঘাতকতার অমূলক-সন্দেহে বা ঐ অবস্থায় সাক্ষাতে স্বীয় সম্মানের হানি হইবে (২) বোধ করিয়া, পাটনা-দুর্গে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন না। শেষে পাটনার ইংরেজ-কুঠীতে উভয়-পক্ষের সাক্ষাতের কথা স্থির হইল। নিরূপিত দিবসে যথাসম্ভব সাজসজ্জা করিয়া কুঠীর একটি প্রকোষ্ঠে দরবারের স্থান নির্ণীত হইল। দুই খানি মেজ বস্ত্রাবৃত করিয়া বাদশা-বংশধরের মস্নদ্ নির্ম্মিত হইল। যথারীতি অভি-বাদনের পর মীর্কাসেম্ হাজার এক স্বর্ণমুদ্রা নজর ও বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করিলেন। শা আলম্‌ও তাঁহাকে বার্ষিক ২৪ লক্ষ টাকা রাজকর স্বীকারে আলিজা উপাধি সহ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারী-পদে প্রতিষ্ঠিত

---

(১) Vansitart's Narrative. I. pp. 185-86 & Ironside's Narrative (in Broome)

(২) মুতাক্ষরীণ। ২-১১০ পৃঃ।

করিয়া নবাবী খেলাৎ ও উপহার প্রদান করিলেন। বলা বাহুল্য, যথারীতি আদব্-কায়দা প্রদর্শন ভিন্ন ইহাতে উভয় পক্ষের মনের সরলতার লেশমাত্রও ছিল না।

যাহাতে নবীন বাদশাহের এ দেশ হইতে শীঘ্র শীঘ্র শুভযাত্রা ঘটে, নবাব মীর্‌কাসেম এক্ষণে সর্ব্বপ্রযত্নে সেই উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নবাবের নামে বাদশাহী সনন্দ প্রচারিত হইতেও এই কারণে বিলম্ব হইতে লাগিল। ইংরেজপক্ষ শা আলমের সিংহাসনলাভের সহায়তা করা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সম্মত নহেন, বাঙ্গলার নবাবের ভাবগতিকও তথৈবচ,—এই সমস্ত লক্ষ্য করিয়া সুজা উদ্দৌলা প্রভৃতির অভিপ্রায়মতে নবীন বাদশা অযোধ্যার দিকে যাত্রা করাই স্থির করিলেন। জুন মাসে মেজর কার্ণাক্ নবাবদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া উল্লাসের সহিত শা আলম্‌কে কর্ম্মনাশাতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া রাখিয়া আসিলেন। (১)

এ দিকে করমণ্ডল উপকূলে ফরাসীর সহিত যুদ্ধকার্য্য শেষ করিয়া কর্ণেল কুট্ বঙ্গের ইংরেজ-সেনানায়ক ও কাউন্সিলের অন্যতম সভ্য হইয়া আসিলেন। কুট্ সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে বাঙ্গলায় উপস্থিত ছিলেন; এ কারণে মীর্‌জাফরের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি স্বাভাবিক। কার্ণাকের সহিত নূতন নবাবের ঐক্য হইতেছে না লক্ষ্য করিয়া, কাউন্সিলের সদস্যগণ কুটের কলিকাতা আগমনের অব্যবহিত পরেই (এপ্রেল, ২২, ১৭৬১) তাঁহাকে পাটনায় প্রেরণ করিলেন। কর্ণেল্ কুট্ ও কার্ণাকের সহিত একমত হইলেন, নবাবের সহিত তাঁহাদের মনোবাদ ক্রমশঃ যেরূপে বিবাদে পরিণত হইল, নিম্নে তাহা বিবৃত হইতেছে।

নবাব মীর্ কাসেম্ যে উপায়ে বাঙ্গলার রাজকর্ম্মচারিগণের নিকট অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন, বিহার-অঞ্চলে অবশ্য সেই উপায় ত্যাগ করিবেন, এরূপ উদ্দেশ্য লইয়া যান নাই। (২) রামনারায়ণের অতুল সম্পত্তির কথা নূতন নবাবের অর্থপিপাসা বর্দ্ধিত করিয়াছিল; যে উপায়ে সম্ভব, রাজার

(১) Third Report, Evidence of Carnac. এই সময়ে কার্ণাকের প্রার্থনায় শা আলম্ ইংরেজ-কোম্পানীকে বঙ্গের দেওয়ানী প্রদানে সম্মত হন। Vansitart's Nar. I 255—57

(২) মজঃফরনামার গ্রন্থকার বলেন, বঙ্গে আর লুণ্ঠন করিবার পাত্রাভাব দেখিয়া, নূতন নবাব বিহার যাত্রা করেন।

লোক-বিশ্রুত ভাণ্ডার হস্তগত করিতে হইবে। বাদশাহের গমনের অব্যবহিত পরেই মীর্‌কাসেম্ রামনারায়ণের নিকটে বিহার প্রদেশের সমগ্র হিসাব চাহিলেন। রাজবল্লভ এক্ষণে মীর্‌কাসেমের অনুগত হইয়া বিহারের হিসাব নিকাশ পরিদর্শনের ছলে, রামনারায়ণ উৎখাত হইলে নবাবী প্রাপ্তির আশায় কার্য্য করিতেছিলেন। রাজা রামনারায়ণও কুটিল রাজনীতিতে কাহারও অপেক্ষা অল্প দক্ষ ছিলেন না। তিনি নানা ছলে হিসাব প্রস্তুত করিতে বিলম্ব করিয়া ইংরেজ-সেনাপতিদ্বয়কে স্বপক্ষে আনয়নে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। (১) কলিকাতার ইংরেজ কাউন্সিল্ পূর্ব্বসূচনায় কার্ণাক্ এবং কুট্ উভয়কেই পরামর্শ দেন, রামনারায়ণ এবং ইংরেজের মধ্যে ক্লাইবের সময় হইতে যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে তাঁহার উপর কোন অত্যাচার না হইতে পারে, সেইরূপ কার্য্য করিবেন। রামনারায়ণ নিকাশ দিতে ইতস্ততঃ করিয়া প্রকৃত কার্য্যের হানি করিতেছেন, নবাবের পত্রে এই কথা অবগত হইয়া ভান্সিটার্ট কর্ণেল্ কুটের পাটনা গমন সময়ে তাঁহার প্রতি কাউন্সিলের এক উপদেশ প্রস্তুত করাইয়া লন। ইহাতে রামনারায়ণের নবাবের নিকট নিকাশ দিবার বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। রামনারায়ণকে কেবল নিয্যাতন করাই নবাব মার্‌কাসেমের কল্পনা, সেনাপতিদ্বয় এই অনুমান করিয়া বা প্রমাণ পাইয়া (২) নবাবের উদ্দেশ্য বিফল হইবার পক্ষেই সহায়তা করিতে লাগিলেন। রামনারায়ণকে উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার সদভিপ্রায় থাকিলেও হিসাবের কথা কতদূর সত্য, তাহারও যথাযথ অনুসন্ধান ইংরেজ-সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয়গণের কর্ত্তব্য ছিল।

---

(১) মেজর কার্ণাক্ বলেন, (Third Report, 1772,) 'তাঁহার বিশ্বাস, রামনারায়ণের দেনা ছিল না, রামনারায়ণ হিসাব দিতে প্রস্তুত ছিলেন, উভয়পক্ষের মনোবাদ দেখিয়া কার্ণাক্ ও ম্যাগোয়ারের মীমাংসায় স্থির হয়, উভয় পক্ষ ইংরেজ-কাউন্সিলের নিকট বিচার জন্ত হিসাব পাঠাইয়া দিন। তাহাতে নবাব স্পষ্ট প্রকাশ করেন, রামনারায়ণকে উৎখাত না করিয়া আমি মুর্শিদাবাদ যাইব না'। পক্ষান্তরে, রামনারায়ণের দোষে হিসাব প্রদর্শিত হয় নাই ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ম্যাগোয়ারের সাক্ষ্য, এবং হে সাহেবের পত্রে রামনারায়ণের নবাবকে ৪০ লক্ষ টাকা দিবার প্রস্তাব দ্রষ্টব্য। (Third Report)

(২) কর্ণেল্ কুট্ বলেন (First Rep) 'নবাব রামনারায়ণকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা উৎকোচ দিবার উদ্যম করেন'। এম্নিয়ট্কে স্বপক্ষে আনিবার জন্ত গোলাম হোসেনকে কলিকাতা প্রেরণের কথা তিনি নিজ ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছেন।

মীর্‌কাসেম্ রামনারায়ণের প্রভৃত অর্থভাণ্ডার ও সরকারী রাজস্বের অপ-ব্যবহারের কথা বিশেষ রঞ্জিত করিয়া ইংরেজ-গবর্ণরকে পত্র লিখিলেন। অর্থাভাবে নবাব ইংরেজপক্ষের প্রাপ্য পরিশোধ করিতে পারিতেছেন না, দুরাত্মা রামনারায়ণ প্রচুর অর্থ কুক্ষিগত করিয়াছে, ইত্যাদি কথা ভান্সিটার্ট সহজেই বিশ্বাস করিলেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন না, তিন বৎসরের হিসাব মাত্র বাকী আছে, এবং ইতিমধ্যে বিহার-প্রদেশে ক্রমাগত যুদ্ধকার্য্য চালাইতে রামনারায়ণকে কি পরিমাণ ব্যয় করিতে হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে ইংরেজকর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে পরস্পর মতভেদে কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহ হইবার উপায় ছিল না। এক দিকে ভান্সিটার্ট এবং তাঁহার মতাবলম্বী সদস্যত্রয় যেমন সর্ব্বথা নিজ মনোনীত নবাবের সমর্থনে অভিলাষী, প্রতিপক্ষদলও সেইরূপে নবাবের ছিদ্রান্বেষণে উদ্যুক্ত ছিলেন। এ সময়ে উভয় পক্ষের পত্রাদিতেও রাজকর্ম্মচারি-সুলভ ধীরতার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। এইরূপে উভয়পক্ষের মতভেদে রামনারায়ণের হিসাব প্রদান ঘটিয়া উঠিল না। ইংরেজ-সেনাপতি ও নবাবের মধ্যে ঈর্ষ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। পরিশেষে যেরূপে রামনারায়ণের এবং অনতিবিলম্বে মীর্‌কাসেমের পতনের পথ উন্মুক্ত হইল, পরবর্ত্তী বিবরণে তাহা পরিস্ফুট হইবে।

শা আলম বিহার-প্রদেশ হইতে প্রস্থান করিলে, নবাব পাটনা-দুর্গে গমন করিবেন এবং তথায় বাসস্থান নির্ণীত করিয়া বাদশাহের নামে খোৎবা ও মুদ্রা প্রচার করিবেন, কর্ণেল কুটের সহিত পরামর্শে এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছিল। এক্ষণে মীর্‌কাসেম্ ইংরেজ-সেনাপতির নিকট প্রস্তাব করিলেন, দুর্গদ্বার হইতে সিপাহী ও ইংরেজরক্ষী অপসৃত করা হউক। ইংরেজপক্ষের রক্ষিগণ এইভাবে স্থাপিত থাকিলে, নবাবের কর্ম্মচারিগণের সর্ব্বদা যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা ঘটিবার সম্ভব, নবাব মীর্‌জাফরের সময়ে এইরূপ স্থাপিত হয় নাই, ইত্যাদি যুক্তিসঙ্গত কথা নবাবের বক্তব্য ছিল। (১) এ দিকে বিরুদ্ধপক্ষের পরামর্শে কর্ণেল কুটের ভ্রান্ত ধারণা জন্মিল, যে (২) এইরূপে পাটনা স্বহস্তে লইয়া নবাব ইংরেজদলকে দূরীভূত করিবার অভিপ্রায়

(১) Vansittart's Narrative, Vol I. Nabob's Letter and that of Col. Coote.

(২) গোলাম হোসেন বলেন, রামনারায়ণ ইংরেজ-সেনাপতির দূতগণকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া কল্পিত সংবাদ প্রচার করিবার উপায় বিধান করিয়াছিলেন।

করিয়াছেন। পাটনায় তৎকালে অত্যল্পসংখ্যক ইংরেজ-সৈন্য থাকায় সহজেই ইংরেজ-সেনাপতির ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল; তিনি অনুধাবন করেন নাই, এই অবস্থায় দেশের চতুর্দ্দিকে ইংরেজদলে পরিবেষ্টিত হইয়া নবাবের ঐ উদ্যমের প্রয়াস কিরূপ সহজ-সাধ্য হইত। কুট্ ইংরেজরক্ষী অপসৃত করিতে অস্বীকৃত হইয়া, 'তাহারা নবাবেরই অধীন সৈন্য, তাঁহার আদেশ পালনে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে' ইত্যাদি বলিয়া মীর্ কাসেম্‌কে পূর্ব্বপ্রস্তাব মত দুর্গ মধ্যে আসিয়া বাস করিবার অনুরোধ করিলেন। (১) নবাবও এই ভাবে অবস্থান অপমানজনক বলিয়া দুর্গে আসিতে বা বাদশাহের নামে খোৎবা ও মুদ্রা প্রচার করিতে সম্মত হইলেন না। জমিদারবর্গ ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিগণকে নিরূপিত দিবসে আগমনের জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছে, নবাব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন না; সেনাপতি কুট্ অতিশয় ক্রোধ পরবশ হইলেন। এক্ষণে রামনারায়ণের পক্ষ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, নবাব বলপূর্ব্বক পাটনা অধিকারের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সময়ে নবাবী সেনাদলের একাংশের অজ্ঞাত কোন কারণ বশতঃ স্থানপরিবর্ত্তনে এই সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। ১৬ই জুন রাত্রে ইংরেজ সেনাপতি সমস্ত সৈন্যদলকে সতর্ক থাকিবার আদেশ দিলেন। নবাব পক্ষে কোনই বিরুদ্ধভাব প্রতীয়মান না হইলেও কর্ণেল কুট্ পরদিন প্রত্যূষে সশস্ত্র এক দল অনুচর সঙ্গে নবাব-শিবিরে গমন করিলেন। সর্ব্বত্র সকলেই নিস্তব্ধ দেখিয়া নবাবের পটমণ্ডপের নিকটে উপনীত হইলেন। এখানে পিস্তল হস্তে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া দরবারের মণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নবাব মীর্‌কাসেম্ তখনও অন্দরমহলে শয্যাত্যাগ করেন নাই। উদ্ধতভাবে 'নবাব কোথায়' জিজ্ঞাসা করিয়া অত্যল্পকালমাত্র অপেক্ষা করিয়া ইংরেজ-সেনাপতি নগরে প্রত্যাগত হইলেন। কুটের এইরূপ ব্যবহারে মীর্‌কাসেম্ যথোচিত অবমানিত বোধ করিয়া ভান্সিটার্টের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই ইংরেজ-সেনাপতির দুর্ব্ব্যবহার ও রামনারায়ণের কল্পনা অতিরঞ্জিত করিয়া তিনি ভান্সিটার্টকে বিচলিত করিয়াছিলেন। (২) এক্ষণে নবাব লিখিলেন 'কুচক্রী, বিশ্বাসঘাতক রামনারায়ণই সমস্ত গোলোযোগের মূল; সায়াহ্নে আমার অজ্ঞাতসারে কার্য্যতৎপরতা দেখাইবার নিমিত্ত বাদশাহের নামে সিক্কা মুদ্রিত করাইয়াছে; নিশীথে পূর্ব্বোক্ত কল্পনা

(১) Vansitart's Narrative, p. 239. Coote's Lettter, 19 June, 1761.

(২) Vansitart's Narrative, vol I. Nabab's Letters.

প্রচারিত করিয়া বিষম গোলযোগ বাধাইয়াছে। লোক-চক্ষে আমি এক্ষণে কিরূপ অবমানিত হইব, আপনি স্বয়ং তাহার বিচার করুন। রামনারায়ণকে সমর্থন করিতে হইলে তাহাকেই সুবাদারী প্রদান করুন; আমি কেবল আপনার বন্ধুত্ব লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিব। আমাকে সুবাদার রাখিতে ইচ্ছা থাকিলে, অবিলম্বে রামনারায়ণের পদচ্যুতির ও হিসাব লইবার আদেশ দেন। বিলম্বে কার্য্য-বিপত্তি ঘটিতেছে'—এই ভাবের কথায় ইংরেজ-সেনাপতির প্রতি উপযুক্ত আদেশ-প্রেরণের প্রার্থনা হইল। ভান্সিটার্টের মতাবলম্বী পাটনার কুঠীর অধ্যক্ষ ম্যাগোয়ার্ও সম্পূর্ণরূপে নবাবকে সমর্থন করিয়া পত্র পাঠাইলেন। (১)

গবর্ণর ভান্সিটার্ট এক্ষণে কুট্ ও কার্ণাক্কে কলিকাতায় আনাইবার মনস্থ করিলেন। ইংরেজ-কাউন্সিলে এমিয়ট্ ও এলিস্ তাঁহার বিপক্ষে মত প্রদান করিলেও গবর্ণরের এক্ষণে দলপুষ্টি ছিল, তাঁহারই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইল। কাপ্তেন্ কার্ষ্টেয়ারের অধীনে ক্ষুদ্র এক দল ইংরেজ-সৈন্ত ও সিপাহী পাটনা কুঠীর অধ্যক্ষ ম্যাগোয়ারের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বে রাখিয়া কুট্ ও কার্ণাক্কে সদলে কলিকাতায় আসিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। এইরূপে মীর্কাসেমের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। ইংরেজদল পাটনা পশ্চাৎ করিবামাত্রই নবাব নিকাশের জন্য রামনারায়ণকে উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। রামনারায়ণ এক্ষণে হিসাব প্রদান করিলেও সৈন্য-বিভাগে এবং জায়গীরদার প্রভৃতির নিকট যে টাকা দেওয়া আছে বলিয়া দেখাইলেন, তাহার রসীদ প্রদর্শন সহজ হইল না। নবাব প্রত্যেক বিভাগের মুতঃসুদ্দীগণের নিকট হিসাব চাহিলেন। সুবিজ্ঞ মীর্কাসেম্ ও দক্ষতর রাজবল্লভের সমক্ষে হিসাব দেওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার দাঁড়াইল। রামনারায়ণ সকলের হিসাবেই গোলোযোগ করিতেছেন, অনেককে নিকাশী কাগজসহ পলায়নে পরামর্শ দিয়াছেন, ইত্যাদি কথা প্রচার করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইল। যথোচিত নির্য্যাতনের পরে তাঁহার বাসগৃহ পর্য্যন্ত লুণ্ঠিত হইল। (২) রাজভবন হইতে সাত লক্ষ টাকার সম্পত্তি মাত্র আবিষ্কৃত হইল। রাজার বন্ধুবর্গকে যন্ত্রণা দিয়া, তাঁহার রক্ষিত সম্পত্তি বলিয়া আরও প্রায় সাত লক্ষ আহৃত

(১) Vansittart's Nar I. Maguire's Letters, pp. 220—24.

(২) গোলাম হোসেন এই অত্যাচারের নিন্দাবাদ না করিয়া নিতান্ত একদেশদর্শিতা দেখাইয়াছেন।

হইল। (১) যাঁহারা আকার-ইঙ্গিতে রামনারায়ণের সাহায্য করিতেছিলেন, তাঁহাদেরও উপরে অকথ্য অত্যাচার হইতে লাগিল। জায়গীরদার রাজা সুন্দর সিংহ রামনারায়ণের বন্ধু বলিয়া কারারুদ্ধ হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেওয়ান ও কোষাধ্যক্ষ গঙ্গাবিষ্ণুও সেই পথের পথিক হইলেন। রামনারায়ণের ভ্রাতা ধীরাজনারায়ণ ও চরাধ্যক্ষ রাজা মুরলীধরকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া বন্দীবেশে মুর্শিদাবাদ প্রেরণ করা হইল। পাটনার কোতোয়াল্ মহম্মদ্ ইশাখ্ ও প্রধান কুঠিয়াল মনসারাম শাহুর নিকট বহু উৎপীড়নের পর যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইল। সরকারী বা রামনারায়ণের অর্থ বলিয়া পাটনার সমুদয় আঢ্য নাগরিকের সঞ্চিত কোষে নবাবের দৃঢ় মুষ্টি প্রসারিত হইল! হতভাগ্য রামনারায়ণ পাটনায় বন্দীভূত রহিলেন, তাঁহার শোচনীয় পরিণাম পরে উল্লিখিত হইবে।

রামনারায়ণের বন্ধু রাজা খেতাব্ রায়কেও এই ভাবে নির্য্যাতন করিবার সঙ্কল্প হইয়াছিল। খেতাব্ রায় বাদশাহের নিয়োজিত কর্ম্মচারী; রোটাস্ দুর্গের এবং বিহারে বাদশাহী সেনাপতির জায়গীরের তত্ত্বাবধান তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল। নবাব মীর্ কাসেম বাদশাহের নিকট হইতে বিহারের দেওয়ানী লাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং খেতাব্ রায়ও নিকাশী দায়ে পড়িলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সৎসাহসের জন্য খেতাব্ রায়ের সুখ্যাতি ছিল; স্বীয় বীরহৃদয়ের বলে এবং ইংরেজপক্ষের মধ্যস্থতায় তিনি নব নবাবের করাল কবল হইতে মুক্তি পান। রামনারায়ণের মত তাঁহাকেও তাঁহার পাটনার আবাসবাটীতে ধৃত করিবার কল্পনা হইলে, তিনি স্বজনবর্গ সহ আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শেষে ইংরেজপক্ষের অনুরোধে বিচারের নিমিত্ত তাঁহাকে কলিকাতায় প্রেরণ করা হইল। সেখানে ইংরেজ-সদস্যগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে নবাবের রাজত্ব ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিবার আদেশ দিলে, এক দল ইংরেজ-সৈন্য সঙ্গে সরযূ পার হইয়া তিনি অযোধ্যার নবাবের রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। (২)

এই সমস্ত গোলযোগ ও নৃশংস ব্যাপারের মূল কারণ পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, ঘটনা-সম্পৃক্ত সকল পক্ষের ব্যবহারই নিন্দনীয়। নবাব

(১) ইহা প্রভূত অর্থ (গোলাম হোসেনের কথায়) বলা যায় না। পাটনায় নবাব-ভাণ্ডারে এই পরিমাণ অর্থ সাধারণ ব্যয়নির্ব্বাহের উপযোগী মাত্র।

(২) মুতাক্ষরীণ—২য় খণ্ড।

মীর্ কাসেম্ প্রথমে অর্থপিপাসা পরে প্রতিহিংসাতাড়িত হইয়া দুষ্কৃতির একশেষ দেখাইয়াছেন। রামনারায়ণ ইংরেজ-কর্তৃপক্ষের পরস্পর অনৈক্য লক্ষ্য করিয়া সুবিধা পাইয়া, সরলভাবে হিসাব প্রদর্শন করেন নাই। সেনা-পতিদ্বয় নবাবের উদ্দেশ্য বুঝিয়া রামনারায়ণকে সমর্থন করিতে গিয়া নবা-বকে অসম্মান প্রদর্শন—সুতরাং নবাবের বর্দ্ধিত বিদ্বেষ আকর্ষণ করিয়াছেন। রামনারায়ণের প্রাণ ও সম্মান রক্ষা তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইলেও, অযথা সমর্থন (১) অনুচিত হইয়াছে। ভান্সিটার্ট ও তাঁহার মতানুবর্ত্তী ইংরেজ-সদস্যেরা নিজ প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং অংশতঃ নিজ মনোনীত নবাবের প্রভু-শক্তি ও সম্মান-রক্ষার জন্য একদেশদর্শিতা ও পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়া, রামনারায়ণের প্রাণ ও সম্মান-রক্ষার যত্ন করেন নাই। (২) নবাবের অভি-লষিতসাধনে পরোক্ষে এইরূপে সহায়তা করিয়া, ভান্সিটার্ট ইংরেজের যে কিছু গৌরব অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমূলে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ইংরেজের আশ্রিত রামনারায়ণের সর্ব্বস্ব অপহৃত হইতে দেওয়ায়, ভান্সিটার্ট প্রকৃত-পক্ষে তত দূর অপরাধী না হইলেও, এই সম্পত্তির অংশ-গ্রহণই তাঁহার উদ্দেশ্য বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। মীর্ কাসেম পাটনার প্রাপ্য অর্থেই ইংরেজের সমগ্র ঋণ পরিশোধ করেন, এই কারণে ইংরেজ-গবর্ণরের প্রতি সাধারণের সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। নবাব মীর্জাফরকে অন্যায়রূপে রাজ্যচ্যুত করিয়া ইংরেজ-গবর্ণর যে বিষবৃক্ষের রোপণ করিয়াছিলেন, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলের এই প্রথম পরিপাক! দ্বিতীয় ও গুরুতর পরিণতি ভবিষ্যতে বর্ণিত হইবে।

এ দিকে মীর্ কাসেমের পাটনা-যাত্রার সমকালে ও পরে বঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম-ভাগে মহারাষ্ট্রীয়গণের উপদ্রব চলিতেছিল। মহারাষ্ট্র-দলপতি শ্রীভট্ট, আলিবর্দ্দী খাঁর সময় হইতে উড়িষ্যা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া মেদিনীপুর প্রদে-শের চৌথের দাবি করিয়া ক'লকাতায় ইংরেজ-গবর্ণরের নিকট পত্র লিখিলেন। গবর্ণর উত্তর দিলেন যে মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্তর্ভূত নহে, সুতরাং মহারাষ্ট্রীয়-গণের ঐরূপ প্রার্থনা ন্যায়সঙ্গত নহে। (৩) ১৭৬১ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী ও

(১) সমসাময়িক উক্তি না থাকিলেও সেনাপতিদ্বয়ের রাজার প্রদত্ত উৎকোচে লক্ষ্য ছিল, এইরূপ সন্দেহের কারণ হয়। তাঁহাদের দূতগণই কি কেবল অংশভাগী?

(২) ভান্সিটার্ট এক স্থলে ইংরেজ পক্ষের সহিত রামনারায়ণের এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা আছে কি না, সন্দেহ করিয়াছেন। স্বার্থে লোক স্বতঃই অন্ধ হয়।

(৩) Long's Records.

ফেব্রুয়ারি মাসে মহারাষ্ট্রীয়গণ দ্বিগুণ উৎসাহে মেদিনীপুর আক্রমণ করিলে, ইংরেজ-কুঠীর অধ্যক্ষ জনষ্টোন্ বিপন্ন হইয়া কলিকাতার সাহায্যপ্রার্থনা করিলেন। (১) এক দল ইংরেজ-সৈন্য প্রেরিত হইলে মারাঠাগণ সরিয়া পড়িল। উত্যক্ত হইয়া ইংরেজ-কাউন্সিল্ কল্পনা করিলেন, কটক পর্য্যন্ত সৈন্য পাঠাইয়া মহারাষ্ট্রীয়দলকে বিতাড়িত করিতে হইবে। ইহাতে নবাবের পূর্ব্ব অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে, অতএব তিনি এই যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপে ইংরেজকে কোন্ কোন্ স্থান ত্যাগ করিতে পারেন, ইত্যাদি বিষয় অবধারণের অভি-সন্ধিতে পাটনায় হে সাহেবকে নবাবের মত লইবার আদেশ হইল। (২) বোম্বাই-নগরের ইংরেজ-কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকটেও এই উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করা হইল। (৩) ভবিষ্যতে ইংরেজ-কাউন্সিলে বিষম মতভেদ উপস্থিত হওয়ায়, এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

এ দিকে অক্লিষ্টকর্ম্মা মীর্ কাসেম্ খাঁ বিহারে বিরুদ্ধদলের ধ্বংসসাধন ও কথিত উপায়ে রাজকোষ পূর্ণ করিয়া, বিদ্রোহী জমিদারবর্গের দমন জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। গুর্গিন্ খাঁর অধীনে ইতিপূর্ব্বেই একদল সিপাহী ও গোলন্দাজ-সৈন্য ইউরোপীয়-প্রণালী-অনুসারে শিক্ষিত হইয়াছিল, এক দল সুশিক্ষিত অশ্বারোহীও প্রস্তুত হইয়াছিল। ইংরেজের সাহায্য ব্যতিরেকে জমিদারদলন করিয়া, নবাব প্রভুশক্তির পরিচয় দিবার সঙ্কল্প করিলেন। নবাবী-সৈন্য বহির্গত হইলে কাম্‌গার খাঁ অভ্যস্ত পর্ব্বতাশ্রয় অবলম্বন করিলেন। বুনিয়াদ্ সিংহ এবং টীকারী-রাজ ফতেসিংহ শা আলমের সহিত বিগত যুদ্ধে বিপক্ষপক্ষে সাহায্য করেন নাই। সদ্ব্যবহার পাইবার আশায় তাঁহারা নবাব সমক্ষে আগমন করিয়াই বন্দীভূত হইলেন। (৪) ভোজপুর প্রদেশের পালোয়ান্ সিংহ ও অন্যান্য দুর্দ্ধর্ষ জমিদার অপেক্ষাকৃত কঠিন শাস্তির আশঙ্কায় বশ্যতাস্বীকারে সম্মত হইলেন না। মীর্‌কাসেম্ সদলে অগ্রসর হইলে তাঁহারা গঙ্গা পার হইয়া সুজাউদ্দৌলার রাজ্যমধ্যে আশ্রয় লইলেন। সাসেরামে নবাবের পটমণ্ডপ পড়িল। এখান হইতে বিহারের জমিদারী বন্দোবস্তের পূর্ব্ব-সূচনা আরম্ভ হইল। উৎখাত জমিদারবর্গের স্থানে মুসলমান

(১) Long's Records, pp. 263—64.
(২) Proceedings of the Select Committe, Sept 17, 1761.
(৩) Letter, Dec. 11. Long's Records, No,—572.
(৪) মুতাক্ষরীণ, দ্বিতীয় খণ্ড।

সামন্তগণ নিয়োজিত হইলেন। মীর্‌কাসেম্ হিন্দুগণের উপর বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন নাই। এই সময়ে বৃথা সন্দেহে কয়েকজন কর্ম্মচারী নির্দ্দয়রূপে নিহত হইল। সীতারাম নামে তীক্ষ্ণবুদ্ধি অনেক রাজস্ববিভাগের মুতঃসুদ্দী দুষ্প্রবৃত্তির জন্ত মীর্‌জাফরের সময়ে সহযোগী অন্যান্ত প্রধান কর্ম্মচারিবর্গের নিকট ঘৃণিত ছিলেন। মীর্‌কাসেমের রাজ্যলাভের পরে এই ব্যক্তি তাঁহার নিকট নানা বিভাগের মুতঃসুদ্দীগণের প্রকৃত ও কল্পিত অপব্যবহার দেখাইয়া দিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হন। ক্রমশঃ রাজস্ববিভাগে উচ্চ কার্য্য লাভ করিয়া ইনি রাজা সীতারাম নামে কথিত হইলেন। নূতন নবাবের উপর নিজ আধিপত্য স্থাপিত করিয়া ইনি সর্ব্বকার্য্যেই প্রচুর উৎকোচ-গ্রহণ আরম্ভ করেন, (১) কিন্তু এ অপরাধে ইঁহার দণ্ড হয় নাই। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, নূতন নবাব নিতান্ত সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। রাজকার্য্য আরম্ভ করিয়াই দুই তিন জন চরাধ্যক্ষের অধীনে শত শত গুপ্তচর নিয়োজিত করা হইয়াছিল। প্রত্যেক লোকের কার্য্যকলাপে লক্ষ্য রাখা এবং কারণে অকারণ লোকের নিন্দাবাদ প্রচার করাই চরাধ্যক্ষগণের কার্য্য হইয়াছিল। বহুতর নির্দ্দোষ লোকের বিনাশের উপায়স্বরূপ হইয়া এই নব নিযুক্ত চরাধিপতিগণ শেষে স্বয়ং জালবদ্ধ হইলেন। সীতারাম এবং চরাধ্যক্ষগণ নবাবের অজ্ঞাতসারে জমিদারগণকে পত্রাদি লিখিয়াছেন, এই কথাই মীর্‌কাসেমের পক্ষে যথেষ্ট হইল। অপরাধিগণ নির্দ্দয়রূপে নিহত হইল। (২) সেখ সাহুল্লা নামক সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী মীর্-

(১) মুতাক্ষরীণ। ২—১৯২ পৃঃ।

(২) মুতাক্ষরীণ, দ্বিতীয় খণ্ড। গোলাম হোসেন বলেন, "ইহাদের কি অপরাধ, তাহা জানিতে পারি নাই; জানিতে পারিলে পরে উল্লেখ করিব।" অন্যত্র—কেবল সন্দেহ মাত্র, অন্ত অপরাধ দেখা যায় না, বলিয়াছেন। কিন্তু গভর্ণর ভান্সিটার্ট ইহার এক বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। (Nar. II. pp 14—16 Note.) তিনি বলেন, দেওয়ান সীতারাম, নারায়ণ সিংহ ও অন্ত এক হরকরা এবং সেখ সাহুল্লা জমাদার, ইঁহারা নবাবের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করেন। পালোয়ান্ সিংহ এবং ভোজপুরের অন্ত বিদ্রোহী জমিদারগণের নামে ইহাদের পত্র ধৃত হয়। এক খানি পত্রের নমুনাও দেওয়া আছে। ইহাতে সীতারাম পালোয়ান্ সিংহকে লিখিয়াছেন, "নবাবের সহিত ইংরেজের শত্রুতা চলিতেছে, এলিস্ ও গুর্গিন্ খাঁর মধ্যে বিশেষ বিরোধ, এলিস মুঙ্গের অধিকারের জন্ত সৈন্ত পাঠাইয়াছেন, এ অবস্থায় নবাব আর এদেশে থাকিতে পারেন না, তিনি শীঘ্রই দিল্লীর দিকে যাইবেন, সুজাউদ্দৌলাই দেশের অধিপতি হইবেন। সুতরাং আপনি জমিদারী পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, নিশ্চিন্ত থাকুন"। এরূপ পত্র সীতারামের শত্রুদলের রচিত হইতে পারে বলাই বাহুল্য; তাঁহার শত্রুরও অভাব ছিল না। কিন্তু এই ভাবেই তাঁহার পূর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। ভান্সিটার্ট লিখিয়াছেন, সকলের সমক্ষে বিচারে প্রথম তিন জনের ক্রমশঃ প্রাণদণ্ড হইয়াছে। সাহুল্লা আত্মরক্ষার জন্ত প্রস্তুত ছিলেন; সৈন্তদল

জাফরের উপর শ্রদ্ধাবান্ বলিয়া প্রাণ হারাইলেন। পঞ্চ জন উচ্চশ্রেণীর নবাব কর্ম্মচারী এইরূপে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায়, দেশমধ্যে ভীতিসঞ্চার হইল। ইংরেজ-গবর্ণর নবাবের হৃদয়বন্ধু, সুতরাং এ কথা লইয়া কোন উচ্চ বাচ্য হইবার সম্ভাবনা ছিল না। (১)

অবাধ্য জমিদারবর্গকে কঠোর শাসনে দমন করিয়া রাজকর্ম্মকর্ত্তৃদলে বিষম আশঙ্কা উৎপাদন করিয়া দিয়া নবাব মারকাসেম্ বঙ্গ-বিহারের জমিদারী বন্দোবস্ত ও সৈন্যসংশোধন কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই বাঙ্গলার জমিদারগণের উপর উৎপীড়ন করিয়া নব-বন্দোবস্তের সূত্রপাত হইয়াছিল। বর্দ্ধমান প্রভৃতি প্রদেশ কোম্পানীর হস্তে অর্পণ করিয়া, অবশিষ্ট ভূভাগ হইতে করবৃদ্ধি করিয়া যতদূর সম্ভব অর্থসংগ্রহ করাই নবীন নবাবের অভিপ্রেত। প্রথমতঃ দিনাজপুর ও রাজশাহী জমিদারীর দিকে হস্ত প্রসারিত হইল। ১৬৮২ শকে (১৭৬০ খৃষ্টাব্দে) দ্বিচত্বারিংশবর্ষ নির্ব্বিবাদে রাজ্যভোগ করিয়া ধীমান্ ধর্ম্মপ্রাণ দিনাজপুর-রাজ রামনাথের লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটে। (২) মুর্শিদকুলী খাঁর সময় হইতে উপযুক্ত সময়ে রাজস্বপ্রদান ও সময়ে নবাব-সরকারকে অর্থসাহায্য করিয়া তাঁহার কিরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল, পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। রাজার মৃত্যু উপযুক্ত অবসর দেখিয়া মীরকাসেম্ দিনাজপুর প্রদেশে এক দল সিপাহী সহ ক্রোক্-সাঁজোয়াল পাঠাইয়া সরকার হইতে রাজস্ব আদায়ের দাবী করিলেন। রাজপুত্র কৃষ্ণনাথ, বৈদ্যনাথ ও কান্তনাথের মধ্যে ঐক্য ছিল না। কৃষ্ণনাথ দশ লক্ষ টাকা নজর প্রদান করিলেও জমিদারী মুক্ত হইল না। (৩) অবশেষে বর্দ্ধিত রাজকর স্বীকার করিয়া এবং আরও কিঞ্চিৎ অর্থদণ্ড দিয়া জমিদারী

পাঠাইলে নিহত হন। ভান্সিটার্ট এই বিবরণী নবাবের নিকট পাইয়া থাকিবেন, অন্যান্য কার্য্যের মত এ ব্যাপারেও তিনি নবাবের দোষ লক্ষ্য করেন নাই। গোলাম হোসেন এ সময়ে পাটনায় ছিলেন, তাঁহার কথাও অল্প বিশ্বাসজনক নহে।

(১) ভান্সিটার্ট কোথাও মনোনীত নবাবের দোষ দেখিতে পান নাই। নবাবের নিজ কর্ম্মচারিগণের ও প্রজার প্রতি ব্যবহার অন্যের বিচার্য্য নহে, এ সময়ে ইহাই তাঁহার মত ছিল।

(২) দিনাজপুর রাজবংশম্ মহাকাব্যম্।

(৩) Vansitart's Narrative, pp 246—47 Col Coote's Letter. দিনাজপুর রাজবংশ প্রণেতা এ সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই বা অবগত নহেন। 'রাজ্যপ্রাপ্তির আশায় দিল্লীগমন ও দিল্লীদরবারে মহারাজ উপাধি ও রাজ্যপ্রাপ্তির সনন্দ লইয়া প্রত্যাগমন'—বিকৃত সংবাদ মাত্র। দিল্লীশ্বর স্বয়ং তখন রাজ্যভ্রষ্ট। পাটনার নবাব দরবারেই কৃষ্ণনাথ আশ্রয় লন। প্রথমতঃ কূট সাহেবের দ্বারা অনুরোধ, শেষে গত্যন্তর না দেখিয়া অর্থপ্রয়োগ হইয়াছিল।

অধিকারের আদেশ পাইলেন। কিন্তু তাঁহাকে জমিদারী ভোগ করিতে হয় নাই। প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে জ্বরাক্রান্ত হইয়া দিনাজপুর করদাহে তাঁহার মৃত্যু হয়। বৈদ্যনাথ অবিলম্বে নবাব-সকাশে পুনরায় নজররূপী ব্রহ্মাস্ত্র প্রক্ষেপ করিয়া এবং নবাবের বন্দোবস্তে যে করবৃদ্ধি ধার্য্য হয়, তাহাই দিতে স্বীকৃত হইয়া জমিদারী প্রাপ্ত হইলেন। অবশেষে দিনাজপুরের রাজকর পূর্ব্বাপেক্ষা ৫৭৬৩২৪ টাকা বর্দ্ধিত হইল।

রাজশাহীর জমিদারও ইহা অপেক্ষা অধিক সদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হন নাই। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, রাজা রামজীবনের পোষ্যপুত্র রামকান্তের সহিত ১১৪১ সালের বন্দোবস্ত হয়। দেওয়ান্ দয়ারামের কার্য্যকুশলতায়, বিশেষতঃ রঘুনন্দনের স্মৃতিভিষিক্ত বলিয়া সুজা খাঁর শাসনকালেও অপরের জমিদারী (১) রাজশাহী জমিদারের অধীনে স্থাপিত হইয়াছিল। রামকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে (২) প্রবীণ মন্ত্রীর প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধাপ্রদর্শন না করায় দয়ারাম কিয়ৎকালের জন্য অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর রাজ্যগ্রহণের অব্যবহিত পরে রাজদায়াদ দেবীপ্রসাদের চক্রে রামকান্ত রীতিমত রাজস্বপ্রদান ও জমিদারিশাসনে অসমর্থ উল্লেখে দেবীপ্রসাদের উপর রাজশাহী-জমিদারীর ভার প্রদত্ত হয়। (৩) রামকান্তের সহধর্ম্মিণী রাণী ভবানী দেওয়ান্ দয়ারামের সবিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন. ভবানীর বিবাহের পত্র তাঁহার স্বাক্ষরেই হইয়াছিল।(৪)

(১) ১৭৩৭ খ্রীঃ অব্দে (১১৪৩ সাল) নলডাঙ্গার রাজা রঘুদেবের জমিদারী এইরূপে তিন বৎসরের জন্য রাজশাহীর কর্তৃত্বে ন্যস্ত হয় (Westlands Jessore) প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় ১১৪৬ সালে রামকান্তের স্বরূপপুর ও পাতিলাদহ জমিদারী প্রাপ্তির কথা বলেন, ইহা ভ্রম মাত্র। ইহার একটী ১১৪১ ও অন্যটি ১১৩৫ সালের এহতিমাম্ বন্দীতে লিখিত আছে।

(২) নবনারা গ্রন্থকারের নির্দ্দেশমতে ১১৪১ সালে রামকৃষ্ণের বয়স অষ্টাদশবর্ষ মাত্র।

(৩) এই সম্বন্ধে ভ্রম প্রমাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র 'রাণী ভবানী' প্রবন্ধে (সাহিত্য ১৩০৪) সমালোচনা করিয়াছেন। ৮প্যারীচাঁদ মিত্রের কথিত "দয়ারামের কৌশলে রামকান্তের রাজ্যনাশ ও পুনঃপ্রাপ্তি" জনশ্রুতিমুখে রূপান্তরিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তি সম্বন্ধে দয়ারামের কৃতিত্ব থাকিলেও, তাঁহার ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ ধর্ম্মনিষ্ঠ লোকে সহসা ক্রোধবশে প্রভুপরিবারের অনিষ্ট করিতে যাইবেন, ইহা বিশ্বাস হয় না। পরন্তু রাজশাহীর অধীনে নন্দকুজা তালুক দয়ারাম স্বয়ং ভোগ করিতেন, নবাবী আমলের ব্যবহারাভিজ্ঞ হইয়া বিচক্ষণ দয়ারাম নিজের পদে কেন কুঠারাঘাত করিবেন, মিত্র মৈত্র মহাশয় লক্ষ্য করিয়াছেন।

(৪) কথিত আছে, রাজকুমারী তাঁহার আদেশে দেওয়ানের ছাড়-পত্র দেওয়া নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ভূমি বাজেয়াপ্ত হইবার কথায়, দয়ারাম নিজ স্বাক্ষরিত ভবানীর বিবাহপত্র বাহির করিয়া বলেন, "মৎকৃত পত্রে বিবাহ যদি সিদ্ধ হইয়া থাকে, তবে এই তুচ্ছ ব্রহ্মোত্তর দান সিদ্ধ হইবে, ইহা আর অধিক কথা কি ?" (লঘুভারতম্)।

রাজ্যচ্যুত হইয়া প্রবীণ দেওয়ানের পরামর্শে এবং সমভিব্যাহারে রাজা ও রাণী মুর্শিদাবাদে আগমন করিয়া জগৎশেঠের শরণ লইলেন। দয়ারামের কৃতিত্বে ও জগৎশেঠের অনুরোধে রাজ্য প্রত্যর্পিত হইল। অতঃপর দয়ারাম পুনরায় রাজশাহীর দেওয়ানের কার্য্য গ্রহণ করেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণের লোকান্তরের পর রাণী ভবানী রাজকার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুণ্যশীলা ভবানীর রাজকার্য্যের গৌরবে প্রতিভাশালী দয়ারামের হস্ত সর্ব্বত্র বিদ্যমান। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁও দেওয়ানের প্রতি সমধিক প্রীত ছিলেন; বর্গীবিপর্য্যস্ত বঙ্গদেশ রক্ষার নিমিত্ত রাজশাহী জমিদারী হইতে যে অর্থসাহায্য প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ অল্প নহে। মীরজাফর খাঁর শাসনকালে রাজা নন্দকুমারের পরামর্শে রীতিমত রাজস্ব আদায় পরিদর্শন জন্য রাজশাহীতে কয়েক জন নবাব কর্ম্মচারী নিয়োজিত হইয়াছিলেন। দেওয়ানের সহিত পরামর্শ করিয়া ইহারা কার্য্য করিবেন, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। (১) নবাব মীরকাসেম্ খাঁ প্রথমেই নজরস্বরূপে দেওয়ানের নিকট প্রচুর অর্থগ্রহণ করিলেন; কিন্তু অবিলম্বে স্বীয় মনোনীত ক্রোক্‌-সাঁজোয়ালের হস্তে রাজশাহীর রাজস্বগ্রহণের ভার অর্পিত হইল। (২) দয়ারাম নিরুপায় হইয়া কাশিমবাজারের ইংরেজকুঠীর অধ্যক্ষ ব্যাটসনের আশ্রয় লইলেন। ব্যাট্‌সনের অনুরোধে কর্ণেল্‌ কূট্‌ পাটনায় মীরকাসেমকে এই অবস্থা জ্ঞাপন করিতে গেলে ফল বিপরীত হইল। নবাবের আদেশে বৃদ্ধ (সত্তরবর্ষ বয়স্ক) দেশমান্য দেওয়ানের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়া তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে বন্দীভূত করিয়া রাখা হইল। (৩) অতঃপর রাজশাহী-জমিদারীর অন্তর্ভূত জায়গীর

---

(১) Vansitart's Narrative, I p. 247 (His own Note) গৌড় ব্রাহ্মণ রচয়িতা নন্দকুমারের চক্রান্তে রাণী ভবানীর ১১৫৮ সালে একবার রাজ্যভ্রষ্ট হইবার কথা উল্লেখ করেন। সম্ভবতঃ ১১৬৮ (১৭৬১ খ্রীঃ) সালে মীরকাসেমের কার্য্য ও তৎপূর্ব্বে নন্দকুমারের ব্যবস্থা জনশ্রুতিমুখে এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। '১১৬৮' মুদ্রাকরপ্রমাদে ৫৮ হইতে পারে।

(২) 'He had been fleeced by the Royroyan and his country taken from him'—Col Coote's letter, Vansitart's Narrative, I.

(৩) "I accordingly represented it to him (Nabob); since which representation, that poor unhappy man (though seventy years of age) has been tied up by the heels and flogged with rattans almost to death.

মহালের (ভাতুড়িয়া প্রভৃতি) হস্তবুদ তদন্ত শেষ হইলে ইংরেজ-গবর্ণরের মধ্যস্থতায় দয়ারাম নিষ্কৃতি পাইলেন ; কিন্তু নবাবী জায়গীর অন্তত্র পরিবর্ত্তন করিয়া নাটোররাজের রাজস্ব আট লক্ষেরও বেশী বর্দ্ধিত হইল।

নদীয়ারাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের দশাও ইঁহাদের অপেক্ষা অধিক সুখের হইল না। নবাব মীর্জ্জাফরের রাজ্যকালে ইংরেজের তন্‌খার জন্ত কৃষ্ণনগর প্রথমে আবদ্ধ ছিল, পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্র বিপ্লবের সহযোগী, সুতরাং রাজস্ব আদায়দানে এ কালে তাঁহার শৈথিল্য ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইয়াছিল। সৎক্রিয়াবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের অসদ্ব্যয়ও অল্প ছিল না , বানরের বিবাহে লক্ষ টাকা ব্যয়ের তিনিই পথপ্রদর্শক। (১) ইংরেজ রেসিডেণ্ট ফ্রাফটন্ বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়াও প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে অসমর্থ ও বিলক্ষণ ক্রোধপরবশ হইয়া রাজার হস্ত হইতে আদায়ভার উঠাইয়া লইবার এবং রাজপুত্র শিবচন্দ্রকে কলিকাতায় নজরবন্দী রাখিবার জন্ত ইংরেজ কাউন্সিলে অনুরোধ করেন। রাজা নন্দকুমার তহশীলদার হইয়া কৃষ্ণচন্দ্রের বিরুদ্ধে ফৌজ পাঠাইতে বাধ্য হন। কৃষ্ণচন্দ্র অতঃপর কলিকাতার সদস্যগণের আশ্রয় লইয়া (২) কিস্তিবন্দী লিখিয়া দিয়া (৩) পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। মীরকাসেমের সিংহাসন লাভের পরেই নদীয়ারাজ মুর্শিদাবাদে আগমন করিবার আদেশ পাইলেন। সুচতুর কৃষ্ণচন্দ্র নানা ছলে এই নিমন্ত্রণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায়

This shocking piece of cruelty not being thought sufficient, he was put in irons &c"—Col, Coote's Letter 17th July, 1761. ভান্সিটার্ট এখানে স্বীয় টিপ্পনীতে বলিতেছেন, "কর্ণেল কুট্ করুণ-কণ্ঠে যাঁহার উপর অত্যাচার বর্ণন করিয়াছেন, তিনি দেওয়ান্ মাত্র !" 'রাজশাহীর রাজার' উপর অত্যাচারের অনুযোগ করিয়াছেন বলিয়া কুটের প্রতি শ্লেষ করিয়া বলা হইয়াছে, "যাহার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, তিনি কে তাহাই জানেন না"। গবর্ণর বাহাদুর দেওয়ান্ বলিয়া যাহাকে আমলেই আনিতে চাহেন না, দেশের লোকে তাঁহাকে তখন রাজশাহীর রাজা হইতে পৃথক মনে করিত না। কর্ণেল কুটের এই নাম ভ্রমেই লক্ষিত হয় যে, তিনি নিঃস্বার্থভাবে অত্যাচারের প্রতিকারের জন্ত কথা বলিয়াছেন। সেনাপতির রাজা, দেওয়ান ইত্যাদির নামে ভ্রম করা স্বাভাবিক , দেশীয় জমিদারের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। অবশ্য অত্যাচারের কাহিনীও অতিরঞ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট উপনীত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বৃদ্ধ ব্যক্তির উপর উল্লিখিত ভাবের অত্যাচার অসম্ভব বোধ হয়।

(১) Long's Records.

(২) Orme II, p. 357.

(৩) Long's Records, No 420 নয় লক্ষ টাকার জন্ত এই কিস্তিবন্দী হইয়াছিল।

দেখিতে লাগিলেন। নব নবাব রাজার মনোভাব বুঝিয়া নদীয়া অঞ্চলে সিপাহী প্রেরণ করিলেন, কিন্তু পূর্ব্বসূচনায় ইংরেজপক্ষের সহানুভূতি পাইবার আশায় রায় রায়ানের দ্বারা গবর্ণর ভান্সিটার্টের নামে এক পত্র প্রেরিত হইল (ডিসেম্বর—১৭৬০)। (১) "কোম্পানীর এবং নবাবের স্বার্থ এক; রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আজ দশহরা, কাল দেওয়ালী তৎপরে স্ত্রীর অসুখ ইত্যাদি আপত্তি করিয়া রাজস্ব প্রদান করিতেছেন না। সেনাদলের বেতনের অর্থাভাবে নবাব বিপন্ন, তাহা আপনার অজ্ঞাত নাই। অতএব রাজাকে মুর্শিদাবাদে আসিবার নিমিত্ত আপনিও পত্র দিবেন, না আসিলে বাকী কর আদায় হইবে না" ইত্যাদি কথা রাজস্ব-সচিবের পত্রের মর্ম্ম। কৃষ্ণচন্দ্র পুনরায় ইংরেজপক্ষের শরণ লইয়া নজর ও বাকী করের কিয়দংশ প্রদান করিয়া এ যাত্রা পরিত্রাণ পাইলেন। অতঃপর বন্দোবস্তে তাঁহার জমিদারীর জায়গীরও পরিবর্ত্তিত হইয়া রাজস্ব ১২৮৭৫৮, টাকা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। (২) কৃষ্ণচন্দ্রের কারাকাহিনী ভবিষ্যতে বিবৃত হইবে।

নবাব মীর্‌কাসেম্ খাঁ সমগ্র বঙ্গের জমিদারী বন্দোবস্ত এবং রাজকর বৃদ্ধির অভিপ্রায় করিলে উপযুক্ত পরামর্শদাতা বা বিচক্ষণ মুতঃসুদ্দীর অভাব হয় নাই। আলি ইব্রাহিম্ খাঁ নামক সুদক্ষ রাজস্বকার্য্যাভিজ্ঞ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নূতন নবাবের বন্ধু ছিলেন। তীক্ষবুদ্ধি হিন্দুকর্ম্মচারী সীতারাম সহযোগী মুতঃসুদ্দীগণের অসূয়ার প্রতিহিংসা লইবার আকাঙ্খায় সকল বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তৃগণের দুষ্কৃতি প্রকাশ করিয়া দিয়া নবীন নবাবের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। (৩) এইরূপে বিজ্ঞ কর্ম্মচারিগণের সাহায্যে ও স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা ও সুদক্ষতায় (৪) মীর্‌কাসেম্ অত্যল্পকাল মধ্যেই প্রত্যেক জমিদারীর আয় নির্ণয়ে কৃতকার্য্য হইলেন। জমিদারগণের ভরণার্থ নির্দ্দিষ্ট নান্‌কর ভিন্ন, প্রজার নিকট আদত্ত সমস্ত কর রাজকোষে গ্রহণ করাই তাঁহার অভিপ্রেত হইল। (৫) এইরূপে

(১) Long's Records, No—510

(২) Grant's Analysis, Fifth Report, p. 321.

(৩) মুতাক্ষরীণ, ২য় খণ্ড।

(৪) গ্রাণ্ট সাহেব মীর্‌কাসেমের রাজস্বকার্য্যাভিজ্ঞতার সুখ্যাতি করিতেও প্রস্তুত নহেন। কোম্পানীর খালসা-সেরেস্তাদারের অভিমান ছিল, রাজস্ব সম্বন্ধে তিনিই এক জন অদ্বিতীয় বিচক্ষণ ব্যক্তি!

(৫) Francis—Plan for a settlement of Bengal, p. 38.

তিন বৎসরের মধ্যে বঙ্গের রাজকর যে ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল পরিশিষ্টে তাহার ধারাবাহিক বিবরণী প্রদত্ত হইবে।

বিহারের বন্দোবস্তে নবাব মীরকাসেম্ পাঁচ লক্ষ টাকা জায়গীর এবং সেবন্দীর (জমিদারি ফৌজের) খরচ বাদ দিয়া ৬৭৫০০০০ টাকা রাজকর নির্দ্ধারিত করেন। এতদ্ভিন্ন পাটনা সহরের সায়রাৎ মহালে আদায় আড়াই লক্ষ ছিল। ইতিপূর্ব্বে সৈন্যাদির ব্যয় ভিন্ন অল্প আকারে বিহারের রাজস্বের উপস্বত্ব সুবাদারের হস্তে প্রায়ই আসিত না। দুর্দ্ধর্ষ নবাবের নামে এক্ষণে সমস্ত প্রদেশে রাজস্বের অধিকাংশই আদায় হইতে লাগিল। এইরূপে বঙ্গ-বিহারের নিরূপিত রাজকর প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া অত্যাচার-উৎপীড়নে তিন বৎসরকাল এই বর্দ্ধিত রাজকরের অধিকাংশ আদায় লইয়া দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নবাব মীর্‌কাসেম্ খাঁ রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিলেও, মীরকাসেমের জমিদারী ব্যবস্থায় বড়ই অপরিণামদর্শিতা লক্ষিত হয়। প্রজার নিকট প্রাপ্য সমগ্র রাজকর রাজকোষে আনত হইবার (১) উপায় বিধান করিলে মধ্যবর্ত্তী আদায়কারিগণের আকর্ষণে যে দেশে দরিদ্রতা অচিরে দর্শন দিবে, ইহা তিনি অনুধাবন করেন নাই। জমিদারদলনের (২) উদ্দেশ্যে রাজনীতির মূল সূত্র বিস্মৃত হইয়াছেন। এই কারণেই ধীমান্ সার ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্ বলিয়াছেন,—'মীর্‌কাসেমের রাজত্ব একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ অত্যাচার মাত্র, ইহাকে রাজ্য-শাসন বলা যায় না।' (৩)

(১) কোম্পানীর সেরেস্তাদার গ্রাণ্ট মহোদয় মীর্‌কাসেম হইতে মহম্মদ রেজা খাঁর বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত আয় বৃদ্ধি প্রদর্শন করিয়া কোম্পানীর জমিদারী বন্দোবস্তে কর বৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং সেইরূপ ব্যবস্থা কর্ত্তব্য, এই পরামর্শ দেন। বাঙ্গলার সৌভাগ্যবশতঃ ধীমান্ উদার হৃদয় লোকের হস্তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নির্ব্বাহিত হওয়ায় এই অদূরদর্শিনী নীতি অবলম্বিত হয় নাই।

(২) গোলাম্ হোসেন জমিদারদলনের পক্ষপাতী ছিলেন, (মুতাক্ষরীণ—২য় খণ্ড।) জমিদার-শ্রেণীর হস্ত হইতে রাজস্ব-আদায় উঠাইয়া লওয়াই তাঁহার মতে যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তিনি সেকালের রাজশক্তির যেরূপ নিদর্শন দিয়াছেন, তাহাতে মধ্যস্থ জমিদারীপ্রথা উঠাইয়া দিলেই বা প্রজাবর্গের কিরূপে উপকার হইত?

(৩) 'His short administration may rather be deemed a regular pillage than a system of Government. He ruined almost all the wealthy families in the country, massacred great numbers and carred off an immense treasure with him when driven out of the country'—Francis' Plan for a settlement of Bengal, p. 38.

নবাব মীর্‌কাসেম্ ইতিমধ্যে ইংরেজ সদস্যগণের পরস্পর মনোবাদ লক্ষ্য করিয়া এবং কাউন্সিলে ভান্সিটার্টের পক্ষ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আসিল দেখিয়া ইংরেজগণের নিকট হইতে দূরে বিহার-প্রদেশেই বাস করিবার কল্পনায় মুঙ্গের-দুর্গের সংস্কার-সাধন করিয়া সমগ্র সরকারী কার্য্যালয় তথায় আনয়ন করিলেন। ক্রমশঃ ইংরেজের অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে হইবে; ইংরেজ-চক্ষুর অগোচরে বলসঞ্চয়ই এক্ষণে তাঁহার অভিপ্রেত হইল। মুঙ্গেরে থাকিয়া সেনাদলের সংশোধন ও জমিদারী ব্যবস্থার পঙ্কোদ্ধার করিয়া অর্থসংগ্রহেই নবাব অবশিষ্টকাল যাপন করিলেন। কিরূপে তাঁহার প্রধান সঙ্কল্প বিফল হইল, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ইংরেজ ও মীর্-কাসেম্

ক্লাইবের কার্য্যত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ রূঢ়ভাষায় নিন্দাসূচক যে পত্র আইসে, তাহার উত্তরে কলিকাতার ইংরেজ-সদস্যবর্গ কর্ম্মকর্ত্তৃগণসুলভ বিনীত ভাষা ব্যবহার করেন নাই। (১) কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষেরা ইতিপূর্ব্বে সময়ে সময়ে তাঁহাদের এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারিগণের ব্যবহার সম্বন্ধে নিন্দাবাদ করিয়া পত্র লিখিতেন। ক্লাইবের ন্যায় আত্মাভিমানী বা অসমসাহসিক কর্ম্মচারী কদাচ এ দেশে আগমন করিয়াছেন, সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষের ন্যায়সঙ্গত বা অন্যায় তিরস্কার সকলেই বিনা বাক্যব্যয়ে সহ্য করিয়া যাইতেন। এক্ষণে এইরূপ উদ্ধতভাবের উত্তর পাইয়া ডিরেক্টরগণের জ্ঞানোদয় হইল। কর্ম্মকর্ত্তৃগণের কুকীর্ত্তির পরিচয়ও তাঁহারা যে কথঞ্চিৎ প্রাপ্ত হন নাই, এমত নহে। ক্লাইব কথিত পত্রের সঙ্গে সঙ্গেই দেশাগমন করিয়াছেন, তিনি এক্ষণে হস্তচ্যুত। যাহা হউক, ডিরেক্টরগণ অবিলম্বে উক্ত পত্রের অবশিষ্ট স্বাক্ষরকারী সদস্য-চতুষ্টয়কে পদচ্যুত করিয়া দেশপ্রেরণের আদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে হলওয়েল্ও কর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন; সুতরাং অবশিষ্ট প্লেডেল্, সমার্ এবং ম্যাগোয়ারের উপরেই এই আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল। ইহাঁরা সকলেই ভান্সিটার্টের সহযোগী ও সপক্ষ, ইহাঁদের এইরূপ সহসা পদচ্যুতিতে কাউন্সিলে গবর্ণরের বিরুদ্ধবাদিদলের আধিক্য হইল। উদ্ধত স্বভাব এলিস্ পাটনার অধ্যক্ষ হইলেন। গবর্ণর ভান্সিটার্ট নাম-মাত্র কোম্পানীর কর্ত্তা থাকিলেন।

কলিকাতায় ইংরেজ দরবারে অতঃপর ধারাবাহিকরূপে কলহ চলিতে লাগিল। দ্বিতীয় বিপ্লবের ফলভোগ যাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই, তাঁহারা সহজেই নব নবাবের প্রতিকূল হইয়া বসিলেন। প্রথমেই এলিসের পাটনা যাত্রার সময়ে উভয় পক্ষে বাগ্-বিতণ্ডা আরম্ভ হইল। তখনও ভান্সিটার্টের দল প্রতিপক্ষের সমান ছিল, সুতরাং তাঁহারই মতে এলিসের প্রতি উপ-

---

(১) See, Long's Records, No 402.

দেশ ও পরামর্শ দেওয়া হইল যে, জমিদারদলন ও দেশে শান্তিস্থাপনের নিমিত্ত নবাব সাহায্য-প্রার্থনা করিলে, পাটনায় স্থাপিত কারষ্টেয়ারের সৈন্য দ্বারা আনুকূল্য করিতে হইবে; দেশীয় শাসনে পাটনার ইংরেজ-অধ্যক্ষ কোনরূপ হস্তার্পণ করিবেন না। (১) এই উপদেশে যে ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা, তাহা সহজেই অনুমেয়। এক দিকে ভান্সিটার্ট যেমন সর্ব্বপ্রযত্নে স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত নবাবের সমর্থনে যত্নশীল, বিরুদ্ধ-পক্ষও সেইরূপ তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে তৎপর। এলিস্ স্বয়ং উদ্ধত-স্বভাবের লোক, তাহাতে অবিলম্বেই স্বদলের পরিপুষ্টি অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া চলিলেন, সুতরাং নবাবের প্রতি বিদ্বেষ লইয়াই তিনি কার্য্যারম্ভ করিলেন। অকৌশল বাধিতেও বিলম্ব হইল না। মীর্‌কাসেম্ ভোজপুরের দিকে যাত্রা করিয়াছেন, এমন সময়ে (জানুয়ারী, ১৭৬২) আরার জনৈক কর্ম্মচারী মন্‌সারাম দস্তক দেখাইলেও কাউন্সিলের সদস্য হে সাহেবের নিজ চালানী অহিফেন ছাড়িয়া দেন নাই। এলিস্ নবাবপক্ষকে অবগত না করিয়াই সেনানী কারষ্টেয়ারের প্রতি আদেশ দিলেন, মনসারামকে ধৃত করিয়া আনয়ন করুন। ইংরেজ সেনাপতি এই আদেশ মত কার্য্য না করিয়া নবাবের নিকট বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। এলিসের এ আদেশ অন্যায় হইলেও, সেনানীর তাহা মান্য করা কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি এ সময়ে এইভাবেই পালিত হইত। ইংরেজ সেনাপতিগণও রাজনীতি লক্ষ্য করিয়া লাভালাভ গণনা করিতেন। এলিস্ আরও বিরক্ত হইলেন। অতঃপর নবাব মীর্‌কাসেম্ পূর্ণিয়ার ইংরেজ-কুঠীর কর্ম্মচারিগণের দুষ্কৃতির বিষয় জ্ঞাপন করিলে, এলিস্ তথাকার নবাব-কর্ম্মকর্ত্তৃগণের দুর্ব্যবহার অতিরঞ্জিত করিয়া পত্র লিখিলেন। (২) এ দিকে ইজারাদার বণিক-প্রবর খোজা গ্রেগরীর জনৈক কর্ম্মচারী খোজা আণ্টুনী নবাব-সৈন্যদলের কোন মসালদারের প্রয়োজন বশতঃ পাঁচ মণ সোরা কোম্পানীর লোকের নিকট গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই সময়ে তিনি কোম্পানীর দস্তকও পরীক্ষা করেন। সোরার বাণিজ্যে পূর্ব্বকথিত মত কোম্পানীর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও নবাবের ব্যবহারোপযোগী সোরা প্রয়োজনমত গৃহীত হইত। যাহা হউক, আণ্টুনী উক্ত অপরাধে এলিসের আদেশে ধৃত হইয়া বিচারের নিমিত্ত কলিকাতায় প্রেরিত হইলেন; নায়েব-নবাব রাজবল্লভের অনুরোধে এলিস

(১) Vansitart's Narrative, Vol I pp. 292—96.

(২) Vansitart's Narrative I.

কর্ণপাতও করিলেন না। কলিকাতার কাউন্সিলে বিচারের সময় সদস্যবর্গের কেহ বা উঁহার কর্ণচ্ছেদনের ব্যবস্থা দিলেন। (১) ভান্সিটার্ট প্রাণপণ চেষ্টায় সদস্যগণকে সম্মত করিয়া অপরাধের শাস্তির জন্য এ ক্ষেত্রে তাহাকে নবাবের নিকটে প্রেরণ করিতে সক্ষম হইলেন।

উক্ত ঘটনার অব্যবহিত পরে আর একটি গুরুতর সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল। এলিস্ সংবাদ পাইলেন, দুই জন দলত্যাগী ইংরেজ-সেনা মুঙ্গের দুর্গে আশ্রয় পাইয়াছে। পাটনায় নায়েব-নবাব রাজবল্লভের নিকট এই অনুসন্ধান বিষয়ে মুঙ্গেরের কিল্লাদারের উপর আদেশ পাঠাইবার অনুরোধ করিয়া (২) এলিস্ সঙ্গে সঙ্গে মুঙ্গেরে এক দল সিপাহী প্রেরণ করিলেন। সিপাহী দলপতি মুঙ্গের দুর্গের সম্মুখীন হইয়া আগমন বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া পাঠাইলে, কিল্লাদার সুজন সিংহ উত্তর দিলেন, এরূপ কোন লোক দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লয় নাই। তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য ইংরেজদলের দুই জন কর্ম্মচারীকে লইয়া গিয়া দুর্গ মধ্যে পরিদর্শনও করান হইল। কিন্তু ইংরেজ-সার্জেণ্ট সশস্ত্র প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করিলে, আপত্তি করিয়া কিল্লাদার আদেশ দিলেন, সিপাহীদল দূরে প্রস্থান করুক; দুর্গ ভিত্তির নিকটে আসিলে তাহাদের উপর গুলি করা হইবে। (৩) এলিস্ এই সংবাদ পাইয়া ক্রোধভরে আদেশ প্রদান করিলেন, যত দিন অনুসন্ধান না হয়, সৈন্যদল মুঙ্গেরের সম্মুখে অবস্থান করিবে। তিন মাস তাহারা এই অবস্থায় রহিল। ইতিমধ্যে নবাব ও ইংরেজ-দরবারে বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। তাঁহার শাসন-ক্ষমতার প্রতি নিতান্ত অবমাননা প্রদর্শিত হওয়ায় মীর্ কাসেম্ স্বতঃই উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। "দুই এক জন ইউরোপীয় সৈন্যকে গোপনে আশ্রয় দিয়া আমার কি লাভ হইবে, চাহিলেই দুই চারি শত ইংরেজের সাহায্য পাইতে পারি। সুজন সিংহের অপরাধ কি? কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তৃগণের এইরূপ দুর্ব্বিনীত ব্যবহারে প্রজার চক্ষে আমার ক্ষমতা দিন দিন 'অকিঞ্চিৎকর প্রতীয়মান হইতেছে', ইত্যাদি মর্ম্মে নবাব ইংরেজ গবর্ণরকে পত্র লিখিতে লাগিলেন। (৪) ভান্সিটার্ট

---

(১) মহামন্তি জন্‌ষ্টোন্, কর্ণচ্ছেদনই উপযুক্ত শাস্তি, এই মত প্রদান করিয়াছিলেন। (Vansitart's Nar, Vol I)

(২) Vans. Nar I রাজবল্লভ বলেন, মুঙ্গেরে পত্র দেওয়া হইবে এরূপ কোনও উত্তর তিনি দেন নাই। এলিসের লোকে ইহার সৃষ্টি করিয়া থাকিবে।

(৩) Vans. Nar I, Sujan Sing's and Rajballav's Letter.

(৪) Vans. Nar. Vol II pp I—6

এ সময়ে বড়ই বিপন্ন, এক হেষ্টিংস ভিন্ন কেহই আর তাঁহার মতাবলম্বী নহে। প্রতিবাদী সদস্যবর্গের মতে মত দিয়া, নবাবের সহিত যাহাতে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ না হয়, এক্ষণে তাহাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইল। (১) অবশেষে নবাবকে সম্মত করিয়া ভান্সিটার্টের মনোনীত লেফ্‌টেনাণ্ট আয়রণ সাইডের উপর মুঙ্গের অনুসন্ধানের ভার প্রদত্ত হইল। লেফ্‌টেনাণ্ট সবিশেষ সন্ধান করিয়া একজন ভগ্নহস্ত ফরাসী ভিন্ন অন্য ইউরোপীয়ের দর্শন পাইলেন না। এই ব্যক্তিকে উৎকোচ প্রভৃতির প্রলোভন দিলেও সে বলিল যে, ছয় মাস সে মুঙ্গেরে রহিয়াছে, তন্মধ্যে কোন ইউরোপীয় দেখে নাই। (২)

ইতিমধ্যে কাশিমবাজার হইতে ব্যাট্‌সন্ কয়েক খানি পত্রের প্রতিলিপি পাঠাইলেন। কথিত পত্রগুলি নবাবের খুল্লতাত মুর্শিদাবাদের নায়েব-নবাব তোরাব্ আলী খাঁ, খোজা পিক্রু এবং নবাবের মধ্যে লিখিত বলিয়া প্রকাশ; কিরূপে ইংরেজ হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ সম্ভব, তাহারই উপায় কল্পনা উহার সার মর্ম্ম। ভান্সিটার্ট এ গুলি নবাবের শত্রুপক্ষের রচিত ও জাল বলিয়া বুঝাইবার উদ্যম করিলেও ইংরেজ-সদস্যগণ ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া খোজা পিক্রুকে ধৃত ও তাঁহার কাগজপত্র অনুসন্ধান করিবার সঙ্কল্প করিলেন। গবর্ণরের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে শেষে সংগোপনে তদন্ত করাই স্থির হইল। (৩) উভয় পক্ষের মধ্যে সন্দেহ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আসিল। গবর্ণরের উপরে বিশ্বাস থাকিলেও বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাকে অক্ষম দেখিয়া মীর্‌কাসেম্ এক্ষণে সাবধান হইতে লাগিলেন। ভান্সিটার্ট নিজ গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—'বর্ত্তমানে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আর অধিক দিন টিকে না। নবাবের প্রত্যেক কথা বা কার্য্য ইংরেজের বিরুদ্ধে চক্র বলিয়া গৃহীত হইতেছে, বিশেষতঃ পাটনা কুঠীর অধ্যক্ষের নিকট হইতে সর্ব্বদাই এই ভাবের ইঙ্গিত আসিতে লাগিল। পক্ষান্তরে, আমাদের সকল কার্য্যই নবাবের নিকট এরূপ আকার ধারণ করিয়া উপনীত হইত, যেন ইংরেজ শীঘ্রই তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইবার নিমিত্ত ব্যগ্র'। (৪)

(১) His own observations, Narrative, II pp. 12—13.

(২) Narrative II. p, 8, Ironside's Letter

(৩) Vans Nar II. p. 17. খোজা গ্রেগরী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খোজা পিক্রু মীর্‌কাসেমের বিশ্বাসভাজন হওয়ায় এই সন্দেহ। ইংরেজ-সদস্যগণ ইংলণ্ডে গুপ্ত-কমিটীর নিকট প্রেরিত বিস্তৃত পত্রেও পিক্রুর কলিকাতায় থাকিয়া নবাবের গুপ্তচরের কার্য্য করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

(৪) Vans Narrative, II, p. 20.

উভয় পক্ষের মধ্যে সন্দেহ অপনোদনের উদ্দেশ্যে ভান্সিটার্ট ইতিমধ্যে প্রতিবাদী সদস্যগণকে সম্মত করিয়া হেষ্টিংসকে নবাবের নিকট দূতস্বরূপে প্রেরণ করিবার কল্পনা করিলেন। প্রতিপক্ষ ইংরেজ সদস্যগণ ইহার চারি দিন পূর্ব্বে (১) মীর্‌জাফরের রাজ্যচ্যুতির কারণ হইতে আরম্ভ করিয়া তৎকাল পর্য্যন্ত দেশের অবস্থা ও তৎসহ ইংরেজ-গবর্ণরের ও নবাব মীর্ কাসেমের অভিসন্ধি ও কার্য্যপ্রণালীর দোষ প্রদর্শন করিয়া বিলাতে গুপ্ত কমিটীর নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন। হেষ্টিংসের এই দৌত্যভিধানের কল্পনায় প্রথম হইতে তাঁহাদের গুপ্ত উদ্দেশ্য থাকুক বা না থাকুক দূতের প্রতি উপদেশ মীমাংসা করিবার সময়ে প্রবীণ সদস্য মিঃ এমিয়ট্ প্রস্তাব করিলেন যে মীর্‌কাসেমের রাজ্যগ্রহণের সময়ে গবর্ণর ও সদস্যগণকে যে বিশ লক্ষ টাকা দিবার কথা ছিল, কোম্পানীর পক্ষ হইতে এক্ষণে নবাবকে তাহা প্রদান করিতে বলা হউক। ভান্সিটার্ট প্রাণপণে এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বলিলেন, 'মীর্‌কাসেম্ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যৎকালে দ্বিতীয় বার ঐ টাকা দিবার প্রস্তাব করেন, তখনও আমরা উহা গ্রহণ করি নাই। (২) কোম্পানীর ঋণ এবং তাঁহার সেনাদলের বাকী বেতন পরিশোধ করিয়া মুক্তবন্ধন হইলে, মান্দ্রাজে কোম্পানীর যুদ্ধকার্য্যে ব্যয়ের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা সাহায্য করিবার অনুরোধ করিয়াছিলাম, নবাব তাহাও দিয়াছেন। দুই মাস পরে আমার সন্তানের জন্মোপলক্ষে নবাব আমায় পঁচিশ হাজার টাকা উপহার প্রদান করেন, সদস্যবর্গের সম্মতিক্রমে (১২ জানুয়ারী ১৭৬১), তাহা কোম্পানীর খাতায় জমা দিয়াছি। অতঃপর অসীম দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া নবাব মীর্‌কাসেম্ কোম্পানীর সমগ্র ঋণ ও নিজ সৈন্যের বেতন পরিশোধ করিয়াছেন। কোম্পানীকে তিনি সর্ব্বসমেত প্রায় ২৬ লক্ষ সিক্কা মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন; তদ্ভিন্ন বর্দ্ধমান প্রভৃতি প্রদেশত্রয় হইতে কোম্পানী ইতিমধ্যে ৫৩ লক্ষের অধিক পাইয়াছেন। অতঃপর তাঁহাকে আরও বিশ লক্ষ টাকা কোন ছলে প্রার্থনা করা যায়?

(১) 11th March, 1762 (See the letter & its refutation by Holwell, in his Tracts.)

(২) এ সময়ে ভান্সিটার্ট ও তাঁহার সহযোগিগণ অর্থগ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেও, ভবিষ্যতে অর্থাৎ কথিত বাদানুবাদের পূর্ব্বে যে এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অবশ্য প্রকাশ করেন নাই। ধার্ম্মিকপ্রবর ভান্সিটার্ট ও গৌণ মিথ্যায় দোষ দেখিতেন না! নবাবের নিকট হইতে এই সম্বন্ধে যে ভাবে পত্র সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা পরে দৃষ্ট হইবে।

কোম্পানীর অর্থাভাব হইলে অন্ত কথা ছিল'। ভান্সিটার্ট স্বার্থে জড়ীভূত হইলেও, এ কথা স্বীকার্য্য যে, ইংরেজ-দরবারের মহামতিগণ কেবল অসূয়া-পরবশ হইয়াই এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। নবাবের সহিত প্রীতি-বর্দ্ধনের যে মূল উদ্দেশ্যে এই দূত-প্রেরণের কল্পনা হইতেছিল, তাহার ইহাতে কি পরিমাণে সাহায্য হইবে, তাহা তাঁহারা অনুধাবন করেন নাই। তাঁহারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ঈর্ষ্যার রাজনীতির প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বিস্মৃত হইয়াছেন। (১)

হেষ্টিংস সাসেরাম পর্য্যন্ত গমন করিয়া নবাব মীর্ কাসেমের নিকট ইংরেজ-পক্ষের উক্ত অনুরোধ-পত্রের উত্তরে যাহা পাইলেন বা লইলেন, তাহা অনুমান করিয়া লইলেও চলে। নবাব লিখিলেন, 'আপনাদের এই অন্যায় দাবীতে আমি চমৎকৃত হইয়াছি। তৎকালে অর্থগ্রহণে অসম্মত হইয়া পরে অনুতাপ

---

(১) ইংরেজ-দরবারের বক্ষ্যমাণ তর্ক-বিতর্কের বিবরণ বড়ই কৌতুকাবহ। উপহার (!) গ্রহণ সম্বন্ধে অনেকের শীলতা ও ভব্যতা লক্ষ্য করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রবীণ এমিয়ট্ প্রস্তাবের মন্তব্য বলেন, এই টাকা সদস্যগণের মধ্যে বিভক্ত হইলে, সন্দেহ বদ্ধমূল রহিয়া যাইবে য গত বিপ্লবে আমাদের সম্মতি বিক্রীত হইয়াছে।' জনষ্টোন্ বলিলেন, 'কোম্পানীর কর্ম্মচারি-গণের সাহায্য-প্রাপ্তির আশায় এটাকা দিবার অঙ্গীকার ছিল, উহা কোম্পানীরই প্রাপ্য, অন্যথা সন্দেহ-উঠিবে, সদস্যগণ যাহা বলিতেছেন,—তাঁহাদের উদ্দেশ্য তাহার বিপরীত ছিল।' শত্রুর প্রতিও এরূপ সন্দেহ উঠে, ইহা জনষ্টোন্ মহোদয়ের অসহ্য। (Thornton's History) এ স্থলে বলা উচিত, ভবিষ্যতে স্বয়ং এরূপ উপহার গ্রহণে জনষ্টোন্ কোন বাধা দেখেন নাই। সেনা-পতিগণের এই বাদানুবাদে মত দিবার অধিকার আছে কি না, কথা উঠিলে প্রতিপক্ষ দল এক-যোগে অধিকার আছে স্বীকার করিয়া কার্ণাকের মত গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মতও সহজেই অনুমেয়। তিনি বলিলেন, 'নবাবের নিকট এই ভাবে ঐ টাকার দাবী না করিলে, সদস্যগণ যতই নির্দ্দোষ হউন, লোকে অর্থগ্রহণের কথাই বলিবে। তাঁহাদের দোষমুক্তির জন্যই এরূপ প্রস্তাবের আবশ্যক।' ভান্সিটার্ট ইহার উত্তরে সিরাজুদ্দৌলার বিপক্ষে বিপ্লবের সময়ে স্বয়ং এইরূপ অর্থগ্রহণের কথা এমিয়টের স্মৃতিপথে উদিত করিয়া দিলে তিনি উত্তর দিলেন, 'কথিত সময়ে পাঁচ জন মাত্র সদস্য অঙ্গীকৃত অর্থগ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। পূর্ব্ববিপ্লবে এমিয়ট্, অন্যান্য বোর্ডের মেম্বর ও সৈন্যদলের সহিত উপহারের অংশ লাভ করিয়াছিলেন। এই দুই ক্ষেত্রের অর্থগ্রহণের যেরূপ তুলনা, উভয় বিপ্লবের মধ্যেও সেইরূপ তুলনা করা যাইতে পারে। সে ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার কল্পনা, এখানে সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কার্য্য করা কয়েক জন সদস্যের কার্য্য। সকল সভ্য উপস্থিত থাকিলে সম্ভবতঃ অধিকসংখ্যক লোকে তাহাতে আপত্তি করিতেন'। অর্থগ্রহণ বা বিপ্লব ন্যায়ানুমোদিত না হইলেও, যে জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা, তাহার ইহা কিরূপে অনুকূল? (For the history of the debate, see Vans Nar.)

ও প্রভুর নামে প্রার্থনা করা পরস্থ লোকের কর্ত্তব্য নহে। -অর্থদানের প্রস্তাবের সময়ে ভান্সিটার্ট ও সদস্যবর্গ উত্তর দিয়াছিলেন,আমরা কোম্পানীর হিতাকাঙ্ক্ষী, স্বয়ং কিছুই প্রার্থনা করি না, কোম্পানীর জন্ত বর্দ্ধমান প্রভৃতি তিন প্রদেশ দেন, তাহাই যথেষ্ট। তৎপরে গবর্ণরের প্রার্থনায় আরও পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। আপনাদের বর্ত্তমান দাবীর কোনই কারণ নাই। ভগবানের ইচ্ছায় আমি সন্ধির নিয়ম সম্পূর্ণ পালন করিয়াছি। তথাপি আপনারা এইরূপ দাবী করিতেছেন। আপনাদের নিকট ঋণ গ্রহণও করি নাই, অথবা প্রতিশ্রুতও হই নাই। আমি কাহার'ও একটি টাকাও ঋণী নহি; সুতরাং এ টাকা দিতে পারি না।' (১ পরস্পরের প্রতি সন্দেহের কথায় মীর্ কাসেম্ মুসলমান আমিরগণের অত্যন্ত শীলতাসহকারে উত্তর লিখিলেন, 'আমার মনে কোন ভাবান্তর নাই। কয়েক জন ইংরেজ-কর্ম্মচারীর ব্যবহার সম্বন্ধে গবর্ণরের নিকট যাহা লিখিত হইয়াছে,তাহাতেও স্থায়ী অসন্তুষ্টির কারণ নাই, পরিবারের মধ্যেই সময়ে মতান্তর ঘটে। আমার পক্ষের কোন লোক অন্যায় ব্যবহার করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার উচিত শাস্তি দিব; আপনারাও সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন এই ভরসায়, ইতিপূর্ব্বে গবর্ণর বাহাদুরকে লিখিয়াছি। ইংরেজের বন্ধুত্ব ও সন্ধিবন্ধন হৃদয় হইতে উদ্ভূত এবং অচ্ছেদ্য, তাহা বহুদিন হইতেই আমার ধারণা আছে', ইত্যাদি।

যাহা হউক, হেষ্টিংসের দৌত্যকার্য্য বিফল হইল। গমন সময়ে পাটনায় এলিসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই, তাহাতে এলিসের নামোল্লেখ করিয়া নবাব উত্তর-পত্রে অপব্যবহারের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর তাঁহার সহিত সম্মিলনের আশা কোথায়? হেষ্টিংস অগত্যা ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে মীর্ কাসেমের মনে সন্দেহ আরও গুরুতর আকার ধারণ করিবার কারণ ছিল। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ মীর্ কাসেমের রাজ্যগ্রহণের প্রথম সংবাদে বিশিষ্টরূপ লাভের ইঙ্গিত পাইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ভান্সিটার্টের প্রশংসাবাদ করিয়া পত্র দিয়াছিলেন। (২) কিন্তু

(১) Nabob's Letter to the Board, Vansitart's Narrative, II. pp 43—44 "I owe nobody a single rupee nor will I pay your demand' এখানে মীরকাসেমের উত্তরও গবর্ণরের ইঙ্গিতে গঠিত, তাহা বুঝাইবার ক্লেশের কোন প্রয়োজন নাই।

(২) Vansitart's Narrative, II p 66, Court's letter 19th June, 1767.

তৎপরে সম্ভবতঃ আনুষঙ্গিক ব্যাপারের কিয়দংশ অবগত হইয়া মীরজাফরের সহিত সন্ধিভঙ্গের কথা ও কর্ম্মচারিগণের স্বার্থ-সাধনব্যাপার লক্ষ্য করিয়া, তাঁহারা কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধভাবে দ্বিতীয় পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'অবশ্য এইরূপ রাষ্ট্র-বিপ্লব নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনায় করা হইয়াছে।' (১) এই দ্বিতীয় পত্রের মর্ম্ম রূপান্তরিতভাবে প্রচারিত হইয়া নবাবের গোচরে এই আকারে উপস্থিত হইয়াছিল, যেন কোম্পানীর অধ্যক্ষেরা তাঁহার নিয়োগ বাঞ্ছা করেন না।

অতঃপর নবাবের সহিত ইংরেজের প্রধান সংঘর্ষণ যেরূপে সংঘটিত হয়, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। ভারতবর্ষে মুসলমান-শাসনে তাৎকালিক সার্ব্বজনীন প্রথানুসারে বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য উভয়ত্রই পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক নির্দ্দিষ্ট ছিল। উপকূলভাগের প্রধান বন্দরে, নদীমুখে প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থানে এবং প্রধান রাজপথের উপরে স্থাপিত গঞ্জ বা বাজারে শুল্ক আদায়ের নিমিত্ত সামান্য চৌকী বা বৃহৎ পাঁচউংরা (মাশুল আদায়ের) অফিস ছিল। নির্দ্দিষ্ট স্থানে শুল্ক প্রদান না করিলে রাজকর্ম্মচারিগণ পণ্যদ্রব্য স্থানান্তরে লইয়া যাইতে দিতেন না। পণ্যজননী ভারতের শুল্ক-বিভাগের আয় রাজস্বের অল্প স্থান পূর্ণ করিত না। অন্যান্য প্রদেশের মত বাঙ্গলায় এইরূপ মাশুল আদায়ের চৌকী ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। শুল্ক আদায়ের সাধারণ নিয়ম বাদশাহী হস্‌বল্‌হুকুমে (নিয়মাবলীতে) সময়ে সময়ে প্রচারিত হইলেও আদায়ের অল্পাধিক্য অধিকাংশ সময়ে স্থানীয় কর্ম্মচারিগণের কৃপার উপরেই নির্ভর করিত। এই সমস্ত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও স্বর্ণপ্রসূ ভারতের সুলভ দ্রব্যের গুণে দেশীয় ও বিদেশীয় বণিকেরা ব্যবসায়ে চিরদিনই লাভবান হইয়া আসিতেছিল। ইংরেজ কোম্পানী নানা উদ্যোগে সুদীর্ঘকালের প্রয়াসে কিরূপে বার্ষিক তিন সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া বাদশা-দরবার হইতে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার ফর্ম্মান্ প্রাপ্ত হন ও পরবর্ত্তীকালে বাঙ্গলায় কোম্পানীর বাণিজ্য কি ভাবে চালিত হইত, ইতিপূর্ব্বেই তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। দিল্লীশ্বরের শাসন-ক্ষমতার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ-কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষেরা দেশীয় রাজপুরুষগণের কৃপা ভিক্ষায় বাধ্য হন। উপযুক্ত বেতন দিবার সামর্থ্য না থাকায়, কোম্পানী নিজ কর্ম্মচারিগণকে দেশমধ্যে স্বাধীন বাণিজ্যের অনুমতি দিয়াছিলেন এবং সময়ে সময়ে তৎসম্বন্ধে নিয়মাবলীও প্রচারিত হইয়াছিল। অন্তর্বাণিজ্যে সর্ব্বত্রই দেশীয় প্রথানুসারে শুল্ক প্রদান

(১) Vansitart's Narrative, p 67, Court's Letter, Sept. 30, 1761.

করিতে বাধ্য হইলেও কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ সুবিধা পাইলেই নিয়ম ভঙ্গ করিতেন, ইহাও ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কোম্পানী বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলভোগ করিতেন; কর্ম্মচারিগণের ব্যবসায় এক প্রদেশ হইতে অন্তত্র, কোন কোন সময়ে আরব পারস্য পর্য্যন্তও অগ্রসর হইত। সিরাজ্-দ্দৌলার পতনের পর বাঙ্গলায় ইংরেজ-কোম্পানীর অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ মাত্রেরই বাণিজ্যের পথ আরও পরিষ্কৃত হইল। স্বাধীন বাণিজ্য একণে নবোদ্যমে পক্ষ-বিস্তার আরম্ভ করিল। নবাব মীরজাফরের শিথিল শাসনকালে এইরূপ বাণিজ্য ক্রমশঃ লব্ধপ্রসর হইলেও, ক্লাইবের ন্যায় ক্ষমতাশালী লোকের সমক্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধিক অপকীর্ত্তি দর্শন দেয় নাই, মফঃস্বলে গোপনে ইংরেজ-গোমস্তাগণ সুবিধা পাইলে দেশীয় শাসনকে উপেক্ষা করিতেন মাত্র। অতঃপর ক্রমশঃ গবর্ণর বা স্থানীয় কুঠীর অধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত দস্তক দেখাইয়া সমস্ত ইংরেজের দেশীয় ব্যবসায় চলিতে লাগিল। সমধিক লাভ লক্ষ্য করিয়া একণে সমগ্র ইংরেজদল নিজ নিজ বাণিজ্যের যথাসাধ্য প্রসার করিলেন। দেশীয় বণিক্-সম্প্রদায় যেখানে শতকরা পাঁচ টাকা হইতে ২০ টাকা পর্য্যন্ত শুল্ক দান করিতে বাধ্য, ইংরেজ তথায় মাশুল-মুক্ত; এ অবস্থায় অধিকসংখ্যক দেশীয় বাণিজ্য ক্রমে ইংরেজ-বণিকের হস্তে আসিবে, ইহা স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় বিপ্লবে মীরকাসেমের রাজ্যলাভের পর দেশীয় শাসনের উপরে সমধিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ-বণিক্ সর্ব্বতোভাবে শৃঙ্খল মোচনের প্রয়াস পাইলেন। গবর্ণর ভান্সিটার্টের শাসন ক্ষমতা সর্ব্বদাই উপেক্ষিত হইত, অধিকন্তু স্বয়ং গবর্ণরও এইরূপ বাণিজ্যের ফলভোগী; সুতরাং কি কেরাণী কি সেনানী সকল বিভাগের ইংরেজ-কর্ম্মচারীই একণে ব্যবসায়ে মত্ত হইলেন। কেহ বা ইউরোপীয় কোন স্বাধীন বণিক্, কুত্রাপি বা দেশীয় কোন ভাগ্যবান্ লোককে অংশীদার লইয়া ব্যবসায় চালাইতে লাগিলেন। ইহাতে কেবল সরকারী রাজস্বের ক্ষতি বা দেশীয় বণিক্সম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল তাহাই নহে; ইংরেজের মফঃস্বলের গোমস্তাদল প্রজাবর্গের উপরেও যথেষ্ট অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। ইংরেজ-বণিকের অপব্যবহারের কথা নবাব বারবার ইংরেজ-গবর্ণরের কর্ণগোচর করিলেন। হেষ্টিংসের দৌত্য-কার্য্যে যাত্রাকালে তিনি স্বয়ং এই স্বাধীন বাণিজ্যের অনাচার প্রত্যক্ষ করিয়া ভান্সিটার্টকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"ইংরেজ কোম্পানীর নামে ইংরে-

জের কথা দূরে থাকুক, দেশীয় লোকের বাণিজ্যও অবাধে চলিতেছে। লোকে কোম্পানীর গোমস্তা বা সিপাহী সাজিয়া প্রজাবর্গকে ভয়প্রদর্শন কুত্রাপি বা লাঞ্ছিত করিয়া এইরূপ বাণিজ্য চালাইতেছে। পথিমধ্যে অনেক স্থলে ইংরেজের পতাকা দর্শন করিয়াছি। আমার বিশ্বাস, এরূপ পতাকা নাই, নদীবক্ষে এমন নৌকা দেখি নাই। ক্রমাগত এই ভাবে কার্য্য চলিতে থাকিলে, ইহা নবাবের রাজস্ব, দেশের শান্তি বা ইংরেজের সুনামের অনুকূল হইবে বোধ হয় না। আমাদের অগ্রে এক দল সিপাহী গিয়াছে; তাহাদের কার্য্যে এই শ্রেণীর লোকের ব্যবহার ও অত্যাচার বিশেষ লক্ষিত হইতেছে। পথিমধ্যে এজন্য আমার নিকটে অনেক অভিযোগ হইয়াছে। আমরা অগ্রসর হইলে আবার তদ্রূপ আচরণের পুনরাবৃত্তির বিভীষিকায় অনেক ক্ষুদ্র গঞ্জ ও সরাই জনশূন্য হইয়াছিল।" (১) ইংরেজ-গবর্ণর হেষ্টিংসকে নবাবের সহিত সাক্ষাতে এতৎসম্বন্ধে কিরূপে সুব্যবস্থা করা যাইতে পারে তাহা নিদ্ধারণ করিবার নিমিত্ত পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু দিন দিন মফঃস্বলে ইংরেজের দুরাচারের কথা নবাবের কর্ণগোচর হইতেছিল। হেষ্টিংসও বিশেষ ক্ষমতা-প্রাপ্ত নহেন, সুতরাং এই ব্যক্তিগত ব্যবসার সম্বন্ধে কোনই শেষ মীমাংসা হইতে পারিল না।

অতঃপর প্রপীড়িত প্রজাবর্গের ক্রমাগত আর্ত্তনাদে এবং কর্ম্মচারিগণের নিয়ত অভিযোগে সবিশেষ উত্যক্ত হইয়া নবাব মীর্কাসেম্ ভান্সিটার্টকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন,—"আপনাদের সহিত সন্ধির পরে এই প্রদেশে আসিয়া অবধি আমি এমন কোন কার্য্যই করি নাই, যাহাতে পরস্পরের বন্ধুত্বের ব্যাঘাত ঘটে; অথচ আপনি লিখিয়াছেন আমার পক্ষের চক্রী লোকে আমাদের মধ্যে বিরোধ ঘটাইবার উদ্যোগে আছে। ইংরেজ-কর্ম্মচারি-বর্গ দেশের সর্ব্বত্র প্রজাগণের সর্ব্বনাশ সাধন এবং সরকারী কর্ম্মচারিগণকে নানা উপায়ে লাঞ্ছিত করিয়া আমার শাসনের উপর সম্পূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন। প্রত্যেক পরগণায় দশ বিশটি নূতন কুঠী স্থাপন করিয়া কোম্পানীর দস্তক দেখাইয়া পতাকা উড়াইয়া, রাইয়ৎ ও দেশীয় বণিকবর্গের উপর অত্যাচার করিতেছেন,—প্রহার পর্য্যন্ত চলিতেছে। প্রত্যেক স্থানে

---

(১) Vansitart's Narrative. vol II pp 79—84 Letter from Hastings to the Governor.

নিজ নিজ ইচ্ছামত লবণ, সুপারি, ঘৃত, চাউল, খড, বাঁশ, মৎস্য, চিনি, তামাক, অহিফেন এবং অন্যান্য দ্রব্য যাহার ব্যবসায় কোম্পানী কোন কালে করেন নাই, তাহাই ক্রয় বিক্রয় করিতেছেন। লোকের নিকট বলপূর্ব্বক সিকি মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতেছেন ; অন্যত্র অত্যাচার করিয়া এক টাকার দ্রব্য পাঁচ টাকায় বিক্রয় চলিতেছে। ইতিমধ্যে চারি পাঁচ শত নূতন কুঠী স্থাপিত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই এইরূপ অত্যাচার। সরকারী কর্ম্মকর্ত্তৃগণ মাশুল আদায়ে অক্ষম, রাজস্ব বাবদ প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইতেছে। কোম্পানীকে যে সমস্ত প্রদেশ অর্পিত হইয়াছে, সেখানে আমি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করি নাই। আমার অধিকারে আপনাদেরও এইরূপ ব্যবহার করা উচিত নহে। শীঘ্রই এ বিষয়ে বিহিত ব্যবস্থা করিবেন, কারণ ইহাতে আমার সম্পূর্ণ ক্ষতি এবং শাসন-ক্ষমতা যথেষ্ট অবমানিত হইতেছে" (১) বলপূর্ব্বক দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় ভিন্ন অন্যরূপ অত্যাচারও দেখা দিয়াছিল। দেশীয় থানাদার ও বিচারকগণের কর্ত্তব্যকার্য্যে বাধাপ্রদান, সময়ে তাঁহাদের কার্য্যভারও এক্ষণে ইংরেজ-কুঠীয়াল স্বহস্তে গ্রহণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইংরেজ-বাণিজ্যের উপরে কল্পিত অত্যাচারের নামে জমিদারগণের নিকটও অর্থগৃহীত হইতেছিল। (২) এইরূপে সর্ব্বত্র দেশীয় শাসন বাস্তবিক শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। পক্ষান্তরে কোথাও সরকারী কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইলেই, তাহাদের অপব্যবহার অতিরঞ্জিত করিয়া কলিকাতা কাউন্সিলে সংবাদ প্রেরিত হইতেছিল। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে সত্য সত্যই দেশীয় কর্ম্মচারী নিজ মূর্ত্তি ধারণে বাধ্য হইতেন। এই অবস্থায় কোম্পানীর বা কোম্পানীর নামে পরিচালিত বাণিজ্যের ইতর বিশেষ করা কঠিন সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং কোম্পানীর বাণিজ্য নষ্ট হইল বলিয়া চীৎকারের অভাব ছিল না।

গবর্ণর ভান্সিটার্ট উল্লিখিত অত্যাচার অনাচারে বিশ্বাস করিলেও বিরুদ্ধ-পক্ষীয় সভ্যগণের মনোভাব অবগত হইয়া এবং স্বকীয় দুর্ব্বলহৃদয়ের প্রণোদনে সহসা এ সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিতে সাহসী হন নাই। অধিকন্তু

(১) Vans Nar. II pp. 97 & Nabob's letter to the Governor 2nd May 1762

(২) See. letters from Syed Rajob Ali and others in Vansitart's Narrative II pp 103—114

কোম্পানীর ভৃত্যবর্গ গত পাঁচ ছয় বৎসরে ব্যবসায় চালাইয়া যেরূপ লাভ পাইতেছেন, তাহার কিয়দংশ স্থায়ী থাকে ইহাও তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, (১) তিনি স্বয়ং এ ব্যবসায়ের ফলভোগী, সুতরাং ত্যাগের কথা তাঁহার হৃদয়ে স্থানও পায় নাই। দরবারে সদস্যগণ নবাবের বর্ণিত অত্যাচার প্রভৃতির কথা ভান্সিটার্টের পক্ষপাত ও অযথা সমর্থনমাত্র মনে করিয়া, ইংরেজ-গোমস্তাদের অভিযোগেই সবিশেষ কর্ণপাত এবং সেই সমস্তের প্রতিকার জন্য সর্ব্বদা চীৎকার করিতেন। মফঃস্বলের বাণিজ্যে তাঁহাদের সকলেরই প্রচুর লাভ, স্বার্থের সংঘর্ষণে তাঁহাদের যে কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যবুদ্ধি অবশিষ্ট ছিল, তাহাও লোপ পাইল। সহযোগী সভ্যগণের ব্যবহার এবং পক্ষান্তরে নবাবের অসন্তুষ্টি ও অভিযোগে অচিরে বিচ্ছেদ ঘটিবার আশঙ্কায় গবর্ণর ব্যাকুল হইলেন। নবাব ইংরেজপক্ষের পরস্পরের মনোবাদ লক্ষ্য করিয়া ইংরেজের নিকট হইতে দূরে মুঙ্গেরে বাস করিয়া বলসঞ্চয়ের উদ্যোগ করিতেছেন, ইংরেজ-দরবারে ইহা অজ্ঞাত ছিল না। ইহাতে নবাব ইংরেজকে দূরীভূত করিবার অভিপ্রায়েই পূর্ব্বাপর কার্য্য করিতেছেন, বলিয়া সদস্যগণ গোলযোগ বাধাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভান্সিটার্ট এই অবস্থায় প্রাণপণে উভয়-পক্ষকে শান্ত রাখিবার উদ্যোগে ছিলেন, কেহ আর অধিক উত্তেজিত না হন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প হইল। নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরস্পরের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় জ্ঞাপন এবং উভয়পক্ষ সামান্য সামান্য ত্যাগস্বীকার করিয়া, দেশীয় গবর্ণমেণ্টের ন্যায্য দাবী পরিপূরণ এবং ইংরেজের বাণিজ্যবিষয়ে কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া যাহাতে ভবিষ্যতে আর বিবাদ না বাধে এই উদ্দেশ্যে ও আশায় গবর্ণর বাহাদুর কাউন্সিলের সম্মতি লইয়া হেষ্টিংস সহ যাত্রা করিলেন।

৩০শে নবেম্বর তারিখে ভান্সিটার্ট মুঙ্গেরে উপনীত হইলে নবাব-পক্ষ হইতে পরম সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা হইল। নানা অসন্তোষ ও আপত্তি প্রকাশের পরে নবাব সম্মত হইলেন, পূর্ব্ব বিবাদ বিস্মৃত হইয়া বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য অবধারিত হউক। মীর্কাসেম্ বলিলেন, 'অন্তর্বাণিজ্যে কোম্পানীর

(১) 'I was unwilling to give up an advantage which had been enjoyed by the Company's servants in a greater or less degree for five or six years'—Narrative II. p 143.

কোন অধিকার নাই, অথবা ইহা কোম্পানীর কোনও উপকারে আইসে না। ব্যক্তিবিশেষের লাভের নিমিত্ত রাজস্বের ক্ষতিসাধন কর্ত্তব্য নহে; এইরূপ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হইবে'। ভান্সিটার্টের বিশ্বাস এইরূপ হইলেও পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কারণে স্বত্বত্যাগ করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না; প্রস্তুত হইলেও কাউন্‌সিলের মহারথিগণ ছাড়িবেন কেন। যাহা হউক, যাহাতে আর অধিক অনাচার না ঘটে সেইরূপ ব্যবস্থা প্রণয়নই তাঁহার লক্ষ্য হইল। তিনি প্রস্তাব করিলেন :(১) কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ ব্যবসায় চালাইবেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে একটি নির্দ্ধারিত শুল্ক প্রদান করিতে হইবে। ভবিষ্যতে যাহাতে বিবাদ বিসম্বাদ না ঘটে, এই জন্ত একটি নির্দ্দিষ্ট মাশুল ও তৎসহ কয়েকটি নিয়ম সংস্থাপিত হউক। নবাব এইরূপ ব্যবস্থা বা শুল্কের কথায় বিশেষ সন্দিহান ছিলেন; কারণ মৌখিক ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত থাকিলেও কার্য্যকালে ইহা লইয়া বাদানুবাদ হইবে এবং সর্ব্বত্রই পূর্ব্বমত উপদ্রব চলিতে থাকিবে ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। সুতরাং তিনি ঐ প্রস্তাবে বিশেষ সম্মত না থাকিলেও ভান্সিটার্টের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে পরিশেষে স্থির হইল যে, ইংরেজ-কর্ম্মচারিগণ পণ্য দ্রব্য ক্রয়ের সময় সর্ব্বত্র শতকরা নয় টাকা মাশুল দিবেন, পথিমধ্যে বা বিক্রয় স্থলে অন্ত কোন শুল্ক দান করিতে হইবে না। ভবিষ্যতে অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত কতকগুলি নিয়মও বিধিবদ্ধ হইল। (১) দেশীয় বণিক্‌দলকে অনেক দ্রব্যে অধিক মাশুল দিতে হইত। তথাপি এরূপ স্থলে, ইংরেজ-বণিক্ লবণ সুপারি তামাক প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য ভিন্ন অন্যান্ত দ্রব্যের ব্যবসায় চালাইতে পারিবেন না ভাবিয়া, মীর্‌কাসেম এই ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন; কিন্তু বলিয়া রাখিলেন, নব ব্যবস্থা বিফল হইলে রাজ্যমধ্যে পণ্যের মাশুল একেবারে উঠাইয়া দিবেন, এবং প্রজাবর্গও অন্তের সহিত সমান অধিকার পাইবে। যাহা হউক, মন্দের ভাল এই নিয়মে সম্মত হইলে, উভয় পক্ষেরই বিশেষ কোন অসন্তুষ্টির কারণ থাকিত না। কিন্তু এক পক্ষের অসঙ্গত লোভ-পরতন্ত্রতা এবং অন্ত পক্ষের ব্যস্ততায় ভান্সিটার্টের উদ্দেশ্য বিফল হইল।

দুই চারি দিবস পাটনায় অবস্থান করিয়া পুনরায় মুঙ্গের হইয়া ইংরেজ-গবর্ণর প্রত্যাগত হইলেন। ইতিমধ্যে নবাবের সহিত বাণিজ্য-বিষয়ে যে কথা স্থির হইল, তাহার এক বিস্তৃত বিবরণী কলিকাতা-কাউন্‌সিলের অব-

(১) Vansitart's Narrative, II. pp 143 144

গতির নিমিত্ত প্রেরণ করেন। ভান্সিটার্টের ধারণা ছিল, ইংরেজ-পক্ষ এই নিয়মাবলী সন্তুষ্টচিত্তেই গ্রহণ করিবেন; কিন্তু ফলে বিপরীত হইল। দরবারের সদস্যবর্গ, 'এ বিষয় বিশেষ বিবেচনা-সাপেক্ষ, গবর্ণরের আগমন পর্য্যন্ত ইহা স্থগিত থাকিল' ইত্যাদি জ্ঞাপন করিয়া যে পত্র দেন, প্রত্যাগমনের সময়ে কাশিমবাজারে তাহা ভান্সিটার্টের হস্তগত হয়। অতঃপর অন্য কারণে সমস্ত কল্পনা বিফল হইয়া গেল। নবাবের নিকট বিদায় লইবার সময়ে ভান্সিটার্ট স্থির করিয়া আইসেন, কলিকাতায় উপনীত হইয়া কাউন্সিল হইতে নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী নবাবের আদেশ-পত্রের প্রতিলিপি সহ প্রত্যেক ইংরেজ কুঠিতে প্রেরিত হইবে; এই উদ্দেশ্যে নবাবের এক আদেশ-পত্রও তাঁহার সঙ্গে আইসে। মীর্ কাসেম্ সম্ভবতঃ ইংরেজ-গবর্ণরের মনোভাব না বুঝিয়া অথবা সত্বর উত্তর-পশ্চিমদিকে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে বলিয়া, যাত্রার পূর্ব্বেই নিজ-আদেশ সহ ঐ ব্যবস্থাপত্রের অনুলিপি মফঃস্বলে সর্ব্বত্র প্রচারিত করিয়া যান। দেশীয় কর্ম্মচারিদল নবাবের আদেশ প্রাপ্তির পরেই শতকরা নয় টাকা মাশুলের দাবী আরম্ভ করিলেন। ইংরেজপক্ষে এইরূপ কোনই আদেশ প্রচারিত না হওয়ায়, ইংরেজ-বণিক্ মাশুল দিতে অস্বীকৃত হইলেন। সরকারী আদেশের বলে সমধিক বলীয়ান্ কর্ম্মচারিগণ স্থানবিশেষে বলপ্রয়োগ আরম্ভ করিলেন। ঢাকার ইংরেজ-কুঠীর কর্ম্মচারিগণ নবাবের উক্ত আদেশ প্রচারিত হইবার পরেই দেশীয় কর্ম্মকর্ত্তৃদলের অত্যাচার বর্ণন করিয়া কলিকাতা কাউন্সিলে করুণ-কণ্ঠে জ্ঞাপন করিলেন যে, এইরূপ নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠিত হইলে আমাদের বাণিজ্যাধিকার সমস্ত নষ্ট হইল, ভবিষ্যৎ আশা ভরসা সমূলে নির্ম্মূল হইল। (১) কলিকাতা-দরবারের সদস্যদল পূর্ব্বেই প্রস্তুত ছিলেন; এক্ষণে ঢাকার কথিত অত্যাচারের কাহিনী তাঁহাদের বিদ্বেষাগ্নিতে পূর্ণাহুতি প্রদান করিল। অতঃপর দরবারের বৈঠকে মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইল, "কাউন্সিলের অনভিপ্রায়ে এইরূপ নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া গবর্ণর স্বীয় ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য করিয়াছেন; সদস্যবর্গের ক্ষমতা ও অধিকার সঙ্কোচ করা হইয়াছে। উক্ত নিয়মাবলী ইংরেজের অপমানজনক এবং ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ বিনাশসাধক; সুতরাং ঐ সমস্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতে দেওয়া উচিত নহে। এরূপ একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ে কর্ত্তব্য অবধারণ জন্য কাউন্সিলের সমস্ত

(১) Vans Nar. I pp 217—22. Letter from the Dacca Council.

সভ্যগণকে (দূরস্থ পাটনা ও চট্টগ্রাম ভিন্ন) মফঃস্বল হইতে আহ্বান করা কর্ত্তব্য। (১) ইতিমধ্যে ঢাকায় লিখিত হউক, নবাবের উক্ত আদেশে ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ কর্ণপাত করিবেন না।

অতঃপর কলিকাতা-দরবারে তুমুল আন্দোলন চলিল। ভান্সিটার্টের এ সময়ের অবস্থা শোচনীয়। তাঁহার উক্তরূপ নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা ছিল কি না, তৎসম্বন্ধে নিজেরই বিশেষ সন্দেহ। (২) নবাবের ব্যস্ততায় এত শীঘ্র আদেশ প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া তিনি চমকিত। পক্ষান্তরে, দেশীয় কর্ম্মচারিগণের কঠোর শাসনের কাহিনী চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত এবং বিরুদ্ধপক্ষের বলবৃদ্ধি করিতেছিল। দূরস্থ সদস্যবর্গ ক্রমে কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিলেন। দ্বাদশ জন সভ্যের বৈঠক বসিল। সেনাপতিদ্বয়ের এ বিষয়ে মতামত-প্রদানের ক্ষমতা লইয়া বাদানুবাদ হইলেও, তাঁহাদের মতও গৃহীত হইল। গবর্ণর ও হেষ্টিংস ভিন্ন অন্যান্য সভ্যের মতে ইংরেজ কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গেরও বিনা শুল্কে স্বাধীন বাণিজ্যের অধিকার আছে, স্থিরীকৃত হইল। কেহ কেহ অনুগ্রহ করিয়া কোন কোন দ্রব্যের ব্যবসায়ে কিঞ্চিৎ মাশুল দেওয়া যাইতে পারে, স্বীকার করিলেন। দরবারে কয়েকটি প্রশ্ন নির্দ্ধারিত হইল, প্রত্যেক প্রশ্ন সম্বন্ধে ক্রমশঃ এক এক সভ্যের মত গৃহীত হইল। প্রথম—ফর্ম্মান্ অনুসারে আমাদের বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার আছে কি না? গবর্ণর ও হেষ্টিংস ভিন্ন অন্য সকলেই আছে, মত প্রকাশ করিলেন। দ্বিতীয়,—কয়েক প্রকার দ্রব্যে (লবণ, সুপারি, তামাক প্রভৃতি) কিছু মাশুল দেওয়া যাইতে পারে কি না? সাত জন 'হাঁ' ও পাঁচ জন 'না' বলিলেন। তৃতীয় প্রশ্ন,—অন্তর্বাণিজ্য কি নিয়মে পরিচালিত হইবে? ভান্সিটার্টের স্বীকৃত নিয়মাবলীতে নির্দ্দিষ্ট ছিল, কোম্পানীর ব্যবসায়ে দস্তক ব্যবহৃত হইবে, সাধারণ ইংরেজের ব্যাপারে যেখানে প্রথম মাশুল প্রদত্ত হইবে, তথাকার দেশীয় কর্ম্মচারী যে ছাড়পত্র দিবেন, তাহাই দস্তকস্বরূপে কার্য্য করিবে। এক্ষণে প্রশ্ন হইল,

(১) Vans Nar, Consultations, 17th June 1764.

(২) ভান্সিটার্ট একবার বলেন, তাঁহার প্রতি কাউন্সিলের পত্রে 'ইহার শেষ মীমাংসা করিতে এ গুলি আপনার উপকারে আসিবে' কথায় তিনি সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মনে করেন। পুনরায় অন্যত্র 'নবাব আমার পত্রের কথা শেষ মীমাংসা মনে করিয়া লইয়াছেন, ইহাতে আমি বিশেষ অসন্তুষ্ট'—ইহাও বলিয়াছেন।

অন্তর্বাণিজ্যে কোম্পানীর দস্তক দেওয়া হইবে কি না? মেজর আডাম্‌স ইহাতে কোনই মত দিলেন না, নয় জন মেম্বর সপক্ষে এবং গবর্ণর ও হেষ্টিংস বিপক্ষে মত প্রদান করিলেন। চতুর্থ প্রশ্ন পরিবর্ত্তিত হইয়া এই ভাবে দর্শন দিল,—"কোন কোন দ্রব্যে মাশুল দেওয়া যখন স্থিরীকৃত হইল, তখন যাহারা এরূপ মাশুল দিবে, অথচ কোম্পানীর ভৃত্য নহে, তাহাদিগকে দস্তক দেওয়া হইবে কি না? সেনাপতিদ্বয় ইহাতে কোনও মত দিলেন না, অপর দশ জনের মধ্যে ছয় জন 'না' এবং চারি জন 'হাঁ' দিলেন; এ ক্ষেত্রে ভান্সিটার্ট সম্মতির দিকে। সম্ভবতঃ কর্ম্মচারিগণ এই অধিকার পাইলে, অন্য ইংরেজকে অনুগ্রহ প্রদর্শনও তাঁহার অভিপ্রেত ছিল; যাহাই হউক, এক্ষেত্রে একবারে মত না দেওয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল, বলাই বাহুল্য। অতঃপর শেষ প্রশ্নের উত্তরে হেষ্টিংস ভিন্ন সমস্ত সদস্যের মতে স্থিরীকৃত হইল, ইংরেজ-গোমস্তাগণ বাণিজ্য সম্বন্ধে কোন বিষয়ে দেশীয় গবর্ণমেণ্টের বিচারাধীন হইবে না; কাউন্‌সিলের নির্দ্ধারিত নিয়মাবলী অনুসারে তাহারা চালিত হইবে। ইহার শেষ ফল এই যে, দেশীয় রাজকর্ম্মচারির সহিত বিবাদ বাধিলে স্বার্থভোগী ইংরেজ-কুঠীয়ালই বিচারক হইবেন। মাশুল সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্কে গবর্ণর এবং হেষ্টিংস তাঁহাদের পূর্ব্ব মত অনুসারে শতকরা নয় টাকার অনুকূলে; এমিয়ট্‌ সর্ব্বপ্রকার পণ্যদ্রব্যেই শুল্কদানের পক্ষপাতী, কিন্তু মাশুল শতকরা দুই টাকা মাত্র দিতে প্রস্তুত। অন্যান্য অনেকের মতে কেবল লবণের জন্য কিঞ্চিৎ শুল্ক থাকা ন্যায়সঙ্গত। পরিশেষে মত গ্রহণ করিয়া মীমাংসা হইল, কেবল লবণের মাশুল শতকরা আড়াই টাকা মাত্র দেওয়া হইবে। অতঃপর কলিকাতা-দরবারের এই মীমাংসাপত্র এবং কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তৃগণের বাণিজ্যব্যাপার চালাইবার নিমিত্ত দরবারের নিরূপিত নিয়মাবলীর প্রতিলিপি নবাবের নিকটে প্রেরণ করা স্থির হইয়া গেল।

এ দিকে নবাব মীর্‌কাসেম্‌ খাঁ ভান্সিটার্টের সহিত সাক্ষাতের সময়ে নব-নিয়োজিত সৈন্যদলের সাহায্যে বিহারের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এবং সম্ভব হইলে নেপাল পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার-স্থাপনের কল্পনা করিতেছিলেন। তৎপূর্ব্বেই রাজা রাজবল্লভকে বিহারের নায়েব-সুবাদারী হইতে অপসৃত করিয়া (১) তৎপদে বিশ্বস্ত নবৎ রায়কে নিযুক্ত করা এবং সর্ব্বত্র আপন প্রভুশক্তির

(১) রাজবল্লভকে স্বীয় উদ্দেশ্য-সাধনের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়া মীর্‌কাসেম্‌ কার্য্য করিতেছিলেন, পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এ উভয়ের মধ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা স্থায়ী থাকা

প্রচার ও দৃঢ়সংস্থাপনের উপায় বিধান করা হইয়াছিল। এক্ষণে ইংরেজ-গবর্ণরের সহিত নির্দ্ধারিত ইংরেজের বাণিজ্য-বিষয়ের ব্যবস্থা স্থির হওয়ায় সেদিকে আর কোনই চিন্তার কারণ নাই ভাবিয়া মীর্‌কাসেম্ সসৈন্যে গঙ্গাপার হইয়া উত্তর পশ্চিমে যাত্রা করিলেন। বেতিয়ার বিদ্রোহী জমিদারকে সহজেই আয়ত্ত করিয়া (জানুয়ারী-১৭৬৩) নেপাল আক্রমণের মনস্থ করিলেন। নেপালরাজের লোক-বিশ্রুত বিপুল অর্থ-ভাণ্ডার অর্থ-পিপাসু মীর্‌কাসেমের হৃদয়ে প্রবল উৎসাহ জাগরিত করিল। (১) নানা হইতে আগত সন্ন্যাসী ফকিরদিগের এবং দুই এক জন ফরাসী পাদরীর সাহায্যে পার্ব্বত্যপথের সমস্ত সন্ধান অবগত হইয়া বঙ্গীয়-সৈন্য মোক্‌বানপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। এখানে তাহারা একদল নেপালী-সৈন্যের সাক্ষাৎ পাইল; এবং ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নেপালী হিন্দুবীরগণ অসমসাহসে ও বিপুলবিক্রমে যুদ্ধ করিলেও গুর্গিন্ খাঁর সুশিক্ষিত সেনাদলের নিকট পরাস্ত হইলেন। শিক্ষা ও নৈপুণ্য, সাহস ও শারীরিক বলকে পরাভূত করিল। উভয় দলের হতাহত সংখ্যা অপরিমিত হইল। কিন্তু একদিন নিশাযোগে নবাবী-সৈন্য নিদ্রিত, এমন সময়ে প্রচণ্ড গুরখাদল নবাব-শিবির আক্রমণ করিয়া গুর্গিন্ খাঁর পটমণ্ডপ পর্য্যন্ত পঁহুছিল। সহসা আক্রমণে বঙ্গীয়-সৈন্য বিত্রস্ত হইলেও পরিশেষে গুরখাগণ পৃষ্ঠ-প্রদর্শনে বাধ্য হইল। কিন্তু ইহাতেই মীরকাসেমের সমর-সাধ মিটিল। শত্রুদলের সাহস এবং পার্ব্বত্য প্রদেশে যুদ্ধকার্য্য পরিচালনা কিরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার তাহার পরিচয় পাইয়া জয়ের আশা বিসর্জ্জন দিয়া বাঙ্গলার নবাব সমগ্র সৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন। সেনাদল যতক্ষণ পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম না করিয়াছিল, ততক্ষণ নেপালীরা পশ্চাদ্ধাবন ও ক্ষতিসাধনে ক্ষান্ত হয় নাই। নানা বিপত্তির পরে নবাব-সৈন্য সমতল প্রদেশে উপনীত হইয়া পরিত্রাণ পাইল। (২)

অস্বাভাবিক। এক্ষণে কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইয়া 'মুঙ্গের-দুর্গ পলায়িত ইংরেজের সন্ধান জন্য নবাবের অনুমতি না লইয়াই পত্র দিয়াছেন' ইত্যাদি দোষ গ্রহণ করিয়া রাজবল্লভকে পদচ্যুত করা সহজসাধ্য হইয়াছিল। অতঃপর রাজবল্লভ এক প্রকার বন্দিভাবেই মুঙ্গেরে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার পরিণাম পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে।

(১) মুতাক্ষরীণকার এ স্থলে গুর্গিন্ খাঁর উপরেই দোষারোপ করিয়া নিশ্চিন্ত। নবাব-সেনাপতির লোভ পরতন্ত্রতা প্রভু অপেক্ষা অধিক ছিল, বোধ হয় না।

(২) মুতাক্ষরীণ, দ্বিতীয় খণ্ড। ২১৩-২১৬ পৃঃ। গোলাম হোসেন এই যুদ্ধের বিবরণে

মুঙ্গেরে প্রত্যাগত হইবার পূর্ব্বেই মীর্‌কাসেম্‌ ইংরেজ-দরবারের অধিবেশনে মফঃস্বলের সদস্যগণও সমবেত হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া, ইংরেজপক্ষের উদ্দেশ্যের এক প্রকার ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন। পথিমধ্যেই সংবাদ পাইলেন, সর্ব্বত্র ইংরেজ-কুঠীয়াল্‌ ও গোমস্তাগণ ইংরেজ-গবর্ণরের ব্যবস্থা কাউন্‌সিলের অনুমোদিত না হইলে তদনুসারে কার্য্য করিতে অসম্মত হইয়াছেন। তৎক্ষণাৎ ইংরেজ-গবর্ণরকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে দুই খানি পত্র লিখিত হইল (১) "পাটনা ও ঢাকার কুঠীর অধ্যক্ষগণ আপনার আদেশ অবহেলা করিয়া বলিয়াছেন, কাউন্‌সিলের অনুমতি না হইলে ঐ নিয়মে কার্য্য করিবেন না। শুনিলাম, সদস্যগণের কেহ কেহ অন্য কাহাকে সুবাদারী প্রদানের অভিলাষী। সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের ইচ্ছায় সমস্তই হইয়া থাকে। আমি অন্য কাহাকেও জানি না; প্রথম হইতে আপনার সহিত সকল ব্যবস্থাই করিয়া আসিয়াছি। পূর্ব্ব-নাজিমগণও গবর্ণরের সঙ্গেই পত্র-ব্যবহারে ও অন্য সমস্ত কার্য্যাদি করিয়াছেন" ইত্যাদি। এই পত্র-প্রাপ্তির পরে ৭ই মার্চ্চ তারিখের দরবারে কয়েক জন মহারথি প্রস্তাব করিলেন, 'বাণিজ্য-বিষয়ে নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া নবাবের নিকট যে পত্র প্রেরণ স্থির হইয়া আছে, তৎসহ লিখিত হউক, কোম্পানীর কার্য্যপরিচালনার সম্পূর্ণ ক্ষমতা কাউন্‌সিলের হস্তে ন্যস্ত আছে; গবর্ণরের কোন স্বতন্ত্র ক্ষমতা নাই, তিনি কেবল দরবারের মত জ্ঞাপন করিবার পন্থা মাত্র' (২) সঙ্গে সঙ্গে ভান্সিটার্টের লিখিত পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত নিয়মাবলী স্বীকরণের পত্রখানিও প্রত্যর্পণ করিবার জন্য লেখা হইল। শেষোক্ত দুইটি কার্য্যের উদ্দেশ্য ও ফল সহজেই অনুমেয়। দেশীয় শাসনের সমক্ষে কোম্পানীর গবর্ণরকে অবমানিত এবং ইংরেজপক্ষের পরস্পর মতভেদের পরিচয় প্রদান করিলে, তাঁহাদেরই দুর্ব্বলতা প্রদর্শিত হইবে, ধীমান্‌ সদস্য মহোদয়গণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহাও বিস্মৃত হইয়াছেন।

সম্বত্র গুর্গিন্‌ খাঁর ছিদ্রান্বেষণ এবং 'তাঁহার কোন পুরুষেও যুদ্ধকার্য্য জ্ঞান নাই' ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিলেও তাঁহারই বর্ণনায় অন্যে সেনাপতির কৃতিত্ব দেখিতে পায়। স্বয়ং মীর্‌ কাসেম্‌ যুদ্ধক্ষেত্রের বহু পশ্চাতে ছিলেন। পরাজিত হইয়া প্রত্যাগত হইতে গুর্গিন্‌ খাঁ নিতান্ত অসম্মত ছিলেন, অবশেষে নবাবের বারম্বার অনুরোধে দুঃখিত-চিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

(১) Vansitart's Narrative, vol III.

(২) See, Consultations Vans, Nar. II. P. 34 &.

বিলাতে ডিরেক্টরগণ তাঁহাদের এ দেশের কর্ম্মকর্ত্তার পদের গুরুত্ব থাকে, এই অভিপ্রায়ে চিরদিন উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন, দেশীয় রাজগণের সহিত পত্র-ব্যবহার প্রেসিডেন্টেরই কার্য্য। এ স্থলে কাউন্‌সিল্ কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ কথায় মান্ত করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহার উদ্দেশ্ত ও মর্ম্ম যথেষ্ট অবহেলা করিলেন। (১) তাঁহাদের শীলতাও এক্ষণে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিল।

ইতিমধ্যে ঢাকা ও অন্তত্র ব্যবসায় লইয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী ও দেশীয় কর্ম্মকর্ত্তৃগণের মধ্যে বিবাদ ক্রমেই গুরুতর হইয়া আসিল। পাটনা-কুঠীর অধ্যক্ষ এলিস্ অব্যাহতভাবে ব্যবসায় চালাইবার জন্ত সেনাদলের ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিলেন। এক দিন এক দল সৈন্ত আক্‌বর আলী নামক নবাবের জনৈক শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারীকে বন্দীভূত করিয়া পাটনায় আনয়ন করিল এবং তাজপুরে সোরার ব্যবসায় রক্ষা করিবার জন্ত দ্বাদশ জন সিপাহী রাখিয়া আসিল। নবাব এই সময়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সসৈন্তে পাটনার নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন। চক্ষুর সমক্ষে এইরূপ ব্যবহারে ক্রোধান্ধ হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ পাঁচ শত অশ্বারোহী প্রেরণ করিলেন। সৈন্তদল যথা-সময়ে কার্য্যস্থলে উপনীত হইতে না পারায় কর্ম্মচারীর উদ্ধারসাধন হয় নাই, কিন্তু উহারা ক্ষুদ্র সিপাহীদলকে আক্রমণ করিলে, চারি জন নিহত এবং অবশিষ্টেরা আত্মসমর্পণ করিল। কোম্পানীর গোমস্তা ও সিপাহী কয়েকজন কারারুদ্ধ হইয়া নবাব-সমক্ষে আনীত হইল। তাহাদের বিশেষ অপরাধ নাই বলিয়া, ইংরেজ-সৈন্ত আনয়ন জন্ত গোমস্তাকে ধমক দিয়া নবাব তাহা-দের সকলকে বিদায় দিলেন। এক্ষণে পাটনায় এক জন দক্ষতর লোকের প্রয়োজন বলিয়া অন্ততম সেনানী মীর্ মেহদী খাঁকে পাটনার নায়েব সুবা-দারীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নবৎ রায়কে মুঙ্গের-দরবারে আসিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। (২) অতঃপর মুঙ্গেরে উপনীত হইয়া ইংরেজ-দরবারের মন্তব্যপত্রে নবাব তাঁহাদের সমস্ত কল্পনা অবগত হইলেন। অবিলম্বে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা মত

(১) অন্ততম সদস্ত জন্‌ষ্টোন এই আদেশ একবারেই উড়াইয়া দিয়া পত্রে সমস্ত সদস্তের নাম থাকিবার প্রস্তাব করিলেন। অন্তে ততদূর অগ্রসর না হওয়ায় শেষে গবর্ণরের নামেই পত্র প্রেরিত হইল।

(২) মুতাক্ষরীণ, দ্বিতীয় খণ্ড, ২১৭ পৃঃ।

রাজ্য-মধ্যে পণ্যদ্রব্যের শুল্ক আদায় রহিত করিয়া সর্ব্বত্র আদেশ-পত্র প্রেরণ করিলেন। (১)

ইংরেজ-কাউন্‌সিলে পরম্পরায় এই সংবাদ পৌছিলে, সদস্যবর্গ স্তম্ভিত হইলেন। দেশীয় বাণিজ্যে তাঁহাদের পূর্ব্ব সুবিধা নষ্ট হইলে কি পরিমাণে ক্ষতি হইবে, তাহা অচিরাৎ মানস-পটে উদিত হইল। লিখিত সংবাদ পৌছিবার পূর্ব্বেই দরবারের অধিবেশনে বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হইল। (২) অনেকেই প্রকৃত অভিপ্রায় গোপন করিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য সমূলে বিনষ্ট হইল, বাদশাহী ফর্ম্মানের লিখিত স্বত্ব রহিত হইল, বলিয়া মত প্রদান ও চীৎকার আরম্ভ করিলেন। গবর্ণর এবং হেষ্টিংস 'নবাবের এইরূপ মাশুল উঠাইবার অধিকার আছে, বিনা শুল্কে বাণিজ্য চলিলে আমাদের লাভ বলিয়া নবাব দেশীয় বণিগ্‌বর্গের ব্যবসায় একেবারে বিনষ্ট হইতে দিবেন, এরূপ আশা করা যায় না' ইত্যাদি মর্ম্মে দীর্ঘ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেও কোনই ফল হইল না। কাউন্‌সিলের আট জন মহারথির মতে 'প্রভু কোম্পানীর স্বত্ব ও অধিকার রক্ষার নিমিত্ত এইরূপ মাশুল উঠাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে' স্থিরীকৃত হইল। (৩) কোম্পানীর বাণিজ্যের ক্ষতির কথায় ভান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস যাহা উত্তর দিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট মনে হয়,—'দাদনী তন্তুবায়গণ যাহাতে অন্যের কার্য্য না করে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিলেই কোম্পানীর কার্য্য হইল। এরূপ লোককে আয়ত্ত রাখিবার অধিকার আমাদের আছে। মাশুল আদায় রহিত হইলে অন্যরূপে ক্ষতি হওয়া দূরে থাকুক, দ্রব্যাদি সুলভ হইয়া কোম্পানীর ও জনসাধারণের সুবিধা বৃদ্ধিই হইবে'। কোম্পানীর বাণিজ্যনাশের ধূয়া তুলিয়া সদস্যগণ যে তর্ক তুলিয়াছিলেন, তাহার আংশিক অসারতা তাঁহারা যে না বুঝিতেন এরূপ বোধ হয় না। (৪) যাহা হউক, এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে কোম্পানীর কর্ম্ম-

(১) দুই বৎসরের নিমিত্ত এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল।

(২) Cousultations, March, 24, 1763.

(৩) জন্‌ষ্টোন্ মহাদয়ের প্রস্তাবে মরং, জন্‌ষ্টোন এবং ওয়াটস্, ম্যারিয়ট, হে, ল্যাটিয়ার বিলায়স, ব্যাটসন্ ও এমিয়ট এই আট জন মত দিয়াছিলেন।

(৪) এই সম্বন্ধে ঐতিহাসিক থরূনটন যে তর্ক তুলিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য। কিন্তু ইহাতে কোম্পানির কিছুমাত্র ক্ষতি ছিল না,—তাঁহার এই মতও সমর্থন করা যায় না। সদস্যগণ অবশ্য কোম্পানীর ক্ষতি অপেক্ষা নিজের লাভের দিকেই গণনা অধিক করিতেছিলেন।

কর্তৃদলের স্বার্থ-বিজৃম্ভিত নির্লজ্জতার যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়া আর কোনই বাদানুবাদের অবকাশ রাখেন নাই। (১)

অতঃপর ৩০শে মার্চ্চের দরবারে মীর্ কাসেমের পরবর্ত্তী পত্র আলোচিত হইল। নবাব লিখিয়াছিলেন—(২) 'আপনারা অনুগ্রহ করিয়া ঢাকা ও লক্ষীপুরে তামাকের জন্য কিঞ্চিৎ মাশুল এবং লবণের ব্যবসায়ে শতকরা আড়াই টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এত অধিক কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন কি? মাশুল আদায় করিয়া আমি কখনও কিছু পাই নাই এবং ইহা লইয়া উভয় পক্ষে অবিরত গোলযোগ, এ জন্য একবারে মাশুল আদায় নিষেধ করিয়াছি। আমি বিশ ত্রিশ বৎসর এ দেশে আছি; ফর্ম্মান্ ও হস্‌বল্‌হুকুমের নিয়ম আমার অজ্ঞাত নাই। অধিক দূর যাইবার আবশ্যকতা নাই; নবাব মীর্‌জাফরের সময়েই আপনাদের গৃহনির্ম্মাণ জন্য চট্টগ্রাম হইতে দশ বিশ খানি কাষ্ঠ আনাইতে কেন কষ্ট পাইতে হইত? তখন হস্‌বল্‌হুকুম কোথায় ছিল? আমার কর্ম্মচারিগণের সহিত বিবাদে আপনাদের কুঠীর অধ্যক্ষ মহোদয়েরা বিচারক হইবেন! তাঁহাদের ন্যায়পরতা এতই প্রখরা যে আমার কর্ম্মচারীকে বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়া অপমান ও প্রহার পর্য্যন্ত চলিতেছে'। ইতিপূর্ব্বেই ইংরেজ-দরবার মনস্থ করিয়াছিলেন, নবাবের নিকট পুনরায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া সমস্ত বিবাদের নিষ্পত্তি করা হউক। স্বয়ং এমিয়ট্ এই দৌত্য-কার্য্যে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহার অনুরোধে হে সাহেবও সঙ্গী সাজিয়াছিলেন। মীর্ কাসেম্ এই নব অভিযানের সংবাদ পাইয়া লিখিয়াছিলেন, যদি পণ্যদ্রব্যের শুল্ক লইয়া পুনরান্দোলন তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য হয়, তবে আর কষ্ট স্বীকারের আবশ্যকতা নাই, কারণ মাশুল একবারে রহিত হওয়ায় সে বিষয়ের শেষ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

(১) *Cf.* Mill, Thornton & others—"There can be no difference of opinion on these proceedings. The narrow-sighted selfishness of commercial cupidity had rendered all the members of the council, with the two honourable exceptions of Vansittart and Hastings, obstinately inaccessible to the plainest dictates of reason, justice and policy"—Prof Wilson's note in Mill's India, Vol 3.

(২) Nabob's letter, 22nd March, 1763, Vans. Nar. *III.* and Proceedings, march 30, Long's Records.

সদস্যবর্গ ইহাতেও প্রতিনিধি প্রেরণ স্থগিত রাখিলেন না; আশা হইল, বুঝাইয়া বলিলে তখনও নবাবের মত পরিবর্তন হইবে। তাঁহাদের সঙ্গে প্রেরিত, লিখিত উপদেশের সহিত মাশুল আদায় নিষেধের আদেশ উঠাইয়া লইবার প্রস্তাবও থাকিল, বলাই বাহুল্য। ৪ঠা এপ্রেল দূতদ্বয় সদলে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে ইংরেজ ও রাজকর্মচারিদিগের মধ্যে বিবাদের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত হইল। পাটনার অধ্যক্ষ এলিসের কার্য্যকলাপ আরও ভীষণতর হইয়া উঠিল। বাণিজ্যরক্ষার নিমিত্ত কাউন্সিলের সাধারণ আদেশ তাঁহার হস্তের বলবৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে বাবুয়া দরজা নামে ইংরেজ-কুঠীর সম্মুখে পাটনার নগর-প্রাচীরের একটি ক্ষুদ্র দ্বার লইয়া এলিসের সহিত নবাব-কর্ম্মচারীর বিবাদ উপস্থিত হয়। ইংরেজের দুই চারি জন লোক ঐ দ্বার দিয়া নগরে পলায়ন করিত বলিয়া তাঁহাদের অনুরোধেই ঐ দ্বার অবরুদ্ধ করা হইয়াছিল। নগরের পশ্চিমদ্বার দিয়া ঘুরিয়া আসিতে বিলম্ব হয় বলিয়া, এলিস্ ঐ দ্বার খুলিয়া দিবার অনুরোধ করেন। নবাব অস্বীকার করিয়া ঐ দ্বারের সম্মুখে গড়খাত কাটাইয়া ঐ দিক্ সুদৃঢ় করাইবার আদেশ দেন। এলিস্ ইহাতেই নবাব যুদ্ধসজ্জার আয়োজন করিতেছেন বলিয়া জানাইলে, এলিসের মতানুবর্ত্তী সদস্যদল নবাবের ভাব বুঝিয়া তাঁহাকেও প্রস্তুত থাকিবার আদেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন। এলিসও আদেশ পালনে কালক্ষেপ করেন নাই। উভয় পক্ষের বিবাদ ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল; পরস্পর ভবিষ্যতের জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৪ই এপ্রেলের মন্ত্রণা-সভায় কলিকাতা-দরবার ভবিষ্যৎ যুদ্ধকার্য্য পরিচালনার কল্পনা এক প্রকার স্থির করিয়া ফেলিলেন এবং এলিস্‌কে উপরোক্ত আদেশ ও উপদেশ প্রেরণ করিলেন। নবাব মীর্ কাসেম্‌ও এ বিষয়ে অমনোযোগী ছিলেন না। কিন্তু এই সময়েই তিনি ইংরেজ-পক্ষের সন্ধিভঙ্গের কথা লইয়া কোম্পানীর নামে এক বিস্তৃত পত্রও কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন। (১)

ইতিপূর্ব্বেই নবাব মীর্ কাসেম্ যুদ্ধ-ব্যাপার আসন্নপ্রায় মনে ভাবিয়া সেনাপতি গুর্গিন্ খাঁর পরামর্শে জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়, মহাতাপ রায় ও রাজা স্বরূপচাঁদকে আবদ্ধ করিবার কল্পনা স্থির করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিপ্লবে জগৎশেঠের মন্ত্রণায় ও অর্থবলে কত দূর কার্য্য হইয়াছে তাহা তাঁহার অজ্ঞাত

(১) Nabob's letter to the Company, 21st April, 1763

ছিল না; মীর্জাফরের হস্ত হইতে রাজ্য-গ্রহণ-সময়েও শেঠের সাহায্য আবশ্যক হইয়াছিল। ইহারা এক্ষণে মুর্শিদাবাদে থাকিলে সবিশেষ চিন্তার বিষয়। নবাব সঙ্গে সঙ্গেই বীরভূমির ফৌজদার মহম্মদ তকী খাঁর প্রতি আদেশ দিলেন, পত্রপাঠ সদলে মুর্শিদাবাদ গিয়া জগৎশেঠের আবাস-বাটী অবরুদ্ধ করিবেন এবং মুঙ্গের হইতে প্রেরিত সৈন্যদল সহ শেঠদ্বয়কে নবাব-সকাশে প্রেরণ করিতে হইবে। তকী খাঁ আদেশ-প্রাপ্তি মাত্র মুর্শিদাবাদ আগমন ও শেঠভবন বেষ্টন করিলেন। শেঠদিগকে অবগত করা হইল "কোন চিন্তা নাই, আপনাদের প্রতি কোনই অত্যাচার হইবে না; নবাবের আদেশ, মুঙ্গেরে গিয়া বাস করিতে হইবে"। শেঠপ্রবর নিরুপায় দেখিয়া মুঙ্গের যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মীর্ কাসেম্ নানা কথায় শান্ত করিয়া মুঙ্গেরে কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া বাস এবং দরবারে তাঁহাদের পূর্ব্ব-কার্য্য করিবার অনুরোধ করিলেও প্রবীণ শেঠ ভ্রাতাদ্বয়ের প্রকৃত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহাদের উপর কোন অনাচার না হইলেও, তাঁহাদের কার্য্যকলাপে লক্ষ্য রাখিবার নিমিত্ত লোক নিযুক্ত হইল। (১) ইতিপূর্ব্বেই রাজা রামনারায়ণ, রাজবল্লভ প্রভৃতিকে মুঙ্গেরে আনয়ন করা হইয়াছিল; কথিত আছে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও এ সময়ে মুঙ্গেরে বন্দী অবস্থায় বাস করিতেছিলেন। মীর্ কাসেম্ দেশীয় প্রভাবশালী লোককে এইরূপে আয়ত্ত রাখিয়া কার্য্যসাধনের সঙ্কল্প করিলেন।

এদিকে এমিয়ট্ ও হে মুঙ্গেরে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মনোভাব অবগত হইবার অভিলাষে প্রত্যুদ্গমনের ছলে নবাব মীর্ কাসেম্ গুপ্তচর সহ ঐতিহাসিক গোলাম্ হোসেন্‌কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। গোলাম্ হোসেনের সাবধানতায় বিশেষ কিছু কথা প্রকাশিত হয় নাই। (২) মুঙ্গেরে পৌছিয়া নবাবের সহিত প্রথম প্রথম সাক্ষাতে সৌজন্যে ইংরেজপক্ষের কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা প্রতারিত হইয়াছিলেন। অধিকন্তু মিলনের যে কিছু ভরসা তখনও বর্ত্তমান ছিল, অন্য এক কারণে তাহা সমূলে বিনষ্ট হইল। ২৫শে মে তারিখে পাটনার ইংরেজ-সৈন্যের ব্যবহারার্থ কলিকাতা হইতে প্রেরিত অস্ত্রাদিপূর্ণ কয়েক খানি নৌকা মুঙ্গেরের নিকটে উপনীত হইল। মীর্ কাসেম্ এক্ষণে ইংরেজের যুদ্ধ-সজ্জার অভিলাষ সত্য

(১) মুতাক্ষরীণ, ২য় খণ্ড।—২২৫-২৬ পৃঃ।
(২) ২২৮-২৯ পৃঃ।

বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। তৎক্ষণাৎ ঐ নৌকা আটক রাখিবার আদেশ হইল। ইংরেজ-প্রতিনিধির সহিত পুনরায় সাক্ষাতে নবাব বলিলেন,—তাঁহার ব্যয়ে প্রতিপোষিত ইংরেজ-সৈন্যদল পাটনা হইতে হয় কলিকাতা নয় মুঙ্গেরে প্রেরিত হউক, তবে অন্যান্য কথার আলোচনা হইবে। নৌকা আবদ্ধ রাখিবার কথার উত্তরে মীর্‌কাসেম্ বলিলেন 'সর্ব্বত্র ইংরেজ-কর্ম্মচারি-বর্গের অত্যাচার সমর্থন করিয়া ইংরেজ-দরবার আমার শাসনক্ষমতা নষ্ট করিতেছেন। পাটনার অধ্যক্ষ এলিস্ সর্ব্বথা আমার বিরুদ্ধাচারী। যদি কোম্পানীর পক্ষ হইতে এমিয়ট্, ম্যাগোয়াব বা হেষ্টিংস পাটনা-কুঠীর অধ্যক্ষ হন, তবেই অস্ত্রের নৌকা ছাড়িয়া দিতে পারি। এলিস্‌কে আমারই বিরুদ্ধে এই অস্ত্র প্রয়োগের সুবিধা করিয়া দিতে সম্মত নহি।'

কলিকাতায় ইংরেজ-দরবার একবাক্যে অস্ত্রের নৌকা আবদ্ধ রাখা বিশেষ অপরাধ বলিয়া স্থির করিলেন। প্রতিনিধিদ্বয়ের প্রতি উপদেশ প্রেরিত হইল, নবাব ঐ নৌকাগুলি ছাড়িয়া দিতে অস্বীকৃত হইলে তাঁহারা বিদায় লইবেন। (১) এ দিকে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহের কার্য্য চলিতে লাগিল। পাটনা হইতে সংবাদ আসিল, নবাবপক্ষের লোকে পাটনার সিপাহিগণের মধ্যে পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদের অনেককে স্বদলে গ্রহণ করিতেছে। এলিস্‌ও নিশ্চিন্ত ছিলেন না; ৬ই জুন তারিখে তিনি পাটনার সিপাহীদল মধ্যে আদেশ প্রচার করিলেন, ঐ দিবস হইতে সিপাহী-দল যুদ্ধকালের নিরূপিত বাট্টা পাইবে। ইহাতে দলত্যাগ নিবারণ হইল (২)। এ দিকে কলিকাতা-দরবারে মীর্‌জাফরকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত

---

(১) Consultations 9th June, 1763 এই দিন ভান্সিটার্ট অসুস্থ থাকায় দরবারে আইসেন নাই। কাউন্সিলের এই অবিবেচনাসহকৃত পত্র সে দিন না পাঠাইয়া পর দিন কাউন্সিলের অধিবেশন করাইয়া আর একটী মন্তব্য প্রেরণ করেন। এই দিনের তর্কবিতর্কে ব্যাটসন্ সাহেব বলেন, 'গবর্ণর ও হেষ্টিংস নবাবের উকীলের মত কার্য্য করিতেছেন। কল্যকার পত্র প্রেরণ না করায়, নবাবের সহিত যোগে সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।' অতঃপর হেষ্টিংস ও ব্যাটসনে দরবার-গৃহে কলহ ও হাতাহাতি পর্য্যন্ত হইল। মেম্বরগণ ব্যাটসনের দোষ সাব্যস্ত করিলেন। তিনিই প্রথমে 'মিথ্যাবাদী' বলেন ও প্রথম আঘাত করেন। অবশেষে ত্রুটি স্বীকার করিলেও ভান্সিটার্ট তাঁহার সঙ্গে বসিয়া কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, অন্যান্য সদস্যের মতে তিনি গৃহে থাকিয়াই মত দিবেন, স্থির হয়। (Long's Records, PP 320-21)

(২) Letter from Ellis,—June 5th & 6th. 1763.

করিবার কল্পনা হইয়া রহিল (১)। ভান্সিটার্ট এখনও মীর্কাসেমের প্রতিকূলে কোন মত দেন নাই। মীর্কাসেম্ও ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। ১৯শে জুনের পত্রে ইংরেজ প্রতিনিধিদ্বয় লিখিলেন, দেওয়ান রাজা নবৎ রায়ের দ্বারা নবাব অগ্র বলিয়া পাঠাইয়াছেন, অস্ত্রের নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং পাটনা হইতে সেনাদল উঠাইয়া না লইলেও মীমাংসার প্রস্তাব আলোচিত হইবে (২)। মীর্কাসেম্ও অতঃপর দুই একখানি পত্রে এই ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, আন্তরিক অভিপ্রায় কি ছিল, নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। যাহা হউক, সন্ধি ও মিলনের আশা এক্ষণে সুদূরপরাহত হইল। পাটনা হইতে মীর্ মেহেদী খাঁ সংবাদ প্রেরণ করিলেন এলিস্ পাটনা অধিকারের নিমিত্ত সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন, এমন কি, দুর্গপ্রাচীর উলঙ্ঘনের নিমিত্ত মই পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে। নবাবের অন্য অভিপ্রায় থাকিলেও তৎক্ষণাৎ তাহা দূরীভূত হইল। অস্ত্রের নৌকা মুঙ্গের ছাড়িয়া গিয়াছিল, পুনরায় আবদ্ধ করিবার আদেশ গেল। ইংরেজ-প্রতিনিধিদ্বয় প্রহরী-বেষ্টিত হইলেন। (৩) তাঁহারা কলিকাতা প্রত্যাগমনের দাবী করিলে এমিয়ট্ যাইবার অনুমতি পাইলেন, হে সাহেবকে কলিকাতায় আবদ্ধ মহম্মদ আলী প্রভৃতি নবাব-কর্ম্মচারীর নিরাপদ থাকিবার উদ্দেশ্যে প্রতিভূস্বরূপে রাখা হইল।

২৪শে জুন সন্ধির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া এমিয়টের মুঙ্গের ত্যাগের সংবাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে এক দল নবাব-সৈন্য মুঙ্গের হইতে পাটনা অভিমুখে আগমন করিতেছে, পরম্পরায় শুনিতে পাইয়া এলিস্ ঐ রাত্রেই পাটনা আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। সুষুপ্ত নবাবী-সৈন্য সহসা আক্রমণে চকিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। মীর্ মেহেদী খাঁ বাহাদুর সদলে মুঙ্গেরের দিকে পলায়ন দিলেন। হিন্দু-সেনানী লাল্ সিংহ পাটনা দুর্গে ও মহম্মদ আমীন্, চেহেল্সুতুন্ অর্থাৎ দরবার-গৃহ ও প্রাসাদে কতকগুলি সৈন্যসহ আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইলেন। ইংরেজ-সৈন্যদল প্রভাত হইতে তিন প্রহর পর্য্যন্ত পাটনা লুণ্ঠন করিল।

(১) Consultations June 20, 1763
(২) Letter from Amyat & Hay, Vans Nar III.
(৩) Amyat's cypher note, 21st June, 1763 & letter, 22nd June Vans, Nar. III PP. 314—15

এদিকে নবাব কাসেম্ আলি খাঁ পাটনার সৈন্যদলের সাহায্যার্থে অন্যতম আরমানী সেনানী মর্কারের অধীনে যে সৈন্যদল প্রেরণ করিয়াছিলেন, ফতো-য়ার মীর্ মেহেদীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। দুর্গাদি তখনও শত্রুহস্তগত হয় নাই শুনিয়া মর্কার অবিলম্বে পাটনা উদ্ধারে অগ্রসর হইলেন। ইংরেজ-দলের লুণ্ঠনলোলুপ সেনাগণের মধ্যে যথেষ্ট অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। সুতরাং নবাবের অগ্রগামী সেনানী মীর্ নাসির সহজেই পাটনার পূর্ব্ব-দ্বারে স্থাপিত শত্রু-সেনাদলকে পরাভূত করিয়া নগর প্রবেশ করিলেন। ইংরেজদল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল, মর্কার অতঃপর ইংরেজ-কুঠী আক্রমণ করিলেন। তাঁহার যুদ্ধনৈপুণ্যে ইংরেজপক্ষের সমস্ত উদ্যম বিফল হইল। চারি দিন কুঠীর মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়া ইংরেজ-সৈন্য ২৯ শে জুন নিশাযোগে গঙ্গা পার হইয়া সুজাউদ্দৌলার রাজ্যে আশ্রয় লইবার আশায় ছাপরার দিকে পলায়ন আরম্ভ করিল। নবাব-সৈন্যও পশ্চাদ্ধাবনে বিলম্ব করে নাই। ইংরেজের সংগৃহীত সমরোপকরণ এক্ষণে তাহাদের হস্তগত হইল। বর্ষা-সমাগমে উভয় পক্ষেরই ক্লেশের একশেষ হইতে লাগিল। ইংরেজদলের গতিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে সমরু (১) অধীনে আর এক দল নবাব-সৈন্য বক্সার হইতে গঙ্গা পার হইল। ১লা জুলাই মাঞ্জী নামক স্থানে ইংরেজ-সৈন্যদল যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইল। বিজয়ী নবাব সেনার প্রচণ্ড আক্রমণে উহারা অবিলম্বেই অভিভূত হইল। ইউরোপীয় সৈন্যগণ ভয়ে আর অগ্রসর হইতে

(১) এই ব্যক্তির নাম ওয়াল্‌টার রেণড্। ফ্রান্সের আলসেস্ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রয়োবিংশ বর্ষে শিক্ষিত হইয়া সে কোম্পানীর সুইস্ সৈন্যদলে নিয়োজিত হইয়া বোম্বাই আইসে। তথা হইতে নানা স্থান ঘুরিয়া ইংরেজদল ত্যাগ করিয়া বঙ্গে ফরাসী-সৈন্যদলে কার্য্যগ্রহণ করে। ইহার কঠোর গম্ভীর মুখশ্রী দেখিয়া লোকে 'সম্বার' নামকরণ করে। অতঃপর মীর্‌কাসেমের নূতন সৈন্যদলে নিযুক্ত হইয়া সমরু দক্ষতা প্রদর্শন করে। সমরুর স্বাভাবিকী প্রতিভা এবং ইংরেজের প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ তাহাকে মীর্‌কাসেমের প্রিয়পাত্র করিয়া তুলে। মীর্‌কাসেমের পতনের পর সমরু সুজা-উদ্দৌলার কার্য্য স্বীকার করিয়াছিল। পাটনার হত্যাকাণ্ডের নিমিত্ত ইংরেজ তাহার উপরে বিষম প্রতিহিংসা লইবে—এই ভয়ে সুজা-উদ্দৌলার নিগ্রহের সময়ে সমরু উত্তর-পশ্চিমে যাত্রা করে। নানা প্রকার অবস্থা পরিবর্তনের পর এ ব্যক্তি সর্দ্ধানার বেগমের পাণিগ্রহণ করিয়া কিয়ৎকাল রাজ্যসুখ ভোগও করিয়াছিল। ইহার অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী কীন্ সাহেবের ইতিহাসে ও অন্যান্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সম্মত হইল না; দেখাদেখি সিপাহীদলও হতসাহস হইল। (১) সেনানী কারষ্টেয়ার ও অন্য কয়েক জন নিহত হইলেন। অতঃপর সমগ্র ইংরেজ-সৈন্য অস্ত্র সমর্পণ করিয়া প্রাণভিক্ষার প্রার্থনা করিল। সিপাহিগণের অনেকে নবাব-সৈন্যদলে কার্য্য পাইল, ইংরেজগণ বন্দিবেশে মুঙ্গেরে নীত হইল।

অতঃপর সমরানল সম্পূর্ণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষের উদ্যোগ-পর্ব্বের বিবরণী প্রদান করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করা যাইতেছে। ১৪ই এপ্রেলের কলিকাতা-দরবারে নিরূপিত হইয়াছিল,—'যুদ্ধ বাধিলে মেজর্ আডাম্‌স কলিকাতা ও ঘরুটীতে স্থাপিত রাজকীয় ও কোম্পানীর সৈন্যদল সহ যাত্রা করিবেন। জলেশ্বর এবং বর্দ্ধমান হইতে সেনাদলও তাঁহার সহিত যোগ দিবে। মেজর যুদ্ধোপকরণের আয়োজন করুন।' (২) অতঃপব ১৮ই জুন মন্তব্য স্থির হইল, ঘরুটী, কাশিম্‌বাজার ও নদীয়া-অঞ্চলের সেনাদল অগ্রসর হইয়া মুর্শিদাবাদ অধিকার করিবে। এই সঙ্গে জলেশ্বর হইতে কাপ্তেন্ নক্সকে বৰ্দ্ধমান ও বীরভূমি দিয়া অগ্রসর হইবার আদেশ প্রদত্ত হইল। অতঃপর অধিকসংখ্যক সদস্যের মতে মীর্‌জাফর খাঁকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার সমস্ত কল্পনা ও তাঁহার সহিত প্রথম পরামর্শ হইয়া গেলে ২৫শে জুন কাপ্তেন্ লংএর সেনাদল অম্বিকা কাল্‌না পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার আদেশ পাইল। ২রা জুলাই পাটনা-অঞ্চলে যুদ্ধ বাধিবার সংবাদ পরম্পরায় অবগত হইয়া ইংরেজ-সেনাদলকে ঘরুটী হইতে যাত্রা করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইল। ৪ঠা এমিয়টের লিখিত সাঙ্কেতিক পত্র পাটনার দিকের পথ ঘাট রুদ্ধ থাকায় কলিকাতায় আসিয়া পড়াতে উক্ত সংবাদেই বিশ্বাস-স্থাপনের যথেষ্ট কারণ হইল। অনতিবিলম্বে কাশিমবাজার হইতে সংবাদ আসিল, মুর্শিদাবাদের নিকটে এমিয়ট্ সদলে নিহত হইয়াছেন। এমিয়ট্‌কে বিদায় দিবার দুই দিন পরেই মীর্‌কাসেম্ ইংরেজের পাটনা আক্রমণের সংবাদ পাইলেন। তৎক্ষণাৎ মুর্শিদাবাদের ফৌজদার সইদ্ মহম্মদের উপর, এমিয়ট্‌কে আবদ্ধ

(১) William's Bengal Native Infantry. অনেকে এখানেও অন্নকষ্ট প্রভৃতির জন্যই ইংরেজের পরাভব হইয়াছে, বলিতে চান। ভান্সিটার্ট দেখাইয়াছেন, এ দলে ২২০ জন ইউরোপীয়, ২৭ অফিসার ৫৭ গোলন্দাজ ও ২২০০ শত উৎকৃষ্ট সিপাহী ছিল, সুতরাং লোকবল গিরিয়া যুদ্ধের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত মেজর আডাম্‌সের দলের অপেক্ষা অধিক অল্প ছিল না।

(২) Consultations. Vans. Nar. III. p. 164.

করিবার পরোয়ানা প্রেরিত হইল। মুর্শিদাবাদের নিকটেই এমিয়টের নৌকা আটক রহিল। এমিয়ট্ তীরে অবতরণ বা আত্মসমর্পণ্ করিতে অসম্মত হইলে, ফৌজদারের লোকেরা নৌকা লইয়া অগ্রসর হইল। এমিয়ট্ গুলি করিতে আদেশ দিলে উভয় পক্ষে বিলক্ষণ হাঙ্গামা বাধিল। শীঘ্রই ইংরেজের ক্ষুদ্র দল নিহত ও বন্দীভূত হইল। এমিয়ট্ প্রাণ হারাইলেন, এক জন হাবিল্দার ও দুই জন সিপাহী পলাইয়া কলিকাতায় সংবাদ আনিল। (১)

এ দিকে ৬ই জুলাই ইংরেজ-দরবারে নবাব মীর্জাফরের সহিত সন্ধিপত্রের খস্ড়া স্থিরীকৃত হইলে মেজর আডাম্স, কার্ণাক্, ব্যাট্সন্ ও কার্টিয়ারকে প্রস্তাবিত সন্ধিপত্র সহ মীরজাফর খাঁর নিকটে প্রেরণ করা হইল। মীর্জাফর, রাজা নন্দকুমারকে নিজ দেওয়ানস্বরূপে এবং খোজা পিদ্রুকে সৈন্যদলের সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলেন; বিবেচনা করিবার নিমিত্ত প্রস্তাবিত সন্ধিপত্রের অনুবাদও গ্রহণ করিলেন। প্রতিনিধিগণ প্রত্যাগত হইলে সন্ধ্যার পর পুনরায় দরবারের বৈঠক বসিল। অনেকের মতে—'রাজা নন্দকুমার ভাল লোক না হইলেও নবাবের প্রস্তাবে আপত্তির কোন কারণ নাই'—এইরূপ স্থির হইল। নন্দকুমার কারামুক্ত হইলেন। (২) এইরূপে, খোজা পিদ্রুকে লইয়া গেলে তাঁহার ভ্রাতা গুর্গিন্ খাঁর সহিত পত্রব্যবহারে সুফল প্রসূত হইবে আশায় দ্বিতীয় প্রস্তাবও গৃহীত হইল। সন্ধিপত্র সম্বন্ধে নবাবের আপত্তি বিবেচিত হইবার পূর্ব্বেই এমিয়টের নিহত হইবার সংবাদ আসিল। ৭ই জুলাই দরবারে মীর্জাফর খাঁকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার ঘোষণাপত্র প্রস্তুত হইল। এক্ষণে "মীর্ কাসেম্ খাঁ দেশের প্রধান প্রধান বণিক্ ও অধিবাসিবর্গের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার অনাচার করিয়াছেন"—এই কারণে দেশস্থ সমস্ত লোককে এই ঘোষণার দ্বারা 'নবাব মীর্জাফর খাঁর ধ্বজার নিম্নে সমবেত হইয়া মীর কাসেমের অভিসন্ধি বিফল ও জাফরকে সুবাদারীতে স্থাপিত করিবার সাহায্য'—করিতে আহ্বান করা হইল। (৩)

(১) Vansitart, Mutaqherin II pp 248-49 and Second Report of the Select committee, Appendices, 56 and 57 এখানে রিপোর্টের উল্লিখিত বিবরণই বিশ্বাস্য। গোলাম হোসেন বলেন, মীর্ কাসেম্ এই সময়ে রাজ্যমধ্যে সমস্ত ইংরেজের প্রাণবধ করিবার আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন।

(২) নন্দকুমার এক বর্ষের অধিক কাল কারারুদ্ধ ছিলেন। শাজাদা, ফরাসী ও দেশীয়গণের সহিত রাজনৈতিক পত্র-ব্যবহারই তাঁহার অপরাধ, পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

(৩) Vansitart's Narrative. III 328-29 পরিশিষ্টে এই ঘোষণাপত্র দ্রষ্টব্য।

এ দিনের দরবার ভঙ্গ হয় নাই, এমন সময়ে কাশিমবাজার হইতে ৪ঠা জুলাই নিশাকালে লিখিত পত্রে সংবাদ আসিল, নবাব-সৈন্ত ইংরেজ-কুঠী বেষ্টন করিয়াছে, প্রাতে আক্রমণ করিবে। সঙ্গে সঙ্গে নবাব মীরকাসেমের নিম্নলিখিত পত্রও গবর্ণরের হস্তগত হইল। মীরকাসেম্ লিখিয়াছিলেন,—"আমার আন্তরিক বিশ্বাস ছিল, মিঃ এলিস্ আমার বিষম শত্রু। এক্ষণে তাঁহার কার্য্যে দেখিতেছি, তিনি ভিতরে ভিতরে আমার সুহৃদ্। চোরের মত নিশাযোগে পাটনা আক্রমণ করিয়া, বেলা তিন প্রহর পর্য্যন্ত অধিবাসী ও বণিগ্‌বর্গের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও লোককে নিহত করিয়াছেন। আপনি কোম্পানীর নৌকার দুই তিন শত মাত্র বন্দুক আমাকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইতে পারেন নাই। আমার হৃদয়বন্ধু এক্ষণে তাঁহার সৈন্যদলের সমস্ত কামান বন্দুক ছাড়িয়া দিয়া ভারমুক্ত হইয়াছেন। কোম্পানীর ক্ষতিসাধন কখনই আমার অভিপ্রেত ছিল না, আপনারাই তজ্জন্য দায়ী। কলিকাতায় পূর্ব্বে যেমন হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে সেইরূপে পাটনার দরিদ্র ব্যক্তিগণের ক্ষতিপূরণ করা ন্যায়তঃ কোম্পানীর কর্ত্তব্য। মহোদয়গণ, আপনারা আশ্চর্য্য ধরণের বন্ধু! যীশুখৃষ্টের নামে সন্ধি করিয়া আমার কার্য্যে সেনাদল নিয়োজিত থাকিবে বলিয়া তিনটী প্রদেশ গ্রহণ করিয়াছেন। কার্য্যকালে আমার ধ্বংসের জন্য তাহা প্রয়োগ করিতেছেন; এজন্য আমার বিবেচনায় এই তিন বর্ষের রাজকর কোম্পানীর প্রদান করা উচিত। এতদ্ভিন্ন এই কয় বৎসরে নিজামতের অধিকারে ইংরেজ গোমস্তাগণ যে অর্থশোষণ এবং ক্ষতিসাধন করিয়াছে, তাহাও দেওয়া কর্ত্তব্য। আপনাদিগকে এইটুকু কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। বর্দ্ধমান প্রভৃতি প্রদেশও অনুগ্রহ করিয়া ত্যাগ করিতে আজ্ঞা হয়।" (১)

এ পর্য্যন্ত গবর্ণর ও হেষ্টিংস যুদ্ধঘোষণার বিপক্ষে ছিলেন। এমিয়ট্ কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেই কার্য্যত্যাগ করিবেন, ভান্সিটার্ট এই ইচ্ছা প্রকাশও করিয়াছেন। (২) কিন্তু এক্ষণে উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, ইংরেজ-স্বভাব-সুলভ একতায় সকলেই স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। গবর্ণর ৮ই জুলাই তারিখের মন্তব্যে লিপিবদ্ধ করিলেন, 'যুদ্ধব্যাপার

---

(১) Vansitart's Narrative III pp 330-32 and Records Nawab's letter, 23th June 1763.

(২) Consultations, 4th July 1763.

পরিচালনায় ঐক্যমত রাখিবার উদ্দেশ্যে, (বিশেষতঃ নবাব জাফর্ আলীর সন্তোষের নিমিত্ত।) আমি ঘোষণাপত্র ও অন্যান্য সরকারী কাগজে স্বাক্ষর করিতে সম্মত। কিন্তু একবারে বলিয়া রাখি, ইহাতে আমার পূর্ব্বকৃত স্বীকার-পত্র বা পূর্ব্ব অভিমতের প্রত্যাহার করিতেছি না।' (১) হেষ্টিংসও যুদ্ধশেষ পর্য্যন্ত 'নবাব মীর্‌কাসেমের বিশ্বাসঘাতকতা ও বর্ব্বরোচিত কার্য্যের জন্য প্রত্যেক বৃটিশ-প্রজার কর্ত্তব্য কার্য্য একমত সমর্থন' করিব, এই কথা প্রকাশ করিলেন। অতঃপর যথাশক্তি যুদ্ধোপকরণ সংগৃহীত হইতে লাগিল। কিন্তু কোম্পানীর তহবিলে তখন দারুণ অর্থাভাব। মেজর আডাম্‌স দশ সহস্র টাকা মাত্র সম্বল লইয়া যাত্রা করিলেন। বর্দ্ধমান হইতে অর্থসাহায্য ও খাদ্যাদি আসিয়া মিলিত হইবার ব্যবস্থা থাকিল। পশ্চাতে গৌরীসেন বৃদ্ধ মীর্‌জাফর আসিতেছেন; সুতরাং খরচ যোগাইবার বিশেষ চিন্তা ছিল না। স্থির হইল, চারিদিক্ হইতে ইংরেজদল কাটোয়ার নিকটে সমবেত হইবেন; সেখানে মীর্‌জাফরও সদলে যোগদান করিলে মুর্শিদাবাদ-অধিকারে অগ্রসর হইতে হইবে।

এক্ষণে মীর্‌জাফরের সহিত সন্ধিপত্রের বিষয় শীঘ্রই স্থিরীকৃত হইল। সন্ধি-পত্রের কয়েকটি কথায় আপত্তি করিলেও, (২) জাফর আলী ইংরেজের শুল্ক দায়-মোচনে প্রস্তুত হইলেই অন্যান্য সমস্ত কথার সহজেই নিষ্পত্তি হইয়া গেল। মীর্‌জাফরের সহিত দ্বিতীয় সন্ধিপত্রের বিষয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল। (৩)

কোম্পানীর পক্ষে,—

আমরা মীর্ মহম্মদ্ কাসেম্ খাঁকে পদচ্যুত ও নবাব মীর্ মহম্মদ জাফর খাঁ বাহাদুর (।)—কে সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করিবার অঙ্গীকার করিতেছি।

(১) ঐতিহাসিক থরন্‌টন্ এই স্থলে বলিয়াছেন, 'ভান্সিটার্ট এক্ষণে আর কিরূপে তাঁহার পূর্ব্বমতের প্রয়োজনীয়তা বা ন্যায়পরতা দেখিতে পাইলেন? যদি টাকা পাঁচ লক্ষে সকল মনের গোল মিটাইয়া না দিয়া থাকে, তবে পূর্ব্বকৃত কার্য্যের জন্য সম্ভবতঃ তাঁহার অনুতাপই হইতেছিল'। মীর্‌জাফরের তুষ্টির কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োচক অন্য কোন পদার্থ এ সময়ে প্রযুক্ত হইয়াছিল কি না, তাহাই বা কে বলিবে?

(২) খস্‌ড়া সন্ধি-পত্রে বর্দ্ধমান প্রভৃতি প্রদেশ এককালে দান করিবার, সৈন্যবল বিশেষরূপে কমাইবার এবং অন্যান্য উপায়ে নবাবকে সংযত করিবার কয়েকটি সর্ত্ত ছিল। See Vansittart's Narrative, Vol 3

(৩) পরিশিষ্টে ইংরেজী সন্ধি-পত্রও দ্রষ্টব্য।

মীর্‌কাসেমের অর্থ-সম্পত্তি যাহা আমাদের হস্তগত হইবে, তাহা উক্ত নবাবকে অর্পণ করিব।

নবাবের পক্ষে,—

(১) কোম্পানীর সহিত আমার প্রথম সন্ধির সমস্ত নিয়ম পুনরায় স্বীকার ও স্থিরতর করিতেছি।

(২) কোম্পানীকে বৰ্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম চাক্‌লা সেনাদলের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ যেরূপে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা আমার স্বীকৃত।

(৩) ইংরেজের ফর্মান্‌ ও হজুবল-হুকুমে তাঁহাদের নিজ দস্তক্‌ দিয়া বিনা-শুল্কে ব্যবসায় চালাইবার যে অধিকার আছে,তাহা স্বীকার করিলাম।

(৪) পূর্ণিয়ার অর্দ্ধেক সোরা কোম্পানী লইবেন; অপরার্দ্ধ আমার সরকারের ব্যবহারার্থ ফৌজদার গ্রহণ করিবেন। অন্ত কাহাকেও এ দেশে সোরা ক্রয় করিতে দেওয়া হইবে না।

(৫) শ্রীহট্টে পাঁচ বৎসর ধরিয়া উভয় পক্ষের সমান সমান ব্যয়ে চূণ প্রস্তুত হইবে। অর্দ্ধেক কোম্পানী লইবেন, অপরার্দ্ধ সরকারের ব্যবহারে আসিবে।

(৬) আমি বার হাজার অশ্বারোহী ও বার হাজার পদাতিক সৈন্ত রাখিব। প্রয়োজন হইলে তদনুসারে বৃদ্ধি করিব। এতদ্ভিন্ন আবশ্যক হইলেই ইংরেজ-কোম্পানীর সৈন্ত সর্ব্বদা আমার সাহায্য করিবে।

(৭) মুর্শিদাবাদ বা অন্ত যেখানে আমার দরবার স্থাপন করিব, গবর্ণর ও কাউন্সিল্‌কে অবগত করিব। ইংরেজ সৈন্ত যাহা আমার প্রয়োজন হইবে, চাহিলেই প্রদত্ত হইবে। ইংরেজ পক্ষের জনৈক লোক আমার দরবারে ও আমার একজন কলিকাতায় কার্য্য-জন্ত নিয়োজিত থাকিবেন।

(৮) কাসেম্‌ আলী খাঁর দুই বৎসরের জন্ত মাশুল আদায় রহিত করার পরোয়ানা প্রত্যাহৃত হইবে এবং পূর্ব্বমত মাশুল আদায় চলিবে।

(৯) কলিকাতার টাকা মুর্শিদাবাদ টাকশালের সিক্কার মত সমান মূল্যে চলিবে। বাট্টা লাগিবে না; কেহ বাট্টার দাবী করিলে দণ্ডিত হইবে।

(১০) যুদ্ধকার্য্যের ব্যয় এবং কোম্পানীর ব্যবসায় বন্ধের ক্ষতির নিমিত্ত আমি ত্রিশ লক্ষ টাকা দিব। অন্তান্ত ব্যক্তির বাণিজ্যে যে পরিমাণ ক্ষতি গবর্ণর ও কাউন্সিলের সমক্ষে প্রমাণিত হইবে, তাহাও

প্রদান করিব। নগদ না হইলে ভূমির রাজস্বের উপর বরাত দেওয়া হইবে।

(১১) ওলন্দাজের সহিত আমার পূর্ব্বসন্ধি পুনঃস্থাপিত হইবে।

(১২) ফরাসীরা দেশে আসিলে তাহাদিগকে দুর্গনির্ম্মাণ, ভূমিগ্রহণ বা সৈন্তরক্ষা করিতে দিব না। তাহারা কর দিয়া পূর্ব্বমত বাণিজ্য চালাইবে।

(১৩) ইংরেজ কর্ম্মচারী বা গোমস্তার সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে কি নিয়মে তাহার নিষ্পত্তি হইবে, উভয় পক্ষে ভবিষ্যতে তাহার মীমাংসা করিয়া লইব।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখে, ফোর্ট-উইলিয়মে উভয়পক্ষের স্বাক্ষর ও শীলমোহর প্রদত্ত হইল।

ভান্সিটার্ট, কার্ণাক, বিলার্স, কার্টিয়ার, হেষ্টিংস, ম্যারিয়ট্, হিউ, ওয়াট্স।

এই সঙ্গে নবাব মীর্‌জাফর ইংরেজপক্ষের নিকট যে কয়েকটি দাবি করেন, তাহাও দ্রষ্টব্য। মীরজাফর ইহার মুখবন্ধে লিখিয়াছিলেন, (১) 'আমার অনুরোধ এই যে, আপনারা কোম্পানীকে এবং ইংলণ্ডাধিপের নিকট আমাদের এই মিলন ও সখ্যস্থাপনের কথা যথারীতি জানাইয়া তথা হইতে লিখিত উৎসাহবাণী আনাইয়া দিন, যেন আর কখনও আমার ও ইংরেজের মধ্যে সন্ধিভঙ্গ না ঘটে, তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্ত হই।' প্রবীণের এই মৃদু তিরস্কার অল্প মূল্যবান্ নহে। এই অনুরোধপত্রের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, 'আপনারা কোন চক্রী লোকের কথা শুনিবেন না, আমি যাহা লিখিব, তাহাই বিশ্বাস করিবেন, আমার ভৃত্যবর্গ কোম্পানীর অধিকারে পলাইয়া আসিলে আশ্রয় দেওয়া না হয়; এবং হুগলী ও কলিকাতাব নিকটে আপনাদের কোন কর্ম্মচারী আমার অধিকারে প্রজা বা তালুকদারের উপর অত্যাচার না করে,' এই কয়টি প্রধান কথা। ইংরেজ-সদস্যগণ এ গুলিও স্বীকার করিয়া ইহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মীর্‌জাফর এক্ষণে যাহা কিছু আত্মগৌরব অবশিষ্ট ছিল তাহাও বিসর্জ্জন দিয়া প্রকৃতই স্বদেশদ্রোহিতার কার্য্য করিলেন। সন্ধিপত্রে ইংরেজের দেশীয় বাণিজ্যে শুল্কপ্রদান রহিত করিয়া বাঙ্গালী বণিকের অন্তর্বাণিজ্য সমূলে বিনষ্ট করা হইল। মীরজাফর বা তাঁহার দীক্ষাগুরু নন্দকুমারের উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, প্রকাশ্য সন্ধিপত্রে দেশীয় প্রজার স্কন্ধে গুরুভার চাপাইয়া বিদেশী বণিক্‌কে মুক্তবন্ধন হইতে দিবার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

(১) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

ভবিষ্যৎ-বংশাবলীর মুখ চাহিয়া এ অবস্থায় পুনরায় রাজ্যগ্রহণ তাঁহার পক্ষে দোষাবহ না হইতে পারে, কিন্তু স্বার্থের মায়ায় রাজনীতির মূলসূত্র বিস্মৃত হওয়া সর্ব্বথা ঘৃণিত তাহার সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ মীরজাফর এ সময়ে যৎ-কিঞ্চিৎ মানসিক বল প্রদর্শন করিলেই সন্ধির নিয়ম কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইত। যাহা হউক, অতঃপর মীরজাফর খাঁ সদলে অগ্রসর হইয়া অগ্রগামী ইংরেজ-সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইতে চলিলেন।

মীরজাফরের সহিত ইংরেজপক্ষের এই দ্বিতীয় সন্ধি স্থাপিত হইবার সময়ে দেশীয় প্রধান প্রধান লোক পুনরায় তাঁহার অনুকূল হইয়াছিলেন। নন্দকুমার প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইলেও দুর্লভ রাম বাদ পড়িলেন না। তিনিও উত্তর-সাধক স্বরূপে মীরজাফরের সঙ্গে চলিলেন। জমিদারবর্গের অনেকেই স্বার্থ-সাধনের নিমিত্তই হউক বা মীরকাসেমের অত্যাচার বশতঃই হউক এবারেও মীরজাফরের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। জমিদারী ফৌজ ও মীরজাফরের অনুগত পূর্ব্ব সেনাদল শীঘ্রই তাঁহার দলপুষ্ট করিল। ইংরেজপক্ষে মুন্সী নবকৃষ্ণ এই সময়ে প্রধান পক্ষের পরামর্শে সহযোগী ছিলেন। তিনি মেজর আডাম্‌সের দেওয়ান হইয়া সন্ধি প্রভৃতি কার্য্যের ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা পাইয়া সৈন্যদলের সহিত যাত্রা করিলেন।

মীরকাসেম্‌ও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহার আয়োজন-বিবরণ নিম্নে কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবেই প্রদত্ত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, বীরভূমির যুদ্ধ-ব্যাপারে বঙ্গীয়-সৈন্যের অকর্ম্মণ্যতা লক্ষ্য করিয়া মীর্‌কাসেম্ সৈন্যসংশো-ধনের আবশ্যকতা অনুভব করেন। গুর্গিন্ খাঁর অধীনে এক দল মাত্র সৈন্য পূর্ব্বাবধি ইউরোপীয়-প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত হইয়াছিল। মীরকাসেমের পাটনা যাত্রার পূর্ব্বেই মহম্মদ তকী খাঁকে উপযুক্ত এক দল অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য গঠনের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। পাটনা-অঞ্চলের জমিদার-দলনের পরে মীর্‌কাসেম্ ক্রমশঃ অকর্ম্মণ্য সেনাদলকে বিদায় দিতে আরম্ভ করেন। অনাবশ্যক জনতা এইরূপে অন্তহিত হইলে, তিনি মুঙ্গেরে বসিয়া স্বয়ং নূতন নিয়মে সৈন্যগঠন আরম্ভ করিলেন। অশ্বারোহী-সৈন্যদলে রোহিলা, আফগান্ প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলবাসী মুসলমানই অধিক সংখ্যক নিয়োজিত হইল। সংখ্যা হ্রাস হইয়া সেনাদল ষোল হাজার হইলেও ইহারা কার্য্যকারিতায় প্রাচীন-দল অপেক্ষা অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ হইল। পদাতি-সৈন্যও এইরূপ দলে দলে ইউরোপীয় প্রণালীমত বিভক্ত হইল। শ্রেণীবিভাগ অনুসারে ইহাদের

সাধারণ নাম নজফী ও তেলেঙ্গা হইল। প্রথম দল দেশীয় ও দ্বিতীয় দল ইউরোপীয় প্রথায় সজ্জিত হইল। পদাতিক বিভাগেও বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম লোক বাছিয়া বাছিয়া গৃহীত হইল। কথিত আছে, প্রত্যেক ক্ষুদ্রদলের মধ্যে সমধিক বলশালী ও উন্নত বপুষ্মান্ কতকগুলি লোক নিযুক্ত ছিল; সৈন্যগণের মধ্যে কেহ পৃষ্ঠপ্রদর্শনের উদ্যম করিলে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ নিহত করিবে, এই ইহাদের কার্য্য ছিল। (১) মুঙ্গেরের দুর্গমধ্যে সুনিপুণ দেশীয় ও বিদেশীয় কর্ম্মকার প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে কামান, বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত হইতে লাগিল। এই সমস্ত আয়োজন যত দূর উৎকৃষ্ট হওয়া সম্ভব, সেদিকে মীর্‌কাসেমের তীব্র দৃষ্টি ছিল। রাজকোষে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইতেছিল, সুতরাং দেশীয় ও বিদেশীয় নানাপ্রকারের যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহে তাহাকে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় নাই। (২)

সেনাপতি ও কর্ম্মচারিগণের মধ্যে আর্ম্মানী, ইউরোপীয় এবং মুসলমানই অধিক ছিল। আর্ম্মানী গুর্গিন্ খাঁ প্রধান সেনাপতি ও যুদ্ধবিভাগের মন্ত্রী। তাঁহারই যত্নে ও কর্ম্মকুশলতায় নবাব-সৈন্যের ঈদৃশ উন্নতিসাধন হইয়াছিল। (৩) অন্যান্য দলপতিগণের মধ্যে আর্ম্মানী মর্কার ও জর্ম্মান্ সমরু নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন কয়েক জন সুদক্ষ মুসলমান সেনাপতি ছিলেন।

(১) মুতাক্ষরীণ,—দ্বিতীয় খণ্ড।

(২) পার্লামেণ্ট কমিটীর প্রথম ও দ্বিতীয় রিপোর্টে মীরকাসেমের সৈন্যগঠন ও আয়োজনের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যাহাদের কথার উপরে এই বিবরণীর ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাঁহারা নবাব মীর্‌কাসেমের সৈন্যবল এবং অস্ত্র-বারুদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন জন্য রঞ্জিত বর্ণন প্রদান করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এইরূপ উৎকৃষ্ট প্রণালীতে শিক্ষিত এবং সুন্দর অস্ত্রশস্ত্রসমন্বিত বৃহৎ সৈন্যদলকে নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, দেখাইলে ইংরেজদলের বীরকীর্ত্তি আরও পরিস্ফুট হয়, বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে ভান্সিটার্ট মুঙ্গেরে নবাবের নূতন সৈন্য পরিদর্শন করিয়া আসিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার যুদ্ধোপকরণ ও সৈন্যবল বিশেষ কিছু নাই। যাঁহার যে দিকে প্রমাণের আবশ্যক, তিনি তাহার সুবিধার অবকাশ ত্যাগ করেন নাই।

(৩) গোলাম হোসেন্ গুর্গিনের বিরুদ্ধবাদী। সম্ভবতঃ ঐতিহাসিকের বন্ধু, গুর্গিনের প্রতিপক্ষ, আলি ইব্রাহিমের মতই তাঁহার মত। তিনি মীর্‌কাসেমের অনেক অনাচার গুর্গিন্ খাঁর মস্তকে অর্পণ করিয়াছেন। অন্যত্র, ঐতিহাসিক বলেন, 'এক সময়ে ইংরেজের সহিত বিবাদে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়া গুর্গিন্ খাঁ বলিয়াছিলেন, 'যতক্ষণ আপনার সম্পূর্ণরূপে পক্ষোদ্গম না হইতেছে, ততক্ষণ ক্ষান্ত থাকুন।' মুতাক্ষরীণ, ২—১৮৬ পৃঃ।

তোপবিভাগে অনেক আর্ম্মানী ও কতকগুলি দলত্যাগী ইউরোপীয় নিয়োজিত ছিল। সৈন্যবল ও উপকরণ অধিক থাকিলেও মীরকাসেমের নূতন গঠিত ও সম্প্রতি শিক্ষিত সৈন্য যে ইংরেজের প্রবীণ সেনাদল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল, এ কথা স্বীকার করা যায় না। তবে নবাব-সেনাপতিগণ কর্ত্তব্যকার্য্য করিলে, উপস্থিত ক্ষেত্রে অল্প সৈন্য লইয়া ইংরেজপক্ষের জয়লাভ দুরূহ হইত, সন্দেহ নাই। অবশ্য মীরজাফরের সেনাদল ইংরেজের সাহায্যকারী ছিল, কৃতিত্বে না হউক, সংখ্যায় ইহারা অল্প ছিল না।

পাটনার দিকে সৈন্য-প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গেই মীরকাসেম্ মহম্মদ তকী খাঁর প্রতি আদেশ প্রেরণ করেন, তিনি সদলে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইবেন। ইতিপূর্ব্বেই জাফর খাঁ, আলম্ খাঁ ও হায়বৎ উল্লার অধীন সেনাদল মুর্শিদাবাদের ফৌজদার সইদ্ মহম্মদের সহিত যোগদানের আদেশ পাইয়া বাঙ্গলার দিকে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা একযোগে কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠী অবরোধ করিলেন। কুঠীরক্ষক সৈন্যদল প্রথম আক্রমণেই আত্মসমর্পণ করিল। হতাবশিষ্টগণ বন্দীবেশে মুঙ্গেরে প্রেরিত হইল। তকী খাঁ মুর্শিদাবাদে উপনীত হইলে সকলে মিলিয়া একযোগে ইংরেজপক্ষকে বাধা প্রদান করিবেন, নবাবের এই আদেশ ছিল। কিরূপে এই আদেশ কার্য্যে পরিণত হয়, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহা দৃষ্ট হইবে।

ষোড়শ অধ্যায়।

—:○:—

যুদ্ধকাণ্ড,—মীর্‌জাফর ও মীর্‌কাসেম।

দ্বিতীয় সন্ধিবন্ধনে ইংরেজ-বণিকের মনোরথ পূর্ণ করিয়া বৃদ্ধ নবাব মীর-জাফর খাঁ সদলে কলিকাতা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অগ্রদ্বীপে অগ্রগামী ইংরেজ-সেনাদলের সহিত মিলিত হইলেন (১৭ই জুলাই, ১৭৬৩)। ইতিমধ্যে কাশিমবাজার অধিকারের পর মুঙ্গের হইতে প্রেরিত মীর্‌কাসেমের সেনানী-গণ সদলে অগ্রসর হইয়া ভাগীরথীর পশ্চিম পারে এবং মহম্মদ তকী খাঁর সৈন্যদল পূর্ব্বতীরে সমবেত হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদের ফৌজদার সইদ্ মহম্মদের মূর্খতা বা ঈর্ষ্যায় সুদক্ষ সেনাপতি তকী খাঁর হস্তও আবদ্ধ হইল। অপদার্থ ফৌজদার স্বয়ং সমুচিত সাহায্য না করিয়া এবং মুঙ্গেরের সেনাদলকেও সর্ব্বতোভাবে তকীর আদেশে কার্য্য না করাইয়া প্রারম্ভেই মীর্‌কাসেমের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিয়া রাখিলেন। (১)

মীর্‌কাসেমের উদ্যোগ আয়োজনের কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না। তিনি স্বয়ং বিচক্ষণ ও কার্য্যতৎপর; ইংরেজের সহিত বিচ্ছেদ সম্ভাবনা পূর্ব্বা-বধিই তাঁহার কল্পিত ছিল। পরাজয়ের পরিণাম-ফল কি, তাহাও তাঁহার অচিন্তিত ছিল না। নব-প্রণালী মত শিক্ষিত প্রায় চল্লিশ সহস্র সৈন্য তাঁহার আজ্ঞাবহনে প্রস্তুত। অর্থবল অপরিমিত; অস্ত্রশস্ত্রাদি উপকরণেরও অভাব নাই। পক্ষান্তরে, কয়েক জন আত্মম্ভরি স্বার্থপর লোকে ইংরেজ-পক্ষের কর্ণধার,—অথচ মীরকাসেমের পরাজয় হইল। অনেক ইংরেজ-ঐতিহাসিকের মতে কেবল ইংরেজ-সেনাপতিগণের কৃতিত্বই তাঁহাদের জয়লাভের কারণ। এ কথা-আংশিক সত্য হইলেও, ইহাই একমাত্র কারণ নহে। মীর্‌কাসেমের অত্যাচার-প্রপীড়িত দেশীয় অনেক প্রধান লোকে তাঁহার বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। ইংরেজ মীর্‌জাফরকে সম্মুখে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর। পশ্চাতে নন্দকুমার, খোজা পিত্রু, দুর্লভরাম, নবকৃষ্ণ প্রভৃতি উত্তর-সাধক। মীর্‌কাসেম রাজকার্য্যে অনন্যসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ করিলেও যুদ্ধ-ব্যাপারে কৃতী ছিলেন না; তিনি সৈন্যচালনায় কখনই খ্যাতিলাভ করেন নাই। (২) স্বকীয় স্বাভাবিকী প্রতিভাবলে বিরচিত ব্যবস্থাই তাঁহার কীর্ত্তি।

---

(১) মুতাক্ষরীণ, দ্বিতীয় খণ্ড।

(২) Transactions in India from 1756 to 1783—গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা লেখক

অন্যত্র, যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহাকে ব্যবস্থা প্রদানে নিযুক্ত দেখা গিয়াছে; উপস্থিত ক্ষেত্রে সেনাপতিগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া স্বয়ং রাজধানী হইতে আয়োজন ও মন্ত্রণা প্রদানই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। সম্ভবতঃ এই কল্পনাই তাঁহার ভ্রম ও পতনের মূল কারণ। যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে সেনাপতিগণের মধ্যে ঐক্যসংস্থাপন হইত। হয় ত প্রথম যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ হইত। শিখণ্ডী পিত্রুকে পুরোভাগে দর্শন করিয়াই কি মীর্‌কাসেম পূর্ব্বসূচনায় সাবধান হইয়াছিলেন? সেনাপতি গুর্গিন্ খাঁর যুদ্ধক্ষেত্রে দর্শন পাই না কেন? আজীবন সন্দিগ্ধচিত্ত মীর্‌কাসেমের অভিসন্ধি নির্ণয় করাও বড সহজসাধ্য ব্যাপার নহে।

যাহা হউক, বদ্ধমানের দিক্ হইতে এক দল ইংরেজ-সিপাহী মেজর্ আডাম্‌সের সহিত যোগদানে অগ্রসর হইতেছে, সংবাদ পাইয়া হায়বৎ উল্লা প্রভৃতি মুঙ্গের সৈনিকদল সেই দিকে ধাবমান হইলেন। লেফটেনাণ্ট গ্লেন্ এই সেনাদল সঙ্গে বর্দ্ধমান হইতে অর্থ-সাহায্য (১) ও খাদ্যাদি লইয়া আসিতেছিলেন। ইহাদের গতিরোধের জন্য হায়বৎ উল্লা শীঘ্রগতি অশ্বারোহী সেনাদল সহ কাটোয়ার অনতিদূরে অজয়ের দক্ষিণ তীরে তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। নবাব-সৈন্য সংখ্যায় অধিক হইলেও, (২) তাহাদের কামান ছিল না; বারংবার সবেগে আক্রমণ করিয়াও ইংরেজ সিপাহীর ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া অসাধ্য হইল। কর্ষিত ভূমিতে অশ্বারোহীদলের কার্য্যকারিতা হ্রাস হইয়াছিল। চতুর ইংরেজ-সেনাপতি গ্লেন্‌ও চতুর্দ্দিকে কামান পাতিয়া অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। দুই একবার ইংরেজের অর্থভাণ্ডার যায় যায় হইলেও পরিণামে নবাব-সৈন্য প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য হইল। গ্লেন্ অতঃপর সদলে কাটোয়ায় উপনীত হইলেন; এখানে অধিকতর খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দুই তিন দিনেই অগ্রদ্বীপে ইংরেজ সৈন্যদলে মিলিত হইলেন।

মীর্‌কাসেম্‌কে যুদ্ধকার্য্যে অভ্যস্ত বলিয়া যে প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, দেশীয় গ্রন্থে তাহা সমর্থন করে না। বিহার বা নেপাল-যুদ্ধে সৈন্য সহ যাত্রা করিলেও নবাব পশ্চাতে থাকিয়া পরামর্শ মাত্র দিয়াছেন। যুদ্ধকার্য্য অপেক্ষা মন্ত্রণা-ভবনের কূটনীতি চালনাতেই মীর্‌কাসেম্ অভ্যস্ত ছিলেন। প্রতারিত ও শত্রুহস্তে সমর্পিত হইবার ভয় ছিল, ইহা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

(১) মুতাক্ষার মতে এক লক্ষ টাকা, ক্রস্ দুই লক্ষ দিয়াছেন।

(২) ইংরেজ-লেখকেরা এই দলের সংখ্যাই ১৭ হাজার করিয়া তুলিয়াছেন।

এ দিকে প্রত্যাবৃত্ত মুসলমান-সেনাদল ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া পলাশীর দক্ষিণভাগে মহম্মদ তকী খাঁর শিবিরের নিকটে সমবেত হইল। তকী খাঁ এই পলায়িত সৈন্যগণকে নিজ শিবিরের মধ্যে আশ্রয় দিলেন না, পাছে তাহাদের দৃষ্টান্তে তাঁহার নিজ দলও কর্ত্তব্য কার্য্য বিস্মৃত হয়। (১) কিন্তু ইহাতে পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ্যার বৃদ্ধিই হইল; উহারা বহু দূরে গিয়া শিবিরসন্নিবেশ করিয়া রহিল। সমগ্র ইংরেজ-সৈন্য ১৯শে জুলাই অগ্রগামী হইলে অসমসাহসিক তকী খাঁ অন্যান্য দলের অপেক্ষা না করিয়াই যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। তাঁহার নিজ হস্তে শিক্ষিত অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ-সৈন্য নায়কের উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া অমিতবিক্রমে আক্রমণ আরম্ভ করিল। সেনাপতি অশ্বারোহণে যুদ্ধের সর্ব্বত্র উপস্থিত থাকিয়া সৈন্যচালনা আরম্ভ করিলেন। ইংরেজের সুতীব্র অগ্নিবৃষ্টির সম্মুখে বারম্বার প্রতিহত হইলেও সেনাগণ নিরস্ত হইল না। ইংরেজদলের মধ্যেও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। গোলার আঘাতে তকী খাঁর অশ্ব নিহত হইল; সেই একই গোলায় স্বয়ং পাদদেশে আহত হইলেন, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই। পুনরায় অশ্বারোহণ করিয়া মনোনীত অশ্বারোহী-সেনাদলকে ইংরেজের দক্ষিণপার্শ্ব আক্রমণে চালিত করিলেন। স্কন্ধদেশ বিদীর্ণ হইলেও বীরবর তকী অন্যের ভয়-নিবৃত্তির মানসেই বস্ত্রাঞ্চলে ঐ স্থান আবৃত করিয়া অগ্রসর হইলেন। এই আক্রমণেই কার্য্যশেষের কল্পনা ছিল, কিন্তু ভাগ্য তাঁহার প্রতিকূল হইল। সমগ্র সেনাদল সবেগে অগ্রসর হইবামাত্র দক্ষিণ পার্শ্বের খালের নিম্নে লুক্কায়িত ইংরেজ সিপাহীদল এক যোগে অগ্নিবৃষ্টি করিল। অগ্রগামী সৈন্যের অনেকেই ইহাতে নিহত হইল। একটি গুলি তকী খাঁর মস্তক ভেদ করিয়া তাঁহার বীরকীর্ত্তির অবসান করিয়া দিল। তকী খাঁ, সহযোগী সেনাপতিগণের কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলার নিমিত্ত দুঃখ করিতে করিতে স্বর্গগত হইলেন। (২) সেনাপতির পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্যদল রণে ভঙ্গ দিল; দূরস্থ নবাবী-সৈন্যও ঐ পথ অবলম্বন করিল। তাহারা যুদ্ধের শেষ অবস্থায় যোগ দিলেও ফল অনুরূপ হইত, বলাই বাহুল্য।

(১) মুতাক্ষরীণ, দ্বিতীয় খণ্ড।

(২) মুতাক্ষরীণ—২-২৫৮-৫৯ পৃঃ। মুস্তাফা লিখিয়াছেন, স্কন্ধদেশে আহত হইলে তকী খাঁর অনেক অনুচর তাঁহাকে পশ্চাদগমনের অনুরোধ করায় তকী বলেন, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া কোন্ লজ্জায় মীরকাসেমকে এই কৃষ্ণ শ্মশ্রু দেখাইব? দুঃখের বিষয়, সাহিত্য-রথী বঙ্কিমচন্দ্রের

যুদ্ধক্ষেত্রের দুঃসংবাদ পাইয়াই অকর্ম্মণ্য ফৌজদার সইদ্ মহম্মদ জ্ঞানশূন্য হইলেন। সমগ্র সৈন্যবল একত্রিত করিয়া পুনরায় যুদ্ধোদ্যমের প্রয়াস দূরের কথা, প্রথম সংবাদেই মুর্শিদাবাদের অর্থসম্পত্তিও পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন দিলেন। (১) মুর্শিদাবাদের প্রবেশ-পথে মতিঝিলের সম্মুখে নবাব মীর্‌কাসেমের আদেশে গড়খাত কবাইয়া যে সৈন্যসমাবেশ হইয়াছিল, তাহারা ক্ষণিক চেষ্টার পরেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। ২৩শে জুলাই নবাব মীর্‌জাফর দ্বিতীয় বার ইংরেজ-বন্ধুবর্গ সহ মুর্শিদাবাদ প্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যেই সিরাজুদ্দৌলার শ্বশুর ইরেজ্ খাঁ তাঁহার স্বপক্ষে প্রধান প্রধান নাগরিকবর্গকে সংযত করিয়াছিলেন। মীর্‌কাসেমের শোষণে উদ্বেজিত অনেকেই সানন্দে প্রাচীন নবাবের অপেক্ষা করিতেছিল। নিম্নশ্রেণীর কতকগুলি লোকে দুর্বৃত্ত সেনাদলের সহিত মিলিত হইয়া লুণ্ঠনাদির উপক্রম করিলেও শীঘ্রই সে গোলযোগ নিবৃত্ত হইল। মীর্‌জাফর পুনরায় সিংহাসন গ্রহণ করিয়া আলীবর্দ্দী খাঁর প্রাসাদে নিজ বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। (২)

কর্ত্তব্যপরায়ণ বীরবর তকী খাঁর মৃত্যুসংবাদে মীর্‌কাসেম্ ব্যথিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ সুতীর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পূর্ব্ব নিরূপিত এক উৎকৃষ্ট স্থানে ইংরেজের আগমনের প্রতীক্ষা করিবার নিমিত্ত সেনাপতিগণের উপর আদেশ পাঠাইলেন। হায়বৎ-উল্লা সদলে এই স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। মর্কার ও সমরুর অধীনে সাত আট দল উৎকৃষ্ট তেলেঙ্গা, মীর নাসিরের পদাতি গোলন্দাজ, আসদ্ উল্লার ছয় সাত হাজার অশ্বারোহী, সকলেই এ স্থলে সমবেত হইবার আদেশ পাইল। পূর্ণিয়ার ফৌজদার শের আলীও সদলে এই দিকে আসিতেছিলেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদ-অধিকারের পর উভয় পক্ষের অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অনেকেই এক্ষণে মীরজাফর খাঁর অনুকূলে তাঁহারই দলপুষ্টি আরম্ভ করিয়াছিল। চারিদিন পরে ইংরেজ-সেনাদল ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া সুতীর দিকে অগ্রসর হইল, দুই এক দিনে মীরজাফরও সদলে যোগদান

উপন্যাসে এই বীরচরিত্র কলঙ্কিত হইয়াছে। উপন্যাসেও ঐতিহাসিক চরিত্রের অযথা বিকৃতি মার্জ্জনীয় নহে।

(১) মুতাক্ষরীণ, দ্বিতীয় খণ্ড।

(২) এই প্রাসাদ ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে। মীরজাফর আর সিরাজুদ্দৌলার অশুভধ্বংসী প্রাসাদ হিরাঝিল মনসুরগঞ্জে যাইতে সাহস করেন নাই, দেখা যাইতেছে।

করিলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে ইংরেজ-সৈন্যদলও এক্ষণে আসিয়া মিলিত হইল। (১) ক্ষুদ্র বাঁশলুই নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়া সমগ্র সৈন্য পরপারে উত্তীর্ণ হইল (১লা আগষ্ট ১৭৬৩)। পরদিন প্রাতে মীরকাসেমের বিপুল-বাহিনী ইংরেজদলের নয়নপথে পতিত হইল।

সুতীর সুরক্ষিত গড়খাতের মধ্য হইতে অগ্রসর হইয়া গিরিয়ার সম্মুখে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে মীর্কাসেমের মিলিত সৈন্যদল সমবেত হইয়াছিল। বামে ভাগীরথী ও সম্মুখে গড়বদ্ধ স্থান ত্যাগ করিয়া আসায় অনুমিত হয়, ভাগীরথী ও বাঁশলুই মধ্যে বিপক্ষের সম্পূর্ণ বিনাশ-সাধনই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। এই অভিপ্রায়েই সৈন্যদল সোৎসাহে আক্রমণ আরম্ভ করিল। মধ্যস্থলে সমরু ও মর্কারের সুশিক্ষিত পদাতিক, দক্ষিণে আসদুল্লার অশ্বারোহী এবং বামে শের্ আলী রহিলেন। ইংরেজপক্ষেও এইরূপে মধ্যস্থলে গোরাদল ও বামে দক্ষিণে সিপাহী প্রভৃতি সজ্জিত ছিল; পশ্চাতে মেজর কার্ণাকের অধীনে কোম্পানীর ও নবাবের অবশিষ্ট সিপাহী অপেক্ষা করিতে লাগিল। যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই আসদুল্লার অশ্বারোহিদল বদরুদ্দীন্ নামক সুদক্ষ সেনানীর অধীনে সবেগে ইংরেজের বামভাগ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। অনেকে তাড়িত ও অধিকাংশ বিনষ্ট হইল, মুসলমান অশ্বারোহীর প্রবলতাড়নে অনেকে বাঁশলুই নদীর অগাধ জলে নিমগ্ন হইল। (২) বদরুদ্দীনের দল এক্ষণে পার্শ্বভেদ ও দুইটী কামান অধিকার করিয়া ইংরেজ গোরাদলের বামভাগ আক্রমণ করিল। সেনাপতি আডাম্‌স এ দিকের দুর্দ্দশা দেখিয়া কর্ণাকের দলকে সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও আত্মরক্ষা কষ্টসাধ্য দেখা গেল। মীর্ নাসিরের সৈন্যদলও অমিতবিক্রমে সম্মুখভাগে কার্য্য করিতেছিল। বামে শের্ আলী সময়ে তৎপর হইলেই বিজয়ের চিন্তা থাকিত না। কিন্তু শের আলী কোন অজ্ঞাত কারণে দুর্ব্বলগতিতে কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার ভাবগতিক অনুমান করিয়া ইংরেজ-সেনাপতি সে দিকের সৈন্যদলের অর্দ্ধাংশও মধ্যস্থ গোরা-সৈন্যের সাহায্যার্থ নিয়োগ করি-

(১) মুতাক্ষরীণ ও ক্রম। ইংরেজ লেখকগণ ইংরেজদলের সমগ্র সৈন্য-সমষ্টি এক হাজার গোরা ও চারি হাজার সিপাহী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রতিপক্ষের বল চল্লিশ সহস্র বলিয়াও তৃপ্ত হন নাই। মীরজাফরের সেনাদল কি করিল, তাহার বিবরণ প্রদানও আবশ্যক মনে করেন নাই।

(২) মুতাক্ষরীণ, দ্বিতীয় খণ্ড। ২৬২ পৃঃ।

লেন। এইবার ইংরেজপক্ষের অবস্থা ফিরিল। বার বার হইলেও ইংরেজদল যথাশক্তি স্থির ভাবে কার্য্য করিতেছিল; এক্ষণে দুই দিক হইতে সাহায্য পাইয়া তাহারা প্রবল হইল। পক্ষান্তরে মীর্‌কাসেমের পক্ষের অনেকগুলি ইউরোপীয়-গোলন্দাজ কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন দূরের কথা, বিপক্ষদলে যোগদানও আরম্ভ করিয়াছিল। (১) এইরূপে ইংরেজদলের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। সমরু ও মর্কার প্রারম্ভ হইতেই সবিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই। এক্ষণে ইংরেজদলের অবস্থান্তর লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা অধিকতর শৈথিল্য এবং প্রথমেই প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। বদরুদ্দীন্ বিপন্ন হইলে সেনাপতি আসদুল্লাও স্তম্ভিত হইলেন, কর্ত্তব্য অবধারণে অক্ষম হইয়া সৈন্যদলকে সংযত রাখিতে পারিলেন না। মীর্ নাসিরের দল প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেও ফলোদয় হইল না। এক্ষণে ইংরেজদল সঙ্গীন স্কন্ধে প্রবল বেগে অগ্রসর হইতেছিল। মীরকাসেমের পক্ষের কেহই আর বাধা দানের নিমিত্ত দৃঢ়পদে তিষ্ঠিতে পারিল না। ইংরেজপক্ষের জয় হইল; কিন্তু তাঁহাদিগকে শিক্ষিত বিপক্ষদলের অনুগমনে বিরত হইতে বাধ্য হইতে হইল।

এইরূপ গিরিয়ার প্রসিদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজয়ের নিকটবর্ত্তী হইয়াও ইংরেজের জয় হইল। সেনাপতি আডাম্‌সের স্থিরপ্রজ্ঞা বা গোরাদলের সহিষ্ণুতা অস্বীকার না করিলেও সমরু ও মর্কারের শৈথিল্য বা শের আলীর শশকভাব সহায়তা না করিলে পরাভবের সম্পূর্ণ আশঙ্কা ছিল, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। মীরকাসেমের মুসলমান অশ্বারোহি-সেনাপতিগণ শত্রুদলের সম্পূর্ণ বিনাশসাধনের কল্পনায় সুতীর গড়বন্দী স্থান ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন; ধীরতায় ফল অন্যরূপ আকার ধারণ করিত, বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, এই যুদ্ধে ভারতে ইংরেজের সৌভাগ্য উচ্চতর সোপানে আরো-

(১) মুতাক্ষরীণ, মুস্তাফাকৃত পাদটীকা। "But, at Murshidabad and at Calcutta, the universal report was, that two hundred Europeans of all nations, who served the enemy's artillery, could not behold the distress of the English, without being affected and that they passed all to their side" কোন ইংরেজ লেখকেই এ পর্য্যন্ত ইহার উল্লেখ বা কৈফিয়ৎ প্রদান করেন নাই। রঞ্জিত হইলেও তৎকালের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া এ কথা একেবারে কল্পিত, সাহস করিয়া এমন বলা যায় না।

হণ করিল। বিপক্ষদলের ১৭টী কামান এবং ভাগীরথীবক্ষে দেড়শত নৌকা-পূর্ণ শস্যসম্ভার ইংরেজের হস্তগত হইল। ইংরেজদলে হতাহত সংখ্যা সমধিক হইলেও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত মীরজাফরের নূতন সৈন্যদলে তাহার স্থান পূর্ণ করিতে লাগিল। অতঃপর মিলিত সেনাদল উধুয়ানালার সুদৃঢ় দুর্গে স্থাপিত বিপক্ষের দিকে অগ্রগামী হইল। ইতিমধ্যে বর্দ্ধমান-অঞ্চল হইতে আরও সিপাহী খাদ্যাদি সহ উপস্থিত হইল।

সুতীর সংবাদ পাইয়া মীরকাসেম্ মর্ম্মাহত ও সন্দেহ-দোলায় আন্দোলিত হইলেন। (১) তকী খাঁর পরাভবের পর হইতেই তিনি পরিবারবর্গ ও ধন-রত্ন রোটাসের সুদৃঢ় দুর্গে প্রেরণ করিবার কল্পনা করেন। এক্ষণে নবাবী পদ্ধতি অনুসারে প্রতিপালিত অসংখ্য দাসীবর্গকে বিদায় দিয়া পত্নী মীরজাফর-দুহিতা (২) ও অন্যান্য প্রিয়তমা কয়েক জন বেগমকে মূল্যবান্ সম্পত্তি সমভি-ব্যাহারে বিশ্বস্ত মীর সুলেমান্ ও রাজা নবৎ রায়ের কর্ত্তৃত্বে রোটাসের দুর্গে পাঠাইলেন। স্বয়ং উধুয়ানালার সৈন্য-পরিদর্শনে যাত্রার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই পরাভবে কঠোরতর নির্ম্মম হৃদয়ের প্ররোচনায় মীরকাসেম্ হিন্দু বন্দিগণের প্রাণনাশের পৈশাচিক কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার আদেশ দিলেন। অবিলম্বে রাজা রামনারায়ণ, পুত্রগণসহ রাজবল্লভ, ধনকুবের জগৎ-শেঠ-ভ্রাতৃদ্বয়, সপুত্র বৃদ্ধ রায়রায়ান উমেদ্‌রাম ও রাজা ফতেসিংহ, বুনিয়াদ সিংহ প্রভৃতি বর্দ্ধিষ্ণু বিহার-জমিদারগণ নৃশংস নবাবের আদেশে নির্দ্দয়রূপে নিহত হইলেন। (৩)

(১) মুতাক্ষরীণ, ২য় খণ্ড।

(২) ইনি মীরণের সহোদরা, মীরজাফরের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাতা।

(৩) মুতাক্ষরীণ ২য় খণ্ড, ২৬৭—৬৮ ও ২৮১ পৃঃ। কেহ কেহ উধুয়ানালা ও মুঙ্গেরে অঙ্গের বিশ্বাসঘাতকতার পরে এই হত্যাকাণ্ড স্থাপন করিয়া ভ্রম করিয়াছেন। বলিদানের পরেই মীরকাসেম উধুয়ানালায় জয়দেবতার আবাহনে যাত্রা করেন। অভাগা রামনারায়ণের গলদেশে বালুকাপূর্ণ গোণী বাঁধিয়া মুঙ্গেরের সম্মুখে ভাগীরথীগর্ভে নিমগ্ন করা হইয়াছিল। গোলাম হোসনের মতে উধুয়ানালার পরাজয়ের পর পলায়নের সময়ে বার-নগরে শেঠদ্বয়কে নিহত করা হয়, কিন্তু সমসাময়িক জনশ্রুতি মুঙ্গের দুর্গের গণ্ডশৈলের উপরিভাগ হইতে তাঁহাদিগকে গঙ্গায় নিক্ষেপের কথা নির্দ্দেশ করে। সম্ভবতঃ উক্ত পলায়নকালেই মুতাক্ষরীণকার শেঠবধের সংবাদ পান। এ সম্বন্ধে মুস্তাফার টীকাও দ্রষ্টব্য। ক্ষিতীশ-বংশাবলী অনুসারে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও এই সময়ে মুঙ্গেরে বন্দীভূত ছিলেন, বিশ্বাস করিতে হয়। কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে কৃষ্ণচন্দ্রের এই কালের এক প্রতিমূর্ত্তি আছে বলিয়া প্রবাদ। মুঙ্গেরে মীরকাসেমের করাল কবল হইতে আহ্নিকের ছলে রক্ষাপ্রাপ্তি বড়ই সন্দেহের কথা। মুর্শিদাবাদে অবস্থান এবং সেই অবস্থায় পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভবপর।

অতঃপর মীরকাসেম্ সদলে যাত্রা করিয়া ভাগলপুর চম্পানগর পর্য্যন্ত আগমন করিলেন। এখান হইতে উধুয়ানালা রক্ষার জন্ত এক এক দল করিয়া সেনাপ্রেরণ চলিতে লাগিল। মন্ত্রী আলি ইব্রাহিমের পরামর্শে মীরকাসেম্ ইতিপূর্ব্বেই পরাক্রান্ত জমিদার কামগার খাঁর সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া তাঁহাকে সদলে আনয়ন করিয়াছিলেন। উধুয়ায় একজন সর্ব্বাধ্যক্ষ সেনাপতি স্থাপনের কথায় গুর্গিন খাঁর নাম হইল, তিনি বলিলেন, আমরণ প্রভুর নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করাই আমার কার্য্য। (১) কামগার খাঁ স্বদলের উধুয়ায় স্থানাভাব বলিয়া আপত্তি করিলেন। তখন কর্তৃত্ব পূর্ব্বমত বিভক্ত থাকলেও সকল সেনাপতি এক পরামর্শে কার্য্য করিবেন, এই প্রাচীন উপদেশই মীরকাসেমের দুর্ভাগ্যের ভার মস্তকে লইয়া উধুয়া-শিবিরে দর্শন দিল।

রাজমহলের অনতিদূরে ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালার পুর্ব্বোত্তর ভাগে পশ্চিমযাত্রীর রাজপথের নিকটে উধুয়ার এই অনতিবৃহৎ গিরিসঙ্কট অবস্থিত। দক্ষিণের পর্ব্বতনিঃসৃতা উধুয়ানাম্নী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী হইতে এই স্থানের নাম উধুয়ানালা হইয়াছে। একমাত্র সঙ্কীর্ণ এই রাজপথের উভয় পার্শ্বে নাতিগভীর বিল, আরও দক্ষিণপার্শ্বে ভাগীরথী। একটি গণ্ডশৈল তীরদেশের সমীপভাগ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। এই স্বভাবজ সুদৃঢ় স্থানে পূর্ব্বাবধি একটি ক্ষুদ্র গড়খাত ও সেনাসংস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। মীরকাসেম্ ভবিষ্যতের জন্ত সতর্ক হইবার সময়ে এখানে এক দৃঢ়তর দুর্গপ্রাকার রচনা করিয়াছিলেন। সম্মুখে বিপুল মৃৎপ্রাচীর ৬০ ফিট প্রশস্ত ও দশ ফিট উন্নত, তদুপরি অন্ত এক প্রাকার। সুবিস্তৃত গড়খাত ইহার পার্শ্বদেশ হইতে সমতলপ্রদেশ দিয়া ভাগীরথী তীরসংলগ্ন হইয়াছিল। অন্ত পার্শ্বে ও পশ্চাতে উধুয়ানালা। দুর্গের পশ্চাদ্ভাগে ও নদীর উপরে এক প্রস্তর-নির্ম্মিত সেতু, এবং দুর্গভিত্তির চতুর্দ্দিকে ও গণ্ডশৈলের উপরিভাগে সারি সারি কামানশ্রেণী সজ্জিত ছিল। সুতীর পরিখা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও, উধুয়ার দুর্ভেদ্য সঙ্কটস্থলে স্বীয় শিক্ষিত সৈন্তদলের পরাজয়ের কোনই আশঙ্কা রহিবে না, মীরকাসেম্ ইহা স্থিরনিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বেই অন্ততম আর্ম্মানী-সেনাপতি আরাটুনের সুশিক্ষিত সেনাদল ও মীর নজফ্ এবং হিম্মৎআলী প্রভৃতির অশ্বারোহী ও পদাতিসৈন্ত উধুয়ায় প্রেরিত হইয়াছিল। চম্পানগর হইতে ক্রমে ক্রমে আরও অনেক সৈন্ত প্রেরিত হইল; গিরিয়ার হতাবশিষ্ট ও পলাতকগণের অধিকাংশ

(১) মুতাক্ষরীণ ২য় খঃ।

এখানে মিলিত হইয়াছিল। অন্ত ব্যবস্থা এইরূপে নির্ণীত হইলেও, মীরকাসেমের সন্দিগ্ধ চিত্তের কল্পনায় নেতার অভাব এবং বিভক্ত কর্তৃত্ব শত্রুদলের সম্পূর্ণ সহায়তা করিল। দুর্গরক্ষক সৈন্যদল যাহাতে এক পরামর্শে কার্য্য করিবে এরূপ সুবিধা রহিল না।

এ দিকে মীরজাফর খাঁ মেজর্ আডাম্স ও ইংরেজ-সেনা সঙ্গে ৪ঠা আগষ্ট গিরিয়া হইতে যাত্রা করিয়া ১১ই তারিখে উধুয়া-পরিখার দুই ক্রোশ অন্তরে পাঙ্কীপুর নামক স্থানে উপনীত হইলেন। শত্রুর সুদৃঢ় অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই ইংরেজ সেনাপতি বুঝিতে পারিলেন, গঙ্গাতীর ভিন্ন অন্ত দিকে আক্রমণের কোনই আশা নাই, পরন্তু শত্রুপক্ষের কামানের মুখে এরূপ উদ্যম সম্পূর্ণ বিপদসঙ্কুল। নদীগর্ভে নৌকা হইতে কামান অবতরণ, সম্মুখে দুর্গ-প্রাকার হইতে নিক্ষিপ্ত কামান-বন্দুকের গতিরোধ ও পরিখা-পূরণাদির জন্ত উপকরণ নির্ম্মাণ এবং তৎসাহায্যে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া স্বপক্ষের তোপমঞ্চ যথাসম্ভব পুরোভাগে স্থাপন ইত্যাদি প্রাথমিক অনুষ্ঠানেই তিন সপ্তাহ অতিবাহিত হইল। ইতিমধ্যে মীরকাসেমের সুদক্ষ সেনানী মীর নজফের পরিচালিত সেনাদল নিশাযোগে বিলের সুপ্রস্তর অংশ দিয়া পার হইয়া আসিয়া ইংরেজ সেনাদলের বামভাগে মীরজাফরের শিবির পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া সময়ে সময়ে উঁহাদিগকে বিব্রত করিতে লাগিল। সকল দিকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া আডাম্স চতুর্ব্বিংশ দিবসে ভাগীরথী-তীরের দিক্ হইতে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ইংরেজের এই ভীমকান্ত আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচণ্ড পীড়নেও উধুয়া দুর্গের বিশাল মৃৎপ্রাচীরের কোনই ক্ষতিসাধন হইল না। কেবল নদীর দিকের দুর্গদ্বারের নিকটে একটি স্থান সামান্তমত ভগ্ন হইল, ইংরেজ সেনাপতি হতাশ হইলেন। তিনি এক্ষণে দুর্গ প্রাচীর হইতে তিন শত গজ দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন, আরও পুরোভাগে অগ্রসর হইলে দুর্গস্থ কামানের লক্ষ্যমাত্র হইতে হইবে,ইহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। নিরাশাতাড়িত ব্যাকুলহৃদয়ে বীরবর আডাম্স এই অসাধ্যসাধনব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। দুরন্ত বর্ষাকালে সৈন্যদল এই অবস্থায় কত দিন রক্ষা পাইবে, এই চিন্তাই প্রবল হইল। দুর্গস্থ নবাবী সেনাদল শত্রুপক্ষের অবস্থা দেখিয়া নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে লাগিল।

ইংরেজপক্ষের যুদ্ধকৌশল স্তিমিত হইলেও, অন্ত-উপায়ের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। প্রবীণ চক্রী মীরজাফর যে অভিপ্রায়ে খোজা পিক্রকে সঙ্গে লইয়া-

ছিলেন, এখন সেই ব্রহ্মাস্ত্র প্রযুক্ত হইল। পিক্র বাণিজ্য ব্যবসায় অপেক্ষা রাজনীতির চক্রকোটিল্যেই চিরদিন সমধিক খ্যাত। সিরাজুদ্দৌল্লার হস্তে ইংরেজনিগ্রহের সময়ে মাণিকচাঁদের সাহায্যে কলতায় ইংরেজের অন্নকষ্ট নিবারণের তিনিও একতম উদ্যোগী, ইংরেজের বাদশাহী ফর্ম্মান্ কলিকাতা আক্রমণে বিনষ্ট হইলে তিনিই প্রতিলিপি দুই খণ্ডে হুগলীর কাজীর মোহর দস্তখত দিয়া আনাইয়া অধিকতর কৃতজ্ঞতাভাজন হন। মীরজাফরের অনুকূল ও প্রতিকূল ষড়্‌যন্ত্রেও পিক্র অল্পবিস্তর সহায়তা করিয়াছিলেন। (১) অবশ্য এই সমস্ত ব্যাপারে প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আর্থিক লাভও হইয়াছিল। এক্ষণে যুদ্ধবিগ্রহে জয়লাভের আশা এক প্রকার বিসর্জ্জন দিয়াই পিক্রর দ্বারা আর্ম্মানী সেনানী মর্কার ও আরাটুনকে স্বপক্ষে লইবার আয়োজন হইল। (২) আট ঘাটে মীরকাসেমের গুপ্তচর সত্বেও প্রবীণতর চক্রীদিগের জয়লাভ হইল। অর্ম্মানী সেনানীদ্বয় এ পত্রের ফলে কি উপায় অবলম্বন করিলেন, তাহা আর নরলোকে জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। কিন্তু অল্পকালমধ্যেই একজন দলত্যাগী ইংরেজ-সৈন্য একদিন নিশাযোগে দুর্গ হইতে নিক্রান্ত হইয়া দিব্যদূতের ন্যায় ইংরেজশিবিরে দর্শন দিল। সে বিলের এক অগভীর স্থান দিয়া ইংরেজ দলকে পথপ্রদর্শন করাইয়া অতর্কিতে দুর্গের দক্ষিণভাগ আক্রমণের সুবিধা দেখাইয়া দিবে, এই প্রস্তাবে সন্দেহ করিবার আর কোনই পার্থিব কারণ রহিল না। (৩) অবিলম্বে আয়োজন আরম্ভ হইল। রজনীযোগে নির্দ্দিষ্ট স্থান দিয়া অস্ত্র-শস্ত্র মস্তকে বহন করিয়া ইংরেজ ও সিপাহীদল দুর্গমূলে উপনীত

---

(১) Coja Petruse's defence—Longs Selections, No 687 পিক্র এ পত্রে অবশ্য মীরজাফরের প্রতিকূল ষড়্‌যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেন নাই। রেভাঃ লং এই সময়ে পিক্রকে গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ ও নির্য্যাতনের যে নির্দ্দেশ করেন, তাহা প্রকৃত নহে। এ বিষয় পূর্ব্বে গ্রন্থভাগে উল্লিখিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে পাটনার হত্যাকাণ্ডের পর পিক্রর প্রতি অবিচার হইলে তিনি এই আবেদন পত্র পেশ করেন।

(২) "Your petitioner begs leave to observe to this Hon'ble Board, at Odua-Nalla, a place where the enemy had strong works and great forces, your petitioner by direction from Major Adams wrote two letters to Morcar and Aratoon, two Armenion officers who amongst others commanded the enemy's forces and intimated to them that as the English always favoured and protected the Armenian nation, so the Armenians in justice ought to direct their steps towards the good of the English" Petruse's Defence (Ibid).

(৩) মুতাক্ষরীণ, ২য় খণ্ড, ২৭২-৭৩।

হইল। প্রাকারের বহির্ভাগে যে কয়েকজন প্রহরী নিঃশঙ্কচিত্তে নিদ্রা যাইতেছিল, নিঃশব্দে সঙ্গীনের আঘাতে তাহাদের ভবযন্ত্রণা শেষ হইতে বিলম্ব হইল না। অতঃপর ইংরেজদল প্রাচীর আরোহণ ও দুর্গমধ্যে অবতরণ করিল। এক্ষণে পূর্ব্ব কল্পনা অনুসারে গণ্ড-শৈলের উপর হইতে অত্যুজ্জ্বল আলোক দেখাইয়া দক্ষিণ-ভাগের বহিঃস্থ ইংরেজদলকে সঙ্কেত করা হইল। যুগপৎ দুর্গদ্বারের দিকে অগ্নি-বৃষ্টি করিতে করিতে অন্তরে বাহিরে ইংরেজ সেনা অগ্রসর হইল। এক্ষণে ...দিন এ অবস্থায় যাহা হইয়াছে, তাহাই হইল। দুর্গস্থ সৈন্যদল অতর্কিত ...ক্রমণে দিশাহারা হইয়া পড়িল। অবিলম্বে দুর্গদ্বার উন্মোচন করিয়া জল-...স্রোতের মত বহিঃস্থ ইংরেজ সেনা দুর্গপ্রবেশ করিল। সুপ্তোত্থিত অনেক মুসল-মান সৈন্য ঘটনা সবিশেষ অনুধাবন করিবার অবসর পাইবার পূর্ব্বেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সেনাপতিগণও এ অবস্থায় কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিলেন না; এ কালের মুসলমান নায়কগণের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বেরও বিশেষ অভাব দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, সকলে এক্ষণে পশ্চাদ্ভাগের দুর্গদ্বার ও সেতু দিয়া পলায়নের পন্থা দেখিল; অনেকে এই অবস্থায় নদীগর্ভে পড়িয়া প্রাণ হারাইল। সমরু ও মর্কারের সেনাদল পশ্চাতেই স্থাপিত ছিল; তাহারা এক্ষণে পলায়নপর সেনা-দলের গতিরোধের অভিপ্রায়েই অগ্নিবৃষ্টি করিয়া স্বদলের সংখ্যা কমাইল বহুসংখ্যক সৈন্য নিহত (১) ও পলায়িত হইলে, ইংরেজদল এ দিকের দ্বারও অধিকার করিয়া বসিল। এক্ষণে যে কেহ পলায়ন করিতে চায়, তাহাকে অস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া প্রাণ লইয়াই বহির্গত হইতে হইল। (২)

প্রচলিত ইংরেজী ইতিহাসে এই দলত্যাগী সৈনিকের সহায়তায় কার্য্যো-দ্ধার স্বীকৃত হইলেও, স্বপক্ষের গৌরববৃদ্ধির স্বাভাবিক প্রয়াস বিশেষ লক্ষিত হয়। যে উপায়েই পরাজয় সাধন হউক, ইংরেজ-সেনাপতির দক্ষতার প্রশংসা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতেই মীর্‌কাসেমের আশা-ভরসা অন্তর্হিত হইল। যুদ্ধের সংবাদ পাইয়াই আর রাজমহল বা তেলিয়াগড়ীতে সৈন্যস্থাপনের উদ্যোগ না করিয়া মীর্‌কাসেম্ মুঙ্গেরের দিকে পলায়ন আরম্ভ করিলেন।

(১) মুতাক্ষার মতে এই সময়ে পঞ্চদশসহস্র সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল।

(২) মুতাক্ষরীণ. ২-২৭৩ পৃঃ। গোলাম হোসেন্ লিখিয়াছেন, সমরু ও মর্কারের দল প্রথমেই সেতুর পর পারে আইসে। মুসলমান সেনাপতি মীর নজফ্ ও আসদ্ উল্লা কায়ক্লেশে ...য়নে সমর্থ হন। মর্কার বা আরাটুন ভবিষ্যতে কোন্ পথ অবলম্বন করেন, ...কানই সংবাদ রাখে না।

তথা হইতে ইংরেজ-বন্দিবর্গকে সঙ্গে লইয়া আরাব্ আলী খাঁ নামক সেনানীকে মুঙ্গের-দুর্গ রক্ষায় নিয়োজিত করিয়া তিনি সদলে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে (৯ই সেপ্টেম্বর) ইংরেজ-সেনাপতির নামে নিম্নলিখিত মর্ম্মে পত্র প্রেরিত হইল,—"তোমরা তিন মাস ধরিয়া বাদশাহের রাজ্য উৎসন্ন করিতেছ; কোন রাজকীয় সনন্দ থাকে ত' আমার নিকট প্রেরণ কর আমি দেশত্যাগ করিয়া বাদশাহসমীপে চলিয়া যাই। ইংরেজের সহিত বিচ্ছেদ আমার অভিপ্রেত না হইলেও, এলিস্ প্রথমে সন্ধিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। ইংরেজের সহিত সন্ধি বা শান্তির আশা নাই বলিয়া আমার লোকে ইংরেজের বধসাধন কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিল। এই ভাবেই মুর্শিদাবাদের কর্ম্মচারিগণ এমিয়টকে নিহত করিয়াছেন। ইহা আমার অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু সম্রাটের আদেশপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত তোমরা পুনরায় যদি এ কার্য্যে অগ্রসর হও, তবে নিশ্চয় জানিও, এলিস্ প্রভৃতির শিরশ্ছেদ করিয়া তোমাদের নিকট পাঠাইব। দুই তিন স্থানে বিশ্বাসঘাতকতা ও নৈশ-আক্রমণে কয়েকজন জমাদার (সেনানী) কে পরাভূত করিয়াছ বলিয়া উল্লসিত হইও না। ভগবানের ইচ্ছায় কি ভাবে ইহার প্রতিশোধ দিব, দেখিতে পাইবে।" (১) পত্র প্রাপ্তিমাত্র আডামস্, 'বন্দী ইংরেজের প্রতি হস্তক্ষেপ করিলে ইংরেজের প্রতিহিংসা পৃথিবীর অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিবে' ইত্যাদি ভাবে ভয় প্রদর্শন করিলেন এবং কিয়ংকালমধ্যেই ভান্সিটার্টও অন্য এক পত্রে—'বন্দী নিহত করিবার কল্পনা বর্ব্বরোচিত, ইংরেজ বিরুদ্ধপক্ষীয় বন্দীর প্রতি অনুরূপ ব্যবহার করিয়াছেন' ইত্যাদি লিখিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। (২)

ইংরেজ-সেনাপতি ইতিমধ্যে দুর্গস্থ কামান ও প্রভূত যুদ্ধোপকরণ অধিকার করিয়া ৭ই সেপ্টেম্বর সদলে রাজমহলে উপনীত হইলেন। এখানে আহতগণের শুশ্রূষা ও সেনাদলের সজ্জার নব ব্যবস্থা ক্ষিপ্রকারিতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়া পর দিন মুঙ্গেরের দিকে যাত্রা করিলেন। মীর কাসেম্ পাটনা যাত্রার সময়ে গুপ্তচর মুখে খোজা পিক্রুর কার্য্যকলাপ অবগত

(১) Vansitart's Narrative, vol. 3, 368—69.

(২) Vansitart & Adams, Letters, Narrative, vol. 3, and Long's Records.

হইলেন। (১) গুর্গিন্ খাঁরও শত্রুর অভাব ছিল না; নবাবের ইঙ্গিত পাইলেই যথেষ্ট হয়, এ ভাবের অনেক মুসলমান সহযাত্রী ছিল। মুঙ্গের ত্যাগের পরদিন মীর্‌কাসেমের পলায়মান অনুচরদল রেবাতীরে সমবেত হইয়াছিল। রজনীমুখে কয়েকজন মোগল-সৈনিক বেতন প্রার্থনার ছলে (২) গুর্গিন্ খাঁর পটমণ্ডপে প্রবেশ করে। গুর্গিন্ খাঁ উহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া অত্যন্ত কঠোরকণ্ঠে ভৎ'সনা ও অনুচরবর্গকে উহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আদেশ প্রদান করিবা মাত্র, তাহারা যুগপৎ চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে নিহত করিল। (৩) অতঃপর মীর্‌কাসেম্ পটোত্তোলন করিয়া ত্বরিতগতি পাটনায় উপনীত হইলেন। এ দিকে কামগার খাঁ সদলে বর্দ্ধমান অঞ্চলে পদার্পণ করিতেছেন, এই সংবাদ আসিলে মেজর কার্ণাক্ কোম্পানীর ও নবাবী সৈন্য সহ সেই দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বর্ষার প্রকোপ ও প্রতিপক্ষের অনুগমনে তিনি বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। শেষে উধুয়ানালার পরাজয় সংবাদ পাইয়া কামগার স্বদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন। সমরু ও ম্যাড্‌কের শিক্ষিত সেনাদল ক্রমশঃ পাটনায় মীর্‌কাসেমের সহিত মিলিত হইয়াছিল। অতঃপর সংবাদ আসিল, আরাব্ আলীর বিশ্বাসঘাতকতায় মুঙ্গের দুর্গও শত্রুহস্তগত হইয়াছে। (৪)

---

(১) পিতৃ ভ্রাতার নিকটে পত্র দিয়াছিলেন কিনা, এবং তাহা হইলেও গুর্গিন্ খাঁ প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করিতেন কি না, জানিবার উপায় নাই। অকৃতজ্ঞ হইলে তিনি তখনও মীরকাসেমের অনুগমন করিবেন কেন? মুতাক্ষরীণ অনুবাদকের বর্ণনা দৃষ্টে গুর্গিন্ খাঁকে সাধারণ সেনানায়ক অপেক্ষা উচ্চহৃদয়ের লোক বলিয়াই বোধ হয়।

(২) মীরকাসেম্ নিয়মিতরূপে বেতন পরিশোধ করিতেন, এই ঘটনার নয় দিন মাত্র পূর্ব্বে বেতন প্রদত্ত হইয়াছিল। মুতাক্ষরীণ, ২য় খণ্ড।

(৩) মুতাক্ষরীণকার স্বয়ং এই সময়ে পলায়িত সেনাদলের সঙ্গে যাত্রা করিতেছিলেন। নিশাযোগে ভয়াবহ কোলাহলের পর আলোক লইয়া শব-বাহক যাইতে দেখিয়া তিনি ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করেন। তাহারা শশব্যস্তে যাইতেছিল, বলিল, 'সেনাপতি গুর্গিন্ খাঁ নিহত, নবাবের আজ্ঞায়—সমাহিত করিতে চলিলাম।' টীকাকার মুস্তাফা লক্ষ্য করিয়াছেন, এ অবস্থায় কথিত আদেশ শব্দটী 'নিধনের'ই বিশেষণ, হওয়া সম্ভব। গোলাম হোসেন্ গুর্গিনের গুণপনা দেখিতে না পাইলেও, মীরকাসেমের সেনাদলের কৃতিত্বের তিনই মূল, ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। মুস্তাফা তাঁহাকে দেখিয়াছেন; তিনি সুপুরুষ ছিলেন ও বয়স ৩৫ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

(৪) অবরোধের নবম দিবসে (৯ই অক্টোবর, ১৭৬৩) কিল্লাদারের বিশ্বাসঘাতকতায় মুঙ্গের হস্তগত হয়। গোলাম হোসেন্ বলিয়াছেন, এই আরাব্ আলীও গুর্গিনের লোক।

এক্ষণে আশা ভরসা সম্পূর্ণ উন্মূলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মীরকাসেমের ইংরেজ-বিদ্বেষ ভীষণতর হইয়া উঠিল। সদয় হৃদয় বলিয়া কোন কালেই তাঁহার সুখ্যাতি ছিল না, দুর্দ্দশার সহিত পাশব নির্দ্দয়তা আরও বর্দ্ধিত হইল। ইংরেজ-বন্দিগণের প্রাণবধের কল্পনা এক্ষণে কার্য্যে পরিণত হইল। মীরকাসেম্ এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের আদেশ দিলে দেশীয় সেনানীদলের কেহই এ কার্য্যে অগ্রসর হইলেন না। কিন্তু লোকাভাবে জগতে কোথায় নির্দ্দয় নৃপতির আদেশ ব্যর্থ হইয়াছে? দুরাচার সমরু এই পাশব কার্য্যে সানন্দে অগ্রসর হইল। ইংরেজের প্রতি প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি প্রভু ও ভৃত্য এইরূপেই চরিতার্থ করিল। ৫ই অক্টোবর প্রাতে ইংরেজ বন্দীব কারাদ্বারে আসিয়া সমরু প্রথমে এলিস্ হে এবং লুসিংটন্‌কে বহির্দ্দেশে আহ্বান করিল। তাঁহারা এবং আরও ছয় জন বাহিরে আসিলেই নরাধম সমরুর অনুচরবর্গ তাঁহাদের প্রাণ নাশ করিল। এইরূপ হত্যাকাণ্ড চলিতেছে শুনিয়া আর কেহই বাহিরে আসিতে স্বীকৃত হইল না। তখন সমরুব সিপাহীদল অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া অগ্নিবৃষ্টি আবম্ভ করিল। ইংরেজপক্ষে যাহারা জীবিত থাকিল, গৃহমধ্যে আশ্রয় লইল। চেয়ার, মেজ, শিশি, বোতল ভিন্ন আত্মরক্ষার তাহাদের আর কোনই সম্বল নাই, দেখিয়া নরহত্যায় অভ্যস্ত সিপাহীদলেরও ঘৃণার উদ্রেক হইল। তাহারা বলিল,_"এ যে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, এ ভাবে প্রাণীবধ হালাল-খোরের কার্য্য, সিপাহীর নহে। ইহাদিগকে অস্ত্র দেওয়া হউক, তবে আক্রমণ করিব।" পামর সমরু অগ্রভাগের আপত্তিকারী কয়েকজন সৈনিককে মুষ্টাঘাতে তাড়াইয়া দিয়া অন্য লোকের উপর পুনরায় আদেশ দিলে সকল ইংরেজই একে একে নিহত হইল। পর দিন প্রাতে হতভাগ্যগণের মৃত দেহ চত্বরমধ্যস্থ কূপে নিক্ষিপ্ত হইল (১)। পিশাচের হস্তে অবলাগণও রক্ষা পায়

মীরজাফরের ভাগ্য প্রসন্ন দেখিয়া এক্ষণে আরও 'আনক' আলী' যে সহজেই তাঁহার দিকে সরিতেছেন ঐতিহাসিক তাহা লক্ষ্য করেন নাই।

(১) মুতাক্ষরীণ, Fullerton's letter to the Board, Vansitart's Nar, vol 3. কারাচিওলির ক্লাইব-জীবনীতে ইহার সুবিস্তৃত বিবরণ আছে। কথিত আছে, গুল্‌ষ্টন্ নামে এমিয়টের দৌত্যকার্য্যের সহযাত্রী দোভাষী কূপমধ্যে দেহ নিক্ষেপের সময়েও জীবিত ছিলেন। সেনাদলের কেহ কেহ তাঁহাকে রক্ষা করিবার অভিলাষী হইলেও, তিনি উহাদের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া ভবিষ্যতে ইংরাজের প্রতিহিংসা স্মরণ করাইয়া গালাগালি দিলে তাহারা তাঁহাকে ঐ অবস্থায় কূপে নিক্ষেপ করে! ভবিষ্যতে এই স্থানে যে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হয়, তাহা অদ্যাপি সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

নাই; এলিসের সুকুমার শিশু পুত্র পর্য্যন্ত নিহত হইয়াছিল! ১১ই তারিখে পাটনার চেহেল্‌সুতুন প্রাসাদে যে কয় জন আহত ইংরেজ ছিল, তাহাদেরও ভব যন্ত্রণার অবসান হইল। কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ জন কর্ম্মচারী ও শতেক সৈনিক এইরূপে নিহত হয়; একমাত্র ডাক্তার ফুলার্টন্ চিকিৎসাসূত্রে মীর্ কাসেমের পরিচিত বলিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন। (১)

এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়াই মেজর আডাম্‌স ও মীর্ জাফর সদলে পাটনা যাত্রা করিলেন। মীর্‌কাসেম্ তৎপূর্ব্বেই পাটনার দুর্গ রক্ষার নিমিত্ত একদল সেনা নিয়োজিত করিয়া পলায়নপর হইয়াছিলেন। এক্ষণে কিয়ৎকাল বাধা দিয়া নিজের প্রাণ রক্ষা ও পরিবারবর্গকে রোটাস্ হইতে ধন-রত্ন সহ আনাইয়া অযোধ্যার নবাবের আশ্রয় গ্রহণ করাই মীর্‌কাসেমের অভিপ্রেত হইল। পাটনাদুর্গ অবরোধ ও অধিকার করিতে অন্যপক্ষের বিশেষ কিছুই ক্লেশ হয় নাই। (২) অনতিবিলম্বে দুর্গপ্রাচীরের কয়েক স্থান কামানতাড়নে ভঙ্গ হইলে ইংরেজদল নগর প্রবেশের উদ্যম করিবামাত্র দুর্গরক্ষক সেনাদল অপর দ্বার দিয়া পলায়নপর হইল। দুর্গস্থ সেনাদলের সাহায্যের অথবা স্বীয় পলায়নের সুবিধার নিমিত্ত পথরোধের জন্য মীর্‌কাসেম্ স্বীয় ভাগিনেয় আবু আলী ও সেনানী হোসেন্ আলীর অধীনে যে অশ্বারোহী সেনাদলকে অন্য দিকে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারাও পশ্চিম দিকে ইংরেজের এক দল সিপাহী বাহির হইতেছে দেখিয়াই পৃষ্ঠ দেখাইল। সেনানীদ্বয় দশ ক্রোশ দূরে মীর্‌কাসেমের নিকট সংবাদ লইয়া আসিলেন। এক্ষণে মীর্‌কাসেমের মুসলমান সেনানীবর্গ একে একে মার্‌জাফরের অনুগ্রহ ভিক্ষা আরম্ভ করিলেন। (৩) মীর্‌কাসেম্ তখন কর্ম্মনাশার দিকে অগ্রসর

(১) এই নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পঁহুছিলে কলিকাতার ইংরেজ দরবার ও অধিবাসিবর্গ বজ্রাহত হইয়াছিলেন। উপবাস, প্রার্থনা, দুঃখসূচক তোপধ্বনি প্রভৃতি সাধারণ শোক প্রকাশের যাবতীয় কার্য্য শেষ করিয়া দরবার ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন, 'যে কেহ মীরকাসেমকে ধৃত করিয়া দিবে, তাহাকে লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক দেওয়া হইবে ও যথাসাধ্য অপর অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইবে।' (Long's Records, PP. 335—36.)

(২) ইংরেজ-লেখক ক্যারাচিওলী এই অবরোধব্যাপারের বিবৃত বর্ণনা দিয়াছেন।

(৩) মুতাক্ষরীণ, ২য় খঃ। মির্জা নজফ্ খুজা-উদ্দৌলার প্রকৃতি জানিয়া মীরকাসেমকে রোটাসে অবস্থান করিতে বলিয়া তাঁহার উপরে সৈন্যের অধ্যক্ষতা প্রদান করিলে তিনি অতর্কিত

হইতেছিলেন; পরিবারবর্গ ও মূল্যবান সম্পত্তিও অন্য পথে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত চলিয়াছিল। ইংরেজপক্ষে ইহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন বা আবদ্ধ করিবার আয়োজন হইলেও কার্য্যে কিছুই হইয়া উঠিল না।

এ দিকে কামগার খাঁর বীরভূমি অঞ্চল হইতে প্রস্থানের পর নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয়দল বিপ্লবের অবকাশে বাঙ্গলা আক্রমণে অগ্রসর হইতেছে, সংবাদ পাইয়া মেজর কার্ণাক্ সদলে রামগড়ের দিকে যাত্রা করিতেছিলেন। মান্দ্রাজ হইতে আগত নৌ-সৈন্যদলও তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছিল। কিন্তু মীর্ কাসেমের পরাভবের পর মারাঠাগণ পূর্ব্বকল্পনা পরিত্যাগ করিয়াছে, জানিতে পারিয়া কার্ণাক্ কিয়দংশ সৈন্য পাটনায় পাঠাইয়া নৌদলকে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন। কর্ত্তা স্বয়ং এই সমস্ত জঞ্জাল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ডাকে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। সেনাপতি আডাম্‌সও সমগ্র বর্ষাব্যাপী যুদ্ধ-ব্যাপারে স্বাস্থ্যভঙ্গ দেখিয়া অবকাশ লইবার অভিপ্রায়ে মেজর নক্সকে কর্তৃত্বভার অর্পণ করিয়া কলিকাতা আগমন করিলেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী তাঁহার দেশযাত্রার সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে, এমন সময়ে তাঁহার মৃত্যুসংঘটন হইল। মেজর নক্সও সেনাপতি অপেক্ষা সুস্থ ছিলেন না; কিয়ৎকাল মধ্যেই কাপ্তেন্ জেনিংসের হস্তে কার্য্যভার দিয়া কলিকাতায় আসিয়া তাঁহারও আয়ুঃশেষ হইল। ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য আডাম্‌স যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন ও প্রাণপাত পর্য্যন্ত করিয়াছেন, সুতরাং ইংরেজের চক্ষে তাঁহার কীর্ত্তি কাহিনী বড়ই গৌরবের সামগ্রী। আডাম্‌সের কার্য্যপরতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান কেহই অস্বীকার করিবেন না। কেবল সামরিক নৈপুণ্যে কথিত যুদ্ধ-ব্যাপারে জয়সাধন করিতে পারিলে পৃথিবীর ইতিহাসে আডাম্‌স এক জন উচ্চশ্রেণীর যুদ্ধবীর বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেন সন্দেহ নাই। (২)

আক্রমণে বিপক্ষকে বিব্রত করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে পারেন, এই প্রস্তাব করিলেও মীর্‌কাসেম্ এরূপ করিতে সাহসী হন নাই।

(২) কাটোয়া বা গিরিয়া-যুদ্ধে আডাম্‌সের কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিলেও, ইংরেজী সামরিক-ইতিহাসে তাঁহাকে গগনমার্গে উত্তোলনের যে প্রয়াস লক্ষিত হয়, তাহা নিতান্তই হাস্যাস্পদ। ব্রুম সাহেব তাঁহাকে আলেক্‌জাণ্ডার প্রভৃতির সহিত তুলনা করিতেও লজ্জাবোধ করেন নাই। ম্যালিসনও লিখিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর যে কোনও যুদ্ধযাত্রার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে! পরিণামফল দেখিয়া যুদ্ধকার্য্যের কৃতিত্ব বিচার অভিনব উদ্ভাবন বটে।

মীর্‌কাসেম্ কর্ম্মনাশাতটে সুজাউদ্দৌলার রাজ্য প্রবেশে ইতস্ততঃ করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার পূর্ব্বপ্রেরিত আবেদনপত্রের উত্তরে একখণ্ড কোরাণ সহ অযোধ্যানবাবের আশ্রয় ও আনুকূল্যদানের প্রতিশ্রুতি বহন করিয়া এক আমন্ত্রণপত্র আসিল। ইতিপূর্ব্বে রাজ্যচ্যুত শা আলম্ বাদশাহী-সিংহাসন অধিকারের বৃথা প্রয়াসে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া পুনরায় এলাহাবাদে আসিয়া সুজাউদ্দৌলার শরণ লইয়াছিলেন। সুজা 'উজীর' উপাধি-সহ 'রাজ্যের রক্ষাকর্ত্তা' এই উচ্চ অভিধানে সম্বর্দ্ধিত হইয়া দিল্লী অধিকার এবং নাম মাত্র বাদশাকে মসনদে স্থাপিত করিয়া স্বয়ং সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের একেশ্বর হইবার সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে বাঙ্গলার যুদ্ধ-বিগ্রহের সংবাদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পিতা সফ্‌দরজঙ্গ বা আবুল্ মন্‌সুর খাঁর সময় হইতেই অযোধ্যার স্বাধীন নবাবগণ বঙ্গ-বিহারের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। এক্ষণে মীর্‌কাসেমের আশ্রয় গ্রহণে সেই উদ্দেশ্যের সফলতা সাধন অদূর-বর্ত্তী হইল। সুজা সত্বর মীর্‌কাসেম্‌কে আমন্ত্রণ পাঠাইয়া উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে মীর্‌জাফর ও ইংরেজপক্ষের নিকট হইতে বাদশা এবং তাঁহার নামে লিখিত পত্রাদি পৌঁছিল। মীর্‌কাসেম্ অযথালব্ধ রাজ্য হইতে দূরীভূত হইয়াছেন, নবাব উজীর এক্ষণে তাঁহার সহিত সন্ধি ও বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হউন, ইহাই মীর্‌জাফরের পত্রের মর্ম্ম। ইংরেজের পত্রে 'মীর্‌কাসেম্ বিপুল অর্থসহ পলায়ন করিয়াছেন, বাদশা স্বীয় প্রাপ্য বাকী তাঁহার নিকট লইবেন, মীর্‌জাফর খাঁ বাদশাহের আজ্ঞাবহনে প্রস্তুত, ইংরেজ তাঁহার বন্ধু ও বাদশাহের অবনত ভৃত্য' ইত্যাদি (১) কথায় বাদশা বা উজীরকে মীর্‌-কাসেমের অর্থ ও এ পক্ষের সেনাবল সম্বন্ধে যথেষ্ট ইঙ্গিত করা হইল। সুজাউদ্দৌলা এক্ষণে বিষম সমস্যায় পড়িলেন। ইতিমধ্যে বুন্দেলখণ্ডের রাজপুত ভূপতি দিল্লীশ্বরের অধঃপতনের সুযোগে রাজ্যবিস্তার কল্পনায় যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া অযোধ্যার অধিকার আক্রমণে আসিতেছেন, সংবাদ আসিল। তখন সুজার উদ্যোগপর্ব্ব সমাধা হইয়াছে; ভবিষ্যতে যেরূপ হইয়া উঠে তাহাই করিবেন স্থির করিয়া, তিনি সদলে এলাহাবাদের দিকে যাত্রা করিলেন।

মীর্‌কাসেম্ ইতিপূর্ব্বেই এলাহাবাদে উপনীত হইয়াছিলেন। উজীর সুজাউদ্দৌলা প্রচলিত রীতি অনুসারে প্রথমে অভ্যাগত-শিবিরে আগমন করিলেন। মীর্‌কাসেমের উপচার উপহারে প্রীত হইলেন; সমকক্ষ

(১) Long's Records.

ম্যাডকের শিক্ষিত সেনাদল তাঁহার কৌতূহল উদ্দীপন করিল। সঙ্গে সঙ্গে অতিথির অর্থবলও তাঁহার অপরিজ্ঞাত রহিল না। সাক্ষাতের পরেই মীর্কাসেম্কে বিদায় দিবার পূর্ব্বকল্পনা তিরোহিত হইল; তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্বীয় মুখ্য উদ্দেশ্য সফল করিবার অভিপ্রায়ই বদ্ধমূল হইল। এক্ষণে উভয়ে বাদশাহের শিবিরে গমন করিলেন। তথায় পুনরায় বঙ্গের লুণ্ঠিত ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইল। বাদশা ও উজীর তাঁহার নষ্ট রাজ্য পুনরুদ্ধারের সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু বুন্দেলরাজের আক্রমণ নিবারণ না করিয়া সুজাউদ্দৌলা বাঙ্গলার দিকে যাত্রা করিতে পারেন না। মীরকাসেম্ প্রস্তাব করিলেন, স্বীয় সেনাদল লইয়া বুন্দেলরাজকে নির্জ্জিত করিবেন, উজীর ইতিমধ্যে প্রস্তুত হউন। এই প্রস্তাবই কার্য্যে পরিণত হইল। মীরকাসেমের ভূতপূর্ব্ব সেনানী মীর নজফ্ খাঁ এক্ষণে বুন্দেলরাজের অধীনে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। মীর্কাসেম সদলে অগ্রসর হইলে কিয়ৎপরিমাণে সমরুর সুশিক্ষিত সেনাদলের যুদ্ধ-কৌশল এবং কিয়ৎপরিমাণে মীর্ নজফের আনুকূল্যে বুন্দেলরাজ কল্পিত আক্রমণ হইতে বিরত হইলেন। (১) অনতিবিলম্বে মীরকাসেম্ প্রত্যাবৃত্ত হইলে সন্ধির কথা স্থিরীকৃত হইল। মীর্কাসেম্ স্বীকৃত হইলেন,—'বিহারের সীমায় প্রবেশের পর হইতে যত দিন অযোধ্যার সৈন্য তাঁহার সহায়তা করিবে, তত দিন মাসিক এগার লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদান করিবেন, ইংরেজ ও মীর্জাফরের সম্পত্তি উভয় পক্ষে তুল্যাংশে বিভক্ত হইবে। সুবাদারীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে বাদশাহী পেস্কস্ যথানিয়মে প্রদান করিবেন এবং প্রয়োজন হইলেই সুজাউদ্দৌলাকে সৈন্য সাহায্য দিবেন'। (২)

এ দিকে নক্সের কলিকাতা প্রত্যাগমনের পরে কর্ম্মনাশা ও দুর্গাবতী তীরস্থ ইংরেজ-সেনাদলের মধ্যে বিরাগের বৃদ্ধি হইতেছিল। মীর কাসেমের কয়েকজন অনুচর নানা প্রকার প্রলোভনে অনেককে বিরূপ করিয়া তুলিল, ক্রমশঃ নানাজাতীয় যে ইউরোপীয় সেনাদল এই বিদ্রোহ ব্যাপারের পথদর্শক, তাহাদের অনেকে কর্ম্মনাশা পার হইয়া বিপক্ষ দলে যোগদান করিতে চলিল। সেনাদলের মধ্যে যে পুরস্কার প্রদানের কথা ছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই, ইহাই অনেকের অসন্তোষের কারণ। এক্ষণে মীরজাফর লক্ষাধিক মুদ্রা

(১) মুতাক্ষরীণ ৩য় খঃ ২৩০ পৃঃ ও ২য় খঃ।
(২) মুতাক্ষরীণ—তৃতীয় খণ্ড।

প্রদান করিলেও অর্থবিভাগ করার অন্যাধিক্যে কয়েক দল সিপাহীর অসন্তুষ্টি পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইল। ইউরোপীয়গণ সন্তুষ্ট হইল; কিন্তু দুই দল কর্ম্মঠ সিপাহী অযোধ্যার নবাবের কার্য্য গ্রহণেচ্ছায় কর্ম্মনাশা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। ইংরেজ-দলপতি জেনিংস অনুনয় বিনয়ে এবং সত্বরে পুরস্কার বৃদ্ধির কথায় তাহা-দিগকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিলেন। ইতিমধ্যে মেজর কার্ণাক্ আসিয়া কর্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন, (৫ই মার্চ্চ ১৭৬৪)। কার্ণাক্ যুদ্ধ-কার্য্যে কখনই কৃতিত্ব দেখান নাই। বন্ধু মীর্জাফর খাঁর শিবিরের পার্শ্বে পটমণ্ডপ স্থাপন করিয়া সহকারী চ্যাম্পিয়নের হস্তে সেনা পরিদর্শনের ভার দিয়া স্বয়ং বিলাস ও অনর্থক মন্ত্রণায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইংরেজ ও নবাবী সেনাবল এক্ষণে যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইলেও মীর্কাসেম পুনরায় লোক দ্বারা রোটাস্ হইতে দ্রব্যাদি লইয়া গেলে কোনই বাধা প্রদান হইল না। সুজাউদ্দৌলার অগ্রসর হইবার সংবাদে ১২ই মার্চ্চ সেনাদলের প্রতি বক্সার যাত্রার আদেশ হইল বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র সুব্যবস্থার অভাব দৃষ্ট হইল। কলিকাতা কাউন্সিল্ অযোধ্যা-নবাবের রাজ্য মধ্যে যুদ্ধ চালাইবার আদেশ পাঠাইলে অগত্যা কর্ম্ম-নাশার অপর পারে শত্রুপক্ষের বাধাদানের উদ্যোগ হইল। কিন্তু ইংরেজ সেনা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহারা পার হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বাদশাহী উজীরের বিপুল বাহিনীর রবে ইংরেজ-সেনাপতি ও সেনাদল ভীত হইল। যথা-রীতি সামরিক সভার অধিবেশন হইল; খাদ্যাভাব বলিয়া পাটনায় প্রত্যা-বর্ত্তনই স্থিরীকৃত হইল। পশ্চাতে শত্রু-সৈন্য কতদূর অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে, সে চিন্তার অবসর না পাইয়া ইংরেজ ও নবাবী সেনাদল পলায়ন আরম্ভ করিল। দানাপুরে আরও এক দল ইংরেজ-সৈন্য আসিয়া যোগ দিল। তথাপি শত্রুপক্ষের শোণ নদ উত্তীর্ণ হইবার পথে বাধা দিতে সাহসে কুলাইল না। শেষে ২৫শে এপ্রেল তারিখে সমগ্র সৈন্য পাটনা-দুর্গের সম্মুখস্থ গড়খাতের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

সন্ধিবন্ধনের পরে এলাহাবাদ ত্যাগ করিয়া সুজা উদ্দৌলা সদলে ৯ই মার্চ্চ কাশীতে উপনীত হইয়াছিলেন। সপ্তাহ মধ্যে গঙ্গাবক্ষে নৌ-সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহার সৈন্যদল পার হইতে আরম্ভ করে। অর্দ্ধাংশ পর-পারে উত্তীর্ণ হইয়াছে, এমন সময়ে সেতুর মধ্যস্থল ভগ্ন হইয়া গেল। কার্ণাক্ এ সময়ে উপস্থিত থাকিলে যে ফল হইত, তাহার অনুধাবন বৃথা। সেতু-সংস্কারের পর অবশিষ্ট সৈন্যও গঙ্গাপার হইল। উজীরের বিপুল সেনাদলে শৃঙ্খলার; যথেষ্ট

অভাব (১) সত্ত্বেও, তাহারা যাত্রা করিয়াছে শুনিয়াই বিপক্ষ পশ্চাৎপদ হই-তেছে এই সংবাদে সাহস ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। ৯ই এপ্রেল বক্সারে উপ-নীত হইয়া কার্ণাকের গতি-বিধি লক্ষ্য করিয়া সুজা সঙ্কল্প করিলেন, বিপক্ষের পাটনা প্রবেশের পথরোধ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রেরিত অগ্রগামী অত্যল্প অশ্বারোহীদলের সহিত সামান্য সংঘর্ষণের পরে বঙ্গীয়-সৈন্য পাটনা প্রবেশ করিয়াছিল। অগ্রসর হইয়া পাটনায় অবস্থান ও বিপক্ষের সেনাসমাবেশ পর্য্য-বেক্ষণ করিতে সুজার এক সপ্তাহ অতীত হইল। ইংরেজ ও নবাবী-সৈন্য অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে পাটনা বেষ্টন করিয়া স্থাপিত ছিল। সুজাও সুযুক্তি মত সেনাসমাবেশ করিলেন। তাঁহার বিপুল বাহিনীর দক্ষিণ-পার্শ্বে পাটনা-দুর্গের পূর্ব্ব দক্ষিণে মীর্জাফরের সেনার সম্মুখে শা আলম্ রহিলেন। মধ্যস্থলে সমরু প্রভৃতির শিক্ষিত সেনাদল পুরোভাগে লইয়া সদলে মীর্কাসেম্ ইংরেজদলের বাম ভাগ ও মীরজাফরের দক্ষিণ পার্শ্বের অগ্রভাগে স্থাপিত হইলেন। স্বয়ং সুজাউদ্দৌলা মন্ত্রী বেণী বাহাদুর সহ কাশীরাজের সেনাদলকে বামভাগে লইয়া নগরের পশ্চিমে ইংরেজের দক্ষিণ-ভাগের সম্মুখীন হইলেন।

২রা মে বাঙ্গলা হইতে আর এক দল ইংরেজ-সৈন্য যোগদানে অগ্রসর হইতেছে সংবাদ পাইয়া, সুজাউদ্দৌলা পর দিন আক্রমণের আদেশ দিলেন। ইংরেজদলকে পর্য্যুদস্ত করাই সঙ্কল্প, সুতরাং দক্ষিণ-পার্শ্বে সামান্য যুদ্ধোদ্যমে মীরজাফরকে ব্যাপৃত রাখিয়া ইংরেজ সৈন্যের উপর আক্রমণই অভিপ্রেত ছিল। সকলেই একযোগে কার্য্যারম্ভ করিল। সম্মুখে কোন আশ্রয় না থাকায় সমরু প্রথম উদ্যমের পরেই ইংরেজ ও মীরজাফরের সম্মুখবর্ত্তী কামানশ্রেণীর অগ্ন্যুৎপাতে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া একটি খালের মধ্যে সৈন্যসমাবেশ করিলেন। অশ্বা-রোহীদলও দুই তিন বার অগ্রসর হইয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইল। সুজা এক্ষণে স্বীয় প্রধান কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে সবেগে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু ইংরেজের আগ্নেয়াস্ত্রের সমক্ষে এই চেষ্টা ফলবতী হইল না। পবনদেবও তাঁহার প্রতিকূল হইয়া পশ্চিমাঞ্চলের নিদাঘ মধ্যাহ্ন-সঞ্চারিত ধূলিরাশিতে তাঁহার সেনা-দলকে প্রতিহত করিতেছিলেন। (২) তখন উজীর মীর্কাসেম্‌কে স্বয়ং বা সমরুর কামান সহ ত্বরায় এই ভাগে সাহায্য করিবার অনুরোধ করিলেন। মন্ত্রণায় মতিমান্ মীরকাসেম্ যুদ্ধক্ষেত্রে হতবুদ্ধি হইলেন। বারম্বার অনুরোধ আসিলেও

(১) মুতাক্ষরীণ,—২—৩০৬ পৃঃ। ইংরেজ-লেখকগণ চল্লিশ সহস্র সৈন্যের উল্লেখ করেন।
(২) মুতাক্ষরীণ, দ্বিতীয় খণ্ড।

কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। সুজাউদ্দৌলা তখন স্বীয় বামভাগে স্থাপিত কাশীরাজের অশিক্ষিত সেনাদলকে (১) ইংরেজের বিরুদ্ধে চালিত করিলেন। এই দল অমানুষিক সাহসে অগ্রসর হইলেও প্রতিপক্ষের ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে হতাহত সুতরাং পশ্চাৎপদ হইল। সুজা দক্ষিণ-পূর্ব্বের রোহিলা অশ্বারোহীদলকে পুনরায় এই কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন; তাহাদের অবস্থাও তথৈবচ হইল। নগরপ্রাচীরের দক্ষিণ পশ্চিমের বুরুজ হইতেও এক্ষণে ভীমনাদে অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। সুজাউদ্দৌলা যুদ্ধকার্য্যে অসমসাহসিক ও অভিজ্ঞ হইলেও তাঁহার উপযুক্ত কামানের অভাব ছিল; মীর কাসেমের সাহায্য চাহিয়া তিরস্কার করিয়া বিফল মনোরথ হইলেন। বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর হইয়াছে, সর্ব্বত্র আক্রমণ বিফল হইলেও উজীর হতাশ হইলেন না। শেষ উদ্যমে সমগ্র সম্মুখস্থ সেনাদল নায়কের অসীম সাহসে উত্তেজিত হইয়া প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিল। ইংরেজ সেনা-মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা গেল, সম্মুখের কেহ কেহ বন্দীভূত হইল। কিন্তু পুনরায় ইংরেজী আগ্নেয়াস্ত্রের জয় হইল; সুজার সৈন্য প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য হইল। সুজা ক্ষুণ্ণমনে মীর কাসেমের প্রতি ভৎর্সনা বাক্য প্রেরণ করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে শিবিরে প্রত্যাগত হইলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল; তিনিও স্বয়ং আহত। (২)

অতঃপর সুজাউদ্দৌলা সদলে পাটনার দক্ষিণভাগে পুন্ পুন্ নদীতীরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। সম্প্রতি আর কোনই আশা নাই; প্রতিপক্ষ পাটনা-দুর্গ ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইবে না; বর্ষাকাল প্রায় সমাগত, ইত্যাদি অনুধাবন করিয়া বক্সারে গিয়া সৈন্য সমাবেশ করিয়া রহিলেন। জুন-শেষে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের নিকট হইতে কলিকাতা কাউন্সিলের পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতির শাস্তিস্বরূপ অন্যান্য সদস্যের সহিত মেজর কার্ণাকের পদচ্যুতিপত্র পৌঁছিল (৩)। কার্ণাক্ কার্য্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন; মীর-

---

(১) মুতাক্ষরীণ, গোলাম হোসেন্ ইহাদিগকে 'গোঁসাই'-চালিত অৰ্দ্ধ-উলঙ্গ ফকির দল বলিয়াছেন।

(২) মুতাক্ষরীণ, দ্বিতীয় খণ্ড।

(৩) Court's letter 8th, Feb, 1764—Long's selections pp. 370—73. এই পত্রে দৃষ্ট হইবে, মীর কাসেম্ কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলেই কোম্পানীর নিকটে অনুকূল, সমর্থন পাইতেন। ভান্সিটার্ট কাউন্সিলের বিবরণী পাঠাইয়া যে ফলের আশা করিতেছিলেন তাহাই হইয়াছিল। মীরকাসেমের সহিত কলিকাতা দরবারের ব্যবহার ও ব্যক্তিগত অর্থাৎ-

জাফর পাটনায় ব্যবস্থা করিয়া, ভ্রাতা মীর কাজেমকে নায়েব-নবাব ও রাজা রামনারায়ণের ভ্রাতা ধীরাজনারায়ণকে দেওয়ান রাখিয়া ইহার পূর্ব্বদিবসেই যাত্রা করিয়াছিলেন। ইংরেজসেনাপতির সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজের প্রাপ্য অর্থের মীমাংসায় তিনি কিয়ৎকাল কলিকাতায় রহিলেন। ইতিমধ্যে মান্দ্রাজ হইতে আগত মেজর মন্‌রো ইংরেজ সেনাপতি হইয়া পাটনা যাত্রা করিলেন।

বক্‌সারে উজীর-শিবিরে অর্দ্ধবন্দীভূত অবস্থা শা আলমের অসহ্য হইল। এ দিকের জয়ের আশা ও সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বার্থলাভ সুদূর-পরাহত দেখিয়া ইংরেজ পক্ষের সহিত পুনরায় সন্ধিবন্ধনের অভিপ্রায়ে ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন্‌কে পত্রসহ ইংরেজ-শিবিরে পাঠাইলেন। পক্ষান্তরে সুজার মন্ত্রী বেণী বাহাদুর খেতাব্‌ রায়ের যোগে অনুরূপ সন্ধিবন্ধনের উদ্যোগী ছিলেন। গোলাম্‌ হোসেন্‌ কথিত পত্র লইয়া উপনীত হইলে মেজর কার্ণাক্‌ মীরজাফরের সহিত পরামর্শ করিয়া বিপন্ন বাদশাহের কথায় বর্ত্তমানে কর্ণপাত করা কর্ত্তব্য নহে, এইরূপ স্থির করিলেন (১)। উত্তর দেওয়া হইল, বাদশা এক্ষণে উজীরের অধীন, সুতরাং তাঁহার আজ্ঞাবহন বা তাঁহার সহিত সন্ধিবন্ধন হইতে পারে না। খেতাব্‌ রায়ের অনুচর এই সংবাদ ত্বরায় সুজার শিবিরে প্রেরণ করিল। সুজাউদ্দৌলা বাদশাহের দ্বারা কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই জানিয়া তাঁহাকে দৃঢ়মুষ্টির মধ্যে রাখিয়া অধিকতর উপেক্ষা দেখাইলেন মাত্র। অতঃপর মীর্‌কাসেমের দিকে সুজার হস্ত প্রসারিত হইল। মীর কাসেম্‌ সন্ধির সময়ে মাসিক এগার লক্ষ টাকা স্বীকার করিয়া ফেলিয়া যুদ্ধব্যাপার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল দেখিয়া ছল পূর্ব্বক সরিয়া পড়িবার কল্পনা করিলেন। সুজাকে জানাইলেন, 'এক্ষণে সম্পূর্ণ অর্থাভাব, অনুমতি হইলে সদলে মুর্শিদাবাদের দিকে গিয়া রাজস্ব সংগ্রহের চেষ্টা করেন; উজীর ইতিমধ্যে ইংরেজদলকে ব্যাপৃত রাখুন।' সুবিজ্ঞ সুজাউদ্দৌলার নিকটে এই প্রস্তাবের অর্থ অজ্ঞাত ছিল না; তিনি 'ঐরূপ চেষ্টায় বিপৎপাতের সম্ভাবনা, ঐ উদ্দেশ্যে অন্য লোক প্রেরিত হইবে' বলিয়া উত্তর দিলেন। বলা বাহুল্য, এ ভাবের কোনই চেষ্টা হইল না। অতঃপর উজীর

বাণিজ্যের যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়া ডিরেক্টরগণ এমিয়ট্‌, হে, কার্ণাক্‌ প্রভৃতিকে পদচ্যুত ও অন্যান্য অনেককে ভর্ৎসনা করিয়া পত্র প্রেরণ করেন। কার্ণাক্‌ অবশ্য তাঁহার সম্বন্ধে বর্ত্তমান ব্যবস্থার পুনর্বিচার পাইবার আশায়, বাঙ্গলা ত্যাগ করিয়া যান নাই।

(১) মুতাক্ষরীণ—দ্বিতীয় খণ্ড।

মীর কাসেমের উপর বাদশাহের প্রাপ্য বাকী পরিশোধের জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। অর্থাভাব বলিলে কোনও ফল নাই দেখিয়া সুচতুর মীর কাসেম্ ত্যাগ করিয়া সবান্ধবে ফকিরের বেশধারণ করিলেন (১)। সুজা তাঁহার পটমণ্ডপে আগমন পূর্ব্বক নানা কথায় তুষ্ট করিয়া পুনরায় রাজবেশ পরাইয়া গেলেন। যুদ্ধকালে মীর কাসেমের দ্বারা কোন উপকারের প্রত্যাশা নাই, সমরুর সেনাদল তাঁহারই অধীনে আসিতে প্রস্তুত, ইহাও উজীরের অবিদিত ছিল না। উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পরেই সমরু স্বীয় সেনাদলের বেতন দাবী করিয়া মীর কাসেমের শিবির বেষ্টন করিল। মীর কাসেমের রৌপ্য মুদ্রা নিঃশেষ হইয়াছিল, পরিবারবর্গের নিকট গুপ্ত ভাণ্ডার হইতে স্বর্ণমুদ্রা লইয়া বেতন পরিশোধ করা হইল। ইতিমধ্যে তাঁহার দুই একজন অনুচর তাহাদের হস্তে স্থাপিত মূল্যবান সম্পত্তি লইয়া প্রস্থান দিয়াছিল; কোষাধ্যক্ষ মীর সুলেমান্ উজীরের আশ্রয় লইয়াছিলেন। মীর কাসেম্ এক্ষণে বেতনদানে অসমর্থ বলিয়া সমরুর সেনাদলকে অবসর দিলেন, কিন্তু কামান ও অস্ত্রশস্ত্র প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ দিলে সমরু অগ্রাহ্য করিল। এক্ষণে পূর্ব্ব অভিসন্ধি অনুসারে সমরুর দল উজীরের অধীনে নিয়োজিত হইল। স্বর্ণমুদ্রায় গুপ্ত ভাণ্ডারের গন্ধ পাইয়া সুজা তখন মীর কাসেমের পটমণ্ডপ বেষ্টন করিলেন। মহিলাগণ ও অনুচরবর্গের হস্তে স্থাপিত প্রজাশোষণের ফলে সঞ্চিত বহুমূল্য ধনরত্নের অধিকাংশ উপযুক্ত উজীর অতিথিসৎকারের মূল্যস্বরূপ গ্রহণ করিলেন! বিপৎপাতের সম্ভাবনা অনুমান করিয়া মীরকাসেম্ ইতিপূর্ব্বেই বিশ্বস্ত অনুচর মহম্মদ ইশাখ্ প্রভৃতির হস্তে অনেক মূল্যবান্ রত্ন ক্রয় করিয়া রোহিলখণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন। খোজা এবং মহিলাগণও সুজার নিষ্পীড়নসত্বেও কিয়দংশ বহুমূল্য রত্ন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অতঃপর ইংরেজপক্ষের সহিত সন্ধির কথায় কিছুকাল অতিবাহিত হইল (২)। শেষে বক্সার যুদ্ধের পূর্ব্বদিন একটি ভগ্নপাদ হস্তিনীপৃষ্ঠে মীর কাসেমকে শিবির হইতে বিদায় দেওয়া হয়। এই স্থলেই মীর কাসেমের ভবিষ্যৎ জীবনীর উপসংহার করা

---

(১) এস্থলে 'অতিথি তাঁহার উৎপীড়নে বাধ্য হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, লোকচক্ষে সুজা বিশেষ নিন্দিত হইবেন'—ইহাই উদ্দেশ্য। এ সময়ে অক্তভাব দেখাইলেও সুজা অবিলম্বে মীর কাসেমের সর্ব্বস্ব অপহরণে কোনই মানসিক ক্লেশ বোধ করেন নাই, দেখা যাইতেছে।

(২) সুজার এই ব্যবহার গর্হিত হইলেও তিনি মীর কাসেমকে ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত হন নাই।

যাইতেছে। মীর কাসেম্ মন্দগমনে এলাহাবাদের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, এমন সময়ে বক্সারে উজীরের পরাজয়সংবাদ প্রাপ্ত হন। অনতিবিলম্বে বন্ধু আলি ইব্রাহিমের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন, মন্ত্রী বেণী বাহাদুর তাঁহাকে ইংরেজের হস্তে ধরিয়া দিবার প্রস্তাব করিতেছেন। তৎক্ষণাৎ ত্বরিতগতি এলাহাবাদে পলায়ন করিলেন; তথায় পত্নী ও স্বজনবর্গকে অতি কষ্টে উদ্ধার করিয়া সদলে রোহিলখণ্ডে উত্তীর্ণ হইলেন। প্রধান রোহিলা-সামন্ত এবং তাৎকালিক বাদশাহী সেনাপতি ধর্ম্মপ্রাণ নজবুদ্দৌলার অনুগ্রহে মীর কাসেম্ কিয়ৎকাল স্বচ্ছন্দে বেরেলী নগরে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্দিগ্ধ চিত্ত এখানেও তাঁহার বিনাশের মূল হইল; দুর্ভাগ্য তাঁহার দোষরাশিকে অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া দিল। বৃথা সন্দেহ ও উৎপীড়নে অনেক বিশ্বস্ত অনুচর তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেল (১)। শেষে নিজ কুটিল ষড়্যন্ত্রের দোষে তিনি রোহিলখণ্ড ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া গোয়ালিয়রের সমীপবর্ত্তী গোহুদের রাণার আশ্রয় লইলেন। রাণাও কিয়ৎকাল পরে তাঁহার ব্যবহার দর্শনে তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন (২)। কিছুদিন রাজপুতানায় পরিভ্রমণ করিয়া তিনি দিল্লীর নিকটে উপনীত হইলেন। এখান হইতে তিনি শা আল-মের নিকট প্রস্তাব করিলেন, মন্ত্রী আবদুল আহেদ্ খাঁকে অপসৃত করিয়া তাঁহাকে ঐ কার্য্যে নিয়োগ করিলে সাত লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। শা আলমের অভিমত থাকিলেও সেরূপ করা সাধ্য ছিল না। পূর্ব্বকথিত নজফ্ খাঁ এবং তাঁহার নিয়োজিত আবদুল আহেদ্ তখন দিল্লী দরবারে সর্ব্বেসর্ব্বা। আবদুল আহেদ্ অপদার্থ বাদশাহকে ধরিয়া বসিলেন। বাদশা সম্মতি দেন নাই, কয়েক-জন কর্ম্মচারী ঐ প্রস্তাব আনিয়াছে, বলিলে তাহারা পদচ্যুত হইল ও মীর কাসেমের প্রতি রাজ্যত্যাগের বাদশাহী আদেশ প্রচারিত হইল (৩)। এক্ষণে

(১) মুতাক্ষরীণ—তৃতীয় খণ্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা।

(২) মুস্তাফা লিখিয়াছেন, মীর কাসেম্ বেগমগণের প্রতি সন্দেহ করিয়া এখানে কয়েক জন অনুচরের প্রাণদণ্ড করেন; কয়েকটি মহিলার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত হয় এবং দশ জন কূপে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করে। মীর কাসেমের জ্ঞাতি ভ্রাতা মীর মুগুন (ভবিষ্যতে কত্তে আলী) বেত্রাঘাত সহ্য করিয়া কঠোর দণ্ডের আশঙ্কা করিতেছিলেন, রাণার অনুগ্রহে মুক্তি পাইয়া মুর্শিদাবাদ আইসেন। মুস্তাফার লিখন সময়ে এই কত্তে আলী ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট মাসিক দেড় হাজার টাকা বৃত্তি ভোগ করিতেন।

(৩) Scott's History Vol. II. Arangazeb's Successors—P. 262. মীর কাসেমের এক্ষণে আর সাত লক্ষ টাকা দিবার সাধ্য ছিল এমন বোধ হয় না।

সকলেই একে একে অভাগাকে ত্যাগ করিতেছিল। অতঃপর দিল্লী ও আগরার মধ্যবর্ত্তী একটি সামান্ত স্থানে দারিদ্র্যের চরমক্লেশ ভোগ করিয়া মীর কাসেমের মৃত্যু সংঘটন হয়। (১)

এদিকে মীর কাসেমের অর্থসম্পত্তির বলে সেনাদলকে তৃপ্ত করিয়া সুজা-উদ্দৌলা বর্ষাগমে ইংরেজকে পাটনা হইতে দূরীভূত করিবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে মেজর মন্‌রো পাটনায় উপনীত হইলেন। তখনও সিপাহী-সৈন্যদলে বিরাগ ও বিদ্রোহভাব অপনীত হয় নাই। পুরস্কারের আপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বেতন বৃদ্ধির দাবি করিয়া অনেকে প্রকাশ্যে অশান্ত ভাব প্রদর্শন আরম্ভ করিয়াছিল। শারণে মাঞ্জিতে স্থাপিত সিপাহীদল প্রতিশ্রুতি পালিত হয় নাই বলিয়া বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া মন্‌রো স্বয়ং ছাপরায় গিয়া বিদ্রোহীদলকে ধৃত করিয়া আনিবার জন্ত অপর এক দল সিপাহী প্রেরণ করিলেন। তাহারা অতর্কিতভাবে আক্রমণ পূর্ব্বক বিদ্রোহি-গণকে বন্দীভূত করিয়া সরযূ বাহিয়া ছাপরায় আনিল। বিদ্রোহনায়ক পঞ্চাশ জন সিপাহীর মধ্যে চতুর্বিংশ জনকে বাছিয়া লওয়া হইল। সামরিক বিচারে তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রচারিত হইলে তন্মধ্যে চারিজন অগ্রসর হইয়া বলিল, যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা সর্ব্বদা পুরোভাগে কার্য্য করিয়াছি, সর্ব্বাগ্রে আমাদেরই প্রাণদণ্ড হউক। অন্ত লোকের নিকটে এরূপ প্রার্থনার ফল যাহা হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়; কিন্তু মন্‌রো তাহাদের প্রার্থনা কার্য্যে পরিণত করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন! উহাদিগকে কামান-মুখে উড়াইয়া দেওয়া হইল। এই দৃশ্যে অন্য সিপাহীদলের প্রস্তরকঠিনহৃদয়ও দ্রবীভূত হইল; সকলের চক্ষে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। ইংরেজ সিপাহীনায়কগণ সেনাপতিকে জানাইলেন, সিপাহীদল আর এরূপ কঠোর দণ্ড হইতে দিবে না। মন্‌রো ইংরেজ গোরা ও গোলন্দাজদলকে সতর্ক থাকিবার আদেশ দিয়া আরও ষোল জনের ঐরূপে প্রাণদণ্ড করাইলেন। অবশিষ্ট চারি জনকে ঘটনাস্থলে এইরূপে দণ্ডিত করিবার আদেশ দিয়া প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অকাতরে প্রাণ দানে অভ্যস্ত সিপাহী-হৃদয়েও এইরূপ দণ্ডে ভীতি-সঞ্চার হইল। বিদ্রোহ প্রশমিত হইল। ইতিমধ্যে সুজাউদ্দৌলার সহিত সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল। সুজা অন্তান্ত বিষয়ে সম্মতি প্রদর্শন করিলেও

(১) মুতাক্ষরীণ। Annual Register (1800) হইতে ক্রম্ নির্দেশ করিয়াছেন, মীর কাসেমের দেহান্তে তাঁহার এক মাত্র শাল বিক্রয় করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল।

মীর কাসেম্ বা সমরুকে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত না হওয়ায় একথা প্রস্তাব-মাত্রই রহিয়া গেল। (১)

বর্ষা অপগত হইলে ৯ই অক্টোবর (১৭৬৪) মেজর্ মন্‌রো সদলে বক্‌সারের দিকে যাত্রা করিলেন। সুজাউদ্দৌলার অগ্রগামী সেনাদল ইহাদের সম্মুখে পড়িয়া পশ্চাদগমন করিল। বক্‌সারে সুজার গড়খাতের সম্মুখে উপনীত হইয়া ইংরেজ সেনাপতি ইতিকর্ত্তব্যতা অনুধাবন করিতেছিলেন, কিন্তু বিপক্ষের কৃতকার্য্যে তাঁহার আর অধিক চিন্তার অবসর রহিল না। গিরিয়া ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও অস্থিরতাই মুসলমানের পরাজয়ের কারণ হইল। তৃতীয় দিবসে সুজা স্বীয় সুরক্ষিত ব্যূহ হইতে বহির্গত হইয়া শত্রুদলনের কল্পনা করিলেন। প্রতিপক্ষের অসমীক্ষ্যকারিতায় ইংরেজের অধিকতর সুবিধা হইল। চিরপ্রথামত প্রথমেই মুসলমান অশ্বারোহী ও বন্দুকধারী সেনাদল সতেজে আক্রমণে অগ্রসর হইল। সহিষ্ণু ইংরেজ সেনা বারম্বার আক্রমণ প্রতিহত করিল; ইংরেজের ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র প্রতিমুহূর্ত্তে যমদণ্ডের প্রচণ্ড প্রভাব প্রদর্শন করিতে লাগিল। উজীরের দুরাণী ও সেখজাদী অশ্বারোহী দল অমিতবিক্রমে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল। মধ্যস্থলে সমরু ও ম্যাডকের দল যথেষ্ট কার্য্যকারিতা দেখাইল; একবার ইংরেজ পক্ষে যায় যায় শব্দও উঠিল। কিন্তু সুজার পশ্চাদ্দেশে স্থাপিত সেনানী সুজাকুলী খাঁর অবিবেচকতায় যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। সকলেই যুদ্ধ কার্য্যে উৎসাহ দেখাইতেছে, তিনিই কেবল পশ্চাতে নিশ্চল রহিবেন, ইহা তাঁহার সহ্য হইল না। ঘুরিয়া আসিয়া সম্মুখের বিল পার হইয়া ইংরেজের কামানমুখে দর্শন দিলেন। স্বয়ং অনুচরবর্গসহ নিহত হইলে তাঁহার অবশিষ্ট সেনাদল পলায়ন করিয়া স্বপক্ষের শ্রেণী ভঙ্গ করিয়া দিল। (২) মোগল ও দুরাণী অশ্বারোহিদল যুদ্ধের

---

(১) ইংরেজী ইতিহাসে এস্থলে সুজাউদ্দৌলার বিশ্বাসঘাতকতা প্রসঙ্গে অনেক কথা নির্দ্দেশ থাকিলেও ফলে দেখা যায়, তিনি আশ্রিত ব্যক্তিকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করেন নাই। গোলাম হোসেন্ সুজার পূর্ব্বকার্য্যে কৃতিত্ব স্বীকার করিয়া মীর কাসেমের প্রতি অনাচার উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভাগের সমস্ত বিবরণ মীর কাসেমের পরম বন্ধু আলি ইব্রাহিমের নিকট প্রাপ্ত। মীর কাসেমের কৌটিল্য ও স্বীকৃত অর্থ প্রদানে চাতুরী, সুজা উদ্দৌলার অপ-ব্যবহারের সহিত আলোচিত হওয়া কর্ত্তব্য।

(২) মুতাক্ষরীণ; বক্সার যুদ্ধেও ইংরেজ লেখকগণ বাঙ্গলার নবাবী-সৈন্যের কথা উল্লেখই করেন নাই।

এইরূপ উপসংহার দর্শন করিয়া কুলোচিত ব্যবহার অনুসারে উজীর-শিবিরেই লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়া দিল। সুজা বিপন্ন হইয়া, কেবল মূল্যবান্ সম্পত্তি মাত্র লইয়া অনুচরদলসহ এলাহাবাদের দিকে পলায়ন আরম্ভ করিলেন; শত্রুদল পশ্চাতে অনুসরণ করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে সম্মুখে তুরা নালার সেতু ভঙ্গ করিয়া গেলেন। মন্ত্রী বেণী বাহাদুর শা আলম্‌কে সঙ্গে লইবার বৃথা প্রয়াস পাইয়া সত্বরেই গঙ্গা পার হইলেন। সুজার বিপুল শিবিরের প্রভূত সম্পত্তি ও যুদ্ধোপকরণ ইংরেজের হস্তগত হইল।

শা আলম্‌ এক্ষণে মুক্তবন্ধন হইয়া ইংরেজের শরণ লইলেন। মেজর মন্‌রো তাঁহার সহিত সন্ধিবন্ধনের কল্পনায় কলিকাতা কাউন্সিলের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ইতিমধ্যে বাদশা সদলে ইংরেজ শিবিরের নিকটে থাকিয়া এলাহাবাদের দিকে যাত্রা আরম্ভ করিলেন। অতঃপর চুনার দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার সম্বন্ধে বিফলমনোরথ হইয়া মন্‌রো কাশীর নিকটে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে সুজাউদ্দৌলাও বৃথা সন্ধির প্রস্তাবে ইংরেজ পক্ষকে ব্যাপৃত রাখিয়া মল্‌হর রাও হুলকার এবং রোহিলাগণের সাহায্যে পুনরায় ইংরেজদলনের আয়োজন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সুচতুর মন্ত্রী বেণী বাহাদুর ইংরেজ পক্ষের, এমন কি দূতপ্রধান শেতাব রায়েরও চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া সন্ধির কথায় যথেষ্ট কালক্ষেপ করিলেন (১)। মারাঠার সহিত মিলিত হওয়ায় সুজার সুযোগ সমুপস্থিত হইয়াছে এই সংবাদ পাইয়াই তিনি ছল করিয়া ইংরেজের শিবির ত্যাগ করিলেন। পুনরায় এদেশে প্রত্যাগত ইংরেজ-সেনাপতি মেজর কার্ণাক্ হতজ্ঞান হইলেন। তখন নিরুপায় শা আলমেরই সহিত সন্ধির কথা স্থির হইল;—'ইংরেজ এলাহাবাদ প্রদেশ এবং সুজাউদ্দৌলার অধিকাংশ অধিকারে শা আলম্‌কে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাদশাহী ফর্ম্মান্ অনুসারে রাজা বলবন্ত সিংহের জমিদারীতে রাজকীয় অধিকার প্রাপ্ত হইবেন, এবং বাদশাহী-ভাণ্ডারের ভবিষ্যৎ আয় হইতে যুদ্ধব্যয় প্রদত্ত হইবে' এই ব্যবস্থা হইয়া গেল।

এদিকে কোম্পানীর তহবিলে দারুণ অর্থাভাব বলিয়া ইংরেজ কাউন্সিলের বারম্বার অনুরোধে মীরজাফর পাটনা হইতে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাদের মনোনয়নের বৃথা প্রয়াস পাইতেছিলেন। মীরজাফরের দ্বিতীয় শাসনে অর্থ-সংগ্রহের উদ্যোগেরও অনুমাত্র ত্রুটী হয় নাই; মন্ত্রী মহারাজা নন্দকুমার

---

(১) মুতাক্ষরীণ। পার্লামেন্ট কমিটীর রিপোর্টে মনরোর সাক্ষ্যে এই সময়ে সুজার প্রভাব ও চরিত্র সম্বন্ধে যে বিরুদ্ধ বিবরণী আছে তাহার কারণও এই।

এই উদ্দেশ্যে স্বীয় অসাধারণ প্রতিভার যথেষ্ট প্রমাণপ্রদান করিতেছিলেন। তৃতীয় যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যাণ্মাসিক কিস্তীর রাজস্ব সংগ্রহ আরম্ভ হয়। নদীয়া, রাজশাহী, দিনাজপুর এবং ঢাকা প্রদেশই তখন নবাবের একমাত্র সম্বল; অনিশ্চিত জয় পরাজয়ে কোন স্থান হইতেই রীতিমত রাজকর আদায়ের আশা ছিল না। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও দিনাজপুরের রাজা বৈদ্যনাথ ইতিপূর্ব্বেই মীরকাসেমের আদেশে দুই বৎসর কাল ধরিয়া বন্দীভূত ছিলেন। সরকারী ক্রোক্ সাঁজোয়াল দ্বারা তাঁহাদের জমিদারীর রাজকর আদত্ত হইতেছিল। বিপ্লবের অবস্থায় দেওয়ানী কারাগারের অন্যান্য বন্দীর সহিত কৃষ্ণচন্দ্র পলায়ন করিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিলেও বর্ত্তমানে রাজকর আদায়ের সুবিধার নিমিত্ত নন্দকুমারের চক্রে মুর্শিদাবাদের ফৌজদার কিয়ৎকালের জন্য তাঁহাকে রাজধানীতে প্রহরিবেষ্টিত করিয়া রাখেন। ভান্সিটার্টের বিশেষ অনুরোধে ফৌজদার ইয়েজ্ খাঁ শেষে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। (১) নানা উপায়ে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়াও নন্দকুমার সব দিক্ রক্ষা করিতে পারেন নাই; ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে নবশস্য সংগৃহীত হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে রীতিমত খাদ্য সরবরাহও হইয়া উঠে নাই। যাহা হউক, বাঙ্গলার সময়োচিত ব্যবস্থা শেষ করিয়া মন্ত্রিবর পাটনায় নবাব-শিবিরে মিলিত হইয়া তাৎকালিক অবস্থায় বিহারের সুব্যবস্থা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্ব্বে বাদশাহ দরবারে মীর্ জাফরের জন্য সনন্দ প্রাপ্তির উদ্যম বর্ণিত হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব যুদ্ধব্যাপারে দেশীয় শক্তিকে শা আলমের পক্ষে নিয়োগ করিবার উদ্যম করিয়া তিনি যথেষ্ট পরিচিত হইয়াছিলেন। সুতরাং মীর জাফরের সনন্দ আসিবার পূর্ব্বেই নন্দকুমারকে প্রধান কার্য্যের ভার দিবার অনুরোধ করিয়া দিল্লী-দরবার হইতে পত্র আইসে (২)। ইংরেজপক্ষের মনে ইহাতে স্বতঃই ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইয়াছিল। এক্ষণে সুজাউদ্দৌলা প্রতিহত হইলেও সদলে বক্সারে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময়ে বাদশাহী সনন্দের মোহময় প্রভাবে মীর জাফরের পক্ষ প্রবল হইবে, বিহারের রাজকরও যথাসম্ভব আদত্ত হইতে পারিবে, এই আশা ও উদ্দেশ্য প্রবীণ মন্ত্রী মহারাজ নন্দকুমার পাটনায় পৌঁছিয়াই বাদশাহ-শিবিরে পত্রাদিচালনা আরম্ভ করিয়া

---

(১) Long's Records— Letter to Irej Khan, 11th May 1764. সম্ভবতঃ এই কথাই নানা ভাবে প্রচারিত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্রের কারা-মুক্তির প্রবাদের সৃষ্টি করিয়াছিল।

(২) Vansittart's Narrative Vol 3, P 418 and note.

দিলেন। উজীর-শিবিরে রাজা বলবন্ত সিংহও নন্দকুমারের সহিত পত্রব্যবহার করিতে লাগিলেন। কার্ণাক্ এই ব্যাপারে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া নন্দকুমারকে প্রহরিবেষ্টিত করিয়া কলিকাতায় প্রেরণের সংকল্প করিলেন। নবাবের অনুনয়ে এবং স্বীয় তাৎকালিক দেওয়ান রাজা নবকৃষ্ণের বিশেষ অনুরোধে ইংরেজ সেনাপতি এ যাত্রা নন্দকুমারকে অব্যাহতি দিলেন। (১) কিন্তু উক্তরূপ উদ্যোগের পর হইতে নন্দকুমারের প্রতি ইংরেজপক্ষের পুনরায় বিষদৃষ্টি পড়িল। এই সময়েই আবার ইংরেজ বণিকের দেশীয় কর্ম্মচারিগণের অত্যাচার নিবারণের উদ্যম হইতেছিল। ঢাকা, রাঙ্গামাটী, বাখরগঞ্জ, চিল্মারী প্রভৃতি স্থানে ইংরেজের বলপূর্ব্বক দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়, মুঙ্গের ও পাটনা দুর্গাদিতে ইংরেজগণের অবস্থানে নবাবের ক্ষতি, পূর্ণিয়ার জঙ্গল ভূমি এবং অন্য কয়েকটি স্থানে কোম্পানীর অন্যায় রূপে অধিকার, ইত্যাদি নির্দ্দেশ করিয়া পাটনা হইতে নবাবের পক্ষ হইতে এক সুদীর্ঘ পত্র প্রেরিত হইল। (২) নানা কারণে নন্দকুমার ইংরেজের চক্ষুশূল হইয়া উঠিলেন। নন্দকুমারের চক্রকৌটিল্য অস্বীকার না করিলেও স্বীয় প্রভু নবাবের স্বত্ব রক্ষা এবং দেশের যথাসম্ভব সুব্যবস্থা সাধন জন্য এক্ষণে যে তিনি প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। মীর জাফরের যথাসাধ্য উপকার করিবার চেষ্টা করিয়া নন্দকুমার অন্যায় করিয়াছেন, ইহা স্বার্থভোগী ভিন্ন অন্যে বলিবে না।

নন্দকুমারের সহস্র চেষ্টা সত্বেও অরাজকতার উৎপন্নসঙ্কোচবশতঃ, পরন্তু এই দুরবস্থার উপরে ইংরেজের অযথা-বাণিজ্যের প্রকোপে রীতিমত রাজস্ব সংগৃহীত হওয়া অসাধ্য হইল। কোম্পানীর কর্ম্মচারী দলের ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ক্ষতিপূরণের দাবি বৃদ্ধ নবাবের অশক্ত স্কন্ধে দিন দিন গুরুতার ন্যস্ত করিতে লাগিল। প্রকাশ্য সন্ধিপত্রে যুদ্ধকার্য্যের ব্যয় এবং কোম্পানীর ক্ষতিপূরণার্থ

---

(১) Barwell's letter to his Sister—পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, নবকৃষ্ণ ইতিপূর্ব্বে আডামসের মুন্সি বা দেওয়ান্ হইয়াছিলেন। বিপ্লবের সময়ে স্বীয় স্বাভাবিকী প্রতিভার যথেষ্ট প্রয়োগ করিয়া তিনি এক্ষণে অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর ও পরে রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মীর্ জাফরের দ্বিতীয়বার রাজ্যগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণের অর্থের মীমাংসায় রাজা নবকৃষ্ণের সংস্পর্শ ছিল, ইণ্ডিয়া অফিস্ হই'ত রাজা বিনয়কৃষ্ণের সংগৃহীত কয়েকটি কাগজের প্রতিলিপিতে তাহা দৃষ্ট হইতেছে। কায়স্থ স্বভাব সুলভ বুদ্ধিমত্তাই নবকৃষ্ণের উন্নতির প্রধান কারণ।

(২) Long's Selections.

ত্রিশ লক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকার থাকিলেও যুদ্ধকার্য্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল বলিয়া মাসিক আরও দুই লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল (১); শেষ দিকে ইহাই মাসে পাঁচ লক্ষ হইয়া পড়ে। ইহাতেও বিপদ তত ঘনীভূত হইত না। কিন্তু অচিন্তিতপূর্ব্ব অন্য উপদ্রব মীর জাফরের 'কাল হইল। কলিকাতা হইতে নবাবের প্রত্যাগমনের পরে কাউন্সিলের প্রতি পত্রে প্রার্থনার পরিমাণ ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রথমে ইংরেজ-সেনাদলের পুরস্কারের কথা ছিল, এক্ষণে নৌসৈন্যও সময়ে আসিয়া সাহায্য করিতে গিয়াছিল, তাহারাও বঞ্চিত না হয় বলিয়া, মহামতি ভান্সিটার্ট অনুরোধ পত্র পাঠাইলেন। (২) সন্ধিপত্রে সাধারণ ইংরেজের ক্ষতিপূরণ স্বীকৃত হইবার সময়ে কথা ছিল, ইহার পরিমাণ পাঁচ লক্ষের অধিক হইবে না; এক্ষণে ক্রমশঃ দশ কুড়ি করিয়া দাবি তিপ্পান্ন লক্ষে দাঁড়াইল। সিরাজুদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণের নিমিত্ত প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের মত এবারেও দাবির অর্দ্ধেক মাত্র লওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া নবাবপক্ষ হইতে পত্র (৩) গেলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করে কে? কোম্পানীর ধমুর্দ্ধর ভৃত্যবর্গ সরকারী প্রাপ্য অংশতঃ পরিশোধ হইবার পূর্ব্বেই নিজ নিজ দাবির অর্দ্ধেক আদায় লইলেন! অনেকে আবার এই টাকা শতকরা আট টাকা হার সুদে কোম্পানীর খাতায় ঋণস্বরূপে জমা দিয়া প্রভু বণিকের ব্যবসায় চালাইবারও সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ের অবস্থাবর্ণনেই ক্লাইব্‌ উত্তরকালে পার্লামেণ্ট সভায় বলিয়াছেন:—'নবাব সে সময়ে ইংরেজপক্ষের কোষাধ্যক্ষ (বা কুঠিয়াল্‌) মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যে কোন সময়ে যথাসম্ভব অর্থ-গ্রহণই এখন তাঁহাদের সঙ্কল্প ও কার্য্য হইয়াছিল'। (৪)

ইংরেজপক্ষের বিশেষ অনুরোধে বৃদ্ধ মহারাজ দুর্লভরাম এক্ষণে নিজামৎ-বিভাগের দেওয়ান নিয়োজিত হইয়াছিলেন। সমগ্র ক্ষমতা তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করা মীর জাফর বা নন্দকুমারের অভিপ্রেত ছিল না; সুতরাং দেওয়ান্‌খানা, জায়গীর বিভাগ, পাটনা অঞ্চলের হিসাব, হুজুর-নবিসী, ধনাগার প্রভৃতি নিজা-মৎ দেওয়ানী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নন্দকুমার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। (৫) মহম্মদ রেজা খাঁ বিশ লক্ষ টাকা হিসাববাকীর নিকাশ দিবার জন্য মুর্শিদাবাদে

(১) Long's Selections No. 725. Nabob's letter, 20th Dec. 1764.
(২) Do Do Vansitart's letter.
(৩) Do—No 714 Mirjaffar's letter.
(৪) Clive's Speech 1772. (Almon's Debates)
(৫) Long's Records—Letter from Dullav Ram.

আনীত ও বন্দীভূত হইলেন। স্বকীয় অর্থবল ও ইংরেজের কল্যাণে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের তাৎকালিক নেতা রেজাখাঁর পরিত্রাণ পাইতে বিলম্ব ঘটে নাই।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ভান্সিটার্ট কর্ম্মত্যাগ করিয়া স্বদেশযাত্রা করেন। ক্লাইবের অতি শীঘ্র কলিকাতা আগমন সম্ভব, এই সংবাদে উল্লসিত হইয়া নবাব মীরজাফর কলিকাতা যাত্রা করেন। ক্লাইব আসিলেই জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হইবে, তখনও সেই আশা ছিল। নবাব কলিকাতায় উপনীত হইলেই পুনরায় প্রাপ্য টাকার জন্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ হইল। অর্থাভাবে বিপন্ন বৃদ্ধ মীরজাফর ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া নিরতিশয় ক্ষুণ্ণমনে রাজধানী প্রত্যাগত হইয়াই শেষ শয্যায় শয়ন করিলেন; (১) তাঁহার বয়সও এক্ষণে ৭৪ বৎসর হইয়াছিল। কথিত আছে, অন্তিমকালে হিতাকাঙ্ক্ষী নন্দকুমারের অনুরোধে মীর জাফর নিদানের মহৌষধি কিরীটেশ্বরীর পাদোদক পান করিয়াছিলেন। (জানুয়ারি—১৭৬৫)

মীর কাসেম্‌ ও মীর জাফরের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় মুসলমান নবাবের স্বাধীনতার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইল। কুটমন্ত্রণায় দক্ষতর অথচ স্বজাতির স্বার্থে একপ্রাণ বণিক্‌ ইংরেজ-কোম্পানীর কর্ম্মচারিদল গৃহ-কলহে হতজ্ঞান বঙ্গীয় মূর্খ মুসলমানের মস্তকে উঠিবেন, ইহা স্বাভাবিক। শ্বশুর জামাতার চরিত্র অধ্যয়ন করিলেই ভারতের শেষ মুসলমান রাজপুরুষদিগের নৈতিক দুর্ব্বলতা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। মীর জাফর আত্মরক্ষার জন্ত চক্রান্ত করিতে বাধ্য হইলেও (২) লোকবিগর্হিত উপায়ে সঙ্কল্প সিদ্ধ করিয়াছেন, পূর্ব্বেই দৃষ্ট হইয়াছে। আর মীর কাসেম্‌? তিনি আদর্শ অধঃপতিত

(১) মুস্তাফা মীরজাফরের কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইবার এই প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জীবনের শেষদশা পর্য্যন্ত তাঁহার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা ও ক্রমাগত কলিকাতা যাতায়াত, অনেক গালগল্পের অসারতা প্রতিপাদন করিতেছে। মীরজাফর অপরাধী বলিয়াই যত নিগ্রহ!

(২) মুতাক্ষরীণ ভিন্ন সমসাময়িক ইয়ার্‌ মহম্মদ তাঁহার 'ইন্‌সা' (লিপিমালা) গ্রন্থে এই মতই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইয়ার্‌ মহম্মদ সিরাজের কলিকাতা আক্রমণের পর তাঁহারই কার্য্যে কলিকাতায় নিয়োজিত ছিলেন। পলাসী যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি স্বয়ং উপস্থিত, এই কালের সমস্ত ঘটনা তাঁহার এক বিস্তৃত পত্রে লিপিবদ্ধ আছে। রিয়াজ্‌গ্রন্থকার তাহাই সম্পূর্ণ অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাতে যুদ্ধক্ষেত্রে মীরজাফরের দূরে দণ্ডায়মান থাকা ব্যতীত অন্য বিশ্বাসঘাতকতার কোন নির্দ্দেশ নাই। সিরাজের পতনের পরে ইয়ার্‌ মহম্মদ মীর কাসেমের, পরে মীরণের কর্ম্মচারী ছিলেন।

মোগল রাজপুরুষের মত স্বীয় স্বার্থের যুপকাষ্ঠের সম্মুখে যাহাকে আবশ্যক, নিবেদন করিয়াছেন; অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বীয় ধর্ম্মপত্নীর পিতাকেও বলিপ্রদানে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার অটল অধ্যবসায়, অসীম রাজনীতিজ্ঞতা প্রভৃতি গুণও সন্দিগ্ধ-চিত্তের প্রণোদনে তাঁহাকে দুষ্কৃতির দিকেই লইয়া গিয়াছে। খ্যাতনামা মুসলমান পরিব্রাজকের কথায় (১) রাজপুরুষগণের পরস্পরের প্রতি আচরণ সাধারণ সমাজনীতির তুলাদণ্ডে পরিমাপ না হইলেও মীরকাসেমের অনেক কার্য্যকলাপ সমর্থন করা দুষ্কর। অনেক 'তেজিয়সাং ন দোষায়' নীতির উপাসক তাঁহার দোষ দেখিতে পান না, কেহবা কেবল ইংরেজনিগ্রহে মীর কাসেম্ কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার অনুকূল। অধঃপতিত জাতির দুর্ব্বল প্রকৃতির এখানে চরম পরিচয়! যে মীর কাসেম্ সমগ্র বঙ্গের পদস্থ লোকের অধঃপাতে স্বীয় উন্নতির সোপাননির্ম্মাণে প্রয়াস পাইয়াছেন, যাঁহার অসঙ্গত করবৃদ্ধিই দেশে দরিদ্রতা আনয়নের মূল কারণ, তাঁহার সহিত সমবেদনায় অতীতের সুখস্মৃতিতে যাঁহারা ভাসমান হইতে চাহেন, তাঁহাদের সরল-বিশ্বাসে কেহই আপত্তি করিবে না। ঘটনা পরম্পরার সমাবেশে পৃথিবীর ইতিহাসে ক্রমবিকাশ যাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ স্বীকার করিবেন, মীর কাসেম্ ইংরেজদলনে সমর্থ হইলে বর্ত্তমান ভারতের উন্নতির ইতিহাস অন্ততঃ শতাব্দীকাল পশ্চাৎপদ হইত।

(১) মির্জা আবুতালেবের ভ্রমণবৃত্তান্ত

সপ্তদশ অধ্যায়।

উপসংহার—কোম্পানীর দেওয়ানী।

মীরজাফরের মৃত্যুঘটনায় নূতন নবাব নিয়োগে মুর্শিদাবাদের রাজকোষ কোম্পানীর কর্ম্মিষ্ঠ কর্ম্মচারিবর্গের সম্মুখে পুনরায় উন্মুক্ত হইল। ইংরেজদল অসীম উৎসাহে অভ্যস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন। গবর্ণর স্পেন্সার এ দেশীয় চক্রকৌটিল্যে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত; ভাগ্য প্রসন্ন বলিয়াই সুসময়ে মান্দ্রাজ হইতে আগমন করিয়া কলিকাতায় কর্ণধার হইয়া বসিয়াছেন। সুতরাং হল্‌ওয়েলের মত অভিজ্ঞ জনষ্টোনই এক্ষেত্রে নায়ক নিয়োজিত হইলেন। মীর জাফরের পুত্রগণের মধ্যে নজমুদ্দৌলা তখন প্রাপ্তবয়স্ক; বৃদ্ধ নবাব মৃত্যুশয্যায় তাঁহাকেই মসনদে স্থাপিত করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। মীরণের এক শিশু পুত্র বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু দেশীয় প্রধান লোকের কেহই তাহার পক্ষে নহে; পরন্তু তাহার পক্ষ হইতে অর্থদানেরই বা আশা কোথায়? নজমুদ্দৌলার সহিত প্রস্তাবিত সন্ধিপত্রের খস্‌ড়া প্রস্তুত করিয়া লইয়া কাউন্সিলের চারিজন ধনুর্দ্ধর মুর্শিদাবাদ আগমন করিলেন। নানা ষড়যন্ত্র ও ভয়প্রদর্শনাদির পরে শূন্য রাজকোষ হইতেও প্রায় বিশ লক্ষ টাকা বহির্গত হইল(১)।

---

(১) Letter to the Court, from Calcutta Councill, Sept, 1765. ক্লাইব-প্রমুখ সভ্যগণ এ বিষয়ে স্থানীয় তদন্ত করিয়া নবাব ও রেজাখাঁর নিকট ১৭ লক্ষের অধিক টাকা লইবার বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছিলেন। পার্লামেণ্ট কমিটীর নিকট যে টাকা স্বীকৃত বা প্রমাণিত হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

স্পেন্সার	২০০০০০
জনষ্টোন্	২৩৭০০০
সিনিয়র	১৭২০০০
মিডল্‌টন্	১২২০০০
লিষ্টার	১১২০০০
অন্য তিনজন সদস্য	৩০০০০০
গিডিয়ান্ জনষ্টোন্	৫০০০০

শেষোক্ত ব্যক্তি জনষ্টোনের কনিষ্ঠ বলিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী না হইলেও অংশ পাইয়াছেন ক্লাইবের কমিটীর নিকটে 'রেজাখাঁর চারি লক্ষ হস্তগত হয় নাই' বলিয়া প্রকাশ।

মহম্মদ রেজা খাঁ এই ব্যবস্থার বিশেষ সহায়তা করিলেন এবং ঢাকার পূর্ব্বসঞ্চিত স্বীয় অর্থের যথাস্থানে প্রয়োগ করিয়া নিজে নায়েব সুবাদার হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। দুর্লভরাম এবং নন্দকুমারকেও এই পদ প্রাপ্তির আশা দিয়া তাঁহাদের নিকট কয়েক লক্ষ মুদ্রা গ্রহণ করা হইয়াছিল; শেষে অধিক দানে সমর্থ রেজা খাঁই নিয়োজিত হইলেন (১)। বণিক্‌রাজ তাৎকালিক জগৎশেঠও রাজকার্য্যে পূর্ব্বকালের মত লিপ্ত থাকিতে পাইলে সবিশেষ লাভের আশায় বায়নাস্বরূপে সওয়া লক্ষ দিয়া রাখিলেন।

১৭৬৫ ফেব্রুয়ারীর এই সন্ধিপত্রে (২) সৈন্যাদি সাহায্যে দেশরক্ষার ভার কোম্পানী স্বহস্তেই গ্রহণ করিলেন। মীরজাফরের পূর্ব্বস্বীকৃত সেনাদলের ব্যয়-ভার নির্ব্বাহের জন্য মাসিক পাঁচলক্ষ টাকা, এক্ষণে এক প্রকার স্থায়ীভাবেই নবাবী তহবিল হইতে আদত্ত হইবার কথা স্থির হইল। মীরজাফরের সহিত সন্ধিপত্রের অন্যান্য সকল কথা বিস্তৃত ভাবে স্বীকৃত হইয়া মহম্মদ রেজা খাঁর নিয়োগ ও ভবিষ্যৎ ব্যবস্থার উল্লেখ সহ নূতন সন্ধিপত্রে উভয়পক্ষের সহী মোহর সংযুক্ত হইল। পিতার প্রিয়পাত্র নন্দকুমারের নিয়োগ নজমুদ্দৌলার ও তাঁহার মাতা বণিবেগমের অভিপ্রেত ছিল। মীরজাফরের মৃত্যুর পরেই নন্দকুমার নজমুদ্দৌলার পক্ষ হইতে বাদশাহী সনন্দ আনয়নের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। সর্ব্বথা ইংরেজের ছন্দানুবর্ত্তন না করায় নন্দকুমারের প্রতি তাঁহাদের তীব্রদৃষ্টি ছিল; এক্ষণে কলিকাতা বোর্ডকে উল্লঙ্ঘন করিয়া সনন্দ লইবার প্রয়াস প্রকাশিত হইলে নন্দকুমারকে আর মুর্শিদাবাদে থাকিতে দেওয়া নিরাপদ বিবেচিত হইল না। নবীন নবাবের প্রাণপণ চেষ্টাসত্ত্বেও নন্দকুমার কলিকাতায় আনীত হইয়া জামাতা জগচ্চন্দ্র সহ প্রহরীবেষ্টিত রহিলেন।

এদিকে ক্লাইব পুনরায় কলিকাতার অধ্যক্ষ হইয়া আসিতেছিলেন। কর্ম্মবীর ক্লাইব্ প্রথমজীবনে কোম্পানীর কেরাণীখানা হইতে কিরূপে যুদ্ধকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন, তাহা সাধারণের সুপরিচিত। কর্ণাট সমর ও আর্কট অবরোধে অসীম কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে নানারূপে সম্মানিত হইবার পরে দ্বিতীয়বার ভারতে পদার্পণ করিয়াই ভাগ্যবশে বঙ্গীয়-বিপ্লবে ইংরেজপ্রতিষ্ঠার মূলীভূত কারণ হইয়া পড়েন, তাহা পূর্ব্বেই দৃষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়বার দেশযাত্রার পরে অবশ্য উপযুক্ত সম্মানের ত্রুটী হয় নাই।

(১) উল্লিখিত কলিকাতা কাউন্সিলের পত্র (Long's Selections)
(২) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

আমেরিকার যুদ্ধব্যাপারে ইংলণ্ডের যখন ভয়াবহ দুর্দ্দশা, তৎকালে যে ব্যক্তি প্রাচ্যদেশে ইংরেজের জয়পতাকা উঠাইয়াছে, তাহার অত্যধিক প্রশংসা হওয়া স্বাভাবিক (১)। মন্ত্রীবর পিট্ এবং স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরও ক্লাইবকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া শেষে লর্ড উপাধি দানে সম্মানিত করিলেন। নূতন 'লর্ড' এক্ষণে অতুল্য ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর; সমগ্র বৃটিশের চক্ষু তাঁহার দিকে আকৃষ্ট। পক্ষান্তরে দেশযাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্লাইব্ ডিরেক্টরগণকে অবমাননাসূচক যে পত্র লিখিয়া যান, তাঁহাদিগের তজ্জনিত নবক্ষত তখনও আরোগ্য হয় নাই। স্বদেশে সর্ব্বত্র বরণীয় এরূপ একজন লোককে সাধ্য থাকিলেও অবমানিত করা সহজ নহে। ডিরেক্টর সভা কিঞ্চিৎ বিলম্বে ক্লাইবের জায়গীরের উপস্বত্ব বন্ধ করিয়া দিলেন। ক্লাইবও চ্যান্সারী আদালতে অভিযোগ উত্থাপন করিলেন। ইতিমধ্যে ভান্সিটার্টের দুর্ব্বল ব্যবস্থায় ও কলিকাতা কাউন্সিলের হঠকারিতায় বঙ্গে ইংরেজ কোম্পানীর সর্ব্বনাশের সংবাদ আসিতে আরম্ভ করিল। মীর কাসেমের রাজ্যলাভ, বাণিজ্যে কলহ, যুদ্ধব্যাপার, পাটনার হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি শ্রেণীবদ্ধ বিপ্লবের বিবরণে কোম্পানীর অংশীদারবর্গ বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ক্লাইবের প্রতিদ্বন্দ্বী ডিরেক্টরসভার অধ্যক্ষ সলিভানের কর্ত্তৃত্বে ঐ সভার সভ্যবৃন্দের অধিকাংশের মত না হইলেও, অংশীদার-সভা একবাক্যে ক্লাইবই এ বিপদে উপযুক্ত একমাত্র কর্ণধার বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। শেষে তাঁহার সহিত বিবাদ মিটাইয়া সন্তুষ্ট করিয়া সর্ব্বভার তাঁহার মনোনীত কমিটীর হস্তে দিয়া ক্লাইবকে পুনরায় বঙ্গে প্রেরণ করা হইল। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন পূর্ব্ববন্ধু সমার্স ও সাইক্স সহ যাত্রা করিয়া দীর্ঘকাল গতে পরবর্ষে মে মাসে ক্লাইব্ কলিকাতায় উপনীত হইলেন। ইতিমধ্যে যুদ্ধকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। ডিরেক্টরগণের প্রেরিত পত্রে বিপ্লবকালেই এই সিলেক্ট কমিটী অসাধারণ ক্ষমতা লইয়া কার্য্য করিবেন একথা নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও এবং কমিটীর অন্যতম সভ্যদ্বয় কার্ণাক্ ও ভারলেষ্ট দূরে থাকা সত্বে, ক্লাইব্ তিনজন সভ্যেই কমিটী হইল, ইহা প্রচার করিয়া দিয়া অবিলম্বে কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। সদস্যদলের কেহ কেহ নব কমিটীর ক্ষমতায় আপত্তির উদ্যম করিলেও ক্লাইবের কঠোর দৃষ্টির সমক্ষে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিবার সাহসে কুলাইল না। ভূতপূর্ব্ব

---

(১) এদেশে যুদ্ধকার্য্যে কৃতিত্ব দেখাইয়া ক্লাইব্ 'সাবৎ জঙ্গ' উপাধি লাভ করেন (জঙ্গ = যুদ্ধ, সাবৎ = স্থির, অটল)। ক্লাইবের 'যুধিষ্ঠির' উপাধি দেখিবার ও ভাবিবার জিনিস বটে। কেহ কেহ 'সাবুৎ' মনে করিয়া ভ্রম করেন।

কাউন্সিলের কার্য্যকলাপের উপর ত্বরায় সিলেক্ট কমিটীর তীব্রদৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। কর্ম্মচারীদলের এদেশে অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন নিবারণের জন্য কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণ ইতিপূর্ব্বেই এক অঙ্গীকার পত্র প্রস্তুত করাইয়া সকলকেই উহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে এরূপ আদেশ দিয়া পাঠান। জানুয়ারী মাসে এই অঙ্গীকার পত্র কলিকাতায় পৌছিলেও এপর্য্যন্ত তাহাতে স্বাক্ষর করা হয় নাই। সম্মুখে মীরজাফরের শ্রাদ্ধে প্রচুর বিদায়ের সম্পূর্ণ আশা থাকিতে এরূপ অঙ্গীকারে স্বাক্ষর হইবার কল্পনা করাই অন্যায়! ক্লাইবের কমিটী এ অঙ্গীকার পত্র গুলিতে তৎক্ষণাৎ স্বাক্ষর করিবার আদেশ দিলেন, ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইলেও কেহই সাহস করিয়া বিশেষ কোন আপত্তি উত্থাপন করিল না।

অতঃপর মুর্শিদাবাদ হইতে নবাব নজমুদ্দৌলা কলিকাতায় আসিয়া পৌছেলেন; অবিলম্বে তাঁহার ও রেজা খাঁর নিকট উৎকোচ গ্রহণের, অধিকন্তু জুলুম্ জবরদস্তীর কথা কমিটীর গোচর হইল। অবশ্য কমিটীর এই তদন্তও বিশেষ ধীরতার সহিত সম্পাদিত হয় নাই; কিন্তু সাক্ষিগণ অপরাধীদলের স্বীকার উক্তির উপরে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ অতিরঞ্জিত মনে করিবার কারণ নাই (১)। কোম্পানীর সদস্যবর্গ এক্ষেত্রে লজ্জা একেবারে পরিহার করিয়াছিলেন; পূর্ব্ব রীতি অনুসারে নবাবের পক্ষ হইতে অর্থদানের প্রস্তাবের জন্য অপেক্ষা করেন নাই; বল প্রয়োগও বাদ যায় নাই। আর যাহাই হউক, কোম্পানীর আদেশের বিরুদ্ধে (২), অঙ্গীকার পত্র উড়াইয়া দিয়া এই উৎকোচগ্রহণের অপরাধই যথেষ্ট। ইহা লইয়া সমগ্র দরবারে যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার অনুধাবন বৃথা। (৩) ক্লাইবের কমিটী অতঃপর এই ব্যাপার

---

(১) এখানে মিল এবং তদনুবর্ত্তী থরনটন্ অকারণ দেশীয় সাক্ষিগণের সত্যবাদিত্ব সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন। অধ্যাপক উইল্‌সন টীকায় উত্তর দিয়াছেন, স্বার্থান্ধ ইউরোপীয়গণ অপেক্ষা সম্ভ্রান্ত দেশীয়গণের সত্য-বিচ্যুত হইবার কারণ অল্পই ছিল। ভারলেষ্টও স্বীয়গ্রন্থে ইংরেজগণের সত্যবাদিতার বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন (View of the Govt of Bengal p 50).

(২) অঙ্গীকার পত্রে নির্দ্দেশ ছিল, 'কোন কর্ম্মচারী চারি হাজারের অধিক টাকা উপহার লইতে পারিবেন না, হাজারের বেশী হইলে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইতে হইবে।'

(৩) সিলেক্ট কমিটী এই উৎকোচ গ্রহণ ব্যাপারে সদস্যগণের প্রতি ভ্রুকুটী করিলে জনষ্টোন্ মন্তব্য লিখিয়াছেন,—(Minutes, 17th June, 1765, Third Report p 431) 'এ সম্বন্ধে লর্ড ক্লাইবের নিজের দৃষ্টান্তই অনুসরণ করা হইয়াছে মাত্র, তিনিই পথদর্শক। মৃত নবাবের বদান্যতা তাঁহার সৌভাগ্যের পথ সরল করিয়া দিলেও এবং কোম্পানীর উপকারই তখন তাঁহার এদেশে থাকিবার একমাত্র উদ্দেশ্য হইলেও লর্ড মহোদয় জগৎশেঠের আনুকূল্যে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা আয়ের জায়গীর প্রার্থনা করেন, ইহা তিন স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। নবাবের আর্থিক অবস্থা তৎকালে ভাল ছিল, একথা কেহই বলিবে না, কোম্পানীর প্রাপ্য

লইয়া সদস্যবর্গের নামে বিলাতে রিপোর্ট পাঠাইলেন। জনষ্টোন্-প্রমুখ সভ্যগণ এক্ষণে কর্ম্মত্যাগ করিলেন; বিলার্স তহবিল তছরূপের অপরাধী হইয়া আত্মহত্যা করিলেন। অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের মধ্যে বিলক্ষণ অসন্তুষ্টি দেখা দিলেও কমিটীর কার্য্যে কোন বাধা পড়িল না।

জুনশেষে ক্লাইব্ শা আলম্ এবং সুজাউদ্দৌলার সহিত সন্ধিবন্ধনের জন্য পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। মুখবন্ধ স্বরূপে মুর্শিদাবাদে নজমুদ্দৌলার সহিত রাজকার্য্য সম্বন্ধে মীমাংসা সহজেই নিষ্পন্ন হইয়া গেল। ক্লাইবের অনুজ্ঞাই অর্ব্বাচীন নবাবের পক্ষে যথেষ্ট। সমগ্র রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য মহম্মদ রেজা খাঁর সহিত মহারাজা দুর্লভরাম (১) ও জগৎশেঠ খোসাল চাঁদকে (২) লইয়া এক মন্ত্রীসভা গঠিত হইল। সাইক্‌স সাহেব কোম্পানীর পক্ষ হইতে মুর্শি-

টাকা ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পরিশোধ হয় নাই' ইতি। জনষ্টোন্ স্বীয় গ্রন্থে (Letter to the Proprietors) এ কাহিনী আরও বিশদ ভাবে গাহিয়াছেন। ক্লাইব্ প্রথম বিপ্লবে নিজের গৃহীত উপহার ও অন্যের লওয়া উৎকোচের তারতম্য দেখাইয়া নানা স্থানে বাহা বলিয়াছেন, এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার চরিতাখ্যায়ক ম্যালকমের উক্তির সমালোচনা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। 'ঘর দেখতে কাণা' হওয়া অনেক লোকের পক্ষে স্বাভাবিক।

(১) ক্লাইব্ পূর্ব্ববন্ধু দুর্লভরামকে ত্যাগ করেন নাই। অতঃপর বাদশাহ সরকার হইতে তাঁহার 'মহারাজ মহেন্দ্র' পদবী ও বিহারে নীতপুর বার্ষিক ১৮৭৫০০ টাকা আয়ের এক জায়গীর প্রাপ্তি ঘটে (Fourth report, Committee of Secrecy p. 104 & 132.) রাজা কৃষ্ণচন্দ্রেরও 'মহারাজ রাজেন্দ্র' উপাধি প্রাপ্তি, কোম্পানীর এই দেওয়ানী গ্রহণ সময়ের বলিয়া অনুমিত হয়।

(২) ক্লাইবের পুনরাগমনের পরেই জগৎশেঠ খোসাল চাঁদ ও উদয়চাঁদ, মীরকাসেমের হস্তে পিতা ও খুল্লতাতের নিধনব্যাপার এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়কে সুজাউদ্দৌলার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার ব্যয়ে শেঠ পরিবার বিপন্ন, এই কথা জানাইয়া পত্র লিখেন। দেওয়ানী গ্রহণের পরে ক্লাইব্ ও কমিটী মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগত হইলে শেঠগণ গবর্ণমেণ্টের নিকটে ৫০।৬০ লক্ষ প্রাপ্য টাকার এক ফর্দ দাখিল করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ৩০ লক্ষ পূর্ব্ব যুদ্ধে সেনানীবর্গকে প্রদত্ত হইয়াছে, তজ্জন্য রাজকোষ দায়ী নহে বলিয়া অবশিষ্ট ২১ লক্ষ কোম্পানীও নবাব সমপরিমাণে দশ বর্ষে পরিশোধ করিবেন, এই স্থির হয়, (Long's Selections No. 447). মোবারক-উদ্দৌলার সময় পর্য্যন্ত এই টাকা দিবার প্রমাণ আছে। অতঃপর সরকারী রাজস্বের ব্যবহারের পথ রুদ্ধ হওয়ায় এবং পরবর্ত্তী শেঠ গণের অকর্ম্মণ্যতায় দুই পুরুষেই শেঠ বংশের যথেষ্ট অবনতি ঘটে। পরবর্ত্তী কালে শেঠ বংশীয় এক পোষ্যপুত্র গবর্ণমেণ্টের পেন্‌সনে প্রাণ ধারণ করিতে বাধ্য হন; বর্ত্তমানে তাহাও রহিত হইয়াছে। মহিমাপুরের শেঠ-ভবন এক্ষণে ভাগীরথীর কৃপায় ভগ্ন হইয়া জঙ্গলময় অবস্থায় পূর্ব্বস্মৃতি বহন করিতেছে মাত্র। প্রাচীন এক ঠাকুর দালান মাত্র অবশিষ্ট আছে। বর্ত্তমান জগৎ শেঠ কিষণ্‌গড়ে বাসভবন প্রস্তুত করিয়াছেন।

দাবাদে রেসিডেণ্ট মনোনীত হইলেন। জামাতা সহ নন্দকুমার কারামুক্ত হই-লেন। কিন্তু রাজকার্য্যে তাঁহার কোনই সংস্রব রহিল না। সম্প্রতি অন্য কল্পনা অপ্রকাশ রাখিয়া ক্লাইব্ কাশী যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে কোরার নিকটে সহযোগী হুলকারের মারাঠাদল লইয়া একটি সামান্ত মত যুদ্ধে সুজাউদ্দৌলা ইংরেজের নিকট পরাভূত হইয়াছিলেন। কামান-তাড়নে মহারাষ্ট্রীয়গণ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে উজীর যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটেই শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিলেন (৩রা মে, ১৭৬৫)। এক্ষণে ইংরেজের সহিত সন্ধিবন্ধন ভিন্ন গত্যন্তর নাই দেখিয়া সুজা স্বয়ং ইংরেজশিবিরে উপনীত হইলেন। জেনারল কার্ণাক্ তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া ক্লাইবের আগমন পর্য্যন্ত সন্ধি স্থগিত রাখিলেন। ইতিপূর্ব্বে সুজাউদ্দৌলার রাজ্য বিভাগ করিয়া লইবার কল্পনায় বাদশাহের সহিত যে সন্ধিবন্ধন হইয়াছিল, বিলাতে ডিরেক্টরগণ তাহার সংবাদ পাইয়া ভবিষ্যতে বিপত্তি ঘটিবে বলিয়া উহাতে সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করেন (১)। এইরূপ রাজ্যবিস্তৃতি কোম্পানীর পক্ষে আপাততঃ মঙ্গলজনক নহে, ক্লাইবেরও এই মত হইয়াছিল। সেনাবলে দেশশাসন প্রকৃষ্ট রাজনীতির অনুমোদিত নহে, এই উপদেশ ক্লাইব স্বদেশেই লাভ করিয়া আসেন। এই কারণে শিবিরে উপস্থিতির অব্যবহিত পরেই সুজার সহিত সাক্ষাতে ক্লাইব্ তাঁহার সমগ্র রাজ্য ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। সুজাউদ্দৌলা সহজেই যুদ্ধের ব্যয়-স্বরূপ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইলেন। আর অধিক দাবী করিলে অযোধ্যার প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার মাত্র হয় ও ভবিষ্যতে বিবাদের সম্ভাবনা থাকে এই কথা বলিয়া ক্লাইবের কমিটী বিলাতে পত্রও লিখিলেন। (২) সুজাউদ্দৌলা অর্থদানে সম্মত হইলেও যখন তাঁহার রাজ্যে কোম্পানীর বিনা শুল্কে বাণিজ্য ও কুঠী নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব হইল, তখন তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। ইংরেজের অবাধ-বাণিজ্যের প্রকোপে বঙ্গের দুরবস্থা তাঁহার চক্ষুর সমক্ষে জাজ্বল্যমান। ক্লাইব বেগতিক বুঝিয়া আর এ সম্বন্ধে বাঙ্নিষ্পত্তি করিলেন না। রাজা বলবন্ত সিংহের জমিদারী পূর্ব্ব অবস্থায় রহিবে, তাঁহার উপর কোন অত্যাচার হইবে না, ইংরেজ ও সুজা পরস্পরের শত্রুর বিপক্ষে সহায়তা করিবেন, ইত্যাদিমর্ম্মে উজীরের সহিত সন্ধিপত্র স্থির হইয়া গেল (১২ই আগষ্ট ১৭৬৫)

বিদ্রোহী কর্ম্মচারী অপেক্ষা দুর্ব্বল বাদশাহের সৌভাগ্য বিলক্ষণ লঘুতর

(১) Court's letter, 24th December, 1765. (Third Report. App)

(২) Letter from the Select Committee, 30th Sept.&c

হইল। মীর্‌কাসেম্ ও মীর্‌জাফর যে রাজকর ও জায়গীর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, শা আলম্ একণে তাহার দাবী করিলেন। ক্লাইব জায়গীরে আপত্তি করায় এক কথায় সার্দ্ধ পাঁচ লক্ষ টাকা কমিয়া গেল। বিপন্ন বাদশা তখন পূর্ব্ববাকী ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রার্থনা করিলেন। ক্লাইব উত্তর দিলেন, এক টাকাও দেওয়া যাইতে পারে না; যুদ্ধ-কার্য্য বাদশাহের জন্যই চলিতেছিল; তবে ইংরেজপক্ষের সম্মতিক্রমে স্বীকৃত বার্ষিক ২৬ লক্ষ রাজস্ব তাঁহাকে দেওয়া হইবে। বাদশা কোম্পানীকে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রদান করিবেন, কোরা ও এলাহাবাদ প্রদেশ তাঁহার অধিকারে থাকিবে, ইত্যাদি কথাও স্থির হইল। ভারতে কোম্পানীর অন্যান্য অধিকারের নিমিত্তও সনন্দ গৃহীত হইল; এই সঙ্গে ক্লাইব স্বীয় জায়গীরের কথা অবশ্য বিস্মৃত হন নাই।(১)

অতঃপর ক্লাইবের কমিটী বাঙ্গলায় প্রত্যাগত হইয়া নবাবের সহিত এক অঙ্গীকারপত্রে স্থির করিলেন (২), নজমুদ্দৌলার নিজামতী ব্যয়ের নিমিত্ত বার্ষিক ৫৩৮৬১৩১ টাকা ৯ আনা প্রদত্ত হইবে। অতিরিক্ত সেনাদির ব্যয়ভার পূর্ব্বসন্ধিমত কোম্পানীই বহন করিবেন। এইরূপে সহজে ইংরেজ কোম্পানী বার্ষিক আড়াই কোটী টাকা রাজস্বের অধিকারী হইলেন; ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের হিসাবে বঙ্গ বিহারের রাজকর তিন কোটীরও উপর প্রদর্শিত হইয়াছে। নবাব নজমুদ্দৌলা অগত্যা এই অধিকার ত্যাগ করিলেন। ইংরেজ লেখকগণ বলেন, অসন্তুষ্টি প্রকাশ দূরে থাকুক, অকর্ম্মণ্য নবাব এই বন্দোবস্তের পরে বলিয়াছিলেন, 'বাঁচা গেল, এখন যথেচ্ছ বাইজী রাখিয়া সুখে কালক্ষেপ করিতে পাওয়া যাইবে'! এ অধোগতির গল্প অসম্ভব নহে।

এইরূপে বাদশাহী আদেশের বলে বঙ্গে ইংরেজ কোম্পানীর স্বত্ব ও অধিকার স্থিরীকৃত হইল। ইংরেজ রাজশক্তির ক্রমোন্নতি বর্ত্তমান গ্রন্থের বিষয়ীভূত না হইলেও কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এই স্থানে দুই চারি কথা অপ্রাসঙ্গিক নহে। ইংরেজের উচ্চাভিলাষ এদেশে তাঁহাদের রাজ্যস্থাপনের ভিত্তি নহে, একথা নিঃসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; সুচিন্তিত-পূর্ব্ব কল্পনাপ্রণোদিত হইয়া

(১) বাদশাহের সহিত সন্ধি ও দেওয়ানী লাভের কথা স্থিরীকরণ সম্বন্ধে গোলাম হোসেন বলেন "এই ব্যাপারের কথা বার্ত্তা স্থির হইতে এত অল্প সময় লাগিয়াছিল, যে একটা গাধা বিক্রয়ও এই সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় না"। বাদশাহী ফর্ম্মান্ ও নজমুদ্দৌলার সহিত এতৎসম্বন্ধে সন্ধিপত্র পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

(২) সেপ্টেম্বর ১৭৬৫। পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

ইংরেজ এদেশে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন নাই। ঘটনাচক্রেই কোম্পানীর কর্ম্ম-চারীদল বাধ্য হইয়া যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হন; ঘটনাচক্রেই শনৈঃ শনৈঃ তাঁহাদের ক্ষমতা ও অধিকার বর্দ্ধিত করে। সিরাজুদ্দৌলা ও তাঁহার বিরোধী ষড়যন্ত্র-কারী সদস্তবর্গের আচরণ এবং ফরাসীর সহিত প্রতিযোগিতা ইহার মূল ভিত্তি; মীরকাসেমের উচ্চাভিলাষ এবং অকালে ইংরেজদমনের প্রয়াসে তাহা বদ্ধমূল। কোম্পানীর অবস্থা এই সমস্ত কারণে ক্রমশঃ ব্যবসায়ী বণিকের কর্ত্তব্য হইতে বিপ্লবে সাহায্যকারী যোদ্ধৃদলের কার্য্যে পরিণত হয়। ইতিপূর্ব্বে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণ এদেশীয় ইংরেজের রাজ্যস্পৃহা নিবৃত্তি করিবার অভিপ্রায়ে উপদেশ দিয়া আসিলেও অবস্থাপরিবর্ত্তনে তদনুসারে কার্য্য পরিচালনা করা সম্ভব হয় নাই। ক্লাইব স্বয়ং বর্ণিত সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলেন (১) 'এতদূর অগ্রসর না হইয়া শান্তভাবে আমাদের কার্য্যপ্রণালী চালিত হইলেই ভাল হইত। বাণিজ্যকার্য্যাদি রক্ষণ ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে আমাদের সেনা পরিচালিত করিতে না হয় ইহাই আমার অভিপ্রেত। কিন্তু ব্যবসায়ই এক্ষণে আর কোম্পা-নীর একমাত্র অবলম্বন নহে। এতদূর অগ্রসর হইয়া আর পরিবর্ত্তন অসম্ভব'।

ইতিমধ্যে ইউরোপে ফরাসীদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন হওয়ায় চন্দননগর প্রভৃতি প্রত্যর্পণ করিতে হয়। সেপ্টেম্বরে ক্লাইব কলিকাতা কাউন্সিলে যোগ-দান করিয়া বাণিজ্যসম্বন্ধে সুনিয়ম স্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন (২)। ডিরেক্টর-গণ নানা মতপরিবর্ত্তনের পর নবাবের সহিত পরামর্শে অবাধ বাণিজ্য সংযত করিয়া একটি নিয়ম নির্দ্দেশের পরামর্শ দিয়াছিলেন। ক্লাইব এই তৃতীয় বার এদেশে আসিবার পূর্ব্বে 'লবণ, তামাক, সুপারির ব্যবসায়ে দেশীয় বণিকগণের বিলক্ষণ ক্ষতি, তাহা একবারে উঠাইয়া দেওয়া শ্রেয়ঃ' ইত্যাদি মত প্রকাশ করেন (৩)। কিন্তু বঙ্গে উপনীত হইয়াই জল বায়ুর দোষেতিনি অন্য মত পরিগ্রহ করিয়া সিলেক্ট কমিটীর মেম্বরগণের সহিত অংশে লবণের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দেন। এই ব্যবসায়ের লাভ তাঁহার অনুগত বন্ধুবর্গের নিমিত্ত, নিজের জন্য নহে, বলিয়া কেহ কেহ দোষক্ষালনের বৃথা প্রয়াস পাইয়াছেন।

(১) Letter to Mr. Ross, 15th April, 1765 (Malcolm's Clive)

(২) নবাবী আমলের ইতিহাসের সহিত সংস্রব অল্প বলিয়া সংক্ষেপে এই ভাগের বিবরণ প্রদত্ত হইল। দ্বিতীয় খণ্ডে কোম্পানীর অধিকারে ইহা পরিস্ফুট হইবে।

(৩) Clive's letter to the Directors, 27th April, 1764 (Fourth Report Appendix).

পরবর্ত্তী আগষ্টমাসে লবণ, তামাক, সুপারির ব্যবসায় একনিষ্ঠ করিয়া একটি সমিতি গঠিত হইল; এবং ইহার সমগ্র লভ্য কোম্পানীর কর্ম্মচারীদলের মধ্যে অংশ করিয়া দিবার কথা স্থিরতর হইল। বিলাত হইতে এসম্বন্ধে অন্তরূপ উপদেশ আসিলেও তাহাতে কর্ণপাত করা হইল না। অতঃপর সেনাদলের ব্যয়-সংক্ষেপ ও সুব্যবস্থার জন্য উদ্যম হইল। মীর্‌জাফরের প্রথম রাজ্যগ্রহণের পর হইতে যুদ্ধকালে কোম্পানীর সেনাদলকে একটি ভাতা দিবার নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল। ইহা 'ডবল ভাতা' বলিয়া কথিত হইত। এক্ষণে আর নবাবের স্কন্ধে ব্যয় ভার নাই, সুতরাং ইহার সঙ্কোচ বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘকাল এই পারিশ্রমিক পাইয়া সেনাদল ইহা ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া মনে করিত, এ কারণে ক্লাইব ভাতা উঠাইবার আদেশ দিলে যথেষ্ট অসন্তুষ্টি দেখা দিল। ক্লাইবের ক্ষিপ্রকারিতায় এবং বিদ্রোহভাবাপন্ন সেনানিগণের সত্বর পদচ্যুতিতে এই গোলযোগের অবসান হইল।

ক্লাইব ইতিপূর্ব্বে মীরজাফরের ভ্রাতা কাজেম্ খাঁকে পাটনার নায়েব-নাজিম ও রামনারায়ণের কনিষ্ঠ ধীরাজনারায়ণকে দেওয়ান্ নিযুক্ত করাইয়াছিলেন। তাঁহাদের অকর্ম্মণ্যতা লক্ষ করিয়া দেওয়ানী গ্রহণের পরে রাজা সেতাব্ রায়ের হস্তে ঐ সুবার সমগ্র কর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত হইল। ঢাকায় জসরৎ খাঁ রহিলেন, উভয়ত্রই কোম্পানীর পক্ষে ইংরেজ এজেণ্টও নিয়োজিত হইলেন। ১৭৬৬ সালে এপ্রেল মাসে প্রচলিত প্রথানুসারে মুর্শিদাবাদ দরবারে পুণ্যাহের বৈঠক বসিল। এবার কোম্পানীর প্রথম পুণ্যাহ। নজমুদ্দৌলা মস্‌নদে উপবিষ্ট হইলেন; দক্ষিণে দেওয়ান্ কোম্পানীর প্রতিনিধি ক্লাইব আসন গ্রহণ করিলেন। মহা সমারোহে পুণ্যাহ ও খেলাৎ বিতরণ সম্পন্ন হইল। পুণ্যাহ মজলীসে বহু টাকা রাজস্ব স্বীকৃত হইল এবং ছয় মাস মাত্র দেওয়ানী হস্তে আসিলেও এক কোটী চল্লিশ লক্ষ টাকা আদায় হইবে বলিয়া বিলাতে পত্র গেল(১)। কোম্পানীর পুণ্যাহ নজমুদ্দৌলার অশুভশংসী হইল; যে মাসে বিষমজ্বরে তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার ষোড়শবর্ষীয় সহোদর সইফ্-উদ্দৌলা মস্‌নদে স্থাপিত হইলেন; মাতা মণিবেগমের হস্তে কর্ত্তৃত্ব পড়িল। এই অবসরে তাঁহার রাজকীয় ব্যয় কমাইয়া ৪১৮৬১৩১৷৷/০ করা হইল। নজমুদ্দৌলার সহিত সন্ধিপত্রের শেষ পংক্তির মত এই সন্ধিতেও 'যতদিন বাঙ্গলায় ইংরেজ কোম্পানীর কুঠী থাকিবে ততদিন সন্ধিসর্ত্ত পালিত হইবে' ইত্যাদি

(১) Long's Selections.

লিপিবদ্ধ হইল (১)। এই সময়েই মীরজাফরের অন্তিমকালে ক্লাইবের নামে প্রদত্ত পাঁচলক্ষ টাকার সহিত নইমুদ্দৌলা আরও তিন লক্ষ যোগ করিলে, ক্লাইব আহত ইংরেজ সেনাগণের সাহায্যার্থ বিলাতে একটি দাতব্য-ভাণ্ডার স্থাপন করিলেন। এইরূপে সমুদয় ব্যবস্থা প্রণয়ন ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া এবং স্বাস্থ্য ভঙ্গ দেখিয়া ভারলেষ্টের হস্তে শাসনভার দিয়া ক্লাইব শেষ যাত্রা করিলেন। ক্লাইবের মত লোকের দৃঢ় মুষ্টি হইতে মুক্তবন্ধন হইয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী এবং সাধারণ ইংরেজ বণিক্‌বর্গ পুনরায় স্বেচ্ছাচার আরম্ভ করিলেন। দেশে অরাজকতা পূর্ণমাত্রায় দর্শন দিল। এ সময়ে বাঙ্গলায় যেরূপ দুর্গতি হইয়াছিল, এবং যাহার গৌণফল স্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ ছেয়াত্তরে মন্বন্তরের (বাং ১১৭৬—১৭৭০ খৃঃ) প্রকোপে বঙ্গভূমি উৎসন্ন হইয়া গিয়াছিল তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে সবিস্তার বর্ণিত হইবে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত, বিপ্লব ক্ষেত্রের অবশ্যম্ভাবী ঘটনা বিপর্য্যয়ে এই বিপত্তি সংঘটিত হইয়াছিল; চিরন্তন নিয়মে যেখানে রাষ্ট্রবিপ্লব সেই খানেই অশান্তি। তবে ব্যক্তি বিশেষের ব্যবহারেও এস্থলে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব ছিল, এই মাত্র নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অন্যান্য ব্যবস্থার মত দেশশাসনেও বিভক্ত-কর্তৃত্ব কোন কালেই সুফল প্রসব করে না। নবাবী মস্‌নদ নবাবের গৃহে থাকিলেও রাজদণ্ড বিদেশী বণিকের হস্তগত; প্রকৃত কর্তৃত্ব তাঁহাদেরই হস্তে ন্যস্ত। নবাব পক্ষের প্রধান কর্ম্মচারী মহম্মদ রেজা খাঁ কর্ম্মঠ হইলেও দোষমুক্ত ছিলেন না (২)। ইংরেজের তুষ্টিসাধন ও যথাসম্ভব রাজকর সংগ্রহ করিয়া দেওয়াই তাঁহার মুখ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছিল। স্বদেশে ইংরেজ কোম্পানী কুবেরের ভাণ্ডার ক্রোড়গত হইয়াছে ভাবিয়া মহা উল্লাসে অংশীদারগণের লাভের পরিমাণ শতকরা ১২॥ টাকা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। শেষে লোকের চক্ষু পড়িয়া পার্লামেণ্টের বিচারে কোম্পানীকে বার্ষিক চল্লিশ লক্ষ

---

(১) পরিশিষ্টে সন্ধিপত্র দ্রষ্টব্য।

(২) রেজা খাঁ সম্বন্ধে সমসাময়িক Transactions in India গ্রন্থের লেখক তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী গ্রন্থে প্রদর্শিত হইবে, সে কালের অবস্থার মত দোষ, রেজা খাঁর তত অধিক নহে। ১৭৬৭ সাল হইতে রেজা খাঁ, রাজা দুর্ল্লভ রাম ও যেতাব রায়ের বার্ষিক বেতন বার লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট হয়। তন্মধ্যে রেজা খাঁ নয় লক্ষ ও দুর্ল্লভ রাম দুই লক্ষ পাইতেন। (Fourth Report; Committee of Secrecy p 102). ১৭৭১ হইতে রেজা খাঁর বৃত্তি পাঁচ লক্ষে পরিণত হয়। অনেকে একালের লাট সাহেবের বেতনেই অসন্তুষ্ট।

টাকা ইংলণ্ডের রাজসরকারে কর স্বরূপ দিতে হইবে স্থিরীকৃত হইলে (১) এ দেশে যথাসম্ভব লাভবৃদ্ধির দিকে স্বভাবতঃই তাঁহাদের লক্ষ্য হইল। যে দিক্ হইতেই হউক, নিষ্পীড়নে কেবল হতভাগ্য বঙ্গীয় প্রজাই মারা পড়িল। রেজা খাঁ মীর কাসেমকে হার মানাইয়া অধিকতর রাজস্বের আয় দেখাইলেন। ১৭৬৯ সালে পর্জ্জন্য কালে বা অকালেও বর্ষণ করিলেন না, পূর্ব্ববর্ষের উৎপন্ন শস্য অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও কোম্পানীর প্রথম আমল বলিয়া আদায় কম হয় নাই। বর্ষশেষে দেশময় হাহাকার উঠিল। ইংরেজ এক্ষণে দেশ অধিকার মাত্র করিয়াছেন; সুশাসনের চিন্তার অবকাশই হয় নাই। ফলে যে শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইল, পৃথিবীর ইতিহাসে প্রসিদ্ধ সেই মন্বন্তরার বিষয় পরবর্ত্তী গ্রন্থের নিমিত্ত রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মন্বন্তরের বর্ষে (১৭৭০ খৃষ্টাব্দের প্রথমে) বসন্ত রোগে সইফ্‌উদ্দৌলার মৃত্যু হইল। মীর জাফরের চতুর্থ পুত্র বব্বু-বেগমের গর্ভজাত দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক মোবারক্ উদ্দৌলা নবাব হইলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী সন্ধির মর্ম্মে পুনরায় এক সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইল। চিরকাল এই সন্ধির নিয়ম স্থায়ী রহিবে বলিয়া, দশ লক্ষ টাকা বৃত্তি কমাইয়া সন্ধিপত্র স্থির হইল (২)। পূর্ব্বতন বিধানমত মহম্মদ রেজা খাঁ নায়েবী পদে স্থায়ী রহিলেন। অতঃপর ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রথিতনামা ওয়ারেন্ হেষ্টিংস মান্দ্রাজ কাউন্সিলের দ্বিতীয় স্থান হইতে উন্নীত হইয়া কার্টিয়ারের স্থানে বাঙ্গলার গবর্ণর হইয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে বাঙ্গলা হইতে আশানুরূপ অর্থাগম কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইতে লাগিল দেখিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ চারিদিকে ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থা দেখিতেছিলেন; জগৎ শেঠের বাকী টাকা, ইংরেজের ক্ষতিপূরণ, মন্‌রোর প্রাপ্য ও সেনাদলের প্রতিশ্রুত টাকা পরিশোধের নিমিত্ত অক্ষম নাবালক নবাবের মস্তকে করামর্দ্দনের পরামর্শ আসিল। (৩) অতঃপর ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে আগষ্টের পত্রে দেওয়ানী

(১) Act of Parliament April, 1769. শতকরা দশ টাকার কম লাভ দাঁড়াইলে রাজগ্রাহ্য অংশও কমাইয়া লইবার কথা ছিল। গবর্ণমেণ্ট কেবল লাভই দেখিয়াছেন; কি উপায়ে এই লাভ আসিতেছে ততদূরে কে তাহার অনুসন্ধান করে? মহামতি বার্ক বজ্র-নিনাদে এ বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া বিফল হইয়াছিলেন।

(২) পরিশিষ্ট খ, শেষ সন্ধি পত্র।

(৩) Court's General Letter, 15th April, 1771 & Consultations thereupon. Nizamut Records, Paper book, No 3.

কার্য্যভার রীতিমত স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া রাজস্ব আদায়ের আদেশ প্রেরিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদ রেজা খাঁকে সঙ্গোপনে কারারুদ্ধ করিয়া নন্দকুমারের সাহায্যে তাঁহার দোষোদ্ঘাটন এবং হিসাব নিকাশ লইবার নিমিত্ত গুপ্ত কমিটী এক পত্র লিখিলেন। ১৭৭২, জানুয়ারী মাস হইতে নবাবী বৃত্তি ষোল লক্ষে পরিণত হইল; নবাবের পক্ষ হইতে দারুণ আর্ত্তনাদ উঠিলেও ফল হইল না। ইহার কিয়ৎকাল পরেই বঙ্গীয়-বর্ষশেষে নব ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে রেসিডেণ্ট্ মিডল্টনের সাহায্যে গোপনে মহম্মদ রেজা খাঁ কারারুদ্ধ হইয়া কলিকাতায় আনীত হইলেন। নায়েব সুবাদারের কার্য্য দ্বিধা বিভক্ত হইল। নন্দকুমারের মুখবন্ধের নিমিত্ত তাঁহার পুত্র দ্বাবিংশ বর্ষ বয়স্ক গুরুদাস 'রাজা গৌরপৎ' উপাধিসহ (১) নবাবের দেওয়ান ও হিসাব রক্ষক এবং নবাব-বিমাতা অতুল ধনাধিকারিণী মণিবেগম (২) অভিভাবিকা নিয়োজিত হইলেন। পাটনার নায়েব শেতাব রায়ও রেজা খাঁর মত কলিকাতায় আনীত হইলেন। খল্‌সা দপ্তর (রাজস্ব বিভাগ) মুর্শিদাবাদ হইতে উঠাইয়া আনিয়া কলিকাতায় খাস্ গবর্ণর ও কাউন্সিলের অধীনে কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ জন্য একজন রায়রায়ান্ নিযুক্ত হইলেন। দুর্ল্লভরামের পুত্র রাজা রাজবল্লভ ৩) কোম্পানীর প্রথম রায়রায়ান্। ফৌজদারী বিচার ভারও সকৌন্সিল গবর্ণর স্বহস্তে লইলেন।

চারি বৎসর কাল এই ভাবে কার্য্য চলিয়া বিচার বিভাগে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে পুনরায় নবাব-কর্ম্মচারীর হস্তে এই বিভাগের ভার ন্যস্ত করিতে হইল। ইতিমধ্যে নবাগত হেষ্টিংসের প্রতিপক্ষ কাউন্সিলের সভ্যত্রয়ের সাহসে উৎসাহিত হইয়া তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী প্রচার করিয়া দিয়া নন্দকুমার হেষ্টিংসের বিষনয়নে পতিত হইলেন। জাল অপরাধে নূতন সুপ্রীম কোর্টের বিচারে তাঁহাকে ফাঁসী কাষ্ঠে লম্বিত হইতে হইল। হেষ্টিংসের জয়জয়কার হইল।

(১) ইহার সনন্দ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল; ইহাতে সে কালের রাজোপাধির ব্যবস্থা বুঝা যাইবে।

(২) মণি বেগম ও বব্বু-বেগম দুই রূপবতী নর্ত্তকী সিরাজুদ্দৌলার মহা সমারোহের বিবাহ কালে বাঙ্গালায় আসিয়া মীরজাফরের বেগম মহলে স্থান পায়। উত্তর কালে বুদ্ধিমত্তা ও প্রণয়ে মণি বেগমই জাফরের প্রধানা মহিষী হইয়াছিলেন। গুপ্ত অর্থভাণ্ডার তাঁহারই হস্তে পড়িয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

(৩) কলিকাতার রাজবল্লভ পল্লী ও 'ষ্ট্রীট্' ইঁহারই নামে।

মহম্মদ রেজা খাঁ স্বপদে পুনস্থাপিত হইলেন, মণি বেগম ও গুরুদাসের অপস্থতি সাধন হইল। নাবালক নবাবের ব্যয় পরিদর্শনার্থ এক কমিশন বসিল(১)। বিদেশীয় শক্তির সহিত সংঘর্ষণ বা তদ্রূপ কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে নবাবের নামে কার্য্যপরিচালনাই আপাততঃ শ্রেয়ঃ বলিয়া ডিরেক্টরগণের পরামর্শানুসারে প্রকাশ্যে আরও কিছুকাল এইরূপ ব্যবস্থা চলিল। ইংরেজ গবর্ণর প্রয়োজন মত কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া নবাবের সহী মোহর করাইয়া আনাইয়া রাজাদেশ প্রচার করিতে লাগিলেন।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ঘোষণা পত্র প্রচার করিলেন, ফৌজদারী বিচার বিভাগও ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। এক্ষণে নিজামৎ আদালত পুনরায় কলিকাতায় আসিল। সকৌন্সিল্ গবর্ণর জেনারল্ দেশীয় বিচারক ও কর্ম্মচারীসাহায্যে কার্য্য পরিদর্শন আরম্ভ করিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বঙ্গের বিচার নির্ব্বাহ জন্ম 'কোর্ট অব্ সার্কিট্' নামে চারিটী মফঃস্বল বিচারালয় স্থাপিত হইল; প্রকৃত পক্ষে এই সময়েই নিজামতী কার্য্যভার কোম্পানীর হস্তে আসিল। পরবর্ত্তী কালে কোম্পানীর আমলের শেষ পর্য্যন্ত 'নবাব নাজিম্ এবং সুবাদার' নাম ও নবাব পরিবারে উক্ত ষোল লক্ষ টাকা বৃত্তি স্থায়ী থাকিলেও বাঙ্গলার নবাবের আর কোন রাজকীয় অধিকার

(১) রাজস্ববিৎ গ্রাণ্ট কমিশনের মেম্বরত্রয়ের অন্যতম। কার্য্যবিবরণীতে রেসিডেণ্ট সেমুয়েল মিডল্টনের ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নবেম্বরে লিখিত নবাবী বৃত্তিবিভাগের এক হিসাব আছে (Nizamut Records, Book No 3) সাধারণের গোচরার্থ তাহা উদ্ধৃত হইল :—

মোবরক্ উদ্দৌলা	মাসিক	১৩৩৩৩৩—৫—৩	(বার্ষিক ১৬ লক্ষ)	
মণি বেগম	,,	৮৩৩৩৲—৫—৩	,,	এক লক্ষ
রাজা গুরুদাস	,,	৮৩৩৩—৫—৩	,,	এক লক্ষ
জগৎ শেঠ	,,	৮৭৫০৲	,,	দেড় লক্ষ
ইহতিমামুদ্দৌলা (মীরজাফর ভ্রাতা)		৭৫৫২—১—৩		
খাদেম হোসেন্	,,	৪৬০০—৮		
বহরমপুরের সেনাদল	,,	১৪০০০০		
পরগণা সিপাহী	,,	৩৫০০০		
দরবার খরচ, ফৌজদারী প্রভৃতি		৭২০০		
রাজমহল পর্য্যন্ত ডাক	,,	১৩৩২—৩—		
		মোট ৩৫৪৫২১—১২ আনা		
			বার্ষিক ৪২৫৪২৬১ টাকা	

রহিল না। স্বীয় কেল্লার মধ্যে বিচারের ক্ষমতা, সাধারণ বিচারালয়ের অনধীনতা প্রভৃতি কয়েকটি অধিকার পাইয়া, এবং ইংরেজ গবর্ণরের পত্রে 'বন্ধুবর' সম্বোধনে আপ্যায়িত হইয়া নবাব নাজিমগণ সন্তুষ্ট রহিলেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে মোবারক্ উদ্দৌলার মৃত্যু হইলে পরে বাবরজঙ্গ, আলিজা, ওয়ালাজা ও হুমায়ুজা নবাব নাজিম হইয়াছিলেন। হুমায়ুজার সময়ে বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ নবাবী প্রাসাদ (হাজার দুয়ারী) নির্ম্মিত হয়। সতের লক্ষ টাকা ব্যয়ে এঞ্জিনিয়ার ম্যাক্লাউডের তত্বাবধানে দেশীয় রাজমিস্ত্রীর দ্বারা দশবর্ষে এই সুন্দর প্রাসাদ প্রস্তুত হইয়াছিল (১৮৩৭ খৃঃ)। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে শেষ নবাব নাজিম মন্সুর আলি খাঁ নাজিম হইলেন। আর্থিক অবস্থা ও ব্যবস্থা লইয়া এজেণ্ট এবং তৎসহ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার মত ভেদ হওয়ায় তাঁহাকে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল।

কিরূপে লর্ড ডেল্হৌসীর ছলান্বেষিণী শাসননীতির কৌশলে মুর্শিদাবাদের দুর্ব্বল নবাবও অবশিষ্ট গৌরব হারাইলেন, সিপাহী বিদ্রোহে যথাসাধ্য গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য করিয়া মৌখিক সম্মান পুনঃ প্রাপ্ত হইলেও প্রকৃত বিষয় তদবস্থই রহিল; কিরূপে নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য বিলাতে আবেদন করিতে গিয়া বিফলমনোরথ ও ভগ্নহৃদয়ে স্বদেশ-প্রত্যাগত হইয়াই তনুত্যাগ করিলেন, তাহার বিবরণ বর্ত্তমান গ্রন্থের বিষয় নহে। তাঁহার পরলোকান্তে ভবিষ্যতে আর নবাব নাজিম পদবী স্থায়ী রাখিবার আবশ্যক নাই বলিয়া ষ্টেট্ সেক্রেটরীর আদেশে তাঁহার বংশধরগণ জ্যেষ্ঠানুক্রমে 'মুর্শিদাবাদের নবাব এবং আমির্ উল্ উমরা' উপাধি সহ এক নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ও সম্পত্তি ভোগ করিবেন, স্থিরীকৃত হইয়াছে। মন্সুর আলির জ্যেষ্ঠ পুত্র নবাব সৈয়দ্ হাসেন আলি এবং তৎপুত্র বর্ত্তমান নবাব ওয়াসিফ্ আলি মির্জা হিন্দু মুসলমানে সমপ্রীতি প্রদর্শন করিয়া মুর্শিদাবাদ-নবাবগণের অত্যন্ত উদারতা ও মহত্ব সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

নবাবী আমলের বিধি ব্যবস্থা।

আইন্ আদালত—বিচার প্রণালী।

অনেকের বিশ্বাস, মুসলমান অধিকারে বাঙ্গলার শাসন প্রবর্ত্তনাদি বড়ই বিশৃঙ্খল ছিল। অত্যাচারী রাজকুলের যথেচ্ছ ব্যবহারে দেশে এক প্রকার নিরবচ্ছিন্ন অরাজকতাই বিরাজ করিত। বঙ্গবিজয়ের অব্যবহিত পরে প্রাথমিক পাঠান যুগের পক্ষে এ কথা আংশিক সত্য বটে, কিন্তু ইহা অনেক পরিমাণে ঐ প্রথম অবস্থাতেই দর্শন দিয়াছিল। সেকালের বিধি ব্যবস্থাও সভ্যতর যুগের তুলাদণ্ডে পরিমাপ হইতে পারে না। জগতের সর্ব্বত্র জ্ঞানো-ন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিবর্ত্তনের সহিত রাজকীয় ব্যবস্থার যেরূপ প্রবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে, এস্থলেও সেইরূপ হইয়া আসিতেছিল। মুসলমান বিজেতা ধর্ম্মান্ধ হইয়াও সেকালের সভ্যতার পক্ষে যথেষ্ট সমুন্নত ছিলেন। সম-কালবর্ত্তী অন্যান্য সমাজের মত এখানেও রাজা সমাজশাসনযন্ত্রের যন্ত্রী হইয়াও ধর্ম্মশাস্ত্রোপদেষ্টৃগণের মতানুসরণে নিয়ম প্রচলনে বাধ্য ছিলেন; সুতরাং প্রথম অবস্থায় এই বিজাতীয় শাসন দেশীয় প্রজাবর্গের শুভকর হয় নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত, অন্যত্র যাহাই হউক, বাঙ্গলার মুসলমানরাজা দেশের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থায় বিশেষরূপে হস্তার্পণ করেন নাই, বলপূর্ব্বক রাজ-দণ্ড গ্রহণ করিয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজধানী হইতে শাসননীতি প্রবর্ত্তন করিয়া-ছেন মাত্র। গ্রাম্যসমিতি, প্রধান ও মণ্ডলের হস্তে আত্মশাসন পূর্ব্বপ্রথামত স্থাপিত করা হইয়াছিল। রাজস্ব আদায়কারী চৌধুরী বা ক্রোরীগণ প্রজার হস্ত হইতে রাজস্ব আদায় লইয়া জায়গীরদার বা স্বয়ং সুলতানের নিকট দাখিল করিতেন। গুরুতর বিষয়ে গ্রাম্যসমিতি যখন তাহাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ বা কুণ্ঠিত, সেই স্থলেই প্রজা প্রতিকারের আশায় রাজ-সাহায্য প্রার্থনা করিত। কচিৎ কোনও জায়গীরদার বা নৃপতির হস্তে সাময়িক অত্যাচার হইলেও এরূপ ব্যবহার সাধারণ ছিল, বলা যায় না। মোগল অধিকারের পরে সময় ও সম্রা-টের গুণে বিধি ব্যবস্থার যথেষ্ট সংশোধন হইয়াছিল; পাঠান অধিকারের ক্রমাগত বিপ্লব মোগলের সবল হস্তে রাজদণ্ড গ্রহণের পর ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসিয়াছিল। জমিদারবর্গ নিজ অধিকার মধ্যে বিচার কার্য্যে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন; আত্মশাসন পূর্ব্ববৎ প্রতিষ্ঠিত ছিল। একালে রাজা হিন্দুর সামাজিক

ব্যবহারে হস্তার্পণ না করিলেও রাজকীয় কার্য্যবিভাগের প্রসার বৃদ্ধি হইতেছিল। মোগল অধিকারে দেশের সাধারণ অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস পরে প্রদত্ত হইবে।

মুর্শিদাবাদের নবাবগণের শাসনকালে রাজকার্য্য ও কর্ম্মচারী-বিভাগ নিম্নলিখিত রূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল :—(১)

(ক) মন্ত্রিবর্গ।

(১) দেওয়ান্-ই-আলা = প্রধান মন্ত্রী (Prime minister)

(২) দেওয়ান্ খালসা শরিফা = বা উজীর মালী = (Finance minister)

(৩) দেওয়ান্-ই-তন্ = তন্ খা দেওয়ান (Paymaster general and minister of the musters)

(৪) দেওয়ান্-ই-বেয়ুতাৎ (Minister of domestic affairs or Home secretary)

(৫) দেওয়ান্-খান্-সমান্ (Lord High Steward)

(খ) প্রাদেশিক বিভাগ।

(১) নায়েব্ সুবাদার (Deputy Governor) বিহার, উড়িষ্যা ও ঢাকায়, তিন জন।

(২) দেওয়ান্ সুবাজাৎ—প্রাদেশিক মন্ত্রী, ইনিই উল্লিখিত তিন সুবার রাজস্ব সচিবও ছিলেন।

(গ) বিচার বিভাগ।

(১) কাজী উল কোজাৎ = প্রধান কাজী (Chief Justice) ইনি বাদশাহের নিয়োজিত এবং তাঁহারই অধীন ছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর সময়েই বাদশাহী প্রভাবের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে এই পদে সুবাদারের নিয়োজিত যে বিচারপতি স্থাপিত হইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালে তাঁহার উপাধি সদরস্ সদুর হয়। ইনি রাজধানীর প্রধান বিচারপতি ছিলেন।

(২) মুফ্তী = মহম্মদীয় আইনের ব্যাখ্যাকারক। (এইরূপে হিন্দু শাস্ত্র ব্যাখ্যার নিমিত্ত প্রধান প্রধান বিচারালয়ে একজন পণ্ডিত নিযুক্ত হইতেন)

(১) একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পারসী পুস্তক হইতে এই অধ্যায়ের অনেক কথা সংগৃহীত হইল। উহাতে প্রকাশ যে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট দেশীয় ব্যবস্থার কথা জানিতে চাহিলে ঐ রিপোর্ট লিখিত হয়। মহম্মদ রেজা খাঁ, গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের সাহায্যে ইহা প্রস্তুত করেন বলিয়া কথিত আছে।

(৩) দারোগা-ই-আদালৎ=নিজামতী ও দেওয়ানী এই দুই প্রধান বিচারালয়ের কর্ম্মকর্ত্তা (Registrar); ভবিষ্যতে ইঁহারই হস্তে বিচারভার ন্যস্ত হয়।

(৪) মোহ্‌তসীব্‌ (মদ্যপায়ী প্রভৃতি কুপথগামীর বিচারক এবং ওজন প্রভৃতির তত্ত্বাবধায়ক=(Town magistrate)

(ঘ) সামরিক বিভাগ।

(১) মীর্ বক্সী কুল্‌ বা সেপাসালার আজম্ (প্রধান সেনাপতি)

(২) বক্সী দুয়েম্, সুয়েম, চাহারম্ প্রভৃতি।

(৩) বক্সী আহাদিয়ান্ (Commander, royal Guards)

(৪) বক্সী সার্গের্দ্দ পেসা (চোপদার প্রভৃতির অধিনায়ক)

(৫) বক্সী সুবাজাৎ; প্রাদেশিক নায়েব সুবার অধীন সেনাপতি।

(৬) জমাদার=পদাতিক সেনানায়ক।

(৭) হাজারী—পঞ্চশত হইতে সহস্র পর্য্যন্ত সেনানায়ক।
নৌবিভাগে দারোগা এবং তাঁহার অধীন কর্ম্মচারী ছিল।

(ঙ) সেরেস্তার কর্ম্মচারী।

(১) মুস্তোফী (দেওয়ানী সেরেস্তাদার)

(২)* মুসরেফ্‌ (সেরেস্তার ইন্‌স্পেক্টর)

(৩) খাস্ নবীস্ (নিজামৎ-প্রাইভেট্ সেক্রেটরী)

(৪) হুজুর নবীস্ (সনদ, ফর্ম্মান্ প্রভৃতির অধ্যক্ষ)

(৫) দারোগা কাছারী (দেওয়ান খানার অধ্যক্ষ)

(৬) দারোগা কারখানাজাৎ ও দারোগা-সহরৎ-ই-আম্ (Building inspector and inspector, public works)

(৭) আমীন্ কাছারী ও অমীন্ সুবাজাৎ।

(৮) করোরিয়ান্ খাল্‌সা (রাজস্ববিভাগের প্রধান আদায়কারিগণ)।

(৯) পরগণা কানুন্‌গো, পেস্কার প্রভৃতি।

(১০) নানা প্রকার মুন্সী ও মোহরের।

(চ) খাজাঞ্চীখানা।

(১) খাজাঞ্চী খাজনা জমা—ও খাজাঞ্চী খাজনা খরচ (দুইজন)

(২) ফোতাদার (পোদ্দার) মুদ্রা পরীক্ষক—ও তদধীন কর্ম্মচারিবর্গ।

(৩) তহবিলদার (মণিমাণিক্যাদি বহুমূল্য দ্রব্যের)।

(ছ) দৌত্য ও সংবাদ বিভাগ।

(১) এল্‌চিয়ান্ (Ambassadors) ও উকীল।

(২) ওয়াকে নবীস্ (দরবারের দৈনন্দিন বৃত্তান্ত লেখক)।

(৩) সওয়ানে নেগার্ (সংবাদপত্র লেখক—সরকারী)।

(জ) ফৌজ্‌দারী ও শান্তি রক্ষা।

(১) ফৌজদার (আধুনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের মত) ;—কার্য্য বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(২) থানাদার (কোন কোন নগরে স্থাপিত ডেপুটী ফৌজ্‌দার)

(৩) কোতোয়াল্ (বৃহৎ নগরের পুলিস অধ্যক্ষ)।

(৪) দারোগা-ই-দাগ্ (অপরাধীর সন্ধানরক্ষা প্রভৃতি কার্য্য)

কোতোয়াল্ প্রভৃতির অধীনে নিম্নশ্রেণীর অনেক কর্ম্মচারী ছিল।

(ঝ) অন্যান্য বিভাগ।

(১) মীর্ তোজক্, (দরবার, জৌলুস্ প্রভৃতির তত্ত্বাবধারক)।

(২) মীর এমারৎ (এমারৎ বিভাগের অধ্যক্ষ)।

(৩) দারোগা সায়ের্—শুল্ক বিভাগের অধ্যক্ষ ; ইঁহার অধীনে 'আমিন্-চৌকিয়াৎ'—নামে প্রত্যেক চৌকীর (শুল্কগ্রহণ স্থানের) প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন।

সুবাদারের অধীন উল্লিখিত বিভাগগুলি ভিন্ন প্রধান কানুন্‌গো বা সমগ্র ভূসম্পত্তির সাধারণ রেজিষ্ট্রার ছিলেন। ইনি বাদশাহ-নিয়োজিত কর্ম্মচারী। তাঁহার নায়েব্, সেরেস্তাদার প্রভৃতি কর্ম্মচারী ছিল। এক্ষণে কতক গুলি প্রধান বিভাগের কার্য্যপ্রণালী ও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

(১) দেওয়ান্—মুর্শিদকুলী খাঁর রাজ্যকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাদশাহ নিয়োজিত বাঙ্গলার দেওয়ানই প্রাদেশিক রাজস্বসচিব ছিলেন। রাজস্ব সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণভাবে সুবাদারের ক্ষমতার অতীত। তিনি স্বতন্ত্রভাবে এই বিভাগের কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়া বাদশাহ দরবারে উজীরের নিকট হিসাব দাখিল করিতেন। বিশেষ গুরুতর কার্য্যে উভয়ে পরামর্শ করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এইমাত্র ব্যবস্থা ছিল। সরকারী কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত সুবাদারের প্রয়োজন মত টাকা দিতে দেওয়ান বাধ্য ছিলেন বটে, কিন্তু রাজস্বকার্য্যে তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। রাজ্যের আয় ব্যয় সম্বন্ধে সমগ্র ভার তাঁহার ; এ বিষয়ে তিনি একমাত্র বাদশাহী খাল্‌সা দপ্তরে দেওয়ানের অধীন ছিলেন। বাদশাহী দেওয়ানের কার্য্য ও অধিকার পরিশিষ্টে প্রদত্ত দেওয়ানী সনন্দের অনুবাদ

হইতে দৃষ্ট হইবে। দেওয়ানী বিভাগের কর্ম্মচারীবর্গ সম্পূর্ণরূপে বাদশাহী দেওয়ানের অধীন ছিলেন। মুর্শিদ্ কুলী খাঁ স্বয়ং শেষ স্বাধীন বাদশাহী দেওয়ান। তাঁহার সুবাদারী আমল হইতে এইরূপ স্বতন্ত্র দেওয়ান নিয়োগের প্রথা উঠিয়া গেল, বাদশাহের ক্ষমতা হ্রাসও ইহার অন্যতম কারণ। কুলী খাঁ দৌহিত্র সরফরাজের নামে দেওয়ানী পদ লিখাইয়া লইয়া, কার্য্যনির্ব্বাহ জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিলেন। বাদশাহী দেওয়ানের জায়গীর ছিল; পরবর্ত্তীকালে এই জায়গীর-ভোগই নবাবের আত্মীয় দেওয়ান্ বাহাদুরের এক মাত্র কার্য্য হইয়া পড়ে। দেওয়ান মুর্শিদ্ কুলী খাঁ সুবাদার হইয়া বাঙ্গলায় খালসা দেওয়ানের (রাজস্ব সচিবের) পদ নূতন সৃষ্টি করিলেন। প্রথমে তিনি স্বয়ং এই বিভাগের কার্য্য পরিদর্শন করিতেন, নিজের অধীনে পেস্কার নাম দিয়া একজন প্রধান কর্ম্মচারী রাখিয়াছিলেন। শেষে দেওয়ান্ খালসা শরিফা নাম দিয়া এই বিভাগের গুরুভার একজন দেওয়ানের হস্তে অর্পণ করেন। বাদশাহী দেওয়ানের স্থানে পরে 'দেওয়ান-ই-আলা' নাম দিয়া একজন কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয়। মুর্শিদ্ কুলী খাঁর সময়ে কার্য্যতঃ কেহই দেওয়ান্ আলা ছিলেন না, সরফরাজ্ নামে মাত্র দেওয়ান। সুজা খাঁর সময় হাজি আহম্মদ-ই প্রকৃতপক্ষে প্রধান দেওয়ান হইয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। সুবাদারী মোহর এই প্রধান দেওয়ানের নিকট থাকিত, রাজকার্য্য সম্বন্ধে গুরুতর ভার সমস্তই তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল।

খালসা দেওয়ানের কার্য্য বর্ত্তমান রাজস্ব-সচিবের অনুরূপ নহে। রাজ্যের সমগ্র আয় ব্যয় নির্ব্বাহের ব্যাপার ও রাজস্ব বন্দোবস্ত ভিন্ন দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারকের কার্য্যও তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল। জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং বা তাঁহার প্রতিনিধি দারোগা তাহার বিচার করিতেন। দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী পরে বিবৃত হইবে। অন্যান্য দেওয়ান্ বা সেরেস্তার কর্ম্মচারীগণের কার্য্য-বিভাগ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহাদের নামই অনেকস্থলে পরিচয় প্রদান করিবে। বর্ত্তমানেও গবর্ণমেন্টের অনেক বিভাগের কার্য্যপ্রণালী প্রায় পূর্ব্ব আদর্শেই পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। রেভেনিউ বোর্ডের মেম্বরে পূর্ব্বতন খাল্সা দেওয়ানের কার্য্য কিয়ৎপরিমাণে অর্পিত হইয়াছে।

(২) প্রাদেশিক নায়েব-নাজিম—রাজকীয় গুরুতর কার্য্য ভিন্ন অন্য সমস্ত কার্য্যই স্বাধীনভাবে নির্ব্বাহ করিতেন। উড়িষ্যা, ঢাকা ও পাটনা এই

তিন স্থানেই প্রতিনিধি সুবাদার নিয়োগ করিবার নিয়ম ছিল। কার্য্যতঃ পাটনা ও উড়িষ্যাতেই শাসনকর্ত্তার প্রয়োজন হইত। ঢাকার নায়েবী পদ নবাবের স্বসম্পর্কীয় কাহারও নামে লিখিত থাকিত মাত্র; একালে তিনি কদাচিৎ তথায় পদার্পণ করিতেন। তাঁহার দেওয়ানই তাঁহার নামে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া জায়গীরের উপস্বত্ব নিকটে পৌঁছাইয়া দিতেন। প্রাদেশিক নায়েব-নাজিমগণের দেওয়ানের হস্তে রাজস্ব-বিভাগ ব্যতীত অন্যান্য বিভাগের কার্য্যও ন্যস্ত ছিল। মুর্শিদকুলী খাঁর রাজ্যকাল হইতে ফৌজদারগণ নায়েব-নাজিমের অধীনে স্থাপিত হন। প্রাদেশিক নায়েব-নাজিমগণের পারিবারিক ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য জায়গীর ছিল। নবাবী আমলের শেষ অবস্থায় নবাব পরিবারের সহিত সম্পূর্ণ অসংসৃষ্ট হিন্দু ও মুসলমান ওমরাহগণ কিয়ৎকাল নায়েব-নাজিমী পদ ভোগ করিয়াছেন, গ্রন্থভাগে দৃষ্ট হইয়াছে। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণের অধীনেও সদর সেরেস্তার অনুরূপ কার্য্যবিভাগ ও কর্ম্মচারী থাকিত।

(৩) ফৌজদারী ও ফৌজদার।

নবাবী আমলে সমগ্র বঙ্গ দেশ নিম্নলিখিত দশটী ফৌজদারীতে বিভক্ত ছিল:—ইস্লামাবাদ (চট্টগ্রাম), শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর, রাঙ্গামাটী, জেলালগড় (পূর্ণিয়া), আকবর নগর (রাজমহল), রাজশাহী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও বন্দর-বন্দর (হুগলী)। ইহা ব্যতীত মুর্শিদাবাদ সহরে একজন ফৌজদার ছিলেন ও সুজা খাঁর সময়ে ত্রিপুরা আংশিক রূপে আয়ত্ত হইলে তথায় একজন ফৌজদার কিয়ৎকাল অস্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিহার প্রদেশ আটটী ফৌজদারীতে বিভক্ত ছিল; যথা শাহাবাদ, রোটাস, মুঙ্গের, চম্পারণ, বেহার, শারণ, ত্রিহুত ও হাজিপুর। মোগল অধিকারে প্রত্যেক সুবায় প্রত্যন্তভাগ রক্ষা, বিদ্রোহী বা অনায়ত্ত জমিদারবর্গের শাসন ও অন্তর্জাতিক শাসনের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য এই সকল ফৌজদার নিয়োজিত হইতেন। মোগল সম্রাটগণের উন্নতির অবস্থায় এই সমস্ত ফৌজদার বাদশাহ দরবার হইতেই নিয়োজিত হইতেন। দিল্লীশ্বরের প্রতাপের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গলার নবাবগণ অন্যান্য কার্য্যের মত ফৌজদার নিয়োগের ভার স্বহস্তেই গ্রহণ করেন। মুর্শিদকুলী খাঁই প্রথমে এইরূপ স্বীয় মনোনীত ব্যক্তিগণকে নিয়োগ করিতে আরম্ভ করেন।

বাদশাহ দরবারে দিল্লীর নিয়োজিত ফৌজদারগণের যথেষ্ট সম্মান ছিল, অনেক সময়ে তাঁহারা সুবাদার অপেক্ষা অল্প সমাদর পাইতেন না। কার্য্যদক্ষ

ফৌজদারগণই সুবাদারী প্রভৃতি উচ্চ কার্য্য দ্বারা পুরস্কৃত হইতেন। ফৌজদারগণের মধ্যে অনেকেই কেহ বা এক হাজারী কেহ দোহাজারী কেহ বা চারি হাজারী পর্য্যন্ত সেনানায়কত্ব (মন্‌সবদারী) প্রাপ্ত হইতেন। পদ ও কার্য্যের গুরুত্ব অনুসারে পাঁচশত হইতে সহস্রাধিক সৈন্য ফৌজদারী সৈন্যরূপে তাঁহাদের অধীনে রক্ষিত হইত, অন্যান্য রূপেও ফৌজদার রীতিমত রাজসম্মানে ভূষিত হইতেন। তিনি বহির্গত হইলে সঙ্গে ছাতা, আড়ানী ও রণবাদ্য চলিত (১)।

বাদশাহী আমলে ফৌজদার ও তাঁহার অধীন মন্‌সবদারগণ, সদরস্ সদুর্ (প্রধান বিচারপতি), কাজী, বেকায়া-নবীস ও সওয়ানে-নেগার্ প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ কাগজে কলমে দিল্লী দরবারেরই অধীন ছিলেন। নাজিমের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বাদশাহী দস্তর উল্ আমল্ অনুসারে কার্য্য করিবেন, ইহাই ব্যবস্থা ছিল। এইরূপে নাজিম-নিরপেক্ষ এবং স্বতন্ত্র কর্ম্মকর্ত্তা হইলেও বস্তুগত্যা তাঁহারা সুবাদারের অধীন কর্ম্মচারীর মতই ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেন। কচিৎ কেহ স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা করিয়া সুবাদারের বিষদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। প্রত্যেক ফৌজদারীর মধ্যে নিয়োজিত সেনানী ও মন্‌সবদারগণ ফৌজদারের আদেশে আপন আপন সৈন্য সহ প্রয়োজন মত তাঁহার সাহায্যার্থ মিলিত হইতেন। ফৌজদারের এলাকা মধ্যে কোন জমিদার বা অন্য কেহ অযথা দুর্গনির্ম্মাণ বা অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতে না পারেন এ বিষয়ে ফৌজদারকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইত। অবাধ্য জমীদারগণকে বশীভূত বা উৎখাত করা তাঁহার অন্যতম কার্য্য ছিল, কোন জমীদার বিদ্রোহী হইলে ফৌজদার তাঁহাকে ধৃত করিয়া সুবাদারের নিকট প্রেরণ করিতেন।

দস্যু তস্করাদির শাসনদমন ফৌজদারের অপর কর্ত্তব্যকর্ম্ম, অশান্ত উপদ্রবকারিগণের অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষাই তাঁহার কার্য্য ও লক্ষ্য ছিল। দলবদ্ধ দস্যু প্রভৃতির বিরুদ্ধে সসৈন্যে ধাবমান হইয়া তাহাদের সমূলোৎপাটন করিয়া তবে ফৌজদার নিরস্ত হইতেন। প্রয়োজন হইলে প্রতিনিধির উপর কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া ফৌজদার সসৈন্যে সুবাদারের সাহায্যার্থ যাত্রা করিতেন। এইরূপে ফৌজদারগণ সর্ব্বদা স্বকার্য্যসাধনে যত্নশীল হওয়ায় রাজ্য মধ্যে অশান্তির লেশ মাত্র ছিল না। লোকে সচ্ছন্দচিত্তে নিজ নিজ দৈনিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া নিশাযোগে সুখশয়নে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে নিঃশঙ্ক মনে নিদ্রা যাইত (২)

(১) Mutakherin Trans II. 567 70. (২) Mutakh II. 572-573

দস্যু তস্করাদির উপদ্রব সম্পূর্ণভাবে নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে ফৌজদারগণের অধীনে রাজ্যের স্থানে স্থানে থানা স্থাপিত করিয়া তাহাতে থানাদার ও অন্যান্য কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইত। বর্ত্তমান কালের পুলীস দারোগার ন্যায় শান্তি-রক্ষাই থানাদারগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। ফৌজদারই শান্তিরক্ষা বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। প্রধান প্রধান নগরে এক এক জন কোতোয়াল্ ও তাঁহাদের অধীনে চৌকীদার প্রভৃতি ছিল। গ্রাম্য চৌকীদার ও মণ্ডল, শাসন ও শান্তি রক্ষার জন্য থানাদার ও ফৌজদারের নিকট দায়ী ছিলেন। দূর প্রদেশের ফৌজদারগণের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভারও ন্যস্ত ছিল। অন্যান্য স্থানে সরকারী আমিলগণ জমিদারের নিকট রাজস্ব আদায় লইতেন।

(৪) সদরস্ সদুর—প্রত্যেক সুবায় এই নামে বাদশাহ-নিয়োজিত এক-জন প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ইনি কাজিগণের উপর আপীল আদালত। আমলাক্, আয়মা ও অন্যান্য মুসলমান ধর্ম্মবিহিত কার্য্য করিবার জন্য যাঁহারা রাজদত্ত ভূমি ভোগ করিতেন, তাঁহাদের উপর বিশেষতঃ কাজিগণের কার্য্যে দৃষ্টি রাখা ইঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল, মূর্খ ধর্ম্মজ্ঞানহীন লোকে কাজীর পদ পাইয়া যাহাতে উহার অপব্যবহার করিতে না পারে তাহা ইঁহার লক্ষ্য থাকিত। ধর্ম্মার্থে দেয় ভূমির অসদ্ব্যবহার হইলে বা প্রথমতঃ যে উদ্দেশ্যে ব্যক্তিবিশেষকে ভূসম্পত্তি প্রদান করা হইয়াছে—কার্য্যে তাহার ব্যভিচার ঘটিলে ইনি সেই ভূমির পুনর্ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। আয়মাদারগণের মধ্যে বিবাদ ইঁহার নিকট নিষ্পত্তি হইত। মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় কাজীর বিচারের উপর ইঁহার নিকট আপীল হইত। মুর্শিদাবাদে 'দার উল্ কাজা' নামক প্রধান বিচারালয়ে এইরূপ একজন সদরস্ সদুর ছিলেন। নবাবী আমলে অন্যান্য কার্য্যের মত এই বিচার বিভাগও নাজিমের অধীন হইয়াছিল।

(৫) মোহ্তসীব্—সহর বাজারে ব্যবসায়িগণের কার্য্য পরিদর্শন, বাজার দর নির্দ্দিষ্ট করা ও ওজনের বাট্‌খারা প্রভৃতিতে দৃষ্টি রাখা, এই কর্ম্মচারীর প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সর্ব্ব প্রকার বিবাদের মীমাংসা এবং মদ্যপায়ী, দুষ্ট, লম্পট ও অন্যান্য কুপথগামী লোকে প্রকাশ্য স্থানে কোনরূপ অন্যায়াচরণ করিতে না পারে, ইহাও তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য থাকিত। বর্ত্তমানে মিউনিসিপাল ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে এইরূপ কর্ত্তব্যকর্ম্মের অংশবিশেষ মাত্র স্থাপিত হইয়াছে।

(৬) সওয়ানে নেগার্—(News Writer) নামে সংবাদ-লেখক

কর্ম্মচারিগণ রাজ্যের নানাস্থানে নিয়োজিত থাকিতেন। কোন্ স্থানে কি ঘটনা হইতেছে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া নবাব বা বাদশাহ দরবারে জ্ঞাপন করাই ইঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ছিল। ইঁহাদের মধ্যেই কেহ কেহ ইতিহাস লেখক হইয়াছেন।

বেকায়ানবীস্ নামে এইরূপ একজন কর্ম্মচারী নবাব দরবারে থাকিতেন। দরবারের ও স্থানীয় নানা ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া ইনি বাদশাহের গোচরার্থ প্রেরণ করিতেন। প্রধান প্রধান নগরের সওয়ানে নেগারগণের সহিত ইঁহার সংবাদ আদান প্রদান চলিত। নবাবী আমলে এই কর্ম্মচারিগণও নাজিমের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

(৭) প্রধান কানুনগো—পদের সৃষ্টির বিস্তৃত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে (৬৮—৭৩ পৃষ্ঠা)। দেশের মধ্যে সুবাদার-নিয়োজিত পরগণা-কানুনগো ছিলেন। পরগণা কানুনগোগণের হস্তে যে সমুদয় কার্য্যভার ছিল, তাঁহাদের রক্ষিত নিম্নলিখিত কাগজগুলি দৃষ্টে তাহা নির্ণীত হইবে (১) দস্তর উল্ আমল (২) আমল দস্তুর (৩) কিবিস্ত দেহাৎ (৪) শাহী আমদানী (৫) আব্ওয়াব্ গী (৬) দৌল তক্‌সিস্ বন্দোবস্ত (৭) জমাবন্দী খাস্ (৮) জমা সায়ের চবুতরা কোতয়ালী, মায় চৌকীয়াৎ ও গুজার ঘাট (৯) জমা পাঁচ উৎরা (১০) জমা মহল মীর বক্‌সী (১১) ইসমনবিসী জমিদারান্ (১৫) হকিকৎ বাজে জমা (১৩) জমা মোকররী ও ইস্তমরারী (১৪) উশুল বাকী (১২) হকিকৎ ফৌজদারান্। ইহাতে দেশের সমুদয় বার্ষিক বিবরণী প্রদত্ত হইত। কত জমী আবাদী, কি পরিমাণে পতিত, কত মাল, কত লাখেরাজ, প্রজাওয়ারী জমাবন্দী এবং কোন্ শ্রেণীর জমির হার কত ইত্যাদি তাঁহাদের কাগজে দেখান হইত। কানুনগোর কাগজের কল্যাণে জমিদারবর্গের ও আদায়কারিগণের পক্ষে রাজস্ব সম্বন্ধে কোন বিষয় গোপনের উপায় ছিল না, এবং প্রজাবর্গেরও ক্রমাগত নিরিখ বৃদ্ধির ভয় থাকিত না। সদর কানুনগো রাজধানীতে বাস করিতেন। তাঁহার হস্তে সমস্ত প্রদেশের সবিস্তার জমাবন্দী থাকিত। ইনি সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। সুতরাং বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও দেওয়ানের অদ্বিতীয় ক্ষমতার উপরে ইঁহারা, কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিবন্ধক স্বরূপ ছিলেন।

বিহারের কানুনগো—বাঙ্গলায় যেমন উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থবংশের দুই ব্যক্তির হস্তে প্রধান কানুনগোর কার্য্য ন্যস্ত ছিল, বিহার প্রদেশের প্রধান কানুনগোর কার্য্যও সেইরূপ এক জন বাঙ্গালী উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকে

প্রদত্ত হইয়াছিল। পরেশ নাথ (পার্শ্ব নাথ) ঘোষ নামক বাঙ্গালী-কায়স্থ ভাগলপুরের পরগণা কানুনগোর কার্য্য পাইয়া অবশেষে স্বীয় দক্ষতা গুণে সমগ্র বিহারের প্রধান কানুনগো হন। তাঁহার বংশের কানুনগোগণ ক্রমশঃ অনেক ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়া ভাগলপুর চম্পানগরের মহাশয় বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। বর্ত্তমানে প্রতাপ নারায়ণ রায় মহাশয় বঙ্গাধিকারী কানুনগোর বংশধর ও রায় তারক নাথ ঘোষ মহাশয় বিহারের প্রধান কানুনগোর বংশধর। দেশীয় লোকের নিকট ইঁহারা চম্পানগরের রাজা বলিয়া খ্যাত এবং রাজোচিত ব্যবহারে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়া আসিতেছেন।

নবাবী আমলে সামরিক বিভাগে দেওয়ান্ ই তন্ (Paymaster of the forces) নামে কর্ম্মচারী বেতন ও সৈন্যপরিসংখ্যার দেওয়ান থাকিতেন। সেপাসালার হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম সাধারণ সৈনিক পর্য্যন্ত বেতন পাইতেন—ইঁহাদের জায়গীর ছিলনা। কয়েক জন প্রাদেশিক সামন্তের জন্যই কেবল জায়গীর নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই সামন্ত (মনসবদার) গণ প্রায়ই প্রত্যন্ত প্রদেশে নিয়োজিত থাকিতেন। মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে এই রূপ একবিংশতি সংখ্যক মনসব্দারের জায়গীরের পরিমাণ ২০ পরগণায় ১১০৮৫২ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, ইঁহাদের অনেককেই পঞ্চশত হইতে সহস্র পদাতি সৈন্য লইয়া প্রয়োজন হইলে যুদ্ধকালে যোগ দিতে হইত। আবার এই মনসব্দারগণের মধ্যে দুই একজন ফৌজদারও ছিলেন। ইহা ব্যতীত আন্‌ওয়া-ই-আসাম নামে আসামের দিকে প্রত্যন্তভাগ রক্ষার জন্য কিঞ্চিদধিক অষ্ট সহস্র সৈন্য রক্ষার জন্যও জায়গীর নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই সমস্ত সৈন্য পূর্ব্বসীমান্তে চট্টগ্রাম হইতে ব্রহ্মপুত্র তীরে রাঙ্গামাটি পর্য্যন্ত সামান্ত দেশের দুর্গাদি রক্ষার জন্য নিয়োজিত ছিল। এই সীমান্ত-রক্ষক মনসব্দার ও সৈন্যগণের জায়গীর প্রভৃতি পূর্ব্বব্যবস্থামত নির্দ্দিষ্ট ছিল; নবাবী আমলে জায়গীরের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস করা হয়।

অনেকের ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে যে জায়গীর আমির্ উল্ উমরা বক্সী নামে যে বিস্তীর্ণ জায়গীর নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাই বাঙ্গলার নবাবী সেনাপতির জায়গীর। এই জায়গীর বাদশাহী প্রধান সেনাপতির নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রথম প্রথম ইহার খাজানা আদায় করিয়া তাহার নিকট প্রেরণ করিতে হইত। সুজাখাঁর সময় হইতে বিশেষতঃ তাৎকালিক বাদশাহী মন্ত্রী ও সেনাপতি খান্ দৌরানের মৃত্যুর পর ক্রমশঃ এই জায়গীরের আয় বঙ্গীয় সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছিল।

আবুল্ ফজল তাঁহার সুবিখ্যাত আইন্ আকবরী গ্রন্থে বঙ্গের তাৎকালিক সৈন্য সংখ্যা নিম্নলিখিত রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—পদাতিক ও অশ্বারোহী—২৩৩৩০, কামান ৪২৬০, হস্তী ১১৭০ ও রণতরী ৪৪০০। তারিখ্ বাঙ্গালা গ্রন্থকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মুর্শিদ্ কুলী খাঁ দুই সহস্র অশ্বারোহী ও চারি সহস্র পদাতিক সৈন্যই দেশশাসন ও রাজস্ব আদায়ের সাহায্য জন্য যথেষ্ট মনে করিতেন। এই মুষ্টিমেয় সৈন্য বেতনভোগী রাজকীয় সৈন্যদল। মনসব্-দারগণের অধীন পাণ্ড-রক্ষক সৈন্য ও উল্লিখিত আসাম প্রান্তের নির্দ্দিষ্ট সৈন্য ইহার বহির্ভূত। যুদ্ধে গৌরবলাভ বা পররাষ্ট্র অধিকার দ্বারা রাজ্যবিস্তার নিশ্চয়ই কুলী খাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, সময় সময় বিদ্রোহদমন আবশ্যক হইলেও এই সামান্য সৈন্যবল সাহায্যে বিংশতি বর্ষ ব্যাপিয়া তিনি সমগ্র বঙ্গ সুশাসনে রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সুজাখাঁ এই মুষ্টিমেয় সৈন্য রাজ্যরক্ষার ও বঙ্গালার সুবাদারের পদগৌরবের পক্ষে অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া সৈন্যসংখ্যা ২৫০০০ করেন—ইহার অধিকাংশ দেশীয় গোলন্দাজ পদাতি ও অল্প শ অশ্বারোহী। সুজার সময় ত্রিপুরা কুচবিহার প্রভৃতি আক্রমণ করা হইয়াছিল। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ের যুদ্ধবিগ্রহে স্থায়ী সৈন্যসংখ্যা ক্রমে বহুগুণেই বর্দ্ধিত হয়। পলাশীর যুদ্ধকালে নবাবের সৈন্যসংখ্যা ৫০ হাজার মিশ্র পদাতিক ও ১৮ হাজার শিক্ষিত অশ্বারোহী, ইংরেজ লেখকগণের গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

নবাব মুর্শিদ্ কুলী খাঁর রাজস্ব বন্দোবস্তে নৌ-বিভাগে ৭৬৮ খানি সশস্ত্র রণ-তরী ও নৌকা সুসজ্জিত থাকার উল্লেখ আছে। এই গুলি মগ ও অন্যান্য বৈদেশিক জলদস্যুর উৎপাত হইতে উপকূলভাগ রক্ষার জন্য নিয়ন্ত্রিত ছিল। নৌ-সৈন্য ও নাবিকগণের মধ্যে ৯২৩ জন পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গী ছিল, ইহারা প্রধানতঃ কামান চালাইবার জন্যই নিযুক্ত থাকিত। নবাব ইব্রাহিম খাঁর সঙ্গে প্রথমে এই ফিরিঙ্গী দল ঢাকায় যায়। নৌ বিভাগের প্রধান কার্য্যালয় অন্যান্য বিভাগের সহিত ঢাকা হইতে উঠাইয়া আনা হয় নাই। পূর্ব্বাঞ্চল ও উপকূল রক্ষার জন্য নদীবহুল ঢাকা হইতেই নৌবন্দ পরিদর্শনের সুবিধা। এই নৌ বিভাগের সমগ্র ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য বাৎসরিক প্রায় আট লক্ষ টাকার জায়গীরের ব্যবস্থা ছিল, পরে উল্লেখ করা হইবে।

স্বতন্ত্র পাঠান শাসনকাল হইতেই বঙ্গে উচ্চতর রাজকার্য্যে হিন্দুর নিয়োগ দৃষ্ট হয়। জেতা ও বিজেতার মধ্যে ক্রমশঃ শ্রদ্ধাবিস্তারের ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল। আদর্শ নরপতি আকবরের উদার শাসননীতি মুসলমানের হিন্দুপ্রীতি

বন্ধন করে। হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে রাজকার্য্যে নিয়োগের ব্যবস্থা মোগলাধিকৃত ভারতে বিজাতীয় শাসনের যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। একালের মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই অনুমিত হইবে, ইচ্ছা থাকিলে বিজেতা মুসলমান সমগ্র রাজকার্য্য, অন্ততঃ শাসনযন্ত্রের উচ্চতর অঙ্গগুলি মুসলমানের হস্তেই পরিচালিত করিতে পারিতেন। মুর্শিদাবাদের স্বাধীন নবাবগণের হস্তে এই অনুদার নীতির অপব্যবহার হয় নাই। মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ ইহার প্রধান প্রচারক। গ্রন্থ ভাগে দৃষ্ট হইয়াছে, ভূপতি রায়, কিশোর রায় ও কানুনগো দর্পনারায়ণ তাঁহার সময়ে খাল্‌সা সেরেস্তার (রাজস্ব বিভাগের) প্রধান কর্মচারী হইয়াছেন। কথিত আছে, রঘুনন্দনই প্রথম খালসা দেওয়ান ও রায় রায়ান্। যশোবন্ত রায় ঢাকায় দেওয়ানী করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এ সময়ে সামরিক বিভাগেও হিন্দু সেনানীর দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে। সুব্যবস্থায় রাজ্যশাসনের পক্ষপাতী কুলী খাঁ সৈন্য সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস করিলেও এই মুষ্টিমেয় সেনাদলে হিন্দু সেনাপতি দেখিতে পাই। লাহরী মন্ন ও দলিপ সিংহ, বিদ্রোহী এমন কি হিন্দুর বিরুদ্ধেও সেনাচালনের ভার পাইয়াছেন। জমিদার-শ্রেণীর মধ্যে রামজীবন ও তাঁহার দক্ষিণহস্ত দয়ারাম এবং রঘুরামের নবকার্য্যে সহায়তা করার উল্লেখ আছে। নবাব সুজাউদ্দীনের প্রধান মন্ত্রী রায় রায়ান্ আলম চাঁদ রাজস্ব সংগ্রহ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সরফরাজের পক্ষে প্রাণপাত করিয়াছেন। অন্যতম সেনানী খোজা বসন্ত হিন্দুপিতার সন্তান (১)। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সমদর্শিতা অতুলনীয়। হিন্দু নন্দলালই প্রথমে তাঁহার প্রধান সেনাপতি। কায়স্থকুলতিলক রাজা জানকীরাম বিশ্বাসভাজন মন্ত্রী, নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্রগণেরও দরবার করিতে হইলে তাঁহার সাহায্য আবশ্যক হইত। অতঃপর বঙ্গীয় সুবাদারের অধীনে প্রধান কার্য্যে, পাটনার নায়েব-নাজিমীতে তাঁহার চাকরী জীবনের অবসান। তাঁহার পুত্র দুর্লভরামের কথায় বর্ত্তমান গ্রন্থের অনেকাংশ পূর্ণ হইয়াছে। রায় রায়ান্ চিন্ময় রায়, (চায়েন্), বীরদত্ত, কীর্ত্তিচাঁদ অমৃত রায়, রায় চিন্তামণি দাস ও গোকুল চাঁদ—রাজস্ব বিভাগে কর্তৃত্ব করিয়াছেন। খ্যাতনামা বৈদ্য রাজবল্লভ এসময়ে পেস্কারীতে আরম্ভ করিয়া নায়েব সুবাদারী পর্য্যন্ত ভোগ করিয়াছেন। দৌত্য ও গুপ্তচর বিভাগে

(১) অদ্যাপি মুর্শিদাবাদে বসন্ত আলি খাঁর মস্‌জীদ ও ধর্ম্মশালা তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি আয় হইতে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

রাজারাম প্রভৃতিই প্রধান কর্মচারী। দেওয়ান মাণিক চাঁদ, উমেদ রাম প্রভৃতি সকলেই প্রধান কার্য্য বতী ছিলেন। হিন্দু কর্মচারী কেবল রাজকর আদায়েই ব্যাপৃত ছিলেন না, প্রধান সেনাপতি হইয়া সৈন্যচালনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, দুর্লভরাম, মাণিকচাঁদ—শেষে মোহনলাল ও শ্যাম সুন্দর লালা ও বাঙ্গালী কায়স্থের এদেশের রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্নতন পদে বাঙ্গালী হিন্দুর নিয়োগের উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। বক্সী, মন্সী, মুস্তোফী, শিকদার, মজুমদার, সরকার প্রভৃতি উপাধির প্রচলন হিন্দুগণের মধ্যেই অধিকতর। মুস্তোফী ও খাসনবীসের পদ উচ্চশ্রেণীর, ইহা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তবেই দেখা গেল, জাতি ধর্ম নির্ব্বিশেষে উচ্চতর রাজকার্য্যে নিয়োগে মুর্শিদাবাদের মুসলমান নবাবগণ সভ্য জগতের আদর্শস্থানীয়।

মর্শিদ্ কুলী খাঁ পূর্ব্বতন নবাবী বিচার প্রণালীর আমূল সংশোধন করিয়া মুর্শিদাবাদে চারিটী বিচার বিভাগ ও তৎ সংসৃষ্ট বিচারালয় স্থাপন করেন :—

(১) আদালৎ উল আলিয়া-ই-নিজামৎ।

(২) মহকমে আদালতে দেওয়ানী।

(৩) মহকমে কাজা (কাজির আদালৎ)

(৪) আদালৎ ফৌজদারি।

(১ম) নিজামৎ আদালতে স্বয়ং নাজিম, কাজি, মফ্‌তী ও উলেমাগণ সহ উপবেশন করিতেন। এখানে ওয়াকে-নবীস্ (রাজকীয় সংবাদদাতা) ও হরকরা প্রভৃতি উপস্থিত থাকিত। অভিযোগ শ্রবণ ও তর্কবিতর্কের পর নাজিম স্বয়ং আদেশাদি প্রদান করিতেন। রাজকীয় অন্যান্য কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকায় যথাসময়ে এই বিচারালয়ের কার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করা কঠিন দেখিয়া এবং বৃদ্ধ দশায় পূর্ব্বের মত পরিশ্রমও সম্ভবপর নহে বিবেচনা করিয়া, নবাব মর্শিদকুলী শেষে 'দারোগা আদালৎ উল নিজামৎ' নামে একজন প্রধান কর্ম্মচারীকে ধর্ম্মাধিকার স্বরূপ নিয়োগ করিয়াছিলেন। দারোগা অর্থী প্রত্যর্থীর ও তাহাদের পক্ষের সাক্ষিগণের সমস্ত বক্তব্য শ্রবণ করিয়া সওয়াল্ জবাব আনুপূর্ব্বিক অবগত হইয়া বিচার বিতরণ করিতেন। ইনি নবাবের প্রতিনিধি স্বরূপ মোকদ্দমার ফয়সলা, রোয়দাদ্, ওজোহাৎ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া, কোন্ পক্ষের ন্যায্য দাবী কি, তাহা স্থির হইলে নাজিম-সমক্ষে এক রিপোর্ট পেশ্ করিতেন। কুলী খাঁ সপ্তাহে দুই দিন এই আদালতের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া স্বয়ং আদেশ দিতেন; পরবর্ত্তীকালে কার্য্যভার ক্রমশঃ দারোগার হস্তেই অর্পিত

হইয়াছিল। জমিদারে জমিদারে ও জমিদার এবং প্রজার মধ্যে বিশেষ বিবাদ, হিন্দুর বিরুদ্ধে গুরুতর ফৌজদারী অভিযোগ বা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐরূপ মোকদ্দমার বিচার এই আদালতে নিষ্পত্তি হইত। আদালতে জনৈক হিন্দু পণ্ডিতও থাকিতেন, হিন্দুমতের ব্যবস্থা তিনি দিতেন।

(২য়) দেওয়ানী আদালৎ। মালী ও মুল্কী অর্থাৎ রাজকীয় ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার এই আদালতে নির্ব্বাহ হইত। অনেক সময়ে নিজামৎ আদালৎ হইতে এই প্রকারের মোকর্দ্দমা দেওয়ানী আদলাতে সোপর্দ্দ হইত। এ বিষয়ে বর্ত্তমান জজ আদালতের ও সবজজের যেরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, উক্ত আদালৎ দ্বয়ের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ ছিল। দেও-য়ান্ খাল্সা শরিফা অর্থাৎ রাজস্ব সচিব এই আদালতের বিচারপতি ছিলেন। নবাব সুজাউদ্দৌলার সময়ে এই আদালতের অভিযোগ সংখ্যা বড়ই অধিক দেখিয়া ও বিচার কার্য্যে বহুদিন ধরিয়া ব্যাপৃত থাকিলে দেওয়ানের অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যে ব্যাঘাত ও ক্ষতি হয় বলিয়া ব্যবস্থা করা হয় যে নিজামৎ আদালতের ন্যায় এখানেও একজন দারোগাই প্রধান বিচারপতি দেওয়ানের অধীনে থাকিয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করিবেন।

(৩য়) মহকুমে কাজা বা প্রধান কাজির আদালতে দেশের প্রধান কাজি (বা সদরস্ সদুর) বিচারপতি ছিলেন। মুসলমান ধর্ম্ম ও মুসলমানী বিষয়া-ধিকার সম্বন্ধে বিচারই এই কাজির হস্তে ছিল। ইতিপূর্ব্বে এই কাজীর আদালতে হিন্দুর ফৌজদারী বিচারও নিষ্পত্তি হইত। কাজা শরাফর ব্যবস্থা হইতে শিক্ষা পাইয়া নবাব কুলী খাঁ ফৌজদারী বিচারের কিয়দংশ নিজামৎ আদালতে ও কিয়দংশ সদর ফৌজদারের আদালতে বিচারের ব্যবস্থা করেন। মফঃস্বলের কাজীর কার্য্যবিবরণ নিম্নে বিবৃত হইল।

(৪র্থ) আদালৎ-ফৌজদারি—এই বিচারালয় বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেটের আদালতের অনুরূপ ছিল, মুর্শিদাবাদের ফৌজদারই ইহার বিচারপতি। সহর ও সদর ফৌজদারীর অন্তর্গত স্থানে শান্তিরক্ষা ও চোরা প্রভৃতি সাধারণ অপরাধের বিচার এই স্থানে হইত। মফঃস্বলের ফৌজদার-গণের কার্য্য বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ঢাকা ও উড়িষ্যায় 'মহকমে আদালৎ নায়েব-নাজিম' নামে নবাবের প্রতি-নিধির এক বিচারালয় স্থাপিত ছিল, এখানে পৃথক দেওয়ানী আদালত ছিল না; অন্যান্য বিচারালয় ও অফিস রাজধানীর মতই ছিল। ঢাকার ফৌজদারী

অফিসের নাম 'মহকুমে সহর আমীন্' ছিল। 'দার্ উল্ কাজা' এই উভয় স্থানেই ছিল। দেশের অভ্যন্তরে অনেক স্থলে রাজস্ব আদায়ভারও ফৌজদারগণের হস্তে অর্পিত ছিল। থানাদারগণের সাহায্যে ফৌজদার রাজস্ববিভাগের কার্য্যও নির্ব্বাহ করিতেন। এই সমস্ত স্থানে ফৌজদারী ও কাজির আদালৎ দুই থাকিত। অন্যান্য প্রধান নগরে ও মফঃস্বলে স্থান বিশেষে কাজীর আদালৎ স্থাপিত ছিল, বিহার প্রদেশে পাটনায় মুর্শিদাবাদের ন্যায় সমস্ত অফিস ও বিচারালয় স্থাপিত ছিল, একই নিয়মে কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। পাটনায় একটী কোতোয়ালী অফিস ছিল, সেটী মুর্শিদাবাদ ফৌজদারের অধীন। দেশের সর্ব্বত্র শান্তিরক্ষার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য সে কালের শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা কেহই একালের সভ্যতর সমাজের আদর্শে তুলনা করিবেন না। যতদূর দেখা যায়, তাহাতে তাৎকালিক জ্ঞান ও সভ্যতার অনুমোদিত বিধি ব্যবস্থা সমস্তই ছিল।

নিজামৎ আদালতে দারোগার নিকট বাদীর দরখাস্ত পেশ্ হইত। প্রতিবাদীর বাসস্থান নিকটবর্ত্তী হইলে দারোগার মোহর ও চিহ্নযুক্ত আর্জীর নকল সেরেস্তা হইতে পদাতিক যোগে ঐ গ্রামের মির্দ্ধা বা মণ্ডলের নিকট প্রেরিত হইত। মণ্ডল প্রতিবাদীর উপর ঐ দস্তক (সমন) জারি করিয়া ধার্য্য দিনে উপস্থিত হইবার জন্য জামিন লইয়া ছাড়িতেন। প্রতিবাদী বহু দূরবর্ত্তী স্থানের অধিবাসী হইলে তত্রৎ স্থানের জমিদারের রাজধানীস্থ উকীলের উপর ঐ প্রজাকে উপস্থিত করিয়া দিবার ভার হইত। উকীল অসমর্থ হইলে এক খানি এব্রানামা (অসামর্থ্য স্বীকারপত্র) লিখিয়া জানাইতেন— অমুক কারণে উক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করিয়া দিতে তিনি বা তাঁহার জমিদার অক্ষম'। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে সরকারী হরকরা দ্বারা মণ্ডলের যোগে প্রত্যর্থীকে উপস্থিত করা হইত। অর্থী প্রত্যর্থী উপস্থিত হইলে দারোগাই বিচার করিতেন,— প্রয়োজন হইলে অন্যের সাহায্যও গ্রহণ করিতেন। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন সাক্ষী লইয়া আসিত। সাক্ষী আনয়ন করিতে অক্ষম হইলে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সাক্ষী উপস্থিত করার ব্যবস্থা ছিল।

নবাব মুর্শিদ্কুলী খাঁ প্রতিদিন চেহেল্সুতূন্ দরবার-গৃহে এই কাছারীতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইতেন। প্রথমে প্রত্যেক প্রধান স্থানের রিপোর্ট শুনান হইত। এই সমস্ত রিপোর্টের মধ্যে হত্যাকাণ্ড, ডাকাইতী, রাহাদানী প্রভৃতির উল্লেখ থাকিলে অপরাধীকে ধৃত করিবার জন্য দস্তক বাহির হইত। প্রতিবর্ষে

জলসের (বাদশাহের সিংহাসনারোহণের) দিন এখানে প্রকাণ্ড দরবার হইত; এই দরবারে সমস্ত প্রধান কর্মচারী ও দেশস্থ গণ্যমান্য লোক উপস্থিত থাকিতেন। এ দিন দারোগার নিকট পক্ষগণের বক্তব্য শুনিয়া কাজী মুফ্তী প্রভৃতির পরামর্শে নবাব স্বয়ং জটিল মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি করিতেন। নরহত্যার মোকদ্দমা সাধারণতঃ নবাব স্বয়ং বিচার করিতেন। নবাব সপ্তাহে দুইদিন বিচারাসনে উপবিষ্ট হইতেন। এই আদালতে মোকদ্দমার ভার সাধারণতঃ দারোগার উপরেই অর্পিত ছিল। বাকী কর সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা খালসা দেওয়ানের এবং ফৌজদারী ও সৈন্যগণের সম্বন্ধে মোকদ্দমা নিজামৎ দেওয়ানের নিকট বিচারের জন্য সোপর্দ হইত। গুরুতর মোকদ্দমায় নাজিমের সম্মতি ভিন্ন বিচার শেষ হইত না। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে অধিকাংশ মোকদ্দমা সালিশগণের হস্তে সমর্পিত হইত। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গুরুতর মোকদ্দমা বিদ্বানগণের সমবেত দরবারে বা কাজীর নিকট সোপর্দ হইয়া বিচারের ব্যবস্থা ছিল। অনেক সময় ফৌজদার আমিল প্রভৃতি মফঃস্বলের কর্মচারিগণের নিকটেও কোন কোন মোকদ্দমা বিচারের জন্য প্রেরিত হইত।

কোন জমিদার বা তালুকদারকে উৎখাত বা দণ্ডিত করিতে হইলে নাজিম নিজামৎ আদালতে বা দরবারে খালসা দেওয়ানের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তৎসম্বন্ধে আদেশ দিতেন। ইতিপূর্ব্বে নরহত্যার মোকদ্দমা প্রধান কাজীই নির্ব্বাহ করিতেন, অনেক সময় (যেমন কাজী শরফ্ ও বৃন্দাবনের ঘটনা) কাজীর ধর্ম্মান্ধতায় অবিচার হওয়ার সন্দেহ করিয়া নবাব এই জাতীয় মোকদ্দমা স্বয়ং আম দরবারে নিষ্পত্তি করিবার ব্যবস্থা করেন। সদর কাজীর হস্তে এই অবধি মুসলমান ধর্ম্ম ও দায়াধিকার প্রভৃতির বিচারভারই ছিল। নরহত্যা, ডাকাইতি প্রভৃতি মুসলমান সরার মতে হইত, অন্যান্য বিষয়ে হিন্দুদের হিন্দুশাস্ত্রমতে এবং মুসলমানগণের মুসলমানশাস্ত্রমতে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। হিন্দুগণের এই জাতীয় মোকদ্দমা দেওয়ান্ স্বীয় আদালতে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মীমাংসা মতে নিষ্পত্তি করিতেন।

দেওয়ানী আদালতেও একজন প্রধান কর্মচারী বা দারোগা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। দারোগা উভয় পক্ষের বাদপ্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া খালসা দেওয়ানের নিকট পেশ করিলে দেওয়ান্ বিচার করিতেন। অনেক সময় সেরেস্তাদার, কানুনগো প্রভৃতির পরামর্শমতে বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হইত। জমিদারগণের সীমানা সরহদ্দ লইয়া বিবাদ এবং প্রজার দেয় বাকীখাজানার বিষয়ে

প্রধান প্রধান মোকর্দ্দমাই এই সদর কোর্টে প্রধানতঃ বিচার্য্য ছিল। প্রজার মধ্যে বিবাদ সেকালে সাধারণতঃ জমিদারই নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন; সামান্য বিবাদ গ্রাম্য মণ্ডল ও পঞ্চায়েৎ মীমাংসা করিতেন। সীমানা সংক্রান্ত বিবাদ আনুপূর্ব্বিক অনুসন্ধানের জন্য কানুনগোর সহিত জনৈক প্রধান আমিন্ সারজমিন্ তদন্তে প্রেরিত হইতেন। নিজামৎ আদালতের প্রথামত দেওয়ানী আদালতের দস্তক্ ও পরোয়ানা জারি হইত। নিকটবর্ত্তী স্থানে হইলে উহা দেওয়ানের দস্তখতের চিহ্ন ও মোহর যোগে প্রেরিত হইত। দূরবর্ত্তী স্থানে পাঠাইলে নাজিমের মোহরও প্রদত্ত হইত এবং 'মুলাহিজা শোদ্' = 'দৃষ্ট হইল', বলিয়া লেখা থাকিত। অর্থী প্রত্যর্থীর অভিমতানুসারে কোন মোকদ্দমা সালিশে সোপর্দ্দ হইলে সালিশ মধ্যস্থগণ তাহার বিচার করিয়া স্ব স্ব দস্তখৎ ও মোহরযুক্ত ফয়সলা পেশ করিতেন, দেওয়ান উহার উপর চূড়ান্ত আদেশ দিতেন। প্রজা বা সামান্য তালুকদারগণের বিবাদ জমিদারগণের বিচারের উপর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইত। হিসাব নিকাশ সম্বন্ধের বিবাদ মুৎসুদ্দী ও কানুনগোগণের হস্তে তদন্ত [illegible] রিপোর্ট অনুসারে দেওয়ান [illegible]র বিবাদের বিচার করিতেন। জমিদার পরিবর্ত্তন বা সাধারণ হিন্দু প্রজার দায়ভাগ বা উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিচার বিষয় পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র এবং মুসলমান হইলে আলেম্ পণ্ডিতগণের 'ফতুয়া' দৃষ্টে দেওয়ান্ চূড়ান্ত আদেশ দিতেন। কানুনগো বা মুৎসুদ্দীগণ হিসাব [illegible] ফয়সলা প্রস্তুত করিয়া দিলে নাজিমের নিকটে পেশ হইত এবং তাঁহার দস্তখৎ ও মোহর দিয়া লওয়ার ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য সকল ক্ষেত্রে নাজিমের সমস্ত বিষয় পরিদর্শন অসম্ভব ছিল, প্রথামত তাহার মোহর পড়িত মাত্র। অনেক মোকদ্দমা আবার দেওয়ানী আদালত হইতে নিজামৎ আদালতে সোপর্দ্দ হইত। শাসন ও বিচার বিভাগ স্বতন্ত্র হইলেও সকল বিভাগেরই চূড়ান্ত বিচার নাজিমের নিজ হস্তে ছিল।

মুসলমানগণের বিবাহ সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা, নিরুদ্দেশ লোকের বিষয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা, অসিয়ৎ (উইল্), উত্তরাধিকার, তৌলিয়ৎ (trustee—ন্যাসরক্ষী) প্রভৃতি ও সকল প্রকার লোকের বিষয় ক্রয়বিক্রয়, হিতাবক্, কট্‌কোবালা (বয়-বিল্ ওফা,) মুসালেহা (মীমাংসা নিষ্পত্তি), এব্রা (নাদাবিনামা), ইজারা, হেবা (দান) ইত্যাদি বিষয়ের বিচারভার কাজির হস্তে ন্যস্ত ছিল। কাজীর কার্য্য-প্রণালী নিজামৎ আদালতেরই মত, পার্থক্যের মধ্যে এই, এখানে জমিদারের বা অন্য কাহারও উকীল উপস্থিত থাকিতেন না। কাজী স্বাধীন ভাবে বিচার

করিতেন, কচিৎ নাজিমের নিকট আদেশ জন্য প্রেরিত হইত। দস্তকগুলিতে কাজীর মোহর থাকিত। স্বয়ং কাজী বা তাঁহার বিচারালয়ের জনৈক উলামা (বিদ্বান্) মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্রমতে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। মফঃস্বলের কোন মোকদ্দমা সহরের কাজীর আদালতে উপস্থিত হইলে তাহার সুবিচারের জন্য তত্তৎ স্থানের ফৌজদার বা কাজীর মতামত অবগত হওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কাজীর আদালতের একটী প্রাচীন ফয়সলার নমুনা দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, বর্ত্তমান ফয়সলা ইহারই আদর্শে রচিত। ইহাতে সংক্ষেপে উভয় পক্ষের বাদ প্রতিবাদ উল্লেখ করিয়া আদেশ মাত্র দেওয়া আছে, বাহুল্য ভয়ে ঐ ফয়সলা এখানে দেওয়া গেল না।

থানাদারেরা নগরের ফৌজদারের নিকট দৈনন্দিন ঘটনার বিবরণী পাঠাইতেন। ফৌজদার গুরুতর বিষয়ে নাজিমের আদেশ গ্রহণ করিতেন। পল্লীর সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ এইরূপে থানাদার ও ফৌজদারের মীমাংসার উপর নির্ভর করিত। ফৌজদারের আদালতে কানুনগো ও মোহরের থাকিতেন। নরহত্যার মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে কাজী, মুফ্‌তী প্রভৃতির পরামর্শ গ্রহণ করিয়া নাজিমের নিকট বৃত্তান্ত ও আইনঘটিত সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপিত করা হইত। কোন সময়ে এইরূপ মোকদ্দমা কাজীর নিকটও সোপর্দ্দ হইত। নাজিমের আম দরবারে সরার মতানুসারে প্রাণদণ্ডের বিচার হইলে সহরের ফৌজদার ঐ আদেশ কার্য্যে পরিণত করাইতেন। এই আদালতের দস্তক জারির প্রণালী অন্যান্য আদালতের মতই ছিল। সদর ফৌজদার স্বয়ং কোন মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন না, প্রাথমিক তদন্ত ও অনুসন্ধানই প্রধানতঃ তাঁহার কার্য্য ছিল। মুর্শিদাবাদ ফৌজদারীর অন্তর্গত স্থানেই সহরের ফৌজদার শাসনদণ্ড চালনা করিতেন এমন নহে, দূরস্থ স্থানের পুলিস্ সম্বন্ধীয় কর্ত্তৃত্ব ও অনুসন্ধানও শহরের ফৌজদারের ভার ছিল। মফঃস্বলের (প্রাদেশিক) ফৌজদারগণের কার্য্য ও অধিকার পূর্ব্বেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা গিয়াছে।

ইউরোপীয় বণিকগণের মোকদ্দমা প্রায়শঃ সদরে পৌঁছিত না, কোন অভিযোগ নিজামৎ আদালতে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের উকীল তাহা পরিদর্শন করিতেন। মীমাংসা করিয়া দিতে পারিলে বাদীর পক্ষ হইতে এব্‌রানামা দাখিল হইত। কোনও সময়ে নাজিম বা নায়েব-নাজিমের নিকট হইতে হুগলীর ফৌজদার বা কলিকাতার কোন প্রধান কর্ম্মচারীর নামে পরোয়ানা প্রেরিত হইত,

তাঁহারা বিচার নির্ব্বাহ করিতেন। কলিকাতা নিবাসী কোন লোক স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে অন্যত্র বাস করিতেছে এমন সময়ে তাহার বিরুদ্ধে কোন অভি-যোগ উপস্থিত হইলে ইংরেজ আদালতে তাহার বিচার হইত না, এজন্য কলি-কাতায় এক জন নায়েব-কাজীর আদালত ছিল।

দেওয়ানী বিচার সম্বন্ধে জমিদারী বা রাজকীয় বিচারালয়ে হিন্দুর হিন্দুশাস্ত্র মতে ও মুসলমানের কোরাণসম্মত বিধান অনুসারে (সরা) বিচার হইলেও ফৌজদারী বিচার ও শাস্তি মুসলমান আইন্ মতে প্রদত্ত হইত। বলা বাহুল্য হিন্দু ব্যবস্থা-শাস্ত্রের শাস্তি শান্তশীল সমাজের উপযোগী বলিয়া মুসলমান বিধান অপেক্ষা যথেষ্ট কোমলতর ছিল। প্রাণদণ্ড প্রচলিত থাকিলেও সাধারণতঃ ভালদেশে উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা চিহ্ন প্রদান ও অর্থদণ্ডই হিন্দুসমাজে ব্যবহার্য্য ছিল, অপরাধীকে সমাজের চক্ষে অবনত করাই হিন্দু ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। মুসলমান আইনে প্রাণদণ্ড ভয়াবহ ছিল, শিরশ্ছেদ ও শূলে আরোপণ সাধারণ দণ্ড ছিল। বিবাহিত পুরুষের পরস্ত্রীগমনে বা বিধর্ম্মীর মুসলমানের ধর্ম্মহানিতে লোষ্ট্রনিক্ষেপে বধ (কাজী শরফের দৃষ্টান্ত তীব ক্ষেপে) প্রভৃতিরও প্রচলন ছিল। ভয়ানক ডাকাইতি বা রাহাদানী ও নরহত্যায় অপরাধীর শরীব দ্বিধা বিভিন্ন করিয়া সাধারণ স্থানে বা বৃক্ষোপবি লম্বায়মান করা হইত। পিতৃ মাতৃ হত্যায় হস্তীপদতলে বা সর্পদংশনে বধের ব্যবস্থাও ছিল (১)। অবিবাহিত পুরুষ বা স্ত্রীর ব্যভিচারে একশত পর্য্যন্ত বেত্রাঘাত দণ্ড, চুরি ডাকাইতি প্রভৃতি অপরাধে অঙ্গহানি প্রভৃতি শাস্তি প্রদত্ত হইত। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে দণ্ডও গুরুতর করা হইত। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দেও হাবড়ায় এইরূপ এক আদর্শ শাস্তির কথা উল্লিখিত আছে। (২) 'চৌদ্দজন ডাকাইত হুগলীর ফৌজদারের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় প্রত্যেকের বামপদ ও দক্ষিণ হস্ত মণিবন্ধ পর্য্যন্ত কর্ত্তিত হইল। হস্ত পদ বন্ধন এবং চীৎকার নিবারণার্থ মুখ বন্ধ করিয়া এই কর্ত্তন ব্যাপার সম্পন্ন হইল। তৎপরে একে একে কর্ত্তিত স্থানগুলি উত্তপ্ত ঘৃত-কটাহে নিমজ্জিত করিয়া লইয়া হতভাগ্যগণকে পরিত্যাগ করা হয়।' তৎক্ষণাৎ কেহ পঞ্চত্ব না পাইলেও পরিণাম ফল অবশ্যই সহজবোধ্য। মুর্শিদকুলী খাঁর রাজ্যকালে কাটোয়ার ফৌজদারের আদেশে রাজপথে রাহাদানীর নিমিত্ত অপরাধিগণকে উদ্ধাধভাবে দ্বিখণ্ড করিয়া বৃক্ষোপরি লম্বিত করিবার কথা আছে। এই

(১) Terry—Voyage to the East Indies (1655)
(২) Busteed, Echoes from old Calcutta

ফৌজদার-পবর 'কুডালিয়া' উপাধি লাভ করেন, বহির্গত হইবার সময় ইঁহার অগ্রে অগ্রে কুডালীধারী ঘাতক যাইত।

এই সমস্ত অপরাধে প্রাণদণ্ড বা এইরূপ ভীষণ শাস্তির কথায় একালে আমরা অবশ্যই আতঙ্কিত হইব। কিন্তু ইহার সমকালে পৃথিবীর অন্য স্থানের বিচারপ্রণালী বা দণ্ড সমালোচনা করিলে ইহাতে বিশেষ কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় থাকে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুসভ্য কিশ্চিয়ান্ ইংলণ্ডের শাস্তি ও দণ্ডের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। ১৭৪৯ হইতে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কেবল লণ্ডন সহরে ১১২১ জন লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ১৭৭২ হইতে ৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৪৬৭ জন এবং ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ১০১ জন মৃত্যুদণ্ড ভোগ করে। গাঁটকাটা, দোকান হইতে পাঁচ শিলিং মূল্যের দ্রব্যাদি অপহরণ, কাহারও গৃহ হইতে বা নদীগর্ভে নৌকায় এইরূপে ৪০ শিলিং মূল্যের দ্রব্য চুরি, এমন কি, পত্রচুরি, বলপূর্ব্বক কাহারও গৃহে প্রবেশ, ঘোড়া, গাধা বা মেষ অপহরণ, সৈনিক বা রাজকীয় নাবিক হইয়া ভিক্ষা গ্রহণ, কাহারও বাগানে কোন বৃক্ষ লতাদি নষ্ট করা, অন্যায় পূর্ব্বক মৃগয়া, ছদ্মবেশে বা সশস্ত্র কোন মৃগয়া-কাননে বা রাজপথে ও প্রান্তরে ভ্রমণ ইত্যাদি অপরাধেও ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত প্রাণদণ্ডের বিধান ছিল। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর তারিখের ইভনিং পোষ্টে সংবাদপত্রে লিখিত ছিল (১) 'কল্য তিনখানি গাড়ীতে করিয়া একাদশ জন অপরাধীকে প্রাণদণ্ডার্থ নিউগেট হইতে টাইবার্ণে লইয়া যাওয়া হয়। প্রথম ব্যক্তি অন্যলোক সাজিয়া একশত পাউণ্ড মূল্যের গবর্ণমেণ্ট কাগজ প্রতারণা করিয়া লয়, দ্বিতীয়, এক মণিহারী দোকান হইতে দ্রব্যপূর্ণ একটি বাক্স অপহরণ করে, তৃতীয়, বস্ত্র চুরি করে, চতুর্থ, রাহাজানী—সদর রাস্তায় ঘড়ি কাড়িয়া লয়, পঞ্চম রাজপথে দুইজন স্ত্রীলোকের নিকট হইতে চুরি করে, ষষ্ঠ, নোটের ১৫কে ৫০ করিয়াছিল, সপ্তম, যে গৃহে চাকরাণী ছিল, সেখানে চুরি করে, অষ্টম ও নবম—রাজপথে আক্রমণ ও সোণার ঘড়ি চুরি করে, দশম ও একাদশ—মুদ্রা প্রস্তুত করে'। এইরূপ প্রাণদণ্ডের জন্যই জনৈক বৈদেশিক ভ্রমণকারী লণ্ডনকে 'ফাঁসী কাঠের সহর' বলিয়াছিলেন। সেকালে বিলাতে ঘটনাস্থলে ফাঁসীকাষ্ঠ লইয়া গিয়া প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থাও ছিল।

(১) Crimes and Punishments in England in the Eighteenth century, Barton (Asiatic quarterly review) and note by Sir W Raligan এস্থলে এই প্রবন্ধ হইতে বিশেষ সাহায্য গৃহীত হইয়াছে।

ইংলণ্ড অবলাগণের প্রতি শাস্তিও কোমল ছিল না। স্বামী কিংবা প্রভুবধ ও মুদ্রা প্রস্তুত করার অপরাধে অগ্নিমধ্যে প্রক্ষেপের শাস্তি ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে এইরূপে একটি স্ত্রীলোককে জীবন্তে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে দয়া করিয়া প্রথমে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া নিহত ও তৎপরে অগ্নিমধ্যে প্রক্ষেপ করা হইত। এতদ্ভিন্ন অবলাগণের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাতের বর্ব্বরোচিত ব্যবস্থাও প্রচলিত দণ্ডের মধ্যে ছিল। জেলের মধ্যে স্ত্রীলোকেও বেড়ীপায়ে ও অর্দ্ধউলঙ্গভাবে রাখা হইত। এই সমস্ত লক্ষ্য করিয়াই কয়েক জন মহানুভব ব্যক্তি পরবর্ত্তী কালে দণ্ড ও জেলের ব্যবস্থা সংশোধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তাঁহাদের জনহিতৈষণার ফল ভারতেও পৌঁছিয়াছিল। কোম্পানীর অধিকারে ক্রমশঃ মুসলমান আইনের কঠোর দণ্ড সংশোধিত হইয়া আইসে। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দেই এদেশে অঙ্গহানি ও বন্দ্যাদান শাস্তির পরিবর্ত্তে কারাদণ্ড প্রবর্ত্তিত হয়।

সমাজ বিশেষের বিচার প্রণালী ও দণ্ডবিধি তুলনায় সমালোচনা করা ব্যবহার শাস্ত্রের বিষয়। সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যায় যে, যে সমাজে যে অপরাধ গুরুতর বলিয়া সম্মত থাকে, তাহার দমন ও নিবারণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ডও সেই পরিমাণে গুরুতর হওয়া স্বাভাবিক। দৃষ্টান্তস্থলে নির্দ্দেশ করা যায়, ইংলণ্ডে বাণিজ্য-প্রধান অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজে পণ্যদ্রব্যের অপহরণ বা বিষয়কার্য্যে জাল অপরাধে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু বৈবাহিক নিয়মভঙ্গ প্রভৃতি অন্যজাতীয় অপরাধ সমাজ-চক্ষে লঘুতর ভাবে লক্ষিত হইত বলিয়া দণ্ডও অপেক্ষাকৃত লঘুতর ছিল। ধর্ম্ম-বিষয়ক নিষ্পীড়ন বিলাতে এ কালে উঠিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতেও ধর্ম্ম লইয়া কি লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা সাধারণ পাঠকের সুপরিচিত। হিন্দু ভারতে সাধারণ দণ্ডবিধি কোমলতর ছিল, নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মণের ধর্ম্মহানি প্রভৃতিতে মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রয়োজকগণ যে বিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, রাজদ্বারে সর্ব্বথা তাহার প্রয়োগ না হইলেও, স্মরণ করিতে লোকে শিহরিয়া উঠিবে। নব উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমান বিজেতার নিকট, শান্তিপ্রবণ ও সভ্যতর পরবর্ত্তী হিন্দুসমাজের দণ্ডবিধি অবশ্য কেহই আশা করিবেন না। বিদ্রোহ, শান্তিভঙ্গ, কাফেরের হস্তে মুসলমানের ধর্ম্মহানি এবং বৈবাহিক নিয়মের ব্যভিচার এই সকলেরই প্রতি মুসলমান আইনের কঠোর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। মুসলমান ব্যবস্থার প্রায় অনুরূপ কঠোর দণ্ড তাৎকালিক জর্ম্মান্ প্রভৃতি ইউরোপীয় সমাজেও দুর্লভ ছিল না।

ঊনবিংশ অধ্যায়

রাজা ও জমিদার—জমিদারী বন্দোবস্ত।

আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে রাজা ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী জমিদার নামে কথিত এক শ্রেণীর ভূম্যধিকারী রহিয়াছেন। কিন্তু ভারতের অন্য কোথাও ঠিক্ এ ভাবের ব্যবস্থা নাই দেখিয়া, জমিদার শ্রেণীর উৎপত্তি বিষয়ে নানা মতের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীন কালের অবস্থা আলোচনা করিতে হইলে দেখা যায় যে, হিন্দু রাজত্বের সময় রাজ-গ্রাহ্য ষষ্ঠাংশ কর দেশভেদে গ্রামপতি, প্রধান, দেশমুখ্য প্রভৃতি নামের রাজকর্ম্মচারিবর্গের দ্বারা আদায় করা হইত। পৌরাণিক যুগে সমগ্র ভারত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই প্রাদেশিক রাজন্যবর্গ যখন কোন পরাক্রান্ত নৃপতির নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহার শাসনাধীন হইতেন, তৎকালে তাঁহারা কোথাও বা বিজেতা রাজার করদ হইয়া পড়িতেন, কুত্রাপি কেবল অধীনতা মাত্র স্বীকার করিয়াই অব্যাহতি পাইতেন। বিজেতা রাজচক্রবর্ত্তী বা মণ্ডলেশ্বর ভূপতি, বশ্যতা স্বীকার করিলে ক্ষুদ্র রাজগণের প্রায়ই উচ্ছেদ করিতেন না। এইরূপে বঙ্গের প্রত্যন্ত ভাগে অনেক খণ্ডরাজ্য গঠিত হইয়াছিল। মুসলমান অধিকারের প্রথম যুগে বিজেতা পাঠানেরা বাঙ্গলার সীমান্তভাগের রাজগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত বা আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, দেশের অভ্যন্তরেও অনেক স্থলে রাজস্ব আদায়কারী চৌধুরী (চতুর্ধুরীণ) দিগকে উৎখাত করেন নাই। বিজেতা পাঠানরাজ ও সামন্তবর্গ যখন দিল্লীশ্বরের অধীনতা হইতে শৃঙ্খল মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য সন্ধ্যাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন, তখন হিন্দু রাজা ও প্রধান-বর্গের সহানুভূতি লাভ করিবার প্রয়াস পাওয়া তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইল। এই কারণে অনেক সময়ে গৌড়ের বাদশা কোন সীমান্তভাগের হিন্দু রাজাকে পরাভূত করিলেও তাঁহাকে শাসনাধীন করিয়া তাঁহারই সাহায্যে রাজস্ব আদায় করা সুযুক্তিসঙ্গত বোধ করিয়াছেন এবং প্রধান প্রধান আদায়কারী চৌধুরীদিগের ক্ষমতা লোপ করিবার উদ্যোগ করেন নাই। গৌড়ের মুসলমান নরপতিগণ

যে কেবল দূর দেশেই এই ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন এরূপ নহে, নিজ গৌড়ের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানেও হিন্দুরা রাজস্ব আদায় করিতেন। ভাতুড়ে বা দিনাজপুরের রাজা গণেশ, তাহেরপুরের কংসনারায়ণ, হোসেনশার প্রতিপালক 'গৌড় অধিকারী' (গৌড়ের ভূস্বামী বা রাজস্ব আদায়কারী) সুবুদ্ধি রায় প্রভৃতি সাধারণের পরিচিত—হিন্দু ভূম্যধিকারীর দৃষ্টান্তে, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। তবে পাঠান রাজত্বের সময়ে দেশের নানাস্থানে মুসলমান সামন্তবর্গকে সৈন্য রাখিবার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ভূমি প্রদত্ত হইত, এইরূপে বাঙ্গলায় মুসলমান জায়গীরদারের উৎপত্তি হয়। জায়গীরের প্রাচীন সনন্দে দৃষ্ট হয় যে, পূর্ব্বতন আদায়কারীদিগের ও রায়তগণের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় লইয়া জায়গীরদার প্রজাবর্গকে সুশাসনে রাখিবেন, এই নির্দেশ আছে।

পরবর্ত্তী কালে বঙ্গদেশে ভৌমিক নামধারী ভূস্বামী বা জমিদারবর্গের উল্লেখ দেখা যায়। পাঠান রাজত্বের চিরস্থায়ী বিপ্লবের সুযোগে পূর্ব্বকথিত চৌধুরিগণের অনেকে বলশালী হইয়া নিজ নিজ অধিকার বৃদ্ধি করিয়া শেষে অৰ্দ্ধস্বাধীন ভূস্বামীর ন্যায় ব্যবহার আরম্ভ করেন। কেহ বা অবসর পাইলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিতেন। রাজা গণেশ গৌড়ের রাজদণ্ডই কাড়িয়া লইয়াছিলেন, কংসনারায়ণ প্রভৃতি কেহ কেহ গৌড়েশ্বর বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। গৌড়ের বাদশা প্রবল হইলে, ভৌমিকগণ বশ্যতা স্বীকার করিয়া অগত্যা 'ভালমানুষ' হইতেন। যাহা হউক, এই ভৌমিকগণ সরকারের নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব দিয়া নির্ব্বিবাদে রাজ্যসুখ উপভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। গৌড়াধিপ অপেক্ষা ইঁহাদের সঙ্গেই প্রজার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ইঁহাদের প্রত্যেকের সেনাদল ও দুর্গ ছিল, পূর্ব্ববঙ্গের অনেক ভৌমিকের রণতরীও থাকিত। ইঁহাদের কল্যাণে সীমান্তভাগের স্বাধীন রাজগণের কবল হইতে দেশ রক্ষা হইত, মগ ফিরিঙ্গী প্রভৃতি পরবর্ত্তী কালের দস্যুদলের আক্রমণ নিবারণেও ইঁহারা যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। শান্তি রক্ষা ভিন্ন বিচার বিভাগ ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যবস্থা ইঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। সাধারণতঃ উত্তরাধিকার ক্রমেই ইঁহাদের বংশাবলী এই সমস্ত ক্ষমতা লাভ করিতেন, গৌড়ের মুসলমান রাজা এইরূপ অধিকার স্বীকার করিয়া পরোয়ানা জারি করিতেন মাত্র। অবাধ্য ভৌমিকের উচ্ছেদ করিতে পারিলে, অন্যকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইত, আবার অনেক স্থলে রাজার এইরূপ কার্য্য দেশের লোকের সাহায্যেই সম্পন্ন করা হইত। পাঠান রাজত্বের শেষদিকে বাঙ্গালা দেশে বার জন প্রধান

ভৌমিক থাকায় বাঙ্গালা দেশ 'বার ভূইয়ার মুলুক' বলিয়া খ্যাত হয় (১) আকবর-নামায় 'ভাটী' অঞ্চলে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গেই বার ভূঁইয়া ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। আকবর শাহের বঙ্গবিজয়ের পাক্কালে যশোহরের স্বনামখ্যাত প্রতাপাদিত্য, স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন এবং ঢাকা অঞ্চলে ঈশা খাঁ প্রভৃতি স্বাধীনতা অবলম্বন করেন বলিয়া অনেকে এই সময়েই ভৌমিকের আবির্ভাব এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া ভ্রম করিয়াছেন। বাস্তবিক দেশায় লোকপ্রবাদে এবং সাহিত্যে গৌড়ের মুসলমান ভূপতির সভায় ভূঁইয়াদের অধিষ্ঠান চিরদিন চলিয়া আসিয়াছিল দেখা যায়। ভৌমিকেরা কালক্রমে নিজ অধিকারের মধ্যে রাজস্ব আদায়ের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারের সৃষ্টি করেন। এইরূপে মোগল অধিকার কালে বাঙ্গলায় ক্ষুদ্র বৃহৎ জমিদার অনেক দৃষ্ট হয়। আকবরের বঙ্গবিজয়ের পরে কয়েক বৎসরে অর্দ্ধ স্বাধীন ভূঁইয়াগণ উৎখাত হওয়ায় দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র জমিদারবর্গই থাকিয়া যান।

রাজা ও জমিদার। ভৌমিকগণ ব্যতীত পঞ্চকোট, বিষ্ণুপুর, ময়ূরভঞ্জ এবং ত্রিপুরা, আসাম, কুচবিহার প্রভৃতি বঙ্গের সীমান্তপ্রদেশের স্বাধীন হিন্দু রাজারা যখন মুসলমান রাজের নিকট পরাভূত হইতেন তখন তাঁহারা কিঞ্চিৎ উপঢৌকন, কখনও বা কিছু নজর পেস্কস অথবা সামান্য কর দান স্বীকার করিয়া অব্যাহতি পাইতেন সামাজিক ইতিহাস বর্ণনায় এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে স্বাধীন ও অর্দ্ধ স্বাধীন রাজন্যদিগের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইবে। পাঠান আমলে ইঁহাদের কেহ বা আধুনিক মিত্ররাজের মত ব্যবহার করিতেন, কেহ বা এতই বলশালী ছিলেন যে কখনই অধীনতা স্বীকার করেন নাই। মোগল অধিকার কালে রাজ্যবিস্তারের সময়ে কোন প্রত্যন্ত হিন্দু ভূপতির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, কোথাও বা বশ্যতা স্বীকার মাত্রেই কার্য শেষ হইয়াছে কোথাও বা সামান্য কর দানেই যথেষ্ট হইয়াছে। অনেক সময়ে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবেন বলিয়া নজর পেস্কস দিয়াই তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। দেশের মধ্যভাগের ভৌমিকেরা অনেক সময়ে এই সমস্ত স্বাধীন রাজার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেন, পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাঁহাদের অধীন চৌধুরী বা তালুকদারবর্গও ক্রমে অধিকার

(১) অনেকে 'বার ভূঁইয়ার' বিবরণে যে সমস্ত ভৌমিকের নাম দেন, তাঁহারা সমসাময়িক নহেন।

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বড় রাজার অনুকরণে দরবার দুর্গ ও সেনাদলের প্রতিষ্ঠা করিয়া লোক দৃষ্টিতে রাজা হইয়া পড়িয়াছেন। শান্তিরক্ষা ও বিচারভার জমিদারের হস্তেই ন্যস্ত থাকায় তাঁহাদের এই সুবিধা ঘটিয়াছিল। আকবর বাদশাহের সময় হইতে পূর্ব্বতন মুসলমান জায়গিরদারের উচ্ছেদ হইবার পরে হিন্দু জমিদারবর্গের সুবিধা আরও বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু মোগল-শাসনে পূর্ব্বতন পাঠান আমলের দুর্ব্বলতা ছিল না। বাদশাহী সুবাদারের প্রবল প্রতাপে জমিদারবর্গ অধিকতর আয়ত্ত হইয়া পড়িলেন। আভ্যন্তরীণ শান্তি-রক্ষা, বিচার বিতরণ প্রভৃতি স্বায়ত্ত শাসনের ভার পূর্ব্বমত তাঁহাদের হস্তে থাকিলেও তাহারা এবং প্রজাবর্গ বিলক্ষণ বুঝিলেন যে এ বড় বিষম ঠাঁই'— এখানে পূর্ব্বকালের মত লীলাখেলা চলিবে না। জমিদারকে যথাসময়ে রাজস্ব প্রদান করিতে হইবে, এই রাজস্ব বর্দ্ধিত হইতেও পারে। উত্তরাধিকার-ক্রমে জমিদারী থাকিতে পারে, কিন্তু নূতন সনন্দ লইতে হইবে, সুবাদার প্রসন্ন না থাকিলে, জমিদারী অন্যের হস্তে যাইবে। রাজস্বদানে ক্রমাগত ত্রুটি দেখাইলে, সরকারী আমিন বা ইজারাদার আসিয়া জমিদারীর খাজানা আদায় করিবে, সুবাদার দয়া করিয়া এরূপ স্থলে জমিদারের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য যদি 'নান্ কর' মঞ্জুর করেন, তাহাই যথেষ্ট অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিতে হইবে।

মোগল অধিকারের শেষ দিকে বাঙ্গলার জমিদারবর্গকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে :—

(১) প্রাচীনকালের স্বাধীন বা করদ হিন্দুরাজগণ :—ইঁহারা মুসলমান-শাসনের চূড়ান্ত বৃদ্ধির দশায় কোথাও স্বতন্ত্র এবং স্বাধীনভাবে কোথাও বা আংশিক অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। সীমান্ত-ভাগেই ইঁহাদিগকে দেখা যায়। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজ রাজ্যের কিয়দংশ মুসলমান-রাজের অধিকৃত ইহা স্বীকার করিয়া তাহার জন্য সামান্য কর দিতেন, -যেমন ত্রিপুরা, পঞ্চকোট। আবার কেহ কেহ নজর পেকস্ মাত্র দিয়া অধীনতা স্বীকার করিতেন মাত্র, ইঁহাদের নিকট রীতিমত রাজস্ব আদায় হইত না। নামে মাত্র অধীন হইলেও ইঁহারা স্বরাষ্ট্রে স্বাধীন রাজার মত ব্যবহার করিতেন।

(২) হিন্দু বা মুসলমান সামন্তগণ :—দেশের প্রান্তভাগে বা রাজধানী হইতে দূরদেশেই ইঁহাদের আবির্ভাব। প্রতাপশালী সুবাদারের শাসনে ইঁহারা

রীতিমত রাজস্ব প্রদানে বাধ্য হইতেন, কিন্তু সুবিধা পাইলে সরকারকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনের অবসর ত্যাগ করিতেন না। আভ্যন্তরীণ শাসন ও বিচার ইঁহাদেরই হস্তে ছিল।

(৩) পূর্ব্বতন রাজস্ব আদায়কারী কর্ম্মচারী, তালুকদার এবং অন্য অর্থশালী ব্যক্তিগণ, যাঁহারা অন্যের জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লইতেন—তাঁহাদের সকলকে এই শ্রেণীর অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। ইঁহারাও ক্রমে ক্রমে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন।

নিম্নে প্রদত্ত মুর্শিদ্ কুলী খাঁর জমিদারী বন্দোবস্তের বিশেষ বিবরণে উল্লিখিত কথাগুলি পরিস্ফুট হইবে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, মুর্শিদ্ কুলীখাঁ ১৭২২ খৃঃ অব্দে (১১২৮ বাং, ১১৩৫ হিঃ) সমগ্র বঙ্গদেশকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করিয়া সেইগুলিকে ২৫টি জমিদারী ও ১৩ জায়গীরে বন্দোবস্ত করেন। তাঁহার এই বন্দোবস্তের কাগজের প্রসিদ্ধ নাম 'জমা কামেল্ তুমারী'। নবাব সুজাখাঁর সময়ে কুলীখাঁর নির্দ্দিষ্ট রাজস্বের মধ্যে ৪২,৬২৫ টাকা মাত্র নাজাই বাদ যায়; তৎপরে সুজা খাঁ স্বয়ং ১৯ লক্ষ টাকারও অধিক নূতন আব্ওয়াব স্থাপন করিয়া উক্ত বন্দোবস্ত পাকা করেন, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই জমিদারী বন্দোবস্ত পরবর্ত্তী বন্দোবস্ত গুলির, এমন কি দশ সালা বন্দোবস্তেরও ভিত্তি স্বরূপ, এই কারণে বাঙ্গলার ইতিহাসে ইহা বিশেষরূপে আলোচ্য। ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে, বাঙ্গলা দেশের জমিদারেরা অনেক স্থলেই উত্তরাধিকার ক্রমে জমিদারী ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। অবশ্য মুসলমান রাজা জমিদারী দানের ক্ষমতা স্বহস্তে রাখিয়া নূতন সনন্দ দিতেন। প্রাচীন রাজ ও জমিদার বংশগুলির বিশেষ বিবরণ দ্বিতীয় গ্রন্থে 'সামাজিক ইতিহাসে' প্রদত্ত হইবে, নিম্নে সংক্ষেপে জমিদারী বন্দোবস্ত বর্ণিত হইল।

১ম ত্রিপুরা

ত্রিপুরার হিন্দু নরপতিগণ প্রাচীন কাল হইতে স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। পাঠান রাজগণ ত্রিপুরা-রাজ্যের মধ্যে দন্তস্ফুট করিতে পারেন নাই। আরাকান-রাজের সহিত যুদ্ধ কার্য্যে হীনবল হওয়ায় পরে তাঁহারা মোগল সম্রাটের নিকট কিয়ৎপরিমাণে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। শাজাহানের সুবাদারী আমলে ত্রিপুরারাজ্যের নিম্ন ভূমির কিয়দংশ মোগলের অধীন হইয়া ৪ পরগণায় সরকার উদয়পুর নামে অভিহিত হইয়াছিল। মুর্শিদ্ কুলীখাঁর সময়ে ত্রিপুরা-রাজ রামমাণিক্য বশ্যতা স্বীকার করিলে উক্ত চারি পরগণায় নামেমাত্র এক জমা ধার্য্য করা হয়। সুজা খাঁর

সময়ে রাম মাণিক্যের পুত্র ধর্ম্মমাণিক্যের সহিত যে বন্দোবস্ত হয়, তাহাতে হস্তী ধৃত করিয়া দিবার ব্যয় বলিয়া ৪৫ হাজার টাকা বাদ দিয়া, মূল ৪ পরগণাকে ২৪ পরগণায় বিভক্ত করিয়া চাক্‌লে রোসেনাবাদ নামে নিম্ন ত্রিপুরার রাজস্ব ৪৭,৯৯৩ টাকা স্থির হয়। ধর্ম্মমাণিক্যের পুনরায় স্বাধীন হইবার প্রয়াস এবং মীর হবীবের দ্বারা তাঁহার পরাজয় ব্যাপার পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। নবাবী আমলে সময়ে সময়ে কিছু পেস্কস্ ভিন্ন অন্য কোন রাজকর ত্রিপুরা হইতে কদাচিৎ আদায় হইত। মীর কাসেমের বন্দোবস্তের কৈফিয়তে ৯৬,১৫৮ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি করা হইয়াছিল।

২য় পঞ্চকোট

পঞ্চকোট বা পাচেটের ক্ষত্রিয় রাজপুত রাজারা বহুপূর্ব্ব কাল হইতে স্বাধীন-ভাবে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছিলেন। মুসলমান অধিকারে ইঁহারা কখনও বাঙ্গলার কখনও বা বিহারের সীমান্ত-ভাগের অর্দ্ধ স্বাধীন রাজা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মোগল অধিকারে ইঁহারা অধীনতা মাত্র স্বীকার করিয়া সামান্য পেস্কস বা নজরানা দিতে সম্মত হইয়া অব্যাহতি পান। সীমান্তভাগ রক্ষার সুবিধা বলিয়াই হউক বা বন্যভূমির অধিবাসিবর্গের বীর্য্যবত্তার জন্যই হউক, মুসলমান সুবাদারগণ পঞ্চকোট লইয়া বড় একটা নাড়া চাড়া করেন নাই। মুর্শিদ্ কুলী খাঁর সময়ে পঞ্চকোটের রাজার সহিত পেস্কসের নূতন বন্দোবস্ত হয়। পাচেট ও শেরগড় এই দুই পরগণায় নির্দ্দিষ্ট পেস্কস ১৮,২০৩ টাকা মাত্র ছিল। মীর কাসেমের সংশোধিত বন্দোবস্তে ইহার উপর ৩,৭২৩ টাকা আব্‌ওয়াব্ চাপিয়াছিল।

৩য় বিষ্ণুপুর

বিষ্ণুপুরের পশ্চিম রাজবংশ পঞ্চকোটের মত বা তাহা অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া কথিত হয়। প্রসিদ্ধি আছে যে, অষ্টম শতাব্দীতে রাজপুত ক্ষত্রিয়বংশীয় আদি মল্ল রঘুনাথ এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সময় হইতে ৫৫ পুরুষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুর-রাজ বীর হাম্বীরের সময়ে বৃন্দাবন হইতে আগত বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ অপহরণ এবং পরে শ্রীনিবাস আচার্য্যের উপদেশে রাজার বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণের কথা সাধারণের পরিচিত। আকবর শাহের বঙ্গবিজয়ের অনেক পরে বিষ্ণুপুরের রাজারা মোগলের নিকট নামে মাত্র বশ্যতা স্বীকার করেন। এবং শাসুজার সুবাদারী আমলে সামান্য পেস্কস্ নির্দ্দিষ্ট হয়। মুর্শিদ্ কুলী খাঁর সময়ে পরম ভাগবত রাজা গোপাল সিংহের সহিত প্রথম জমিদারী বন্দোবস্ত হয়। বিষ্ণুপুর ও সেরপুর এই দুই পরগণায় রাজস্ব ১, ৯,৮০৩ টাকা স্থিরীকৃত হইয়াছিল। মীর কাসেমের বন্দোবস্তে ইহার উপর ২০,০৭৯ টাকা আব্-

ওয়াব স্বরূপে বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু এই রাজস্ব কোম্পানীর প্রথম আমল পর্য্যন্ত রীতিমত আদায় হয় নাই। হল্ওয়েল্ প্রভৃতি সেকালের ইংরেজ লেখকগণ বিষ্ণুপুর রাজ্যের সুব্যবস্থা এবং সুখ সমৃদ্ধির যে বিবরণ দিয়াছেন, পরবর্ত্তী গ্রন্থে তাহা দ্রষ্টব্য।

বর্দ্ধমান

বাঙ্গলার জমিদারী সমূহের মধ্যে বর্দ্ধমান পুরাপর সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে কপুর ক্ষত্রিয় বংশীয় আবু রায় নামক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি পঞ্জাব অঞ্চল হইতে বঙ্গে আগমন করিয়া বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী ভূভাগের চৌধুরী বা রাজস্ব সংগ্রাহকের কার্য্যে প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র বাবু রায় বর্দ্ধমান ব্যতীত আরও তিন পরগণার জমিদারী লাভ করেন। বাবু রায়ের পৌত্র কৃষ্ণরাম রায় জমিদারীর আয়তন বর্দ্ধিত করিয়া বর্দ্ধমানের রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। তাঁহার সময়ে শোভা সিংহের বিদ্রোহের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিদ্রোহ শেষে তৎপুত্র জগৎরাম আজিমখানের নিকট বিদ্রোহী তালুকদারের ভূসম্পত্তি ব্যতীত আরও কয়েকটি মহাল প্রাপ্ত হন। জগৎরামের পুত্র অমর নামা রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র খাঁর গৌরব সমগ্র বঙ্গদেশে পরিচিত হইয়াছিল। বর্দ্ধমান চাকলার অধিকাংশ হুগলীর মধ্যে ভুরশুট প্রভৃতি এবং মুর্শিদাবাদ চাকলার মনোহর শাহী প্রভৃতি লইয়া তাহার সুবিস্তৃত জমিদারী—একটি রীতিমত রাজ্যের ন্যায় হইয়াছিল। মুর্শিদ কুলী খাঁর বন্দোবস্তে ১৭২২ খৃ অব্দে রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের সহিত ৫৭ পরগণায় ২০,৪৭,৫০৬ টাকা রাজস্ব স্থির হয়। বর্দ্ধমান-রাজের অধিকৃত ভূভাগে প্রচুর পরিমাণে ধান্য ইক্ষু, তুলা, রেশম প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্যের ও অন্যরূপ ব্যবসায়ের কথা সেকালের ইংরেজ লেখকগণ বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। মীর কাসেম যৎকালে বর্দ্ধমানের রাজস্ব ইংরেজ কোম্পানীর হস্তে অর্পণ করেন, তখন কবর্‌কি, আবওয়াব কেফায়ৎ প্রভৃতি লইয়া মোট রাজস্ব ৩২,২৬,৯৭৪ টাকা স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

৫ দিনাজপুর

বর্ত্তমান দিনাজপুর রাজের জমিদারীর অধিকাংশ লোকপ্রসিদ্ধ রাজা গণেশের অধিকৃত ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। দিনাজপুরের বর্ত্তমান রাজবংশের উৎপত্তি নিম্নলিখিতরূপে কথিত হইয়া থাকে। আকবর বাদশাহের রাজত্বের শেষভাগে বিষ্ণুদত্ত নামক উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ প্রাদেশিক কানুনগো হইয়া দিনাজপুরে বাস করেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত চৌধুরী শাজাহানের রাজ্যকালে শাহসুজার নিকট হইতে দিনাজপুরের জমিদারী

লাভ করেন। শ্রীমন্ত ইহা ব্যতীত দিনাজপুরের অনেক দেবোত্তর সম্পত্তিও জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট প্রাপ্ত হন বলিয়া কথিত আছে। শ্রীমন্তের পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার কুলাই গ্রামের ঘোষ-বংশীয় শুকদেব তাঁহার দৌহিত্র বলিয়া সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হন। বর্ত্তমান মহারাজ এই শুকদেবের বংশধর। শুকদেবের পুত্র প্রাণনাথ হাবেলা পিঞ্জরার আরঙ্গাবাদ প্রভৃতি আরও অনেক জমিদারী লাভ করিয়া রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রাণনাথ দিনাজপুর কান্তনগরের সুপ্রসিদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন এবং তাঁহার দত্তক পুত্র রাজা রামনাথের সময়ে তাহা শেষ হয়। রাজা রামনাথ প্রচুর অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন বলিয়া দেশ মধ্যে এক প্রবাদ ছিল যে, তিনি প্রাচীন বাণ রাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ হইতে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত বিপুল ধন ভাণ্ডার পাইয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে, ক্ষেত্রস্বামী ও পুত্রচতুষ্টয়ের গল্পের মত তাঁহার অর্থ মৃত্তিকা হইতেই উদ্ভূত—জমিদারীর সুব্যবস্থা জনিত বোধ হয়। মুর্শিদাবাদের নবাবেরা অনেক সময়ে তাঁহার নিকট ঋণ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার জমিদারীর আয়তনের তুলনায় রাজস্ব অতি অল্প ছিল, শস্য সম্পত্তিতে এ রাজ্য লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান ভূমি হইয়াছিল। সমুদয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া রাজা বিপুল অর্থের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহার দান দেশপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল। যথাসময়ে রাজস্ব আদায় দেওয়ায় তাহার জমিদারীতে কখনও সরকারী আমিল্ বা ক্রোক সাজোয়ালের পদার্পণ ঘটে নাই। মুর্শিদ্‌কুলী খাঁর বন্দোবস্তে দিনাজপুর জমিদারীতে ৮৯ পরগণায় ৪,৬২,৯৬৪ টাকা মাত্র রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মীরকাসেমের বন্দোবস্তে রাজস্ব চতুর্গুণেরও অধিক বর্দ্ধিত হইয়া—১৮,২০,৭৮০ টাকা হয়।

স্বনামখ্যাত বন্দ্যবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ ভবানন্দ মজুমদার, এই বিখ্যাত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার সময়ে রাজা মানসিংহের সহায়তা করিয়া ভবানন্দ ক্রমে ক্রমে নদীয়া উখড়া প্রভৃতি ২০ পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন। ভবানন্দের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ রাজা রঘুরাম মুর্শিদকুলী খাঁর পক্ষে উদয় নারায়ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন, সে কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার সময়ে নদীয়ার জমিদারীর আয়তন আরও বর্দ্ধিত হয়। সুবিখ্যাত মহারাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার পুত্র। নবদ্বীপ-সমাজপতি ব্রাহ্মণ বংশীয় কৃষ্ণনগরের রাজারা লোকের নিকট বড়ই সম্মানিত ছিলেন। রাজা রঘুরামের সহিত কুলী খাঁর বন্দোবস্তে

৬ নবদ্বীপ

৭১ পরগণায় ৫,৯৪,৮৪৬৲ টাকা রাজস্ব নিদ্ধারিত হয়। মীর কাসেমের বন্দোবস্তে রাজস্ব প্রায় দ্বিগুণ হইয়া ১০,৯৮,৩৭৯ টাকা হইয়াছিল।

৭ রাজশাহী বা নাটোর

রাজশাহী বা নাটোর জমিদারীর উৎপত্তির কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ রাজা রামজীবনের নামে এই জমিদারীর নূতন বন্দোবস্ত করেন। ইহাতে ১৩৯ পরগণায় জায়গীর বাদে ১৬,৯৬,০৮৭ টাকা জমা নিদ্ধারিত হইয়াছিল। এই সময়ে মুর্শিদাবাদ, ভূষণা ও ঘোড়াঘাট এই তিন চাকলা ব্যাপিয়া রাজশাহী জমিদারী বিস্তৃত ছিল। নিজ 'রাজশাহী' মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরাংশে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—এইটিই প্রধান বলিয়া সমগ্র নাটোর জমিদারীর নাম রাজশাহী হয়। রাণী ভবানীর সময়ে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ পরগণা ইহার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় 'রাজশাহী' প্রকৃতপক্ষে একটি রাজ্যের মত হইয়া উঠে। তখন রাজমহল হইতে বগুড়া পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি ছিল। বর্ত্তমান বীরভূমির পূর্ব্বাংশ, মুর্শিদাবাদের উত্তর পূর্ব্বভাগ, জেলা রাজশাহী বগুড়া পাবনার অধিকাংশ, মালদহের পূর্ব্বভাগ এবং যশোহরের ও নদীয়ার উত্তরপূর্ব্বাংশ ইহার অন্তর্গত ছিল। বাণিজ্য ও শস্য সম্পদে তখন রাজশাহী জমিদারীই বঙ্গে সর্ব্বপ্রধান। রাজধানী সহর মুর্শিদাবাদ, চুনাখালী, কাশিমবাজার, ভগবানগোলা, গোদাগাড়ী, বোয়ালিয়া, কুমারখালী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান এই রাজশাহীর মধ্যেই ছিল। মীর্‌কাসেমের বন্দোবস্তে ইহার রাজস্ব দ্বিগুণের উপর বর্দ্ধিত হইয়া ৩৫,৫৩,৪৮৫ টাকায় উঠিয়াছিল। তখন জমিদারীর আয়তন ভিতরবন্দ বাহিরবন্দ প্রভৃতি যোগে কিছু বাড়িয়াছিল বটে, কিন্তু রাজস্ব সে অনুপাতে বর্দ্ধিত হয় নাই।

৮ বীরভূমি

পাঠান রাজত্বকালে বীরভূমিতেও অর্দ্ধস্বাধীন এক হিন্দু রাজবংশ ছিলেন। নগর তাঁহাদের রাজধানী ছিল। মোগল পাঠান বিপ্লবের সমকালে এই হিন্দু রাজাদিগের কর্ম্মচারী আসদ্‌উল্লা এবং জোনাদ্‌ খাঁ নামক ভ্রাতৃদ্বয় প্রবল হইয়া বীরভূমি হস্তগত করেন। মোগল অধিকারের প্রথম অবস্থায় জোনাদের পুত্র রাজা রণমস্ত খাঁ সীমান্ত রক্ষার ভার পাইয়া বীরভূমি একপ্রকার জায়গীর স্বরূপেই ভোগ করেন। শা সুজার বন্দোবস্তে রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইলেও তাহা রীতিমত আদায় হইত না। রণমস্ত খাঁর পৌত্র সাধুনীল আসদুল্লার সহিত মুর্শিদ্‌কুলী খাঁর বন্দোবস্ত হয়। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের পশ্চিমাংশ এবং বীরভূম, সেনভূম, ভূরকুণ্ড প্রভৃতি এই জমিদারীর

অন্তর্ভূত এবং ইহাই বাঙ্গলার প্রধান মুসলমান জমিদারী ছিল। ২২ পরগণায় ইহার সদর জমা ৩,৬৬,৫০৯ টাকা ধার্য্য হয়। মীরকাসেমের সময়ে বীরভূমির রাজা বিদ্রোহী হন, তখন রাজস্ব বর্দ্ধিত হইয়া ১৩,৪২,১৪৩ টাকা করা হইয়াছিল।

৯ ইউসুফপুর বা যশোহর

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থবংশীয় ভবেশ্বর রায় ও তৎপুত্র মহাতপ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহকে সাহায্য করিয়া বর্ত্তমান যশোরের মধ্যে সৈদপুর প্রভৃতি জমিদারী প্রাপ্ত হন। মহাতপের পৌত্র মনোহর রায় ইউসুফ্‌পুর প্রভৃতি জমিদারী পাইয়া রাজা বলিয়া পরিচিত হন (১৬৯৬খৃঃ)। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণরামের সহিত মুর্শিদ্ কুলী খাঁর বন্দোবস্তে ২৩ পরগণার ১,৮৭,৭৫৪ টাকা জমা ধার্য্য হয়। ইঁহার বংশাবলী এখনও যশোহর চাঁচড়ার রাজা বলিয়া পরিচিত। সে কালে ইঁহাদের জমিদারী যশোরের অর্দ্ধাংশ এবং বর্দ্ধমান, খুলনা ও ২৪ পরগণার কিয়দংশ লইয়া বিস্তৃত ছিল। মীরকাসেমের বন্দোবস্তে ইঁহাদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ ৪,১৬,৩১৮ টাকা হইয়া উঠে।

১০ লস্করপুর বা পুঁটিয়া

বৎসাচার্য্য বা বৎসরাচার্য্য নামক সুপণ্ডিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মুসলমান রাজসরকারের সহায়তা করিয়া প্রথমে লস্করপুর বা পুঁটিয়া জমিদারী প্রাপ্ত হন বলিয়া কথিত আছে। কেহ কেহ বলেন, গিয়াসুদ্দীন্ তোগ্‌লকের সময়ে বিদ্রোহদমনে সহায়তা করিয়া বৎসরাচার্য্য লস্করপুর লাভ করেন। কিন্তু তিনি সংসারে বীতস্পৃহ বলিয়া তাঁহার পুত্র পীতাম্বরই জমিদার হন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, পীতাম্বর হইতে চতুর্থ পুরুষে রাজা দর্পনারায়ণ মুর্শিদকুলীর সময়ে বর্ত্তমান। এই কারণ পীতাম্বরের পুঁটিয়া লাভ মোগল পাঠান বিপ্লবেই ঘটা সম্ভব বলিয়া ইতিপূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। (উৎসাহ-১৩০৫)। পীতাম্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দরাম রাজোপাধি প্রাপ্ত হন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু আনন্দরামের জ্যেষ্ঠ সহোদর রতিকান্তের সময় হইতে পুঁটিয়ার জমিদারেরা দেশে পূজনীয় বলিয়া ঠাকুর উপাধিতেই পরিচিত হইয়া আসিতেছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর বন্দোবস্তে ঠাকুর অনুপনারায়ণের সহিত ১৫ পরগণার বার্ষিক ১,২৭,৫১৬ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়। তখন বর্ত্তমান রাজশাহী জেলার তৃতীয়াংশ এই জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। মীরকাসেমের বন্দোবস্তে জমা ১,২০,৭১০ টাকায় পরিণত হয়। পরবর্ত্তী কালে পুঁটিয়ার রাজারা আরও অনেক জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লয়।

বঙ্গের প্রধান কানুনগো বংশের সৃষ্টির বিবরণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে (৬৯ পৃঃ)। প্রথম কানুনগো ভগবান রায়ের ভ্রাতা বঙ্গ বিনোদের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র হরিনারায়ণকে আরঙ্গজেবের আদেশে অর্দ্ধাংশ কানুনগোই ফরমান্ প্রদত্ত হইয়াছিল (১০৯০ হিঃ ১৬৭৯ খৃঃ)। (১) ইঁহারা বাদশাহ দরবার হইতে 'বঙ্গাধিকারী' পদবী লাভ করিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর অনুগ্রহে কানুনগো দর্পনারায়ণের পুত্র শিবনারায়ণ যেরূপে দশ আনা কানুনগোর কার্য্য প্রাপ্ত হন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। দর্পনারায়ণের সময় হইতে ইঁহাদের জমিদারী বর্দ্ধিত হইয়া শেষে শিবনারায়ণের সময়ে মুর্শিদকুলীখাঁর বন্দোবস্তে ৬২ পরগণার রাজস্ব ২,৪২,৯৪৩ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়। ইঁহাদের জমিদারীতে বর্ত্তমান মালদহের মধ্যে শেরশাহাবাদ, কঙ্কনপুর, বর্দ্ধমানের মধ্যে মণ্ডলঘাট, আরঙ্গাবাদ, এবং ঘোড়াঘাট চাকলার মধ্যে বার্ব্বেকপুর, ভূষণার মধ্যে জাহাঙ্গীরাবাদ প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। ইহাতে দৃষ্ট হয় যে, মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে যখন যে জমিদারীর নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে, দর্পনারায়ণ ও শিবনারায়ণ তাহার কিয়দংশ স্বয়ং বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছেন। বন্দোবস্তের কাগজ পত্র সমস্তই তাঁহাদের হস্তে থাকিত, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহাদের এই জমিদারীর কর অল্প ও লাভ অধিক ছিল। মীরকাসেমও ইহাতে ৭৩,৯৬৮ টাকা মাত্র বৃদ্ধি করেন।

১১ কঙ্কনপুর বা কানুনগোই জমিদারী

রাজা মানসিংহের সময়ে জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ বংশীয় সবিতা রায় মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে এই ফতেসিংহ জমিদারী লাভ করেন। এই বংশের ঘনশ্যাম রায়ের পুত্র জগৎ রায় প্রভৃতি শোভা সিংহের

১২ ফতেসিংহ

(১) পরিশিষ্ট কানুনগোই ফরমান্ দ্রষ্টব্য। আকবরের ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের বন্দোবস্ত হইতে হরিনারায়ণের সনন্দ প্রাপ্তির কাল প্রায় শতবর্ষ বলিয়া ভগবানের প্রথম কানুনগো নিযুক্ত হওয়ার কথায় কিছু সন্দেহ হয়। কিন্তু হরিনারায়ণের বৃদ্ধ দশায় এই সনন্দ প্রাপ্তি হয় ধরিয়া লইয়া কানুনগো বংশের চিরাগত প্রবাদ গ্রহণ করাই যুক্তি যুক্ত মনে হয়, বিনোদ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী হইতে পারেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর কিছুকাল কানুনগো পদ বিভাগ গোলযোগে গিয়া অবশেষে হরিনারায়ণ উক্ত ফর্মান প্রাপ্ত হন, এরূপও হইতে পারে। হরিনারায়ণের কীর্ত্তি কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী তাঁহাদের প্রাচীন বাসস্থান পাজুয়ড়িহির প্রকাণ্ড হরিসাগর দীঘি এবং হরিপুর গ্রাম। পরগণা আরঙ্গাবাদ ও বিনোদ নগর (কড়ুই) বঙ্গাধিকারী বংশের প্রাচীন জমিদারী। আরঙ্গাবাদের মধ্যে তাঁহাদের পূর্ব্ব বাসস্থান পাজুয়ড়িহ এবং বর্ত্তমান লেখকের জন্মভূমি ডুগাগ্রাম অবস্থিত। বঙ্গাধিকারীর দায়াদ 'রায় মহাশয়' বংশ পরে বহুদিন ধরিয়া এই দুই জমিদারী ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। মুর্শিদকুলী খাঁর দরবারে পূর্ব্ব কথিত বৈকর্ত্তাদিগের বিচারের দলীলে দর্পনারায়ণ মজুমদার, বলিয়া থাকের আছে, কিন্তু ইঁহাদের রায় মহাশয় উপাধি নবাবদিগেরও স্বীকৃত।

বিদ্রোহ সময়ে রহিম খাঁর দলে যোগদান করেন বলিয়া একবার জমিদারী হইতে ইঁহারা বঞ্চিত হন। পরে মুর্শিদকুলী খাঁর অনুগ্রহে অতি কষ্টে উহা পুনঃপ্রাপ্ত হন। এই সময়ে সবিতা রায়ের বংশধর আনন্দচন্দ্র নিঃসন্তান পরলোকগত হইলে ঐ বংশের অন্যতম বৈদ্যনাথের ভগিনীপতি স্বর্গমণি চৌধুরী ফতেসিংহ জমিদারী প্রাপ্ত হন। এই স্বর্গমণি বাঘডাঙ্গা বংশের স্থাপয়িতা এবং সবিতা রায়ের বংশধরগণ জেমোর রাজা বলিয়া পরিচিত। স্থানীয় লোকে ইঁহাদিগকে ভূমিহর ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকে। মুর্শিদাবাদ জেলায় ইঁহাদের অনেক সংকীর্ত্তি আছে এবং প্রাচীন ফতেসিংহের জমিদার বলিয়া ইঁহারা সম্মানিত। মুর্শিদকুলীর বন্দোবস্তে স্বর্গমণির পুত্র হরিপ্রসাদের সহিত ১১ পরগণায় ১৮,৬১১টাকা জমা ধার্য্য হয়। অতঃপর এই জমিদারী পুনরায় জেমো ও বাঘডাঙ্গার বংশের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। নাজাই বাদে ইহার রাজস্ব পরে ১,৩৭,২৯১ টাকা হয়, মীরকাসেমের আব্‌ওয়াব্‌ ১২,১০৩ টাকা মাত্র চাপিয়াছিল।

কথিত আছে যে বর্ত্তমান নলডাঙ্গা রাজবংশের আদিপুরুষ বিষ্ণুদেব হাজরা বাদশাহী সৈন্যের রসদ-সংগ্রহ করিয়া দেওয়ায় ৫ খানি গ্রামের জমিদারী লাভ করেন। তাঁহার বংশের শ্রীমন্ত রায় মহমুদশাহীর জমিদারী প্রাপ্ত হন। রাজা সীতারাম রায় প্রবল হইয়া এই ভূভাগের অধিকাংশ গ্রহণ করেন। তাঁহার উচ্ছেদের পর নন্দী প্রভৃতি ভূস্বামীর উৎকৃষ্ট অংশ রাজশাহী জমিদারীর অন্তর্ভূত হয়। অবশিষ্ট ভাগ নলডাঙ্গা বংশের রাজা রামদেবের সহিত বন্দোবস্ত হয়। জায়গীর বাদে ২৯ পরগণায় ১,১০,৬৩৩৲ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। সংশোধিত বন্দোবস্তে জমা আরও বর্দ্ধিত হয়। অবশেষে মীর কাসেমের আব্‌ওয়াব্‌ প্রভৃতিতে ১,১৮,১৮৮৲ টাকা বাড়িয়া রাজা কৃষ্ণদেবের সময়ে সদর জমা ২,৭৩,৪৩৪৲ টাকা হইয়াছিল।

১৩ মহমুদশাহী ভূষণা।

চাকলা ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত ইদ্রাকপুর বা আরঙ্গাবাদ জমিদারী অনেক দিন হইতে এক বারেন্দ্র কায়স্থ বংশের অধিকৃত ছিল বলিয়া কথিত হয়। প্রবাদ আছে যে, জমিদার ভগবান্‌ নির্ব্বোধ থাকায় তাঁহার দেওয়ান ভগবান্‌ কৌশল করিয়া ঢাকা হইতে নিজ নামে ঐ জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লন। শেষে জমিদার ৯ আনা ও দেওয়ান ৭ আনা অংশ পান। ঐ দেওয়ানের অংশ পরে দিনাজপুরের রাজাদিগের অধিকারে আইসে। রাজার অংশের ৫ আনা মধুসিংহ

১৪ ইদ্রাকপুর (ঘোড়াঘাট)

নামক এক ব্যক্তি পরে দখল করিয়া লন। অবশেষে ভগবানের পৌত্র রঘুনাথ ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে আরঙ্গজেব বাদশাহের ফর্ম্মান্ পাইয়া জমিদারী উদ্ধার করেন। পোলাদশী, কুণ্ডী, সেরপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পরগণা এই জমিদারীর অন্তর্ভূত ছিল। মুর্শিদকুলী খাঁর বন্দোবস্তে এই বংশের বিশ্বনাথের সহিত ৮০ পরগণার ৮১,৯৭৫ টাকা খালসা রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়। ইহা ব্যতীত এই জমিদারীর মধ্যে জায়গীর বিভাগের রাজস্ব ২১,৪৬০ টাকা ছিল। মীরকাসেমের বন্দোবস্তে ইহার উপর ৭৪,৮৯১ টাকা আব্ওয়াব্ প্রভৃতি চাপিয়া মোট রাজস্ব ১,৮৩,৭২১ টাকা হইয়া পড়ে।

চাক্লে জাহাঙ্গীর নগর বা ঢাকার সমগ্র খাল্সা ভূমি এবং ভূষণা ও ঘোড়াঘাটের সামান্য অংশ লইয়া এই জমিদারী বিভাগ গঠিত হয়। ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারীতে বিভক্ত ছিল। বর্ত্তমান ত্রিপুরার সরাইল পরগণা ইহারই অন্তর্গত। জায়গীর বাদ দিয়া এই বিভাগের সমগ্র খাল্সা ভূমির ১৫৫ পরগণার ৮,৯৯,৭৯০ টাকা জমা ধার্য্য হইয়াছিল।

১৫ জালালপুর প্রভৃতি

পূর্ণিয়া অঞ্চলের জায়গীর বাদে অবশিষ্ট ভাগ দুইটি প্রধান পরগণার নামে সেরপুর ধরম্পুর জমিদারীর পত্তন হয়। এই জমিদারী সে সময়ে ফৌজদার সইফ্ খাঁর কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল। ১৯ পরগণার রাজস্ব ২৮,৬৬৪ টাকা। মীরকাসেমের সময়ে জমা বিশ গুণ বর্দ্ধিত হইয়া ২০,৯৮,৭১১ টাকা রাজস্ব স্থির হয়।

১৬ সেরপুর পূর্ণিয়া

কলিকাতার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারের সহিত ১৭ পরগণার ২,২২,৯৫৮ টাকায় এই জমিদারী বিভাগ বন্দোবস্ত হয়। হুগলীর ফৌজদার সমস্ত রাজস্ব আদায় লইতেন। ইংরেজ কোম্পানী ক্রমশঃ ইহার মধ্যে ২৪টি পরগণা হস্তগত করিয়া বর্ত্তমান জেলার নামকরণ করেন। মীরকাসেম্ হস্তান্তর করিবার সময়ে ইহার রাজস্ব ৫,৫৫,০৩৬ টাকা দেখাইয়া দেন।

১৭ কলিকাতা জমিদারী

চাকলে ঘোড়াঘাটের সমুদয় উত্তরভাগ অর্থাৎ কুচবিহারের দক্ষিণ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ এবং সরকার বাজুহার মধ্যস্থিত কুণ্ডী প্রভৃতি পরগণা লইয়া এই ফকীরকুণ্ডীর সৃষ্টি। ইহাই পরে রঙ্গপুর জেলায় পরিণত হয়। ইহাতেও অনেক ক্ষুদ্র তালুক ছিল। ৯০,৫৪৮ টাকা জায়গীর বাদে ২৪৪ পরগণায় ইহার রাজস্ব

১৮ ফকীরকুণ্ডী রঙ্গপুর

২,৩৯,১২৩ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়। মীরকাসেমের বন্দোবস্তে বর্দ্ধিত জমা ৬,৩৭,৬৩২ হইয়াছিল।

রাজমহলের সমীপবর্ত্তী কাঁকজোল প্রভৃতি পরগণা লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক তালুকে বিভক্ত এই কাঁকজোল জমিদারী গঠিত হইয়াছিল। জায়গীর বাদে ১০ পরগণায় ইহার রাজস্ব ৭৪,৩১৭ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়। মীরকাসেমের বন্দোবস্তে জমা বহুতর বর্দ্ধিত হইয়া ,৭৭,৪৪৭ টাকায় পরিণত হইয়াছিল।

১৯ কাঁকজোল রাজমহল

উড়িষ্যা হইতে খারিজী সরকার গোয়ালপাড়া এবং মহিষাদল, জালামুঠা, সুজামুঠা প্রভৃতি পরগণা লইয়া এই জমিদারী গঠিত হয়। হিজলীর সমগ্র খাল্‌সা ভূমি এবং নিমক মহালও ইহার অন্তর্ভূত ছিল। তমোলুক্ পূর্ব্বকালে প্রাচীন এক রাজবংশের অধিকারে ছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে জনার্দ্দন উপাধ্যায় প্রথমে মহিষাদল জমিদারী প্রাপ্ত হন বলিয়া কথিত হয়। জনার্দ্দন হইতে পঞ্চম পুরুষ আনন্দ লাল নিঃসন্তান বলিয়া তাঁহার দূরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী গুরুপ্রসাদ গর্গ মহিষাদল জমিদারীর অধিকারী হন। আনন্দলালের পিতা শুকলাল বা শুকদেবের সহিত মুর্শিদ্‌কুলী খাঁর বন্দোবস্তে ১৬ পরগণায় ৽,৮৫,৭৬৫ টাকা জমা ধার্য্য হয়। পরে কিছু বাড়িয়া শেষে কাসেম্ আলির বন্দোবস্তের সময়ে রাজস্ব ৮,৩৬,৮৭৪ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। সে সময়ে এই জমিদারী পাঁচ প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া পৃথক্ জমিদার ও তালুকদারের হস্তে ছিল।

২০ তমোলুক (মহিষাদল)

চাক্‌লা শ্রীহট্টের জায়গীর জমা বাদে ক্ষুদ্র তালুকদারের সহিত ৩৬ পরগণায় এই জমিদারীতে ৭০,০১৬ টাকা জমা ধার্য্য হয়। সরাইল পরগণা ইহার অন্তর্গত নহে (১)। ক্রমশঃ জমা বর্দ্ধিত হইয়া মীরকাসেমের সময়ে রাজস্ব ৪,৮৫,৬১৪ টাকা হইয়া পড়ে। ইহা লইয়া বর্ত্তমান শ্রীহট্ট-জেলার উৎপত্তি।

২১ শ্রীহট্ট

আরঙ্গজেবের সময়ে সায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অঞ্চল রীতিমত মোগলের শাসনাধীন করেন। এই সময় অবধি চট্টগ্রাম ইস্‌লামাবাদ নামে অভিহিত হয়। মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ ইহাকে স্বতন্ত্র এক চাকলা করেন, কিন্তু ইহার সমস্তই তিনি জায়গীরের জন্য দিয়া

২২ ইস্‌লামাবাদ বা চট্টগ্রাম

(১) Fifth Report Grant—p 322

রাখিয়াছিলেন। খালসা সেরেস্তায় ইহার রাজস্ব জমা হইত না। জায়গীর জমায় এই রাজস্ব প্রদর্শিত হইবে। মীর কাসেম্ ইংরেজ কোম্পানীকে চট্টগ্রাম দিবার সময়ে ইহার রাজস্ব ৩,৩৫,১৩৫ টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।

চাক্লা বন্দর বালেশ্বরের অন্তর্ভূত মুহেস্ত প্রভৃতি পরগণা ও চাকলা কড়ই-বাড়ীর অন্তর্গত খোস্তা ঘাট এই দুই জমিদারী এক সঙ্গে এক বন্দোবস্তে প্রদর্শিত হইয়াছে। ২৮ পরগণায় ইহার সদর জমা—১,২৯,৪৫০ টাকা, তন্মধ্যে বালেশ্বরের ৯২,৮৭৫টাকা।

২৩ মুহেস্ত ও খোস্তাঘাট

উল্লিখিত জমিদারী বিভাগ গুলি ব্যতীত সমগ্র বাঙ্গলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারী ও তালুকদারী মহাল লইয়া ২০টি তালুককে মজ্‌কুরী তালুক নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। নিম্নে ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

২৪ মজ্‌কুরী তালুক

(১) বহরুল—সরকার শরীফাবাদের মধ্যে এই জমিদারীর ১১ পরগণায় ২,৪১,৩৯৭ টাকা জমা ধার্য্য হয়। ১১৩৫ সালে সুজা খার সময়ে এই জমিদারী রামকৃষ্ণ নামক ব্যক্তির হস্তে ছিল, পরে ইহার অধিকাংশ রাজশাহী জমিদারীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

(২) মণ্ডল ঘাট—সরকার সাতগা ও চাকলা বৰ্দ্ধমানের অন্তর্গত। এই জমিদারীতে কুলী খার বন্দোবস্তে পদ্মনাভের নামে ৫ পরগণায় ১৪৬,২৬১ টাকা জমা ধার্য্য ছিল। পরে ইহা বৰ্দ্ধমানরাজের অধিকারে আইসে।

(৩) আর্সা—ইহাও সাতগার মধ্যে, রঘুদেবের জমিদারীর অন্তর্ভূত, শেষে ইহাও বৰ্দ্ধমানের সহিত মিশিয়া যায়। ১১ পরগণায় জমা ১,২৫,৩৫১ টাকা।

(৪) চুণাখালী—ইহার মধ্যে মুর্শিদাবাদ সহর অবস্থিত ছিল। ইহার কিয়দংশ নবাবের খাস তালুক হয়, অপরাংশ রাজশাহী জমিদারীর অন্তর্ভূত হইয়া যায়। ৩ পরগণায় রাজস্ব ৯৫,৪০৭ টাকা ছিল।

(৫) আসদ্ নগর ও মহলন্দী দিগর—মুর্শিদাবাদের মধ্যস্থিত এই জমিদারীর কিয়দংশ রাজশাহীর অধীন হয়। অবশিষ্টাংশ ৩ পরগণায় ৮২,৭৯৮ টাকায় বন্দোবস্ত হয়।

(৬) জাহাঙ্গীপর দিগর—চাক্‌লে ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত ছিল। এই জমিদারী দিনাজপুর মহাদেবপুরের বাটীয় ব্রাহ্মণ জমিদার বংশের অধিকারে বহুদিন হইতে আছে। কথিত আছে, এই বংশের নয়নচাঁদ চৌধুরী জাহাঙ্গীর বাদশাহের নিকট ইহা লাভ করেন। মুর্শিদ্ কুলী খাঁর বন্দোবস্ত সময়ে রাম

দেবের সহিত ১১ পরগণায় ইহার সদর জমা ৬৪,২৪৯ টাকা ধার্য্য হইয়াছিল। পরে এই জমিদারী উক্তবংশীয় তিন জনের মধ্যে বিভক্ত হয় এবং মীরকাসেমের বন্দোবস্তে ১,১৯,০৪০ টাকা রাজস্ব নিরূপিত হয়।

(৭) আতিয়া, কাগমারী, বড়বাজু, হোসেনশাহী ইত্যাদি চাকলা ঘোড়াঘাটের অন্তর্ভূত এই তালুকগুলি ১০ পরগণায় ৬৭,৮৮৩ টাকায় বন্দোবস্ত হয়। মীর কাসেমের বন্দোবস্তে প্রধানতঃ ৪জন মুসলমান তালুকদারের অধীনতায় ইহার জমা ১,১১,০৪১ টাকা হইয়াছিল।

(৮) শালবাড়ী—সরকার বাজুহার অন্তর্গত (বর্ত্তমান দিনাজপুরে) এই প্রসিদ্ধ পরগণার রাজস্ব ৫৭,৪২১ টাকা ধার্য্য হয়। পরে ইহা বিভিন্ন তালুকদারের অধিকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়। মীর কাসেমের সময়ে ইহার সহিত বার্কেকপুর মসিদা প্রভৃতি পরগণা মিলাইয়া সদর জমা ১,৬৬,৪৭৭ টাকা হইয়াছিল।

(৯) তাহেরপুর, বার্কেকপুর ও মসিদা এই তিন পরগণা ভিন্ন ভিন্ন জমিদারের সহিত ৫৫,৭৬১ টাকা জমায় বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তাহেরপুর তৎকালে বিখ্যাত রাজা কংসনারায়ণের বংশধরগণের হস্তে ছিল, পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদের দৌহিত্র বর্ত্তমান বংশ ঐ জমিদারীর অধিকারী হইয়াছেন। বার্কেকপুর পরে বর্ত্তমান দুবলহাটী রাজবংশের অধিকারে ছিল।

(১০) চাঁদলাই প্রভৃতি ক্ষুদ্র মহাল—মুর্শিদাবাদ, আকবর নগর, ঘোড়াঘাট ও জাহাঙ্গীর নগর এই চারি চাক্‌লায় প্রক্ষিপ্ত। নবাব সরকারের একজন প্রধান হিন্দু কর্ম্মচারীকে এই ২৪ তালুক ও ৭ পরগণা ৫৫৭২৯ টাকা জমায় প্রদত্ত হয়। পরে ইহা সত্রাজিৎ ও ভোলানাথ এই দুই জনের মধ্যে বার আনা ও সিকি এই দুই অংশে বিভক্ত হয়।

(১১) পাতিলাদহ ও কুণ্ডী—চাক্‌লা ঘোড়াঘাটের মধ্যে এই দুই তালুক ৭ পরগণায় ৬৭,৬৩২ টাকায় বন্দোবস্ত হইয়াছিল। শেষে ইহার অধিকাংশ রাজশাহী জমিদারীর অন্তর্গত হয়।

(১২) সন্তোষ প্রভৃতি—ঘোড়াঘাটের মধ্যস্থিত (বর্ত্তমান ময়মনসিংহ) এই বন্দোবস্তে ২ পরগণায় ৯৪,৮০৭ টাকা জমা ধার্য্য হয়। তখন রঘুনাথ নামে এই ব্যক্তি ইহাদের অধিকারী ছিলেন। পরে ইহা দিনাজপুর ও রঙ্গপুর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

(১৩) আলাপ সিং ও মমিন্‌ সিং—দুই পরগণা এই বন্দোবস্তের সময়ে ৭৫,৭৫৫ টাকা জমায় টিকরার মহম্মদ মেহদীর নামে লেখা দেখা যায়।

(১৪) সাতশইকা—(সপ্তশতী ব্রাহ্মণের নিবাস জন্য প্রাচীন নাম সপ্তশতিকা)—ইহা বর্ত্তমান বদ্ধমান জেলার পূর্ব্বপার্শ্বে অবস্থিত। এখানকার হিন্দু জমিদার মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে এই বংশের একরাম চৌধুরীর সহিত ৩ পরগণায় ৫১,১৬৭ টাকা জমা ধার্য্য হয়। পরবর্ত্তীকালে জমিদারী হস্তচ্যুত হইলেও ইহারা এখনও সমাগড়ের রাজা বলিয়া পরিচিত।

(১৫) মহম্মদ আমীনপুর—এই জমিদারী বদ্ধমান ও হুগলী জেলায় ভাগীরথীতীরে কলিকাতার অপর পার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার জমিদার উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ বংশ পাটুলীর রাজা বলিয়া খ্যাত ছিলেন, পরে ইঁহার ভিন্ন হইয়া বাঁশবেড়িয়া ও শেওড়াফুলীতে বাস করেন। ১৪ পরগণায় ইহার রাজস্ব ১,৪০,০৪৬ টাকা ধার্য্য হয়। মীরকাসেমের বন্দোবস্তে বর্দ্ধিত রাজস্ব ৩,২৬,৭৪৭ টাকা হইয়াছিল।

(১৬) পাত্তাস, করদিহা ও ফতেজঙ্গপুর—চাকলা ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত। নয় পরগণায় জমা ১০০,৮৭৮ টাকা ধার্য্য হয়। প্রথমে ইহা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জমিদারী ছিল, শেষে দিনাজপুর রাজের জমিদারীতে মিশিয়া যায়।

(১৭) পুখুরিয়া ও জাফরশাহী এই দুই মহাল সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল। ৫ পরগণায় এই জমিদারীর সদর জমা ৫৪,৫১৯ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়। পরে প্রথমটি রাজশাহী ও দ্বিতীয়টি জালালপুর জমিদারীর মধ্যে পড়ে।

(১৮) মাইহাটী—সরকার সাতগাঁর মধ্যস্থিত। ইহা সীতারাম নামক ব্যক্তির সহিত ১৫ পরগণায় ২৮,৮৩১ টাকায় বন্দোবস্ত হয়।

(১৯) হুজুরি তালুকদারান্—উক্ত জমিদারীগুলি ব্যতীত ৯৮ জন ক্ষুদ্র তালুকদার খাল্সা সেরেস্তায় স্বয়ং রাজস্ব দান করিতেন, তাঁহাদিগকে হুজুরী তালুকদার বলা হইত। এই সমস্ত ক্ষুদ্র তালুকের অধিকাংশ চাকলা মুর্শিদাবাদ ও সাতগাঁর মধ্যে ছিল। এই সমস্ত ক্ষুদ্র তালুককে ২ পরগণা ধরিয়া লইয়া ৯১,৮৫৫ টাকা জমাধার্য্য হইয়াছিল।

(২০) আকবরনগর বা রাজমহলের সায়রাৎ অর্থাৎ শুল্ক প্রভৃতি লইয়া ২ পরগণা ধরিয়া ৫৪,৪৩২ টাকা জমা ধার্য্য হয় এবং শেষে ইহা কাঁকজোল জমিদারীর অন্তর্গত হইয়াছিল।

(২১) অন্যান্য ক্ষুদ্র মহাল—সমগ্র বাঙ্গলায় যে সকল পরগণার অংশ বা মৌজা উল্লিখিত জমিদারীগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহাদিগকে এক সঙ্গে

৮ পরগণা ধরিয়া লইয়া মোট ৪৮.৯৯২ টাকা জমা ধার্য্য হয়। এইরূপে সমস্ত মজকুরী মহালের ১১৬ পরগণা ও ৭,৮৫,২০১ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

(২৫) সায়রাৎ মহাল (শুল্ক প্রভৃতি)।

(ক) চ্ণাখালী—১১৭০ সালে মর্শিদাবাদ ও উপকণ্ঠ নগর (কাশিমবাজার প্রভৃতি) সমূহের আমদানী রপ্তানী দ্রব্যের মাশুল ও হাটবাজার প্রভৃতির কর। (এই পরগণার ভূমি রাজস্ব নহে)—৩,১১,৬০৩ টাকা।

(খ) বখ্‌সবন্দর বা হুগলী। (৩৭ খানি গঞ্জ ও বাজারের রাজস্ব ও নানা- প্রকার মাশুল ও কর প্রভৃতি—মোট ৩,৪২,৭০৮৲ টাকা। ইহা হইতে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কলিকাতার আয় ৪৪,৭৬৭৲ টাকা বাদ দিয়া—২,৯৭,৯৪১ টাকা।

(গ) দার উল জার্ব্ব (১) মুর্শিদাবাদের টাকশালের আয় ৩,০৪,১০৩৲

মোট সায়ের রাজস্ব ৯,১৩,৬৪৭ টাকা

বাং ১১৩৫ সালের সমগ্র খালসা ও সায়ের জমা—২৫ জমিদারী বিভাগে, মোট ১২৫৬ পরগণায় ১,০৯,১৮,০৮৪৲ টাকা।

জায়গীর জমা। সেকালে বঙ্গের নানাস্থানে ভূমি নির্দ্দেশ করিয়া তাহার আয় হইতে নাজিম, দেওয়ান্ ও সৈন্যবিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত।

(১ম) সরকার আলী—সুবাদারের স্বীয় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য জায়গীর, চাক্‌লা ঢাকা ও হিজ্‌লীর মধ্যেই ইহার অর্দ্ধাংশ, অবশিষ্ট ভাগ যশোহর, রাজশাহী, কৃষ্ণনগর ও দিনাজপুরের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ছিল। বাদশাহ- সেরেস্তায় এই জায়গীরের উৎপন্ন (রেক্‌মী জমা) ১৬,০৫,৬৯৩৲ টাকা লেখা থাকিলেও, বর্ত্তমান বন্দোবস্তে অন্যান্য জমিদারীর মত আয় ধরিয়া, এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের নির্দ্দিষ্ট জমা—৬০ পরগণায় ১০,৭০,৪৬৫৲ টাকা ছিল।

(২য়) বন্দেওয়ালা দরগা (২—বা) বাদশাহী দেওয়ানের জায়গীর। বাহিরবন্দ ও ভিতরবন্দ পরগণা প্রভৃতি। বাদশাহী সেরেস্তায় জমা ১,৭২,৫০০ টাকা কিন্তু মোট ২০ পরগণায়—১,৪৬,২৫০৲ টাকা মাত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল

(৩য়) জায়গীর আমির্-উল্-উমরা বক্সী (বাদশাহের প্রধান সেনাপতি)

(১) দার=গৃহ। জার্ব্ব—মুদ্রা।
(২) দরগা=গৃহ। বাদশাহী ঘরের নিয়োজিত দেওয়ান। গ্রাণ্ট সাহেবের বিবরণীর মুদ্রিত পুস্তক "বরগা" ভ্রমমাত্র।

এই সময়ে বাদশাহী সেনাপতি সম্‌সাম্‌উদ্দৌলা খান্‌দৌরান্‌। বাঙ্গলার প্রতিনিধি দ্বারা তাঁহার জায়গীরের আয় আদায় হইত। বাদশাহী সেরেস্তায় জমা ৩,৩৭,৫০০৲ টাকা। এই জায়গীর ভূভাগ ঢাকা, শ্রীহট্ট ও আসামের দিকে প্রান্তভাগে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেনাপতির লোকে জায়গীর প্রাপ্তির কার্য্য, প্রত্যন্ত ভাগ রক্ষাদি করিয়া ভোগ করিতে বাধ্য হইবে, এই অভিপ্রায় ছিল। ১৮ পরগণা ২,২৫,০০০৲ টাকা।

(৪) জায়গীর ফৌজদারান্‌।

(ক) ঢাকার নায়েব নাজিমের (প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তার) জায়গীর। রেকমী জমা ২,৪০,৭৫০৲ টাকা।

১১ পরগণা ১,০০,১৪৫৲ টাকা

(খ) শ্রীহট্ট অঞ্চলের ফৌজ্‌দার (সমসের খাঁ) ও অন্য চারিজন সীমান্ত রক্ষকের জায়গীর। রেকমী জমা ৪,৩০,০০০৲

	৭৮ পরগণা	১,৭৯,১৬৬
(গ) পুর্ণিয়ার ফৌজদার (সইফ্‌ খাঁ	২ পরগণা	১,৮০,১২৫
(ঘ) ঘোড়াঘাট ফৌজদারী—(মনসুর খাঁ)।	৩ পরগণা	১৬,৬৬৬
(ঙ) রাজমহল ও তেলিয়াগড়ীর ফৌজদার (সুজা খাঁর সময়ে আলিবর্দ্দী খাঁ।)	৪ পরগণা	১৬,৬৬৬৲
বৃহৎ ফৌজদারী সমষ্টি (ঠিক্‌ভুল)	৭৫ পরগণা	৪,৯২,৮০০৲

(৫) মন্‌সব্‌দারান্‌ (সেনানীগণের জন্য)। এই মন্‌সবদারগণ সাধারণতঃ পাঁচশত সেনার নায়ক হইয়াও হাজারী নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের নিজের ও নির্দ্দিষ্ট সৈন্যদলের বেতন স্বরূপ অনেকগুলি জায়গীর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

এগুলি প্রত্যন্তভাগে প্রধানতঃ শ্রীহট্ট, ঢাকা, হিজ্‌লী ও রাজমহলের মধ্যে স্থাপিত ছিল। প্রান্তদেশরক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা। ২০ পরগণা ১,১০,৮৫২৲ টাকা।

(৬) জমিদারান্‌,—ত্রিপুরা মাকোয়া, সুসঙ্গ, (১) তেলিয়াগড়ী এই চারিজন সীমান্তভাগের জমিদারের জায়গীর। ২ পরগণা ৪৯,৭৫০৲ টাকা।

(১) সুসঙ্গ দুর্গাপুর। প্রাচীন কাল হইতে গারো পর্ব্বতের পাদদেশে সুসঙ্গ পরগণা এই ব্রাহ্মণরাজবংশের অধিকারে রহিয়াছে। মোগলরাজত্বের প্রথম অবস্থায় মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের ইঁহাদের উপর কোনরূপ অধিকার ছিল না। মালিক রঘুনাথ বাদশাহী সৈন্যের সাহায্যে গারো দমন করিয়া করস্বরূপ প্রথমে এদেশজাত অগুরু কাষ্ঠ (আগর) প্রদান করেন। রঘুনাথের

(৭) মদৎ-মাশ (ধর্ম্মার্থে দেয় জায়গীর) বর্দ্ধমান ও রাজমহলের স্থানে স্থানে এবং হুগলী পেঁড়োর মসজীদের নিমিত্ত— ৭ পরগণা ২৫,৬৬৫৲ টাকা।

(৮) শালিয়ানাদারান্ (বাৎসরিক বৃত্তির জন্য)

(শ্রীহট্টে কয়েকজন তালুকদার প্রভৃতির) ৯ পরগণা ১৫,৯২৭৲ টাকা।

(৯) ইনাম্ আল্তমগা (উত্তরাধিকারিক্রমে ভোগ জন্য পুরস্কারের জায়গীর) দুই জন শাস্ত্রজ্ঞ মৌলবিকে দত্ত ১ পরগণা ২,১২৭৲ টাকা।

(১০) কজিআনদারান্, জনৈক মোল্লাকে প্রদত্ত নসরপুরের অন্তর্গত এক সামান্য তালুক ৩৩৭৲ টাকা।

ক্ষুদ্র জায়গীর সমষ্টি ৩৯ পরগণা ২,১৪৭,১৮ টাকা।

(১১) আম্‌লে নাওয়ারা,—নৌসৈন্যবিভাগ ও তাহার জায়গীর্।

ইহা উপকূলভাগ ও নদীমুখে মগ ফিরিঙ্গী প্রভৃতি জলদস্যুগণের উপদ্রব-নিবারণার্থ প্রথমে স্থাপিত হয়। বর্ণিত সময়ে ৯২৩ জন ফিরিঙ্গী বা পর্ত্তুগীজ নাবিক এই বিভাগে নিযুক্ত ছিল। ৭৬৮ খানি সজ্জিত সশস্ত্র তরণী থাকিত, ইহার মাসিক ব্যয় ২৯,২৮২৲ টাকা। এই ব্যয় এবং নূতন নৌকা প্রস্তুতাদির ব্যয়ের নিমিত্ত বাৎসরিক ৮,৪৩,৪৫২৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঢাকা এবং শ্রীহট্ট চাকলায় ইহার জায়গীর ভূমির ব্যবস্থা ছিল, ঢাকার মধ্যেই ইহার ৫/৬ অংশ। এই টাকার মধ্যে ৫০ হাজারেরও কিছু অধিক প্রত্যন্তদেশের জমিদার প্রভৃতির নিকট পেস্কসরূপে আদায় হইত। ইহা পূর্ব্বলিখিত বন্দোবস্তের বহির্ভূত।

৫৫ পরগণা ৭,৭৮,৯৫৪৲ টাকা।

(১২) আম্‌লে আসাম,—পূর্ব্বভাগের (বিশেষতঃ আসামের দিকে) সীমারক্ষার এবং নদীতীরের ও উপকূলভাগের বন্দর প্রভৃতি শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সেনানিবাস, সৈনিক ও প্রহরী প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য 'আম্‌লে আসাম' নামে এই জায়গীরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ঢাকা প্রদেশে স্থাপিত ২৮২০ জন রক্ষকের জন্য ১৩ পরগণায় ১,৩৫,০৬০ টাকা, ইস্লামাবাদ বা চট্টগ্রামের ৩৫২২ জনের নিমিত্ত ১১৭ কিস্মতে ১,৫০,২৫১ টাকা, রাঙ্গামাটী বা কামরূপ অঞ্চলের ১৪৭৮ জনের জন্য ৪ পরগণায় ৬৩,০৪৫ টাকা ও শ্রীহট্টের ২৮২ জনের জন্য ৪ পরগণায় ১০,৮২৪ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত

পৌত্র রামজীবন সিংহ প্রথমে জমিদার বলিয়া বাদশাহী সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বারেন্দ্র সমাজে সুসঙ্গরাজেরা 'উদয়াচল' এবং তাহেরপুরের রাজারা 'অস্তাচল' আখ্যা পাইয়াছিলেন।

ছিল। মোট ৮১১২ জন সৈনিকের জন্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ১৩৮ পরগণার নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব——৩৫৯,১৮০৲ টাকা।

(১৩) খেদা-আফিস্ (হস্তী ধরিবার জন্য)। সরকারী কার্য্যে যে সমস্ত হস্তীর আবশ্যক হইত, তাহা সেকালে ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের আরণ্যভূমি হইতে ধৃত করা হইত। এই হাতী ধরার খরচের জন্য ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টে 'খেদা আফিস' জায়গীর নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাহার জন্য নিরূপিত রাজস্ব—
৪০,১০১৲ টাকা।

খাল্সা ও সায়রাৎ সমষ্টি—১২৫৬ পরগণা—		১,০৯,১৮,০৮৪৲ টাকা
জায়গীর প্রভৃতি—	২১২ „	২১,৪৯,২৪২৲
সৈন্য বিভাগাদি—	১৯২ „	১১,৭৮,১৩৫৲

সুজা খাঁর সংশোধিত হিসাবে—১৬৬০ পরগণায়	১,৪২,৪৫,৫৬১৲	„
বাদ নাজাই	৪২,৬১৫	
মুর্শিদকুলী খাঁর জমা কামেল তুমারী—	১,৪২,৮৮,১৪৬ টাকা	

আব্ওয়াব্। পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, মুর্শিদকুলী খাঁ জমিদারী বন্দোবস্তের পরে একটি 'আব্ওয়াব্' অর্থাৎ অতিরিক্ত কর স্থাপন করেন। তাহার নাম 'আব্ওয়াব্ খাসনবিশী'। খাস্ অর্থাৎ নিজ সরকারের খাল্সা সেরেস্তার প্রধান কর্ম্মচারী ও মুতঃসুদ্দীদিগের পার্ব্বণী লইয়া প্রথমে ইহার উৎপত্তি হয়। রাজস্বের উপরে পড়তা করিয়া সামান্য এক নজরানা ধরিয়া লওয়া হইত। ইহা এবং বাদশাহী নজরানা লইয়া মোট খাস্নবিশী—
২,৫৮,৮৫৭ টাকা।

খাস্নবিশী

সুজা খাঁ নবাবী ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য রাজস্বের উপরে অন্য চারি প্রকার আব্ওয়াব্ বৃদ্ধি করিয়া ১৯,১৪,০৯৫৲ টাকা আয় করিয়াছিলেন। জমিদারের কর বর্দ্ধিত হইলে, অন্ততঃ তাহার দ্বিগুণ যে প্রজাবর্গের স্কন্ধে চাপে, ইহা বুঝিতে বোধ হয় কাহারও কষ্ট হইবে না। সুজা উদ্দীনের প্রথম কর নজরানা মোকররী অর্থাৎ স্থায়ী নজরানা। সমগ্র খাল্সা জমার উপর শতকরা প্রায় ৬॥০ টাকা অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় ইহার পরিমাণ ৬,৪৮,০৪০ টাকা হয়। সুজার দ্বিতীয় আব্ওয়াবের নাম জার মাথট্ ;

১ নজরানা মোকররী

মাথট্ শব্দের (১০৪ পৃঃ) বর্ত্তমান অর্থ হার হারি বা অনুপাত অনুসারে দেয় আলগা খাজানা। চারিটি পৃথক্ বিষয়ের জন্য এই কর স্থাপন করা হয় ১।—নজর পুণ্যাহ—প্রতিবর্ষে নবাব দরবারে পুণ্যাহের সময়ে নিজ নিজ জমিদারী স্থির থাকিল ইহা জানাইবার জন্য এই করের ব্যবস্থা। ২।—বয় খেলাৎ—ঐ পুণ্যাহের দিন জমিদারবর্গকে নিজ জমিদারীতে স্থির রাখার চিহ্ন স্বরূপ যে খেলাৎ বা উপহার প্রদত্ত হইত, তাহার মূল্যস্বরূপ এই কর। ৩।—পোস্তাবন্দী—নবাবী কেল্লার সম্মুখে ও লালবাগে ভাগীরথীতীরে পোস্তা বাঁধিবার ব্যয় বলিয়া এই কর নির্দ্দিষ্ট হয়। ৪।—রসুম নেজারৎ—মফঃস্বল হইতে রাজস্ব আনিবার নিমিত্ত নাজির পদাতিক প্রভৃতির খরচার জন্য এই কর। মোট ৪ দফায়—১,৫২,৭৮৬৲ টাকা। মাথট্ ফিল্‌খানা—সরকারী ফিল্‌খানা বা হস্তিশালার ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত এই কর স্থাপিত হয়। কানুন্‌গোর রুকনপুর জমিদারী, জালালপুর, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, পূর্ণিয়া রাজমহল, বীরভূম, বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোট—এই সকল জমিদারী ব্যতীত অন্য সমস্ত জমিদারের নিকট হইতে পড়তা করিয়া এই মাথট্ আদায় হইত। মোট—৩,২২,৬৩১ টাকা। (৪) আবওয়াব ফৌজদারী—সুজা খাঁ স্বয়ং যেমন উক্তরূপ কর বৃদ্ধি করেন, তাঁহার আদেশে নানা স্থানের ফৌজদারেরাও কিছু কিছু কর স্থাপন করিয়া আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। স্থানবিশেষে এই ফৌজদারী আব্‌ওয়াবের তারতম্য হইয়াছিল। (১) পূর্ণিয়া প্রভৃতির আবওয়াব (ক) পূর্ণিয়া—২,৮৩,০২৭৲ টাকা (খ) শ্রীহট্ট—১,৫৯,৫৩৫৲ টাকা (গ) ত্রিপুরা—১,৮৪,৭৫১৲ টাকা (ঘ) নিখাস্ বা মুর্শিদাবাদ সহরে পশ্বাদি বিক্রয়ের জন্য কর ১১,৬৭৯ টাকা (ঙ) থানাজাৎ—বাঙ্গালার যে যে স্থানে সেনানিবাস বা প্রহরি নিবাস ছিল, সে গুলিকে সে সময়ে থানা বলিত। সে সকল স্থানের বাজার প্রভৃতি হইতে অনেক শুল্ক আদায় হইত। সুজা খাঁর সময় হইতে এই সকল স্থানের আয় সরকারে গৃহীত হওয়ার নিয়ম হয়। থানাদারী আব্‌ওয়াবের মধ্যে কাটোয়া হইতে ৪৮,০০০ টাকা, রাঙ্গামাটি হইতে হাতী ধরার খরচা সমেত ২৪,০০০৲ ভূষাায় নল্‌দী হইতে ২৪,০২৫৲ মহমুদশাহী হইতে ১০,৮৬০৲ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র থানা হইতে ৮,৮৪৩৲ টাকা—মোট ১,১৫,৭২৮ টাকা আদায় হইত। প্রথম ফৌজদারী আব্‌ওয়াবের সমষ্টি—৭,৫৪,৭২০৲ টাকা। (২) ঘোড়াঘাটের আব্‌ওয়াব ফৌজদারী—১৯,২৭৯ টাকা মাত্র ছিল।

২ জার মাথট্

৩ মাথট্ ফিল্‌খানা

৪ আব্ ওয়াব্ ফৌজদারী

(৩) মুর্শিদাবাদের ফৌজদারী আব্ওয়াব্—১৬,৬৩৯। এইরূপে সমগ্র ফৌজদারী আবওয়াবের সমষ্টি—৭,৯০,৬৩৮ টাকা।

ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে মুর্শিদ্কুলী খাঁর এবং সুজা খাঁর বর্দ্ধিত আব্ওয়াব মিলিয়া ২১,৭২,৯৫২ টাকা কর বৃদ্ধি হইয়াছিল। আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে চৌথ মারাঠা,নজরানা মনসুরগঞ্জ প্রভৃতিতে ২২,২৫,৫৫৪ টাকা কর বৃদ্ধি হয়, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে (১৮৫ পৃষ্ঠা)।

অতঃপর মীর্কাসেম্ কিরূপে রাজস্ববৃদ্ধি করেন, নিম্নে সংক্ষেপে তাহার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে :—

(প্রথম) কেফায়ৎ হস্তবুদ্ (জমাবৃদ্ধি)

(১) বীরভূমির জমিদার আসদ্ জমান্ খাঁকে উৎখাত করিয়া সমগ্র বীরভূমি জমিদারী হইতে নানা উপায়ে উৎপন্ন রাজস্ব বৃদ্ধি—৮,০৬,২৭৫ টাকা

(২) দিনাজপুর জমিদারী হইতে অন্যান্য আব্ওয়াব ভিন্ন রাজকরের উপর যে বৃদ্ধি নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহার পরিমাণ—

৫,৭৬,১২৪

মোট কেফায়ৎ হস্তবুদ্— ১৪,১২ ৫৯৯ টাকা

(দ্বিতীয়) কেফায়ৎ ফৌজদারান্ (ফৌজদারী রাজকর হইতে গৃহীত)

(১) পূর্ণিয়া,— ১৭২২ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদ্কুলী খাঁর প্রতিষ্ঠিত জায়গীরদার সইফ্ খাঁর লোকান্তরের পর আলিবর্দ্দী খাঁ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সইদ্ আহম্মদকে এই ফৌজদারীর আয় প্রদান করেন। সইফ্ খাঁ এবং সইদ্ আহম্মদের শাসনে এই সুবিস্তীর্ণ জায়গীর বিভাগে পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ ক্রমশঃ সংলগ্ন হইয়া ইহার আয় সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। খাদেম্ হোসেনের উচ্ছেদের পরও পূর্ণিয়া হইতে রাজকর আদায়ের সুবাবস্থা সাধন হইয়া উঠে নাই। মীরকাসেম্ এক্ষণে ইহার সমগ্র রাজস্ব খালসা সেরেস্তায় আনিলেন।

জমা পরিমাণ— ১৫, ২৩, ৭২৫৲

(২) ঢাকা জালালপুর,—আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে ঢাকা প্রদেশে এক সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ নোয়াজিস্ মহম্মদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রদত্ত হয়। মীরজাফর খাঁর সময়ে রাজা রাজবল্লভের হস্ত দিয়া এই আয়ের কিয়দংশমাত্র নবাব সরকারে পৌঁছিত। এক্ষণে রাজবল্লভ পাটনার নবাবী প্রাপ্তির আশায় ঢাকা

বিভাগের সমগ্র আয় দেখাইয়া দিলেন। ঢাকার সরকারী ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া যে লাভ থাকে, তাহার পরিমাণ—

১২,০১, ৩১৫ টাকা

(৩) রঙ্গপুর ও কোচ বিহারের সীমান্তপ্রদেশ পর্য্যন্ত জঙ্গলমহালের স্থানগুলি কয়েক জন সীমান্তরক্ষক ফৌজদার রাজকোষে যৎসামান্য করমাত্র প্রদান করিয়া ভোগ করিতেন। এক্ষণে এই সমস্ত আয় খাল্‌সা-দপ্তরে জমা হইয়া যে লাভ দাঁড়াইল, তাহার পরিমাণ,— ১,৫১,৪৯৮ টাকা

(৪) রাজমহল বা কাঁক্‌জোল ফৌজদারীর অধীনে যে খাল্‌সা ও ফৌজদারী জমা ছিল, তাহার উপরে বর্দ্ধিত রাজকর— ৪২, ৭৫৭ টাকা

(৫) চট্টগ্রাম এবং বর্দ্ধমানপ্রদেশ কোম্পানীকে প্রদত্ত হইলেও ইহা চিরদিনের মত দেওয়া হইল, মীরকাসেম্ এরূপ বিবেচনা করেন নাই। অন্যান্য জায়গীরদারকে প্রদত্ত ভূমির ন্যায়, কোম্পানীর সৈন্যসাহায্য প্রয়োজন না হইলেই, সুবিধামত ইহা পুনরায় গৃহীত হইবে, এইরূপ কল্পনা ছিল। এই কারণে এই বিভাগত্রয় সরকারী কাগজে এবং কানুনগো দপ্তরে এই ভাবে ফৌজদারী-বিভাগে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। আদায় না হইলেও ইহাতে যে বৃদ্ধির সম্ভাবনা কাগজে প্রদর্শিত হইল, তাহার পরিমাণ,— ২,৯৬,০০০ টাকা

মোট ফৌজদারী আয় বৃদ্ধি,— ৩২,১৫,২৯৫ টাকা

(তৃতীয়) সায়রাৎ (শুল্কাদি) বিভাগে বর্দ্ধিত জমা।

(১) চুণাখালী (মুর্শিদাবাদের প্রধান শুল্ক অফিস)	২,৩১,৭৯৩৲
(২) নবাবগঞ্জ (মহানন্দা এবং গঙ্গার সঙ্গমস্থলে এই শুল্ক আদায়ের স্থান)	১,১৮,৭৯৩৲
(৩) আসদ্ নগর (মুর্শিদাবাদ সহরের শুল্কবৃদ্ধি জমা)	৭০,৭৮৭৲
(৪) ভাণ্ডারদহ (মুর্শিদাবাদের উত্তরপূর্ব্ব পার্শ্ব হইতে ভাগীরথীর একটি শাখা নির্গত হইয়া জলঙ্গীর সহিত মিলিত হইত। ইহার তীরে (১) এই শুল্ক আদায়ের স্থান)	২৭,৬০১৲
(৫) আজিমগঞ্জ (ডুম্‌কল) কল্‌কলী তীরে	৬,৪০১৲
(৬) চক্-চাঁদনী (মুর্শিদাবাদের বাজার)	৩,৫৬০৲
মোট সায়রাৎ—	৪,৫৮,৯৪৪ টাকা

(১) বর্ত্তমান ভাণ্ডারদহের বিলে এই নদীর তৎকালের বিস্তৃতি অনুমিত হয়।

(চতুর্থ) তৌজিব্ জায়গীর-দারান্—নির্দ্ধারিত জায়গীর-মহলের বর্দ্ধিত রাজস্ব।

(১) জায়গীর সরকার আলি—সুবাদারের জায়গীর। মীর্‌জাফর খাঁর সময় পর্য্যন্ত এই সুবাদারী জায়গীরের অধিকাংশ তৎকালের রাজশাহী ও নদীয়া জমিদারীর অন্তর্ভূত ছিল। এই সমস্ত মহাল হইতে বিশেষতঃ রাজশাহীর ভাতুড়িয়া প্রভৃতি পরগণার হস্তবুদ বহুল-পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে লক্ষ্য করিয়া মীর্‌কাসেম্ খাঁ এই দুই জমিদারী এবং আর কয়েকটি লাভজনক জমিদারী হইতে এই সরকারী জায়গীর খারিজ করিয়া, বরং আরও কিঞ্চিৎ অধিক রাজস্ব দেখাইয়া, ইহা অন্যান্য স্থানে পরিবর্ত্তিত করিলেন। এইরূপে রাজশাহী, নদীয়া এবং ঢাকার কয়েকটি স্থান হইতে সরকারী জায়গীর বিনিময়ে খাল্‌সা-সেরেস্তায় যে রাজস্ব বৃদ্ধি হইল, তাহার পরিমাণ,— ১৫,৩১,২৩৫ টাকা।

(২) বন্দেওয়ালা দর্‌গা—(বাদশাহী দেওয়ানের জায়গীর)

প্রথমোক্ত জায়গীরের মত অন্য জমিদারীতে পরিবর্ত্তিত করিয়া এই জায়গীর ভূভাগে যে রাজকর বর্দ্ধিত হইল, তাহা— ২,১৮,৬৭৪৲

(৩) আমির উল্-উমরা—বাদশাহী সেনাপতির নিমিত্ত পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট জায়গীর হইতে লাভ হইল,— ১৫,৫৮১৲

(৪) আম্‌লে আসাম (সীমান্ত-রক্ষক থানাদার প্রভৃতির জায়গীর) হইতে নব-বন্দোবস্তে লাভ হইল,— ১,১৫,৭৪৲

জায়গীরের উপস্বত্ব বৃদ্ধি ১৮,৮১,০১৪টাকা

(পঞ্চম) সেব্‌ক সিক্কা,—উক্ত কয়েক প্রকারে বর্দ্ধিত আয় ভিন্ন রাজস্বের উপর টাকার বাট্টাস্বরূপে প্রতি টাকায় দুই পয়সা করিয়া যে নূতন আব্‌ওয়াব্ স্থাপিত হইল তাহার আয়,— ৪,৫৩,৭৮৮ টাকা

মীরকাসেমের সমগ্র বৃদ্ধি, মোট — ৭৪,৮১,৩৪০ টাকা

মীর্‌কাসেমের বন্দোবস্তে জায়গীর বিভাগ নিম্নলিখিতরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। ইহাতেও নয় লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিল,—

(১) জায়গীর সরকার আলি,—মীর্‌জাফর খাঁ রাজ্যচ্যুত হইলেও প্রথমতঃ তাঁহারই নামে সুবাদারী চলিতেছিল। মীর্‌কাসেম্ ডিপুটী নবাব ছিলেন এবং বাদশাহের নিকট দেওয়ানী সনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। রাজ্যচ্যুতির পর হইতে নবাবী জায়গীরের উপস্বত্ব মীর্‌জাফর ভোগ করিবেন, ইহাই নির্দ্দিষ্ট ছিল।

অবশ্য এই অবস্থায় জায়গীরের সমগ্র আয় রীতিমত আদায় লওয়া তাঁহার পক্ষে কিরূপ সাধ্য ছিল, তাহা বিবেচ্য। অন্যান্য মহালে পরিবর্ত্তন করিয়া এই জায়গীরে যে আয় প্রদর্শিত হইল, তাহার পরিমাণ,— ১১,৫২,৮৭৯ টাকা

(২) গবর্ণর লর্ড ক্লাইব,—কোম্পানীর কলিকাতা জমিদারীর উপস্বত্ব—
১,২২,৯৫৮ টাকা

(৩) বাদশাহী দেওয়ানের (এক্ষণে স্বয়ং মীরকাসেম্) জায়গীর,—
২,৩৮,৯৯২ টাকা

(৪) জায়গীর বক্সীয়ান্ আজম্ (প্রধান সেনাপতিগণ।)

বাদশাহী সেনাপতির জায়গীরের পরিবর্ত্তে এক্ষণে বাঙ্গলার প্রধান সেনাপতিগণের জায়গীর, ১,০৮৫,৩০ টাকা

(৫) নাজিম্ উদ্দৌলা (মীরজাফর খাঁর তাৎকালিক জ্যেষ্ঠ পুত্র)—
৪,৫৮,৩১২ টাকা

(৬) সইফ্ উদ্দৌলা—মীরজাফরের দ্বিতীয় পুত্র ২,৯৮,৫৬৭ টাকা

(৭) জমিদারান্—প্রত্যন্ত ও পার্ব্বত্যপ্রদেশের সীমান্তরক্ষক জমিদার (সুসঙ্গ প্রভৃতি) ৫২,৩২২ টাকা

(৮) মদৎ মাশ—(ধর্ম্মার্থে দেয় জায়গীর) ৪৯,৭৪৩ টাকা

(৯) মসরুৎ থানাজাৎ (থানাদার প্রভৃতির এবং অন্যান্য বৃত্তি)—

আক্‌বর নগর (রাজমহল) তেলিয়া গড়ী ১৬,৬৬৬ টাকা

মহম্মদ্ হোসেন—সংগ্রামগড ৮,৭৩৩ টাকা

মুতঃসুদ্দীন্ খাল্‌সা (রাজস্ববিভাগের কর্ম্মচারী) ৭,২৯১ টাকা

রাজা যুগলকিশোর (বাদশাহ দরবারে উকীল) ৩,৬৪৫ টাকা

মহম্মদ আসরফ্ খাঁ—ফৌজদার যশোর ৪,১৬৬ টাকা

হোসেন্ রেজা খাঁ—ফৌজদার ভূষণা ৩,৩৩৩ টাকা

নাওয়ারা, তোপখানা, টাকশাল,দাঘ্ প্রভৃতির দারোগা ও আমিল্‌গণ—
১৭,২৩৭ টাকা

(১০) পাই বাকী—অর্থাৎ পূর্ব্ব আমলের নির্দ্দিষ্ট জায়গীর জমা হইতে যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকিল (আম্‌লে নাওয়ারা প্রভৃতি বিভাগের অবশিষ্ট)—
৯,০৭,১৭৩৲ টাকা

সমগ্র জায়গীর পরিমাণ ৩৫,৫৪,৭১৮৲ টাকা

এইরূপে মীরকাসেমের সময়ে বাঙ্গলার রাজস্ব ১,১০,৩৬,০৫৮৲ টাকা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট খাজানা রীতিমত আদায় হইত না। কিন্তু কাসেম্ আলির কঠোর শাসনে সেরূপ হইবার উপায় ছিল না। এই বন্দোবস্তের উপরে মহম্মদ রেজা খাঁর কৃপা-কটাক্ষপাত হইয়া বাঙ্গলার রাজস্বের চরম বৃদ্ধি ঘটে। দশশালা বন্দোবস্তের সময়ে কিরূপে কিছু নাজাই বাদ দিয়া রাজস্ব স্থিরীকৃত হয়, পরবর্ত্তী গ্রন্থে সেই সমস্ত প্রদর্শিত হইবে। বিহারের বন্দোবস্তেও মীর্কাসেম্ অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। দেশের ভূমির কর এবং জমিদার ও রায়তের অবস্থাই বর্ত্তমানে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়াছে, সেই কারণে নবাবী আমলের জমিদারী বন্দোবস্তের বিবরণ এত বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইল। একালের অনেক জমিদার এই বন্দোবস্তের নির্দ্দিষ্ট জমিদারী ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষেও ইহা দেখিবার বিষয়। সে কালের জমিদার ও রায়তের অবস্থা পরে বর্ণিত হইল।

বিংশ অধ্যায়

নবাবী আমলে দেশের সাধারণ অবস্থা।

সাধারণতঃ লোকের মনে একটা সংস্কার আছে যে, মুসলমান অধিকার ও মুসলমান-শাসনে ভারতের কোন স্থায়ী উপকার সাধিত হয় নাই, সপ্ত শতাব্দী কাল-ব্যাপী মুসলমান প্রভুত্ব ভারতবর্ষের অন্ধতমসাচ্ছন্ন কলিযুগ। এই বিষয়টি বিচার করিবার পূর্ব্বে মুসলমান-বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতে হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থার কথা অনুধাবন করা কর্ত্তব্য। আমরা আপনাদিগকে যেরূপ ভাবি, তাহা অপেক্ষা অন্যে আমাদিগকে যে ভাবে দেখে, সেটি বড় অল্প মূল্যবান্ নহে। মহমুদ গজনবীর সমকালে বিদেশীর চক্ষে হিন্দু সমাজ কি ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল, সুপ্রসিদ্ধ আবি রেহান্ আল্ বিরুণীর গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। ইনি খোরাসানবাসী এবং গজনীর সভাপণ্ডিত, মহমুদের পুত্রের রাজ্যকালে উত্তর পশ্চিম ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া দেশের তাৎকালিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছেন। স্বয়ং সুবিজ্ঞ দার্শনিক বলিয়া হিন্দু দর্শন ও শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়নে তাঁহার আত্যন্তিকী স্পৃহা জন্মে। সে কালে বিদেশীর পক্ষে এই সমস্ত বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ দুরূহ ব্যাপার ছিল বলিয়া, তাঁহার প্রকাণ্ড গ্রন্থে ভ্রম লক্ষিত হইলেও, উহাতে যে সাধারণ বিবরণী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অন্ধবিশ্বাসী বিজাতীয়ের উক্তির ন্যায় সর্ব্বথা একদেশদর্শী নহে। হিন্দু দর্শন, অঙ্কশাস্ত্র, চিকিৎসাদি সম্বন্ধে সবিশেষ শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়া পরিব্রাজক ভারতীয় হিন্দু চরিত্রের দোষভাগও প্রদর্শন করিয়াছেন। জাতি-বিভাগ ও পৌত্তলিকতা প্রভৃতি অধ্যায়ে হিন্দুর কাণ্ডজ্ঞানের অভাব ও অন্ধবিশ্বাসের যে নিন্দাবাদ করিয়াছেন, তাহা কিয়ৎপরিমাণে হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে নবাগতের স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টির অভাবের ফল হইলেও যে, অনেকাংশে সত্য, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তিনি সে কালের ব্রাহ্মণদিগের গ্রন্থে আড়ম্বর ও শব্দের কচ্‌কচি লক্ষ্য করিয়াছেন। হিন্দু রাজন্যবর্গের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির অথবা দেশ-হিতার্থ একপ্রাণতার সম্পূর্ণ অভাব এবং লোভ ও অত্যাচার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দেখাইয়াছেন, ভীরু হিন্দুগণ

কিরূপে বিজেতা মুসলমানের সমক্ষে "ধূলিকণার ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইয়াছে"। ইবন্ বতোতা প্রভৃতি পরবর্ত্তী পরিব্রাজকগণও ব্রাহ্মণগণের ধীশক্তি, তাঁহাদের দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, লক্ষ্য করিয়াও সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জের অজ্ঞতা ও অবস্থা দৃষ্টে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। বিজেতৃ-সুলভ গর্ব্ব এবং এ দেশবাসী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাব সত্বেও বিদেশীয়ের এইরূপ মন্তব্যের এমন একটা দিক্ আছে, যাহার মূল্য বড় অল্প নহে। পরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগে প্রাচীন হিন্দুকালের ধীশক্তি ও কার্য্যকারিতার হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। এক জন মাননীয় মহা পণ্ডিত বলেন, ভাস্করাচার্য্যই ভারত-গগনের শেষ জ্যোতিষ্ক। পৃথ্বীরাজই শেষ ক্ষত্রিয় বীর, এইরূপ নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় অধিক ভ্রম হইবে না। জাতিবিভাগের ও ধর্ম্মবুদ্ধির অপব্যবহারে তৎকালেই হিন্দুর মানসিক বল খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইতেছিল। খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ভারতের ক্ষাত্রতেজ ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল। একপ্রাণতার অভাবে সমগ্র হিন্দুসমাজে সার্ব্ব-জনীন নির্জ্জীবতা দর্শন দিয়াছিল। অবশিষ্ট ছিল কেবল তাহার শান্তভাব ও ধর্ম্মপ্রবণতা। মুসলমান-বিজয়ের অব্যবহিত পরে দেশের অবস্থা অবশ্য অধি-কতর শোচনীয় হইয়াছিল, বিপ্লবে সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহাই পূর্ণমাত্রায় দর্শন দিয়াছিল।

মোগলসাম্রাজ্য-স্থাপয়িতা বাবর বাবর স্বীয় স্মারক-লিপি-গ্রন্থে হিন্দুস্থানের তাৎকালিক অবস্থার-বিষয়ে যাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কিয়ৎপরিমাণে বিষয়জ্ঞানের অভাবজনিত একদেশ-দর্শিতাদোষ দুষ্ট হইলেও লক্ষণীয়। তিনি লিখিয়াছেন, "হিন্দুস্থানে স্পৃহণীয় পদার্থ অতি অল্পই আছে। লোকজন সুশ্রী নহে, পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া আমোদ প্রমোদ সম্বন্ধে জ্ঞান তাহাদের কিছু মাত্র নাই। প্রতিভা, ধীশক্তি, শিষ্টাচার এবং পরস্পর সহানুভূতি কিছুই নাই, তাহাদের কারুকার্য্য ও স্থাপত্যে তীক্ষ্ম মনীষা বা অভিনব উপায় উদ্ভাবনের ক্ষমতার একান্ত অভাব। এদেশে ভাল ঘোড়া, ভাল মাংস, আঙ্গুর তরমুজ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ফল, রুটি, বরফ কিছুই নাই। সাধারণ পাঠাগার, স্নানাগার ভ্রমণের জন্য আরাম এবং স্বাস্থ্য বা সৌন্দর্য্য উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত কোন গৃহও নাই। পুরুষ-গণ অর্দ্ধ উলঙ্গ, লেংটী পরিয়া থাকে, স্ত্রীলোকও তথৈবচ"। গুণের মধ্যে, বাবর লক্ষ্য করিয়াছেন, দেশটি প্রকাণ্ড, স্বর্ণ রৌপ্য প্রচুর এবং অনেক শ্রম জীবী লোক আছে, যাহাদের দ্বারা কৃষি-বাণিজ্যাদির উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে। মোগল বিজেতা প্রথমে এই ভাবে ভারতকে দর্শন করিলেন; মোগল-

রাজ্য প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পরে দেশের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, অনুধাবন করিলেই মুসলমানদত্ত সম্পত্তির মূল্য নির্ণীত হইবে।

এক্ষণে মুসলমান সংঘর্ষের ফলাফল চিন্তনীয়। সত্যই কি মুসলমান-শাসন ভারতের ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ দুর্দ্দিনের কালমাত্র? হিন্দুর চরম অবনতির কি ইহাই একমাত্র কারণ? মুসলমানের প্রবল পীড়নে হিন্দুর অস্থিমজ্জায় দুর্ব্বলতা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াই কি হিন্দুসমাজকে ধ্বংসাবশেষ মাত্র করিয়া তুলিয়াছিল? এই সমস্ত বিষয় বিচার করিতে গেলে, মুসলমান অধিকারের প্রথম অবস্থা হইতে আলোচনা করিতে হইবে। প্রাথমিক মুসলমান-যুগ ভারতের হিন্দুজনগণের পক্ষে যথেষ্ট সুখের না হইলেও, সমকালবর্ত্তী ইউরোপীয় ইতিহাসের সহিত তুলনা করিলে বিজাতীয় বিজেতৃ শাসনে প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী অন্য কোথাও অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। নিজ নিজ জ্ঞান ধর্ম্মমতে প্রজাপালন সর্ব্বদেশে সকল সময়েই বিহিত রাজধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, ধর্ম্মান্ধ হইলেও দিল্লীর পাঠান নরপতিগণের রাজধর্ম্ম পালনের প্রমাণ অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। প্রচলিত ইতিহাসে পাঠান-রাজগণের হিন্দুর প্রতি সহানুভূতি, হিন্দুর উচ্চতর রাজকার্য্যে নিয়োগ প্রভৃতির বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না। মুসলমান বিজয়ের প্রথম অবস্থায় এইরূপ ব্যবস্থা অসম্ভব হইবারই কথা, মধ্যযুগে যে হিন্দুর প্রতি শ্রদ্ধা-বিস্তার হয় নাই, ইহা মনে হয় না। বাঙ্গলার স্বাধীন পাঠান রাজারা যে হিন্দু প্রজার শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। গৌড়ের রাজদরবারে একালে হিন্দুর যথেষ্ট প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়, রূপসনাতনের পূর্ব্ববর্ত্তী পুরন্দর খাঁও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহাই হউক, কর্ম্মঠ ও নিষ্ঠাবান্ মুসলমান পরোক্ষভাবে জড়প্রায় হিন্দুসমাজে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন। মুসলমান-সংঘর্ষে স্থিতিশীল হিন্দুর অন্ধসংস্কার কিয়ৎপরিমাণে রূপান্তরিত হইতেছিল। প্রাথমিক মুসলমান বিজেতার স্বধর্ম্মে সুগভীর ভক্তি ও সাম্যবাদই ভারতের সমগ্র ধর্ম্মসংস্কারকের উৎপত্তির মূলীভূত কারণ। যে কালে ভারতের নানাস্থানে রামানন্দ, চৈতন্য, কবীর ও নানকের মত ধর্ম্মপ্রাণ বিশ্বপ্রেমিক পুরুষগণের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা যে পৃথিবীর বিশেষ উপকারে আইসে নাই, ইহা নির্দ্দেশ করা ভয়ানক সাহসিকতা।

পাঠান অধিকারে যাহাই হউক, মোগলের হস্তে সুপ্ত ভারত যে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইতে পারে না। আদর্শ নরপতি আকবরের

ইতিহাস সাধারণ পাঠকের অবিদিত নাই। সেই মহাপ্রাণ বিশ্বপ্রেমিকই হিন্দু মুসলমানকে একসূত্রে বদ্ধ করিয়া, পরস্পরের স্বার্থ বিজড়িত দেখাইয়া, সহানুভূতি ও সমপ্রাণতায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তকে বদ্ধ করিয়া, প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়াসনে দেশীয় ভূপালের সিংহাসন রচনার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়া যান। ইতিপূর্ব্বে একদিকে যেমন বিজেতৃ-সুলভ অশ্রদ্ধা ও স্বভাবজ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া মুসলমানগণ হিন্দুর প্রতি বীতরাগ ছিলেন, হিন্দুরাও আচার-বর্জ্জিত ম্লেচ্ছ বলিয়া তাঁহাদিগকে সেইরূপ ভীতি বিমিশ্রিত ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন। মহাত্মা আকবর হিন্দু চরিত্রের মহত্ত্ব, তাহার শান্তিপরতা, প্রীতি, বিশ্বাস প্রভৃতি যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিয়া মুসলমানের ঔদ্ধত্য ও ধর্ম্মান্ধতা সংযত করিয়া, তাহার সাম্যভাবে সকলকে প্রীতির চক্ষে দেখিলে, কি ফললাভের সম্ভাবনা, তাহা সবিশেষ অনুধাবন করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে রাজার অনুরূপ মন্ত্রীরও অভাব হয় নাই। ফৈজী, আবুল ফজল, নিজামুদ্দীন্ প্রভৃতি সুধী মুসলমান পণ্ডিতগণ সহজেই স্থির করিয়াছিলেন, যতদিন মুসলমানের অন্ধ ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও বিজেতৃসুলভ ঔদ্ধত্য শান্তমূর্ত্তি ধারণ না করিবে, যতদিন মুসলমানরাজের উপর হিন্দুর প্রীতি বর্দ্ধিত না হইবে, ততদিন ভারত-সাম্রাজ্যের প্রকৃত মঙ্গলের আশা সুদূরপরাহত। তখন হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ, কাব্য, পুরাণ, দর্শন প্রভৃতি যথাসম্ভব অনূদিত হইল। প্রদত্ত হিন্দুগণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলে, তাঁহারাও বাদশাহকে নিজ জাতির অভ্যস্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। উন্নত রাজপুত নেতৃগণও বিজেতা মুসলমানের গুণে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহার সহিত বৈবাহিক-বন্ধনে সম্মিলিত হইলেন। রাজা ভগবান দাস, তোডরমল্ল, মানসিংহ প্রভৃতি উচ্চতম রাজকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া সম্রাটের বিশ্বস্তভাবের সম্পূর্ণ প্রতিদান আরম্ভ করিলেন। হিন্দুললনা রাজপুরীতে নবভাবের সঞ্চার করিয়া দিলেন। হিন্দুর প্রতি অবিচারসঙ্গত ব্যবস্থা সমস্ত ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইল। সর্ব্ববিধ লোকের কুসংস্কার দূরীকরণের উদ্যোগ হইতে লাগিল। সভ্যজগতের ইতিহাসে সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি সমব্যবহার এই প্রথম সংস্থাপিত হইল। হিন্দু মুসলমানের পরামর্শ সমভাবে মিলাইয়া রাজবিধি প্রণয়ন ও কার্য্যসম্পন্ন করিয়াই মনস্বী আকবর শা ক্ষান্ত হইলেন না। প্রচলিত ধর্ম্মমতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নবধর্ম্ম প্রচার করিয়া সমগ্র রাজ্যমধ্যে প্রকৃত একতা সংস্থাপনেরও উদ্যম হইল। পুনরায় "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" কথার সার্থকতা-সাধন হইল।

এইরূপ বিভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বী প্রজাবর্গের পরস্পর মিলনে বিরোধ নিবারণ এবং একতা-সম্পাদনের অনুকূল রাজবিধি প্রণয়ন শতবর্ষ ধরিয়া চলিল। ইহাই মুসলমান অধিকৃত ভারতের প্রকৃত সুখের কাল। অতঃপর ধর্ম্মান্ধ আরঙ্গজেবের রাজ্যকালে পুনর্বার স্রোত ফিরিল। হিন্দুপ্রজাবর্গের উপর 'জিজিয়া' কর পুনঃস্থাপিত হইল। কিন্তু আরঙ্গজেব্ও পূর্ব্বপ্রদর্শিত পন্থা হইতে একেবারে বিচ্যুত হন নাই। তাঁহাকেও জয়সিংহ প্রভৃতি হিন্দুনায়কের সাহায্যে যুদ্ধকার্য্য পরিচালনা করিতে হইয়াছে। রাজকার্য্যে সমধিক কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলেও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিপরিচালিত একদেশদর্শিতার দোষে সুদক্ষ সম্রাট্ হিন্দুর বিদ্বেষ আকর্ষণ করিয়া মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনের পথ উন্মুক্ত করিয়া গেলেন। আরঙ্গজেবের স্থানে উদারহৃদয় দারাশিকো সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে, মুসলমান-শাসন আর কতকাল স্থায়ী হইত, কে বলিবে? আরঙ্গজেবের এই অদূরদর্শিনী নীতির ফল অত্যল্পকালেই পরিপক্ক হইল, তিনি স্বয়ং ইহা ভোগ করিয়া গেলেন। আসন্নকালে বিষণ্ণহৃদয়ে এই আত্মাপরাধ-বৃক্ষের ফল অর্জ্জনের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইল। মুসলমানের বক্ষ্যমাণ ভ্রম ও অনাচারে ভারতে নব হিন্দু-অভ্যুত্থান সম্ভবপর হইল। দক্ষিণে অমিতকর্ম্মা মহারাষ্ট্রীয়গণ মুসলমানের গর্ব্বিত মস্তক অবনত করিল, উত্তর পশ্চিমে শিখ ও জাঠগণ প্রচণ্ডবিক্রমে বৈরিবল প্রতিহত করিয়া, নব রাষ্ট্র সংস্থাপন করিল। মধ্যদেশে ক্ষত্রিয় ও রাজপুতজাতি পুনর্বার মস্তকোত্তোলন করিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের এই সার্ব্বজনিক হিন্দু-অভ্যুত্থান বড়ই বিচিত্র ব্যাপার। মুসলমানের ভ্রান্ত নীতি ইহার অব্যবহিত কারণ হইলেও, স্পষ্টই অনুমিত হইবে, কথিত মুসলমান অত্যাচারে সুচিরকাল হীনবল হইয়া থাকিলে, এইরূপ জাতীয় উত্থান কখনই সম্ভব হইত না। মুসলমানের আদর্শে এবং মোগলের সুশাসনে, পতিত হিন্দু সমাজে এই শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল, অবশ্য শেষে প্রতিকূলাচারেই ইহা পরিস্ফুট হয়। পরোক্ষভাবে সমাজশরীরে বলসঞ্চার ভিন্ন অন্যরূপেও সেকালের হিন্দুগণ মুসলমানের নিকট ঋণী। বিভিন্ন ধর্ম্মমত ও সংস্কার সম্পন্ন জাতির পরস্পর সংঘর্ষে পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার স্বাভাবিক। মুসলমান অধিকারে এইরূপেই ভারতের সর্ব্বত্র সাময়িক সংস্কারকগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। মুসলমানের জাতীয় ধর্ম্মেও হিন্দুশিক্ষার প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হইতেছিল। ক্রমশঃ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব তিরোহিত হইয়া, সপ্তদশ শতাব্দীতে, যৎকালে সমগ্র ভারত জাতীয় একতার দ্বারদেশে সমুপস্থিত হইল, তখনই আরঙ্গজেবের হস্তে প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত।

ধর্ম্মবিষয় ভিন্ন অন্যরূপেও মুসলমানের প্রভাব ও মুসলমানী শিক্ষায় হিন্দু সমাজ যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিল। চিকিৎসা ও অঙ্কশাস্ত্র আরবগণ প্রাচীন ভারত হইতে গ্রহণ করিলেও তাহাদের হস্তে উহার সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা এদেশে মুসলমানেরই আনীত। যুদ্ধকার্য্যে মুসলমান বিজেতৃগণই প্রথমে বারুদ ও বন্দুকের ব্যবহার করেন। কাচ, কাগজ, বাতি প্রভৃতির নামে স্পষ্টই দৃষ্ট হয়, এই সকল দ্রব্য নবাগত, বিদেশীয় মুসলমান অধিকারেই উহাদের প্রথম প্রচার। তদ্ভিন্ন নানা প্রকার শিল্প ও কারুকার্য্য ও মুসলমান-হস্ত হইতে আদৃত। মুসলমান রাজ্যবিস্তারের প্রথম দিকে তৌলাত্রিক মুসলমান-শাস্ত্রসঙ্গত নহে বলিয়া ধারণা থাকায়, সঙ্গীতের চর্চ্চা না থাকিলেও পরবর্ত্তী কালে মুসলমান-রাজদরবারেই সঙ্গীত ও অন্যান্য কলা-বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হয়। প্রাচীন ভারতে সঙ্গীত চর্চ্চার যে পরিমাণ উন্নতি হইয়াছিল, বিজেতা মুসলমানের হস্তে তাহার অপব্যবহার হয় নাই। পাঠান রাজত্বের উন্নতির দশায় বলবন্ বাদশাহের রাজ্যকালে প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবেত্তা কবি আমির খসরু ভারতীয় সঙ্গীতের সহযোগে মুসলমানী রাগ-রাগিণীর সংস্কারসাধন করেন। আকবর বাদশাহের সময় হইতে ভারতীয় সঙ্গীতের চরম উন্নতি। স্থাপত্য ও চিত্রবিদ্যাও মুসলমানের হস্তে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। বহির্বাণিজ্য মুসলমানেরই কৃপায় বিদেশীয় দ্রব্যের উপভোগ সম্ভব হইয়াছিল। মুসলমানই এদেশে উৎকৃষ্ট রাজপথ, সরাই, খাল প্রভৃতির প্রথম প্রবর্ত্তক। বস্তুত, জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে অন্যত্র সমসাময়িক বিজেতৃগণ যে বিজিত জাতিকে মুসলমানের, অন্ততঃ মোগলরাজের, অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এক্ষণে মুসলমান অধিকারে বঙ্গের অবস্থা আলোচিত হইতেছে। প্রাথমিক পাঠান-যুগে বঙ্গ-বিজেতা মুসলমান সামন্তবর্গ (আমির ও মালিক্) বিজিত অংশে জায়গীর স্বরূপে অনেক ভূভাগ গ্রহণ করিয়া, দেশ-শাসনে সহায়তা করিয়াছিলেন। সমগ্র বঙ্গ কোন কালেই মুসলমানের পদানত হয় নাই, প্রাগুক্তই উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম মুসলমান বিজয়ের দেড়শত বর্ষ পরে পূর্ব্ব বঙ্গ অধিকৃত হয়, কিন্তু প্রত্যন্ত হিন্দুরাজ্যগুলি পাঠান অধিকার কালে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। পশ্চিমে সাওতাল-পরগণার জঙ্গলভূমি, পঞ্চকোট ও বিষ্ণুপুর, মুসলমান অধিকারের শেষ পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র ছিল। দক্ষিণ পশ্চিমে ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশের কথা দূরে থাকুক, মেদিনীপুর এবং

হিজলীও বহুকাল উড়িষ্যার গজপতি হিন্দুরাজগণের রাজ্যভুক্ত ছিল। পাঠান-শাসনের শেষ দশায় সুলেমান্ কররাণীর সেনাপতি খ্যাতনামা কালাপাহাড় উড়িষ্যার সহিত এই ভূভাগও মুসলমানের শাসনাধীন করেন। পূর্বভাগে ত্রিপুরা রাজ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও বর্ত্তমান নওয়াখালী ভুলুয়া এবং চট্টগ্রামেও পাঠান-শাসন রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই প্রদেশ মুসলমানরাজ্য এবং ত্রিপুরা ও আরাকান রাজ্যের মধ্যে বিবাদী ভূমি ছিল, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই অঞ্চল মোগলের অধীন হয়। চট্টগ্রাম আরঙ্গজেব সময়ে মোগল রাজ্য-ভুক্ত হইয়াছিল। শ্রীহট্ট ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমান অধিকারে আইসে, কিন্তু ত্রিপুরা, কাছাড়, জয়ন্তী প্রভৃতি প্রত্যন্ত প্রদেশে মুসলমানের প্রভাব কোন কালেই বিস্তৃত হয় নাই। উত্তরে রঙ্গপুরের উত্তরবর্ত্তী কামতারাজ্য হোসেন্ শাহের রাজ্যকালে বিজিত হইলেও কোচবংশীয় রাজারা পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগে বহুকাল স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। ১৬১ খৃষ্টাব্দে আরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলা ইহার দক্ষিণ ভাগ মাত্র মোগলের অধিকৃত করেন। পশ্চিমে বিহার প্রদেশ সময় সময় বঙ্গীয় পাঠানরাজের অধিকৃত হইয়াছে মাত্র, এই বিহার প্রদেশ লইয়াই অনেক সময় দিল্লীশ্বরের সহিত বিবাদ বাধিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত যাহা উল্লিখিত হইল, তাহাতে দৃষ্ট হইবে, উত্তর-পশ্চিমে মুসলমান-বঙ্গের সীমা অনির্দ্দিষ্ট ছিল। পশ্চিম সীমায় গঙ্গার দক্ষিণভাগে তেলিয়াগড়ী হইতে রাজমহলের দক্ষিণ পার্শ্ব হইয়া বরাকর ও দামোদর নদীর সঙ্গমস্থলের নিকট দিয়া বর্ত্তমান বীরভূমির মধ্যভাগ হইয়া এক রেখা কল্পনা কর, এই রেখা বর্দ্ধমানে কিঞ্চিৎ পশ্চিমাভিমুখী হইয়া বর্ত্তমান হুগলীর পশ্চিম পার্শ্বদিয়া রূপনারায়ণের মুখে মণ্ডলঘাট পর্য্যন্ত আসিলেই মুসলমান-বঙ্গের পশ্চিম সীমা নিরূপিত হইল। পূর্ণিয়া জেলার উত্তরভাগ হইয়া বর্ত্তমান নেপাল তরাইয়ের দক্ষিণ দিয়া কুচবিহারের নিম্ন ভূমি লইয়া ব্রহ্মপুত্রের পার্শ্বে ভিতরবন্দর উত্তর পর্য্যন্ত এবং পরবর্ত্তী কালে খোন্তাঘাট হইয়া গৌহাটী পর্য্যন্ত উত্তর সীমা। বর্ত্তমান ময়মনসিংহের মধ্যদেশ দিয়া কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাভিমুখে শ্রীহট্ট হইয়া ত্রিপুরার দক্ষিণ পশ্চিম লইয়া পূর্ব্ব সীমান্ত রেখা। এই সীমার মধ্যেও সর্ব্বত্র সম্যক্‌ভাবে মুসলমানরাজ শাসনদণ্ড পরিচালনার সুবিধা পান নাই। প্রবল হিন্দু জমিদারবর্গও সুবিধা পাইলে, স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে বিলম্ব করেন নাই, রাজা গণেশের কথায় তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

বাণিজ্যাদির ও লোকযাত্রার সুবিধার নিমিত্ত এই নদীবহুল বঙ্গদেশেও মুসলমান অধিকারে নানা দিকে রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ভ্যান্‌ডেন্ ব্রকের মানচিত্রে (১) বাঙ্গলার কয়েকটি প্রধান রাজপথের নির্দ্দেশ আছে।

(ক) একটি প্রধান রাজপথ পাটনা, মুঙ্গের ও রাজমহল দিয়া পদ্মা ও ভাগীরথীর বিচ্ছেদস্থল অতীত আসিয়া দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। তাহার এক শাখা মুর্শিদাবাদ, পলাশী, অগ্রদ্বীপ (নাগ্‌ডিয়া) দিয়া পরপারে গাজীপুরে পুনরায় আবদ্ধ হইয়াছে (২)। তথা হইতে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, ভদ্রক হইয়া কটক পর্য্যন্ত গিয়াছে। অন্যটি পদ্মার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ফতেবাদ (বর্ত্তমান ফরিদপুর) হইয়া ঢাকার অভিমুখে গিয়াছে। এই দুই শাখাই শাহী রাস্তা বলিয়া লিখিত।

(খ) আর একটি রাস্তা বর্দ্ধমান হইতে বীরভূমের মধ্য বক্রেশ্বর পর্য্যন্ত গিয়া পরে পূর্ব্বাভিমুখে কাশিমবাজার এবং এখান হইতে বাম পার হইয়া রামপুর-বোয়ালিয়ার কিয়দ্দূর দক্ষিণে বড়ল নদীর উৎপত্তিস্থলে হাজরাহাটি দিয়া করতোয়াতটে সেরপুর মুরচা পর্য্যন্ত গিয়াছে। তৎপরে পরপারে উঠিয়া ঘোড়াঘাট এবং শেষে ব্রহ্মপুত্রতীরে উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তের মুসলমান থানা রাঙ্গামাটী পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে।

(গ) তৃতীয় পথটি বর্দ্ধমান হইতে সেলিমাবাদ, হুগলী, যশোহর, ভূষণা হইয়া নদীর পর পারে সত্রাজিৎপুর দিয়া ধলেশ্বরী এবং লখিয়া নদীর সঙ্গমস্থলে ইদ্রাকপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। বল্লালসেনের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ইহারই অনতিদূরে।

(ঘ) চতুর্থ রাজপথ ঢাকা হইতে ধলেশ্বরী পার হইয়া পরপারে পীরপুর এবং ধলেশ্বরী ও যমুনার বিচ্ছেদস্থল বেতুলিয়া দিয়া পাবনা জেলার অন্তর্বর্ত্তী শাহজাদপুরে ও হড়িয়াল পর্য্যন্ত গিয়াছে।

(১) Van Den Brouche's map in Valentyn's works—referred to by Dr Blothmann

(২) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত অগ্রদ্বীপ ভাগীরথীর বামনাশ তিন দিক নদী বেষ্টিত ছিল (রেনেলের মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। বর্ত্তমান বিল বা বাওড়ে তাহার সম্পূর্ণ চিহ্ন বর্ত্তমান, সুতরাং গঙ্গা এখানে বহুদিন উত্তর-বাহিনী ছিলেন। গাজীপুর হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত বাদশাহী সরণির মধ্যে নানাস্থানের প্রাচীন সেতুর দ্বারা সেকালে ক্ষুদ্র নদীর উপর কিরূপ সেতু নির্ম্মিত হইত, তাহা অনুমিত হয়। সেতুগুলির গাঁথনি কত পক্ক, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে উক্ত পাটনা রাজমহল হইয়া মুর্শিদাবাদ এবং তথা হইতে বর্দ্ধমান দিয়া শ্রীক্ষেত্র যাত্রার শাহী রাস্তা উৎকৃষ্টরূপে রক্ষিত হইত। ইহা ভিন্ন শের শাহের সময়ে প্রতিষ্ঠিত পাটনা বিহার হইতে বর্দ্ধমান দিয়া হুগলী পর্য্যন্ত বাদশাহী শরণি (Grand trunk road) এবং বিহার হইতে বীরভূমির মধ্য দিয়া মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত প্রধান রাজপথও বিশেষ ব্যবহৃত হইত। ঢাকা হইতে উত্তর পশ্চিমাভিমুখে ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া দিয়া হাজিপুর পর্য্যন্ত পর্ব্বের নবাবী আমলেই প্রতিষ্ঠিত। ইহা ভিন্ন মুর্শিদাবাদ ভগবানগোলার পরপারে মালদহ নবাবগঞ্জ হইতে দুইটি প্রশস্ত পথ ছিল, একটি দিনাজপুরের দিকে এবং অপরটি মহিহারা হইয়া পূর্ণিয়া পর্য্যন্ত গিয়াছিল। বলা বাহুল্য একালের শাহী রাজপথও পাকা ছিল না।

এই সমস্ত রাজপথ ও নদীর সাহায্যে অন্তর্বাণিজ্য পরিচালিত হইত। নবাবী আমলে ইউরোপীয় বণিক্ কোম্পানিগণ ভিন্ন মোগল আম্মানী প্রভৃতি সাময়িক প্রদেশবাসী বণিক্গণও ভারতের উপকূল ভাগের নানাস্থানে এবং পারস্য, আরব ও মিসর পর্য্যন্ত স্থানে বঙ্গের পণ্য লইয়া যাইত। মুর্শিদ্ কুলী খার সময়ে এই জাতীয় সাধারণ বণিক্দলের রক্ষার নিমিত্ত সময়ে সময়ে যেরূপ ব্যবস্থা হইত, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে ইউরোপীয়গণের প্রতিযোগিতায় ইহারা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আসিলেও অন্তর্বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে দেশীয় এবং দেশপ্রবাসী এই জাতীয় বণিকের হস্তেই ছিল। সায়েব অ.ফ.স নিকট শুল্ক প্রদান করিয়া বস্তুবিশেষের ব্যবসায় চালাইবার জন্য লোক-বিশেষকে সনন্দ প্রদানও একালে প্রচলিত ছিল (১)। ইংরেজ বণিকের স্বাধীন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় অন্তর্বাণিজ্যের বিলক্ষণ অধোগতি হয়। শেষে দেশীয় ব্যবসায়িগণ ইংরেজ কোম্পানীর বা কর্ম্মচারীর অধীনতায় দেশজ দ্রব্যের সংগ্রহ করিয়া দিয়া যাহা কিছু লাভ পাইতেন, তাহাই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। নবাবী আমলের অধঃপতনের অবস্থায় দেশীয় বাণিজ্য প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ইহাদের হস্তচ্যুত হইয়াছিল।

শিল্প ও স্থাপত্যে মুসলমান অধিকারে বঙ্গদেশ অধিক অগ্রসর হয় নাই। বৌদ্ধ বা গ্রীকৃহস্থানির্ম্মাণ-প্রণালীর সহিত তুলনায় অথবা রোমীয় স্থাপত্যের সম্মুখে মুসলমানের কাজ লঘুতর হইলেও দিল্লী আগরার সৌধশ্রেণী (বিশেষতঃ

---

(১) এইরূপ এক সনন্দ অদ্যাপি কাটোয়া শ্রীবাটীর বণিক্ "চন্দ্র" দিগের গৃহে দৃষ্ট হয়।

জগতে অতুল তাজমহল) এবং নানা স্থানের মসজীদ্ তাৎকালিক স্থপতির অসাধারণ নির্ম্মাণ-কৌশল প্রদর্শন করিতেছে। বাঙ্গালী হিন্দুগণ এ বিষয়ে নিতান্ত পশ্চাতে পড়িয়া ছিল। সৌন্দর্য্যের অনুরাগ অল্প বলিয়া অথবা বিদেশীয়-শাসনে শিক্ষার সুযোগের অভাবে বঙ্গীয় স্থপতিগণ নির্ম্মাণকার্য্যে সবিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে নাই, অন্যের উদ্ভাবিত শিল্পবিদ্যার অনুকরণমাত্র করিয়া আসিয়াছে। বাঙ্গলায় সে কালের হিন্দুর প্রতিষ্ঠিত হর্ম্ম্যের মধ্যে দিনাজপুর কান্ত-নগরের প্রসিদ্ধ মন্দির, কৃষ্ণনগর চকতারণ বাশবাড়িয়ার মন্দির এবং রাজবল্লভের একুশ রত্ন মন্দির প্রসিদ্ধ (১)। বাঙ্গলার শেষ মুসলমান শাসনকর্তৃগণের উদ্যোগে কোনও প্রসিদ্ধ হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হয় নাই। মুর্শিদাবাদের প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদগুলিও সাধারণ ইষ্টকনির্ম্মিত বলিয়া অত্যল্পকালেই ভূমিসাৎ হইয়াছে, কেবল সুজা খাঁর প্রকাণ্ড তোরণ এখনও বর্ত্তমান আছে। মতিঝিলপ্রসাদ ও তিনজন 'ইউরোপীয় রাজার বাসোপযুক্ত' সিরাজদ্দৌলার মনসুরগঞ্জ প্রাসাদও অচিরে ভগ্নদশায় উপনীত হইয়াছিল (২) মুর্শিদাবাদের প্রাচীন হর্ম্ম্যের মধ্যে মুর্শিদ কুলীখাঁর কাঠরার মসজিদ্ উল্লেখযোগ্য। (৩) এই প্রকাণ্ড মসজিদ্ও তৎসংলগ্ন "কাবা" (কোরাণ-পাঠকদিগের আবাসস্থান) নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ। মসজিদের উপরিলিখিত নির্দ্দেশ-অনুসারে ইহা ১১৩৭ হিজরি সালে (১৭২৩ খৃ:) নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং মক্কার সুপ্রসিদ্ধ প্রধান মসজিদের অনুকরণে নির্ম্মিত বলিয়া কিম্বদন্তী রহিয়াছে। মসজিদের চত্বর সমচতুরস্র,—পূর্ব্ব পার্শ্বে প্রবেশ-দ্বারের সিঁড়ির নিম্নে ক্ষুদ্র গৃহে নির্ম্মাতা মহাত্মা মুর্শিদকুলী খাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে সমাহিত করা হইয়াছে। প্রস্তরনির্ম্মিত এই সিঁড়ির উপরেই একটি প্রকাণ্ড সিংহদ্বার-সমন্বিত দ্বিতল গৃহ, উপরে নহবৎখানা প্রভৃতি, নীচে বামে ও দক্ষিণে প্রহরিগণের বাসার্থ স্থান। মসজিদ্ মধ্যস্থলে স্থাপিত ও পঞ্চশীর্ষ, চূড়া কয়েকটির উপরে ধাতুনির্ম্মিত শিখা ও ধ্বজা এখনও বর্ত্তমান। উত্তর

(১) কান্তজীর মন্দিরের চিত্র দেওয়া হইল, বিগত ভূমিকম্পের পর মেরামৎ হওয়ায় আর এ দৃশ্য নাই। রাজবল্লভের কীর্ত্তি 'কীর্ত্তিনাশা' নষ্ট করিয়াছেন।

(২) মীরজাফর দ্বিতীয়বার রাজ্যগ্রহণ করিয়া এই প্রাসাদ ত্যাগ করেন, ক্রমশঃ সংস্কারের অভাবে জীর্ণ হয়, এবং ইহার উপকরণ লইয়া উত্তরকালে বর্ত্তমান নবাবীকেল্লা প্রস্তুত হয়। শেষ ভাগীরথীর ভাঙ্গনে প্রাসাদের অঙ্গনেরও অর্দ্ধেক গঙ্গাগর্ভে পড়িয়াছে।

(৩) এই মসজিদ ও তৎসম্বন্ধে সমগ্র প্রবাদ পূর্ব্বেই সমালোচিত হইয়াছে। এখানে চিত্র দেওয়া হইল। মসজিদের পশ্চিমপার্শ্বের ভিত্তি বসিয়া যাওয়ায় প্রকাণ্ড খিলানগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বিগত ভূমিকম্পেও ইহার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

ও দক্ষিণ পার্শ্বে সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত দুইটি গবাক্ষদ্বারের গঠন এখনও পূর্ব্ব শিল্পগৌরবের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতেছে। মসজিদের সম্মুখে অর্থাৎ পূর্ব্বপার্শ্বে একটি সুবৃহৎ অঙ্গন, পশ্চাৎ দিকে নৈঋত ও বায়ুকোণে দুইটি অত্যুচ্চ অষ্টকোণ মিনার (স্তম্ভ) গগন ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান, এবং সমস্ত স্থানটির চতুর্দ্দিকে মন্দিরবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ—মসাপীর ও বিদ্যার্থী-গণের আবাসস্থান। চত্বরটি দৈর্ঘ্যে ১১২ হাত; মিনারের সিঁড়ির উচ্চতানুসারে পরিমাণ করিয়া ইহার উচ্চতা ৭০ হস্ত অনুমিত হয়। মুর্শিদ্ কুলী খাঁর কাঠরা-মসজিদের অনুকরণে, ঠিক ঐ মাপে সরফরাজ খাঁ এক মসজিদ্ আরম্ভ করেন, কিন্তু অল্প দিন মধ্যে তাঁহার পরাভব ও মৃত্যু ঘটনায় তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহার বর্ত্তমান নাম ফুটা মসজিদ্।

মুর্শিদকুলী খাঁ স্বপদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যে দরবারগৃহ নির্ম্মাণ করেন, সেই মনোরম সৌধের নামই 'চেহেলসুতুন' বা চত্বারিংশৎ-স্তম্ভ-সুশোভিত বৈঠক। মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান চকবাজারের পশ্চিমে—যেখানে মণি বেগমের সপ্তশীর্ষ প্রকাণ্ড মসজিদ নির্ম্মিত রহিয়াছে, সেই স্থানেই এই সুদৃশ্য হর্ম্ম্য এককালে বিরাজ করিত। কোম্পানীর দেওয়ানী-গ্রহণের সময়ে চেহেল্‌সুতুন্ শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়, কারণ, তৎসময়ে বার্ষিক পুণ্যাহ পূর্ব্বাপর রীতি অনুসারে এখানে না হইয়া মতিঝিল প্রাসাদে হইয়াছিল। এই চেহলসুতুনেই মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ ঢাকা হইতে নবাবী মসনদ আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সুপ্রসিদ্ধ নবাবী মসনদ মুর্শিদাবাদ অপেক্ষাও প্রাচীন, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বঙ্গীয় সুবাদারের সঙ্গের সঙ্গী। রাজমহল, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ অধঃপাতে দিয়া ইনি এক্ষণে নবাবের এক উদ্যান-বাটীতে মনোদুঃখে একান্তে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। (১) কৃষ্ণমর্ম্মর-নির্ম্মিত এই প্রায় গোলাকার সিংহাসনের ব্যাস সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত এবং স্থূল, চতুষ্কোণ, স্তম্ভ-পাদচতুষ্টয়ের উপরি সংস্থিত, উচ্চে এক হস্তের কিঞ্চিৎ অধিক, সমস্তটি একখণ্ড সম্পূর্ণ প্রস্তরফলক হইতে ক্ষোদিত। এক পার্শ্বে

(১) এই প্রস্তরখণ্ডে লৌহের ভাগ বিদ্যমান থাকায় কয়েকটি লাল দাগ আছে ও শীতল হইলে বাষ্প জমিয়া এত অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গত হয় যে, পার্শ্বদেশে গড়াইয়া পড়ে। সাধা-রণ্যে প্রবাদ যে, বঙ্গীয় নবাবগণের দুঃখে প্রস্তর-সিংহাসনের বুক ফাটিয়া রক্ত নির্গত হইয়াছে, এবং সেই শোকে এখনও ইহা সময়ে সময়ে নীরবে দরদরিত ধারায় বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। সম্প্রতি এই সিংহাসন 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল'এর জন্য রাখিবার প্রস্তাব হইতেছে।

চন্দ্রাতপ বসাইবার উপযুক্ত কয়েকটি ছিদ্র বিদ্যমান, বৃত্ত পরিধির বেধ ষোড়শ ভাগে বিভক্ত ও খাঁজ-কাটা মত, ইহারই এক পার্শ্বের শিলালিপিতে লিখিত আছে—"এই মাঙ্গলিক সিংহাসন ১০৫১ হিজরী ২৭শে সাবন—বেহার প্রদেশের অন্তর্গত মুঙ্গের নগরে বোখারাবাসী দাসানুদাস খাজা নজর্ দ্বারা নির্ম্মিত হইল।" মি. বিভারিজ্ ১০৫২ হিঃ (১৬৪১ খৃঃ ১১ই নবেম্বর) নির্দ্দেশ করিয়া হিজরী সালের শেষের অঙ্কটি ২, ৪, বা ৫ হইতে পারে, বলেন। এই সিংহাসন বাদশাহ শাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজার প্রথম শাসনকালে (১৬৩৯—৪৭ খৃ. তাঁহার আদেশেই নির্ম্মিত হয়, সুতরাং ইহা রাজমহল হইতে ঢাকা ও পরে মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়াছিল। আগরায় স্থাপিত বাদশাহী মস্‌নদের অনুকরণে ইহা নির্ম্মিত। সেই খানি একই প্রকার প্রস্তরে গঠিত পার্থক্যের মধ্যে সেটি আয়ত ক্ষেত্রাকার, এটি গোল ও আয়তনে অনেক ক্ষুদ্র। চেহেল্‌সুতুন্ ভগ্ন হওয়ায় স্থানান্তরিত হইয়া নানা স্থান ভ্রমণের পর এক্ষণে নগরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে মোবারক্ মঞ্জিল নামক উদ্যানবাটীতে এই প্রাচীন নবাবী মস্‌নদ অযত্নে উপবেশনার্থ স্থাপিত কয়েকটি বেঞ্চের মধ্যস্থানে স্থান পাইয়াছে।

তোপখানা ও জাহান্‌কোষা।—কাটরার সুবিখ্যাত মসজিদের অগ্নিকোণে এক অসাধারণ আগ্নেয়াস্ত্র এক্ষণে 'বপুঃপ্রকর্ষাৎ, ন চালয়েৎ' অবস্থায় দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিরাজমান। মুর্শিদাবাদনগরের পূর্ব্বপার্শ্বে এইস্থানে তোপখানা (অস্ত্রাগার) ও দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্ব ও উত্তর পার্শ্ব দিয়া একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী প্রবাহিত থাকিয়া স্বাভাবিক দুর্গ-পরিখার কার্য্যসাধন করিত। নবাব মুর্শিদ্‌কুলী তজ্জন্যই এই স্থান মনোনীত করেন। এখানে এক সুবৃহৎ কামান 'জাহান্‌কোষা" (জগজ্জয়ী) দুইটি অশ্বত্থ তরুর কাণ্ডদেশে স্থায়িভাবে সংলগ্ন হইয়া এক আশ্চর্য্য দৃশ্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। (১)

---

(১) প্রবাদ এই যে, এই স্থানে ইহার রথচক্র বসিয়া যাওয়ায় এবং উত্তোলনার্থ প্রভূত চেষ্টা বিফল হওয়ায় উহা এই স্থানেই পরিত্যক্ত হয়। স্পষ্টই দেখা যায় যে, অশ্বত্থ বৃক্ষদ্বয় (অথবা দুই ভাগে বিভক্ত একটি বৃক্ষ) রথচক্রের নিম্নদেশে জন্মাইয়া ক্রমশঃ যেরূপ স্থান পাইয়াছে, সেই ভাবে আপন কাণ্ড প্রসারিত করিয়াছে,—কালক্রমে চক্র ও দণ্ড বৃক্ষমধ্যে সংযোজিত, পরে কামানের এক খণ্ডও দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে ইহার চক্রনেমিদ্বয়ের দক্ষিণপার্শ্বমাত্র দৃষ্টিগোচর হয়। সম্প্রতি পশ্চাৎদিকের বৃক্ষের কিয়দংশ ভগ্ন হওয়ায় এই অংশের অবস্থান স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

এই কামান দৈর্ঘে ১২ হাত (১৭৷৷০ ফিটের বেশী) বেড প্রায় ৩৷০ হাত। কামানের গাত্রে নয়খানি খোদিত পিত্তল-ফলক সংলগ্ন ছিল, অশ্বত্থ তরুর বিশালকাণ্ডে বেষ্টিত হইয়া দুই তিন খণ্ড বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্ত, লিখিত ভাগ উদ্ধার করিবার উপায় নাই। এক্ষণে পাঁচখানি পিত্তলফলকে পয়াক্ষরে সুবিখ্যাত শাজাহান বাদশাহ, ও তাঁহার সময়ের বঙ্গের সুবাদার ইস্‌লাম খাঁ এবং প্রস্তাবিত তোপের যশঃকীর্ত্তন লিখিত রহিয়াছে। একখানি ধাতু-লিপিতে লিখিত রহিয়াছে, "এই জাহানকোষা" তোপ জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকায়) দারোগা শের মহম্মদের ও পরিদর্শক হরবল্লভ দাসের তত্ত্বাবধানে প্রধান কর্ম্মকার জনার্দ্দন দ্বারা ১০৪৭ হিঃ জমাদিয়সসানি মাসে (অক্টোবর, ১৬৩৭ খৃঃ) নির্ম্মিত হইল। ইহার ওজন ২১২ মণ এবং অগ্নিসংযোগ করিতে ২৮ সের বারুদের প্রয়োজন হয়।" (১) মুর্শিদাবাদ জেলায় বাচ্ছাওয়ালী (বাদশাওয়ালী) নামে এক প্রকাণ্ড তোপ পতিত রহিয়াছে। ইহার মুখের ব্যাস প্রায় দুই হাত,—এটি সম্ভবতঃ দুর্গ প্রাকার ভাঙ্গিবার নিমিত্ত "বোমা" (Bombshell) নিক্ষেপ জন্য ব্যবহৃত হইত।

উল্লিখিত মসনদ, কামান ও অন্যান্য অস্ত্র নির্ম্মাণের কথায় দেশীয় ভাস্কর, কর্ম্মকার প্রভৃতি শিল্পিগণের উল্লেখ আবশ্যক। ঢাকার প্রকাণ্ড তোপ, তারিখ্ বাঙ্গলায় কথিত "মুলুক ময়দান"—বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ তোপ প্রভৃতি এই জাতীয় আগ্নেয়াস্ত্র সেকালের হিন্দু কর্ম্মকারের নির্ম্মিত, ইহা স্মরণ করিলে হর্ষবিস্ময়ের সঙ্গে যুগপৎ দুঃখেরও উদয় হয়। মুর্শিদাবাদ নবাববাটীতে এখনও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নামাঙ্কিত বাজ্রকিশোর কর্ম্মকারের নির্ম্মিত পিত্তলের একটি কামান আছে। লৌহ গলাইয়া এই জাতীয় কামান ঢালা সহজ ব্যাপার নহে, এতদ্ভিন্ন পিত্তল-নির্ম্মিত দেশীয় ক্ষুদ্র কামানও প্রচলিত ছিল দেখা যাইতেছে। নানাজাতীয় তরবারী, ছোরা ও বর্শা (২) উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হইত। এই সমস্ত প্রাচীন অস্ত্রের ধার এখনও পূর্ব্ববৎ প্রখর থাকিয়া সেকালের কর্ম্মকারগণের নৈপুণ্যের

(১) রেনেল্ সাহেব এটি অপেক্ষাও প্রকাণ্ড ঢাকার এক তোপের উল্লেখ করিয়াছেন—এই দ্বিতীয়টি দৈর্ঘ ২০ ফিট ১০½ ইঞ্চি, মুখের ব্যাস ২ ফিট ২½ ই, ওজন ২৮ টন (৮০০ মণের অধিক) এবং ৬ মণ গোলা চালাইতে সক্ষম। গত শতাব্দীতে নদীর ভাঙ্গনে রেনেল-বর্ণিত তোপটি নদীগর্ভে পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু ক্ষুদ্রতর এই জাতীয় আর একটি তোপ এখনও ঢাকায় আছে।

(২) মুর্শিদাবাদ নবাবের সেলেখানায় (অস্ত্রাগারে) এই সমস্তের নানাজাতীয় আদর্শ সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। ইহা দ্রষ্টব্য পদার্থ।

সাক্ষ্য দিতেছে। ভাস্করের কার্য্য গতাগতিকরূপে পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিলেও, দেবমূর্ত্তিনির্ম্মাণে এ কালের ভাস্করগণ অল্প দক্ষতা প্রদর্শন করেন নাই। কাটোয়া দাঁইহাটের সূত্রধরজাতীয় ভাস্করগণ এবং কৃষ্ণনগরের শিল্পিগণই এ বিষয়ে বঙ্গের আদর্শস্থানীয়। চিত্র শিল্প সম্বন্ধে বাঙ্গালী বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই; কোন কোন প্রাচীন চিত্রপটে সৌন্দর্য্যবোধের দৃষ্টান্ত মিলিলেও ভাব বা পরিমাণ-জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়। (১) এ বিষয়ে মুসলমান শিল্পী অনেক পরিমাণে উন্নত ছিল। হস্তিদন্তের উপর শিল্প ও কারুকার্য্যপ্রদর্শন এ সময়ে বঙ্গেও প্রসার লাভ করিয়াছিল। সম্প্রতি আবিষ্কৃত এবং বর্ত্তমান গ্রন্থে প্রকাশিত মুর্শিদাবাদের নবাবগণের প্রতিকৃতি, মুসলমান চিত্রকরের হস্ত-প্রসূত বলিয়া অনুমিত হয়। প্রতিমানির্ম্মাণে চিত্রশিল্প রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উৎসাহে কৃষ্ণনগরেই উন্নতি লাভ করে। অন্যান্য কারুকার্য্যের মধ্যে মুর্শিদাবাদের বিদরী, গজদন্ত নির্ম্মিত দ্রব্য, কাঁসার বাসন এবং ঢাকা ও কটকের অলঙ্কার উল্লেখযোগ্য। এ সঙ্গে সূত্রধরগণের নৈপুণ্য বিলক্ষণ অগ্রসর হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ ও কাটোয়া অঞ্চলে প্রাচীন গৃহে কাঠের নক্সায় তাহা অদ্যাপি লক্ষিত হয়। ঢাকার মসলীন ও মুর্শিদাবাদের রেশমী বস্ত্রের অত্যুন্নতি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যভাগের ঘটনা. মসলীন্ এ সময়ে সূক্ষ্মতার চরম সীমায় উঠিয়াছিল। সাত পোষাকে লজ্জানিবারণ না হওয়ার কথা সুপরিচিত। রেসমের ব্যবসায়ে মালদহ, রাজশাহী মুর্শিদাবাদ এবং তসরে বীরভূম অঞ্চল প্রসিদ্ধ (২) ছিল। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে গালিচা ও তুলিচার বয়নকার্য্য মুসলমান শিল্পিগণের নিকটেই বাঙ্গালীর শিক্ষা। মুর্শিদাবাদ ও ঢাকায় ইহার প্রচলন ছিল। রঙ্গপুরের সতরঞ্চ এবং মেদিনীপুর ও হিজলী প্রদেশের সূক্ষ্ম মাদুর মছলন্দ সেকালেই উন্নতিলাভ করিয়াছিল। শ্রীহট্টের শীতলপাটী সাদরে দিল্লীশ্বরের নিকটে বহুমূল্য উপহারের সহিত প্রেরিত হইত। সাচ্চা ও জরীর কার্য্য ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ হইতে অন্যান্য স্থানে প্রসার লাভ করিয়াছিল। মুসলমান ভূপতি বা আমীর

---

(১) কৃষ্ণনগর গিয়া স্বচক্ষে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের চিত্রপট এবং শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের ছবি দেখিয়া সেকালের বাঙ্গালী চিত্রকরের কাণ্ডজ্ঞানশূন্যতা উপলব্ধি করিয়াছি। প্রভু ও ভৃত্যের নাসিকা, চক্ষু, এমন কি, মুখাবয়ব এক তুলিতে টানা, একটির পরিবর্ত্তে অন্যটি লইলেও কোন ক্ষতি নাই। সম্ভবতঃ এগুলি চিত্রগত ব্যক্তিদ্বয়ের পরলোকান্তে সাধারণ চিত্রকরের হস্ত-প্রসূত। চিত্র দুইখানি এ জন্য পুস্তকে প্রদত্ত হইল না।

(২) পরবর্ত্তী গ্রন্থে এই সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

ওমরাহগণের বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার উপকরণ এ দেশেই প্রস্তুত হইত; দেশের অর্থ দেশেই ব্যয়িত হওয়ায় শিল্পী ও শ্রমজীবিগণের কার্য্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক সচ্ছলতা যথেষ্ট লক্ষিত হইত।

শিল্পী ও শ্রমজীবিগণের প্রসঙ্গে বঙ্গীয় কৃষকগণের তাৎকালিক অবস্থা অনুসন্ধেয়। কৃষিপ্রধান বঙ্গদেশে সেকালেও অন্যান্য অর্থকর ব্যবসায় অপেক্ষা কৃষিকার্য্যেই অধিকসংখ্যক লোক নিয়োজিত ছিল। বাঙ্গলার রায়তের সহিত জমীদারের সম্বন্ধ বড়ই ঘনিষ্ঠ, নবাবী আমলেই এ সম্বন্ধ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণে প্রথমে ভূমিসম্বন্ধীয় ব্যবস্থার কথা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। (১)

রাজা তোডর মল্লের বন্দোবস্ত সময়ে ভারতের অন্যান্য সুবার মত বাঙ্গলায় সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সুতরাং একালে চৌধুরী ও জমিদারবর্গের কর্ত্তব্য ও অধিকার নিরূপিত হইবার উপায় ছিল না। খ্যাতনামা শের শাহের ব্যবস্থায় রাজকর আদায় পরিদর্শন এবং প্রজাবর্গের স্বত্বরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতি পরগণায় এক এক জন রাজকীয় আমিল্, শিক্‌দার ও কারকুণ নিযুক্ত হন। রাজপথে বা নিজ অধিকার মধ্যে চুরী রাহাদানী প্রভৃতির জন্য এই সময়ে চৌধুরী ও গ্রাম্য মণ্ডলগণকে দায়ী করিবার ব্যবস্থা হয়। (২) জমিদারী সনন্দদানের প্রথা মোগল অধিকারে প্রতিষ্ঠিত। আকবরের সময়ের সনন্দের কথা সন্দেহযুক্ত (৩) বোধ হইলেও ভবানন্দের মানসিংহ দত্ত জাহাঙ্গীরের সনন্দ এবং শাজাহানের নামাঙ্কিত কয়েকখানি সনন্দ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। আরঙ্গজেবের দত্ত সনন্দই বহুলপরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয় বলিয়া কেহ কেহ এই সময়েই সনন্দদান প্রথার সৃষ্টি, এই ভ্রান্ত মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (৪) আরঙ্গজেবের শেষ দশায় মুর্শিদ্ কুলী খাঁর দেওয়ানী আমলে জমিদারী ব্যবস্থার পঙ্কোদ্ধারের আরম্ভ বলিয়াই সে কালের সনন্দ এত অধিক দেখা যায়। কিন্তু প্রধান

(১) আমরা অতি সংক্ষেপে জমিদারী ব্যবস্থার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছি। যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত ইংরজী গ্রন্থগুলি দেখিতে পারেন:—Fifth Report (Grand & Shore's remarks), Boughton Rouse—Dissertations &, Harrington's Analysis, Campbell's Cobden Club Essays, Baden Powel's Land Systems of British India & Hunter's Rev Board Records ইহা ভিন্ন সাধারণ ব্যবহারাজীবের গ্রন্থাদিও দ্রষ্টব্য।

(২) Tarikh Firoj Shahi.

(৩) Boughton Rouse, Dissertations pp 38, 39

(৪) গ্রাণ্টের রাজস্ব-বিবরণী। হণ্টারও ইহার সমর্থন করেন (Rev Board Records)

প্রধান জমিদারী সনন্দ মুর্শিদ্‌কুলীখাঁর বন্দোবস্তের পরে প্রদত্ত, সুতরাং ফরোখ্‌শেরের নামাঙ্কিত।

গদ্যভাগে এবং পরিশিষ্টে নির্দ্দিষ্ট জমিদারী সনন্দের আদর্শে দৃষ্ট হইবে, প্রজা-পালন করিয়া ও মহালের সরহদ্দ বজায় রাখিয়া ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৰ্দ্ধিত হইয়া যাহাতে প্রাপ্য রাজকর রীতিমত আদায় ও সরকারে দাখিল হয়, তাহা জমিদারবর্গের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকিত। নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে রাজপথসংস্কার ও দুষ্টের দমনও জমিদারের কার্য্য ছিল। নূতন জমিদারী পত্তন হইলে, অনেক সময়ে এই সনন্দপ্রাপ্তির সঙ্গে জমিদারকে এক জামিন্‌নামা ও মুচল্‌কা কবলতী লিখিয়া দিয়া সনন্দের নিয়ম প্রতিপালনে অঙ্গীকারবদ্ধ হইতে হইত। যথেচ্ছ জমিদারীর উচ্ছেদ মুসলমান-রাজের আইনসঙ্গত ক্ষমতা থাকিলেও দেশাচার অনুসারে কোন জমিদারের লোকান্তরের পর তাঁহার উত্তরাধিকারীই জমিদারী পাইতেন। বিদ্রোহ বা রাজস্ব-দানে চিরশৈথিল্যই উৎখাতের সর্ব্বপ্রধান কারণ হইত।

একের জমিদারী অপর ব্যক্তিকে দান বিক্রয়াদি করিবার আবশ্যক হইলে সেকালে সুবাদারের অনুমতি লইতে হইত। বাস্তবিক রাজদত্ত সনন্দ ও চির-প্রচলিত প্রথা এক যোগে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের জমিদারী স্বত্বের ভিত্তি ছিল। এজন্য সেকালের জমিদারীর মূল্যও অধুনাতন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সুদৃঢ় জমিদারীর তুলনায় অনেক অল্প ছিল। তথাপি জমিদারী স্বত্বের কোন মূল্য ছিল না বলিয়া অনেকে যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার সমর্থন করা যায় না। স্বয় মুর্শিদ্‌ কুলী খাঁই মরণান্তে স্বীয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি দিল্লী-সরকারে বাজেয়াপ্ত হইতে পারে বলিয়া, দৌহিত্র সরফরাজের ভবিষ্যৎ উপায়বিধানের নিমিত্ত আসদ্‌নগর প্রভৃতি জমিদারী রাখিয়া যান।

এক্ষণে মুসলমানশাসনে প্রজার স্বত্ব ও অধিকার কিরূপ ছিল, দেখা যাউক। কালক্রমাগত প্রথানুসারে উত্তরাধিকারসূত্রে নিজ নিজ জমির দেয় রাজস্ব প্রদান করিয়া শস্য উৎপাদন এবং ভোগ করাই তাহাদের প্রধান স্বত্ব। এই স্বত্বের উৎপত্তি ও ব্যবহার নির্ণয় করিতে হইবে। প্রজা ও রায়তগণের নানাপ্রকার ভেদ এবং প্রদেশ ও প্রজাবিভাগ অনুসারে বিভিন্ন চিরাগত প্রথা বর্ত্তমান থাকায়, সকল শ্রেণীর প্রজা সম্বন্ধে একই বিবরণী অসম্ভব। প্রথমতঃ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, রাজার ভূমিতে স্বত্ব সর্ব্বদেশেই প্রজার স্বত্ব দ্বারা সীমা-বদ্ধ; জমিদারবর্গের সহিত বন্দোবস্তে তাঁহাদের রাজস্ব আদায়ের স্বত্বের সহিত

প্রথামত অন্তবিধ স্বত্ব জন্মিলেও রাজকীয় স্বত্বের প্রতিকূলে তাঁহাদের কোন স্বত্বের উৎপত্তি অনুমান করাই অসম্ভব। হিন্দু রাজত্বকালে ভূমিতে প্রজার স্বত্ব নির্দ্দিষ্ট ছিল, এবং আদায়কারী গ্রামপতি ভিন্ন জমিদারশ্রেণীর মত মধ্যবর্ত্তী কোন ভূম্যধিকারী ছিল না, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মুসলমান অধিকারে নানা শ্রেণীর মধ্যস্বত্বাধিকারীর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে স্বত্বও কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া আসিতেছিল। এই কালের প্রজাস্বত্ব ও তাহার নানাপ্রকার পর্য্যায় বিচার করিবার পূর্ব্বে বিশেষাধিকারবিশিষ্ট কতকগুলি প্রজাকে পৃথক্‌শ্রেণীভূক্ত করিলে সুবিধা হইবে। জমিদারগণ সাধারণতঃ আপনাদের কুটুম্ব, প্রধান বা প্রিয় ভৃত্য এবং শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্মণগণকে নিষ্কর ভূমি দান করিতেন। ব্রাহ্মণগণের বাসের বাটী প্রায়ই নিষ্কর ছিল, হিন্দু জমিদারেরা স্বয়ং কোন বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা করিলে সেবাব্যয়নির্ব্বাহের জন্য নিষ্কর জমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন, এবং তাঁহাদের অধিকারমধ্যে গ্রামদেবতার পূজাদিনির্ব্বাহের জন্যও দেবোত্তর দেওয়া থাকিত। জমিদারের কর্ম্মচারিগণকে অনেক স্থলেই নগদ বেতনের পরিবর্ত্তে ভূমি দেওয়া হইত, এই চাকরাণ ভূমির মধ্যে কতকগুলি সকর (সামান্যকরবিশিষ্ট) ও কতকগুলি নিষ্কর ছিল। অনেক স্থলে কর্ম্মচারিগণ পুরুষানুক্রমে নিযুক্ত থাকায় এই নিষ্কর স্থায়ী হইয়া যাইত। হিন্দু জমিদারেরা মুসলমান প্রজার ধর্ম্মার্থ এবং মুসলমানেরাও হিন্দু দেবসেবার জন্য জমি দিতেন। এই সমস্ত কারণে বাঙ্গলায় দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ও পীরোত্তর জমির সংখ্যা অধিক হইয়া উঠে। শূদ্রকে প্রদত্ত লাখেরাজের নাম মহত্তরাণ। এই সমস্ত নিষ্কর জমি ভিন্ন দুই এক শ্রেণীর বিশিষ্ট রূপ অধিকার প্রাপ্ত প্রজা ছিল। ব্রাহ্মণেরা ও স্থানে স্থানে অন্যজাতীয় লোকেও বিশেষ বিশেষ কারণে সামান্য করে ভূমি ভোগ করিতেন।

উল্লিখিত জাতি বা কার্য্যবিভাগের অনুক্রমে অথবা বিশেষ কোন কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য, এবং ধর্ম্মপ্রচারার্থ বা বিদ্যাবিতরণের উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ স্বত্বাধিকারিগণকে ছাড়িয়া দিয়া অবশিষ্ট বঙ্গীয় প্রজাবর্গকে অর্থাৎ মালের রায়ৎগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম খোদ্‌কস্ত বা স্থায়ী রায়ৎ—যে প্রজা চিরকাল আপন পূর্ব্বপুরুষের বাসের বাটীতে বাস করিয়া উত্তরাধিকারক্রমে নিজ স্বত্বদখলি জমিতে চাষ আবাদ করিত। দ্বিতীয় পাইকস্ত বা ভিন্ন গ্রামবাসী ও অস্থায়ী রায়ৎ,—যে প্রজার ঐরূপ স্বত্ব দখল ছিল না, অন্য স্থান হইতে আসিয়া চাষ আবাদের নিমিত্ত জমি লইত। মুসলমান অধিকারে প্রজাবর্গ সাধারণতঃ এই

দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল। ইহাদের অধীন থাকিয়া যাহারা চাষ করিত, তাহাদের নাম কোর্ফা প্রজা।

স্থায়ী রায়তেরা পুরুষপরম্পরায় এক স্থানে বাস হেতু উত্তরাধিকারক্রমে আপন জমিতে দখলি স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিত, ইহাদের সমষ্টিই প্রাচীন গ্রাম্য-সমাজ গঠন করিয়াছিল। ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে সার জন শোর মহোদয় ইহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'বহুকাল হইতে অধিকার করিয়া আসিতেছে বলিয়া ইহারা ভূমিতে এক প্রকার স্বত্ব উপভোগ করে, ইচ্ছামত ইহাদিগকে উচ্ছেদ করিবার নিয়ম নাই কিন্তু স্বত্ব আছে বলিয়া ইহারা দানবিক্রয়াদিক্রমে এই স্বত্ব হস্তান্তর করিতে পায় না। এই বিষয়ে ইহাদের স্বত্ব ও প্রকৃত ভূমিভোগস্বত্বের অনেক দূর পার্থক্য"। তিনি আরও এক স্থানে বলিয়াছেন, "দেশাচার অনুসারে ইহা চির-ব্যবহারসিদ্ধ ব্যবস্থা দাড়াইয়াছে যে, স্থায়ী রায়তেরা আপন আপন স্বত্ব দখলি জমি ত্যাগ করিতে পারে না, আবাদ বিষয়ে প্রথানুরূপ না চলিয়া অন্যপ্রকার শস্যের চাষ করিলে স্বত্ব বিনষ্ট হয়, কিন্তু সাধারণতঃ এরূপ ক্ষেত্রে উচ্ছেদ করা হয় না, জমিদারেরা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য কিছু বেশী গ্রহণ করেন। এই দখলি স্বত্ব প্রজাগণের উত্তরাধিকারীতেও বর্ত্তে।"—শোর মহাশয়ের এই উক্তির বলে ডাঃ হণ্টার বলেন যে, 'স্থায়ী প্রজার স্বত্ব-দখলের সঙ্গে সঙ্গে জমি আবাদ করিবারও বাধ্যবাধকতা ছিল'। এ স্থলে কোম্পানীর প্রথম আমলের বেবন্দোবস্তী অবস্থার রীতিই পূর্ব্ব প্রথা বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। বাস্তবিক মারাঠা আক্রমণের পর বাঙ্গলার প্রজাবর্গের পূর্ব্ব সুখসচ্ছন্দতা অনেক কমিয়া যায়। মহাত্মা আলিবর্দী খাঁ তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিলেও বার-বার উৎখাত হওয়ায় পূর্ব্বভাব অনেক বিনষ্ট হয়। বিপ্লবের অবস্থায় প্রজার সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া রাজকর আদায়ই প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সুতরাং চাষ আবাদের দিকে দৃষ্টি রাখিবারও প্রয়োজন বলিয়া প্রজাগণকে বাধ্য করিয়া জমির উৎকর্ষসাধনের বিফল প্রয়াসও চলিতেছিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মারীভয়ে প্রজাসংখ্যা যথেষ্ট কমিয়া যাওয়ায় অস্থায়ী প্রজাবর্গের সুবিধা বৃদ্ধি হয়। বিপ্লবের কালে মোগল-রাজের সুব্যবস্থা বিনষ্ট হইয়াছিল, এবং পূর্ব্বপ্রচলিত ভূমির উৎকর্ষসাধনের উপায় সমূহ অত্যাচারে পরিণত হইয়াছিল।

মিরাট ই আহম্মদী নামক গুজরাটের ইতিবৃত্ত হইতে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে

পাদশা আরঙ্গজেবের এক পরোয়ানা হইতে কয়েকটি বিষয় উদ্ধৃত করিয়া (১) অনেক ইংরেজ লেখক প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করেন, একালে অত্যাচার করিয়া জমি আবাদ করান হইত। মুর্শিদকুলী খাঁর প্রজাবর্গকে তাগাবী অর্থসাহায্য দিয়া ভূমির উৎকর্ষসাধনের ব্যবস্থায় এবং বাঙ্গলার জমিদারী সনন্দে প্রজাবর্গের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবার ও করবৃদ্ধিনিষেধের কথায় ইহার প্রতিকূল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কথিত পরোয়ানা একটি রাজস্বসম্বন্ধীয় বিধানবিশেষ, ইহার এক স্থানে বাদশাহ রাজস্ব-আদায়কারী তহশিলদারগণকে আদেশ দিতেছেন, "তাহারা বৎসরের প্রারম্ভে কৃষকগণের অবস্থা যথাসাধ্য জ্ঞাত হইবে, ইহারা রীতিমত চাষ আবাদ করিতেছে কি অবহেলা করিয়াছে, তৎপতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পরিশ্রমী কৃষকগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে; কিন্তু যাহারা উপায়সত্ত্বেও আবাদে অবহেলা করিয়াছে, তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিবে, ভয় দেখাইবে, বলপ্রয়োগ করিবে ও বেত মারিবে।" এই ঘোষণা পত্রের নজীর দেখাইয়া মুসলমান ও ইংরেজ আমলের সন্ধিস্থলে স্থিতান্তর অবস্থায় বাঙ্গলার রায়তগণের প্রতি অন্যায়াচরণ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

ডাঃ হণ্টার লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশে জমিদার ও আমিল্ প্রভৃতি ইজারদারগণের স্থায়ী প্রজাকে বাধ্য করিয়া জমি আবাদ করাইবার অধিকার ছিল,—তাঁহারা এই অধিকার (স্বত্ব) প্রথা-বিশেষের প্রয়োগে সজীব রাখিতেন। প্রজাগণকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনা, বন্দিভাবে বাধা, বিদ্রোহভাবযুক্ত গ্রামসমূহে ফৌজ্ নিযুক্ত করা, এবং পলাতক প্রজাগণের বাকী খাজানা অবশিষ্ট স্থায়ী প্রজাগণের নিকট আদায় করা, এই গুলি প্রথা ছিল। পলাতক প্রজার অনুসরণ করিতে তাহার নূতন বাসস্থান পর্য্যন্ত আক্রমণ করা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে বাধ্য করিয়া পলাতককে পূর্ব্বস্থানে লইয়া আসাও তাঁহাদের অধিকারের অন্তর্গত ছিল। হণ্টার মহোদয় স্বীকার করেন যে, এইরূপ ব্যবস্থা দশসালা বন্দোবস্তের পূর্ব্ব বিংশ বৎসরেই বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়।

মুসলমান অধিকারে স্থায়ী প্রজাবর্গকে বাধ্য করিয়া কেবল তাহাদেরই কর্ত্তব্য কার্য্য করাইয়া লওয়া হইত, এমন নহে। প্রকৃষ্টপদ্ধতিক্রমে তাহাদের স্বত্বরক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। পৈতৃক বাস্তবাটীতে বাস, পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত জমি পরগণা-প্রচলিত প্রথা অনুসারে ভোগদখল করা তাহাদের

(১) Boughton Rouse, Dissertations vide also Dr Hunter's Rev. Board Records.

স্বত্ব। দেশাচার মত পরগণাওয়ারী নিরিখ্‌বন্দীতে প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট রাজস্বের হার ছিল। এই নিরিখ্‌ বা রাজস্বের হার অবশ্যই পূর্ব্বকাল হইতে রাজা ও প্রজার মধ্যে উৎপন্ন শস্যের বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছিল। জমিদারী বন্দোবস্তের পর রাজগ্রাহ্যাংশ ভিন্ন মধ্যবর্ত্তী ভূম্যধিকারিগণের প্রাপ্য আয়ও এই দেশাচারানুমোদিত রাজস্বের হারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। পরগণা বা গ্রাম্য নিরিখ্‌ বন্দী (রেজিষ্টার) দ্বারা স্থায়ী প্রজাবর্গের স্বত্ব ও কর্ত্তব্য, স্থিরীকৃত ও রক্ষিত হইত। বাঙ্গালায় এইরূপ গ্রাম্য জমাবন্দী পাটোয়ারির হস্তে থাকিত, তাঁহার পারিশ্রমিকস্বরূপ প্রজা-বর্গের নিকট যৎকিঞ্চিৎ পাব্বণী ছিল, এবং কিছু চাকরাণ ভূসম্পত্তি থাকিত। নিয়ম মত গ্রাম্য জমাবন্দী রাখা, এবং রাজস্ববিভাগের উচ্চতর কর্ম্মচারী পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা প্রদর্শন করা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। গ্রামের জমীর পরিমাণ, কত আবাদী ও কত পতিত, কোন্‌ শ্রেণীর জমির হার কত এবং প্রজাওয়ারী জমাবন্দী, ইত্যাদি তাঁহার এই কাগজে নির্দ্দিষ্ট থাকিত। সেকালের প্রথানুসারে পাটোয়ারি, রাজকর আদায়কারী কর্ম্মচারী বা জমিদার গণের সহিত ব্যবহারে প্রজার প্রতিনিধিস্বরূপ বিবেচিত হইতেন। রাজার পক্ষ হইতে কানুনগো এই নিরিখ্‌ বন্দী কাগজ রাখিতেন। প্রধান ও পরগণা কানুনগো গণের কার্য্যবিবরণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, জমিদারবর্গের উপর প্রধান কানুনগোর অসীম ক্ষমতা ছিল, তাহাও দৃষ্ট হইয়াছে। পরগণা কানুনগোর কার্য্য দ্বিবিধ, পাটোয়ারির হিসাব পর্য্যবেক্ষণ এবং জমিদার বা ইজারাদারগণের কার্য্যের পরিদর্শন। অবশ্য অনেক সময়ে পরগণা কানুনগো অর্থশালী জমিদার-বর্গের বাধ্য হইয়া পড়িতেন, কিন্তু প্রধান কানুনগোর নিকট দায়ী হইতে হইত বলিয়া, এই বাধ্যবাধকতা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিত না।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে মুর্শিদ্‌কুলী খাঁর সময়ে নজরানা খাস্‌-নবিশী নামক আব্‌ওয়াব্‌ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর কালে এই প্রকার মাথট্‌ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে। বলা বাহুল্য, জমিদারবর্গের স্কন্ধে-স্থাপিত এই সাময়িক কর প্রজার নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। জমিদার মাথটের দোহাই দিয়া রায়তের নিকটে অধিক আদায় করিয়া আসিয়াছেন। গ্রাম্য বা পরগণা নিরিখ্‌বন্দীর সহিত এই আব্‌ওয়াবের কোন সম্বন্ধ ছিল না; সুতরাং ইহা অনির্দ্দিষ্ট ও নানা স্থানে নানা প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কোথাও নিরিখ-নির্দ্দিষ্ট হারের উপর

পড়তা করিয়া মাথট আদায় হইয়াছে, কোথাও জমিদারের ইচ্ছা বা সুবিধামত মাথট নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় প্রজাগণের পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। বিপ্লবের সময়ে প্রজাবর্গ জমিদারের কৃপার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে বাধ্য হওয়ায়, তাহাদের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। খোদ্‌কস্ত প্রজার গ্রাম ত্যাগ করিবার ইহাও অন্যতম কারণ। ক্রমশ আবওয়াবের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে, গ্রাম্য জমাবন্দী কার্য্যতঃ জমাবন্দী বলিয়া গণ্য হইত না। উহা প্রজাস্বত্বের বিবরণী না হইয়া, এখন প্রজার কর্ত্তব্যনির্দ্দেশক হিসাবে পরিণত হইয়াছিল। অত্যন্ত কষ্ট হইলেও লোকে পৈতৃক বাসস্থানের মমতা ত্যাগ করিয়া সহজে অন্য স্থানে যাইত না, তদ্ভিন্ন চিরকাল হইতে স্বগ্রামে যে সকল সুবিধা উপভোগ করিয়া আসিয়াছে, অন্যত্র তাহা পাইবার তাদৃশ উপায় ছিল না। গ্রাম্য প্রজারা গ্রাম্যসমাজের প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ ও ভদ্রলোক হইয়া উঠিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের কেবল সম্ভ্রমমাত্র ছিল এমন নহে। গ্রাম্য-সমাজে বর্ত্তমান কালের মত অনেক সুবিধাও ছিল। তাঁহাদের বাসের জন্য লাখেরাজ ভূমি এবং জলকর, ঘাসকর প্রভৃতি অবশ্য-দেয় কর হইতে বর্জ্জিত জমিও ছিল। খামার জমির স্বত্বও তাঁহারা সময়ে সময়ে ভোগ করিতেন, তদ্ভিন্ন গ্রাম্য চৌকিদার প্রভৃতির দ্বারা অনেক কার্য্য পাইতেন। অধিকন্তু তাঁহারা সময়ে সময়ে গ্রাম্যজমাবন্দী-নির্দ্দিষ্ট জমি অপেক্ষা অধিক জমি দখল করিতেন, সুতরাং পলাতকযায়ী বঞ্চনা দ্বারাও বর্দ্ধিত করের ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতেন। কিন্তু অত্যাচার চরম সীমায় উপস্থিত হইলে, অনেক কৃষিজীবী প্রজাকে বাধ্য হইয়া পৈতৃক বাস ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। পলাতক প্রজার সংখ্যা শেষে এইরূপেই বৃদ্ধি পায়। বর্ণিত সময়ে স্থানবিশেষে শিল্প ও ব্যবসায়ের নিমিত্তও সামান্য কর আদত্ত হইত, এই কর কোথাও গ্রাম্য জমাওয়াশীল্-বাকীর মধ্যে দেখান হইত। (১) রাজস্বের হার ও পরিমাণ এ সময়ে সামান্য ছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। (২) শস্যের মূল্যের হিসাবে পরে দৃষ্ট হইবে যে, এই সামান্য কর দিয়াও কৃষকদিগের গ্রাসাচ্ছাদন ভিন্ন অন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যভোগ অসম্ভব ছিল। নিষ্কর ভূমি ও রাজস্বের অল্পতাই কোনরূপে কৃষিজীবিগণের মানরক্ষা করিত। অনেক সময়ে রাজস্বের দায়ে পলায়িত প্রজার বাকী খাজানা গ্রাম্যসমিতির প্রথামত 'নাজাই' বলিয়া অন্যান্য রায়তের

(১) ক্ষিতীশবংশাবলী—৺কার্ত্তিকেয় রায়।

(২) নদীয়া জেলায় একালে শস্যক্ষেত্রের গড় খাজানা প্রতি বিঘা দুই আনা এবং বাস্তু ও বাগানের নিরিখ উদ্ধসংখ্যা দুই টাকা ছিল।

উপর পড়তা করিয়া আদায় হইবার নিয়মও ছিল। অন্য দিকে সুবিধা ভোগ করিতে পাওয়ায়, প্রথমে এই 'নাজাই' আদায় দেওয়া সমধিক কষ্টকর বলিয়া বিবেচিত না হইলেও, ইংরেজ অধিকারের প্রথম ভাগে পলাতক রায়তের সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় এই ব্যবস্থা ক্রমে উৎপীড়নে পরিণত হইয়াছিল।

মুসলমান অধিকারে দেয় রাজস্ব পরিশোধ করিতে না পারিলে, জমিদারী নিলাম হইবার প্রথা ছিল না। রাজা ভূম্যধিকারীর নিকট যে নিয়মে রাজস্ব আদায় লইতেন, জমিদারও সেই নিয়মে রায়তের নিকট কর সংগ্রহ করিতেন। তম্বী তাগাদা যথেষ্টই ছিল, সময়ে সময়ে প্রজাগণকে শারীরিক কষ্টও অনুভব করিতে হইত, কিন্তু বর্ত্তমান কালের মত তাহারা "হাতে-ভাতে" উভয় দিকে মারা যাইত না। গ্রাম্যসমিতির কল্যাণে উচ্ছেদ প্রায়ই সম্ভব হইত না। সাধারণ প্রজা স্বগ্রামনিবাসী মণ্ডলাদির নিকট যথেষ্ট সমবেদনা পাইত, পরস্পর সাহায্য তৎকালে অদৃষ্টচর বস্তু ছিল না। এখনও পল্লীগ্রামে প্রজাবর্গের মধ্যে এরূপ সমবেদনা বিরল নহে। জমিদারবর্গের হস্তে উৎপীড়নই যে একালে সাধারণ ছিল, তাহা নহে। পরিশিষ্ট জমিদারী সনন্দে দৃষ্ট হইবে, বাদশাহী ফর্ম্মানের নির্দ্দেশমত জমিদারগণ প্রজাবর্গের মঙ্গলামঙ্গল, ভূমির উন্নতি প্রভৃতি বিষয় সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে আদিষ্ট হইতেন। চিরাগত প্রথা ও পুরুষপরম্পরায় সম্বন্ধ থাকায় সেকালের বঙ্গীয় জমিদার ও প্রজায় বিবাদ বিসংবাদ অল্পই ছিল। পরন্তু জমিদার অত্যাচার করিলে, প্রতিকার সুদূরপরাহত বলিয়া প্রজাও ভূস্বামীরই কণ্ঠলগ্ন হইয়া পড়িত। চুরি ডাকাইতি নিবারণ বা শান্তিরক্ষার ভার একালে জমিদারের হস্তেই ন্যস্ত ছিল, গ্রাম্য মণ্ডল বা মিশ্র, এ কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিতেন। জমিদার ও মণ্ডল অসমর্থ হইলে বা অবহেলা করিলেই, থানাদার ফৌজদারের নিকট আবেদন করিত, কচিৎ সদর পর্য্যন্ত যাইতে হইত। গ্রামের মণ্ডল পঞ্চায়েৎ প্রভৃতির মীমাংসা বা শালিসী, একালের ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য বিচারের মত সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হইবার কথা নহে। জমিদারের দরবারে অভিযোগকারিগণের নিকট চৌথ বলিয়া কিছু ফি আদায় (১) হইলেও একালের বিচারের মূল্যতুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর বোধ হইবে। জমিদার অন্যায়াচরণ করিলে, রাজদরবারেও তাহার প্রতিকার হইত। অতঃপর কৃষক ও সাধারণ শ্রমজীবিগণের আর্থিক অবস্থা সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

(১) সম্পূর্ণ চতুর্থাংশই গৃহীত হইত না। অনেকে সাধারণ বিচারালয়ে এইরূপ চৌথ প্রথা ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ভ্রম করেন।

অধুনাতন দেশব্যাপী স্থায়ী দুর্ভিক্ষ লক্ষ্য করিয়া অতীতের দিকে ফিরিয়া চাহিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়। (১) জেয়াউদ্দীন্ বারণী প্রণীত তারিখ-ই-ফিরোজ-শাহী ইতিহাসে ভারতে মুসলমান অধিকারকালের প্রথম দুর্ভিক্ষ সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। এই সময়ে খিলিজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা জেলালুদ্দীন ফিরোজ শা দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। সমসাময়িক ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, সিদ্ধি মৌলা নামক জনৈক সাধু দিল্লীতে আসিয়া অনেক লোককে শিষ্যভাবে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও নগরের প্রধান কাজিও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনায় রাজনৈতিক বিপ্লবের আশঙ্কা করিয়া জেলালুদ্দীন সন্ন্যাসীকে নিহত করেন। অতঃপর 'ঘোরতর প্রলয় ঝঞ্ঝাবাতে দিঙ্মণ্ডল আকুলিত হইল, (ইহা পশ্চিমাঞ্চলের 'লু' ঝড় হইতে পারে)। দিল্লী ও শিবালিক (উত্তর দোয়াব) প্রদেশে এ বর্ষে বিন্দুপাতও হয় নাই। দ্রব্যাদি বিষম মহার্ঘ্য হইয়া উঠিল, সাধারণ শস্য প্রতি সের এক জিতাল্ মূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল (২)। দুর্ভিক্ষসময়ে দোয়াব্ অঞ্চলের হিন্দু প্রজাবর্গ দলে দলে দিল্লী আগমন করিল। সুলতান্ ও নগরবাসী ধনাঢ্য লোকে অকাতরে দান করিয়াও দুর্ভিক্ষনিবারণে সমর্থ হইলেন না। অনাহারক্লিষ্ট অনেকে পরস্পরের হাত ধরিয়া যমুনা-সলিলে প্রাণবিসর্জ্জন করিল। পরবর্ষে অভূতপূর্ব্ব বারিবর্ষণ হইয়া গেলে দুর্ভিক্ষের অবসান হইল।"

এই সঙ্গে সেকালের বাজার দর বিবেচ্য। বারণীর গ্রন্থেই নির্দ্দিষ্ট আছে, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বাদশাহ আলাউদ্দীন্ সেনাবিভাগের ব্যয়সংক্ষেপার্থ রাজ্যমধ্যে শস্যাদির মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া এক অনুশাসনপত্র প্রচারিত করেন। নিম্নে সেই মূল্যতালিকা প্রদত্ত হইতেছে:—

গম	একমণ	৭½ জিতাল্
যব	"	৪
শালি (ধান্য বা চাউল?)	"	৫

(১) ১৯০১, জানুয়ারী মাসের 'Asiatic quarterly Review' পত্রে কাপ্তেন্ উল্সলী হেগ্ বর্ত্তমানকালের দুর্ভিক্ষের সহিত তুলনার সমালোচনার উদ্দেশ্যে মুসলমান অধিকারকালে ভারতের ঐতিহাসিক দুর্ভিক্ষের এক বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কাপ্তেন সাহেব এই সঙ্গে সেকালের 'সুভিক্ষের' কথা নির্দ্দেশ করেন নাই।

(২) জিতাল বর্ত্তমান পয়সার মত। ফেরস্তার নির্দ্দেশ মত ৫০ জিতালে এক তঙ্কা হইত। মতান্তরে ইহার ওজন ১¼ তোলা। See, Thomas,—Pathan Kings. P. 150

মাষ	এক মণ	৫ জিতাল
নাখুদ্ (বুট)	"	৫
মটর	"	৩
লবণ	"	২
চিনি	এক সের	১½
গুড়		[illegible]
চর্ব্বি বা ঘৃত (১)	২½ সের	১
তৈল	"	১

আলাউদ্দীন যথেচ্ছাচারের অব্যাহত ক্ষমতায় এই বাজার দর স্থির রাখিয়াছিলেন স্বীকার করিয়া দ্রব্যাদির তাৎকালিক মূল্য ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক ছিল বলিলে বিশেষ প্রত্যবায় নাই। সমসাময়িক অপক্ষপাতী ঐতিহাসিক বর্ণী প্রজাপীড়ন বা অত্যাচার করিয়া এই দর স্থায়ী রাখিবার কথা বলেন না, অথচ আলাউদ্দীনের দোষোদ্ঘাটনেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। আলা'র সুদীর্ঘ রাজ্যকালে দুর্ভিক্ষ হয় নাই। এখানে স্মরণ রাখা উচিত দক্ষিণাপথের লুণ্ঠিত ভাণ্ডারের কৃপায় এ সময়ে দিল্লীর বাজারে টাকার মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া পড়িয়াছিল। মহম্মদ তোগলকের রাজ্যকালে দ্বিতীয়বার দুর্ভিক্ষ দর্শন দিয়াছিল। বিকৃত-মস্তিষ্ক বাদশাহের অসংযত করবৃদ্ধি, অকারণ রাজধানীপরিবর্ত্তন, চীন প্রভৃতি আক্রমণের বৃথা প্রয়াস, তাম্রমুদ্রার প্রচার এবং অবশেষে ঐ মুদ্রারই প্রতিগ্রহ ইত্যাদি খামখেয়ালীতে রাজকোষ শূন্য হইয়াছিল। তথাপি সাত বৎসর ধরিয়া পশ্চিম ভারতে ক্রমাগত অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, মহম্মদ তোগলক মুক্তহস্তে অর্থদান ও তাগাবী সাহায্য বিতরণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর তৈমুরের ভারত আক্রমণ ও পরবর্ত্তী বিপ্লবে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অন্নকষ্ট ও মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল। এই শ্রেণীর অন্নকষ্টকে সাধারণ দুর্ভিক্ষের অন্তর্ভুক্ত করিলে সমীচীন হয় না। ক্রমান্বয়ে বিপ্লবের পর যৎকালে শূরবংশীয় মহম্মদ আদিল শাহের দুর্ব্বল হস্তে রাজদণ্ড পতিত হয়, সেই সময়ে দিল্লী ও আগরা প্রদেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল (৯৬১ হি.—১৫৫৪ খৃ)। বাদাওনী লিখিয়াছেন, "এক সের জোয়ারীর

(১) রওগণ সতুর্ = পশুর তৈল।

মূল্য দুই অর্দ্ধ তঙ্কা (১) হইয়া উঠে,—সময়ে তাহাও পাওয়া যায় নাই। অবস্থাপন্ন লোকেরও মুসলমান) দশ বিশ জন এক এক স্থানে মরিয়া পড়িয়াছিল, কবর দিবার লোক ছিল না। হিন্দুগণেরও ঐ দুর্দ্দশা. অনেকে বাবলার ফল, লতা পাতা, এমন কি মৃত বা নিহত জন্তুর চর্ম্ম ভক্ষণ করিয়া জীবন-ধারণ করিতেছিল, পরন্ত কিয়ৎকাল পরে তাহারা হাত পা ফুলিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই কয় পঙ্ক্তির লেখক পাপ চক্ষে সময়ে মানুষকে মানুষ খাইতে দেখিয়াছেন। দুই বৎসর এইরূপ দুর্ভিক্ষ ও অরাজকতায় সোনার দেশ ছারখার হইয়াছিল, কৃষক ও শ্রমজীবী লোকের বিলোপ-সাধন হইয়াছিল।”

৯৮১ হিঃ অব্দে (১৫৭৪—৭৫ খৃঃ) আকবর বাদশাহের রাজ্যকালে গুজরাট প্রদেশে একবার দুর্ভিক্ষ হয়। ইহাতে অনেকে গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। এক মণ শস্য ১২০ দাম (৩ টাকা) মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। চারি মাস ধরিয়া অশ্বগবাদি পশুর আহার্য্য মিলে নাই। একালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আর কোন দুর্ভিক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায় না। আকবরের সময়ে দেশের অবস্থাজ্ঞাপন জন্য আইন-আকবরীর নির্দ্দেশমত সাধারণের ব্যবহার্য্য খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যতালিকা প্রদত্ত হইল। মনে রাখা উচিত ইহা রাজধানীর (দিল্লীর) বাজার দর। মফঃস্বলে আরও শস্তা ছিল।

গম	এক মণ	১২ দাম	ঃ টাকা	।০,৬ গণ্ডা
যব		৮		৶ ৪
চাউল		. .	১ টাকা হইতে আট আনা	
কলাই দাল		১৬ দাম	টা	।৵৮
মুগের দাল		১৮ .	৯/২০	।৶৪
মটরের দাল	„	১৬½ .	২০	।৵১২
মটর দাল	.	১২ .	৩/১০	।০,১৬
ময়দা		২২—২৫		॥,১০ – ।৵
বেশম	.	২২		॥,১০
তৈল		৮০		২৲ টাকা
ঘৃত	„	১০৫		২॥৵০
মেষ মাংস	„	১॥৵	গোল মরিচ এক সের ১৭ দাম	

(১) এই তঙ্কা সম্বন্ধে নানা মত আছে।

ছাগ মাংস	একমণ	১৷/০	আদা	এক সের	২২ দাম
দুগ্ধ	„	॥৵০			
দধি	.	।৶৪	জাফ্রান	„	।০
চিনি	„	৩৶৫			
গুড়	.	১।৵৮			

তরকারি ও ফলমল এইরূপই সুলভ ছিল। সাধারণের প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যের মল্য ও খাদ্যের অনুপাতে ছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। নিম্নে বস্ত্রাদির বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইল।

তসর কাপড়	এক থান	১ হইতে ২ টাকা
বাফ্তা	„	১২ টাকা হইতে ৫ মোহর
উৎকৃষ্ট মলমল	„	৪ টাকা
ঢাকাই মসলিন্	.	৩ টাকা হইতে ১৫ মোহর
সুতি কাপড়	„	২ টা হইতে ২৲ টাকা
পট্টু	„	১৲ হইতে ১০৲ .
কম্বল	এক খান	চারি আনা হইতে ২৲ টাকা

সাধারণ তসর বা সুতি কাপড় দিল্লী অঞ্চল অপেক্ষা বাঙ্গলায় অধিক সুলভ ছিল, এ কথার উল্লেখ সম্ভবতঃ অনাবশ্যক। এই সময়ে বিবাহের বধূর নিমিত্ত খুঞা শাটি (ক্ষৌম) ৪২ গণ্ডায় পাওয়া গিয়াছে। (১) আকবর বাদশাহের সুদীর্ঘ রাম-রাজত্বে আর অন্নকষ্টের কথা শুনা যায় না। এ সময়ের অবস্থা সবিশেষ অনুধাবন করিতে হইলে, লোকের পারিশ্রমিক সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

সূত্রধর—দৈনিক	৭ দাম	হইতে	২ দাম
আরাকোসী (কাঠ করাতী)			২ দাম
ইষ্টকনির্ম্মাতা	৩২		৩ দাম
সুরকি কোটা—৮ মণে			১২ দাম .
বাঁশ ডোম, দৈনিক	.	.	২ দাম
ভেস্তী	৩ হইতে ২ দাম (৪০ দাম=১ টাকা)		

এক্ষণে সৈন্যবিভাগের বেতন দেখুন, দশ হাজারী সেনাপতি বার্ষিক

১। মাধবাচার্য্যের চণ্ডী

বৃষ্টি সহস্র, ৮ হাজারী ৫০ সহস্র, তিন হাজারী ১৬।১৭ হাজার ও এক হাজারী সেনানী ৮ হাজার টাকা বেতন পাইতেন। সাধারণ অশ্বারোহী সৈনিক ৩০৲ হইতে ১২৲ টাকা, পদাতিক ৫০০ হইতে ২৪০ দাম, এবং দ্বারবান্ ২০০ হইতে ১২০ দাম মাসিক বেতন পাইত।

এই সমস্ত উপকরণ হইতে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু তাঁহার বর্ত্তমান হিন্দু-সভ্যতার ইতিহাসে দেখাইয়াছেন, পশ্চিমাঞ্চলের ডালরুটীভোজী একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় মাসিক খাদ্য একালে নিম্নলিখিতরূপে সংগৃহীত হইতে পারিত।

আটা	২৫ সের	মূল্য	৩ আনা	৯ পা
দাল	৫ „	„	„	৭½ পা
ঘৃত	১ „	„	১ „	½ „
লবণ	১ „	„	„	২⅞ পা
		মোট	৫ আ	৭⅞ পা

অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর নিমিত্ত কিঞ্চিৎ হাতে রাখিয়াও এই অবস্থায় স্ত্রী ও তিনটি শিশু সহ এক পরিবারের পাঁচ সিকায় মাস চলিতে পারিত। অতএব একজন ভিস্তীওয়ালারও এরূপে মাসিক আট আনা পয়সা সাংসারিক অন্যান্য খরচের নিমিত্ত থাকিয়া যাইত। একালের আট আনা পয়সার ক্রয়-ক্ষমতা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মূল্যতালিকা হইতেই সবিশেষ উপলব্ধ হইবে। আদর্শ-নরপতি আকবর শাহের সুদীর্ঘ রাজ্যকালে অন্ন দুর্ভিক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায় না। জাহাঙ্গীরের সময়েও কোনরূপ অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় নাই।

বাদশাহ শাজাহানের রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে বালাঘাট ও দৌলতাবাদ প্রদেশে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন গুজরাট ও খান্দেশ প্রভৃতি অঞ্চল লইয়া এক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, ১০৪০ হিঃ (১৬৩০—৩১ খৃঃ)। মোগল-রাজত্বে ইহাই সর্ব্বপ্রধান অন্নকষ্ট, ইহার বর্ষব্যাপী প্রকোপে দক্ষিণপশ্চিমের উপকূলভাগ বিত্রস্ত হইয়াছিল, "একখানি রুটীর জন্য লোকে জীবনবিক্রয়ে উদ্যত, কিন্তু ক্রেতা কেহই ছিল না। কসাইগণ ছাগমাংস বলিয়া কুকুরের মাংস বিক্রয় আরম্ভ করে, ময়দায় মৃতমনুষ্যের হাড়ের গুঁড়া মিশাইয়া দেয়"। অপরাধিগণ শাস্তি পাইলেও দুর্ভিক্ষের প্রতীকার হয় নাই। আদিল্‌শাহী দুর্ভিক্ষের মত এবারেও লোকে নরমাংসে উদরপূর্ত্তি করিয়াছিল। "লোকে সন্তানের স্নেহ অপেক্ষা তাহার মাংসই অধিক সুস্বাদু মনে করিয়াছিল"—

লিখিয়া সমসাময়িক ঐতিহাসিক এই দুর্ভিক্ষের ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কত কত উর্বর ভূমিখণ্ড জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। মুসলমান লেখকের বিশ্বাস, এরূপ দুর্ভিক্ষ "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি"। ইহাই লোকপ্রসিদ্ধ দুর্ভিক্ষ বলিয়া পরিচিত রহিবে, তিনি এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীও ঘোষণা করিয়াছেন। এই দুর্ভিক্ষ প্রশমনের যে উদ্যম হইয়াছিল, তাহা সেকালের ব্যবস্থায় যথেষ্ট মনে হইলেও, প্রতীকার কিছুই হইয়া উঠে নাই। বাদশাহ এ সময়ে দেশবিজয়কামনায় দক্ষিণাপথে ছিলেন। নানা স্থানে অন্নসত্র স্থাপন করিয়া রুটী ও ঝোল বিতরণ এবং প্রতি মঙ্গলবার (বাদশাহের জন্মদিনে) বুর্হানপুর বাদশাহশিবিরে পাঁচ হাজার ও আমেদাবাদে আড়াই হাজার টাকা দান চলিয়াছিল। পাঁচ মাস এইরূপ অর্থাদি বিতরিত হইলেও দুর্ভিক্ষের অবসান হয় নাই, প্রধান দুইটি নগরের এইরূপ দান দ্বারা জনসাধারণের নিকট পঁহুছে নাই। অতঃপর বাদশাহ সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়া চল্লিশে এক টাকা হিসাবে দুই বৎসরের রাজস্ব রেহাই দেন। পাদশা-নামা গ্রন্থকারের মতে সমগ্র রাজত্বের রাজকরের [illegible] অংশ ছাড়িয়া দেওয়া হয় (সমগ্র রাজকর তাঁহার মতে প্রায় কুড়ি কোটি টাকা)।

আরঙ্গজেবের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে কোনও অন্নকষ্টের উল্লেখ নাই। সংকার্য্য ও বিপদে সাময়িক কৃচ্ছ্রতা ধর্ত্তব্য নহে। শাজাহানের দুর্ভিক্ষের পর হইতে সদর-ই-আম প্রভৃতি সাধারণ হিত বিভাগে দুর্ভিক্ষ প্রতীকারের উদ্দেশ্যে প্রধান প্রধান স্থানে শস্য মজুদ রাখিবার ব্যবস্থা কিয়ৎপরিমাণে কার্য্যে পরিণত হইতেছিল। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসেও সাময়িক দুর্ভিক্ষের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু বঙ্গদেশে সেকালে কোনও অন্নকষ্টেরই প্রমাণ নাই। সেকালের বাঙ্গালার অবস্থা অনুধাবন করিতে হইলে, সুবিখ্যাত ফরাসী পরিব্রাজক বার্ণিয়ের বিবরণ লক্ষ্য করিতে হইবে। বার্ণিয়ে লিখিয়াছেন, (১৬৫৬—৫৮ খৃঃ) "চিরকাল মিশর দেশই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাধিক উর্ব্বর ও শস্যশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু আমি দুইবার বাঙ্গালায় গিয়া স্বচক্ষে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে বঙ্গদেশেরই এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান দাবী। এখানে তণ্ডুল এত অধিকপরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, নিকটবর্ত্তী প্রদেশের কথা দূরে থাকুক, বহুদূরবর্ত্তী নানা দেশের লোকেও এই অন্নে পালিত হয়। করমণ্ডল উপকূলে মছলীপত্তন প্রভৃতি বন্দরে এবং সিংহল মালদ্বীপ প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহে এই চাউল প্রেরিত হয়। চিনি এখানে যথেষ্টপরিমাণে

উৎপন্ন হয় এবং দক্ষিণাপথ ও আরব, মিসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হয়, নানারূপ সুখাদ্য ফল ও মিষ্টান্নের জন্য বঙ্গদেশ সুবিখ্যাত। লোকে অন্নভোজী বলিয়া গোধূমের চাষ অল্প, মিশরের মত না হইলেও গোধূম এখানে যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। চাউল, ঘৃত ও নানাপ্রকার তরকারী এখানে অতি তুচ্ছ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এক টাকায় বিংশত্যধিক উৎকৃষ্ট পক্ষী পাওয়া যায়, ছাগল ও মেষ প্রচুর, শূকর এতই প্রচুর যে, পর্তুগীজেরা এই মাংস খাইয়া প্রাণধারণ করে। নানারূপ মৎস্য অপর্য্যাপ্ত মিলে। এক কথায় লোকের জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যে বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ। এই জন্যই পর্তুগীজগণ স্থায়িভাবে এ দেশে বাস করিয়াছে।" এই সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধির নিমিত্তই মোগল-রাজত্বে বাঙ্গলা দেশ 'জিন্নেৎ উল বেলাৎ' (স্বর্গভূমি) আখ্যা পাইয়াছিল।

পরবর্ত্তী কালে বঙ্গের অবস্থার যে ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা এই—সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে অমরনামা শায়েস্তা খাঁর সুশাসনে কিছুকাল বঙ্গদেশে টাকায় আট মণ চাউল বিক্রীত হইয়াছিল। নবাব শায়েস্তা খাঁ এই কারণে নিজ নামে ঢাকার পশ্চিম দিকে একটি তোরণদ্বার নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার শিরোভাগে লিখিয়া দেন যে, যে রাজার রাজত্বকালে পুনর্ব্বার এইরূপ সুলভ মূল্যে দ্রব্যাদি না পাওয়া যাইবে, তিনি যেন ঐ দ্বার উদ্ঘাটন না করেন। অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর রাজত্বে চাউল সাধারণতঃ টাকায় ৫।৬ মণ ছিল, অন্যান্য দ্রব্যও সেই পরিমাণে সুলভ ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। মুসলমান ঐতিহাসিক এই জন্যই সানন্দে লিখিয়াছেন, (১) 'এমন কি, মাসে এক টাকা আয় হইলে এক জন লোক দু'বেলা উদর পূর্ত্তি করিয়া কালিয়া পোলাও খাইতে পারিত। দরিদ্র ফকীরগণ একালে সুখে স্বচ্ছন্দে ভগবানের নাম করিয়া কালযাপন করিত।' ইহার কিয়ৎকাল পরেই মুর্শিদকুলী খাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খাঁর নামে যশোবন্ত রায় ঢাকায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। তাঁহার শাসনগুণে অচিরে প্রদেশের কৃষিবাণিজ্যাদির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। এই সময়ে পুনরায় ঢাকা প্রদেশে টাকায় আট মণ চাউল বিক্রীত হওয়ায় তিনি মহাসমারোহে উল্লিখিত আবদ্ধ তোরণদ্বার মুক্ত করেন।

১) রিয়াজ-উস-সালাতিন (অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের তারিখ বাঙ্গালা অবলম্বনে)

এই কালের ইংরেজ কোম্পানীর হিসাবের কাগজপত্রে (১) দৃষ্ট হয়, ১৭১০ খৃষ্টাব্দে একবার কলিকাতা অঞ্চলে লোকের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে চাউলের দর টাকায় এক মণ দশ সের হইয়া পড়ে। এ সময়ে কোম্পানীর বাঙ্গালী শিক্‌দারের বেতন মাসিক ৪৲ টাকা ছিল। তহশীলদারের তিন টাকা হইতে ২॥ টাকা ও পাইকের ২৲ টাকা ছিল। তহশীলদার বা পদাতিক-শ্রেণীর উপরি আয় ছিল, স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। পাঁচ টাকার গ্রাম্য গোমস্তার বাটীতে দোল দুর্গোৎসব হইত। সাধারণ লোকের দিনমজুরী তিন শতাব্দী ধরিয়া দৈনিক এক আনা ছিল, দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্গীর হাঙ্গামায় পশ্চিমবঙ্গ বিধ্বস্ত হইলেও পূর্ব্বদেশে লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল না। বর্গীর হাঙ্গামায় রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে রাঢ় অঞ্চলে অন্ন-কষ্ট দর্শন দিয়াছিল। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ২০শে নবেম্বর কলিকাতার কোম্পানীর প্রধান তহশীলদার গোবিন্দরাম মিত্র রিপোর্ট করিয়াছেন, 'ষাট বৎসর ধরিয়া যেরূপ দুর্ভিক্ষ ঘটে নাই—অধুনা দুই বৎসর ধরিয়া তাহাই উপস্থিত হওয়ায় কোম্পানীর মাহলখানায় অন্ন জমা রাখা কঠিন হইয়াছে'। (২) তাহার নির্দ্দেশ মতে ১৭৫১ ও ৫২ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে চাউল ৩২ ও ১৬ সের, অন্য শস্য এক মণ ও ১২ সের, এবং তৈল ৮ ও ৬॥ সের হইয়াছিল। কলিকাতা কাউন্সিলের মন্তব্যপত্রে দৃষ্ট হয়, ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে কার্পাস দুই টাকা হইতে আড়াই টাকা মণ এবং চাউল দুই মণ বিশ সের হইতে তিন মণ করিয়া বিক্রীত হইত, কিন্তু ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে সকল সামগ্রীর মূল্য শতকরা ত্রিশ টাকা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে সরু চাউল ৩২॥ সের ও মোটা এক মণ দর হইল, এবং প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় ভবিষ্যৎ ভরসা বিলক্ষণ সন্তোষজনক হইয়া উঠিল। এ সময়ে খাজাঞ্চী তহশীলদারের মাসিক বেতন পাঁচ টাকায় উঠিয়াছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বহরমপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট নির্ম্মাণের প্রথম প্রস্তাবে জঙ্গল পরিষ্কার ও মাটী কাটিবার কার্য্যে কুলিগণকে দিবার নিমিত্ত 'আনা' মুদ্রিত করিবার কল্পনা হইল। ইতিপূর্ব্বে কড়ি দ্বারা এই শ্রেণীর লোকের দৈনিক বেতন দেওয়া হইত, বহুলোকের কার্য্যে কড়ির বিনিয়োগে গোল হইবার সম্ভাবনা বলিয়াই এই প্রস্তাব। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম্ নির্ম্মাণে সাধারণ

(১) Wilson's Early Annals and Records—vol, I

(২) Rev. Long's Selections from Bengal Records P ২8

কুলীদিগকে মাসিক তিন টাকার অপেক্ষাও অল্প দিতে আরম্ভ করিলে অনেকে কার্য্যত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল; সাধারণ কৃষকেরা এ সময়ে মজুরগণকে ইহা অপেক্ষা অধিক দিত।

স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাটোয়া অঞ্চলে হস্তলিখিত মহাভারতের অনুসন্ধান করিবার সময়ে একখানি মহাভারতের মধ্যে একটি দুর্গোৎসবের ফর্দ্দ পান, উহা কিছুদিন পূর্ব্বে আমার হস্তগত হইয়াছে। ১১৮৭ সালে (১৭৮০ খৃঃ) কাটোয়ার নিকটস্থ কোন গ্রামে জনার্দ্দন শর্ম্মার বাটীতে যে দুর্গোৎসব হইয়াছিল, তাহার খরচ দেখুন:—

প্রতিমা	৫৲	চূর্ণ	৫১০
পুরোহিতের দক্ষিণা	৮৲	চন্দন ধূপাদি	।৵১০
ভাল চাউল ১৭/ মণ	৬।০	বাদ্যকর	৩৲
কাপড়	৮৲	গুড়	৬৲
ভাল আতপ চাউল		দধি	৫৲
৪/ মণ	২।০	দুগ্ধ	৩৲
কলাই	॥০	চিনি	॥০
ঘৃত ১/ মণ	৫৲	কাষ্ঠ	২৲
ময়দা ৪/ মণ	২।৴০	নারিকেল	২৲
ক্ষীর	৫৲	লবণ	॥০
সন্দেশ	৭৲	পান সুপারি দি. (?)	১৲
তরকারী দিঃ	২৲	শপ ১টা	॥০
তৈল ১॥০ মণ (?)	২৲	নাপিত	॥০
ফল ফুলারী	১৲	বেহারা	১৲
মসলা দিঃ	১৵০	মোট খরচ	৮০৸৵১০

দেখিলেন, পূজা বড় মন্দ হয় নাই। দ্রব্যাদির মূল্যের অনুপাতে পুরোহিত মহাশয়ের (বা দুই জনের) দক্ষিণার ব্যবস্থা এবং বাদ্যকর বিদায়ের কথাটাও এই সঙ্গে অনুধাবন করিবেন। মোটা চাউল শর্ম্মার ঘরেই ছিল।

এই সময়ে কোম্পানীর দপ্তরের অন্যান্য কাগজ পত্রেও দ্রব্যাদির মূল্য এবং লোকের পারিশ্রমিক সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। ইহা হইতে হিসাব পদস্থ কর্ম্মচারিসুলভ উপরি পাওনার অঙ্ক বাদ দিতে হইবে। সুবৃষ্টি-নিবন্ধন সুজন্মা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের এই সুলভতার একতম কারণ

হইলেও রপ্তানী বন্ধ থাকাই ইহার প্রধান কারণ সন্দেহ নাই। এইরূপ ব্যবস্থায় সাধারণ শ্রমজীবী ও শিল্পিপ্রভৃতির সুবিধা হইলেও ইহা কৃষকের পক্ষে লাভজনক নহে, রাজকর ও সাধারণ আবশ্যক অত্যল্প ছিল বলিয়াই গ্রাসাচ্ছাদনের কোন অভাব হইত না। দশ সালা বন্দোবস্তের কয়েকবর্ষ পূর্ব্বাবধি স্বীয় অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানে কোলব্রুক নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এ সময়ে বাজরা, জোয়ার ও ভুট্টার মণ আট আনা, সকলপ্রকার কলাই দশ আনা এবং চাউল, গম ও যবের দর গড় বার আনা ছিল। তাঁহার নিজের মন্তব্যই অনুমিত হয় যথাসম্ভব অধিক মূল্যের গড় ধরা হইয়াছে (১)। ঘৃত টাকায় পাঁচ সের মিলিত। এই সমস্ত দেশের যে অংশে দ্রব্যাদি অপেক্ষাকৃত দুর্লভ, সেখানকার বিবরণ হইতে গৃহীত এবং কয়েকটি অজন্মার বৎসরের গড় বলিয়া পড়তা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর হইয়াছে। কৃষাণের মাসিক বেতন তিনি এক টাকা হইতে আট আনা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহা অবশ্য আহার্য্য ও পরিধেয় ভিন্ন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান অঞ্চলের কৃষাণের পারিশ্রমিক এইরূপই ছিল, দেখা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের কৃষক ও শ্রমজীবীর অবস্থা বাঙ্গলার অবস্থার সহিত তুলিত হইতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীতে সেখানে গোধূমের মূল্য গড় এক কোয়ার্টারে (২) ৩৮ শিলিং ২ পে ছিল। অষ্টাদশে, ১৭০১—৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গড় ৩২ শি —১পে হয়। সপ্তদশে সাধারণ মজুর দৈনিক ১০২পে, পাইত, পরবর্ত্তী কালে ১২ পে, পাইয়াছিল। (৩) সুতরাং শেষে কৃষকের অপেক্ষা ব্যবসায়ী লোকের সুবিধা ছিল। ১৭৬৫ হইতে বিলাতে দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমশঃ উচ্চতর হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

নবাবী আমলের শেষাবস্থার বিপ্লবে, বিশেষতঃ মীর্ কাসেমের অসঙ্গত কর-বৃদ্ধি ও সরকারী আমিল্ দ্বারা সমস্ত রাজকর আদায় লইবার উদ্যমেই বাঙ্গালী কৃষকের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত। কোলব্রুক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, 'একস্থানে বৎসরের পঞ্চম মাসে মীরকাসেমের কর্ম্মকর্ত্তৃগণ শতকরা ত্রিশ টাকা রাজস্ব ও মাথট

(১) Colebrooke's Husbandry and commerce of Bengal 1804। ইংরাজ অধিকারের প্রথমাবস্থার বিবরণে এই বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত হইবে।

(২) এক কোয়ার্টারে প্রায় ছয় মণ।

(৩) Arthur Young, quoted by Thomas Tooke in his History of Prices vol. 1, p 55, and see also Thorold Rogers—Six centuries of wages vol II and Ruggles History of the poor &c.

প্রভৃতিতে বঞ্চিত করেন। পরবর্ত্তী বর্ষ হইতে সেই অঞ্চলের রাজকর বিলক্ষণ হ্রাস হইয়া গেল, 'প্রজাবর্গের অধিকাংশই পলায়ন করিয়াছিল'। ইংরেজ কোম্পানীর দেওয়ানী-গ্রহণের পর ইংরেজ কর্ম্মচারী ও তদনুগত মহম্মদ রেজা খাঁর বর্দ্ধিত রাজকর আদায়ের প্রয়াসে অত্যাচার উৎপীড়নে এবং কিয়ৎপরিমাণে দৈবদুর্বিপাকে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ বঙ্গভূমির এক দেশ উৎসন্ন করে, সেই ছেয়াত্তুরে মন্বন্তর (বাং ১১৭৬ সন) কথা অনেকের নিকট সুপরিচিত। এই সময় হইতে কতিপয়বর্ষব্যাপী অন্নকষ্ট ও অরাজকতায় বাঙ্গলার অনুসঞ্চিত ধনভাণ্ডারের যথেষ্ট ক্ষয় হইয়া যায়। অতঃপর লর্ড কর্ণওয়ালিসের দশসালা বন্দোবস্তের পরে ক্রমাগত প্রজন্মার এবং কিয়ৎপরিমাণে জমিদারগণের কৃপাদৃষ্টির ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে কিয়ৎকাল পুনরায় দ্রব্যাদির সুলভতা ও কৃষি শিল্পের উন্নতি লক্ষিত হয় (১)। "অশীতি বর্ষ পূর্ব্বে কাটোয়া অঞ্চলে ঘৃত প্রতি ৮ সের ও তৈল ১৬ সের করিয়া মিলিত, আশু ধান্যের গ্রাহক হইত না। আটত্রিশ বর্ষ পূর্ব্বে লেখক এক ষষ্টিবর্ষবয়স্ক তন্তুবায়ের নিকট শুনিয়াছেন, তাহার পিতার যৌবনাবস্থায় তাহার পিতামহ জনৈক কৃষকের গৃহজাত কার্পাসসূত্র দ্বারা আটখানি বস্ত্র প্রস্তুত করে। ইহার মজুরী এক টাকার বিনিময়ে কৃষকরাজ তন্তুবায়ের গৃহ হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে খামারে আশুধান্য প্রদান করেন। সমস্ত দিন পিতা পুত্রে মস্তকে বহন করিয়া ঐ ধান্যের শেষ না হওয়ায় বৃদ্ধ তন্তুবায় মহাক্রোধে অন্য ধান্য মিশ্রিত করিয়াছে বলিয়া কৃষকের প্রতি অনুযোগ করে। প্রথিত "সব ধান বাইশ পশুরি" প্রবচনে কাটোয়া অঞ্চলের এই কালের শস্যের দর অবগত হওয়া যায়। বর্ত্তমান বাজার দর ও পারিশ্রমিক সাধারণের সুপরিচিত, সুতরাং সেকালের সহিত তুলনা সহজ সাধ্য।

(১) পরবর্ত্তী প্রবন্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা সবিশেষ সমালোচিত হইবে।

পরিশিষ্ট (ক)।

সাধারণ সুবাদারী ফর্ম্মান্।

যিনি ঈশ্বরের ছায়া—যাহার বদান্যতা ও অনুগ্রহের মল হইতে জগতের আলোকদাতা পদ্মের পকাশ—সেই সম্রাটের আদেশে অভিজাতদিগের মধ্যে সর্বিশেষ সম্মানিত, সাম্রাজ্যের স্তম্ভ, শুভাদৃষ্টের বল, মহত্বের আদর্শ ·· কে প্রদেশের সুবাদার, সেনানায়ক ও শাসকের উচ্চপদ প্রদত্ত হইতেছে, সেখানে তিনি যেরূপ উচিত মনে করিবেন, তদনুসারে গঠনের বা ভঙ্গের, নিয়োগের বা কর্ম্মচ্যুতির ক্ষমতা তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হইতেছে। তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা, দয়া, অভিজ্ঞতা ও সাহসের নানা প্রমাণ সত্ত্বেও তাঁহাকে নিম্নলিখিত নিয়মাবলীর মধ্যে কার্য্য করিতে হইবে। সে সকলের রেখা মাত্র ব্যতিক্রম হইতে দিবেন না। ..

তিনি দেশের নিঃশঙ্কতা ও সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। দুর্ব্বল যেন সবল কর্ত্তৃক নিপীড়িত বা তাহাদের এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অধিকারচ্যুত না হয়। তিনি দেশের আচার ও প্রজাবর্গের স্বত্ব বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিবেন এবং প্রাদেশিক ব্যয় ও জায়গীরদারগণের উপস্বত্ব বাদে রাজস্বের হিসাবের জন্য রাজ নিয়োজিত কর্ম্মচারীদিগের নিকট দায়ী থাকিবেন। যাহারা প্রচলিত শুল্ক ও নির্দ্ধারিত খাজানা দিতে অস্বীকার করিবে, তিনি তাহাদিগকে দণ্ড দিবেন এবং তাঁহার কার্য্যবিবরণ নিয়মমত সদরে প্রেরণ করিবেন।

সমস্ত মুতঃসুদ্দী, ক্রোরী, জায়গীরদার, জমিদার, কানুনগো, চৌধুরী, মকাদেম্ ও রায়ৎগণকে জানান যাইতেছে যে, অভিজাতগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত …সুবার কর্ত্তা নিয়োজিত হইলেন। তাহারা যেন কোনক্রমে তাঁহার ন্যায্য আদেশ অমান্য না করে, এবং তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন থাকে। যদি কোন জায়গীরদার, জমিদার বা অন্য কেহ তাঁহার ন্যায্য আদেশ বা দাবী অমান্য করেন, তবে তিনি তাহাদিগকে উৎখাত করিবেন, এবং যাহাতে আমরা এ বিষয়ের বিচার করিতে এবং আবশ্যক হইলে ঐ সকল ব্যক্তির স্থানে অন্যকে নিয়োগ করিতে পারি, তজ্জন্য তাহাদের ব্যবহারের বিবরণ সদরে পাঠাইবেন।

এই আদেশ মত কার্য্য হইবে, অন্যথা না হয়।

(২) দেওয়ানী ফর্ম্মান্।

(নানা বিশেষণ সমন্বিত)···কে · স্থবার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিয়া আদেশ দেওয়া যায় যে, তিনি প্রচলিত প্রথা ও নিয়ম অনুসারে, সরকারী মালজাৎ এবং সায়ের জাৎ রাজস্ব আদায়, জায়গীরদারগণের কার্য্য ও সাধারণতঃ রাজস্ব সম্বন্ধীয় সমগ্র ব্যবস্থা পরিদর্শন করিবেন। প্রথামত রাজকীয় সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহের পর অবশিষ্ট রাজস্ব রাজকোষে প্রেরণ করিতে হইবে এবং ইহার হিসাব ও পূর্ব্বতন দেওয়ানের হিসাব ও সদরে পাঠাইবেন। যাহাতে আমাদের সুখ-শাসনে প্রজাবর্গ বর্ষে বর্ষে নিরাপদে গৃহ, আবাদ ও অন্যান্য অধিকার ভোগ করিতে পারে এবং দেশের ঐশ্বর্য্য ও সুখ বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য তাহাদের প্রতি সদয় ও কোমল ব্যবহার করিতে আদেশ প্রদত্ত হইতেছে।

ক্রোরী, কানুনগো, জায়গীরদার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর রাজস্ব বিষয়ক কর্ম্মচারীকে জানান যাইতেছে যে, উক্ত প্রশংসিত ব্যক্তিকে আমাদের রাজকীয় নিয়োগে দেওয়ান্ বলিয়া স্বীকার করেন এবং দেওয়ানী সংক্রান্ত কার্য্যে তাঁহার নিকট দায়ী থাকেন, কিছুই গোপন না করেন, এবং তাঁহার আইনসঙ্গত ও দেশের হিতসাধক ও শ্রীবৃদ্ধিকর আদেশাদি মান্য করেন।

এই নির্দ্দেশমত কার্য্য হয়, ব্যতিক্রম না ঘটে।

(৩) কানুন্‌গোর ফর্ম্মান্।

মোহর।
মহীউদ্দীন মহম্মদ আলমগীর
বাদশা গাজী ১০৯০ হিঃ

উপস্থিত সময়ে সর্ব্বজন-মাননীয় এই ফর্ম্মান্ প্রচার করা যাইতেছে। স্থবা বাঙ্গলার অর্দ্ধাংশ কানুনগোই কাশী বিনোদের মৃত্যুর পরে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরি নারায়ণকে বর্ত্তমান বর্ষের প্রথমে দেওয়া গেল। তিনি এতৎসংলগ্ন নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। সমস্ত বিষয়ে সরকারের হিতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, সত্যের পথে অটল থাকিয়া এবং রাজ্যের মঙ্গল ও ক্ষেত্রের উন্নতির দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়া সেরেস্তার বাঁটোয়ারা ও খারিজ দাখিল পরিষ্কাররূপে নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া নিজ দপ্তর ঠিক রাখিবেন। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ হাকিমান্, আমলা,

জায়গিরদারান্‌, করোরিয়ান্‌ ইঁহাকে সুবার অৰ্দ্ধেক কানুনগোই কার্য্যের ভার প্রাপ্ত এবং বাঙ্গলার ভূসম্পত্তির বন্দোবস্ত জন্য বিশেষ শক্তিবিশিষ্ট বিবেচনা করিবেন। প্রতি বর্ষে ইঁহার নিকট এজন্য নূতন সনন্দ দেখিবার প্রয়োজন হইবে না। আরও জানান যায় যে উক্ত সুবার সমস্ত জমিদার, চৌধুরী ও প্রজাবর্গ উক্ত প্রশংসনীয় কানুনগোকে এই কার্য্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত জানিয়া নিকাশ ও অন্যান্য সরকারের হিসাব কার্য্যে তাঁহার আদেশের বহির্ভূত হইয়া চলিবেন না। ২০ সফর ২২ জুলুস্‌। (১০৯০ হিজরী ১৬৭৯ খৃঃ)

এই ফর্ম্মানের পৃষ্ঠে লিখিত ইয়াদ্‌দস্তে কানুনগোই কার্য্য বিভাগের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। "২১ জুলুস-১৫ই শাবন এই মর্ম্মে এক রিপোর্ট পাওয়া যায় যে পূর্ব্ব সুবা বাঙ্গলার কানুনগোই কার্য্যে বিনোদ নিযুক্ত ছিল এবং সরকার হইতে বিনোদের অঙ্গীকৃত এক লক্ষ টাকা পেস্কস স্বীকার করা হইয়াছিল। পরে ১০ জুলুস ১০৭৯ হিঃ ১৬৬৮ খৃঃ) দেওয়ান্‌ আমানৎ খাঁর আমলে রঘুনাথ নামক ব্যক্তি কানুনগোই ফরমান্‌ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারী দেবকী আপত্তি করিলে ত্রিশ হাজার টাকা পেস্কস লইয়া দেবকীকে অর্দ্ধাংশ কানুনগোই ফরমান্‌ দেওয়ার হুকুম হয়। ১২ জুলুসে রামজীবনের এজাহার [illegible] দেবকীর [illegible] অর্দ্ধাংশ কানুনগোই পদ সে দখল পায় নাই। এক্ষণে আমির উল্‌ ওমরা (উজীর) দেবকীর দাবিকৃত অংশের কানুনগোই পদ [illegible] (অনুষ্ঠান) রামজীবনকে তাহার উত্তরাধিকারী কি না জানিয়া দেওয়ার আদেশ দেন (সন ১২ জুলুস)।

ইহাতে প্রতিপন্ন হইবে, যে কানুনগোই পদ বিভাগের চেষ্টা আরঙ্গজেবের রাজত্বের দশম বর্ষেই হয়, কানুনগোই বিভাগ এই ফর্ম্মান্‌ অনুসারে ১৬৭৯ খৃঃ অব্দে সম্ঘটিত হইয়াছিল।

(৪) জায়গীরদারী ও কাজীর সনন্দ।

এই খাতাপত্র সম্বন্ধে মাননীয় আদেশ অনুজ্ঞা প্রদত্ত হইতেছে যে অভিজাতবর্গের মধ্যে [illegible] স্বরূপ অমুকের দখলী [illegible] পরগণার ভিন্ন ভিন্ন ভূমির উপস্বত্ব টাকা বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম ফসল হইতে রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে সবিশেষ অনুগৃহীত [illegible] কে জায়গির স্বরূপে প্রদত্ত হইতেছে। চৌধুরী, কানুনগো, প্রজা বা যে কাহারও এই ভূমির সহিত কোন সম্বন্ধ আছে, তাহারা যেন উঁহাকে জায়গীরদার বলিয়া স্বীকার করে এবং তাঁহাকে বা তাঁহার কর্ম্মচারীকে

দেওয়ানীর প্রাপ্য কর আদায় দেয়। বাকী কর পূর্ব্বাধিকারীকে দেয়। ইহাতে যেন কোন রূপ বিঘ্ন না হয় এবং আদেশ মত কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

(সে কালে বাদশাহী সনন্দ, কাজী, কারকুন, ক্রোরী, কোতোয়াল্, এমন কি ফোতাদার (পোদ্দার) প্রভৃতিকেও প্রদত্ত হইত। বঙ্গ নবাবী আমলের প্রতিষ্ঠার পরে ক্রমশঃ নিম্নতন কার্য্যের সনন্দ দান স্বাধীন নাজিম স্বহস্তেই গ্রহণ করেন)। প্রধান কাজীর একখানি সনন্দের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—"আমাদের শুভ হিতকর উদ্দেশ্যে ইহাই কর্ত্তব্য যাহাতে ভগবানের প্রজাবর্গ ভ্রমের সঙ্কীর্ণ ও অন্ধতমসাচ্ছন্ন পন্থা হইতে সত্য ও জ্ঞানের সরল পথে আগমন করে। প্রত্যেক দেশে ও নগরে এক একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ধর্ম্মজ্ঞ ও ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক দুষ্ট দুর্জ্জন ব্যক্তিগণের সম্মুখে ন্যায় ও ধর্ম্মের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া না দিলে এই উদ্দেশ্যের সফলতা সম্পাদন হয় না, অতএব অমুকের গুণরাশি লক্ষ্য করিয়া স্থানে, কর্ত্তব্য কর্ম্মে সবিশেষ আস্থা এবং আইনমত ব্যবস্থা করিয়া বিচার বিতরণ জন্য আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তিনি ন্যায়ের পথ হইতে রেখা মাত্র বিচলিত না হন। প্রত্যেক কার্য্যে বিচার এই ভাবে নিষ্পন্ন করেন, যেন শেষ বিচারের দিন (কায়মান্) কল্য আসিবে,—ইত্যাদি।

(৫) জমিদারী সনন্দ (ভূষণা—রামজীবন)।

মোহর্ ফর্‌রোখ্‌শের —১১২৫ হিঃ, প্রদত্ত হিঃ ১১২৯।

উপস্থিত সম্পূর্ণ ফলদায়ক শুভকালে সর্ব্বজন-মাননীয় এই ফরমান্ প্রচারিত হইল যে, সুবা বাঙ্গলার অন্তর্গত ভূষণা জমিদারী বিমজ্জিম্ তপশীল বেশী জমা ও পেষ্কস প্রদান স্বীকারে রামজীবনকে প্রদত্ত হইতেছে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ হাকিম, আমলা ও মুতঃসুদ্দিগণের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা এই রামজীবনকে উক্ত ভূষণার জমিদার জানিয়া তাঁহার উপর এতৎসম্বন্ধীয় কার্য্যভার ন্যস্ত আছে, এইরূপ বিবেচনা করেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার নিকট প্রতিবর্ষে নূতন সনন্দ তলপ করা না হয়। উক্ত রামজীবনের উচিত যে এই এলাকার প্রজা, অধিবাসী ও পথিকগণের হিত-চেষ্টা করিয়া, দরিদ্রগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া, তাহাদিগকে বজায় রাখিয়া, সচ্চরিত্রতার সহিত নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন। প্রজাবর্গ যাহাতে উত্তমরূপে চাষাদি দ্বারা সচ্ছন্দে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে পারে, এবং যাহাতে রাজকর বর্দ্ধিত হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন ও আদায় পক্ষে জুলুম না করেন। ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইলে, নির্দ্ধারিত রাজকর অপেক্ষা

বেশী জমা পেশকস রূপ কিস্তী কিস্তী প্রদান করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, এই রাজকীয় আদেশ পালনে ত্রুটী না করেন। ১লা শাবন, ৬ জলুস।

(এই সনন্দের পৃষ্ঠে ইয়াদদাস্তে অন্যান্য কথার সহিত লিখিত আছে যে সুবা বাঙ্গালার নাজিম নবাব জাফর খাঁ নসিরী (মুর্শিদ কুলী খাঁ) রোবকারী অনুসারে দৃষ্ট হয়, নিম্নের উপর্যুক্তের লিখিত হুজুরের খারিজা জমিদারী জমা নক্দি ও নজরানা স্বীকারে রামজীবনকে প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহাকে সনন্দ দিবার হুকুম মঞ্জুর করা গেল। ২৩শে জেলহজ্জ, ৫ জলুস)।

* এই একই সময়ে রাজশাহী ও ভাতুড়িয়ার নিমিত্ত সনন্দও প্রচারিত হয়। ভাতুড়িয়া সনন্দে, ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির পক্ষে যত্নবান থাকে, পথিকদিগের যাতায়াতের দিকে এবং দুষ্ট প্রকৃতি লোকগণের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখে, ইত্যাদি নির্দ্দেশ আছে। ভবিষ্যৎ বাদশাহী জমিদারী সনন্দগুলি আরও দীর্ঘ, তাহাতে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ভিন্ন, নূতন কর প্রচলন নিষেধ, চোর ডাকাইতের সন্ধান করিয়া তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, পথ ঘাট ভাল রাখা, জমিদারের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

জগৎশেঠের ফর্‌মান।

(বাদশা মহম্মদ শাহ মোহর)

এই শুভকর আনন্দবর্দ্ধক সময়ে আমাদের 'চেহারা সাহাজাদা' দিবাকর বৎ কিরণজাল স্বরূপ এই জগতের নূরীর এবং সুশোভক বংশ উজ্জ্বলকারী আদেশ এবং বিশ্বস্তভাব এবং গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ ফতেচাঁদ 'জগৎ শেঠ' উপাধি এবং মতির গোশোয়ারা (কাণবালা) ও তুরা (থোপা) এবং তাঁহার পুত্র আনন্দচাঁদ 'শেঠ' উপাধি ও মতির বালা প্রাপ্ত হইলেন। সাহাজাদার সনদ বর্ত্তমান ও ভাবী হাকিম, আমলা, মুৎসুদ্দী প্রভৃতির উচিত যে তাঁহারা উক্ত ফতেচাঁদকে 'জগৎশেঠ' এবং তাঁহার পুত্রকে শেঠ আনন্দচাঁদ লেখেন। এ বিষয়ে যত্ন ও মনোযোগ রাখেন। ৪ জুলুস—১২ই রজব।

ইয়াদদাস্তে সুদীর্ঘ বিশেষণে উজীর নিজাম্ উল্ মুল্কের নাম ও তৎপরে তাঁহার মোহর আছে। বলা বাহুল্য, ইহার পর হইতে 'জগৎ শেঠ' উপাধি পুরুষানুক্রমিক হইয়াছিল।

বাদশা শা আলমের প্রদত্ত নিম্নলিখিত সনন্দগুলির ইংরেজী অনুবাদে দৃষ্ট হইবে যে, সম্রাটের ক্ষমতা যত কমিয়াছে, বিশেষণ-ঘটা সেই অনুপাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

1. *Translation of the Firman from the Emperor Shah Alum granting to Nawab Saifud Dowla the Subadari of Bengal, dated 27th June 1766* *

(Seal of Emperor Shah Alum)

. To the Seat of Chiefship and gentility, the centre of respectability and nobility, the focus of rank and dignity, the cream of the Emirs of distinguished position the best among the Khans of high rank, the helper at the battle field of success and prosperity, the support of the pillar of the throne of dignity and magnificence, the administrator of affairs of the kingdom, the manager of matters of importance (concerning the State), the founder of the basis of the affairs of sovereignty, the giver of strength to the foundation of devotion and loyalty, the asylum of true and sincere friends, the pride of the select persons of sincere feelings, the splendour of the sword of kingdom, the polish of the scimitar of the battle-field for discomfiture of enemies, the chosen among the devoted servants, worthy of (royal) favours and kindness deserving of unbounded grace and bounties, the object of boundless munificence, the centre of many loyal wishes Saif-ul-mulk (sword of the kingdom), Saif-ud--dowla Sayyed Najabut Ali Khan Bahadoor Shahamutjung.

Be it known to you, while you are favoured and honoured with our manifold royal favours, as follows —In these auspicious and happy days we being disposed to show our royal favours and kindness towards our servants and proteges have been pleased to confer upon you, who are worthy of (our) favours and bounties, the honor and distinction of *Subadari* of the paradise-like province of Bengal, with *Foujdaries* upon the death of the late Mir Najmuddin Ali Khan (Najum-al Dowlah) You should, by showing your thankfulness towards Our exalted self for these unbounded favours, use your best exertions and endeavours in administering and conducting (the affairs of) the said *Suba* (province), and in according kind and good treatment towards the rent-payers, as also in suppressing and punishing bad characters, and turning out and expelling mischievous people from the precincts of your (territory) And you should exert your best in dealing gently with our subjects and people in general, and in putting a stop to (the use of) intoxicating drugs and other prohibited articles, preventing mischief, disposing of claims, and deciding litigations in accordance with the holy Mahomedan law and the noble principles of justice, so that the inhabitants of that place may, with perfect assurance and peace of mind engage themselves in their respective occupations and avocations, and no oppression and injury may bo suffered by the weak, and no new practices

* বিহার ও উড়িষ্যার নিমিত্তও এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ সনন্দ প্রদত্ত হইয়াছিল

may be introduced On this subject, Our royal directions must be considered as imperative. Written out on the fifteenth day of the holy month of Mohurrum in the 7th year of the auspicious *Juloos.*

Seal of Vizier Mirza Akbar Shah of Gurkani family

Seal affixed on the 18th day of the holy month of Mohurrum in the 7th year of the auspicious *Juloos.*

Contents of the Zimmun.

In the *Risalah* of the blossom of the garden of kingdom and royalty, the flower of the orchard of justice and wise rule, the gentle breeze of the flower garden of good nature and world-adorning qualities the drawn sword of sovereignty and royalty, the polished arrow of the battlefield for discomfiture of enemies and vanquishment of foes, the lion of the forest of manliness and bravery, the horseman of the field of lion like courage and intrepidity, the light of the sanctuary of kingdom, the priceless pearl of sovereignty, the centre of the circle of state and dignity, the lustre of the eye of ample good fortune, the shining star of the forehead of greatness and dignity, the wielder of the sword as well as the pen, the bearer of the standard of pomp and dignity the letters patent of the Council of State and grandeur, the binding of the book of wealth and prosperity, the illuminator of the world of distinction, the pearl of the crown of royalty, the defender of the holy religion, the propagater of commands of the immutable Mahomedan Law, the ever-burning lamp of royalty, the best of the descendants of the Gurkani (family) the light of the eye of auspiciousness, the Vizier of the kingdom, the honoured Mirza Muhammed Akbar Shah Bahadoor

Seal of the Vazier's office affixed on the 9th day of the holy month of Mohurrum in the 7th year of the auspicious *Juloos*

Copied on the 21st day of the holy month of Mohurrum in the 7th year of the auspicious *Juloos*

Copy received in the office of the *Khalsa Sharifa* on the 23rd day of the holy month of Mohurrum in the 7th year of the auspicious *Juloos.*

Seal of the State

The August *Farman* was written out according to the entry in the records of *Khalsa Sharifa* office

II. *Translation of a Sunnad from the Vizier of the Emperor Shah Alum granting to Nawab Saifud-dowlah Jagirs in Bengal, dated the 19th June 1766.*

Seal of the Vizier Akbar Shah Bahadoor.

To the seat of nobility and respectability, the centre of rank and dignity, the English (East India) Company Bahadoor, may you remain the object of the Emperor's favours !

Whereas the sum of five crores, eighty-two lacs, eight thousand five hundred and thirty dams, from the paradise-like *Suba* [province] of Bengal, subject to condition and without condition, is upon the death of Mir Najmuddin Ali Khan, fixed [*i e* granted] as the *Jagir* of the sea of nobility and respectability, Saiful Mulk Saifuddowla Sayyed Najabut Ali Khan Bahadoor Shahamutjung, commencing from half (*i e*, from) *Rubee* season of *Enut Eal* [or year of the horse] as per details on back, it is, therefore, written (to you) that you should give positive instructions to the *Zemindars* [landholders] of that place to the effect that they should pay up the Government revenue and all civil dues, duly and faithfully according to the usual practice and custom, unto the *Amil* [Revenue Collector] of that place, and that they should not fail to act up to what is just, right, and proper. Written out on the 7th day of the holy month of Mohurrum in the 7th year of the auspicious *Juloos* (অতঃপর ইয়াদ্দস্তে জায়গীরের তপশীল্ প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে।)

III. *Translation of a Firman from the Emperor Shah Alum granting to Nawab Saif ud dowla the title and rank of Monsub of Hast haari* *

Let this be resubmitted.	The whole (of this) is (found correct) according to the *Waquia* (Register)	Resubmitted to His Gracious Majesty on the 17th day of the holy month of Muhurrum in the auspicious year of *Juloos*.

On Thursday, the 3rd of the holy month of Mohurrum in the auspicious 7th year of (*Julus*), corresponding with the year 1180 *Hijri*, in the *Resala* of the seat of nobility and respectability, the centre of courage and bravery, the possessor of knowledge as to matters connected with religion and kingdom, proficient in matters concerning the state and faith, the bearer of the standard of pomp and dignity, the adorner of the carpet of rank and greatness the giver of strength to kingdom and royalty, the confidential officer of the state and kingdom, the contributor of success in battle-fields for conquest of the world, the means of affording pleasure to assemblies of merriment and gaiety, experienced in matters concerning kingdom and wealth, the founder of the basis of riches and prosperity, the possessor of secrets of royalty, the initiated into the mysteries of human nature, the jewel of the mirror of truth and

* গুরুদাসের রাজোপাধি প্রাপ্তির ফর্ম্মানের মুখবন্ধ ঠিক্ ইহারই অনুরূপ। '১০ জুলুস মোতাবেক ১১৮২ হিঃ ৯ই জেকাদা শনিবার. আদেশ প্রচার হইল 'য গুরুদাসকে তিন হাজার মন্‌সবী, দুই হাজার সোয়ার এবং উপাধি বাহাদুরী ও রাজ্‌গী' (রাজাবাহাদুর), ঝালরদার পাল্কী, নকড়া প্রদান করিয়া সম্মানিত করা হয়।' এই দুই ফর্ম্মানেরই ইয়াদ্দস্তে পুনরায় নজবদ্দৌলার সুদীর্ঘ বিশেষণ উল্লিখিত হইয়াছে এবং তাঁহার ও জ্ঞানন্দরামের মোহর আছে। তদ্ভিন্ন উপাধি ও সেনাদলের ভার প্রদত্ত হইয়াছে।

loyalty, the light of the lamp of true friendship and sincerity, the open-hearted companion in assemblies of select friends, the confidential co-adjutor, bearing feelings of sincere friendship, the wielder of the sword and the pen, the counsellor of affairs of the world, the cream of the Khans of high position, the best among the Emirs of noble rank, the disciple of the guide, without show and hypocrisy, the select among the devoted servants, possessed of wisdom the support of warriors of indomitable courage, the pride of heroes of the field of battle the *Emir* skilled in the affairs of administration the wise counsellor of noble rank deserving of honor and respect, worthy of esteem and regard, the pillar of the kingdom of the Solomon-like sovereign, Bukhshi ul-mamalic Amirul Omara Nasirul mulk Najibud dowla Najib Khan Bahadoor Sabut-jung Sipah Sirdar (Commander-in-chief) and during the incumbency of *Waqia* Negarship of the most humble and faithful slave of the sky like threshhold of (royalty), *viz.*, Anundram — it is (hereby) written and orders are issued (to the effect that) Saifud-dowla Sayyed Najabut Ali Khan Bahadoor Shahamutjung has been honored with the rank, *appointment of the office* of *Hast Hazari* [eight thousand] for self with eight thousand for troopers inclusive of the amount originally fixed and the amount newly added out of which three-thousand and one hundred troops are to have two horses (each) — subject to the condition of *Subadari* of Bengal and *Fouzdari* Mukhsoosabad, &c as also the title of Saiful-mulk and the order of *Mahi Maratib* Dated the 10th day of the holy month of Mohurrum in the auspicious 7th year (of *Julus*) Written out on being found correct according to memorandum

'সিরাজুদ্দৌলা'র কথা।

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুহৃদ্বরের অনুরোধে, এই পরিশিষ্টের মধ্যে একটি অবান্তর বিষয় সংযোগ করিতে বাধ্য হইলাম। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় তাঁহার 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে (১৩১৫) পাদ-টীকার অনেক স্থলে আমার মতামতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার 'সিরাজদ্দৌলা' প্রবন্ধ রচনার প্রথম অবস্থায় আমি যে যৎসামান্য উপকার করিয়াছিলাম, তিনি গ্রন্থের কোথাও তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করেন নাই, কিন্তু দোষ-প্রদর্শনে নামোল্লেখ অত্যাবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে!! অক্ষয় বাবু সিরাজ-চরিত্র লইয়া 'ঐতিহাসিক চিত্র' অঙ্কিত করিয়াছেন,—চিত্রে সৌন্দর্য্য ও শিল্পের হিসাবে বর্ণের একটু গাঢ়তা বা অতিরঞ্জন সময়ে সময়ে চলিতে পারে। অক্ষয় বাবু 'মীর কাসেমের' বিজ্ঞাপনে ইহা প্রকারান্তরে স্বীকারও করিয়াছেন। সুতরাং অক্ষয় বাবুর 'চিত্র' যদি ঐতিহাসিক মত ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে, তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। আমার উদ্দেশ্য অন্যবিধ। প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনায় মতভেদ, অনেক সময়ে, অনিবার্য্য। তাঁহার সহিত মতভেদ হওয়ায় ইতিপূর্ব্বে 'মোহনলাল' ও 'সিরাজী

চরিত' প্রবন্ধ 'সাহিত্য' পত্রিকায় লিখিয়াছি। দেশীয় ইতিহাস চর্চ্চার এই প্রথম যুগে কলহ অপেক্ষা পরস্পরের সাহায্যই বাঞ্ছনীয়, আমার উক্ত প্রবন্ধদ্বয় সেই উদ্দেশ্যেই লিখিত,—কেবল ভ্রমপ্রদর্শনার্থ নহে। দীর্ঘকালের পরিশ্রমে সংগৃহীত দেশীয় ও বিদেশীয় বহুতর উপকরণ-সাহায্যে আমি মুর্শিদাবাদের নবাবগণ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহার সমস্তই যে সকলে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিবেন, এমন মনে করি না। অক্ষয় বাবু সিরাজদ্দৌলাকে ইংরেজ-ঐতিহাসিক রাহুর গ্রাস-মুক্ত শশধরের ন্যায় (প্রাচীন কলঙ্ক ত শোভা-বৃদ্ধিই করিতেছে।), প্রতিপন্ন করিবেন, এই উদ্দেশ্য লইয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি কোথাও বা সুপ্রসিদ্ধ 'মুতাক্ষরীণের' প্রমাণ অবহেলার যোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন, আবার কোথাও বা কোন্ সময়ে কোন্ গ্রন্থ রচিত তাহার সন্ধান না লইয়া আমার উদ্ধৃত 'মজঃফর নামা'র কথায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শেষ নবাব নাজিমের আনুকূল্যে লিখিত 'তারিখ্ মনসুরী'কে 'অপেক্ষাকৃত আধুনিক' সংজ্ঞা দিয়া তাহার নির্দ্দেশ আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। আমি 'মীর জাফরকে বাঁচাইতে'—চেষ্টা করিয়াছি মনে করিয়া লইয়া, তিনি যে বক্র কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষারই যোগ্য। অভিজ্ঞ নিরপেক্ষ তৃতীয় ব্যক্তিরা আমার পুস্তক সম্বন্ধে বলেন :—He has brought a truly historic and critical spirit to bear on the subject and has accepted conclusions justified by facts without regret or apology * * * He does not accept the white-washing that Sirajudaulah has undergone at the hands of some of his countrymen" (R Sastri, Bengal Librarian) "The author has brought to bear on the subject an unbiassed mind, a fastidious fondness for accuracy as well as consummate erudition" (A. B Patrika) 'সিরাজউদ্দৌলা, মীরজাফর প্রভৃতি মুসলমান নবাবগণের চিত্র চিত্রণে কালী বাবু পক্ষপাতিত্ব দোষে লেখনী কলঙ্কিত করেন নাই। তিনি ব্যবহারাজীবের ন্যায় কোন পক্ষ সমর্থনের জন্য দৃঢ় সংকল্প লইয়া লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। ধীসম্পন্ন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের ন্যায় তিনি অতুল্য শ্রীসম্পন্ন মূর্ত্তির কৃষ্ণ তিলটিও যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, আবার কুৎসিত চিত্রেরও যেস্থানে একটু শ্রীর আভাষ আছে, তাহা বর্জ্জন করিয়া যান নাই। এই গুণ না থাকিলে সহস্র মৌলিকত্ব সত্ত্বেও কালীবাবুকে আমরা সম্মান দেখাইতে স্বতঃই সঙ্কুচিত হইতাম' (শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন—'ভারতী' ১৩১১)

অক্ষয় বাবু কবিবর নবীনচন্দ্রকে 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য লিখিবার চারি বৎসর পূর্ব্বে রচিত বাঙ্গলা 'ক্ষিতীশ বংশাবলী' পাঠ না করার জন্য অনুযোগ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারি, 'অহো! বাঙ্গলার ইতিহাসের কি সৌভাগ্য!' অক্ষয় বাবু যদি অন্ততঃ ইংরেজীতে লিখিত ঠিক ২ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত মিঃ হিলের সিরাজুদ্দৌলার সময়ের কাগজ পত্রের কিয়দংশও পাঠ করিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার অনেকগুলি পাদ-টীকা সংযোগের শ্রম অনাবশ্যক হইত, আমিও এই অপ্রীতিকর কয়েক ছত্র লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থে স্থান দিবার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতাম। ৬ বৎসর পূর্ব্বে মিঃ হিলের প্রকাশিত কাশিম বাজারের ফরাসী অধ্যক্ষ ল'র লিখিত বিবরণীতে সিরাজুদ্দৌলার ঘাটে ঘাটে চর পাঠাইয়া গঙ্গাস্নানার্থ সমাগতা সুন্দরী স্ত্রীলোক ধরিবার এবং খেয়াঘাটের নৌকা ডুবাইবার কথা আছে। ল সিরাজের শত্রু ছিলেন না। মৈত্রেয় মহাশয় এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সিরাজের চরিত্রহীনতার নিদর্শন যেখানে যাহা পাইয়াছেন, সযত্নে সঙ্কলিত করিয়া দিয়াছেন" —অবশেষে তিনিও,—গুর্ব্বিণীর গর্ভবিদারণ, জলে জনপূর্ণ পোত-নিমজ্জনাদি—প্রকৃত নহে বলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। মৈত্র মহাশয় জানেন না যে, প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাবে আমাদিগকে কত দেশীয় জনশ্রুতি ও বি-নামা পারসী গ্রন্থকারের উক্তি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে, অন্যত্র তাহার দুই চারিটি প্রকাশ করিব। ফরাসী ল'এর সংগৃহীত প্রবাদও যে সাবধানে গ্রহণীয়, ইহাই গ্রন্থভাগে উল্লেখ করা গিয়াছে। 'অন্ধকূপ হত্যা' সম্বন্ধে ইংরেজী, ফরাসী ও ওলন্দাজ দপ্তরের কাগজপত্র ও অন্যান্য সমসাময়িক প্রমাণ মিঃ হিল এত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অন্ধ বিশ্বাসী লোকেও এখন উহা উজ্জ্বলতর ভাবে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু 'যুদ্ধে হতাহত কতকগুলি লোক অন্ধকূপে মৃত ব্যক্তিগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে,'—আমাদের এই ধারণা খণ্ডিত হয় নাই। অলমিতি—

পরিশিষ্ট (খ)।

মহারাষ্ট্র-পুরাণ। (১)

(সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।)

প্রথম কাণ্ড।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ।

রাধাকৃষ্ণ নাহি ভজে পাপমতি হইঞা ।
রাত্রি দিন ক্রীড়া করে পরস্ত্রী লইঞা ॥
শ্রীরাম কৌতুকে জিব থাকে সর্ব্বক্ষণ ।
হেন নাহি জানে সেই কি হবে কখন ॥
পরহিংসা পরনিন্দা করে রাত্র দিনে ।
এই সকল কথা বিনে অন্য নাহি মনে ॥
এত অদি পাপ হইল পৃথিবী উপরে ।
পাপের কারনে পৃথি ভার সহিতে নারে ॥
তবে পৃথি চলি গেলা ব্রহ্মার গোচর ।
কহিতে লাগীলা পৃথি ব্রহ্মা বরাবর ॥
পাপের কারনে প্রভু পৃথী হইল ভারি ।
কত ব্যাম পাব আমী ভার সহিতে নারি ॥
এতেক শুনিঞা ব্রহ্মা বোলিছে বচন ।
ব্যাকুল না হইয় তুমি ধৈর্য্য কর মন ॥
পৃথী সঙ্গে করি ব্রহ্মা গেলা শীব স্থানে ।
কহিতে লাগিলা ব্রহ্মা স্তুতি বচনে ॥

(১) এই পুস্তকের বর্ণনার মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য এত অধিক নিহিত আছে যে, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ঘটনার যথাযথ বর্ণনা এবং নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর দরবারের অনেকের নামের ঠিক্ নির্দ্দেশ দেখিয়া ইহা যে অভিজ্ঞ লোকের লিখিত তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। পরিষদের সংগৃহীত পুঁথি ভাস্কর নিধনের ঠিক আট বৎসর পরে নকল করা। এই পুঁথি ময়মনসিংহে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহা রাঢ়ের লোকের লিখিত কি মুর্শিদাবাদ-প্রবাসী ময়মনসিংহের কোন ব্যক্তির রচিত স্থির করা কঠিন। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের গ্রামগুলির যথাযথ নির্দ্দেশে দেখা যায়, কবির এই অঞ্চল বিলক্ষণ জানা ছিল। ইহা হইতে এক নূতন কথা পাওয়া যায়, ভাস্কর পণ্ডিত দাঁইহাটে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন।

তুমি কর্ত্তা তুমি হর্ত্তা তুমি নারায়ণ।
স্থাবর জঙ্গম তুমি তুমি নিরঞ্জন॥
তুমি মাতা তুমি পীতা তুমী বন্ধুজন।
এ মহি মণ্ডল পভু তোমার শিজন॥
এতেক বিনয় যদি কৈলা বন্ধাবর।
হাসিঞা তাহারে তবে বলিলা সঙ্কর॥
এতেক মিনতি কর কীসের কারণ।
বোল দেখি সুনি আমি তাহার বিবরণ॥
তবে ব্রহ্মা বলিলেন হাসি ত্রিলোচনে।
পৃথী ভার সহিতে নারে পাপের কারণে॥
পাপমতি হইল জিব করে দুরাচার।
পাপীষ্ট মারিআ প্রভু দুর কর ভার॥
কহিতে লাগিলা হর এতেক সুনিঞা।
পাপীষ্ট মারিছি দুত পাঠাইঞা
এতেক বলিলা জদি সঙ্করে গোচর।
পৃথী সঙ্গে বন্ধা তবে গেলা আপন ঘর।
তবে ব্রহ্মা বিদায় করিলা পৃথীরে।
ভাবিতে ভাবিতে পৃথী আইলা আপন ঘরে॥
ব্রহ্মাকে বিদাএ দিয়া শীব রইলা ধ্যানে।
কথোক্ষণ পরে সেই কথা পইল মনে॥
নন্দীকে ডাকীয়া সিব বলিছে বচন।
দক্ষিন সহরে তুমি জাহ ততক্ষন।
সাহুরাজা নামে এক আছে পৃথিবিতে।
অধিষ্ঠান হয় জাইয়া তাহার দেহেতে॥
বিপরিত পাপ হইল পৃথীবি উপরে।
দুত পাঠাইঞা জেন পাপি লোক মারে।
এতেক শুনিঞা নন্দী গেলা সিগগতি;
উপনিত হইলা গিয়া সাহুরাজা প্রতি॥
সাহুরাজা বোলে তবে রঘুরাজার তরে।
অনেক দিন হইল বাঙ্গালার চৌত না দেএ মোরে

দুত পাঠাইয়া দেয় বাদসার স্থানে।
বাঙ্গালার চৌথাই না দেএ কীসের কারণে ॥
একখানি পত্র লিখ বাদসা প্রতি।
দুত জেন তাহা লইয়া জাএ সিগ্রগতি ॥
রগুরাজা পত্র লিখে আখর পাচ সাতে।
পত্র লইঞা দুত তবে বাধিলেন মাথে ॥
রজনি প্রভাতে দুত জাএ সিগ্রগতি।
পত্র আসি দিলেন জেখানে দিল্লিপতি।
উজিরকে য়াজ্ঞা তবে দিলা দিল্লিশ্বরে।
সিগ্রগতি পত্র পড়ি শুনায় আমারে ॥
উজির পড়েন পত্র বাদসা সুনেন।
সাহুরাজা লিখে বাঙ্গালার চৌথের কারণ ॥
বাদসা তবে আজ্ঞা দিলা উজিরেরে।
পত্র লিখহ তুমি সাহু রাজারে ॥
চাকর হইয়া মাবিলে সুবারে।
জবর হইল লালবন্দি না দেয় মোরে ॥
লোক-লস্কর তবে নাই আমার স্থানে।
হেন কোনজন নাই তারে গিয়া আনে।
বাঙ্গালা মুলুক সেই ভুঞ্জে পরম সুখে।
দুই বৎসর হইল লালবন্দি না দেএ মোকে ॥
জবর হইঞা সেই আছে বাঙ্গালাতে।
চৌথের কারণে লোক পাঠায় তথাতে ॥
এতেক বচন পত্রে লিখীলা উজির।
পত্র পাইঞা দুত তবে নোঞাইল সির ॥
দুত তবে বিদাএ হইলা তরিতে।
সিগ্রগতি য়াসি পহুছিলা সেতারাতে ॥
সভা করিঞা রাজা বইসা আছে স্থানে।
হেনকালে পত্র দুত আনে সেইখানে ॥
পত্র আসি দিলা দুত রাজার গোচর।
ডাড়াইলা এক ভিতে করি জোড়কর ॥

আজ্ঞা দিলা দেওয়ানকে পত্র পড়িবারে।
পত্র পড়িয়া দেওয়ান সুনান রাজারে॥
জবর হইল সুবা বাঙ্গালা সহরে।
দুই বৎসর হইল খাজানা না দেএ তারে॥
আজ্ঞা দিলা বাদসা ফৌজ পাঠাইঞা।
চোথাই নেএন জেন জবব করিঞা॥ (২)
এতেক সুনিঞা রাজা লাগিলা কহিতে।
কোনজনাকে পাঠাব মলুক বাঙ্গালাতে॥
রঘুরাজা নিকটে আছিলা বসিআ।
কহিতে লাগিলা তিনি হাসিয়া হাসিয়া॥
আজ্ঞা কর বাঙ্গালা মুলুকে আমি জাই।
জবর করিয়া তথা আনিব চৌথাই
তবে তারে আজ্ঞা দিলেন রাজন।
তিনি পাঠাইলেন দেওয়ান ভাস্কর
রঘু তবে আজ্ঞা দিলা ভাস্কর।
তৎপর করিয়া চৌথাই আনি দিবা মোরে

রাজার আদেশ পাইয়া ভাস্কর চলিল ধাইয়া
সন্য সঙ্গে করিয়া সাজন।
ডঙ্কা নাগারা কত নীসান চলে সত সত
সন্য মধ্যে বাজিছে বাজন
সেতারা ছাড়িয়া তবে বিজাপুর আইলা তবে
এক রাত্রি রহিলা সেইখানে।
রাগরঙ্গ হইল জত নাট্যা নাচিল কত
কটক চলিল পর দিনে॥
গ্রাম উপবন কত লস্কর এড়াএ জত
নাগপুর আসি উপনিত।
সেখান ছাড়িয়া জবে লস্কর যাইলা তবে
পঞ্চকোটে আসিলা তরিত॥

(২) কয়েকখানি দেশীয় ইতিহাসও বর্গীর আগমনের এই কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। বাদশাহের আদেশ তখনও জগন্মান্য বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল।

ডাক দিয়া চুতকে ভাস্কর কহিল তাকে
নবাব আছে কোনখানে।
আজ্ঞা দিলা সেনাপতি চুত চলে সিগ্রগতি
নবাব য়াছে জেইখানে॥
চুত সম্বাদ লইয়া সিগ্র চলিল ধাইয়া
আসিয়া কহিল তার স্থানে
বৰ্দ্ধমান সহরে রাণির দিঘির পরে
নবাব আছে সেইখানে॥
চুত মুখে স্তনি কথা ভাস্কর চলিল তথা
লস্কর লইয়া নিসাতে।
লস্কর নিসন্দে জাএ কেহ নাহি জানে তাএ
আইলা বৈসাখ উনিশাতে॥
বৈসাখের উনিশা জাএ বরগি আইলা তাএ
মহা য়ানন্দিত হইয়া মনে।
বিরভূই বামে থুইয়া গোআলা ভূইর কাছ হইয়া
আসিয়া ঘেরিল বৰ্দ্ধমানে
তবে বরগীর লস্করে চতুদ্দিগে আসি ঘিরে
হরকারা কেহ নাহি জানে।
দুই প্রহর রাইতে হরকারা আইলা তাথে
আসী কৈল রাজারাম স্থানে॥
রজনি প্রভাত হইল রাজারাম হরকারা আইল
আসিয়া কহিল নবাবেরে।
ইহা য়ামি না জানিল আচম্বিতে সঙ্গ আইল
আসিয়া ঘেরিল লস্করে॥
রাজারামে এত কএ নবাব স্তুনিয়া রএ
তদপরে দিলেন উত্তর।
হরকারা পাঠাইয়া হকিকত আন জায়া
কোথা হইতে য়াইল লস্কর॥
এতেক স্থনিল জবে হরকারা পাঠাইল তবে
ফৌজের নির্ণয় জানিবারে।

সাজিঞা হরকারা লস্করে ফিরে তারা
আসিয়া কহিল নবাবেরে ॥
চাব্বিশ জমাদার ভাস্কর সরদার
চাল্লিস হাজার ফৌজ লইঞা।
সেতারা গড হইতে বরগী আইল চৌথ নিতে
সাহুরাজার হুকুম পাইঞা ॥
এতেক কথা সুনিয়া জমাদার আনে ডাকাদিয়া
কহিতে লাগিলা নবাব।
সেতারা গড হইতে বরগী আইলা চৌথ নিতে
ইহা কি বোলহ জবাব।
বাদশাই খাজানা জাহত সেখানে চৌথাই পাইত
সুজা খাঁ আছিল জখন।
সুস্তফা খাঁ এত কহে জাহা তোমার চিত্তে লএ
তাহা তুমি করহ এখন।
উকীলকে কহিল সঙ্গ সাইজা কেন আইল
এই কথা বল জাইয়া তারে।
উকীল কহেন কথা ভাস্কর সুনেন তথা
তবেত কহিল তার পরে ॥
সাহুরাজা পাঠাএ মোরে চৌথাই নিবার তরে
তেকারণ আইলাম আমি।
জাইয়া বোল নবাবেরে চৌথ জেন দেএ মোরে
সিগ্রগতি চলিজাহ তুমি ॥
এতেক সুনিয়া জবে উকীল কহিল তবে
অন্যাএ কথা কেনে বোল।
কোনকালে বাঙ্গালাতে বরগী আসে চৌথ নিতে
এইত অন্যাএ বড হইল ॥
ভাস্কর বলিল তারে কেবা অন্যাএ করে
মনেতে কেনে ভাবনা।
কাহার হুকুম পাইয়া মুলুক নিলা মারিয়া
বাদসাই খাজানা ভেজ না ॥

শুনিয়া উত্তর দিলা চৌথ নিতে না জানিলা
উকীল পাঠাইতা তার কাছে।
উকীল জাইয়া পরে কহিতে নবাব তরে
চৌথাই দিতেন তিনী পাছে॥
আপন কটক লইয়া পন জায় ফিরিয়া
কহ তবে বাদসার স্থানে।
সনদ জদি দেএ খাজানা তবে জাএ
চৌথাই পাবে সেইখানে।
ভাস্কর তবে কএ বাদসার হুকুম হএ
চৌথ নিবার কারণ।
চৌথাই না দিবে জবে বাদ্যা নষ্ট হবে তবে
তার সনে করিব আমি রন।
এতেক বচন শুনি উকীল কহেন বানি
তএ তুমি কিসে দেখাও তারে।
তোমার জতেক সেনা চতুর্দিগে দিল থানা
তারা সব কী করিতে পারে
তুমি যেমন এক জন এমন আইসে সহস্র জনা
তব তার ভূকম্প নাই।
চৌখুটা মুলুকে সবাই জানএ তাকে
নবাবের সমান কে আছে সিপাই॥
উকীল বলিলা জবে ভাস্কর জানিলা তবে
কহিতে লাগিল পরে।
চৌথাই না দিবে জবে যুদ্ধ করিব তবে
এই কথা বোল জাইয়া তারে।
উকীল আসিয়া পরে কহিল নবাব তরে
রন করিতে সেই চাহে
এতেক শুনিঞা জবে নবাব জানিল তবে
ডাক দিয়া জমাদারে কহে।
জত জমাদার ছিল তারে নবাব কহিল
চৌথাই চাহে বারে বারে।

জতেক সরদার ছিল, তারা সব কহিল
সেই টাকা দেহ সিপাএরে।
আমরা জত লোকে মারিব বরগিকে
দেসে জেন আইস্তে নাই পরে।
বরগি সব মারিব দেশে আইস্তে না দিব
কি করিতে পারে ভাস্করে॥
স্থনিয়া এতেক বাণি সন্তুষ্ট হইলা তিনি
কহিতে লাগিলা ভাল ভাল।
পানবাটা কাছে ছিল পান তুইলা সভারে দিল
বিদাএ হইয়া সভে আইল।
এথা ভাস্কর সরদারে ডাক দেঞ জমাদারে
কহিতে লাগিলা তা সভারে।
তোমরা কত জনা চতুর্দিগে দেয় থানা
কতজনা জায় লুটিবারে॥
সরদারে কহে এত সাজে জমাদার এত
চতুর্দিগে জাএ লুটিবার।
সাজিল জত জন শুন তার বিবরণ
একে একে নাম বলি তার।
ধামধরমা জাএ আর হিরামন কাসি।
গঙ্গাজি আমডা জাএ আর সিমন্ত জোসি॥
বালাজি জাএ আর সেবাজি কোহডা।
সম্ভুজি জাএ আর কেসজি আমোডা॥
কেসরি সিংহ মহন শিংহ এ দুই চামার।
জার সঙ্গে জাএ ঘোডা পাচ হাব॥
এই দশজনা জাএ গ্রাম লুটিতে।
আর চৌদ্দজনা থাকে নবাবের চাইর ভিতে॥
বালারাও সেশরাও আরসিস পণ্ডিত।
সেমন্ত সেহডা আর হিরামন মণ্ডিত॥
মোহন রাএ পিত রাএ আর সিসো পণ্ডিত।
জার সঙ্গে আছে বরগি মহা বিপরীত॥

শিবাজি সামাজি আর ফিরঙ্গ রাএ।
লুটিতে জাহার সঙ্গে বরগি ত্রিস্ত ধাএ॥
* * * সুলতান খাঁ আব ভাস্কর।
এই চৌদ্দ জনাতে ঘেরিল লস্কর॥
একদিন দুইদিন কবি সাত দিন হৈল।
চতুর্দিকে বরগীতে রসদ বন্ধ কৈল॥
মুদি বানিঞা জত বারাইতে নারে।
লুটে কাটে মারেছমুতে পাএ জারে॥
বরগির ত্রাসে কেহ বাহির না হএ।
চতুর্দ্দিকে বরগিব ডরে রসদ না মিলএ॥
চাউল কলাই মটব মুস্বরি খেসারি।
তেল ঘি আটা চিনি লবন একসের করি॥
টাকা সের হৈল আনাজ কিন্তে নাই পাএ।
খুদ্র কাঙ্গাল জত মইরা মইরা জাএ॥
গাজা ভাংগ তামাকু না পাএ কিনিতে।
আনাজ নাহি পাওয়া যাএ লাগিল ভাবিতে॥
কলার আইঠা জত আনিল তুলিয়া।
তাহা আনি সব লোকে খায় সিজাইয়া॥
ছোট বড় লস্করে যত লোক ছিল।
কলার আইঠা সিদ্ধ সব লোকে খাইল॥
বিসম বিপত্য বড বিপরিত হইল।
অন্য পরে কা কথা নবাবসাহেব খাইল॥
এই মত লস্কর আছিল চৌদ্দ রোজ।
তবে নবাব কুচ কৈলা লইয়া সব ফৌজ॥
ঘোড়ার উপরে কত নিশান চলিল।
তবে ডঙ্কা লাগারা কত বাজিতে লাগিল॥
ঝাকুড ঝাকুড কত সাদিয়ানা বাজাএ।
সাহসরা তবে নবাবের আগে জাএ॥
চাইদিগে লস্কর চলে নাহি লেখাজোখা।
হেনকালে চতুর্দ্দিকে বরগী দিল দেখা॥

চাইর্দিগে বরগী আইল কত আর।
তা সভার হাতে দেখি লাহাঙ্গা তলোয়ার॥
তখন নবাবের লস্করে পইল হুড়বড়।
হেন বেলা তেরহইনাতে ধরিলা ডেহড॥
হাজারে হাজারে ঘোড়া উঠাএ একিবারে।
হারা হারা কইরা আইসে কাছাইতে নারে॥ (৩
তবে মুস্তাফা খাঁ চাইর হার ঘোড়া লইয়া।
ববগি খেদাইয়া জাএ ডেহড মারিয়া॥
তবে সামনে হইতে বরগি পলাইল।
আর কত বরগি আইলা পিছাড়ি ঘেরিল॥
মির হবিব তবে পিছাড়িতে ছিল।
বেকাবুতে পইডা সেহ মিসাইল॥
পিছাড়ি লুটিল বরগি য়াসি আর কত।
পোড়াইল ডেবাডাণ্ডা তাম্বু যত॥
খাজনার গাড়ি জত সাতে ছিল।
চাইর দিগে ববগি আইসা লুটিতে লাগিল॥
হাতি ঘোড়া কত লুইটা লইয়া জাএ।
বড বড সিপাই জত অমনি পলাএ॥
দউডা দউড়ি আইলা তবে নিকুলসরাএ।
মোসাহেব খাঁ তবে পড়িল ঘেরাএ॥
ডেড হাবির সাইর হইল তার সাএ।
পচিশ ঘোড়া মুদ্দা খেত আইল তাথে॥
মোসাহেব খাঁ জদি পইল নিকুনেতে।
যদ্দি নবাব সাহেব যাইল কাঁটয়াতে॥
এথাতে হাজি সাহেব রসদ লইঞা।
পাঠাইঞা দিল কত নৈকায় করিয়া॥
তবে রসদ আসিয়া কাটঞাতে পহুচিল।
নবাব সাহেবের লোক খাইয়া বাচিল॥

(৩) 'তেরইনাতে' পুঁথির বা ছাপার ভ্রম। 'হেন বেলা'ত বহইনাতে' হইবে বঃইনাতে—বহলীয়াতে অর্থাৎ বাহকগণে। 'হারা হারা'—অর্থাৎ 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' শব্দ করিয়া।

ঘেরাও হইতে নবাব আইল কাটঞাতে।
শুনিয়া ভাস্কর তবে লাগিল ভাবিতে॥
ছিছিছি হাএ হাএ গেল পলাইয়া।
এতদিন ব্রথা আসিয়া ছিলাম বেরিয়া॥
তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে ল্যাগিল।
জত গ্রামের লোক সব পলাইল॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া।
সোনার বাইনা পলায় কত নিক্তি হুডপি লইয়া॥
গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া জত।
তামা পিতল লইয়া কাঁসারি পলাএ কত
কামার কুমার পলাএ লইয়া চাক নডি॥
জাউলা মাউছা পলাএ লইয়া জাল দডি।
সঙ্খ বণিক পলাএ করা লইয়া যত।
চতুর্দ্দিকে লোক পলাএ কি বলিব কত॥
কাএস্ত বৈদ্য জত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম সুইনা সব পলাইল॥
ভাল মানুষের স্ত্রীলোক জত হাটে নাই পথে।
বরগীর পলানে পেটারি লইল মাথে
ক্ষেত্রি রাজপুত যত তলয়ারের ধনি।
তলয়ার ফেলাইঞা তারা পলাএ মর্ম্মনি॥
গোশাঞি মোহান্ত জত চোপালাএ চডিয়া।
বোচকা বুচকি লয় জব বাহুকে করিয়া॥
চাসা কৈবর্ত্ত জত জাএ পলাইঞা।
বিছন বলদের পিঠে লাঙ্গল লইয়া।
সেক সৈয়দ মোগল পাঠান জত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম সুইনা সব পলাইল॥
গর্ব্ভবতি নারী যত না পারে চলিতে।
দারুণ বেদনা পেয়ে প্রসবিছে পথে॥
সিকদার পাটআরি জত গামে ছিল।
বরগীর নাম সুইনা সব পলাইল।

দস বিস লোক য়াইয়া পথে দাড়াইলা।
তা সভারে সোধাএ বরগি কোথাএ দেখিলা॥
তারা সব বলে মোরা চক্ষে দেখি নাই।
লোকের পলান দেইখা আমোরা পলাই॥
কাঙ্গাল গরীব জত জাএ পলাইয়া।
কেথা ধোকড়ি কত মাথাএ করিয়া॥
বুড়াবুড়ি জাএ জত হাতে লইয়া নড়ি।
চাঞি ধান্যক পালাএ কত ছাগলের গলায় দড়ি॥
ছোট বড় গ্রামে জত লোক ছিল।
বরগির ভএ সব পলাইল॥
চাইব দিগে লোক পলাঞ ঠাঞি ঠাঞি।
ছত্রিস বর্ণের লোক পলাএ তার অন্ত নাঞি॥
এই মতে সব লোক পলাইয়া জাইতে।
আচম্বিত বরগি ঘেরিল আইসা সাথে।
মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাডা।
সোনা রুপা লুটে নেএ আর সব ছাডা॥
কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
একি চোটে কারু বধএ পরাণ॥
ভাল ২ স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ।
আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাধি দেয় তার গলাএ।
একজনে ছাডে তারে আর জনা ধরে।
রমনের ভরে ত্রাহি শব্দ করে॥
এই মতে বরগি কত পাপ কর্ম্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রীলোকে জত দেয় সব ছাইডা॥
তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাধাএ।
বড় ২ ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ॥
বাঙ্গালা চৌআরি জত বিষ্ণু মোণ্ডব।
ছোট বড় ঘর আদি পোডাইল সব॥
এই মতে জত সব গাম পোডাইয়া।
চতুর্দ্দিগে বরগি বেডাএ লুটিয়া॥

কাহাকে বান্ধে বরগি দিআ পিঠমোড়া।
চিত কইর্যা মারে লাথি পাএ জুতা চড়া॥
রূপি দেহ ২ বোলে বারে বারে।
রূপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে।
কাহাকে ধরিয়া বরগি পথইরে ডুবাএ।
ফাফর হইঞা তবে কারূ পাণ জাএ।
এই মতে বরগি কত বিপরীত করে।
টাকা কড়ি না পাইলে তারে প্রাণে মারে॥
জার টাকা কড়ি আছে সেই দেয় বরগিরে।
জার টাকা কড়ি নাই সেই প্রাণে মরে॥
নেত্রা জুগে রাজা ভগীরথ ছিলা।
অনেক তপস্যা করি গঙ্গা আনিলা।
পৃথিবীতে নাম তার হইলা ভাগিরথী।
তার পার হইয়া লোকে পাইলা অব্যাহতি॥
তবে কোন কোন গ্রাম বরগি দিলা পোড়াইয়া।
সে সব গ্রামের নাম স্তন মন দিয়া॥
চন্দ্রকোনা মেদিনিপুর আর দিগনপুর।
খিরপাই পোড়ায় আর বর্দ্ধমান সহর॥
নিমগাছি সেড়গা আর সিমইলা।
চণ্ডিপুর শ্যামপুর গ্রাম আনাইলা॥
এই মতে বর্দ্ধমান পোড়াএ চাইর ভিতে।
পুনরপি আইলা বরগি বন্দর হুগলিতে॥
সের খাঁ ফৌজদার তবে হুগলিতে ছিল।
তাহার কারণ বরগী লুটিতে নারিল॥
সাতসইকা রাজবাটী আর চাঁদপুর।
কাথারা সরাই ডামইদ্দ জয়পুর॥
ভাটছালা পোড়াএ আর মেরজাপুর চান্দড়া।
কুড়বন পালাসি আর বউচি বেড়ড়া॥
সমুদ্রগড় জারগর আর নদিয়া।
মাহাতাপুর সুনটপুর থইয়া পোড়াএ গিয়া॥

পরাণপুর ভাটরা পোড়াএ আর মান্দড়া।
সরভাঙ্গা খিতপুর আর গ্রাম চান্দড়া॥
সাতসইকা জাগিরাবাদ সকল পোড়াইঞা।
কুমিরা বটলতলি নিমদা পোড়াএ গিঞা॥
কড়ই বৈথন পোড়াএ আর চাডইল।
সিঙ্গি বাস্কা ঘোড়ানাস মস্তইল॥
গোটপাড়া চাঁদপাড়া আর স্নাগদিয়া। (অগ্রদ্বীপ)
রাতারাতি পাটলি দিল পোড়াইয়া।
আতাইহাট পাতাইহাট আর ডাক্রিহাট।
বেড়া-ভাওসিহ পোড়াএ আর বিকীহাট॥
এইরূপে ইন্দ্রাইন পরগণা বরগি লুটি।
কাগাএ মোগাএ লুটে ওলন্দেজের কুটি॥ (৪)
এইরূপে কাগা মোগা পোড়াইঞা।
রাতারাতি পহুচিলা জাউমাকান্দি গিয়া॥
তবে বিরভুই পরগণা বরগি দিল পোড়াইয়া।
আমডহরা মহসেরপুর থানা কৈল গিঞা॥
গোয়ালাভুঞি সেনভুঞি সব পোড়াইলা।
চতুদিগ পোড়াইয়া বিষ্ণুপুর আইলা॥
তবে বোনবিষ্ণুপুর গোপাল রক্ষা করে।
রসাগ্ন বরগির তবে কি করিতে পারে॥
সহর লুটিতে বর্গী তবে আইল ধাইয়া।
সৈহাটী উর্দ্ধানপুর কাটঞা ডাইনে থুইয়া॥
বাবলা নদী বরগি তবে পার হইল।
মাঙ্গনপাড়া সাটই কামনগর আইল॥
মহুলা চৌরিগাছা আর কাঠালিয়া।
আধারমানিক আইলা বরগা রাঙ্গমাইটা দিয়া॥
গোয়ালজান বুধইপাড়া আর নেয়ালিসপাড়া।
সিঘ্রগতি আসিয়া পহুচিল দাহাপাড়া॥

(৪) কাগ্রাম মোগ্রামে যে তখন ওলন্দাজের কুঠী ছিল, স্থানীয় লোকে তাহার কোন খবর রাখে না। এখানেও কবির উক্তি সত্য বোধ হয়।

হাজি ছোট নবাব উপারে ছিল।
বরগির নাম সুইনা কীপাএ সাঁধাইল॥
তবে বরগি পার হইল হাজিগঞ্জের ঘাটে।
শীঘ্রগতি আইসা জগৎ সেটের বাডী লুটে॥
আডকাট টাকা যত ঘরে ছিল। (৫)
ঘোড়ার খুরচি ভইরা সব টাকা নিল॥
তবে সও ডই তিন টাকা ছডাইয়া।
শীঘ্রগতি গেলা বরগী গঙ্গা পার হইয়া॥
তবে ফকীর-ফাকীরা গিরস্ত জত ছিল।
সেই সব টাকা তারা লুটিতে লাগিল॥
তবে কাটঞাতে নবাব সাহেব স্তুনিল।
জগত সেটের বাডী বরগি লুইটা গেল॥
এতেক কথা জদি হরকরা কহিল।
কাটঞা হইতে নবাব শীঘ্র চলিল॥
রাতারাতী তবে নবাব আইলা মোনকরা।
ভোর হইতে হইতে তবে পহুছিলা ডেরা॥
তবে হাজি সাহেবকে নবাব অনেক বুলিল।
এতেক লস্কর রইতে বাডী লইটা গেল॥
নবাব সাহেব যদি আইলা কীল্লাতে।
তবে সব বরগি জড হইল কাটঞাতে॥
আসাড মাসের দেওয়া ঘন বরিষণ।
অজএ ভাসিয়া গঙ্গা ভরিল তখন॥
গঙ্গা ভরিল যদি ইপার উপার।
তবে বরগী লুটিবারে নাহি পাএ আর॥
কাটঞা ভাওসিংহ বেডা ডাইহাট নিয়া।
চাইরদিগে বরগি ছায়নি কৈল গিয়া॥
গ্রামে গ্রামে জত জমিদার ছিল।
তারা সবে আসি ভাস্করে মিলিল॥

৫) আড়কাট টাকা—আর্কটে মুদ্রিত টাকা (গ্রন্থভাগে দ্রষ্টব্য)।

গ্রামে গ্রামে যত ভাগিদার গেল।
তারা সব জাইয়া খাজনা সাদিতে লাগিল॥
এথা মির হবিব লইয়া কিছু সুন বিবরণ।
কবাসবান্দর পত্তন কারলা তখন॥
বড় বড় নৌকা যেখানে যত ছিল।
বেগার ধরিয়া সব নৌকা আনিল॥
দপারে উপারে লাহাস দিল টানাইয়া।
নৌকা সব তার মধ্যে বাখিল বান্ধিয়া॥
গ্রামে গ্রামে হইতে আনে জত বাস।
নৌকার উপর বিছাইয়া বান্ধেন করান।
ঘাস চাটাই তার উপরেত দিল।
পাইছাএ পাইছাএ মাটি ফেলিতে লাগিল।
মাটি ফেলিয়া তবে করে বরাবর।
হাজারে হাজারে ঘোড়া জাএ তার উপর।
ডাঞ্চিহাটের ঘাট বান্দ পুল বাধা গেল।
কত সত বরগি তাতে মুটিতে চলিল
এথা ভাস্কর লইয়া কিছু সুন বিবরণ।
জেরূপে ডাঞ্চিহাটে কেলা পূজা আরম্ভন॥
তবে গ্রামে গ্রামে জত জামিদার ছিল।
তা সভারে ডাক দিয়া নিকটে আনিল॥
কহিতে লাগিল তবে তা সভার ঠাঞি।
জগতজননি মায়ের পূজা করিতে চাই॥
এই কথা ভাস্কর কহিল তা সভারে।
আজ্ঞা পাইয়া তারা সব উজোগ করে।
ঘটকপুর আনে কেহ করিয়া সম্মান।
আসিঞা প্রতিমা তারা করেন নির্ম্মান॥
এইরূপে কুমার প্রতিমা বানাইয়া।
ভাস্করের ঠাই তারা গেল বিদায় হইয়া॥
তারপর উপাদএ সামগ্রী আইল জত।
তার খাহাঙ্কিতে বোঝাএ কত শত॥

ভাস্কর করিবে পুজা বলি দিবার তরে।
ছাগ মহিষ আইসে কত হাজারে হাজারে॥
এই মতে করে ভাস্কর পুজা আরম্ভন।
এথা মির হবিব বরগী লইয়া করিল গমন॥
তবে বরগী ফরাসবন্দিতে পার হইয়া।
রাতারাতি কুটীসাঁকো উঠিলেন গিয়া॥
দ্বিতীয় প্রহর রাইতে হুডবডি হইল।
কুটিসাঁকো বরগি আইল নবাব শুনিল॥
তবে নবাব সাহেব নকিব পাঠাএ।
দ্বিতীয়প্রহর রাইতে নকিব শীঘ ধাএ॥
নকিব আসিঞা তবে বোলে বার বার।
হুকুম নবাবের সোয়ারি করহ তৈয়ার॥
এতেক কহিল জদি নকিব আসিয়া।
তবে সব ঘোডায় জিন দিল চডাইয়া॥
একে একে জমাদার লাগিল সাজিতে।
ডঙ্কা নাগারা কত লাগিল বাজিতে॥
মস্তাফা খাঁ সমসের খাঁ দুই জমাদার।
জার সঙ্গে যায় ঘোড়া বিস হাজার॥
রহিম খাঁ করম খাঁ দুইজনাতে জাএ।
দশ হাজার ঘোড়া জার সঙ্গে ধাএ॥
আতাউল্যা মির জাফর দুইজনা সাজিল।
পোনের হাজার ঘোড়া সঙ্গে চলিল॥
উমর খাঁ আসালত দুই জনাতে গেল।
পাঁচ হাজার ঘোড়া সঙ্গে কইরা নিল॥
ঠাকুরসিংহ জাএ আর বক্সি বহনিয়া।
চল্লিশ হাজার বহনিয়া সঙ্গেত করিয়া॥
ফতেহাজি ছেদনহাজি দুই জনাতে গেল।
পেএতিশ হাজার বহনিয়া সঙ্গে চলিল।
সাইট হাজার ঘোড়া ডেডলাক বহনিয়া।
তারকপুর আইলা নবাব এত ফৌজ লইয়া॥
যেই মাত্র নবাব সাহেব তারকপুর আইল।
ফৌজের ধমক দেইখ্যা বরগি পিছাইল॥
তবে বরগি পিঠ দিয়া শীঘ্র চইলা জাএ।
নবাব সাহেবের ফৌজ পিছে পিছে ধাএ॥

পলাসিতে জত বরগির থানা ছিল ।
নবাব সাহেবের নাম শুইনা অমনি পলাইল ॥
সিঘ্রগতি আসি বরগি পলে পার হইল ।
পার হইঞা পল তবে কাটঞাত দিল ॥
এথা নবাব রাতারাতি আইল রহনপুরে ।
দেখে বরগির ছাউনি কাটিঞাত উপরে ॥
বহনপরে নবাব সাহেব মোরচা দিল ।
চতুর্দ্দিগে তোপ খা কপিয়া রাখিল ॥
পুরনিয়া পাটনাএ লেখিলেন খত ।
চলিলা দুইজনা শুইনা হকিকত ॥
হেথা জয়ন্দি আহম্মদ খাঁ আইলা পাটনা হইতে ।
বার হাজার ঘোড়া ফৌজ লইয়া সাথে ॥
নবাব বাহাদুর আইলা পুরনিয়া হতে ।
পাচ হাজার ফৌজ সেহ লইয়া সাথে ॥
তবে জয়ন্দি আহম্মদ বোলে নবাবকে ।
পুজা না হৈতে আগে মার ভাস্করকে ॥
নবাব বোলে আগে দসরা জাউগ ।
চাইর দিকে জল কাদা সকলি সুখাউগ ॥
এত যদি নবাব বলিলা তার তরে ।
জয়ন্দি আহম্মদ খা বোলে নবাবেরে ॥
জল কাদা শুকাইলে বরগিব হবে বল ।
চতুর্দিগে লুটিবে পোড়াবে সকল ॥
ফৌজ পার কইরা দি নৌকায় করিয়া ।
রাতারাতি যেন বরগী মারে গিয়া ॥
জয়ন্দী আহম্মদ নবাব এই মনস্তবা করে ।
মির হবিব লইঞা কিছু শুন তার পরে ॥
বড বড কামান আইনা থুইলা থরে থরে ।
ডগলি হইতে সুলুফ আনে তার পরে ॥
তবে গোলন্দাজ গোলা দাগিতে লাগিল ।
মোরচা ছেদিয়া গোলা ফৌজে পড়িল ॥
ভেই মাত্র গোলা আইসা ফৌজে পৈল ।
তখন নবাব সাহেবের অমনি পিছাইল ॥
গোলা দাগিতে কামান গেল ফুইটা ।
সুলুফ ডুবিল তলা তার ফাইটা ॥

দস বিস লোক তারা নিকটে ছিল।
কামান ফাটীয়া দুই চাইর জনা মইল ॥
মুলুক কামান যদি দুই তবে গেল।
শুনিয়া মির হবিব তবে ভাবিতে লাগিল ॥
ফতে নাই নাই বলে বারে বার।
এতেক উজোগ করিলাম নারিলাম জিনিবারে ॥
সুর্য্য অস্ত গেল সন্ধ্যা হইল তখন।
এথা নবাব লইঞা কিছু শুন বিবরন।
সম্বাদ লইয়া হরকারা আইলা হাইটা।
কহিল নবাবে কামান গেল ফাইটা
এতেক শুনিয়া নবাবের হৈল বল
হুকুম করিলা ফোজে আউগাইতে সকল।
জত লস্কর তারা পিছু হইটা ছিল।
আপন আপন মোরচাএ সভাই আইল।
তবে বল মহাতাব সব জালিয়াত দিল।
বরকন্দাজের পরা মোরচাএ লাগিল
হাজারে হাজারে আওয়াজ হএ একিবারে।
তাড়াইয়া বরগি সব দেখে উপারে ॥
এই মতে নবাবের ফোজ আছে বরাবরে।
এথা জয়ন্দি আহাম্মদ খাঁ আইলা উদ্ধারণ পুরে ॥
বড বড পাটেলি সাথে আইসা ছিল।
জুডিন্দা বাধিয়া গুদারা লাগাইল
উদ্ধরনপুরে জত ফোজ পার কৈলা।
যুজ্জএর ধারে আইসা সব দাডাইলা ॥
পূনরপি জুডিন্দা আইনা লাগাইল।
দশ হাজার ফোজ নিসন্দে পার হৈল
বাইস সও লোক মুস্কা রতন হাজারি।
পাটেলির উপরে তারা সভে চডি ॥
যেই মাত্র পাটেলি আইল মধ্যখানে।
তলা ফাটীয়া ডুবিল সেই স্থানে ॥
পাটেলি ডুবিল ফোজে হইল কলরব।
উপারে বরগীর ফোজে জানিলা সব ॥
মোগল আইল আইল পইল হডবডি।
তখন ঘোড়ায় চড়িয়া বরগি জাএ দউড়া দউড়ি ॥

বরগির লঙ্করে জদি পইল হড়বড়।
হেনকালে বহইনাতে ধরিলা ডেহড় ॥
এক এক ঘোড়ায় দুই দুই বরগি চডিয়া।
দ্রব্য সামগ্রী কত জাএ ফেলাইয়া ॥
সপ্তমী অষ্টমী দুই পূজা করি।
ভাস্কর পলাইয়া জাএ প্রতিমা ছাড়ি
মিষ্টান্ন সামগ্রী যত ছিল কাছে।
বহনিয়া লুটিতে লাগিল তার পাছে ॥
ছাগ মৎস্য মহিষ জাহা যত ছিল।
বহনিয়া আসিয়া সব লুটিতে লাগিল ॥
এই মতে সামগ্রী লুটে বহনিয়া।
হোতা ফৌজ লইয়া ভাস্কর গেল পলাইয়া।
ভাস্কর পলাইয়া যদি গেল অনেক দুরে।
জয়ন্দি আহাম্মদ খাঁ শুনিল তার পরে।
সাদিয়ানা নহবত কত বাজে থরে থরে।
ফকির ফকুবাকে খএরাত কত করে ॥
আশ্বিন মাসে ভাস্কর গেল পলাইয়া।
চৈত্রমাসে পুনরূপি আইল সাজিয়া ॥
জেই মাত্রে পুণরূপি ভাস্কর আইল।
তবে সরদার সকলকে ডাকিয়া কহিল ॥
স্ত্রী পুরুষ আদি করি যতেক দেখিবা।
তলয়ার খুলিয়া সব তাহাবে কাটিবা ॥
এতেক বচন জদি বলিল সরদার।
চতুর্দিকে লুট কাটে বোলে মারমার ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত সন্ন্যাসী ছিল।
গোহত্যা স্ত্রীহত্যা সত সত কৈল ॥ (৬)
হাজারে হাজারে পাপ কৈল দুর্ম্মতি।
লোকের বিপত্য দেখি রুষিলা পার্ব্বতী ॥
পাপিষ্ঠ মারিতে আদেশিলা পশুপতি।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হত্যা কৈল পাপমতি ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হিংসা দেখিবারে নারি।
এতেক কহিয়া তবে রুসিলা শঙ্করী ॥

---

(৬) বর্গীর এই গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা করার কথা, কবির কল্পিত 'পার্ব্বতীর রোষ' আক র্ষণের এবং ভাস্কর নিধনের কারণ। সুতরাং একথা সাবধানে গ্রহণীয়।

ভৈরবি জোগিনী জত নিকটে ছিল।
জোড়হস্ত কৈরা তারা ছয়ুতে ডাডাইল॥
তবে দুর্গা কহে সুন যতেক ভৈরবী।
ভাস্করকে বাম হইয়া নবাবকে সদয় হবি॥
এতেক বলিয়া দুর্গা করিলা গমন।
এখন জেরূপেতে ভাস্কর মৈল সুন বিবরণ॥
ভাস্কর পণ্ডিত যদি আইল কাটাঞাতে।
সুনিঞা নবাবের ডেরা পইল মোনকরাতে।
পাল চাই ধুম পইল সহরেতে।
বুদি বানিঞা চলে নবাবের সাথে।
মোনকরাতে নবাবের ফৌজ হইল সুমার।
ভাস্কর লইয়া কিছু শুন তবে আর।
তবে আলি ভাই বলে ভাস্করের তরে।
এইরূপে কতবার আসিবা বারে বারে
ফৌজকে মানা কর গ্রাম লুটিতে।
আমি জাইয়া বন্দোবস্ত করি নবাবের সাথে।
এতেক সুনিয়া ভাস্কর কহিলেন তাকে।
সাবধান হইয়া তুমি মিল নবাবকে॥
তবে আলি পচিশ ঘোড়া লইয়া সাথে।
নবাবের সাথে মিলিত আইল মোনকরাতে।
ফুটিসাঁকো যদি আলি ভাই আইলা।
সেইখানে থাকিয়া উকিল পাঠাইলা॥
উকিল আসিয়া তবে কহে নবাবেরে।
আলিসাহেব আইসে নবাব সাহেবকে মিলিবারে॥
তবে নবাব বোলে বোল যাইয়া তারে।
হাতিয়ার থুইয়া আইসা মিলুক আমারে॥
উকিল আসিয়া তবে কহিলেন তাকে।
হাতিয়ার থুইয়া যাইয়া মিল নবাবকে॥
আলি ভাই য়াইলা তবে হাতিয়ার থুইয়া।
পচিশ ঘোড়া সুদ্ধা মিলিল আসিয়া॥
নবাব বোলে তুমি আইলা কি কারণ।
আলি ভাই বোলে বন্দোবস্তের কারণ॥
ভাস্করের সাথে বিবাদ কেনে কর।
দুই জনাতে মিইলা কিছু বন্দোবস্ত-কর॥

তবে নবাব সাহেব বুলিলেন তারে।
ভাস্কর আসিয়া নাকি মিলিবে আমারে॥
জে সময়ে পূর্ব্বে ঘেইরাছিল বর্দ্ধমানে।
সে সমএ উকিল আমি পাঠাইলাম তার স্থানে॥
বন্দবস্ত করিতে যদি থাকিত তার মনে।
সেই সমএ উকিল পাঠাইত আমার স্থানে॥
মুলুক পোড়াইল লুটিল বার বার।
কাটিয়ার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিব য়ার॥
আলি ভাই বোলে যাহা হবার তা হৈল।
কদাচিত উকথা মখে আর না রইল॥
দুই সরদার তুমি দেহ আমার সনে।
ভাস্করকে মিলাইয়া আনি এই স্থানে॥
তবে নবাবসাহেব কহিল দুজনারে।
আলি ভাইএর সঙ্গে যাইয়া আন ভাস্করে॥
জানকীরাম মুস্তফা খাঁ দুজনে চলিল।
কাটোএায় যাইয়া ভাস্করকে মিলিল॥
ভাস্করকে আলি ভাই কহিতে লাগিল।
মুস্তফা খাঁ জানকীরাম দুই জনাএ আইল॥
নবাব সাহেব পাঠাইল দুই জনারে।
সঙ্গে কইরা লইয়া জাইয়া মিলাবে তোমারে॥
এতেক শুনিয়া তবে মির হবিব কয়।
কদাচিত ভাস্করকে জাইতে মত নএ॥
মির হবিব কিছু তবে কহে ভাস্করে।
কদাচিত জাইয়া তুমি না মিল তাহারে॥
মোগলের ফের তুমি করিবা মোনসুবা।
আমার কথা শুন জদি কদাচিত না যাবা॥
তবে মুস্তাফা খাঁ কহিতে লাগিল।
এতেক কথা তুমি কেনে কহিলা॥
আমরা দুই জনাএ তবে সঙ্গে কইরা নিব।
বন্দবস্ত কইরা পুন এইখানে আনিব॥
কিছু কিন্তু জদি মনে কর তুমি।
কোরাণ দরমান কইরা কিরা খাইছি আমি॥
জানকীরাম কহে গঙ্গাজল সালগ্রাম লইয়া
কিছু চিন্তা নাই তোমাকে আনিব মিলাইয়া॥

এতেক শুনিয়া ভাস্কর বোলে ভাল ভাল।
মুস্তফা খাঁ বলে তবে শীঘ্র কইরা চল॥
ভাস্কর বোলে সাথে ফোজ নিব কত।
জানকীরাম বোলে তোমার মনে লয় জত॥
আলি ভাই বোলে ফৌজে নাহি কাম।
জন দশ বারো লোক সঙ্গে কইরা জান॥
মির্ত্যুকাল হইল যেন মতিচ্ছন্ন পায়।
আলি ভাইএর কথায় ভাস্কর ভুইলা যায়॥
প্রথমে বৈশাখ মাস শুক্রবার দিনে।
ভাস্কর চলিল মিলিতে নবাবের সনে॥
আলি ভাই আদি করি বাইস জনা য়াইল।
পলাসি আসিঞা ভাস্কর ডেবায় থাকিল॥
তার পরদিনে ভাস্কর করিল গমন।
এথা নবাব লইয়া কিছু শুন বিবরণ॥
হরকারা বোলে নবাবকে ভাস্কর য়াইসে।
এতেক শুনিয়া নবাব সভা কৈরা বৈসে॥
সোটাবর্দ্দার খাঁ সদার নবাবের আগে।
বড় বড় জমাদার বসিলা চাইর দিগে॥
তসরক্রি বৈশাখ মাস শনিবার দিনে।
ভাস্করকে লইয়া আইল নবাবের স্থানে॥
বিধাতা বিপত্য হইল বুধ্য গুইলা গেল।
হাতিয়ার থুইয়া আইসা নবাবকে মিলিল॥
ভাস্কর পণ্ডিত জদি মিলিল নবাবকে।
তার পরে নবাব কহেন কিছু তাকে॥
আমার মুলুক তুমি লুটিলা বারে বারে।
বন্দোবস্ত করিতে পাঠাইলা আলি ভাইএর তরে॥
যে কালে আসিয়া তুমি ঘেরিলা বর্দ্ধমানে।
সে সময়এ উকিল আমি পাঠাইলাম তোমার স্থানে॥
বন্দোবস্ত করিতে যদি থাকিত তোমার মনে।
সেই সময় উকিল তুমি পাঠাইতে আমার স্থানে॥
তবে এতেক শুনিয়া ভাই আলি কহিল।
এত দিন জাহা হবার তাহা হইল॥
ভাস্কর পণ্ডিত যদি মিলে তোমার সনে।
কিছু দিঞা বন্দবস্ত কর ইহার সনে॥

এতেক শুনিয়া নবাব কহিলেন হাসি।
খানিক বিলম্ব কর লখ্যি কইরা আসি॥
পূর্ব্বে সভারি মন সুবা ছিল।
সেই মন সুবাএ নবাব উঠা গেল॥
নবাব উঠিয়া গেল হইল অনেকক্ষণ।
ভাস্কর পণ্ডিত কিছু কহেন তখন॥
দুই দণ্ড বিলম্ব হইল কহে মুস্তাফার ঠাই।
এখন তবে আমি সান পুজাএ জাই॥
মুস্তফা খাঁ বোলে চলো সভাই মিলে জাই।
সেপহরিতে আসিব নবাবের ঠাই॥
এতেক বুলিয়া মুস্তফা খাঁ উঠিল।
তাহার দেখনে তবে ভাস্কর উঠিল॥
জেই মাত্র ভাস্কর ঘোড়ায় চড়িতে।
তরোয়ার খুলিয়া তখন মারিলেক তাথে॥
সেইক্ষণে তবে ঘটাচটি হইল।
জত জনা য়াইসা ছিল সব জনা মইল।
তারপরে নবাব সাহেব সমাচার সুনে।
সুনি আনন্দিত নবাব হইল সেইক্ষণে॥
সাদিয়ানা নহবত কত বাজিতে লাগিল।
ফকিব ফকুরাকে খএরাত কত দিল॥
মোনকরা মোকামে জদি ভাস্কর মইল।
মনসুদাবাদ উডাইয়া কবি গঙ্গারাম কইল॥

ইতি মহারাষ্ট পুরাণে প্রথম কাণ্ড ভাস্কর পরাভব। সকাব্দা ১৬৭২,
সন ১১৫৮ সাল। তারিখ ১৪ পৌস, রোজ শনিবার

[পুঁথির বর্ণবিন্যাস ঠিক্ রাখা হইল, ইহা সহজ বোধ্য। বর্দ্ধমান, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চল লেখকের সুপরিচিত ছিল, স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে।]

APPENDIX পরিশিষ্ট—(খ)

(I) TREATY AND AGREEMENT WITH SERAJADOWLA*

Signed seven times.

Monsoor ul-Mulk, Serajah Dowla Shah Kuly Khan Bahadur, Hybut Jung, servant of King, Aalum Geer, the Invincible

List of Demands.

Agreed to according to the tenor of the Firmaund.

(1) That the Company be not molested upon account of such privileges as have been granted them by the King's Firmaund and Husbulhookums, and the Firmaund and Husbulhookums in full force

That the villages which were given to the Company by the Firmaund, but detained from them by the Soubah be likewise allowed them, nor let any impediment or restriction be put upon the Zemindars

It is agreed to

(2) That all goods belonging to the English Company having their Dustuck, do pass freely by land or water, in Bengal, Behar and Orissa, without paying any duties or fees of any kind whatsoever, and that the Zemindars, Chokeydars, Guzerbauns, &c., offer them no kind of molestation upon this account

Whatever has been seized by the Government it is agreed shall be restored

(3) That restitution be made the Company, of their factories and settlements at Calcutta, Cossimbazar, Dacca, &c, which have been taken from them

That all money and effects taken from the English Company, their factors and dependents, at the several settlements and aurungs, be restored in the same condition That an equivalent in money be given for such goods as are damaged, plundered, or lost, which shall be left to the Nobab s justice to determine.

(*) এই সন্ধি ও মীরজাফর এবং কাসেম্ আলীর সহিত সন্ধিবন্ধনের পরে সন্ধির মর্মানুসারে বিভিন্ন নবাবী ফর্মান্ প্রচারিত হইয়াছিল।

(4) That the Company be allowed to fortify Calcutta in such a manner that they shall esteem proper for their defence, without any hinderance or obstruction.

It is agreed to

(5) That siccas be coined at Allinagar (Calcutta) in the same manner as at Moorshudabad, and that the money struck in Calcutta be of equal weight and fitness with that of Moorshudabad There shall be no demand made for a deduction of Batta.

It is agreed that Bullion imported by the Company, be coined to siccas.

(6) That these proposals be ratified in the strongest manner, in the presence of God and his prophet, and signed and sealed to by the Nobab, and some of his principal people.

In the presence of God and his Prophet, these Articles are signed and sealed

(7) And Admiral Charles Watson and Colonel Clive promise, in behalf of the English Nation, and of the English Company, that from henceforth all hostilities shall cease in Bengal, and the English will always remain in peace and friendship with the Nobab, as long as these Articles are kept in force, and remain unviolated.

On condition that an agreement under the Company's seal and signed by the Company's Council, and sworn according to their religion be sent me, I agree to the Articles which I have countersigned.

Aaz ul-Mulck, Morad ul Dowla, Nowrish Ally Khan Bahadur, Zahooar Jung, a servant of King Aalum Geer, the Invincible

Witness, Mohinda Narain Canongo

Meer Jaffer Khan Bahadur, a servant of King Aalum Geer, the Invincible.	Rajah Doolubram Bahadur a servant of King Aalum Geer, the Invincible

Witness, Lukhi Narayan Canongo

Agreement of the Company, signed by the Governor and Committee, the 9th of February 1757 (19th Jamadee-ul-awal 1170)

We, the East India Company, in the presence of his Excellency the Nobab Monsoor-ul-Mulck Serajah Dowla Shah Kuli Khan Bahadur, Hybut Jung, Nazim of Bengal, Behar and Orissa, by the hands and seal of the Council, and by firm agreement and solemn attestation, do declare, that the business of the Company's factories, within the jurisdiction of the Nobab, shall go on in its former course that we will never oppress or do violence to any person without cause that we will never offer protection to any person having accounts with the Government, any of the King's Talookdars or Zemindars, nor murderers nor robbers, that we

will never act contrary to the tenor of the Articles agreed to by the Nobab that we will carry on our business as formerly, and will never, in any respect deviate from this agreement.

AGREEMENT OF COLONEL CLIVE WITH THE NOBAB

Dated February 12, 1757.

(22nd JAMADEE-UL-AWUL)

I, Colonel Clive, Sabut Jung Bahadur, commander of the English land forces in Bengal, do solemnly declare in the presence of God and our Saviour, that there is peace between the Nobab, Serajah Dowla, and the English. They the English, will inviolably adhere to the Articles of the Treaty made with the Nobab. That as long as he shall observe his Agreement, the English will always look upon his enemies as their enemies, and whenever called upon will grant him all the assistance in their power.

(II) TREATY WITH JAFFER ALI KHAN.

I swear by God, and the prophet of God, to abide by the Terms of this Treaty whilst I have life.

Meer Mahomed Jaffer Khan Bahadur,
servant of King Aalum Geer

TREATY MADE WITH THE ADMIRAL AND COLONEL CLIVE

Sabut Jung Bahadur, Governor Drake, and Mr. Watts.

1. Whatever Articles were agreed upon in the time of peace with the Nobab Serajah Dowla Monsoor-ul-Mulck Shah Kuly Khan Bahadur, Hybut Jung, I agree to comply with.

2 The enemies of the English are my enemies, whether they be Indians or Europeans.

3 All the effects and factories belonging to the French, in the Provinces of Bengal (the Paradise of Nations), Behar and Orissa, shall remain in the possession of the English, nor will I ever allow them any more to settle in the three Provinces

4 In consideration of the losses which the English Company have sustained by the capture and plunder of Calcutta, by the Nobab, and the charges occasioned by the maintenance of the force, I will give them one crore of rupees

5. For the effects plundered from the English inhabitants of Calcutta, I agree to give fifty lakhs of rupees

6 For the effects plundered from the Gentoos, Mussulmans, and other subjects of Calcutta, twenty lakhs of rupees shall be given

7 For the effects plundered from the Armenian inhabitants of Calcutta, I will give the sum of seven lakhs of rupees. The distribution of the sums allotted the natives, English inhabitants,

Gentoos, Mussalmans, shall be left to the Admiral and Colonel Clive (Sabut Jung Bahadur) and the rest of the Council, to be disposed of by them to whom they think proper.

8 Within the ditch, which surrounds the borders of Calcutta, are tracts of land belonging to several Zemindars, besides this I will grant the English Company six hundred yards without the ditch

9 All the land lying to the South of Calcutta, as far as Culpee, shall be under the Zemindary of the English Company, and all the Officers of those parts shall be under their jurisdiction The revenues to be paid by them (the Company) in the same manner with other Zemindars

10 Whenever I demand the English assistance, I will be at the charge of the maintenance of them.

11 I will not erect any new fortifications below the Hoogly, near the river Ganges

12. As soon as I am established in the Government of the three Provinces, the aforesaid sums shall be faithfully paid Dated the 15th Ramjan (4th Julus)

13 On condition that Meer Jaffer Khan Bahadur shall solemnly ratify, confirm by oath, and execute all the above articles, which the underwritten, on behalf of the Honorable East India Company, do, declaring on the Holy Gospels and before God, that we will assist Meer Jaffer Khan Bahadur with all our force to obtain the Subahship of the Provinces of Bengal, Behar, and Orissa, and further, that we will assist him to the utmost against all his enemies whatever, as soon as he calls upon us for that end provided that he, on his coming to be Nobab shall fulfil the aforesaid Articles (Additional, Art)

(III) A TREATY BETWEEN THE NOBAB MEER MAHOMED KOSSIM KHAN AND THE COMPANY

Company's Seal	Meer Mahomed Kossim Khan Bahadur's Seal.

Two treaties have been written of the same tenor, and reciprocally exchanged, containing the articles undermentioned, between Meer Mahomed Kossim Khan Bahadur and the Nobab Shums o Dowla, Governor and the rest of the Council, for the affairs of the English Company, and during the life of Meer Mahomed Kossim Khan Bahadur, and the duration of the factories of the English Company in this country, this agreement shall remain in force God is witness between us that the following Articles shall in no wise be infringed by either party —

1. The Nobab, Meer Mahomed Jaffer Khan Bahadur, shall continue in possession of his dignities, and all affairs be transacted in his name, and a suitable income shall be allowed for his expenses

2 The Neabut of the Subahdarry of Bengal, Azimabad and Orissa &c, shall be conferred by his Excellency, the Nobab, on

Meer Mahomed Kossim Khan Bahadur, he shall be invested with the administration of all affairs of the Provinces, and after his Excellency he shall succeed to the Government

3 Betwixt us and Meer Mahomed Kossim Khan Bahadur, a firm friendship and union is established, his enemies are our enemies and his friends are our friends

4. The Europeans and Telingas of the English Army shall be ready to assist the Nobab Meer Mahomed Kossim Khan Bahadur in the management of all affairs, and in all affairs dependent on him, they shall exert themselves to the utmost of their abilities

5 For all charges of the Company and of the said Army, and provisions for the field, &c, the lands of Burdwan, Midnapur and Chittagong shall be assigned, and sunnad for that purpose shall be written and granted The Company is to stand to all losses and receive all the profits of these three countries, and we will demand no more than the three assignments aforesaid.

6 One-half of the Chunum produced at Sylhet for three years shall de purchased by the Gomastahs of the Company from the people of the Government, at the customary rate of that place. The tenants and inhabitants of those districts shall receive no injury.

7 The balance of the former tuncaw shall be paid according to the kistbundee agreed upon with the Royroyan The jewls which have been pledged shall be received back again

8 We will not allow the tenants of the Circar to settle in the lands of the English Company, neither shall the tenants of the Company be allowed to settle in the lands of the Circar.

9 We will give no protection to the dependents of the Circar in the lands, or in the factories of the Company, neither shall any protection be given to the dependents of the Company in the lands of the Circar and whosoever shall fly to either party for refuge shall be delivered up.

10 The measures for war and peace with the Shahzada, and raising supplies of money, and the concluding both these points, shall be weighed in the scale of reason, and whatever is judged expedient shall be put in execution, and it shall be so contrived by the joint councils, that he be removed from this country, nor suffered to get any footing in it, Wether there be peace with the Shahzada or not, our agreement with Meer Mahomed Kossim Khan Bahadur, we will (by the grace of God) inviolably observe, as long as the English Company's factories continue in the Country Dated the 17th of the Sophar, in the 1174 year of the Hegira, or the 27th September 1760

(Sign Manual of Meer Mahomed Kossim Khan).

This was sealed on the 18th of the month Sophar, in the eleven hundred and seventy fourth year of the Hegira, and the proposals agreed to.

(IV) ARTICLES OF A TREATY AND AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNOR and council of Fort William, on the part of the English East India Company and the Nobab Shuja ul Mulk, Hossam-o-Dowla, Meer Mohomed Jaffier Khan Bahadur, Mahabut Jung, 1763.

Company's large Seal.	The Seal of the Nobab Meer Mahomed Jaffer Khan Bahadur, Mahabut Jung, &c.

ON THE PART OF THE COMPANY.

We engage to reinstate the Nobab Meer Mahomed Jaffier Khan Bahadur in the Soubahdarry of the provinces of Bengal, Behar and Orissa, by the deposal of Meer Mahomed Kossim Khan, and the effects, treasure, and jewel &c., belonging to Meer Mahomed Kossim Khan, which shall fall into our hands, shall be delivered up to the Nobab aforenamed.

ON THE PART OF THE NOBAB.

1 The treaty which I formerly concluded with the Company upon my accession to the Nizamut, engaging to regard the honor and reputation of the Company, their Governor and Council, as my own, granting perwannahs for the Currency of the Company's business, the same Treaty I now confirm and ratify

2 I do grant and confirm to the Company, for defraying the expenses of their troops, the Chucklas of Burdwan, Midnapore, and Chittagong, which were before ceded for the same purpose

3. I do ratify and confirm to the English the privilege granted them by their Firmaund and several Husbul hookums, of carrying on their trade by the means of their own dustuck, free from all duties, taxes or impositions, in all parts of the country excepting the articles of salt, on which a duty of 2½ per cent is to be levied on the rowana or Hooghly market price.

4. I give to the Company half the saltpetre which is produced in the country of Purnea, which their Gomastahs shall send to Calcutta The other half shall be collected by my Foujdar, for the use of my offices, and I will suffer no other person to make purchases of this article in that country

5. In the Chuckla of Sylhet, for the space of five years, commencing with the Bengal year 1170 my Foujdar and the Company's Gomastah shall jointly prepare chunam, of which each shall defray half the expenses, and half the chunam so made shall be given to the Company, and the other half shall be for my use.

6 I will maintain twelve thousand horse and twelve thousand foot in the provinces. If there should be occasion for any more, the number shall be increased by consent of the Governor and Council,

proportionably to the emergency. Besides these, the force of the English Company shall always attend me when they are wanted.

7. Wherever I shall fix my court, either at Moorshedabad or elsewhere, I will advise the Governor and the Council, and what number of English forces I may have occasion for in the management of my affairs, I will demand them, and they shall be allowed me and an English gentleman shall reside with me, to transact all affairs between me and the Company and a person shall also reside on my part at Calcutta to negociate with the Governor and Council.

8 The late Perwannahs issued by Kossim Ally Khan, granting to all merchants the exemption of all duties for the space of two years, shall be reversed and called in, and the duties collected as before

9 I will cause the Rupees coined in Calcutta to pass in every respect equal to the siccas of Moorshidabad, without any deduction of batta, and whosoever shall demand batta shall be punished.

10 I will give thirty lakhs of Rupees to defray all the expenses and loss accruing to the Company from the war and stoppage of their investment, and I will reimburse to all private persons the amount of such losses, proved before the Governor and Council, as they may sustain in their trade in the country If I should not be able to discharge this in ready money, I will give assignments of land for the amount

11 I will confirm and renew the Treaty which I formerly made with the Dutch

12. If the French come into the country, I will not allow them to erect any fortifications maintain force, hold lands, Zemindarries, &c, but they shall pay tribute, and carry on their trade as in former times.

13 Some regulations shall be hereafter settled between us for deciding all disputes which may arise between the English Agents and Gomastahs, in the different parts of the country, and my officers.

In testimony whereof we, the said Governor and Council, have set our hands and fixed the seal of the company to one part hereof and the Nobab aforenamed hath set his hand and seal to another part hereof, which were mutually done, and interchanged at Fort William, the 10th day of July 1763.

(Signed) Henry Vansittart (Signed) John Carnac.
,, William Billers. ,, Warren Hastings.
,, Randolph Marriott. ,, Hugh Watts

Demand made on the part of the Nobab Meer Mahomed Jaffer Khan, and agreed to by the Council at the time of signing the Treaty.

I formerly acquainted the Company with the particulars of my own affairs, and received from them repeated letters of encouragement and kindness, with presents I now make this request that you will write in a proper manner to the Company, and also to the King

of England, the particulars of our friendship and union, and procure for me writings and encouragement that my mind may be assured from that quarter that no breach may ever happen between me and the English, and that every Governor, Counsellor, and Chiefs of the English that are here, or may hereafter come, may be well disposed and attached to me.

2 Since all the English gentlemen, assured of my friendly disposition to the Company confirm me in the Nizamut, I request that to whatever I may at any time write, they will give their credit and assent, nor regard the stories of designing men to my prejudice, that all my affairs may go on with success, and no occasion may arise for jealousy or ill will between us

3 Let no protection be given by any of the English gentlemen to any of my dependents, who may fly for shelter to Calcutta or other of your districts, but let them be delivered up to me on demand I shall strictly enjoin all my Foujdars and Amils, on all accounts to afford assistance and countenace to such of the Gomastahs of the Company as attend to the lawful trade of their factories, and if any of the said Gomostahs shall act otherwise, let them be checked in such a manner as may be an example to others

4. From the neighbourhood of Calcutta to Hoogly, and many of their Pergunnahs bordering upon each other, it happens, that on complaints being made, people go against the talookdars, ryots,* and tenants of my town, to the prejudice of the business of the Circar, wherefore let strict orders be given that no peons be sent from Calcutta, on the complaints of any one, upon my talookdars or tenants, but on such occasions let application be made to me, or to the Naibs of the Fouzdarry of Hooghly that the country may be subject to no loss or devastations, and if any of the traders, which belonged to the Bucksbunder and Azimgunj, and have settled in Calcutta, should be desirous of returning to Hooghly and carrying on their business there as fromerly, let no one molest them Chandernagore and the French Factory were presented to me by Colonel Clive and given by me in charge to Ameer beg Khan, for this reason let strict orders be given that no English gentlemen exercise any authority therein, but that, it remain, as formerly, under the jurisdiction o my people.

5 Whenever I may demand any forces from the Governor and Council for my assistance, let them be immediately sent to me, and no demand made on me for their expenses.

The demands of Nobab Shuja-ul Mulk Hossam-o Dowla, Meer Mahomed Jaffier Khan Bahadur, Mahabut Jung, written in five articles, We, the President and Council of the English Company do agree and set our hands to in Fort William, the 10th of July 1763

Hugh Watts.	(Signed) Henry Vansittart.
William Billers	John Cartier
Warren Hastings.	Randolph Marriott.

(V) Articles of a Treaty and Agreement concluded between the Governor and Council of Fort William on the part of the English East India Compay and the Nobab Nudjum-ul-Dowla

On the part of the Company.

We the Governor and Council, do engage to secure to the Nobab Nudjum ul Dowla, Soubahdarry of the Provinces of Bengal, Behar and Orissa, and to support him therein with the Company's forces against all his enemies We will also, at all times, keep up such force as may be necessary effectually to assist and support him in the defence of the provinces, and as our troops will be more to be depended on than any the Nobab can have, and less expensive to him, he need therefore entertain none, but such as are requisite for the support of the Civil officers of his government, and the business of his collections through the different districts

We do further promise, that in consideration the Nobab shall continue to assist in defraying the extraordinary expenses of the war, now carrying against Shujah-ul Dowla, with the five lakhs of Rupees per month which was agreed to by his father, whatever sums may be heretofore received of the king, on account of our assistance afforded him in the war, shall be repaid to the Nobab

On the part of the Nobab.

In consideration of the assistance the Governor and Council has agreed to afford in securing to me the succession in the Soubahdarry of Bengal Behar and Orissa, heretofore held by my father the late Nobab Meer Jaffier Ally Khan, and supporting me in it against all my enemies, I do agree and bind myself to the faithful performance of the following Articles —

1. The treaty which my father fromerly concluded with the Company, upon his first accession to the Nizamut, engaging to regard the honour and repulation of the Company and of their Governor and Council as his own, and granting perwanahas for the Currency of the Company's trade, the same Treaty, as far as is consistent with the Articles hereafter agreed to, I do hereby ratify and confirm.

2 Considering the weighty charge of Govennment, and how essential it is for myself, for the welfare of the country, and for the Company's business, that I shall have a person who has had experience therein to advise and assist me, I do agree to have one fixed with me, with the advice of the Governor and Council, in the station of Naib Soubah, who shall accordingly have immediately under me the chief management of all affairs And as Mohomed Reza Khan, the Naib of Dacca, has in every respect my approbation and that of the Governor and Gouncil, I do further agree that this trust shall be conferred on him and I will not displace him without the acquiescence of those gentlemen, and in case any alteratio in this appoint

ment should hereafter appear advisable, that Monomed Reza Khan provided he has acquitted himself with fidelity in his administration shall in such case be reinstated in the Naibship of Dacca, with the same authority as heretofore.

3. The business of the collection of the revenues, under the Naib-Soubah, be divided into two or more branches, as may appear proper and as I have the fullest dependence and confidence on the attachment of the English, and their regard to my interest and dignity, and desirous of giving them every testimony thereof, I do further consent, that the appointment and dismission of the Mutta-saddees of those branches and the allotment of their several districts, shall be with the approbation of the Governor and Council and considering that as much men of my rank and station are obliged to use the eyes and recommendations of the servants about them, and how liable to be deceived, it is my further will that the Governor and Council shall be at liberty to object and point out to me when improper people are entrusted, or where my officers and subjects are oppressed and I will pay a proper regard to such representations, that my affairs may be conducted with honor, my people everywhere be happy and their grievances be redressed.

4 I do confirm to the Company, as a fixed resource, for defraying the ordinary expenses of their troops, the Chucklas of Burdwan Midnapore and Chittagong, in as full a manner as heretofore ceded by my father. The sum of five lakhs of sicca Rupees per month for their maintenance was further agreed to be paid by my father, I agree to pay the same out of my treasury, while the exigency for keeping up so large an army continues Where the company's occasions will admit of a diminution of the expenses they are put to on account of those troops, the Governor and Council will then relieve me from such a proportion of this assignment, as the increased expenses incurred by keeping up the whole force necessary for the defence of the Provinces will admit of. And as I esteem the Company's troops entirely equal thereto as my own, I will only maintain such as are immediately necessary for the dignity of my person and government, and the business of my collections throughout the Proviness.

5 I do ratify and confirm to the English the privilege granted to them by their Firmaund and several Husbulhookums of carrying on their trade by means of their own dustuck, free from all duties, taxes or impositions, in all parts of the country, excepting in the article of salt, on which a duty of 2½ per cent is to be levied on the rowna or Hooghly market price.

6 I give to the Company the liberty of purchasing half the saltpetre produced in the country of Purnea, which their Gomastahs shall send to Calcutta, the other half shall be collected by my Fouzdar for the use of my offices, and I shall suffer no other persons to make purchases of this article in that country.

7. In the Chuckla of Sylhet, for the space of five years,

commencing with the Bengal year 1171, my Fouzdar and a Gomastah on the part of the Company shall jointly provide chunam, of which each shall defray half the expense, and half the chunam so made shall be given to the Company

8 Although I should occasionally remove to other places in the Provinces, I agree that the books of the Circar shall be always kept and the business conducted at Moorshedabad, and that shall, as theretofore, be the seat of my government and wherever I am, I consent that an English gentleman shall reside with me to transact all affairs between me and the Company, and that a person of high rank shall also reside on my part at Calcutta to negotiate with the Governor and Council.

9 I will cause the Rupees coined in Calcutta to pass in every respect equal to the siccas of Moorshedabad, without any deduction of batta, and whosoever shall demand batta shall be punished The annual loss on coinage, by the fall of Batta on the issuing of the new siccas, is a very heavy grievance to the country, and, after mature consideration, I will, in concert with the Governor and Council, pursue whatever may appear the best method for remedying it

10 I will allow no Europeans whatever to be entertained in my service, and if there already be any, they shall be immediately dismissed

11. The kistbundee for payment of the restitution to the sufferers in the late troubles, as executed by my father, I will see faithfully paid No delays shall be made in this business.

12 I confirm and will abide by the Treaty which my father formerly made with the Dutch.

13 If the French come into the country, I will not allow them to erect any fortifications, maintain forces, or hold lands, Zemindaries, &c, but they shall pay tribute, and carry on their trade as in former times.

14 Some regulations shall be hereafter settled between us for deciding all disputes which may arise between the English Gomastahs and my officers, in the different parts of the country

In testimony whereof we, the said Governor and Council, have set our hands, and affixed the seal of the Company to one part hereof, and the Nobab before named hath set his hand and seal to another part

(A true copy),
(Signed) W Majendie,
Secretary.

Mem—This Treaty was executed by the President and Council of Fort William, on the 20th of February 1765, and by the Nobab, on the 25th of the same month.

(VI) **Firmaund** from the King Shah Alum granting the Dewanny of Bengal Behar, and Orissa to the Company, 1766.

At this happy time our royal Firmaund, indispensably requiring obedience, is issued, that whereas, in consideration of the attachment and services of the high and mighty, the noblest of exalted nobles the chief of illustrious warriors, our faithful servants and sincere well-wishers, worthy of our royal favors, the English Company, we have granted them the Dewanny of the Provinces of Bengal, Behar, and Orissa, from the beginning of the Fassel rubby of the Bengal year 1172, as a free gift and altumgau without the association of any other person, and with an exemption from the payment of the customs of the Dewanny, which used to be paid by the Court. It is requisite that the said Company engage to be security for the sum of twenty six lakhs of Rupees a year for our royal revenue, which sum has been appointed from the Nobab Nudjum ul Dowla Bahadur and regularly remit the same to the Royal Circar, and in this case, as the said Company are obliged to keep up a large Army for the protection of the Provinces of Bengal, &c, we have granted to them whatsoever may remain out of the said Provinces, after remitting the sum of twenty six lakhs of Rupees to the royal Circar and providing for the expenses of the Nizamut. It is requisie that our descendants, the Viziers, the bestowers of dignity, the Omrahs high in rank the great officers, the Muttaseddees of the Dewany, the managers of the business of the Sultanut, the Jaghirdars and Crories as well the future as the present using their constant endeavors for the establishment of this our royal command, leave the said office in possession of the said company, from generation to generation for ever and ever. Looking upon them to be assured from dismission or removal they must on no accunt whatsoever give them any interruption, and they must regard them as excused and exempted from the payment of all the customs of the Dewany and royal demands. Knowing our orders on the subject to be most strict and positive, let them not deviate thereof.

Written the 24th Sophar, of the 6th year of the juloos, the 12th August 1765.

CONTENS OF THE ZEMMUN

Agreeably to the paper which has received our sign manual, our royal commands are issued, that in consideration of the attachment and service, of the high and mighty, the noblest of exalted nobles, the chief of illustrious warriors our faithful servants and sincer wellwishers, worthy of our royal favors, the English Company, we have granted them the Dewany of the Provinces of Bengal, Behar, and Orissa, from the beginnig of the Fussul Rubby of the Bengal year 1172, as free gift and ultumgau, without the association of any other person and with an exemption from the customs of the Dewany,

which is used to be paid the Court, on condition of their being security for the sum of twenty-six lakhs of Rupees a year, for our royal revenue, which sum has been appointed from the Nabob Nudjum ul Dowla Bahadur, and after remitting the royal revenus and providing for the expenses of the Nizamut, whatsoever may remain we have granted to the said Company

The Dewanny of the Province of Bengal
The Dewanny of the Province of Behar.
The Dewanny of the Province of Orissa

Articles of Agreement between the King Shah Aalum and the Company

The Nobab Nudjum ul Dowla agrees to pay His Majesty, out of the revenues of Bengal, Behar and Orrissa the sum of twenty-six lakhs of Rupees a year, without any deduction for batta on bills of exchange, by regular monthly payments, amounting to Rupees 2, 16, 556—10—9 per month, the first payment to commence from the 1st of September of the present year, and the English Company, in consideration of His Majesty's having been graciously pleased to grant them the Deweny of Bengal, &c., do engage themselves to be security for the regular payment of the same. It shall be paid month by month from the factory at Patna to Rajah Shitabroy, or whomsoever His Majesty may think proper to nominate, that it may be forwarded by him to the Court But in case the territories of the aforesaid Nabob should be invaded by any foreign enemy, a deduction is then to be made out of the stipulated revenues proportionable to the damage that may be sustained

In consideration of Nudjuf Khan's having joined the English forces, and acted in his Majesty's service in the late war His Majesty will be graciously pleased to allow him the sum of two lacks of Rupees a year to be paid by equal monthly payments the first payment to commence from the 1st September of the present year, and in default thereof the English Company, who are guarantees for the same, will make it good out the of the revenues allotted to His Majesty from the territories of Bengal If the territories of Bengal at any time be invaded and on that account a deduction be made out of the royal revenue, in such case a proportionable deduction shall also be made out of Nudjuf Khan's allowance.

Dated the 19th of August 1765.
Fort William, 30th September 1765.

(A true Copy)
(Signed) Alexander Campbell.
S. S. C

Agreement between the Nobab Nudjum ul-Dowla and the Company

The king having been graciously pleased to grant to the English Company the Dewanny of Bengal, Behar, and Orissa, with the revenues thereof, as a free gift for ever, on certain conditions, whereof one is that there shall be a sufficient allowance out of the said revenues for supporting the expenses of the Nizamut: Be it known to all whom it may concern, that I do agree to accept of the annual sum of sicca Rupees 53, 86, 131 – 9, as an adequate allowance for the support of the Nizamut, which is to be regularly paid as follows, viz. the sum of Rupees 1778 85 4—1 for all my household expenses servants, &c. and the remaining sum of Rupees 36, 07, 277—8 for the maintenance of such horse, sepoys peons burcundarzes, &c., as may be thought necessary for my sawarry and the support of my dignity only, should such an expense hereafter be found necessary to be kept up, but on no account ever to exceed that amount and having a perfect reliance on Mint ul Dowla I desire he may have the disbursing of the above sum of Rupees 36, 7 277—8 for the purpose before-mentioned. This agreement (by the blessing of God) I hope will inviolably observed, as long as the English Company's factories continue in Bengal

Fort William, (A true Copy)
30th September (Signed) Alexander Campbell,
1765 S S C

(VII) Articles of a Treaty and Agreement concluded between the Governor and Council of Fort William on the Part of the English East India Company and Nabob Syef ul Dowla, *

On the part of the Company

We, the Governor and Council do engage to secure to the Nabob Syef ul Dowla the Soubahdarry of the Provinces of Bengal, Behar, and Orrissa, and to support him therein with the Company's forces against all his enemies,

On the Part of the Nabob.

1 The Treaty which my father formerly concluded with the Company upon his first accession to the Nizamut, engaging to regard the honor and reputation of the Company and the Governor and Council as his own, and that entered into with my brother, Nabob Nazum ul Dowla, the same Treaties, as far as is consistent with the true spirit, intent and meaning thereof, I do hereby ratify and confirm.

2 The King has been graciously pleased to grant unto the English East India Company the Dewannyship of Bengal, Behar and

* এই কএকখানি সন্ধিপত্র ১৭৭২ সালের সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টেও প্রকাশ হইয়াছে।

Orissa as a free gift for ever, and I having an entire confidence in them, and in their servants settled in this country, that nothing whatever be proposed or carried into execution by them, derogating from my honor, dignity, interest, and the good of my country, do therefore, for the better conducting the affairs of the Soubahdarry, and promoting my honor and interest, and that of the Company, in the best manner, agree that the protecting the Provinces of Bengal, Behar and Orissa, and the force sufficient for that purpose, be entirely left to their discretion and good management in consideration of their paying the King Shah Aalum, by monthly payments, as by treaty agreed on, the sum of Rupees 2, 16 666 10—9, and to me, Syef ul Dowla, the annual stipend of Rupees 41,86,131—9, viz the sum of Rupsses 17, 78, 854 1 for my house, servants, and other expenses indispensibly necessary, and the remaining sum of Rupees 24, 07 277—8 for the support of such sepoys, peons and bercundanzes as may be thought proper for my sawarry only, but on no account ever to exceed that amount

3 The Nabob Minah Dowla, who was at the instance of the Governor and Gentlemen of the Council, appointed Naib of this Provinces and invested with the management of affairs, in conjunction with Maharajah Doolubram, and Juggat Seat, shall continue in the same post and with the same authority, and having a perfect confidence in him, I moreover agree to let him have the disbursing of the above sum of Rupees 24,07,227-8, for the purpose above mentioned.

This Agreement (by the blessing of God) I hope will be inviolably observed, as long as the English Company's factories continue in Bengal

Dated this 19th day of May, in the year of our Lord 1766

(Signed) W. B Summer, H Varels
Randolph Marriott H. Watts
Claud Russel W. Aldersey
Thomas Kelsall Charles Floyer

(IV) Treaty with Mobarak ul Dowla.

The Company's Seal	(Signed) E. Baher Secretary.

Articles of a Treaty and Agreement between the Governor and Council of Fort William on the part of the English East India Company and the Nabob Mobarek ul Dowla dated 21st March 1770

On the Part of the Company

We, the Governor and Council, do engage to secure to the Nabob Mobarek ul Dowla the Subahdarry of the Provinces of Bengal, Behar and Orissa, and to support him therein with the Company's forces against all his enemies.

On the part of the Nabob

1 The Treaty which my father formerly concluded with the Company upon his first accession to the Nizamut, engaging to regard the honor and reputation of the Company, and of the Governor and Council as his own, and that entered into with my brothers, the Nabob's Nazum ul Dowla and Syef ul Dowla, the same Treaties, as far as is consistent, with the true spirit, intent and meaning thereof, I do hereby ratify and confirm

2 The King has been graciously pleased to grant unto English East India Company the Dewannyship of Bengal, Behar and Orissa as a free gift for ever, and I, having an entire confidence in them and in their servants settled in this country, that nothing whatever be proposed or carried into execution by them derogating from my honor, interest, and the good of my country, do therefore, for the better conducting the affairs of the Soubahdarry and promoting my honor and interest and that of the Company, in the best manner, agree that the protecting the Provinces of Bengal, Behar and Orissa, and the force sufficient for that purpose, be entirely left to their direction and good management, in consideration of their paying the King Shah Alum by monthly payments and as by Treaty agreed on the sum of Rupees two lacks sixteen thousand six hundred and sixty six ten annas and nine pice, Rupees 2, 16, 666—10—9 and to me Mobarick ul Dowla, the annual stipend of Rupees thirty one laks eighty-one thousand nine hundred ninety one, nine annas—Rupees 31, 81, 991—9 viz the sum of Rupees fifteen lakhs eighty-one thousand nine hundered and ninety-one nine annas—Rupees 15 81, 991—9, for my house, servants and other expenses, indispensably necessary, and the remaining sum of Rupees 16,00000 for the support of such sepoys, peons, and bercundanzes, as may be thought proper for my suwarry only, but on no account ever to exceed that amount

3 The Nabob Minah Dowla, who was, at the instance of the Governor and Gentlemen of the Council, appointed Naib of the Provinces, and invested with the management of affairs, in conjunction with Moharajah Doolubram and Juggat Seat, shall continue in the same honor with the same authority and having a perfect confidence with him, I moreover agree to let him have the disbursing of the above sum of Rupees sxisteen lakhs for the purpose above mentioned

This Agreement (by the blessing of God) shall be inviolably observed for ever

Dated this 21st day of March, in the year of our Lord 1770.

(Signed)	Jon Cartier	John Reed
	Richard Becher	Francis Hare
,,	William Aldersey	Joseph Jekyll
	Claud Russel	Thomas Lane.
,,	Charles Flover.	Richard Barwell.

(A True Copy)
(Signed) W. Wynne Secretary

নিদর্শনী (বর্ণানুক্রমিক সূচী)